পবিত্র ত্রিপিটক

(দ্বিতীয় খণ্ড)

বিনয়পিটকে পাচিত্তিয় ও মহাবর্গ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে দেবমনুষ্য তথা বিশ্বের সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের জন্য যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন সেসবই এই ত্রিপিটকে ধারণ করা আছে। ত্রিপিটক মানে বুঝায় বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধর্মপিটক। এখানে 'পিটক' শব্দ দিয়ে ঝুড়ি বা বাক্স বুঝানো হয়।

গোটা ত্রিপিটকে এমন অসংখ্য জ্ঞানমূলক উপদেশের ছড়াছড়ি যা মানুষকে জাগতিক ও বৈষয়িক দুঃখ থেকে পরিত্রাণ করায়। তাই ত্রিপিটক বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। আর গৌতম বুদ্ধের মতো মহান এক ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনেতিহাস ও বাণী সম্পর্কে জানতে হলেও ত্রিপিটক পাঠ, অধ্যয়ন ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

এমন অমূল্য জ্ঞান ও রত্নের আকর বিশালাকার পালি ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের সূচনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় শত বছর আগে। শত বছর ধরে এত প্রযত্ন-প্রয়াস সত্ত্বেও এখনো পুরো ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

এই প্রথম বাংলায় পুরো ত্রিপিটককে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নাম দিয়ে ২৫ খণ্ডে প্রকাশ করেছে ত্রিপাসো বাংলাদেশ। যেসব পিটকীয় বই ইতিপূর্বে অনূদিত হয়েছে সেগুলোকে কিছুটা সম্পাদনা করে এই সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর যেগুলো ইতিপূর্বে অনূদিত হয়নি সেগুলো অভিজ্ঞ অনুবাদক দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মহান ত্রিপিটকের এই সংস্করণ যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর ও বিশুদ্ধ হয় তার জন্য লেখালেখি, সম্পাদনা ও ধর্মীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ একদল ভিক্ষুকে নিয়ে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। পালি ত্রিপিটকের প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ, কঠিন ও দুর্বোধ্য বৌদ্ধ পরিভাষার যথাসম্ভব সহজ ব্যাখ্যা এবং দক্ষ সম্পাদনা এই সংস্করণের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

‘পবিত্র ত্রিপিটক’ নামে ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো :

১. ত্রিপিটকের ছোট-বড় ৫৯টি বইকে (ধারাবাহিকতার কোনো রকম ব্যত্যয় না ঘটিয়ে) কম্বাইন্ড করে মোট ২৫ খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক প্রকাশ।

২. পূর্বে অনূদিত ভালো মানসম্পন্ন বইগুলোর সঙ্গে বেশ কিছু বইয়ের প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষায় নতুন বাংলা অনুবাদ সংযোজন।

৩. সম্পাদনার সময় বাংলা একাডেমি প্রণীত ‘প্রমিত বাংলা বানানরীতি’ পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে।

৪. বৌদ্ধ পরিভাষাগুলোর বানান ও যথাযথ প্রয়োগে যথাসম্ভব অর্থপূর্ণ সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫. দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত এমন অভিজ্ঞ অনুবাদক, লেখক ও সম্পাদকদের দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকটি পরম শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে সম্পাদনা করা হয়েছে।

৬. ৭০ গ্রাম বিদেশি অফসেট ধবধবে সাদা কাগজের ব্যবহার, ঝকঝকে টকটকে ছাপা, শক্ত পেস্টিং বোর্ডের ওপর উন্নত মানের বিদেশি রেক্সিন দিয়ে বাইন্ডিং, তার ওপর ১৭০ গ্রামের চার রঙা ঝকঝকে আকর্ষণীয় মলাট, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

৭. যুবা-বৃদ্ধ সব বয়সের পাঠকদের পড়তে অসুবিধা না হয় মতো তুলনামূলক বড় অক্ষরে ছাপানো হয়েছে ত্রিপিটকের সবগুলো বই।

৮. ত্রিপিটকের কোন বইয়ে কোন সূত্রটি রয়েছে সেটি চট করে খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রত্যেক ত্রিপিটক সেটের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র সম্বলিত একটি রেফারেন্স গাইড সরবরাহ করা।

মহাকারুণিক তথাগত গৌতম বুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

জন্ম : ৮ জানুয়ারি ১৯২০
পরিনির্বাণ : ৩০ জানুয়ারি ২০১২

পবিত্র ত্রিপিটক (দ্বিতীয় খণ্ড)

[বিনয়পিটকে **পাচিত্তিয়, ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ ও মহাবর্গ**]

পবিত্র ত্রিপিটক

দ্বিতীয় খণ্ড

[বিনয়পিটকে **পাচিত্তিয়, ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ ও মহাবর্গ**]

শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির
ও ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
অনূদিত

সম্পাদনা পরিষদ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

পবিত্র ত্রিপিটক (দ্বিতীয় খণ্ড)

[বিনয়পিটকে **পাচিত্তিয়, ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ ও মহাবর্গ**]

অনুবাদকমণ্ডলী : শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির
ও ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদকবৃন্দ
ত্রিপাসো-র প্রথম প্রকাশ : ২৫৬১ বুদ্ধবর্ষ; ২৫ আগস্ট ২০১৭
ত্রিপাসো-র দ্বিতীয় প্রকাশ : ২৫৬২ বুদ্ধবর্ষ; ২৯ মে ২০১৮
(২৫৬২ বুদ্ধবর্ষের শুভ বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে পুনঃপ্রকাশিত)
প্রকাশক : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
প্রচ্ছদ ডিজাইন : সুভাবিতো ভিক্ষু
মুদ্রণ : রাজবন অফসেট প্রেস
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) প্রতি সেট ২০,০০০/- টাকা মাত্র

PABITRA TRIPITAK - VOL-2
(Vinay Pitake Pacittiya, Bhikkhuni-Vibhanga & Mahavarga)
Translated by Ven. Pragyananda Sthabir, Ven. Prajnabangsha MahaThero & Ven. Karunabangsha Bhikkhu
Published by Tripitak Publishing Society, Bangladesh
Khagrachari Hill District, Bangladesh
e-mail : tpsocietybd@gmail.com

ISBN 978-984-34-3064-9

এক নজরে পবিত্র ত্রিপিটক

বিনয়পিটকে

- পারাজিকা
- পাচিত্তিয়
- মহাবর্গ
- চূলবর্গ
- পরিবার

সুত্তপিটকে

- দীর্ঘনিকায় (তিন খণ্ড)
- মধ্যমনিকায় (তিন খণ্ড)
- সংযুক্তনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- অঙ্গুত্তরনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- খুদ্দকনিকায় (উনিশটি বই)

১. খুদ্দকপাঠ
২. ধর্মপদ
৩. উদান
৪. ইতিবুত্তক
৫. সুত্তনিপাত
৬. বিমানবত্থু
৭. প্রেতকাহিনী
৮. থেরগাথা
৯. থেরীগাথা
১০. অপদান (দুই খণ্ড)
১১. বুদ্ধবংশ
১২. চরিয়াপিটক
১৩. জাতক (ছয় খণ্ড)
১৪. মহানির্দেশ
১৫. চূলনির্দেশ
১৬. প্রতিসম্ভিদামার্গ
১৭. নেত্তিপ্রকরণ
১৮. মিলিন্দ-প্রশ্ন
১৯. পিটকোপদেশ

অভিধর্মপিটকে

- ধর্মসঙ্গণী
- বিভঙ্গ
- ধাতুকথা
- পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি
- কথাবত্থু
- যমক (তিন খণ্ড)
- পট্ঠান (পাঁচ খণ্ড)

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড)

[**জ্ঞাতব্য :** সর্বশেষ ষষ্ঠ সঙ্গীতি অনুসারে পবিত্র ত্রিপিটকভুক্ত মোট ৫৯টি বইকে 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি' হতে মোট ২৫ খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করা হলো। পাঠকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে কোন খণ্ডে কোন গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো।]

পবিত্র ত্রিপিটক - প্রথম খণ্ড - পারাজিকা
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বিতীয় খণ্ড - পাচিত্তিয় ও মহাবর্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - তৃতীয় খণ্ড - চূলবর্গ ও পরিবার
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্থ খণ্ড - দীর্ঘনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চম খণ্ড - মধ্যমনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষষ্ঠ খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তম খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - নবম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - দশম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - একাদশ খণ্ড - খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, সুত্তনিপাত, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, প্রেতকাহিনি
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাদশ খণ্ড - থেরগাথা, থেরীগাথা, বুদ্ধবংশ, চরিয়াপিটক
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োদশ খণ্ড - অপদান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্দশ খণ্ড - জাতক (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চদশ খণ্ড - জাতক (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষোড়শ খণ্ড - জাতক (পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তদশ খণ্ড - মহানির্দেশ ও চূলনির্দেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টাদশ খণ্ড - প্রতিসম্ভিদামার্গ ও নেত্তিপ্রকরণ
পবিত্র ত্রিপিটক - ঊনবিংশ খণ্ড - মিলিন্দ-প্রশ্ন ও পিটকোপদেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - বিংশ খণ্ড - ধর্মসঙ্গণী ও বিভঙ্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - একবিংশ খণ্ড - ধাতুকথা, পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি ও কথাবত্থু
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাবিংশ খণ্ড - যমক (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োবিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্বিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চবিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (পঞ্চম খণ্ড)

লও হে মোদের অঞ্জলি

পরম পূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

এক পরম পুণ্যপুরুষের নাম। বিগত ২০১২ সালে
পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নিথর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু
বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে থাকলেও তাঁর আদর্শ ও বাণী
এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর।
তিনি আমাদের জীবনে, চলনে, বলনে, মননে ও আচরণে
চিরজাগরূক হয়ে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।
তিনি একজন আদর্শ স্বপ্নদ্রষ্টা।
তিনি স্বপ্ন দেখতেন, বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক
পবিত্র ত্রিপিটক একদিন বাংলায় অনূদিত হবে।
ভিক্ষু-গৃহী সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত উপদেশ মোতাবেক জীবনকে
চালিত করে পরম শান্তিময় দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করবে।
কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।
বিলম্বে হলেও আজ আমরা এই পরম পুণ্যপুরুষের
স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একে একে আমরা
সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে চাই।
দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে চাই বুদ্ধের অমৃতনির্ঝর অমিয় উপদেশবাণী।
আমরা এ কাজে সদ্ধর্মপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহী সকলের
আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

আমাদের সকল কার্যক্রম—ত্রিপিটক অনুবাদ ও প্রকাশ—এই মহান
পুণ্যপুরুষের পবিত্র করকমলে—
পরম কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে নিবেদিত।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

গ্রন্থসূচি

বিনয়পিটকে **পাচিত্তিয়** ২৫-৪২৭

বিনয়পিটকে **ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ** ৪২৯-৬৭০

বিনয়পিটকে **মহাবর্গ** ৬৭১-১২০০

দ্বিতীয় প্রকাশের নিবেদন

আপনারা সবাই জানেন বিগত ২৫ আগস্ট ২০১৭, রোজ শুক্রবার ত্রিপাসো বাংলাদেশ নতুন এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক (ত্রিপিটকের ৫৯টি বইকে মোট ২৫ খণ্ডে কম্বাইন্ড করে) প্রকাশ করেছিল। দিনটি বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাসে ছিল অবিস্মরণীয় গৌরবের এবং দুর্লভ অর্জনের। এক জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো, বাংলাদেশ 'এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হয়নি' এই অপবাদটি অপসৃত করেছে চিরতরে। ত্রিপাসো, বাংলাদেশ এই অনন্য কাজটি করার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন সদ্ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ জনসাধারণকে ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা-উপদেশগুলো পরিপূর্ণ ও ভালোভাবে জানার, শেখার, অনুশীলন করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, অপরদিকে (বাংলা ভাষায়) বুদ্ধধর্ম বিষয়ে গবেষক ও বৌদ্ধ-দর্শন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুগণকে আরও বেশি করে বুদ্ধধর্মকে নিয়ে আলোচনা-গবেষণা করার অবারিত দ্বার খুলে দিয়েছে।

বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হওয়ার পর এদেশের আপামর জনসাধারণের মাঝে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক, গবেষক ও বিজ্ঞ পাঠকসমাজ কর্তৃক সমাদৃত হয় দারুণভাবে। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্তরের লোকজন পরম আগ্রহে বাংলা ত্রিপিটকের রয়েল সেট সংগ্রহ করতে থাকেন। কেবল বৌদ্ধরা নন, অনেক উচ্চ শিক্ষিত, মুক্ত-চিন্তাবিদ হিন্দু, মুসলমানেরাও ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে মনোযোগী হন। আর তাই তো মাত্র দশ দিনের মাথায় প্রথম সংস্করণের সব কপি শেষ হয়ে যায়। ফলে ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে আসা অনেককে মলিন মুখে, মনে অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। তারা আমাদের অতৃপ্তির কথা জানিয়ে পুনর্মুদ্রণ করার আকুল আহ্বান জানান, আর কবে নাগাদ পুনর্মুদ্রিত ত্রিপিটক পাবেন সেটি জানতে চান।

ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকসমাজের প্রত্যাশা ও অনুরোধের প্রেক্ষিতে মাত্র এক মাসের ব্যবধানে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নিতে হলো। সত্যি কথা বলতে কী, পাঠকসমাজ কর্তৃক বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটকের প্রতি এই সমাদর ও আগ্রহ দেখে আমরাও আনন্দিত।

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

নির্ধারিত সময়ের আগে প্রকাশনা প্রসঙ্গে

ত্রিপাসো, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এই প্রথম বাংলা ভাষায় একসঙ্গে সমগ্র ত্রিপিটককে প্রকাশ করার এক মহান পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সেই লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল ২০১৫ সালের একদম গোড়ার দিকে জানুয়ারি মাসে। আমরা লক্ষ্য স্থির করেছিলাম, ২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনে সমগ্র ত্রিপিটকটি মোড়ক উন্মোচনের মাধ্যমে প্রকাশ করবো এবং পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনটিকে বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় করে রাখবো। এতদিন আমরা সেভাবেই প্রচার করে আসছিলাম।

কিন্তু, বেশ কয়েকটি কারণে আমরা নির্ধারিত সময়ের আগেই ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে **"পবিত্র ত্রিপিটক"** নামে ২৫ খণ্ডবিশিষ্ট সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এক. পবিত্র ত্রিপিটকের বেশ কিছু বইয়ের বাংলায় অনুবাদ ও পূর্বে অনূদিত বইগুলোর সম্পাদনা, প্রুফ রিডিং-এর কাজ শেষ করতে যত সময় লাগবে বলে আমরা ভেবেছিলাম আমাদের অভিজ্ঞ সম্পাদনা পরিষদ তার অনেক আগেই, অন্তত দেড় বছর আগে, দক্ষতার সঙ্গে কাজ শেষ করতে সক্ষম হয়েছে।

দুই. বই ছাপা ও বাইন্ডিং-এর কাজও অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে শেষ হয়েছে।

তিন. ত্রিপাসো-র সাধারণ সদস্য-সদস্যা, পবিত্র ত্রিপিটকের অগ্রিম গ্রাহক ও সমগ্র ত্রিপিটক পড়তে আগ্রহী এমন অনেক ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে একটা অনুযোগ একদম শুরু থেকেই ছিল যে, ত্রিপিটক প্রকাশনার তারিখটি এত দেরিতে কেন! তাদের সকলের আকুল অনুরোধ ছিল এই যে, সম্ভব হলে প্রকাশের তারিখটি এগিয়ে আনা হোক।

একদিকে অনুবাদ, সম্পাদনা, প্রুফ রিডিংসহ ছাপার কাজও যখন পুরোপুরি শেষ হয়েছে, আর অন্যদিকে আগ্রহী পাঠকরাও যখন ভগবান বুদ্ধের অমূল্য উপদেশবাণী সম্বলিত পবিত্র ত্রিপিটকটি হাতের কাছে পাবার ও পড়ে দেখার অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন, তখন আর দেরি কেন! কেন শুধু বসে বসে দীর্ঘ দেড়টি বছর অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকা! কথায় আছে : "শুভ কাজে দেরি করতে নেই।" তাই আমরাও দেরি না করে সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের তারিখটিকে এগিয়ে নিয়ে আসলাম। এতে করে আপনাদের সমগ্র ত্রিপিটক পাঠের শুভ সূচনা হোক! বুদ্ধজ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হোক প্রতিটি মানুষের জীবন!

"চিরং তিট্ঠতু বুদ্ধসাসনং!"

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

প্রকাশকের নিবেদন

ত্রিলোকশাস্তা মহাকারুণিক তথাগত ভগবান বুদ্ধ অনন্ত জ্ঞানের আধার। তাঁর প্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম। এ ধর্ম জ্ঞানের ধর্ম, এ ধর্ম ত্যাগের ধর্ম। এক কথায় উচ্চমার্গীয় পণ্ডিত-বেদনীয় ধর্ম বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। অপরদিকে এই বিশ্বচরাচরে সত্ত্বগণের দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের একমাত্র ধর্মও বটে। আজ আড়াই হাজার বছর অধিককাল যাবত প্রতিরূপ দেশসহ বিশ্বের নানা দেশে এ ধর্ম প্রতিপালিত হয়ে আসছে। এ কর্মবাদী ও আচরণীয় ধর্মের অমূল্য ও অতুলনীয় নীতিশিক্ষাগুলো আপনাপন জীবনে অনুশীলন করে বহু মানুষ লৌকিক ও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান পেয়েছেন, এখনো পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও পাবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এরই ধারাবাহিকতায় এই পার্বত্যাঞ্চলের মহান আর্যপুরুষ সর্বজনপূজ্য সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তেও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান ও স্বাদ পেয়েছেন। এদেশের বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে ও নড়েবড়ে বৌদ্ধধর্মকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোতে পূজ্য বনভন্তের যে অতুলনীয় অবদান তা অনস্বীকার্য। তাঁর সেই অতুলনীয় অবদানের কথা এদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে অক্ষয় হয়ে লেখা থাকবে। সুদীর্ঘ কাল ধরে এদেশের বৌদ্ধদের মাঝে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার করে তিনি বিগত ৩০ জানুয়ারি ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে চুরানব্বই বছর বয়সে পরিনির্বাপিত হন। তিনি অকাল বলবো না তবে অকস্মাৎ পরিনির্বাণ লাভ করায় যে অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না।

আমরা জানি, বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তিস্তম্ভ হচ্ছে 'ত্রিপিটক'। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরব্যাপী দেবমানব তথা সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তথাগত বুদ্ধ যে অমিয় উপদেশবাণী—চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ—প্রচার করেছিলেন সে-সব নীতিশিক্ষা ও উপদেশবাণীর আকর গ্রন্থই হচ্ছে ত্রিপিটক। মূলত সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম এই তিনটি পিটককেই ত্রিপিটক বলা হয়। দুঃখমুক্তি নির্বাণপ্রদায়ক ধর্মকে জানতে হলে, বুঝতে হলে ত্রিপিটক শিক্ষা ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী বহুকাল আগে থেকে প্রয়োজনের তাগিদে পালি থেকে নিজ নিজ ভাষায় ত্রিপিটক

অনুবাদ করে বুদ্ধবাণীর চর্চা শুরু করেছিলেন। তাই প্রকৃত বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক পবিত্র ত্রিপিটক আজ বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত ও বহুলভাবে পঠিত ও পাঠক-নন্দিত।

আমরা জানি, পবিত্র ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ শুরু হয়েছে আজ থেকে শত বছর আগে। এ কাজে বহু সদ্ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উদ্যোগ লক্ষ করা গেছে। পবিত্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে *বৌদ্ধ মিশন প্রেস*, *যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাস্ট*, *ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড*সহ বহু প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে কিছু মহৎপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিগত ও সমন্বিত উদ্যোগে। কিন্তু বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এত কিছু উদ্যোগ সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এ দেশের মাটিতে শ্রাবকবুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের মতো মহান এক পুণ্যপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর পূতপবিত্র পুণ্যস্পর্শে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ দেশের বৌদ্ধসমাজে যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব! প্রকৃতির অমোঘ বিধান অনুযায়ী তাঁর সবাক উপস্থিতি এখন আর আমাদের মাঝে নেই। তাঁর নির্বাক নিথর পবিত্র দেহধাতুই শুধু আমাদের মাঝে পড়ে আছে। তিনি এখন অনুপাদিশেষ নির্বাণে পরিনির্বাপিত। কিন্তু তাঁর আশা জাগানীয়া স্বপ্নের বাণীগুলো এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তাঁর সুললিত উপদেশবাণীগুলো এখনো আমাদের বন্ধুর জীবন চলার পথে একমাত্র পাথেয় হয়ে আছে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় দিনরাত অবিশ্রান্তভাবে অঝোর ধারায় অমৃতোপম ধর্মবারি বর্ষণ করে লাখো মানুষকে সদ্ধর্মে সিক্ত করেছেন।

তিনি তাঁর ধর্মদেশনায় প্রায়ই কিছু আশা ও স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করতেন। তন্মধ্যে একটি হলো, সমগ্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। তিনি বলতেন, এতে করে সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত বুদ্ধের উপদেশবাণীগুলো পড়ার, জানার ও উপলব্ধি করার সুযোগ হবে এবং তদনুযায়ী আচরণ, প্রতিপালন ও কর্মসম্পাদন করে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে।

পূজ্য বনভন্তের সেই মহান আশা ও স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানের লক্ষ্যেই *ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ* নামে একটি ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় বিগত ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়িতে ২১ (একুশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠনের মাধ্যমে। এটি মূলত

সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের মাসিক ১০০/- টাকা হারে দেওয়া শ্রদ্ধাদান-নির্ভর একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এটির সদস্য সংখ্যা আট শতাধিক। এটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পিটকীয় বইগুলো বাংলায় অনুবাদ করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং সদ্ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। ত্রিপাসো প্রতিষ্ঠার পর থেকে খুব অল্প সময়ে ভিক্ষুসংঘ ও সর্বস্তরের সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ ব্যাপক সাড়া আমরা পেয়েছি তাতে আমরা যারপরনাই অভিভূত ও কৃতজ্ঞ।

আজ আমরা অতীব আনন্দিত যে সম্পাদনা পরিষদের নিরলস প্রচেষ্টায় দীর্ঘ কয়েক বছরের ব্যাপক প্রস্তুতির পর শেষ পর্যন্ত মহান বুদ্ধবাণীর আকর গ্রন্থ পুরো ত্রিপিটক এই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় ছাপানোর কাজটা শুরু করতে পেরেছি। এর আগেও বেশ কয়েকবার মহান সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্‌যোগে পুরো ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশ করার কাজ শুরু করেও শেষ পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখেনি। আমরা খুব আশাবাদী যে আমাদের এবারের বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করার মহান এই কাজটি সকলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় সফলতার সাথে শেষ করতে পারবো। এবং এর মাধ্যমে বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে প্রকৃত বুদ্ধবাণীকে জানার, বুঝার ও উপলব্ধি করার অবারিত দ্বার উন্মোচিত হবে।

এবার একটু সোসাইটি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পাঠকদের অবগতির জন্য না বললেই নয়। এ সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় যার মহান স্বপ্ন ছিল এবং যাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ও প্রচেষ্টায় এতো বড় মহৎ পুণ্যকর্ম করার সুযোগ হয়েছে তন্মধ্যে আমি প্রথমে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনার স্বপ্নদ্রষ্টা ও সকলের কল্যাণমিত্র পরম পূজ্য বনভন্তেকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এরপর সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য ও পূজ্য বনভন্তের একান্ত আদর্শিক শিষ্য শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তেকে শ্রদ্ধাভিনন্দন ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ তিনিই মূলত ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে বর্ষাবাস পালনের উদ্দেশ্যে রাংগাপানিছড়া শান্তিগিরি বনভাবনা কুটিরে আসেন এবং বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তেকে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনা বিষয়ে তাঁর সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন। আমরা বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদের কতিপয় সদস্য শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তের মারফত বিষয়টি অবগত হই এবং শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তের সাথে দেখা করি। সাক্ষাতে তিনি সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং সাংগঠনিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থের

উৎসসহ যাবতীয় বিষয়ে যৌক্তিক ধারণা উপস্থাপন করেন এবং এ ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবির ও শ্রদ্ধেয় বিধুর মহাস্থবির ভন্তের সদিচ্ছা রয়েছে এবং সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন। শ্রদ্ধেয় ভন্তের আত্মপ্রত্যয়ী মনের দৃঢ়তা ও ঐকান্তিক সদিচ্ছা আমাদের সবাইকে ভীষণভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। ফলে এ মহৎ মানবকল্যাণকর পুণ্যকর্মের সুযোগ হাতছাড়া করা সঙ্গত হবে না মনে করে সকলের মতৈক্যের ভিত্তিতে শ্রদ্ধেয় ভন্তের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ও দিকনির্দেশনায় ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। আমি শ্রদ্ধেয় ভন্তের এ মহতী উদ্যোগ ও কুশলকর্মের প্রচেষ্টাকে সোসাইটির সকল সদস্যের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাচিত্তে সাধুবাদ জানাই এবং ব্রহ্মচর্য জীবনের সফলতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

এ ছাড়াও সম্পাদনা পরিষদের যে সকল শ্রদ্ধাভাজন ভিক্ষুসংঘ নিরলসভাবে ও একান্ত অধ্যবসায়ের সাথে প্রকাশনার কার্যক্রমে মূখ্য ভূমিকা পালন করে ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রেখেছেন বা রেখে যাচ্ছেন তাঁরা বৌদ্ধজাতির ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। আমি তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সোসাইটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে দেশ-বিদেশ হতে যে সকল ধর্মানুরাগী বৌদ্ধ জনসাধারণ সোসাইটির সদস্যভুক্ত হয়ে কিংবা দাতা হিসেবে এককালীন অর্থ সহায়তা দিয়ে সোসাইটির কার্যক্রমকে বেগবান করেছেন আমি তাঁদের এ মহান ত্যাগ ও পুণ্যকর্মের চেতনাকে সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমি বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনার মাধ্যমে সকলের ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু ও ধর্মবোধ উৎপন্ন হয়ে কোনো এক জন্মে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ হোক, এ প্রার্থনা করছি।

নিবেদক

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদের বক্তব্য

'ত্রিপিটক' হলো বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থের নাম। পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে ত্রিপিটকের পরিসর যথেষ্ট ব্যাপক ও বিশাল। ত্রিলোকশাস্তা ভগবান বুদ্ধ সত্ত্বগণের হিত ও কল্যাণে যে বাণী প্রচার করেছিলেন, তারই সমন্বিত রূপ হলো ত্রিপিটক। মোটকথা, ভগবান বুদ্ধের বাণী ও নির্দেশনার পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ হলো ত্রিপিটক। এ ত্রিপিটক বুদ্ধের উপদেশ, কথোপকথন, বচন, উপাখ্যান, বিধান প্রভৃতি বিষয়ক পরিপূর্ণ এক বিশাল শাস্ত্রবিশেষ।

'ত্রিপিটক'-এর আভিধানিক অর্থ হলো পেটিকা, ঝুড়ি, ভাণ্ডার, ধারণপাত্র, আধার। বৌদ্ধসাহিত্যে পিটক শব্দ অর্থ এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—বুদ্ধের দেশনা বা ধর্ম-দর্শন যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে, তা-ই পিটক। ত্রিপিটক মানে তিনটি পিটক। বুদ্ধের বিনয় বা নীতিমালা-বিষয়ক নির্দেশনার আধারকে বলা হয় বিনয়পিটক। সূত্র-বিষয়ক উপদেশের আধারকে বলা হয় সূত্রপিটক। পরমার্থ-বিষয়ক দেশনার আধারকে বলা হয় অভিধর্মপিটক। এই তিনটি পিটকের সমন্বিত সমাহারের নাম ত্রিপিটক। বলা বাহুল্য যে, প্রথম ধর্মসঙ্গীতি (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৫ অব্দে) ও দ্বিতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে (খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে) ত্রিপিটক নামের সূচনা হয়নি। তখন 'ধর্ম-বিনয়' নামে অভিহিত করা হয়েছিল। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দুইশত ছত্রিশ বছর পর খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে 'ধর্ম-বিনয়কে' পিটকানুসারে 'ত্রিপিটক' নামকরণ করা হয়।

তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতি বুদ্ধধর্মের ইতিহাসে অনন্য মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। এ সঙ্গীতির মাধ্যমে যেমনি বুদ্ধবচনকে (ধর্ম-বিনয়কে) ত্রিপিটকরূপে আখ্যায়িত করা হয়, তেমন বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষা করার স্তম্ভও নির্মিত হয় সুদৃঢ়ভাবে। সঙ্গীতি সমাপ্তিলগ্নে সঙ্গীতিতে অংশগ্রহণকারী অর্হৎ ভিক্ষুগণ দেখতে পান বিধর্মীর কবলে পড়ে বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসন ভারতবর্ষ হতে তিরোহিত হবে একদিন। বুদ্ধের শাসনদরদী সঙ্গীতির সভাপতি মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবির সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষাকল্পে সম্রাট অশোককে দেশ-বিদেশে ভিক্ষু প্রেরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। স্থবিরের অনুরোধে অশোক ভারতবর্ষ ও এর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে ধর্মদূত হিসেবে

বিশিষ্ট ভিক্ষুদের প্রেরণ করেন সুপরিকল্পিতভাবে। যেসব স্থানে ভিক্ষু প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে কাশ্মীর, গান্ধার, মহারাষ্ট্র, সুবর্ণভূমি (বর্তমানে মায়ানমার ও থাইল্যান্ড), সিংহলদ্বীপ (বর্তমানে শ্রীলংকা) এবং মধ্য-এশিয়ার দেশসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে সময় সম্রাট অশোকপুত্র ভিক্ষু মহিন্দকে শ্রীলংকায় প্রেরণ করা হয়। 'সম্রাট অশোকের পুত্র-কন্যা যথাক্রমে থের মহিন্দ ও থেরী সংঘমিত্রা কর্তৃক প্রথম ত্রিপিটক শ্রীলংকায় নীত হয়। এভাবে ক্রমে ত্রিপিটক দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া, সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ৬)

চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি আগ পর্যন্ত বুদ্ধের বাণীর আধার 'ত্রিপিটক' পুস্তক আকারে সংকলিত হয়নি। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে শ্রীলংকার ধর্মপ্রাণ নৃপতি বট্টগামনী অভয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীলংকায় চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সঙ্গীতিতে সমগ্র ত্রিপিটক ও এর অর্থকথা তালপত্র ও ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ বুদ্ধের বাণীর আধার ত্রিপিটক প্রথম পুস্তক আকারে সংকলিত করা হয়। এতদিন যেই ত্রিপিটক শ্রুতিধর পণ্ডিত ভিক্ষুগণের মাঝে গুরু-শিষ্যপরম্পরায় স্মৃতিতে বা মুখে মুখে ছিল, এ সঙ্গীতিতে সেই ত্রিপিটক লেখ্যরূপ পায়। ইহাই (থেরবাদীদের) বর্তমান ত্রিপিটক।

ত্রিপিটক কেবল বৌদ্ধদের নিকট নিখাদ একটি ধর্মীয় গ্রন্থ (বা গ্রন্থের সম্ভার) নয়। এটির জ্ঞানগর্ভ এবং সর্বজনীন বিষয়বস্তুর কারণে সর্বদেশে ও সর্বজনের অনুসন্ধিৎসু মনকে আলোড়িত করে, পুলকিত এবং নিবৃতও করে। বিশ্বের বিবেকবান, যুক্তিবাদী ও সত্য অনুসন্ধানী মানুষের হৃদয় জয় করে নেয় এ ত্রিপিটক। ক্রমেই ত্রিপিটক (ভারতবর্ষ অতিক্রম করে) এশিয়া ও প্রাচ্যের বহুদেশে গিয়ে পৌঁছে। বৌদ্ধপ্রধান দেশের ভাষায় যেমন—সিংহলী, বার্মিজ, থাই, চীনা, কম্পোডীয়, তিব্বতী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয় (মূল পালি ত্রিপিটক)। অনেক উৎসুক ও সত্যসন্ধানী ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন দেশের ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ড. ফৌসবল প্রথম ল্যাটিন ভাষায় ধর্মপদ অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। উনিশ শতকের শেষভাগে সিংহলী ত্রিপিটক প্রথম ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়। অধ্যাপক টি. ডব্লিউ রীস ডেভিডস্ (Prof. T.W. Rhys Davids) ১৮৮১ সালে লন্ডনে 'পালি টেক্সট সোসাইটি' গঠন করে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই পালি টেক্সট সোসাইটি থেকে ক্রমে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করা হয়। তখন ইউরোপ-আমেরিকার অসংখ্য পাঠকসহ বিশ্বের পাঠকসমাজ ত্রিপিটক

সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করেন। 'এই মহৎ ও সুকঠিন কাজটি সুসম্পন্ন করতে রীস ডেভিডস্-এর সহধর্মিনীসহ বহু মনীষী নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। এসব মনীষীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—E.B. Cowell, Flusball, Alexander David Neill, W. Montgomery, Prof. Lamam Foucaux, Abel Remusat, Sylvain Levi, E.B. Muller, J.E. Ellam, Childers, Dr. Paulcarus, Karl Neumann, Oldenburg, Hapkin.' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ১০৯)। এর সমসাময়িককালে ত্রিপিটকের অনেক গ্রন্থ জার্মান, ফ্রান্স, রুশ ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয়।

বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক অনুবাদের ইতিহাস কিছুতেই সুদীর্ঘকালের বলা যাবে না। উনিশ শতকের দিকে বুদ্ধের বাণীর আধার এই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা শুরু হয়। বিশেষত অগ্রমহাপণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহান ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের এক মহাউদ্যোগ হাতে নেন ১৯৩০ সালে। তিনি এই বছর রেঙ্গুনে 'বৌদ্ধ মিশন প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। আর বাংলায় অনূদিত ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো প্রকাশ করার জন্য একে একে 'যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাষ্ট', 'রাজেন্দ্র ত্রিপিটক প্রকাশনী' গঠিত হয়। প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের সেই উদ্যোগের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলায় ত্রিপিটক অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পালি অধ্যাপক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া এমএ, ডি-লিট লন্ডন; পণ্ডিত প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, ধর্মতিলক স্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, শ্রীজ্যোতিপাল স্থবির প্রমুখ সদ্ধর্মহিতৈষীগণ। ১৯৩৪ সালে শ্রীধর্মতিলক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'বুদ্ধবংশ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। ১৯৩৫ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'থেরগাথা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আর ১৯৩৭ সালে প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত বিনয়পিটকের 'মহাবর্গ' গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। গ্রন্থটি ছাপানোর ব্যয়ভার বহন করে 'যোগেন্দ্র-রূপলীবালা ট্রাষ্ট'। ১৯৪০ সালে ড. বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত 'মধ্যমনিকায় - প্রথম খণ্ড' উক্ত ট্রাষ্ট হতে প্রকাশিত হয়। বলে রাখা দরকার, ইতিপূর্বে ১৯২৯ সালে ঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক ৬ খণ্ড জাতক বাংলায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেসের বিশেষ ক্ষতি সাধন হয়। ফলশ্রুতিতে কিছুসংখ্যক ত্রিপিটকের গ্রন্থ প্রকাশের পর অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের মহা উদ্যোগ শেষ হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বরেণ্য ভিক্ষু ও বিদ্বজ্জনের উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু গ্রন্থ বিচ্ছিন্নভাবে বাংলায় অনূদিত হতে থাকে। এ পর্বে যাদের অবদান অনস্বীকার্য তাঁরা হলেন—ভিক্ষু শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত মহাথের, জ্যোতিপাল মহাথের, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, ড. সুকোমল চৌধুরী, ড. আশা দাস, ডা. সীতাংশু বড়ুয়া, অধ্যাপক সুকোমল চৌধুরী প্রমুখ। তারপরও বেশ কিছু পিটকীয় গ্রন্থ বাংলায় অননূদিত থেকে যায়।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লোকোত্তর জ্ঞানের বৈভবে ঋদ্ধ, মহামানব পরম পূজ্য বনভন্তের পবিত্র সান্নিধ্যে পার্বত্যাঞ্চলের বৌদ্ধসমাজ খুঁজে পায় মৌলিক বুদ্ধধর্মের পুনরুত্থান বা পুনর্জাগরণ। এতদঞ্চলে রচিত হয় বুদ্ধধর্মের এক নতুন অধ্যায়, নতুন ইতিহাস। শুধু পার্বত্যাঞ্চলে নয়, গোটা বাংলাদেশের বৌদ্ধসমাজে তাঁর এ পুনর্জাগরণের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রাণসঞ্চারী সদ্ধর্ম প্রচারের ফলে পার্বত্যাঞ্চলে যেন বুদ্ধযুগের আবহ সৃষ্টি হয়। সদ্ধর্ম পুনর্জাগরণের মহাযোগী বনভন্তের সদ্ধর্ম প্রচার ও বুদ্ধের শাসন রক্ষা, শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চিন্তা-চেতনা, পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য, পদক্ষেপ গ্রহণ করা অকল্পনীয়। তাঁর সেই পদক্ষেপের গৌরবোজ্জ্বল প্রতিটি অধ্যায় অনন্য দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হতে থাকে নানারূপে, নানারঙে। এসব অধ্যায়ের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো, ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করা। আর সেগুলো ছাপানোর জন্য রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করা। পূজ্য বনভন্তের সেই পদক্ষেপ বা পরিকল্পনাকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করতে রাজবন বিহারের ভিক্ষুসংঘ ‘বনভন্তে প্রকাশনী’ নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা গঠন করে ১৯৯৯ সালের জুন মাসে। সংস্থার ফান্ড বৃদ্ধির জন্য একই বছরের ২৬ জুনে ‘উৎসর্গ ও সূত্র’ নামে ভিক্ষু-গৃহীদের ব্যবহারিক ধর্মীয় কর্তব্য সন্নিশ্রিত ছোট্ট পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। আর এভাবেই শুরু হয় বনভন্তে প্রকাশনীর পথচলা। এরপর ২০০৩ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশ করা হয় পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের অনূদিত বিনয়পিটকীয় গ্রন্থ ‘চূলবর্গ’ গ্রন্থটি। এর পরে আরও বহু পিটকীয় ও সংকলিত বই বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশিত হয়।

ইতিপূর্বে বুদ্ধের শাসনদরদী শ্রাবকবুদ্ধ পূজ্য বনভন্তে সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করার লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও শ্রীলংকায় পালি বিষয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে দিয়ে ‘মহাসতিপট্ঠান সুত্ত অট্ঠকথা’ গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নেন ২০০১ সালে। একই বছরের ৪ মার্চে রাজবন

বিহার উপাসক-উপাসিকা পরিষদ কর্তৃক সেটা প্রকাশিত হয়। পূজ্য বনভন্তে তাঁর সেই লালিত স্বপ্নকে পূরণ করা সহজতর করতে রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন শিষ্যদেরকে। এবার রাজবন বিহারে প্রেস প্রতিষ্ঠার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। আর প্রতিষ্ঠা করা হলো 'রাজবন অফসেট প্রেস'। ২০০৪ সালের ২৯ জুলাই, রোজ মঙ্গলবার পূজ্য বনভন্তে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসের কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। ২০০৫ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া কর্তৃক অনূদিত 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (চতুর্থ খণ্ড) প্রকাশ করা হয়। আর গ্রন্থটিও মুদ্রিত হয় রাজবন অফসেট প্রেস হতে।

এ সময় পরম পূজ্য বনভন্তে প্রায়ই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতেন। তিনি বলেন, আমি এতদঞ্চলে বুদ্ধের শাসন উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সুরক্ষা করতে চাচ্ছি। তজ্জন্য পুরো ত্রিপিটক শাস্ত্র রাজবন বিহারে সংগ্রহ করে রেখেছি। আর সেগুলো বাংলায় অনুবাদ করার দিকে জোর দিচ্ছি। ত্রিপিটক ছাড়া বুদ্ধের শাসন সুরক্ষা করা সম্ভব নয়। আন্দাজ করে বুদ্ধধর্ম আচরণ করা যায় না। এ দেশে ত্রিপিটকশাস্ত্র বাংলায় অনুবাদ করে সহজলভ্য করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এ কাজের জন্য একটি শক্তিশালী লেখক তথা অনুবাদক গোষ্ঠী গড়ে তোলা অপরিহার্য। তিনি আমাদেরকে (শিষ্যদেরকে) লক্ষ করে বলেন, তোমরা পালি শিক্ষা কর, ত্রিপিটক শিক্ষা কর। অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করতে পালি শিক্ষা কর।

গুরুভন্তের মুখ হতে এমন অনুপ্রেরণাময়, অনাবিল সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ বাক্য শুনে কিছুসংখ্যক শিষ্য পালি শিক্ষা করতে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত হয় দারুণভাবে। তারা ব্যক্তিগতভাবে পালি শিক্ষা করতে উদ্যোগী হন। তাদের সেই উদ্যোগ পূজ্য বনভন্তের কাছে নিবেদন করলে বুদ্ধশাসন হিতৈষী ভন্তে বেশ প্রীত হন। তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ প্রদান করে অনুমতি প্রদান করেন। এবার তারা ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরোর কাছে পালি শিক্ষা করা আরম্ভ করলেন। কয়েক বছর ধরে গভীর আগ্রহে পালি শিক্ষা করার পর তারা একটা ভালো পর্যায়ে পৌঁছুতে সমর্থ হন। অন্যদিকে ২০০৬ সালে রাজবন বিহারে পালি শিক্ষা করার এক সংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো বনভন্তের উৎসাহপূর্ণ দেশনায় উজ্জীবিত ভিক্ষুগণের প্রচেষ্টায়। পূজ্য বনভন্তের অনুমোদন ও আশীর্বাদ পেয়ে তারা বহু গ্রন্থপ্রণেতা এবং পালি ভাষায় অভিজ্ঞ ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে রাজবন বিহারে এসে পালি শিক্ষা

দিতে বিনীত অনুরোধ জানান। মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তের এই ঐকান্তিক সদিচ্ছা, আগ্রহ ও আশীর্বাদের কথা শুনে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরও শাসনদরদী চিত্তে এগিয়ে আসেন। তিনি ২০০৬ সালের বর্ষাবাস রাজবন বিহারে যাপন করে ৩৫ জনের অধিক ভিক্ষু-শ্রামণকে পালি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তবে শিক্ষা গ্রহণের মাঝখানে অনেক চড়াই-উতরাই পাড়ি দিতে গিয়ে প্রায় শিক্ষার্থীই শিক্ষার কার্যক্রম হতে ঝড়ে পড়েন। মাত্র ৭/৮ জনের মতো ভিক্ষু শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। তারা পালি ভাষা অর্জনের মোটামুটি একটা ভালো পর্যায়ে উপনীত হন ২০০৯ সালের প্রথমদিকে।

সুখের বিষয়, পালি শিক্ষা গ্রহণের পর পূজ্য বনভন্তের সেই শিষ্যগণ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ২০০৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে করুণাবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পাচিত্তিয়' বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজকে উপহার দেন। একই বছরের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পারাজিকা' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকের হাতে অর্পণ করেন। আর বছরের শেষের দিকে প্রবারণা পূর্ণিমা তিথিতে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ১ম খণ্ড' এবং ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ২য় খণ্ড' বাংলায় অনুবাদ করে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের নিজকে একটা অনন্য স্থানে অধিষ্ঠিত করেন। অপরদিকে ২০০৮ সালের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু সূত্রপিটকের 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (পঞ্চম নিপাত) বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করেন। ২০১০ সালের পূজ্য বনভন্তের ৯১তম দিনে 'সংযুক্তনিকায়, স্কন্ধ-বর্গ' গ্রন্থটি বাংলায় অনূদিত হয়। অনুবাদ করেন ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, সুমন ভিক্ষু, আদিকল্যাণ ভিক্ষু, সীবক শ্রামণ যৌথভাবে। এই পিটকীয় গ্রন্থ সবই রাজবন অফসেট প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। এভাবেই পূজ্য বনভন্তের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে নেওয়ার অনুপম সদিচ্ছা বাস্তবায়নে তাঁর শিষ্যগণ দৃঢ়প্রত্যায়ী হয়ে এগিয়ে আসেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় একের পর এক অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ হতে থাকে। বলে রাখা দরকার, বনভন্তের শিষ্যদের এ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার মহৎ কাজ দেখে পালি শিক্ষায় সমৃদ্ধ সদ্ধর্মশাসন অনুরাগী ভিক্ষুরাও এ কাজে আগ্রহশীল হয়ে উঠেন।

মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তে বিগত ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে

থাকলেও তাঁর আদর্শ, বাণী এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক, মহান স্বপ্নদ্রষ্টা ও অপরিসীম প্রেরণার উৎস। আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় তিনি চিরঞ্জীব, চির অম্লান। জগদ্দুর্লভ এ মহাপুরুষের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজে সহজলভ্য করার স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানকল্পে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা। বনভন্তের শিষ্যসংঘের মধ্য থেকে কতিপয় চিন্তাশীল, শাসনহিতৈষী, সাহিত্যানুরাগী ভিক্ষু এবং সচেতন ধর্মপিপাসু ও জ্ঞানান্বেষী দায়ক-দায়িকাবৃন্দের যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয় এ প্রকাশনা সংস্থাটি। সংস্থার অন্যতম একটা লক্ষ্য হচ্ছে পূজ্য বনভন্তের শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থ বঙ্গানুবাদের কাজে ব্রতী হয়েছেন, তাদের অনূদিত গ্রন্থসমূহ একটি সুনির্দিষ্ট প্রকাশনা হতে প্রকাশ করার সুব্যবস্থা করা। সংস্থার বিশ্বাস, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এখনো অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ কয়েক বছরে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার পর পরই সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার কাজে নেমে পড়ে। ২০১৩ সালে শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত 'উদান' গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশ এবং ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'মহানির্দেশ' গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে সোসাইটির অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। এরপর ২০১৪ সালের অক্টোবরে করুণাবংশ ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'অপদান' (প্রথম খণ্ড) ও 'অপদান' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থ দুটি ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় খুদ্দকনিকায়ের 'চূলনির্দেশ' গ্রন্থটি। এ গ্রন্থের যৌথ অনুবাদক হলেন : ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু। ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ এভাবে একের পর এক পিটকীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিয়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সোসাইটির এই প্রকাশনা কার্যক্রম বৌদ্ধসমাজের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যানুরাগী, সচেতন ও সদ্ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের কাছে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। তারা ক্রমেই সোসাইটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদেরকে বুদ্ধশাসন ও সদ্ধর্ম সুরক্ষার দুর্লভ কার্যক্রমে নিয়োজিত করতে থাকেন। অন্যদিকে সোসাইটির সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও পূজ্য

বনভন্তের যেসব শিষ্য পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদে নিয়ত তারাও সোসাইটির ছত্রতলে এসে প্রবল আগ্রহ আর নিষ্ঠার সাথে অনুবাদের কাজে যোগ দেন। এ রকম সমন্বিত প্রয়াস ও সুপরিকল্পনা-মাফিক অনুবাদকাজের ফলে মূল ত্রিপিটকের সমস্ত গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হবার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছায় কয়েক বছরের মধ্যে।

এবার ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ পরম পূজ্য বনভন্তের লালিত স্বপ্ন সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সময় নির্ধারণ করে। নির্ধারিত সময়টি হলো, ২০১৯ সালের পূজ্য বনভন্তের ১০০তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপাসো পক্ষ থেকে এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক 'পবিত্র ত্রিপিটিক' নামে প্রকাশ করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ, মহান ও পবিত্র কাজটি সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য ত্রিপাসো-এর সম্পাদনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ হতে দক্ষ, অভিজ্ঞ সদস্য নিয়ে 'বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা কমিটি' নামে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে।

তারই প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের ৩০ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের ৫ম পরিনির্বাণ দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে মহান ত্রিপিটকের গ্রন্থ ছাপানোর কাজ শুভ উদ্বোধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ত্রিপাসো-এর পক্ষ হয়ে এ মহান কাজের শুভ উদ্বোধন করেন বনভন্তের শিষ্যসংঘের প্রধান ও রাজবন বিহারের আবাসিক প্রধান এবং ত্রিপাসো-এর উপদেষ্টা পরিষদের আহবায়ক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির, আর চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়।

সমগ্র ত্রিপিটকের মোট ৫৯টি গ্রন্থকে মাত্র ২৫ খণ্ডে বিভাজিত করে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে রয়েল সেট আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সর্বদিক বিবেচনা করে। ত্রিপিটকের মতো বিশাল গ্রন্থের সমাহার প্রকাশনা ও সম্পাদনা করা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ, আর শ্রমসাধ্য তো বটেই। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য অভিজ্ঞতার যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি রয়েছে মহামূল্যবান শ্রমদান ও ন্যায়-নিষ্ঠ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়ার অপরিসীম ধৈর্য ও কষ্ট-সহিষ্ণু মনোবৃত্তিরও। আমরা এ প্রকাশনা এবং সম্পাদনার কাজ সুন্দর, আকর্ষণীয় ও পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য করে তুলতে অনেক খ্যাতিমান লেখক, সাহিত্যিকের সাথে আলোচনা করেছি। তাদের সুপরামর্শ ও যৌক্তিক অভিমতগুলো গ্রহণ করেছি। অন্যদিকে পিটকীয় গ্রন্থের অনেক অনুবাদকের সাথেও যোগাযোগ করেছি। তারা প্রত্যেকে নিঃশর্তভাবে

আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তজ্জন্য আমরা সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলায় অনূদিত পিটকীয় বইগুলোর অধিকাংশ আজ থেকে বহু বছর আগে অনুবাদ করা। বইগুলো প্রুফ দেখাসহ সম্পাদনা করতে গিয়ে আমরা পূর্বপ্রকাশিত (পিটকীয়) গ্রন্থের বানানরীতিতে পরিবর্তন এনেছি। বর্তমান পাঠকবৃন্দের যাতে সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হয় সেই লক্ষ্যে এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। আর বাংলা একাডেমির আধুনিক 'প্রমিত বাংলা বানানরীতি' মেনেই এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। অনুবাদকগণ বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর ভিন্ন ভিন্ন বানান ব্যবহার করেছেন। বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর বানানের এই অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য আমরা বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দের বানানরীতি প্রণয়ন করেছি এবং সেই বানানরীতিই আমরা ব্যবহার করেছি। তাই কিছু কিছু বৌদ্ধ পরিভাষার বানানেও পরিবর্তন এনেছি। আমাদের এই পরিবর্তন আধুনিক বাংলা ব্যাকরণরীতি এবং অর্থগত দিকের সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের এ কাজটি অনেকের কাছে যথেষ্ট সাহসীও মনে হতে পারে। আসল কথা হলো, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি মূলানুবাদের ভাষা অবিকৃত রেখে অধিকতর আধুনিক ও যুগোপযোগী করার। এতগুলো বইয়ের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকাশনার কাজে দুয়েকটি ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যদিও আমরা সেটা না করতে যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। নির্ভুল, সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রকাশনার মাধ্যমে পাঠকসমাজকে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক উপহার দেয়ার মানসে নিরলসভাবে কাজ করেছি আমরা। তারপরও অনিচ্ছাকৃত ভুল-প্রমাদ রয়ে গেলে, সেগুলো উদার চিত্তে গ্রহণ করার আহ্বান রইল। সমগ্র ত্রিপিটক এই প্রথম বাংলায় প্রকাশনার এ মহতী ও বিশাল কর্মকাণ্ডে, বিশেষত প্রুফ রিডিংসহ বিভিন্ন কাজে আমাদেরকে যাঁরা আন্তরিকভাবে কায়িক-বাচনিক ও আর্থিক সহায়তা করেছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ।

এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো একদিকে যেমন পরম পূজ্য বনভন্তের সেই লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে দিতে সমর্থ হলো, অন্যদিকে এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক অনূদিত হয়নি, এ লজ্জাজনক উক্তি ঘুচিয়ে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করলো বলে আমরা মনে করি। এ মহতী পুণ্যময় কার্য সমাধা করে ত্রিপাসো কেবল আমাদের পরম কল্যাণমিত্র মহাগুরু বনভন্তের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনই করলো না, এতদঞ্চলে প্রকৃত বুদ্ধবাণীর প্রচার, প্রসার ও চিরস্থায়ী করার

সুযোগ সৃষ্টি করে দিলো। ত্রিপাসো-এর পরবর্তী লক্ষ্য, মূল পিটকের বাইরে অট্ঠকথা ও টীকা-অনুটীকাসমূহ বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। আর এসব গ্রন্থ প্রজন্মপরম্পরা সহজলভ্য করার তাগিদে কাজ করা।

নিবেদক

সম্পাদনা পরিষদ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

১৯ জানুয়ারি ২০১৬

বিনয়পিটকে

পাচিত্তিয়

ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
কর্তৃক অনূদিত

বিনয়পিটকে পাচিত্তিয়

অনুবাদক : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক
প্রথম প্রকাশ : ২৫৫১ বুদ্ধবর্ষ; ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দ
প্রকাশনায় : কর্তালা-বেলখাইন ও ঢাকাবাসী
সদ্ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকাবৃন্দ।
কম্পিউটার কম্পোজ : শ্রীমৎ সৌরজগত স্থবির,
শ্রীমৎ আর্যদ্বীপ ভিক্ষু, শ্রীমৎ রত্নাংকুর ভিক্ষু
ও শ্রীমৎ জ্ঞানলংকার ভিক্ষু

গ্রন্থকারের উৎসর্গ

সদ্ধর্মের ধারক ও বাহক, এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের
পুনর্জাগরণকারী, দুর্লভ বুদ্ধপুত্র, আমার
প্রব্রজ্যাজীবনের ভিত্ রচয়িতা মহান
আর্যশ্রাবক পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ
সাধনানন্দ মহাস্থবির
বনভন্তে
এবং
বহু গ্রন্থপ্রণেতা, ধুতাঙ্গসাধক, পণ্ডিত প্রবর, সুদেশক,
সুলেখক, আমার শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু পরম শ্রদ্ধেয়
শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো মহোদয়ের
রক্তিম শ্রীচরণে দুঃখমুক্তি নির্বাণ
লাভের প্রত্যাশায়
উৎসর্গীত
হলো।

প্রণত

দীন সেবক করুণাবংশ

সূচিপত্র

বিনয়পিটকে পাচিত্তিয়

বনভন্তের আশীর্বাণী ৩৫

প্রাক-কথন ৩৮

বিনয়পিটকীয় পাচিত্তিয় গ্রন্থের ভূমিকা ৪২

৫. পাচিত্তিয় অধ্যায়

১. মিথ্যাবাক্য বর্গ

১. মিথ্যাবাক্য সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ৫৭

২. আক্রোশবাক্য সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ৬৬

৩. পিশুনবাক্য সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ৮১

৪. পদসোধর্ম সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ৮৭

৫. সহশয়ন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ৮৯

৬. দ্বিতীয় সহশয়ন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ৯২

৭. মনুষ্যস্ত্রীকে ধর্মদেশনা সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ........ ৯৬

৮. ধ্যান-বিমোক্ষাদি প্রকাশ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ১০০

৯. দুট্‌ঠুল্ল আপত্তি প্রকাশ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ১১৫

১০. ভূমি খনন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ........১১৮

২. ভূতগাম (উদ্ভিদ) বর্গ

১. উদ্ভিদ ছেদন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ........১২০

২. আলোচ্য বিষয় এড়িয়ে চলা সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ........১২২

৩. দোষারোপন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ........১২৭

৪. প্রথম শয়নাসন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ১২৯

৫. দ্বিতীয় শয়নাসন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ১৩২

৬. অবৈধ অনুপ্রবেশ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ১৩৫

৭. বহিষ্কার সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ........ ১৩৭

৮. ছাদের কুটির সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ১৪০

৯. সস্বামীক বিহার নির্মাণ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ১৪২
১০. প্রাণীযুক্ত সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ১৪৪

৩. ওবাদ (উপদেশ) বর্গ

উপদেশ প্রদান সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ..................................১৪৬
সূর্য অস্তগমন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ....................................১৫৪
ভিক্ষুণী আবাসে গমন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ...........................১৫৬
আমিষ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ১৫৯
চীবরদান সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ..১৬১
চীবর সেলাই সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ.......................................১৬৩
পথে গমনকালীন পরামর্শ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ......................১৬৫
নৌকায় আরোহণ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ..................................১৬৮
ভিক্ষুর গুণবর্ণনা সম্পর্কীয় সিক্ষাপদ....................................১৭১
নির্জনে উপবেশন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ১৭৪

৪. ভোজন বর্গ

আবসথপিণ্ড সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ১৭৬
গণভোজন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ১৭৯
পরস্পর ভোজন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ................................. ১৮৫
কানার মাতা সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ.......................................১৯০
প্রথম প্রবারণা সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ......................................১৯৪
দ্বিতীয় প্রবারণা সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ....................................১৯৭
বিকালে ভোজন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ................................. ২০০
স্বীয় অধীনে সঞ্চিতকরণ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ...................... ২০২
উৎকৃষ্ট ভোজন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ২০৩
দন্তকাষ্ঠ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ২০৬

৫. অচেলক বর্গ

উলঙ্গ সন্ন্যাসী সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ২০৯
কুঅভিপ্রায়ে ফেরত পাঠানো সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ......................২১১
অবীতরাগী স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ..............................২১৩
নির্জন প্রতিচ্ছন্ন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ২১৫

নির্জন উপবেশন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ২১৭
অনিমন্ত্রিত কুলে প্রবেশ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ২১৯
ভৈষজ্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ২২৪
যুদ্ধার্থে নিষ্ক্রান্ত সেনা সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ২২৮
সেনার সাথে বাস সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ.................................... ২৩০
রণাঙ্গন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ... ২৩২

৬. সুরাপান বর্গ

মদ্যপান সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ২৩৪
আঙুল দিয়ে খোঁচা দেওয়া সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ...................... ২৩৭
হাস্য-ক্রীড়া সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ২৩৮
অনাদর সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ২৪০
ভয় প্রদর্শন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ২৪২
অগ্নি প্রজ্বলন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ২৪৩
স্নান সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ২৪৬
কপ্পবিন্দুকরণ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ.. ২৫০
অংশিদারী মালিকানা সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ২৫২
চীবরাদি লুকানো সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ.................................... ২৫৪

৭. প্রাণীযুক্ত (সপ্পাণক) বর্গ

সজ্ঞান সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ.. ২৫৭
প্রাণীযুক্ত সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ.. ২৫৮
মীমাংসিত বিচার পুনঃ উত্থাপন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ২৫৯
দুট্‌ঠুল্লাপত্তি আচ্ছাদন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ২৬১
উনবিংশতিবর্ষ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ.. ২৬৩
চোর সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ.. ২৬৬
পরামর্শকরণ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ... ২৬৮
অরিষ্ট সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ২৭০
উৎক্ষিপ্ত সম্ভোগ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ২৭৫
কণ্টক সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ২৭৮

৮. সহধার্মিক বর্গ

প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ.................................... ২৮৫
উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ২৮৭

অমনোযোগ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ২৮৯
প্রহার সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ২৯২
হস্ত উত্তোলন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ২৯৪
অমূলক সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ২৯৫
সজ্ঞান সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ...................................... ২৯৭
উপশ্রুতি সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ....................................২৯৯
কর্মপ্রতিবহন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ৩০১
ছন্দ না দিয়ে গমন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ৩০২
দুর্বল সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ৩০৪
পরিবর্তন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ৩০৬

৯. রতন বর্গ

অন্তঃপুরে প্রবেশ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ......................... ৩০৯
রত্ন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ...৩১৪
বিকালে গ্রামে প্রবেশ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ.................... ৩১৮
সূঁচ রাখার পাত্র সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ৩২২
মঞ্চপীঠ নির্মাণ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ.......................... ৩২৪
তুলাবৃতকরণ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ............................ ৩২৬
বসার আস্তরণ নির্মাণ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ৩২৭
কণ্ডুপ্রতিচ্ছাদন নির্মাণ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ৩৩০
বর্ষাসাটিক সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ ৩৩১
নন্দ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ.. ৩৩৩

৬. প্রতিদেশনীয় অধ্যায়

প্রথম প্রতিদেশনীয় শিক্ষাপদ ৩৩৬
দ্বিতীয় প্রতিদেশনীয় শিক্ষাপদ.................................. ৩৩৯
তৃতীয় প্রতিদেশনীয় শিক্ষাপদ...................................৩৪১
চতুর্থ প্রতিদেশনীয় শিক্ষাপদ ৩৪৫

৭. সেখিয় অধ্যায়

১. পরিমণ্ডল বর্গ ৩৫০
২. উজ্জগ্ঘিক (উচ্চহাস্য) বর্গ ৩৫৯
৩. খম্ভকত (কোমর) বর্গ ৩৬৮

৪. সক্কচ্চ (মনোযোগ) বর্গ ৩৭৮
৫. কবল (গ্রাস) বর্গ.. ৩৮৯
৬. সুরু সুরু বর্গ ৩৯৮
৭. পাদুকা (স্যান্ডেল) বর্গ ৪০৭

৮. অধিকরণ সমথ.. ৪২৩
পরিশিষ্ট ৪২৪

বনভন্তের আশীর্বাণী

সমগ্র ত্রিপিটকের মূল উদ্দেশ্য দুঃখমুক্তি নির্বাণ। সকলে দুঃখমুক্ত হোক, সম্যকভাবে চিরতরে যাবতীয় দুঃখের অবসান করুক—ইহাই বুদ্ধের আহ্বান। কোনো পার্থিব জায়গায় বেঁচে থাক, এমন ইচ্ছা ভগবান করেন নাই; যেহেতু বেঁচে থাকলেই এই পঞ্চস্কন্ধ, এই দেহ-মন নিয়েই বেঁচে থাকতে হয়। এই দেহ, এই মনই যাবতীয় দুঃখ উৎপত্তির কারণ, যাবতীয় দুঃখ ভোগের কারণ। এই দেহ, এই মন আছে বলেই সংসারে যাবতীয় দুঃখ ভোগ করতে হয়। এই দেহ নাই, এই মন-চিত্ত নাই, ইহাতেই যাবতীয় দুঃখ উৎপত্তি বন্ধ, যাবতীয় দুঃখের বিনাশ, পরম সুখ, পরমা শান্তি নির্বাণ। ত্রিপিটক এই নির্বাণ লাভের উপায় বলে দেয়।

বাংলাদেশে সমগ্র ত্রিপিটকের বাংলায় অনুবাদ এখনো হয়নি। কিছু কিছু অনুবাদ হয়েছে; আর তন্মধ্যে প্রকাশিত হতে পেরেছে আরও কম। বাংলাভাষীদের এই অভাব মোচনে অনেকে অনেকভাবে চেষ্টা করেছেন এবং বর্তমানেও সেই চেষ্টা অব্যাহত আছে। এ যাবত কালের অনুবাদগুলোতে গুণে, মানে, মূল পিটকের সার্থক অনুবাদকের স্থান ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়ারই প্রাপ্য।

অতি প্রাচীন এই পালি ভাষাটিতে বুদ্ধবাণীর নামে ধারণকৃত সব কথা, আবার বুদ্ধের কথা নয়। তবে, ত্রিপিটকে যে সকল কথা চারি আর্যসত্যজ্ঞান এবং প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতিজ্ঞান উৎপত্তি ও বর্ধনের সহায়ক, কেবল সেগুলোকেই বুদ্ধবাণীরূপে চিহ্নিত করতে হবে। কেবল তাহলেই ত্রিপিটক অধ্যয়নকারী, গবেষণাকারী এবং অনুশীলনকারীরা প্রকৃত লাভবান হতে পারবেন। ইহাতে জগতে প্রকৃত বুদ্ধবাণীও প্রকাশিত হতে পারবে, টিকে থাকতে পারবে। মনে রাখতে হবে, চারি আর্যসত্যের বাইরে বুদ্ধের কোনো কথা নাই, বুদ্ধের কোনো ধর্মও নাই। চারি আর্যসত্য ব্যতীত নির্বাণ লাভের দ্বিতীয় কোনো উপায়ও নাই। প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতিজ্ঞান ব্যতীত সম্যক দৃষ্টি লাভ হয় না। সম্যক দৃষ্টির উৎপত্তি না হলে, মানুষের জীবনদুঃখ অবসানের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা, সবই মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে যায়। ফলে দুঃখমুক্তির এই ভুল প্রচেষ্টা দুঃখ কমায় না, বাড়ায় মাত্র। লোকে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে কাজ

করলেই যাবতীয় দুঃখের জননী অবিদ্যা-তৃষ্ণার ধ্বংস, চিরতরে বিনাশ অনিবার্য হয়। তাই সকলের আগে সবাই সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হও। সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন না হলে, কেউই দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারবে না। শুধু স্বীয় কর্ম ও তার ফলাফলজাত জীবনের যাবতীয় সুখ-দুঃখকে স্বীকার করে নিলে, অন্যকে নিজের দুঃখের জন্যে দায়ী না করলে, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া যায়। আপন নিরাপত্তার জন্যে, প্রিয়জনের কল্যাণে দান, ধর্ম, কুশলকর্ম সম্পাদন, শীলপালন, ধ্যান-বিদর্শন উৎপাদন—সব কর্মই তাই সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া চাই। সম্যক দৃষ্টি উৎপাদনের জন্যেই তো এ সকল করা—অন্য কোনো উদ্দেশে নয়।

বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ ত্রিপিটক, তার অর্থকথা, টীকা, অনুটীকাসহ অনূদিত হোক, ইহা আমি চাই। ইহা কখনো একার দ্বারা সম্ভব নয়। কমপক্ষে পঞ্চাশজন পালি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষ অনুবাদক একযোগে অনুবাদের কাজ করলে, তবেই সমগ্র ত্রিপিটক ও তৎসংশ্লিষ্ট যাবতীয় গ্রন্থগুলো অনুবাদ করা সম্ভব হবে বলে মনে করি। আমি শিষ্যগণকে বলি, তোমরা ত্রিপিটক শিক্ষা কর, ত্রিপিটকে কী আছে তা জান। কারণ, বর্তমানে এখানেই বুদ্ধ আছেন এবং বুদ্ধের উপদেশ আছে। ত্রিপিটক জানে, কিন্তু মানে না; তারা যথার্থই মূর্খ। ত্রিপিটকে পণ্ডিত হয়ে সারা দিন বক বক করাটাও মূর্খের পরিচায়ক। তাই তোমরা ত্রিপিটক পড়ে, ত্রিপিটক জেনে, চুপ থেকে কেবল নির্বাণ ভাবনা কর। জীবন অনিশ্চিত, বুদ্ধের উৎপত্তি ও সদ্ধর্মলাভ মহাসৌভাগ্যের বিষয়। ত্রিপিটকের মাধ্যমে জগতে এখনো বুদ্ধ আছেন। তোমরা সকলে এই দুর্লভ সৌভাগ্য হাতছাড়া করো না। এ দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জনে সকলে তৎপর হও, উদ্যোগী হও, পরাক্রমশালী হও। সকলেই নির্বাণ সৌভাগ্যে ভাগ্যবান হও।

বুদ্ধবাণীর প্রকাশ ও প্রচারে যারা সহায়তা করে থাকে, তারা নিজেরাও আপন দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের মহাহেতু উৎপন্ন করে থাকে। তাদের এ কাজকে 'ধর্মদান' বলা হয়। বস্তুদানের চেয়ে ধর্মদানই শ্রেষ্ঠ। তাই সকলের উচিত যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী বুদ্ধবাণী প্রকাশ ও প্রচারে এই ধর্মদানে অংশ গ্রহণ করা। সকলের শুভ হোক, মঙ্গল হোক, সকলেই পরম সুখ, পরমা শান্তি নির্বাণের অধিকারী হোক—এই কামনা করি। আমার শিষ্য ভিক্ষু করুণাবংশ আমারই অনুপ্রেরণায়, আমার প্রিয় ধর্মঅন্তেবাসী স্নেহভাজন প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির হতে পালি ভাষা শিক্ষা করে উত্তম কাজ করেছে। আজ তার সেই সুশিক্ষা বুদ্ধশাসনের ধারক পবিত্র বিনয়পিটকের অতি মুল্যবান খণ্ড

পাচিত্তিয় গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের সহায়ক হলো দেখে খুবই খুশি হয়েছি। বুদ্ধশাসনের ধারণ ও সংরক্ষণে তার এই মহামূল্যবান ধর্মদানটি যথাযথ ব্যবহার হোক—এই কামনা করি। তার এই ধর্মদান তাকেও পরম বুদ্ধজ্ঞান ও নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন করুক! সকলেই সুখী হোক! ❒

প্রাক-কথন

সুদূর আড়াই হাজার বছরেরও অধিক পূর্বে তথাগত বুদ্ধ নৈরঞ্জনা নদীর তীরে বর্তমান বুদ্ধগয়ায় দীর্ঘ ছয়টি বছর কঠোর সাধনা করার পর যে জ্ঞান লাভ করলেন, তা হলো বোধিজ্ঞান বা বুদ্ধজ্ঞান। এই বোধিজ্ঞান লাভের পর সুদীর্ঘ পয়তাল্লিশ বৎসরব্যাপী জরা-দুঃখাদি জর্জরিত আপামর জনসাধারণের কাছে যে ধর্মসুধা বিতরণ করেছিলেন, সেটির নাম ধর্ম ও বিনয়। বুদ্ধোপদিষ্ট সুবচনের এই ধর্ম ও বিনয়বিভাগ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলে ধারণা করা হয়। কারণ, বুদ্ধ নিজের উক্তিতেই ধর্ম ও বিনয় শব্দ দুটির ব্যবহার করেছিলেন। এখানে বুদ্ধের সেই উক্তিটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যেমন :

“সিযা খো পন আনন্দ তুম্‌হাকং এবমস্‌স অতীতসত্থুকং পাবচনং, নত্থি নো সত্থাতি। ন খো পনেতং আনন্দ এবং দট্‌ঠব্বং। যো বো আনন্দ ময়া ধম্মো চ বিনযো চ দেসিতো পঞ্‌ঞত্তো সো নো মমচ্চযেন সত্থা।”[১]

“হে আনন্দ, তোমাদের এমনও মনে হতে পারে যে, শাস্তার প্রবচন (প্রকৃষ্ট বাণীসমূহ) অতীত হয়ে গিয়েছে; অতএব আমাদের শাস্তা আর নেই। কিন্তু আনন্দ, বিষয়টি এভাবে দেখা উচিত নয়। কেননা যেই ধর্ম ও বিনয় আমার দ্বারা উপদিষ্ট ও প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে, তৎসমুদয় আমার অবর্তমানে তোমাদের শাস্তা।”

অতএব উপর্যুক্ত উক্তি থেকে এটাই প্রতীত হয় যে, তথাগত বুদ্ধ নিজেই তাঁর কথিত উপদেশসমূহকে ধর্ম ও বিনয় নামে আখ্যায়িত করেছেন। বর্তমানে বহুল প্রচলিত ত্রিপিটক (তিপিটকং) শব্দটি তিনি কখনো উচ্চারণ করেননি। এমনকি প্রথম ও দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতিতেও সমগ্র বুদ্ধবচন সংগ্রহ ও আবৃত্তির সময় ধর্ম ও বিনয় শব্দ দুটিই শুধুমাত্র ব্যবহৃত হয়েছিল। ধারণা করা হয়, খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মহামোগ্গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবিরের সভাপতিত্বে ও তৎকালীন রাজ চক্রবর্তী সম্রাট ধর্মাশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় মহাসঙ্গীতিতে এই ত্রিপিটক শব্দটির জন্ম। বুদ্ধের কথিত ধর্ম ও বিনয়কে তখন বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম—এই তিনটি পিটকে বা শ্রেণিতে

---

[১]। দীর্ঘনিকায় ২য় খণ্ড।

ভাগ করে ত্রিপিটক নামকরণ করা হয়েছে।

তথাগত বুদ্ধ সূত্র ও অভিধর্মের চাইতে বিনয়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে গিয়ে বলেছেন, "বিনযস্‌স নাম সাসনস্‌স আযু।" বিনয় হচ্ছে বুদ্ধশাসনের তথা ধর্মরাজ্যের প্রাণ। এমনকি বুদ্ধ এও বলেছেন যে, সূত্র ও অভিধর্ম এই পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হলেও যদি বুদ্ধের সাংঘিক রাজ্যের বাসিন্দা ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের দৈনন্দির জীবনাদর্শে বিনয়ে বিধৃত বিধিবিধানসমূহ আচরিত ও প্রতিপালিত হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে যে বুদ্ধের শাসন এখনো বিলুপ্ত হয়নি। কারণ, তখনও বুদ্ধের জীবনাদর্শ ও তাঁর কথিত উপদেশাদি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের জীবনাদর্শের মাধ্যমে প্রকাশিত হবে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, বিনয়ের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব কতখানি।

সমগ্র বিনয়পিটক পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। যথাক্রমে—(১) পারাজিকা, (২) পাচিত্তিয়, (৩) চূলবর্গ, (৪) মহাবর্গ, এবং (৫) পরিবার। বর্তমান *পাচিত্তিয়* গ্রন্থটির অবস্থান দ্বিতীয়। এই গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ভিক্ষুদের বিরানব্বইটি পাচিত্তিয়, চারটি প্রতিদেশনীয়, পঁচাত্তরটি সেখিয় ধর্ম তথা শিক্ষনীয় ধর্ম, সপ্ত অধিকরণ সমথ ও ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ। বর্তমান গ্রন্থটিতে সর্বশেষ পরিচ্ছেদ 'ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ' অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কারণ, বছর দুয়েক পূর্বে মহান বুদ্ধপুত্র আর্যশ্রাবক বনভন্তের নির্দেশে ও ঐকান্তিক ইচ্ছায় আমার শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু বহু গ্রন্থপ্রণেতা পণ্ডিত প্রবর শ্রদ্ধেয় ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো মহোদয় কর্তৃক সেটি অনূদিত হয়েছিল এবং রাজবন বিহারের 'বনভন্তে প্রকাশনী' হতে প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৫ সালে। অতএব আমি ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ পরিচ্ছেদটি এতে অন্তর্ভুক্ত করিনি।

বর্তমান গ্রন্থটি অনুবাদ করতে গিয়ে আমি I. B. Horner M. A. কর্তৃক অনূদিত The Book of the Descipline Vol. II and III গ্রন্থটির বিশেষ সহযোগিতা নিয়েছি। এটি ১৯৪০ সালে Pali Text Society, London. হতে প্রকাশিত হয়েছিল। তজ্জন্য উক্ত অনুবাদকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি ক্ষেত্রবিশেষে আরও যে সকল গ্রন্থের সহযোগিতা নিয়েছি সেগুলো যথাক্রমে শ্রদ্ধেয় অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির অনূদিত *ভিক্‌খু পাতিমোক্‌খং*, শ্রী প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত *মহাবর্গ*, বিনয়াচার্য ভদন্ত সত্যপ্রিয় মহাথেরো অনূদিত *চূলবর্গ* এবং আমার শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু পরম শ্রদ্ধাভাজন ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো মহোদয় অনূদিত *ভিক্ষুণী-প্রাতিমোক্ষ* ও *ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ*। আমি উপর্যুক্ত শ্রদ্ধাভাজন অগ্রজ অনুবাদকগণের নিকট সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করছি।

এখানে বিশেষভাবে বলতে হয় যে, আমার শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু শত ব্যস্ততার মাঝে থেকেও আমার আগ্রহাতিশয্যে অতিশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা লিখে দিয়ে এই গ্রন্থের মান বৃদ্ধি করেছেন অনেকাংশে। সাথে সাথে প্রয়োজনীয় সংশোধনাদিসহ প্রথম ও শেষের গাথা দুটি ছন্দময় প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করে দিয়ে আমার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। এখানে আরও এক শ্রদ্ধেয় জনের কথা না বললেই নয়, যাঁর স্নেহজ অকৃত্রিম সহযোগিতা ব্যতীত বর্তমান *পাচিত্তিয়* গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভব হতো কি না যথেষ্ট সন্দেহ। তিনি হচ্ছেন আমার পরম কল্যাণমিত্র ও অত্যন্ত হিতকামী অগ্রজ ভাতৃপ্রতিম শ্রদ্ধেয় বুদ্ধবংশ ভন্তে। তিনি আমাকে উৎসাহ-উদ্দীপনাদিসহ সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে গেছেন। অতএব আমি শ্রদ্ধাভাজন গুরুবর ও ভাতৃপ্রতীম ভন্তের নিকট চির কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ রইলাম।

বিজ্ঞ পাঠক, বলতে দ্বিধা নেই যে, আমি বয়সে যেমন নবীন তেমনি অচির প্রব্রজিত। বর্তমান গ্রন্থটির অনুবাদ আমার জীবনের প্রথম প্রয়াস। অনুবাদ করা মোটেই সহজ কাজ নয়। অতএব বর্তমান অনুবাদে আমার অনভিজ্ঞতা আর সীমিত ভাষাজ্ঞানের দরুন ভুলত্রুটি থাকাটা স্বাভাবিক। তথাপি মহান আর্যপুরুষ সর্বজন শ্রদ্ধেয় মদীয় উপাধ্যায় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের উৎসাহব্যঞ্জক আশীর্বাদ, আর বহু গ্রন্থ প্রণেতা পণ্ডিত প্রবর মদীয় শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু পরম শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো মহোদয়ের সর্বাত্মক সহযোগিতা না পেলে এটুকু করাও আমার পক্ষে সম্ভব হতো কি না সন্দেহ। অতএব বিজ্ঞ পাঠকগণের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি ও সুচিন্তিত মতামত তথা পরামর্শাদি একান্ত কাম্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রদ্ধেয় বুদ্ধবংশ ভন্তেসহ আমি বিগত ২০০১ সালে বহু গ্রন্থপ্রণেতা পণ্ডিত প্রবর পরম শ্রদ্ধেয় মদীয় দীক্ষাগুরু প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো মহোদয়ের নিকট পালি ভাষা অধ্যয়ন আরম্ভ করি সর্বজনশ্রদ্ধেয় আর্যপুরুষ মদীয় উপাধ্যায় বনভন্তের উৎসাহ-উদ্দীপনায়। বছর দুয়েক পর শ্রদ্ধেয় গুরুবর ভন্তে মহোদয় বিশ্বশান্তি প্যাগোডায় চলে যাওয়ায় পবিত্র পালি ভাষা অধ্যয়ন কার্যক্রম একপ্রকার বন্ধ হয়ে যায়। তারপর আবার ২০০৪ সালের জানুয়ারিতে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের অনুমতি নিয়ে প্রথমে বিশ্বশান্তি প্যাগোডায় এবং পরে রাউজানের গহিরা অঙ্কুরিঘোনা মহাশ্মশান ভাবনা কেন্দ্রে যায় অবশিষ্ট পাঠ শেষ করতে। সেখানে প্রায় এগার মাস অবস্থানের পর মোটামুটি পালি ভাষা অর্জন করে আসার সময় শ্রদ্ধেয় গুরুবর আমাকে ও বুদ্ধবংশ ভন্তেকে *পারাজিকা* এবং *পাচিত্তিয়* গ্রন্থ দুটি অনুবাদ করার পরামর্শ

দেন। সাথে সাথে আমরাও বেশ উৎসাহ নিয়ে অনুবাদ কাজে লেগে গেলাম। আমি *পাচিত্তিয়* ও শ্রদ্ধেয় বুদ্ধবংশ ভন্তে *পারাজিকা* অনুবাদে হাত দিই। এক্ষেত্রে কতটুকু সফল হয়েছি তা বিজ্ঞ পাঠকগণ বিচার করবেন।

বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশ করতে গিয়ে যাঁদের কাছ থেকে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক—এই ত্রিদ্বারে অকৃত্রিম সহযোগিতা পেয়েছি তাঁদের সকলকে আমার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই পুণ্য লাভে তাঁদের সকলের নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন হোক—এই প্রার্থনা করছি। আমার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ পরবশ হয়ে শ্রদ্ধেয় সৌরজগৎ স্থবির মহোদয় প্রমুখ শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভিক্ষু, শ্রদ্ধেয় রত্নাঙ্কুর ভিক্ষু ও শ্রদ্ধেয় জ্ঞানলংকার ভিক্ষু মহোদয়গণ কম্পিউটার কম্পোজের মতো শ্রমসাধ্য কাজটি করে দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। তাঁদের এই শ্রমজনিত পুণ্য পরিশেষে নির্বাণ লাভের হেতু হোক—এটাই আমার প্রত্যাশা। এস্থলে একটি কথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, পূজ্য আনন্দমিত্র স্থবির ও জিনলংকার স্থবির ভন্তেদ্বয় আমাদের পালি শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হতে এই গ্রন্থ অনুবাদ সুসম্পন্ন করা পর্যন্ত আমাকে বহুভাবে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক—এই ত্রিদ্বারে অকুণ্ঠ সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে বাধিত করেছেন। তজ্জন্য আমি শ্রদ্ধাভাজন ভন্তেদ্বয়কে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা ও বন্দনা জ্ঞাপন করছি।

"সব্বদানং ধম্মদানং জিনাতি" তথাগত বুদ্ধের এই অমোঘ বাণীর প্রতি অগাধ আস্থাশীল কর্ত্তালা-বেলখাইন ও ঢাকাবাসী সদ্ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকাগণ—এই গ্রন্থটির প্রকাশের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গ্রহণ করে অশেষ পুণ্যের ভাগীদার হয়েছেন। এক্ষেত্রে আমাকে যোগাযোগাদিসহ সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন বাবু মিলন বড়ুয়া (ব্যাংকার), বাবু মিলন বড়ুয়া (শিক্ষক), বাবু পরিতোষ বড়ুয়া এবং বাবু দেবব্রত বড়ুয়া। আমি প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের দুঃখমুক্তি নির্বাণ কামনা করছি।

পরিশেষে, বর্তমান ভিক্ষুসমাজ যদি এই বইটি পড়ে যৎকিঞ্চিৎ উপকৃত হয়, তাহলেই আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

"চিরং তিট্‌ঠতু বুদ্ধসাসনম্!"

২৫৫১ বুদ্ধবর্ষ, ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ
১৪১৩ বাংলা, বৈশাখী পূর্ণিমা

ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

বিনয়পিটকীয় পাচিত্তিয় গ্রন্থের ভূমিকা

"বিনযস্‌স নাম সাসনস্‌স আযু"—বুদ্ধপ্রবর্তিত ধর্মদর্শনের রাজ্যে ইহা বুদ্ধের একটি বিখ্যাত উক্তি। বিনয়ের অপর নাম বুদ্ধের ধর্মরাজ্যের আয়ুষ্কাল। বিনয়ের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও গৌরব অক্ষুন্ন থাকার মাঝেই থাকবে এই ধর্মরাজ্যের স্থিতি ও শ্রীবৃদ্ধি। অতএব সেই 'বিনয়' শব্দটির সাথে যথার্থ সম্যক পরিচয় লাভ খুবই জরুরি। 'বিনয়' শব্দের বাংলা আভিধানিক অর্থ ভদ্রতা, নম্রতা। কিন্তু বুদ্ধের ধর্মদর্শনে এই 'বিনয়' শব্দটি অর্থ ও তাৎপর্য আরও অনেক ব্যাপক। এখানে 'বিনয়' বলতে প্রধানত বুদ্ধের বাণীকে যুগযুগান্তরে নিয়ে যেতে বুদ্ধের পরিকল্পিত ও প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী নামক দুটি জীবনের গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণবিধিকে বুঝানো হয়। অবশ্য সেই দুটি জীবনের ভদ্রতা, নম্রতার বিষয়টিও সেই নিয়ন্ত্রণের পর্যায়ভুক্ত থাকে।

ব্যক্তি হতেই সমষ্টির জন্ম। সেই সমষ্টির নাম হয় সংঘ। কোনো সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কিছু লোক একমত ও একতাবদ্ধ হওয়াকে সংঘ বলা হয়। এই সংঘবদ্ধতাকে সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের পথে পরিচালিত করার জন্যে প্রয়োজন হয় একটি বিধিবিধান বা সংবিধান রচনা। ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক এই লক্ষ্যে যেই সংবিধান রচনা করা হয়েছে, তারই নাম বিনয়।

বুদ্ধবাণীর সংগ্রহকে প্রথমে 'ধম্ম-বিনযসঙ্গহো' বলা হতো। এই ধর্মবিনয় বুদ্ধ পরিনির্বাণের দুশ বছরের মাথায় খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট ধর্মাশোকের সহায়তায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় সঙ্গায়নে এসে 'ত্রিপিটক' নামে অভিহিত করা হয়। কারণ, তখন 'বিনয়' খণ্ডকে যথাস্থানে সংরক্ষণ করে, 'ধম্ম'কে সুত্ত ও অভিধর্ম, এ দুই ভাগে সংগ্রহ করা হয়। ফলে চুরাশি হাজার বুদ্ধবাণীর মধ্যে সুত্তপিটকের অংশে একুশ হাজার, অভিধর্মপিটকের অংশে একুশ হাজার বুদ্ধবচনকে বিভক্ত করে; অবশিষ্ট ৪২ হাজার পূর্বানুরূপ বিনয়পিটকেরেই অন্তর্ভুক্ত থেকে গেল। বিনয় পিটকভুক্ত এই ৪২ হাজার

বুদ্ধবচনকে ধারণ করা হলো : ১) পারাজিকা, ২) পাচিত্তিয়, ৩) চূলবগ্গ, ৪) মহাবগ্গ এবং ৫) পরিবার—এই পাঁচটি খণ্ডের মধ্যে।

বিষয়বস্তুর আলোচনানুক্রমিক বিচারে 'পাচিত্তিয়' খণ্ডের স্থান দ্বিতীয়। এই খণ্ড তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত; যথা : ১) পাচিত্তিয় অধ্যায়, ২) প্রতিদেশনীয় অধ্যায়, ৩) সেখিয় অধ্যায়, এবং ৪) ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ। পাচিত্তিয় অধ্যায়টি নয়টি বর্গে বিভক্ত; যথা : ১) মিথ্যাবাক্য বর্গ, ২) ভূতগাম (উদ্ভিদ) বর্গ, ৩) ওবাদ (উপদেশ) বর্গ, ৪) ভোজন বর্গ, ৫) অচেলক বর্গ, ৬) সুরাপান বর্গ, ৭) প্রাণীযুক্ত (সপ্পাণক) বর্গ, ৮) সহধার্মিক বর্গ, এবং ৯) রতন বর্গ।

মিথ্যাবাক্য বর্গে রয়েছে ১০টি শিক্ষাপদ; ভূতগাম বর্গে রয়েছে ১০টি শিক্ষাপদ; ভোজন বর্গে রয়েছে ১০টি শিক্ষাপদ; অচেলক বর্গে রয়েছে ১০টি শিক্ষাপদ; সপ্পাণক বর্গে রয়েছে ১০টি শিক্ষাপদ; সহধার্মিক বর্গে রয়েছে ১২টি শিক্ষাপদ এবং রতন বর্গে রয়েয়েছ ১০টি শিক্ষাপদ। এই অধ্যায়ে শিক্ষাপদ এবং শিক্ষাপদ সংখ্যা ৯২টি।

প্রতিদেশনীয় অধ্যায়টিকে কোনো বর্গে বিভক্ত করা হয়নি, ইহার শিক্ষাপদ স্বল্পতার কারণে। তাই অধ্যায়টি শুধুমাত্র ৪টি শিক্ষাপদসমন্বিত; যথা : ১) প্রথম প্রতিদেশনীয় শিক্ষাপদ, ২) দ্বিতীয় প্রতিদেশনীয় শিক্ষাপদ, ৩) তৃতীয় প্রতিদেশনীয় শিক্ষাপদ, ৪) চতুর্থ প্রতিদেশনীয় শিক্ষাপদ ইত্যাদি।

সেখিয় অধ্যায়ে সর্বমোট শিক্ষাপদ সংখ্যা ৭৫টি। ইহারা ৯টি বর্গে বিভক্ত; যথা : ১) পরিমণ্ডল বর্গ, ২) উজ্জগ্ঘিক (উচ্চহাস্য) বর্গ, ৩) খম্ভকত (কোমর) বর্গ, ৪) সক্কচ্চ (মনযোগ) বর্গ, ৫) কবল (গ্রাস) বর্গ, ৬) সুরু সুরু বর্গ, এবং ৭) পাদুকা বর্গ।

পাচিত্তিয় গ্রন্থে এ সকল বর্গের নামকরণে একই রীতি অনুসৃত হয়নি। দেখা যায় পাচিত্তিয় অধ্যায়ের কোনো কোনো বর্গে সেখিয়ায় অনুসৃত রীতি অনুযায়ী প্রতিটি বর্গের প্রথম শিক্ষাপদটির উদ্দেশ্য ও ভাবার্থ অনুযায়ী বর্গের নামকরণ করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো নামকরণে বর্গভুক্ত যেকোনো শিক্ষাপদকে অনুসরণ করা হয়েছে।

দেখা যায় 'সপ্ত অধিকরণ সমথ' নামে ৭টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কোনো প্রকার অধ্যায় বা বর্গে রাখা হয়নি। কারণ, ইহারা বস্তুত কোনো শিক্ষাপদ তথা শীলের চরিত্রভুক্ত নয়। কোনো ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী বুদ্ধ-প্রজ্ঞাপিত পারাজিকা হতে সেখিয়া পর্যন্ত সপ্ত আপত্তি স্কন্ধের মধ্যে যেকোনোটি লঙ্ঘন করলে, তার জন্যে যেই বিচার-মীমাংসারীতি অনুসরণের প্রয়োজন; 'সপ্ত

অধিকরণ সমথ' পর্বটি তারই দিক নির্দেশকরূপে কাজ করে থাকে। এ পর্বটির চারিত্রিক এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই কোনো কোনো বিনয়গবেষক 'সপ্ত অধিকরণ সমথকে' শীলের অঙ্গভুক্ত করতে নারাজ। তাই তাঁরা ভিক্ষুদের প্রাতিমোক্ষে বিধৃত ২২৭টি শীলকে ২২০টি বলে গণনা করে থাকেন। তাঁদের এই অভিমতকে গ্রহণ করলে, প্রাতিমোক্ষের দুই 'অনিয়ত ধর্ম' এবং 'চারি প্রতিদেশনীয় ধর্ম' সর্বমোট—এই ছয়টি শিক্ষাপদ নিয়েও একই প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। কারণ, 'দুই অনিয়ত ধর্মের' মধ্যে একজন স্রোতাপন্না উপাসিকার দেয়া সাক্ষ্য ও সিদ্ধান্তকেই ভিক্ষু দ্বারা কৃত আপত্তি পারাজিকা, সংঘাদিশেষ বা পাচিত্তিয় এ তিনটির কোনটি তা নির্ধারণের মানদণ্ড ধরা হয়েছে। অপরদিকে চারটি প্রতিদেশনীয় ধর্মের মধ্যেও ভিক্ষু বা ভিক্ষু সমষ্টি কর্তৃক কৃত অপরাধের স্বদোষের স্বীকারোক্তিমূলক বিধানটি অনুসৃত হয়েছে। আমার মনে হয় এ সকল পর্বের নামকরণে 'ধম্ম' নামক শব্দটির ব্যবহার এরূপ একটি বৈশিষ্টের নির্দেশক হিসেবেই গ্রহণ করা হয়েছে। যেমনটি বলা হয়েছে, দ্বে অনিযত ধম্ম, চত্তারো পাটিদেশনীয় ধম্ম, সত্ত অধিকরণ সমথ ধম্মা। আর এ কারণেই ভিক্ষু-প্রাতিমোক্ষের শীলসংখ্যা মূলত ২১৪টি।

ভিক্ষু-প্রাতিমোক্ষের শীল সংখ্যা ২২৭টি হতে ২১৪টি নিয়ে আমার সিদ্ধান্তে কেউ কেউ বিরোধিতা করে বলতে পারেন, বর্ণিত তেরোটি বিষয় যে বুদ্ধ কর্তৃক পালনীয় বিধানরূপেই গণ্য। তদ্ধেতু এগুলোকে শীল-অঙ্গ থেকে বাদ দেয়া অন্যায়। তাঁদের এই যুক্তি এবং এই দাবীরও যথার্থতা প্রমাণে তাঁরা আরও বলতে পারেন, যেহেতু বুদ্ধ-আদিষ্ট এই বিচার-মীমাংসাপদ্ধতি অনুসরণ না করাটা অন্যায়, পাপ এবং অধর্ম। ইহা মহান শিক্ষক এবং দুঃখমুক্তির পথ নির্দেশক মহাকারুণিক বুদ্ধের প্রতি অগৌরব প্রদর্শনেরই সামিল হয়।

আমরা উপরোক্তগণের এই বক্তব্য ও দাবীকে সর্বান্তকরণে মেনে নিয়েও বলতে পারি; বুদ্ধ-আদিষ্ট এই তেরোটি বিধানকে সগৌরবে অনুসরণ করেও স্বীকার করতে হবে যে, এগুলো বুদ্ধ-আদিষ্ট শীল নামক অপরাধসমূহের চরিত্র ও বৈশিষ্ট হতে ভিন্ন প্রকৃতির। এগুলো বিনয়পিটকের বিচার মীমাংসার বিধান, শীলনীতির বিধান নয়।

'সপ্ত অধিকরণ সমথ' নামে ৭টি অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি *পাচিত্তিয়* গ্রন্থের সর্বশেষ প্রান্তে এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেখলে মনে হয় যেন না বললেই নয়—এমন তড়িঘড়ি করে এবং শুধু নামমাত্র উল্লেখ করে। ভিক্ষু-প্রাতিমোক্ষেও ঠিক একই পরিস্থিতি বিদ্যমান। এমনটি করার কারণ

হচ্ছে, বিনয়পিটকের অপর তিন খণ্ড *পরিবার*, *মহাবর্গ* ও *চুলবর্গে* এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। তবে এ সকল বর্ণনা খুবই বিক্ষিপ্ত, এক স্থানে আনুক্রমিকভাবে সন্নিবেশিত হয়নি কোথাও। বর্তমান গ্রন্থের অনুবাদক আয়ুষ্মান করুণাবংশ ভিক্ষু এই সপ্ত অধিকরণ সমথ বিষয়ে পরিশিষ্ট সংযোজন করে ভালো করেছেন। আমি মনে করি, 'সপ্ত অধিকরণ সমথ' নিয়ে পৃথক একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া উচিত। এতে করে সকল প্রকার অভিযোগের বৌদ্ধিক বিচার ও মীমাংসা পদ্ধতি সম্পর্কে সকলের একটি সম্যক ধারণা লাভ সহজ হতো। একই সাথে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীসংঘে উৎপন্ন সমস্যাদির দ্রুত এবং যথাযথ সমাধানেও এই গ্রন্থ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। ভিক্ষু প্রতিমোক্ষের বাংলা অনুবাদ কর্ম করতে গিয়ে আমার সেই ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল। কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে সে কাজে তখন হাত দিতে পারিনি। তবুও ভিক্ষুণী-প্রাতিমোক্ষের পরিশিষ্টে আমি সপ্ত অধিকরণের উপর সংক্ষিপ্ত পরিচিতিটুকু তুলে ধরেছিলাম। বর্তমান গ্রন্থকার মনে হয়, তা থেকে সহায়তা নিয়েছেন।

পাচিত্তিয় গ্রন্থে আলোচ্য শিক্ষাপদ তথা বিনয়-বিধানভুক্ত বিষয়সমূহের উপস্থাপনরীতিটা যেভাবেই বিধৃত হয়েছে, তা *পাচিত্তিয়* খণ্ডের প্রথম আলোচ্য বিষয়, 'মুসাবাদ বর্গে'র প্রথম শিক্ষাপদের নমুনাটি তুলে ধরলে, আশা করি বোধগম্য হবে :

শ্রাবস্তীর জেতবনে ভগবান বুদ্ধের অবস্থানকালে হত্থক নামক শাক্যপুত্রীয় ভিক্ষুর আচরণকে নিয়ে ভগবান কর্তৃক 'মিথ্যাবাক্য ভাষণ' সম্পর্কিত শিক্ষাপদটি প্রজ্ঞাপিত হয়। এই ভিক্ষু অন্য তৈর্থিকদের সাথে অবজ্ঞা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ঘৃণামূলক বাক্য ব্যবহার করে পুনঃ ক্ষমা চাইতেন। জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাশ কেটে যেতেন। সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করতেন এবং সংকেত দ্বারা প্রবঞ্চনা করতেন।

ভিক্ষুরা তাকে অনুরোধ জানালেন, "আবুসো হত্থক, তোমার এ আচরণে অন্য ধর্মাবলম্বীরা বুদ্ধকে, তাঁর শিক্ষা উপদেশকে নিন্দা করার সুযোগ পাবে। তাঁদের এভাবে সুযোগ দেয়া উচিত নয়।"

ভিক্ষুরা এভাবে তিনবার উপদেশদান সত্ত্বেও হত্থকের আচরণে কোনো পরিবর্তন না হওয়ায় অবশেষে তাঁরা বুদ্ধকে এ বিষয়ে অভিযোগ করলেন। ভগবান, হত্থককে ডেকে অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে, তিনি স্বীকার করলেন। ভগবান তাকে নানাভাবে নিন্দা করে এভাবে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করলেন, "কোনো ভিক্ষু সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ

হবে।”

কোন কোন পর্যায়ে ভাষিত বাক্য মিথ্যা ভাষণে পরিণত হয়, তা প্রদর্শন করতে গিয়ে বলা হয়েছে :

১) অন্যের বিশ্বাস উৎপত্তির উদ্দেশে অদেখা বিষয়কে দেখেছি বলা; ২) অশ্রুত বিষয়কে শুনেছি বলা; ৩) ঘ্রাণ না নেয়া বিষয়কে ঘ্রাণ নিয়েছি বলা; ৪) আস্বাদ না নেয়া বস্তুকে আস্বাদ নিয়েছি বলা; ৫) স্পর্শ করেনি, এমন বিষয়কে বা বস্তুকে স্পর্শ করেছি বলা এবং ৬) অজানা বিষয়কে জেনেছি বলা—এই ছয় প্রকারে মিথ্যাভাষণ সম্ভব হয়।

সজ্ঞানে মিথ্যাভাষণের সময়ে সজ্ঞান-ভাষণে মানসিক বিবর্তনকে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে :

১) মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে, আমি মিথ্যা বলতে যাচ্ছি।

২) মিথ্যা বলার সময়ে সে জানে যে, আমি মিথ্যা বলছি।

৩) মিথ্যা বলার পরে সে জানে যে, আমি মিথ্যা বলেছি।

অতঃপর বর্ণনা দেয়া হয়েছে, কীভাবে মিথ্যা ভাষণকারী আত্মপক্ষ সমর্থন করে এই অপরাধটি সংগঠিত করে থাকে। যেমন :

১) মিথ্যা ভাষণ তেমন কোনো অপরাধ নয়, এরূপ ধারণায় মিথ্যা বলা।

২) মিথ্যা অভিলাসের বশবর্তী হয়ে মিথ্যা বলা এবং

৩) অসৎ উদ্দেশের বশবর্তী হয়ে মিথ্যা বলা।

মিথ্যাভাষণ সংগঠিত হওয়ার এই বিশদ বিশ্লেষণদানের পরে অতি সংক্ষেপে বলা হয়েছে, কোনো কোনো অবস্থায় মিথ্যা বললেও তা অপরাধ হিসেবে গণ্য নয় :

১) অতিদ্রুত ভাষণের সময়ে বেগতিক মিথ্যাভাষণ হয়ে গেলে। ইংরেজিতে যাকে (Sleep of tongue) বলা হয়ে থাকে।

২) একটি বলতে গিয়ে অন্যটি বলে ফেললে।

৩) উন্মাদ অবস্থায় মিথ্যা ভাষণ করলে এবং

৪) বুদ্ধ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারি করার আগে, যদি কোনো ভিক্ষু মিথ্যা ভাষণ করে থাকে, তার এই মিথ্যাভাষণ, নিন্দনীয় হতে পারে; কিন্তু তখনো তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

বিনয়পিটকের অন্যান্য খণ্ডেও বিধৃত শিক্ষাপদসমূহকে এভাবেই চুলছেড়া বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয়েছে। মূলত বুদ্ধ-উপদিষ্ট এই রীতি-পদ্ধতিই হচ্ছে বৌদ্ধিক বিচারব্যবস্থা। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে মহাপ্রাজ্ঞ বুদ্ধ, তৎপ্রবর্তিত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সংঘের নিয়ম শৃঙ্খলা

বিধানে এবং সংঘের মাঝে একতা, শান্তি-সমঝোতা রক্ষার্থে যেভাবে অপরাধ নির্ণয়ের এবং তার মীমাংসার বিধি-বিধানসমূহ প্রজ্ঞাপিত করে গেছেন; তা বিশ্বের বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে যেমন অনন্য অবদান; একইভাবে আধুনিক বিচার ব্যবস্থায়ও সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, *পাচিত্তিয়* গ্রন্থটিতে প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদসমূহ বুদ্ধের ধর্মরাজ্যের শৃঙ্খলা বিধানের ক্ষেত্রে অভিযোগ এবং সেই অভিযোগের অপরাধ নির্ণয়ের দায়িত্ব মাত্র পালন করেছে; সেই অপরাধের দণ্ডবিধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। দায়িত্ব প্রদান করেছে *পরিবার* খণ্ডটিও। আর দণ্ড বিধানের দায়িত্ব নিয়েছে *চূলবর্গ* খণ্ডটি। আর *মহাবর্গ* খণ্ড দায়িত্ব নিয়েছে অপরাধে আরোপিত দণ্ড হতে মুক্তকরণের।

সুত্তপিটকের চাইতে বিনয়পিটকসমূহে বুদ্ধসমকালীন সমাজের পরিচয় সমাধিক। *জাতক* গ্রন্থে এ ছবি আরও উজ্জ্বল। *পাচিত্তিয়* গ্রন্থের মুসাবাদ বর্গের দ্বিতীয় শিক্ষাপদে বিধৃত তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন চিত্র যেমন প্রদর্শিত হয়েছে, একইভাবে ব্যক্তির দৈহিক আকৃতি, প্রকৃতি ও বর্ণনার অঙ্গীভূত হয়েছে; যথা :

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থানকালে বৈশালীর ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা পরস্পর বাদানুবাদকালে শীলবান ভিক্ষুদের তাঁদের নাম, জাতি, গোত্র, কর্ম, শিল্প, রোগ, লিঙ্গ, ক্লেশ, আপত্তি ইত্যাদি উল্লেখসহ আরও অন্যান্য হীনবাক্য দ্বারা নিন্দা ও আক্রোশবাক্য প্রয়োগ করতেন।

ভদ্র, লজ্জী ও শান্তিকামী ভিক্ষুরা ভগবানকে বিষয়টি জ্ঞাত করলে, ভগবান এ ধরনের "আক্রোশবাক্য প্রয়োগে ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হবে" বলে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করলেন। উক্ত আক্রোশ প্রকাশে ব্যবহৃত বাক্যসমূহের পরিচয় দেয়া হলো এভাবে :

১) জাতি বলতে হীন জাতি ও উচ্চ জাতি উভয়কে বুঝায়। এখানে হীন জাতি বলতে চণ্ডাল, বেন, ব্যাধ, রথকার, পুক্কুশ—এ সকল নীচ জীবিকাধারী লোকদের বুঝায়। অপরদিকে উচ্চ জাতি বলতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই তিন জাতিকে বুঝায়।

২) নাম বলতে হীন নাম ও উচ্চ নাম। যেগুলো সেই সেই জনপদে হীন, উচ্চ হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন : অবকর্ণক, জবকর্ণক, ধনিষ্টক, সবিষ্টক, কুলবড্‌ঢক ইত্যাদি নাম হীনার্থবাচক। আবার বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ প্রতিসংযুক্ত হলে উচ্চ নামবাচক হয়।

৩) গোত্র বলতে, হীনগোত্রবাচক হচ্ছে, কোশিয়, ভারদ্বাজ গোত্র,

ইত্যাদি। অপরপক্ষে গৌতম, কচ্চান, মোগ্গল্যায়ন ইত্যাদি উচ্চ গোত্রবাচক।

৪) কর্ম বলতে, সেই সেই জনপদে যেই যেই কাজ, তেমন সম্মানজনক কাজ বলে বিবেচিত নয়; যেমন : কোষ্টক, পুষ্পছড্ঢক বা মালাকার এবং যেই যেই কাজ সম্মানজনক বলে বিবেচিত; যেমন : কৃষি, বাণিজ্য, এবং গোরক্ষা কর্ম।

৫) শিল্প বলতে, যেমন : নলকার, কুম্ভকার, তাঁতী, চর্মকার এবং নাপিত বা ক্ষৌর শিল্প ইত্যাদি, লিখন শিল্প, এবং গণনা শিল্প ইত্যাদি উচ্চ শিল্পরূপে বিবেচিত হতো।

৬) রোগ বলতে, সকল প্রকার রোগই হীন। তবে মধুমেহ বা ডায়বেটিক্স রোগটি তেমন হীন বলে বিবেচিত হতো না।

৭) লিঙ্গ বলতে, অতিহ্রস্ব, অতিদীর্ঘ, অতিকৃষ্ণ, অতিশ্বেত, এ জাতীয় লিঙ্গকে হীন লিঙ্গ বলা হয়। অপরদিকে নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব, নাতিকৃষ্ণ, নাতিশ্বেত।

৮) ক্লেশ বলতে, লোভ, দ্বেষ ও মোহ। সকল প্রকার ক্লেশই হীন ও নীচ।

৯) আপত্তি বলতে, সপ্ত আপত্তিস্কন্ধে উল্লিখিত ১) পারাজিকা, ২) সাংঘাদিশেষ, ৩) থুল্লচ্চয়, ৪) পাচিত্তিয়, ৫) প্রাতিদেশনীয়, ৬) দুক্কট, এবং ৭) দুর্ভাষিত আপত্তি—এগুলো সবই হীন এবং নীচ। তবে স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভীদের দ্বারা কৃত অপরাধ উত্তম বলে বিবেচিত হয়।

১০) আক্রোশ বলতে, ক্রুদ্ধ, রাগান্বিত হয়ে তুমি মেণ্ডক, তুমি পশু, তুমি গরু, ইত্যাদি আক্রোশবাক্যকে হীন আক্রোশ বলা হয়। অপরদিকে তুমি পণ্ডিত, তুমি মেধাবী, তুমি বহুশ্রুত, তুমি অভিজ্ঞ, তুমি ধর্মকথিক, তোমার কোনোরূপ দুর্গতি নেই, সুগতিই তোমার অবশ্যম্ভাবী ইত্যাদি বাক্যে আক্রোশ করাকে উত্তম আক্রোশ বলা হয়।

উপরোক্ত দশবিধ আক্রোশবাক্য অকুশলপক্ষীয়, পাপ। তবে কোনো বিষয়ের অর্থ ব্যাখ্যার্থে উপমাস্বরূপ এ সকল বাক্য প্রয়োগ করলে অথবা ধর্মশিক্ষা প্রদানার্থে বললে, অথবা হিতকামী চিত্তে শাসন-অনুশাসনার্থে বললে, এমন বাক্য ব্যবহারে কোনো পাপ নেই।

পাচিত্তিয় গ্রন্থে বিধৃত আপত্তি-সংক্রান্ত আলোচনাসমূহে এভাবে নানা স্থানে ফুটে উঠেছে তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন চিত্র, তাঁদের মনন, আচরণ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে।

যেমনটি দেখা যায়, পাচিত্তিয় আপত্তির ৬ষ্ঠ শিক্ষাপদে এখানে আয়ুষ্মান

অনুরুদ্ধ স্থবির কোশল জনপদে শ্রাবস্তীর উদ্দেশে গমনকালে পথিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় এক মহিলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অবসথাগারে (পান্থশালায়) রাত্রিবাসে উপস্থিত হলেন। মহিলাটি আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের রূপে মুগ্ধা এবং আসক্তা হয়ে কামসম্ভোগের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু, আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধ তাঁর সংযত ইন্দ্রিয়ের শক্তিতে এতে কোনো সাড়া না দিলে, মহিলাটি সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে তাঁকে আকর্ষণ করতে চেষ্টা করলেন। এতেও ব্যর্থ হয়ে মহিলাটি এমন স্বগতোক্তি করলেন :

"অহো, কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত! বহু মানুষ শত সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে আমার পাণি গ্রহণ করে থাকে। অথচ এই শ্রমণ স্বয়ং আমার দ্বারা যাচিত হয়েও আমার সমস্ত ধন-দৌলত এবং শয্যাসন গ্রহণ করতে ইচ্ছা পোষণ করছেন না!"

মহিলাটির এই স্বগতোক্তি দ্বারা তৎকালীন সমাজে আধুনিক দেহপসারিনীদের এক নিখুঁত প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। ভোগ-বিলাসে পরিপূর্ণ আধুনিক পাঁচতারা, দশতারা আন্তর্জাতিক মানের হোটেল গুলোতে শিক্ষিতা মহিলারা যেভাবে দেহব্যবসায় লিপ্ত হন, আড়াই হাজার বছর আগে সেই ব্যবসার প্রসার আরও ব্যাপক বলেই মনে হয়। এই শিক্ষাপদে পথপাশে সামান্য একটি পান্থশালা নির্মাণ করে একটি ভদ্র মহিলা যেভাবে মার্জিত দেহব্যবসা চালিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে, আমাদের বর্তমান সমাজের ভালো মানের পতিতালয়গুলোর দেহপসারিনীদের মাঝে তেমন পরিবেশের কথা শোনা যায় না। সেকালের দেহপসারিনীরা যেমনটি স্বাধীন, নিরাপদ এবং আত্মমর্যাদা বোধের অধিকারসম্পন্না; বর্তমানে আমাদের দেশের দেহপসারিনীদের জীবনে সেই সৌভাগ্য আছে কি?

তবে ১৪৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত 'সংবিধান সিক্খাপদ' এবং ১৪৬ পৃষ্ঠায় 'নাবাভিরুহন সিক্খাপদ'সমূহে দেখা যায়, ভিক্ষুণীদের ক্ষেত্রে নানা স্থানে নিরাপদ বিচরণ নিরাপদ নয়। একটু সুযোগ পেলেই যেকোনো জন তাদের সম্ভ্রমহানিতে উদ্যত হচ্ছে। এমনটি কেন হয়? খুব সম্ভবত ভিক্ষুণীদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত সমাজ মানসিকতাসমূহ এর পেছনে কাজ করে থাকে :

১) এই ভিক্ষুণীরা পুরুষের স্পর্শবর্জিতা, কৌমার্যব্রতের কমণীয়তায় আকর্ষণীয়া। দেহপসারিনীদের মাঝে এই কমনীয়তা অনুপস্থিত, নিত্য কামসেবার কারণে।

২) দেহপসারিনীরা অর্থের বিনিময়েই দেহদান করে থাকেন। অনাদায়ে রাজশাস্তি, রাজদণ্ডের প্রার্থী হতে তাদের কোনো সঙ্কোচ নেই। ভিক্ষুণীরা

ভিক্ষাজীবী হলেও জনগণের নিকটে আদর্শ শীলসংযত জীবনের কারণে অতীব শ্রদ্ধেয়া ব্যক্তিত্ব। তাঁদের সম্ভ্রমহানী হলেও রাজদণ্ডের প্রার্থীতা হওয়াটা কঠিন কাজ।

খুব সম্ভব, ভিক্ষুণী জীবনে এ জাতীয় অরক্ষণীয়তার হেতু যেকোনো অসৎ পুরুষ সামান্য সুযোগ পেলেই তাঁদের সম্ভ্রমহানিতে দ্বিধা করে না।

তৎকালীন ভারতবর্ষে বর্তমানের ন্যায় ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক উগ্রতা এত প্রবল ছিল না। তখনকার দিনে একই পরিবারের সদস্য হয়েও কেউ বুদ্ধের অনুসারী হচ্ছেন, আবার কেউ বা তৈর্থিক সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরাগী থাকছেন। আবার কেউ বা কোনো সাধু সৎপুরুষকে শ্রদ্ধা-সম্মান-গৌরব প্রর্দশন করছেন। বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলসমূহের মাঝে আমরা এই উদারতার চর্চা দেখলেও ধর্মের ক্ষেত্রে তার চর্চা দিন দিন ভীষণভাবে সংকোচিত হতে দেখছি। *পাচিত্তিয়* গ্রন্থের ১৭৭ পৃষ্ঠায় ভোজনবর্গের ‘আবসথপিণ্ড সিক্খাপদে’ আমরা দেখতে পায়, এক বণিকদল ভিক্ষু এবং তৈর্থিক, পরিব্রাজক সকল সম্প্রদায়ের জন্যেই এক সাথে ভোজন দানের ব্যবস্থা করেছেন। মহাউপাসিকা বিশাখার শ্বশুর পরিবারে দেখা যায়, নানা জন স্বাধীনভাবে স্ব স্ব ধর্মমতের অনুসরণ করতে। তবে বিশাখার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং বুদ্ধশিক্ষার মহনীয়তা উপলব্ধি করে এক পর্যায়ে পরিবারের সকলেই বুদ্ধানুরাগী হয়ে পড়লেন।

এভাবে সুত্ত ও বিনয়পিটক এবং ইহাদের ‘অট্ঠকথা’সমূহে বিধৃত রয়েছে সমকালীন ধর্ম ও সমাজ জীবনের অসংখ্য মনোজ্ঞ চিত্র। তৎসমুদয় অধ্যয়ন ও গবেষণা করে, বর্তমান ধর্ম ও সমাজ জীবনের যথার্থ মূল্যায়নে আমরা অনেক অনেকভাবে উপকৃত হতে পারি।

এক্ষণে *পাচিত্তিয়* গ্রন্থের শিক্ষাপদভুক্ত কিছু বিনয়নীতি প্রশ্নের বিচার বিশ্লেষণের প্রসঙ্গে যাওয়া প্রয়োজন। যেমন :

পাচিত্তিয় গ্রন্থের ১৬৬ পৃষ্ঠায় বিধৃত “সংবিধান সিক্খাপদে” দেখা যায়, ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত বিহারে অবস্থানকালে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা ভিক্ষুণীদের সাথে পরামর্শ করেই দীর্ঘপথ গমন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা করতে লাগলেন, “যেভাবে আমরা সস্ত্রীক বিচরণ করি, দেখছি শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণও ভিক্ষুণীদের সাথে পরামর্শ করে একইভাবে বিচরণ করছেন।

জনগণের এমন নিন্দা, দুর্নাম রটনার প্রেক্ষিতে ভগবান খুবই অসন্তোষের সাথে এই বলে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করলেন, “মোঘপুরুষগণ, কেন তোমরা

ভিক্ষুণীদের সাথে পরামর্শ করে দীর্ঘপথ গমন করবে? তোমাদের এমন আচরণে কিছুতেই বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়। বরঞ্চ তোমাদের এমন আচরণে অপ্রসন্নরা নিন্দা করার সুযোগ পাবে, এবং মার্গজ্ঞানহীন প্রসন্নদের প্রসন্নতা নষ্ট হবে।

হে ভিক্ষুগণ, তাই আমি এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করছি, "যেই ভিক্ষু ভিক্ষুণীর সাথে পরামর্শকরে একই পথে গমন করবে; এমনকি এক গ্রাম হতে অন্য গ্রামে পর্যন্ত গমন করবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"

এখানে শিক্ষাপদটির উৎপত্তির কারণের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যাবে, জনগণের নিন্দা, আন্দোলনের প্রেক্ষিতেই এই শিক্ষাপদটি প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। জনগণ কেন ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের একসাথে গমনাগমনে নিন্দা, আন্দোলন করবেন? বলা হয়েছে, "আমরা যেমন পরামর্শ করে সস্ত্রীক বিচরণ করি, এই ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরাও তেমনভাবে বিচরণ করছেন।"

এখানে 'পরামর্শ করা' এই বাক্যটিই সবিশেষ বিচার্য। দুইজনে পরামর্শ করে, এক সাথে, এক স্থান থেকে অন্যস্থানে গেলে পরস্পরের প্রতি দায়িত্বশীল থাকতে হয়। পথিমধ্যে পারস্পরিক আরও নানা প্রয়োজন উৎপন্ন হয়। এতে বাধ্যতামূলক নানা বাক্য বিনিময় করতে হয়। স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানহীন ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা গৃহীদের ন্যায় হাসি-তামাশামূলক বাক্যালাপেও রত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

অপরদিকে পরামর্শ না করে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী এক সাথে, একই পথে গমন করলে, পারস্পরিক কোনো দায়-দায়িত্ব থাকে না। ফলে বড়ো বেশি বাক্য বিনিময়ের প্রয়োজনও হয় না। স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানযুক্ত থাকলে, লোকে নিন্দা করতে পারে, এমন বাক্যালাপের সম্ভাবনাও থাকে না।

এ কারণেই মূলের শিক্ষাপদটিতে এই বাক্যটি সবিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখিত হয়েছে :

"ভিক্খু ভিক্খুনিযা সদ্ধিং সংবিধায একদ্ধান মগ্গং পটিপজ্জেয্য... ।"

অর্থাৎ, ভিক্ষু ভিক্ষুণীর সাথে পরামর্শ করে একই পথে প্রতিপন্ন হলে (গমন করলে), এমনকি গ্রামান্তরেও যদি গমন করে; তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এই শিক্ষাপদটির অনাপত্তিতে তাই উল্লেখিত হয়েছে : ১) সময় নির্দেশ না করে গমন করলে, ২) পরামর্শ না করে গমনকালে পথিমধ্যে পরস্পরে দেখা হলে, ৩) বিপদে পড়ে এক সাথে গেলে, ৪) পথে চোর, ডাকাতের

উপদ্রব থাকলে ইত্যাদি কারণে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী এক সাথে গমনে কোনো অপরাধ হবে না।

৮নং 'নাবাভিরুহন সিক্‌খাপদ'টিতে নৌকাদি যেকোনো যানবাহনেও একই সাথে গমনকালে পরামর্শ করে গমন করাটির উপরেই নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। এবং একসাথে গমনে নির্দোষিতা প্রদর্শন করা হয়েছে। পূর্বোক্ত 'সংবিধান' শিক্ষাপদটিরই অনুরূপ।

এ সকল শিক্ষাপদে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এখানে কেবল সমধর্মী বা একই আদর্শে প্রব্রজ্যা গ্রহণকারী নর-নারী তথা ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের একসাথে গমনাগমনে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। কোনো গৃহবাসী স্ত্রী লোকের গমন বিষয়টি এতে সংশ্লিষ্ট নয়। তবুও বিনয়াচার্যগণের বিবেচনায় ঘোটকী বা গাভী দ্বারা বাহিত কোনো যানবাহনে ভিক্ষুদের গমনাগমন অনুচিত বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ, এ জাতীয় তির্যগ স্ত্রী জাতির যোনিদ্বারের অবস্থানটি ভিক্ষুর জন্যে বিপরীত নিমিত্ত উৎপাদন হয়ে থাকে।

একইভাবে কোনো মনুষ্যস্ত্রী-চালিত গাড় বা মনুষ্য মহিলা যাত্রী আছে, এমন বাহনে সেই স্ত্রী জাতির দেহসংলগ্ন হয়ে উপবেশনে সাংঘাদিশেষ আপত্তি, থুল্লচ্চয় আপত্তি, দুক্কটাপত্তি ইত্যাদি সংগঠিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। আর এ কারণেই কোনো ভিক্ষু তেমন কোনো বাহনে নিরাপদ দুরত্ব বজায় রেখেই গমনাগমন করতে হয়। তবুও জেনে রাখা ভালো যে, বৌদ্ধ ভিক্ষুর বিনয়াচার সম্পর্কে পরিচিত পরিবেশে ভিক্ষুজীবনের গৌরবতা মহনীয়তা অনুধাবনের স্বার্থে, স্ত্রী-পুরুষে ঠাসাঠাসি গণপরিবহনে যত্রতত্র যাতায়াত না করাই উত্তম।

পাচিত্তিয় গ্রন্থের ৯৩ পৃষ্ঠায় 'দুতিয় সহসেয্য' শিক্ষাপদটিতে মাতৃজাতির সাথে একই শয্যায় শয়ন না করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। অন্য শিক্ষাপদে একই আসনে উপবেশনেও নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। এমনকি কোনো কোনো শিক্ষাপদে অনুপসম্পন্ন শ্রমণ এবং গৃহীর সাথে একই আচ্ছাদনে তিন রাতের অধিক রাত্রিযাপনের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে।

এ সকল নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা প্রয়োজন। 'সহসেয্যং কপ্পেয্য' শিক্ষাপদটিতে বলা হয়েছে :

"যো পন ভিক্‌খু মাতুগামেন সহসেয্যং কপ্পেয্য পাচিত্তিযন্তি"।

অর্থাৎ যেই ভিক্ষু মাতৃজাতির সাথে একত্রে শয়ন করে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এখানে 'মাতুগামো' বলতে শুধুমাত্র মনুষ্যস্ত্রীকেই বুঝানো হয়েছে; কোনো যক্ষিনী, প্রেত্নী বা পশু-পাখী জাতীয়া স্ত্রী নয়। সেই মনুষ্যস্ত্রীটি শিশু হলেও একই নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান থাকবে। এমনকি মনুষ্যস্ত্রী সংজ্ঞা বিদ্যমান হেতু স্ত্রী জাতীয় ছবি, বস্ত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি স্পর্শেও দুক্কট-অপরাধ হয়। একই কারণে স্ত্রী জাতিটি পশু-পাখি হলেও ভিক্ষুর পক্ষে স্পর্শ অযোগ্য হয়। শুধু তা-ই নয়, প্রসবসংজ্ঞা বিদ্যমানহেতু কোনো ফলবান বৃক্ষের স্পর্শে পর্যন্ত ভিক্ষুর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। একই কারণে ভিক্ষুণীরাও পুরুষ বা পুরুষ সংজ্ঞাযুক্ত উপরোক্ত বিষয়গুলোর স্পর্শ হতে বিরত থাকতে হবে। কেন? স্ব স্ব ব্রহ্মচর্য জীবনের পবিত্রতা রক্ষায়; বিপরীত লিঙ্গের ক্ষেত্রে এই সংযম কঠোরতা একান্তই প্রয়োজন।

'সেয্যা' বলতে পরিপূর্ণভাবে আচ্ছন্ন, অথবা বেশির ভাগ আচ্ছন্ন স্থান বা শয্যাসনকে বুঝায়। এখানে 'সেয্যং কপ্পেয্য' বলতে সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মনুষ্যস্ত্রী শায়িতা অবস্থায় ভিক্ষুও তৎপাশে শয়ন করলে, ভিক্ষুর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ভিক্ষু তেমন শয্যাপাশে যতবার উঠে যতবার শয়ন করবে, ততবারই পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।

এখানে সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এমনভাবে শয়নকে অপরাধ বলা হলেও একজন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী বিপরীত লিঙ্গের পাশে যেকোনো সময়েই শয়ন করাটা অশোভনীয়। তবে স্থানাভাবে অনন্যোপায় হয়ে ভিক্ষুটিকে শয়ন করতে হলে, মনুষ্যস্ত্রীটিকে তখন শয়ন ত্যাগ করে উঠে বসতে হবে।

আচ্ছন্ন বা প্রতিচ্ছন্ন স্থানে তথা কোনো কক্ষে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী বিপরীত লিঙ্গের কারো সাথে উপবেশনকালে, বারো বছরের বা ততোধিক বয়স্ক তৃতীয় কোনো বিজ্ঞজনের উপস্থিতি সেখানে প্রয়োজন হবে। কারণ, ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা যাতে ব্রহ্মচর্য ধর্মের বিপরীত কোনো বাক্যালাপ বা কাজে উদ্বুদ্ধ হতে না পারে। এই ব্রহ্মচর্য ধর্মের সুরক্ষায় শুধু অনুপসম্পন্ন শ্রামণ-শ্রামণেরী বা গৃহীরাই নন, এমনকি উপসম্পন্নের সাথেও একই শয্যায় শয়ন অনুচিত। শুধু তা-ই নয়, কামভাব জাগ্রত করার সহায়ক যেকোনো কোমল শয্যা; এমনকি কোমল ও মসৃণ বস্ত্রাদি পর্যন্ত ব্যবহার বর্জন প্রব্রজিতের পক্ষে কল্যাণকর।

এখন কুটূক্তি সম্পর্কিত "দুট্ঠূল্লারোচন সিক্খাপদ" সম্পর্কে আলোচনা আসা যাক। আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্রীয় ভিক্ষু বৃজী বংশীয় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের সাথে প্রায় সময় বাদানুবাদে লিপ্ত হতেন। তিনি একসময় শুক্রমোচন আপত্তিগ্রস্ত হয়ে সেই অপরাধের প্রতিকার মানসে সংঘের নিকটে

পরিবাস দণ্ড গ্রহণ করলেন। তিনি পারিবাসিক অবস্থায় এক বণিকদল কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে ভোজনস্থানে সকল ভিক্ষুদের শেষ প্রান্তে গিয়ে আসন গ্রহণ করলেন। এই সুযোগে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা প্রতিশোধ স্পৃহায় আয়ুষ্মান উপনন্দকে দেখিয়ে দিয়ে আমন্ত্রণকারীদের বললেন, আপনাদের আমন্ত্রিত এই আবুসো ভিক্ষু উপনন্দ, যেই হস্তদ্বারা এখন ভোজন করছেন, সেই হাতেই তিনি শুক্রমোচন করে, এখন সংঘ কর্তৃক পরিবাসিক দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন বিধায় সকলের শেষ আসনটি গ্রহণ করেছেন।

উপস্থিত সংঘের অন্যান্যরা ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের এমন হীন আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে বিষয়টি ভগবানের গোচরিভূত করলে, ভগবান তখন এই শিক্ষাপদটি প্রজ্ঞাপ্তি করলেন :

"যো পন ভিক্খু ভিক্খুস্স দুট্ঠুল্লং আপত্তিং অনুপসম্পন্নস্স আরোচেয্য অঞ্ঞত্র ভিক্খু সম্মুতিযা পাচিত্তিয'ন্তি।"

অর্থাৎ, আপত্তিগ্রস্ত ভিক্ষুর, অথবা সংঘের সম্মতি ব্যতীত কোনো ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর পারাজিকা ও সাংঘাদিশেষ এই দ্বিবিধ দুট্ঠুল্ল-অপরাধের যেকোনোটি ভিক্ষু নন এমন কোনোজনকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।

আবার, বলার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েও শুধুমাত্র অনুমতি প্রাপ্ত আপত্তিসমূহই কেবল বলা যাবে, অন্য কোনোটি নয়। এভাবেই সাংঘিক শৃঙ্খলা রক্ষার নির্দেশ আছে।

৯৫ পৃষ্ঠার 'পাথবী খণন সিক্খাপদে' ভিক্ষু কর্তৃক মাটি কাটা বা খনন সম্পর্কে বলা হয়েছে : "কোনো ভিক্ষু ভূমি খনন করলে বা অন্যের দ্বারা করালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

এক্ষেত্রে ভিক্ষুকে মাটি খনন বা উদ্ভিদ ছেদনাদি কর্মে অপরাধ থেকে আত্মরক্ষা এবং খননের কাজটিও সম্পাদনার্থে অনুপসম্পন্ন কোনোজনকে এভাবে ভিক্ষু উপযুক্ত বাক্যই ব্যবহার করতে হবে :

"তুমি এখানে একটি গর্ত কর, এখান থেকে মাটিগুলো সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা কর, এই ঝোপ-ঝাড় পরিষ্কার কর ইত্যাদি। কাট, মার ইত্যাদি জাতীয় শব্দগুলো ভিক্ষুদের জন্যে অশোভনীয় বিধায় এগুলো 'অকপ্পিয়' শব্দ বা ব্যবহার অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। আর মাটি কাটা, বৃক্ষ ছেদন এগুলো গৃহী জনোচিত কাজ বলেই ভিক্ষুদের এসব কর্ম থেকে যতদূর সম্ভব বিরত থেকে কর্মবাহুল্যহীন হয়ে সর্বাধিক সময় ধ্যান-বিদর্শনে নিয়োজিত করতেই বুদ্ধগণ উপদেশ দিয়ে থাকেন। যেহেতু লোভ-দ্বেষ-মোহ, তথা অবিদ্যা-তৃষ্ণার মহাবন্ধন মুক্তিই প্রব্রজ্যার প্রধান লক্ষ্য।

১২৩ পৃষ্ঠার 'অঞ্ঞ্ঞবাদক সিক্খাপদে' উল্লিখিত হয়েছে আয়ুষ্মান ছন্ন অনাচার আচরণের পর সংঘমধ্যে তাঁর আপত্তির বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে, তা গোপন করার ইচ্ছায় উত্তর এড়িয়ে চলার ইচ্ছায় বার বার অন্য প্রসঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করতে থাকে। যেমন, কে প্রাপ্ত হয়েছে? কী প্রাপ্ত হয়েছে? কীরূপে প্রাপ্ত হয়েছে? কখন প্রাপ্ত হয়েছে? কাকে বলছ? কী বলছ? ইত্যাদি।

তাঁর এমন আচরণ ভগবান অবগত হয়ে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্তি করলেন :

"অঞ্ঞ্ঞবাদকে বিহেসকে পাচিত্তিয'ন্তি।"

অর্থাৎ, এক বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হয়ে অন্য বিষয়ে বলতে থাকলে এবং এভাবে জিজ্ঞাসাকারীর দুঃখ উৎপন্ন করলে, ভিক্ষুর পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

এখানে আত্মপ্রবঞ্চক অতি চালাক ভিক্ষুদের চরিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে, যা কোনো অবস্থাতেই নির্বাণ বিমুক্তিকামী ভিক্ষুর জীবনে অভিপ্রেত নয়। তবে, জিজ্ঞাস্য বিষয়টি প্রকাশ করলে, কোনো উপযুক্ত বিচার পাব না, অথবা সংঘের মধ্যে কলহ-বিবাদ দেখা দেবে, এমনকি সংঘভেদও হতে পারে, এই ভেবে প্রকাশ না করাতে কোনো দোষ নেই।

এভাবে *পাচিত্তিয়* গ্রন্থে এমনতরো আরও অনেক অনেক বিষয়ে আলোচনা পর্যালোচনা প্রয়োজন, যা বারান্তরে সম্ভব হলে লিপিবদ্ধ করা যাবে। এক্ষণে এই বলে এই পর্যন্ত আলোচনার সমাপ্তি টানতে চাই, *পাচিত্তিয়* গ্রন্থের বর্তমান অনুবাদকর্ম বাংলা ভাষায় এই প্রথম শুধু নয়; অনুবাদকের অনুবাদ কর্মের প্রথম ফসলও এই অনুবাদ। অতএব, পাঠকগণ সেই বিবেচনায় ইহার যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি গ্রহণ করলে, অনুবাদকের প্রতি সম্যক বিচার হবে। তরুণ অনুবাদক ভবিষ্যতে তার জ্ঞানের পরিপক্বতায় প্রয়োজনীয় সংশোধনাদি করবেন, এই আশা পোষণ করি। বঙ্গীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘে এই অনুবাদ বুদ্ধশাসন রক্ষায় যথার্থ অবদান রাখুক। তরুণ অনুবাদক আয়ুষ্মান করুণাবংশ ভিক্ষু সুস্থদেহে বুদ্ধজ্ঞান-সমৃদ্ধ দীর্ঘায়ু লাভ করে বুদ্ধশাসনের সর্ববিধ মঙ্গল বিধানে জীবন উৎসর্গীত করুন!

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আয়ুষ্মান করুণাবংশ ভিক্ষু বিগত ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে গৃহী অবস্থায় তার জন্মস্থান নানিয়ারচর থেকে কাটাছড়িতে আসে তার ভিক্ষুভ্রাতা যোগানন্দের সাথে দেখা করতে। সেখানেই সে আমার সম্পর্কে জানতে পারে। অতঃপর ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে বেতবুনিয়ায় আমার বর্ষাবাস যাপনকালে হঠাৎ সে আমার নিকটে উপস্থিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে, তথাকার শীলছড়িস্থ অভয়ারণ্য ধ্যান কেন্দ্রে অবস্থান করে। তথায় বর্ষাবাস শেষে চিকিৎসার্থে চট্টগ্রাম নগরস্থ মোগলটুলী শাক্যমুনি বিহারে পাঠালে, তথা

হতে রাঙামাটি রাজবন বিহারে আগমন করে।

অতঃপর বহুদিন পরে বুদ্ধবংশ ও করুণাবংশ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়স্থ বিশ্বশান্তি প্যাগোডায় আমার কাছে উপস্থিত হয়। পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তের অনুমতিক্রমে তারা আমার কাছে পালি ভাষা শিক্ষার কাজ শুরু করে। বিশ্বশান্তি প্যাগোডা হতে আমি গহিরা অঙ্কুরীঘোনা মহাশ্মশান ধ্যান কেন্দ্রে অবস্থান শুরু করলে, তারা সেখানেও শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যায়। এভাবে তাদের শিক্ষা সমাপ্ত করে রাজবন বিহারে ফিরে আসার পর ভিক্ষু করুণাবংশ তাদের শিক্ষাকালীন The new pali course এর part One and part Two -এর নোটদ্বয় কিছুটা পরিমার্জিতরূপে বঙ্গানুবাদ গ্রন্থে প্রকাশের উদ্যোগ নেয়। একই সাথে আমার পরামর্শে বিনয়পিটকের *পাচিত্তিয়* খণ্ডটির অনুবাদের দায়িত্ব সে গ্রহণ করে। বুদ্ধবংশকে দেয়া হয় *পারাজিকা* খণ্ডটির অনুবাদের দায়িত্ব। তবে পরম পুজ্য বনভন্তের ইচ্ছা ছিল আমার হাতেই এই তিনটি বিনয়পিটক অনূদিত হোক। সময়ের অভাবে পূজ্য ভন্তের এই ইচ্ছা পূর্ণ করতে না পারলেও আয়ুষ্মান বুদ্ধবংশ ও করুণাবংশকে দিয়ে সে দায়িত্ব সমাধা করতে পারলাম, ইহা আমার এক পরম প্রাপ্তি ও পরম তৃপ্তি!

ভবতু সব্ব মঙ্গলম!
চিরং তিট্‌ঠতু বুদ্ধসাসনম্!

২৫৫১ বুদ্ধবর্ষ, ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ
১৪১৩ বাংলা, বৈশাখী পূর্ণিমা

প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

‘সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে বন্দনা’

বিনয়পিটকে

পাচিত্তিয়

৫. পাচিত্তিয় অধ্যায়

১. মিথ্যাবাক্য বর্গ

১. মুসাবাদ সিক্খাপদং

(মিথ্যাবাক্য সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

হে আয়ুষ্মানগণ, এখন বিরানব্বইটি পাচিত্তিয়[১] ধর্ম উদ্দেস (আবৃত্তি) আগত হচ্ছে :

১. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন অত্যন্ত কলহকারী ও বাদ-বিবাদকারী[২] হত্থক নামক এক শাক্যপুত্র ছিল। সে অন্যতীর্থিয়দের সাথে আলাপকালে অবজ্ঞা-ঘৃণামূলক কথা বলে দোষ স্বীকার করত, দোষ স্বীকার করে পুনরায় অবজ্ঞা-ঘৃণামূলক কথা বলত, অন্যের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাশ কাটিয়ে যেত[৩], সজ্ঞানে বা জেনেশুনে মিথ্যা ভাষণ করত এবং সংকেত করে মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা করত। তাই অন্যতীর্থিয়রা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন

---

১. ‘পাচিত্তিয়’ শব্দের সাধারণ অর্থ হচ্ছে প্রায়িশ্চিত্তিক, দুঃখ প্রকাশ বা দোষ স্বীকার ইত্যাদি। কিন্তু *পরিবার* গ্রন্থে ইহার ভাবার্থ এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে : ‘কুসল ধম্মসঙ্খাতং কুসলচিত্তং পাতেতি, তস্মা পাতেতি চিত্তন্তি পাচিত্তিযং’ অর্থাৎ কুশলধর্মসম্ভূত কুসলচিত্তকে পাত করে তথা পরমার্থ লাভের পক্ষে অন্তরায় করে বিধায় ইহাকে ‘পাচিত্তিয়’ বলা হয়।

২. বাদক্খিতো।

৩. অঞ্ঞেনঞ্ঞং পটিচরতি। বিনয়-অর্থকথা ভাষ্যমতে “অঞ্ঞেন কারণেন অঞ্ঞং কারণং পটিচরতি পটিচ্ছাদেতি অজ্ঝোত্থরতি” অর্থাৎ তিনি জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অন্যটির উত্তর দিতেন অথবা অন্যভাবে উত্তর দিয়ে ইহা লুকিয়ে রাখতেন বা গোপন করতেন।

এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন হত্থক শাক্যপুত্র আমাদের সাথে আলাপকালে অবজ্ঞা-ঘৃণামূলক কথা বলে দোষ স্বীকার করবেন? দোষ স্বীকার করে কেন পুনরায় অবজ্ঞা-ঘৃণামূলক কথা বলবেন? অন্যের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবেন, সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করবেন এবং সংকেত করে মিথ্যা প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা করবেন?"

ভিক্ষুগণ সেই অন্যতীর্থিয়দের নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভের কথা শুনতে পেলেন। তৎপর সেই ভিক্ষুগণ যথায় হত্থক শাক্যপুত্র তথায় উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে হত্থক শাক্যপুত্রকে এভাবে বললেন, "আবুসো হত্থক, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি অন্যতীর্থিয়দের সাথে আলাপকালে অবজ্ঞা-ঘৃণামূলক কথা বলে দোষ স্বীকার করো; দোষ স্বীকার করে পুনরায় অবজ্ঞা-ঘৃণামূলক কথা বলো; অন্যের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাও, সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করো এবং সংকেত করে মিথ্যা প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা করো?" "আবুসো, এতে কোনো কোনো অন্যতীর্থিয় জয়ী হতে পারে; এভাবে তাঁদের জয়ী হতে দেওয়া উচিত নয়।" যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন হত্থক শাক্যপুত্র অন্যতীর্থিয়দের সাথে আলাপকালে অবজ্ঞা-ঘৃণামূলক কথা বলে দোষ স্বীকার করবেন, দোষ স্বীকার করে পুনরায় অবজ্ঞা-ঘৃণামূলক কথা বলবেন, অন্যের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবেন, সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করবেন এবং সংকেত করে মিথ্যা প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা করবেন?" অতঃপর তাঁরা সেই হত্থক শাক্যপুত্রকে নানাভাবে তিরস্কার-ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে হত্থক শাক্যপুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে হত্থক, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি অন্যতীর্থিয়দের সাথে আলাপকালে অবজ্ঞা-ঘৃণামূলক কথা বলে দোষ স্বীকার করছ, দোষ স্বীকার করে পুনরায় অবজ্ঞা-ঘৃণামূলক কথা বলো, অন্যের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাও, সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করো এবং সংকেত করে মিথ্যা প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা করো?' "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" বুদ্ধ ভগবান এতে অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষ[১], কী হেতু তুমি অন্যতীর্থিয়দের সাথে আলাপকালে অবজ্ঞা-

---

[১]. নির্বোধ, মূর্খ, অবিবেচক, বোকা নির্দেশার্থেই ব্যবহৃত হয়।

ঘৃণামূলক কথা বলে দোষ স্বীকার করবে, দোষ স্বীকার করে পুনরায় অবজ্ঞা ঘৃণামূলক কথা বলবে, অন্যের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবে, সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করবে এবং সংকেত করে মিথ্যা প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের অপ্রসন্নতা উৎপত্তির কারণ হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২. "সম্পজান মুসাবাদে পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : যেকোনো ভিক্ষু সজ্ঞানে বা জেনেশুনে মিথ্যা ভাষণ করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩. সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ হচ্ছে, কোনো এক ব্যক্তির বিশ্বাস স্থাপনের নিমিত্ত মিথ্যাবাদিতামূলক এক ধরনের বাক্য প্রকাশভঙ্গি বা উচ্চারণভঙ্গি—যা বাচনিকভাবে অষ্ট অনার্য বা হীন বাক্য; যথা : (১) অদৃষ্টকে দৃষ্ট বলা; (২) অশ্রুতকে শ্রুত বলা; (৩) অঘ্রাণিতকে ঘ্রাণিত, অনাস্বাদিতকে আস্বাদিত ও অস্পৃষ্টকে স্পৃষ্ট বলা; (৪) অজ্ঞাতকে জ্ঞাত বলা; (৫) দৃষ্টকে অদৃষ্ট বলা; (৬) শ্রুতকে অশ্রুত বলা; (৭) ঘ্রাণিতকে অঘ্রাণিত, আস্বাদিতকে অনাস্বাদিত ও স্পৃষ্টকে অস্পৃষ্ট বলা; এবং (৮) জ্ঞাতকে অজ্ঞাত বলা।

এস্থলে অদৃষ্ট হচ্ছে—চক্ষু দ্বারা অদৃষ্ট; অশ্রুত হচ্ছে—কর্ণ দ্বারা অশ্রুত; অঘ্রাণিত হচ্ছে—নাসিকা দ্বারা অঘ্রাণিত; অনাস্বাদিত হচ্ছে—জিহ্বা দ্বারা অনাস্বাদিত; অস্পৃষ্ট হচ্ছে—কায় দ্বারা অস্পৃষ্ট; অজ্ঞাত হচ্ছে—মন বা চিত্ত দ্বারা অজ্ঞাত; দৃষ্ট হচ্ছে—চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট; শ্রুত হচ্ছে—কর্ণ দ্বারা শ্রুত; ঘ্রাণিত হচ্ছে—নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণিত; আস্বাদিত হচ্ছে—জিহ্বা দ্বারা আস্বাদিত; স্পৃষ্ট হচ্ছে কায় দ্বারা স্পৃষ্ট; জ্ঞাত হচ্ছে—মন বা চিত্ত দ্বারা জ্ঞাত।

৪. তিন প্রকারে 'অদৃষ্টকে দৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়; যথা : (১) মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলতে যাচ্ছি', (২) মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলছি', (৩) মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলেছি'।

চার প্রকারে 'অদৃষ্টকে দৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়; যথা : (১) মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলতে যাচ্ছি', (২) মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলছি', (৩) মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলেছি', (৪) অমূলক

বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে।

পাঁচ প্রকারে 'অদৃষ্টকে দৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়; যথা : (১) মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলতে যাচ্ছি', (২) মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলছি', (৩) মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলেছি', (৪) অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে; (৫) অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে।

ছয় প্রকারে 'অদৃষ্টকে দৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়; যথা : (১) মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলতে যাচ্ছি', (২) মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলছি', (৩) মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলেছি', (৪) অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে; (৫) অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে; (৬) মিথ্যা অভিলাষের বশবর্তী হয়ে।

সাত প্রকারে 'অদৃষ্টকে দৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়; যথা : (১) মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলতে যাচ্ছি', (২) মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলছি', (৩) মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলেছি', (৪) অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে; (৫) অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে; (৬) মিথ্যা অভিলাষের বশবর্তী হয়ে; (৭) অসৎ উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে।

৫. তিন প্রকারে 'অশ্রুতকে শ্রুত' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'অঘ্রাণিতকে ঘ্রাণিত' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'অনাস্বাদিতকে আস্বাদিত' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'অস্পৃষ্টকে স্পৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'অজ্ঞাতকে জ্ঞাত' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়; যথা : (১) মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলতে যাচ্ছি', (২) মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলছি', (৩) মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলেছি'।

চার প্রকারে... পাঁচ প্রকারে... ছয় প্রকারে... সাত প্রকারে 'অজ্ঞাতকে জ্ঞাত' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়; যথা : (১) মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলতে যাচ্ছি', (২) মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলছি', (৩) মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলেছি', (৪) অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে;

(৫) অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে; (৬) মিথ্যা অভিলাষের বশবর্তী হয়ে; (৭) অসৎ উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে।

৬. তিন প্রকারে 'অদৃষ্টকে দৃষ্ট ও শ্রুত' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়; যথা : (১) মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলতে যাচ্ছি', (২) মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলছি', (৩) মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলেছি'। তিন প্রকারে 'অদৃষ্টকে ঘ্রাণিত, আস্বাদিত ও স্পৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়; যথা : (১) মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলতে যাচ্ছি', (২) মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলছি', (৩) মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলেছি'। তিন প্রকারে 'অদৃষ্টকে দৃষ্ট ও জ্ঞাত' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়; যথা : (১) মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলতে যাচ্ছি', (২) মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলছি', (৩) মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলেছি'। তিন প্রকারে 'অদৃষ্টকে দৃষ্ট, শ্রুত, ঘ্রাণিত, আস্বাদিত ও স্পৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়; যথা : (১) মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলতে যাচ্ছি', (২) মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলছি', (৩) মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলেছি'। তিন প্রকারে 'অদৃষ্টকে দৃষ্ট, শ্রুত ও জ্ঞাত' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়; যথা : (১) মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলতে যাচ্ছি', (২) মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলছি', (৩) মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলেছি'। তিন প্রকারে 'অদৃষ্টকে দৃষ্ট, শ্রুত, ঘ্রাণিত, আস্বাদিত, স্পৃষ্ট ও জ্ঞাত' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়; যথা : (১) মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলতে যাচ্ছি', (২) মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলছি', (৩) মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলেছি'।

তিন প্রকারে 'অশ্রুতকে শ্রুত, ঘ্রাণিত, আস্বাদিত ও স্পৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন প্রকারে 'অশ্রুতকে শ্রুত ও দৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন প্রকারে 'অশ্রুতকে শ্রুত, ঘ্রাণিত, আস্বাদিত, স্পৃষ্ট ও জ্ঞাত' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন প্রকারে 'অশ্রুতকে শ্রুত, ঘ্রাণিত,

আস্বাদিত, স্পৃষ্ট ও জ্ঞাত' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়; যথা : (১) মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলতে যাচ্ছি', (২) মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলছি', (৩) মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলেছি'।

তিন প্রকারে 'অঘ্রাণিত, অনাস্বাদিত ও অস্পৃষ্টকে ঘ্রাণিত, আস্বাদিত, স্পৃষ্ট ও জ্ঞাত' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন প্রকারে 'অঘ্রাণিত, অনাস্বাদিত ও অস্পৃষ্টকে ঘ্রাণিত, আস্বাদিত, স্পৃষ্ট ও দৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন প্রকারে 'অঘ্রাণিত, অনাস্বাদিত ও অস্পৃষ্টকে ঘ্রাণিত, আস্বাদিত, স্পৃষ্ট ও শ্রুত' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন প্রকারে 'অঘ্রাণিত, অনাস্বাদিত ও অস্পৃষ্টকে ঘ্রাণিত, আস্বাদিত, স্পৃষ্ট, জ্ঞাত ও দৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন প্রকারে 'অঘ্রাণিত, অনাস্বাদিত ও অস্পৃষ্টকে ঘ্রাণিত, আস্বাদিত, স্পৃষ্ট, জ্ঞাত ও শ্রুত' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন প্রকারে 'অঘ্রাণিত, অনাস্বাদিত ও অস্পৃষ্টকে ঘ্রাণিত, আস্বাদিত, স্পৃষ্ট, জ্ঞাত, দৃষ্ট ও শ্রুত' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়; যথা : (১) মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলতে যাচ্ছি', (২) মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলছি', (৩) মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলেছি'।

তিন প্রকারে 'অজ্ঞাতকে জ্ঞাত ও দৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন প্রকারে 'অজ্ঞাতকে জ্ঞাত ও শ্রুত' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন প্রকারে 'অজ্ঞাতকে জ্ঞাত, ঘ্রাণিত, আস্বাদিত ও স্পৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন প্রকারে 'অজ্ঞাতকে জ্ঞাত, দৃষ্ট ও শ্রুত' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন প্রকারে 'অজ্ঞাতকে জ্ঞাত, দৃষ্ট, ঘ্রাণিত, আস্বাদিত ও স্পৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন প্রকারে 'অজ্ঞাতকে জ্ঞাত, দৃষ্ট শ্রুত, ঘ্রাণিত, আস্বাদিত ও স্পৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়; যথা : (১) মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলতে যাচ্ছি', (২) মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলছি', (৩) মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলেছি'।

৭. তিন প্রকারে 'দৃষ্টকে অদৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে,

পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'শ্রুতকে অশ্রুত' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'ঘ্রাণিতকে অঘ্রাণিত, আস্বাদিতকে অনাস্বাদিত, স্পৃষ্টকে অস্পৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'জ্ঞাতকে অজ্ঞাত' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়; যথা : (১) মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলতে যাচ্ছি', (২) মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলছি', (৩) মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলেছি'।

৮. তিন প্রকারে 'দৃষ্টকে শ্রুত' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন প্রকারে 'দৃষ্টকে ঘ্রাণিত, আস্বাদিত ও স্পৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন প্রকারে 'দৃষ্টকে জ্ঞাত' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন প্রকারে 'দৃষ্টকে শ্রুত, ঘ্রাণিত, আস্বাদিত ও স্পৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন প্রকারে 'দৃষ্টকে শ্রুত ও জ্ঞাত' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন প্রকারে 'দৃষ্টকে শ্রুত, ঘ্রাণিত, আস্বাদিত, স্পৃষ্ট ও জ্ঞাত' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়; যথা : (১) মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলতে যাচ্ছি', (২) মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলছি', (৩) মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলেছি'।

তিন প্রকারে 'শ্রুতকে ঘ্রাণিত, আস্বাদিত ও স্পৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন প্রকারে 'শ্রুতকে জ্ঞাত' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন প্রকারে 'শ্রুতকে দৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন প্রকারে 'শ্রুতকে ঘ্রাণিত, আস্বাদিত, স্পৃষ্ট ও জ্ঞাত' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন প্রকারে 'শ্রুতকে ঘ্রাণিত, আস্বাদিত, স্পৃষ্ট, জ্ঞাত ও দৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়; যথা : (১) মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলতে যাচ্ছি', (২) মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলছি', (৩) মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলেছি'।

তিন প্রকারে 'ঘ্রাণিত, আস্বাদিত ও স্পৃষ্টকে জ্ঞাত' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন প্রকারে 'ঘ্রাণিত, আস্বাদিত ও স্পৃষ্টকে দৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন প্রকারে 'ঘ্রাণিত, আস্বাদিত ও স্পৃষ্টকে শ্রুত' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ

করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন প্রকারে 'ঘ্রাণিত, আস্বাদিত ও স্পৃষ্টকে জ্ঞাত ও দৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন প্রকারে 'ঘ্রাণিত, আস্বাদিত ও স্পৃষ্টকে জ্ঞাত ও শ্রুত' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন প্রকারে 'ঘ্রাণিত, আস্বাদিত ও স্পৃষ্টকে জ্ঞাত, দৃষ্ট ও শ্রুত' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়; যথা : (১) মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলতে যাচ্ছি', (২) মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলছি', (৩) মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলেছি'।

তিন প্রকারে 'জ্ঞাতকে দৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন প্রকারে 'জ্ঞাতকে শ্রুত' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন প্রকারে 'জ্ঞাতকে ঘ্রাণিত, আস্বাদিত ও স্পৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন প্রকারে 'জ্ঞাতকে দৃষ্ট, ঘ্রাণিত, আস্বাদিত ও স্পৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন প্রকারে 'জ্ঞাতকে দৃষ্ট, শ্রুত, ঘ্রাণিত, আস্বাদিত ও স্পৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়; যথা : (১) মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলতে যাচ্ছি', (২) মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলছি', (৩) মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলেছি'।

৯. 'দৃষ্ট না হওয়া, দৃষ্ট বিষয় স্মরণ না হওয়া এবং দৃষ্ট বিষয় বিস্মৃত হওয়া' এই তিন প্রকারে দৃষ্টে সন্দেহপরায়ণ হয়ে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'শ্রুত না হওয়া, শ্রুত বিষয় স্মরণ না হওয়া এবং শ্রুত বিষয় বিস্মৃত হওয়া' এই তিন প্রকারে শ্রুতে সন্দেহপরায়ণ হয়ে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'ঘ্রাণিত, আস্বাদিত ও স্পৃষ্ট না হওয়া; ঘ্রাণিত, আস্বাদিত ও স্পৃষ্ট বিষয় স্মরণ না হওয়া এবং ঘ্রাণিত, আস্বাদিত ও স্পৃষ্ট বিষয় বিস্মৃত হওয়া' এই তিন প্রকারে ঘ্রাণে, আস্বাদনে ও স্পৃষ্টে সন্দেহপরায়ণ হয়ে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'জ্ঞাত না হওয়া, জ্ঞাত বিষয় স্মরণ না হওয়া এবং জ্ঞাত বিষয় বিস্মৃত হওয়া' এই তিন প্রকারে জ্ঞাতে সন্দেহপরায়ণ হয়ে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'জ্ঞাত না হওয়া, জ্ঞাত বিষয় স্মরণ না হওয়া এবং জ্ঞাত বিষয় বিস্মৃত হওয়া' এই তিন প্রকারে জ্ঞাতে সন্দেহপ্রবণ হয়ে 'আমার দ্বারা জ্ঞাত ও দৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'জ্ঞাত না হওয়া, জ্ঞাত বিষয় স্মরণ না

হওয়া এবং জ্ঞাত বিষয় বিস্মৃত হওয়া' এই তিন প্রকারে জ্ঞাতে সন্দেহপ্রবণ হয়ে 'আমার দ্বারা জ্ঞাত ও শ্রুত, বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'জ্ঞাত না হওয়া, জ্ঞাত বিষয় স্মরণ না হওয়া এবং জ্ঞাত বিষয় বিস্মৃত হওয়া' এই তিন প্রকারে জ্ঞাতে সন্দেহপ্রবণ হয়ে 'আমার দ্বারা ঘ্রাণিত, আস্বাদিত ও স্পৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'জ্ঞাত না হওয়া, জ্ঞাত বিষয় স্মরণ না হওয়া এবং জ্ঞাত বিষয় বিস্মৃত হওয়া' এই তিন প্রকারে জ্ঞাতে সন্দেহপ্রবণ হয়ে 'আমার দ্বারা জ্ঞাত, দৃষ্ট ও শ্রুত' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'জ্ঞাত না হওয়া, জ্ঞাত বিষয় স্মরণ না হওয়া এবং জ্ঞাত বিষয় বিস্মৃত হওয়া' এই তিন প্রকারে জ্ঞাতে সন্দেহপ্রবণ হয়ে 'আমার দ্বারা জ্ঞাত, দৃষ্ট, ঘ্রাণিত, আস্বাদিত ও স্পৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'জ্ঞাত না হওয়া, জ্ঞাত বিষয় স্মরণ না হওয়া এবং জ্ঞাত বিষয় বিস্মৃত হওয়া' এই তিন প্রকারে জ্ঞাতে সন্দেহপ্রবণ হয়ে 'আমার দ্বারা জ্ঞাত, দৃষ্ট, শ্রুত, ঘ্রাণিত, আস্বাদিত ও স্পৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১০. চার প্রকারে... পাঁচ প্রকারে... ছয় প্রকারে... সাত প্রকারে জ্ঞাত বিষয় বিস্মৃত হয়ে 'আমার দ্বারা জ্ঞাত, দৃষ্ট, শ্রুত, ঘ্রাণিত, আস্বাদিত ও স্পৃষ্ট' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়; যথা : (১) মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলতে যাচ্ছি', (২) মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলছি', (৩) মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমি মিথ্যা বলেছি', (৪) অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, (৫) অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে, (৬) মিথ্যা অভিলাষে বশবর্তী হয়ে, (৭) অসৎ উদ্দেশের বশবর্তী হয়ে।

১১. অনাপত্তি : সহসা বলার সময় মিথ্যা বললে ও একটি বলতে গিয়ে অন্যটি বললে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের (প্রথম লঙ্ঘনকারীর) ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[মুসাবাদ প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

২. ওমসবাদ সিক্খাপদং
(আক্রোশবাক্য সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

১২. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ শীলবান ভিক্ষুদের সাথে বাদানুবাদকালে শীলবান ভিক্ষুদের জাতি, নাম, গোত্র, কর্ম, শিল্প, রোগ, লিঙ্গ বা আকৃতি, ক্লেশ, আপত্তি এবং হীন আক্রোশে তিরস্কার-ভর্ৎসনা ও অবজ্ঞা-ঘৃণা করতে লাগলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ শীলবান ভিক্ষুদের জাতি, নাম, গোত্র, কর্ম, শিল্প, রোগ, লিঙ্গ বা আকৃতি, ক্লেশ, আপত্তি এবং হীন আক্রোশে তিরস্কার-ভর্ৎসনা ও অবজ্ঞা-ঘৃণা করবেন?" অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের নানাভাবে তিরস্কার-ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি শীলবান ভিক্ষুদের সাথে বাদানুবাদকালে শীলবান ভিক্ষুদের জাতি, নাম, গোত্র, কর্ম, শিল্প, রোগ, লিঙ্গ বা আকৃতি, ক্লেশ, আপত্তি, এবং হীন আক্রোশে তিরস্কার-ভর্ৎসনা ও অবজ্ঞা-ঘৃণা করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" বুদ্ধ ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা শীলবান ভিক্ষুদের সাথে বাদানুবাদকালে শীলবান ভিক্ষুদের জাতি, নাম, গোত্র, কর্ম, শিল্প, রোগ, লিঙ্গ বা আকৃতি, ক্লেশ, আপত্তি এবং হীন আক্রোশে তিরস্কার-ভর্ৎসনা ও অবজ্ঞা-ঘৃণা করবে? ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের অপ্রসন্নতা উৎপত্তির কারণ হবে। এভাবে অনেক প্রকারে তা গর্হিত বলে প্রকাশ করে ধর্মকথা উত্থাপনপূর্বক ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন :

১৩. হে ভিক্ষুগণ, বহুকাল পূর্বে তক্ষশিলায় জনৈক ব্রাহ্মণের নন্দিবিশাল নামক এক বলবান ষাঁড় ছিল। তখন নন্দিবিশাল বলবান ষাঁড় সেই ব্রাহ্মণকে এরূপ বলল, হে ব্রাহ্মণ, আপনি শ্রেষ্ঠীর নিকট গমন করুন এবং এই বলে সহস্র মুদ্রায় বাজি ধরুন—"আমার বলবান ষাঁড় সারিবদ্ধভাবে আবদ্ধ শত শকট সম্মুখে টানতে সক্ষম।" অতঃপর সেই ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠীর নিকট গমন করে এই বলে সহস্র মুদ্রায় বাজি ধরলেন—"আমার বলবান ষাঁড় সারিবদ্ধভাবে

সুদৃঢ়াবদ্ধ শত শকট সম্মুখে টানতে সক্ষম।” তৎপর হে ভিক্ষুগণ, সেই ব্রাহ্মণ শত শকট সারিবদ্ধভাবে আবদ্ধ করলেন এবং তাঁর নন্দিবিশাল নামক বলবান ষাড়কে সেই শত শকটের সাথে বেঁধে এরূপ বললেন, “হে কূট,[১] গমন কর। হে কূট, শত শকট সম্মুখে টেনে নিয়ে যাও।” তখন হে ভিক্ষুগণ, নন্দিবিশাল বলবান ষাড় সেখানে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকল। অতএব, সেই ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠীর নিকট সহস্র মুদ্রায় পরাজিত হয়ে অত্যন্ত দুঃখী, দুর্মনা ও অনুশোচনাগ্রস্ত হলেন। অতঃপর হে ভিক্ষুগণ, নন্দিবিশাল বলবান ষাঁড় সেই ব্রাহ্মণকে বলল, “হে ব্রাহ্মণ, আপনি দুঃখী, দুর্মনা ও অনুশোচনাগ্রস্ত হয়েছেন কেন?” তখন ব্রাহ্মণ বললেন, “তোমার কথামতো শ্রেষ্ঠীর সাথে সহস্র মুদ্রায় বাজি ধরে পরাজিত হয়ে দুঃখী, দুর্মনা ও অনুশোচনাগ্রস্ত হয়েছি।” তৎপর নন্দিবিশাল বলবান ষাড় বলল, হে ব্রাহ্মণ, আপনি আমায় কূট না হয়েও কূট বাক্যে সম্বোধন করেছিলেন কেন?” বলবান ষাঁড় পুনঃ বলল, হে ব্রাহ্মণ, আপনি শ্রেষ্ঠীর নিকট গমন করুন এবং এই বলে সহস্র মুদ্রায় বাজি ধরুন— “আমার বলবান ষাঁড় সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ়াবদ্ধ শত শকট সম্মুখে টানতে সক্ষম। এখন আর আমায় কূট না হয়েও কূটবাক্যে সম্বোধন করবেন না।” অতঃপর হে ভিক্ষুগণ, সেই ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠীর সাথে এই বলে সহস্র মুদ্রায় বাজি ধরলেন—“আমার বলবান ষাঁড় সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ়াবদ্ধ শত শকট সম্মুখে টানতে সক্ষম।” এভাবে বাজি ধরার পর সেই ব্রাহ্মণ শত শকট সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ়াবদ্ধ করলেন এবং বলবান ষাঁড়কে সেই শকটের সাথে বেঁধে এরূপ বললেন, “হে ভদ্র, গমন কর। হে ভদ্র, শত শকট সম্মুখে টেনে নিয়ে যাও।” অতঃপর নন্দিবিশাল বলবান ষাঁড় সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ়াবদ্ধ শত শকট সম্মুখে টেনে নিয়ে গেল।

এতাদৃশ মনোজ্ঞ ভাষে, অতি বোঝা বহে;
অধিগত বহুধন, হলো যে ইহাতে।
অমনোজ্ঞ ভাষে তাহা, কভু না লভিত;
এহেন চিত্তসন্তোষ, কভু না পাইত।

তখনো যেহেতু এতাদৃশ অপ্রীতিকর অবজ্ঞা ও ঘৃণামূলক আক্রোশবাক্য মনোজ্ঞ তথা শ্রুতিমধুর হয়নি। কী কারণে (অর্থে) এক্ষণে এতাদৃশ অপ্রীতিকর অবজ্ঞা ও ঘৃণামূলক আক্রোশবাক্য মনোজ্ঞ তথা শ্রুতিমধুর হবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের

[১]. কূট শব্দটি বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক ও তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়।

প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের অপ্রসন্নতা উৎপত্তির কারণ হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১৪. "ওমসবাদে পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু আক্রোশপূর্ণ বাক্য ভাষণ করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৫. আক্রোশপূর্ণ বাক্য (ওমসবাদো) দশ প্রকারে প্রকাশ করা যায়; যথা : জাতি, নাম, গোত্র, কর্ম, শিল্প, রোগ, লিঙ্গ (আকৃতি), ক্লেশ, আপত্তি এবং আক্রোশ দ্বারা আক্রোশপূর্ণ বাক্য প্রকাশ করা যায়।

'জাতি' বলতে দুই প্রকার জাতি; যথা : হীন জাতি এবং উচ্চ জাতি। হীন জাতি বলতে চণ্ডাল জাতি, বেন জাতি[১], ব্যাধ জাতি, চর্মকার জাতি এবং পুক্কুস[২] জাতি—এই পাঁচ প্রকার জাতিকে হীন জাতি বুঝায়। উচ্চ জাতি বলতে ক্ষত্রিয় জাতি এবং ব্রাহ্মণ জাতি—এই দুই প্রকার জাতিকেই উচ্চ জাতি বুঝায়।

'নাম' বলতে দুই প্রকার নাম; যথা : হীন নাম এবং উচ্চ নাম। হীন নাম হচ্ছে, সেই সেই জনপদে অবজ্ঞাকৃত[৩], অসম্মানিত[৪], উপেক্ষিত[৫], ঘৃণিত[৬] ও অবহেলিত[৭] অবকর্ণক, জবকর্ণক, ধনিষ্টক, সবিষ্টক, এবং কুলবর্ধক[৮] ব্যক্তিকে হীন নাম বুঝায়। আর উচ্চ নাম হচ্ছে, সেই সেই জনপদে গৌরবান্বিত, সম্মানিত, অনুপেক্ষিত, অঘৃণিত ও পূজিত বুদ্ধপ্রতিসংযুক্ত, ধর্মপ্রতিসংযুক্ত এবং সংঘপ্রতিসংযুক্ত ব্যক্তিকেই উচ্চ নাম বুঝায়।

'গোত্র' বলতে দুই প্রকার গোত্র; যথা : হীন গোত্র এবং উচ্চ গোত্র। হীন

---

[১]. বাঁশের মাধ্যমে ঝুড়ি ইত্যাদি নির্মাণকারী জাতি।

[২]. ময়লা আবর্জনাদি অপসারণকারী জাতি।

[৩]. অঞ্ঞাত।

[৪]. অবঞ্ঞাত।

[৫]. হীলিত।

[৬]. পরিভূত।

[৭]. অচিত্তিকিত।

[৮]. বিনয়-অর্থকথামতে এই পাঁচটি হচ্ছে ভৃত্যের নাম। যদিও কুলবড্ঢক ইত্যাদি নামধারীরা তাদের নামানুসারে শুধুমাত্র এক দিক দিয়ে উচ্চ বংশের ছিল। তবে সন্ধি বিচ্ছেদ করলে প্রতীয়মান হয় যে, তারা তেমন উচ্চ কুলের নয়; যেমন—কুল + অড্ঢক। অথবা এটাও হতে পারে যে, তারা নীচু জাতের লোক তাই উচ্চজাতের হতে চেষ্টা করছিল; যেমন—কুল + বড্ঢক।

গোত্র হচ্ছে, সেই সেই জনপদে অবজ্ঞাকৃত, অসম্মানিত, উপেক্ষিত, ঘৃণিত ও অবহেলিত কোশিয় গোত্র এবং ভারদ্বাজ গোত্রকে হীন গোত্র বুঝায়। আর উচ্চ গোত্র হচ্ছে, সেই সেই জনপদে গৌরবান্বিত, সম্মানিত, অনুপেক্ষিত, অঘৃণিত ও পূজিত গৌতম গোত্র, মোদ্গাল্লান গোত্র, কচ্চানগোত্র এবং বশিষ্টগোত্র—এই চতুর্বিধ গোত্রকেই উচ্চ গোত্র বুঝায়।

'কর্ম' বলতে দুই প্রকার কর্ম; যথা : হীন কর্ম এবং উচ্চ কর্ম। হীন কর্ম হচ্ছে, সেই সেই জনপদে অবজ্ঞাকৃত, অসম্মানিত, উপেক্ষিত, ঘৃণিত ও অবহেলিত কোষ্ঠক কর্ম[১] এবং পুষ্পছড্ডক কর্ম[২]—এই দ্বিবিধ কর্মকেই হীন কর্ম বুঝায়। আর উচ্চ কর্ম হচ্ছে, সেই সেই জনপদে গৌরবান্বিত, সম্মানিত, অনুপেক্ষিত, অঘৃণিত ও পূজিত কৃষি বাণিজ্য এবং গোরক্ষা কর্ম—এই দ্বিবিধ কর্মকেই উচ্চ কর্ম বুঝায়।

'শিল্প' বলতে দুই প্রকার শিল্প; যথা : হীন শিল্প এবং উচ্চ শিল্প। হীন শিল্প হচ্ছে, সেই সেই জনপদে অবজ্ঞাকৃত, অসম্মানিত, উপেক্ষিত, ঘৃণিত ও অবহেলিত নলকার শিল্প[৩], কুম্ভকার শিল্প, তাঁত শিল্প, চর্মকার শিল্প[৪] এবং নাপিত শিল্প—এই পঞ্চবিধ শিল্পকেই হীন শিল্প বুঝায়। আর উচ্চ শিল্প হচ্ছে, সেই সেই জনপদে গৌরবান্বিত, সম্মানিত, অনুপেক্ষিত, অঘৃণিত ও পূজিত মুদ্রা শিল্প, গণনা শিল্প ও লিখন শিল্প—এই ত্রিবিধ শিল্পকেই উচ্চ শিল্প বুঝায়।

সকল প্রকার রোগই (আবাধা) হীন ও নিকৃষ্ট। শুধুমাত্র মধুমেহো (ডাইবেটিক্স?) রোগই উত্তম।

'লিঙ্গ' (আকৃতি) বলতে দুই প্রকার লিঙ্গ; যথা : হীন লিঙ্গ এবং উচ্চ লিঙ্গ। হীন লিঙ্গ হচ্ছে, অতিদীর্ঘ, অতিহ্রস্ব, অতিকৃষ্ণ ও অতিশ্বেত—এই চতুর্বিধ লিঙ্গকেই হীন লিঙ্গ বুঝায়। আর উচ্চ লিঙ্গ হচ্ছে, নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব, নাতিকৃষ্ণ ও নাতিশ্বেত—এই চতুর্বিধ লিঙ্গকেই উচ্চ লিঙ্গ বুঝায়।

সকল প্রকার ক্লেশই হীন ও নীচ।

সকল প্রকার আপত্তি হীন ও নীচ। শুধুমাত্র স্রোতাপত্তি[৫] সমাপত্তিই

---

১. ভান্ডারঘর নির্মাণ কর্ম।

২. পুষ্প সরবরাহ কর্ম।

৩. নলখাগ্ড়া দ্বারা ঝুড়ি ইত্যাদি প্রস্তুতকারী শিল্প।

৪. ঘোড়ার সাজ-সজ্জাদি প্রস্তুতকারী শিল্প ও রথ প্রস্তুতকারী শিল্প।

৫. নির্বাণ লাভের প্রাথমিক স্তর। দুঃখমুক্তি নির্বাণস্রোতে পতিত এই অর্থে স্রোতাপত্তি। এই স্রোতাপত্তিমার্গফল লাভে মিথ্যাদৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ বা আত্মদৃষ্টি, ঈর্ষা,

উত্তম।

'আক্রোশ' বলতে দুই প্রকার আক্রোশ; যথা : হীন আক্রোশ এবং উত্তম আক্রোশ। হীন আক্রোশ হচ্ছে, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও রাগান্বিত হয়ে তিরস্কার ও ভর্ৎসনামূলক ধ্বনির মাধ্যমে 'তুমি অধম, তুমি মেণ্ডক, তুমি গরু, তুমি গর্দভ, তুমি পশু, তুমি নৈরয়িক; তোমার কোনোরূপ সুগতি নেই; দুর্গতিই তোমার অবশ্যম্ভাবী'—এতাদৃশ আক্রোশকেই হীন আক্রোশ বুঝায়। আর উত্তম আক্রোশ হচ্ছে, 'তুমি পণ্ডিত, তুমি অভিজ্ঞ, তুমি মেধাবী, তুমি বহুশ্রুত, তুমি ধর্মকথিক, তোমার কোনোরূপ দুর্গতি নেই, সুগতিই তোমার অবশ্যম্ভাবী'—এতাদৃশ আক্রোশকেই উত্তম আক্রোশ বুঝায়।

১৬. ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে হীন জাতির নাম ধরে চণ্ডাল, বেন, ব্যাধ, রথকার ও পুক্কুস জাতিকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি চণ্ডাল, তুমি বেন, তুমি ব্যাধ, তুমি রথকার, তুমি পুক্কুস' ইত্যাদি নাম ধরে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে হীন জাতির নাম ধরে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতিকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি চণ্ডাল, তুমি বেন, তুমি ব্যাধ, তুমি রথকার, তুমি পুক্কুস' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে উচ্চ জাতির নাম ধরে চণ্ডাল, বেন, ব্যাধ, রথকার, পুক্কুস ইত্যাদি হীন জাতিকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি ক্ষত্রিয়, তুমি ব্রাহ্মণ' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে উচ্চ জাতির নাম ধরে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ—এই দ্বিবিধ উচ্চ জাতিকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি ক্ষত্রিয়, তুমি ব্রাহ্মণ' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৭. ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে হীন নাম ধরে অবকর্ণক, জবকর্ণক, ধনিষ্টক, সবিষ্টক ও কুলবর্ধককে এভাবে বলা;

মাৎসর্য—এই পঞ্চবিধ সংযোজন সমূলে পরিক্ষীণ হয়। তাই স্রোতাপত্তিমার্গফললাভী ব্যক্তি সাত জন্মের অধিক জন্মগ্রহণ করেন না। তারা সতত নির্বাণগামী ও নির্বাণমুখী। অকুশল পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে দুঃখপূর্ণ চারি অপায়ে পতিত হওয়া তাদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব।

যথা : 'তুমি অবকর্ণক, তুমি জবকর্ণক, তুমি ধনিষ্টক, তুমি সবিষ্টক, তুমি কুলবর্ধক' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে হীন নাম ধরে বুদ্ধরক্ষিত, ধর্মরক্ষিত ও সংঘরক্ষিতকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি অবকর্ণক, তুমি জবকর্ণক, তুমি ধনিষ্টক, তুমি সবিষ্টক, তুমি কুলবর্ধক' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে উচ্চ নাম ধরে অবকর্ণক, জবকর্ণক, ধনিষ্টক, সবিষ্টক ও কুলবর্ধককে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি বুদ্ধরক্ষিত, তুমি ধর্মরক্ষিত, তুমি সংঘরক্ষিত' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে উচ্চ নাম ধরে বুদ্ধরক্ষিত, ধর্মরক্ষিত ও সংঘরক্ষিতকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি বুদ্ধরক্ষিত, তুমি ধর্মরক্ষিত, তুমি সংঘরক্ষিত' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৮. ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে হীন গোত্রের নাম ধরে কোশিয় ও ভারদ্বাজ গোত্রকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি কোশিয়, তুমি ভারদ্বাজ' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে হীন গোত্রের নাম ধরে গৌতম, মোদ্গাল্লান, কচ্চান ও বশিষ্ঠ গোত্রকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি কোশিয়, তুমি ভারদ্বাজ' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে উচ্চ গোত্রের নাম ধরে কোশিয় ও ভারদ্বাজ গোত্রকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি গৌতম, তুমি মোদ্গাল্লান, তুমি কচ্চান, তুমি বশিষ্ট' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে উচ্চ গোত্রের নাম ধরে গৌতম, মোদ্গাল্লান, কচ্চান ও বশিষ্ঠ গোত্রকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি গৌতম, তুমি মোদ্গাল্লান, তুমি কচ্চান, তুমি বশিষ্ট' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৯. ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে হীন কর্মের নাম ধরে কোষ্ঠক, পুষ্পছড্ডককে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি কোষ্ঠক, তুমি পুষ্পছড্ডক' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে হীন কর্মের নাম ধরে কৃষক, বণিক ও গোরক্ষককে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি কোষ্ঠক, তুমি পুষ্পছড্ডক' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে উচ্চ কর্মের নাম ধরে কোষ্ঠক ও পুষ্পছড্ডককে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি কৃষক, তুমি বণিক, তুমি গোরক্ষক' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে উচ্চ কর্মের নাম ধরে কৃষক, বণিক ও গোরক্ষককে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি কৃষক, তুমি বণিক, তুমি গোরক্ষক' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২০. ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে হীন শিল্পের নাম ধরে নলকার, কুম্ভকার, তাঁতী, চর্মকার ও নাপিতকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি নলকার, তুমি কুম্ভকার, তুমি তাঁতী, তুমি চর্মকার, তুমি নাপিত' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে হীন শিল্পের নাম ধরে মুদ্রিক, গণক ও লেখককে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি নলকার, তুমি কুম্ভকার, তুমি তাঁতী, তুমি চর্মকার, তুমি নাপিত' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে উচ্চ শিল্পের নাম ধরে নলকার, কুম্ভকার, তাঁতী, চর্মকার ও নাপিতকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি মুদ্রিক, তুমি গণক, তুমি লেখক' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে উচ্চ শিল্পের নাম ধরে মুদ্রিক, গণক, লেখককে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি মুদ্রিক, তুমি গণক, তুমি লেখক' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২১. ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে হীন রোগের নাম ধরে কুষ্ঠরোগী, গণ্ডরোগী, চর্মরোগী, ক্ষয়রোগী ও মৃগীরোগীকে

এভাবে বলা; যথা : 'তুমি কুষ্ঠরোগী, তুমি গণ্ডরোগী[১], তুমি চর্মরোগী, তুমি ক্ষয়রোগী[২], তুমি মৃগীরোগী' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে হীন রোগের নাম ধরে মধুমেহো রোগীকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি কুষ্ঠরোগী, তুমি গণ্ডরোগী, তুমি চর্মরোগী, তুমি ক্ষয়রোগী, তুমি মৃগীরোগী' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে উত্তম রোগের নাম ধরে কুষ্ঠরোগী, গণ্ডরোগী, চর্মরোগী, ক্ষয়রোগী ও মৃগীরোগীকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি মধুমেহো রোগী' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে উত্তম রোগের নাম ধরে মধুমেহো রোগীকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি মধুমেহো রোগী' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২২. ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে হীনাকৃতির দ্বারা অতিদীর্ঘ, অতিহ্রস্ব, অতিকৃষ্ণ ও অতিশ্বেত ব্যক্তিকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি অতিদীর্ঘ, তুমি অতিহ্রস্ব, তুমি অতিকৃষ্ণ, তুমি অতিশ্বেত' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে হীনাকৃতির দ্বারা নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব, নাতিকৃষ্ণ ও নাতিশ্বেত ব্যক্তিকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি অতিদীর্ঘ, তুমি অতিহ্রস্ব, তুমি অতিকৃষ্ণ, তুমি অতিশ্বেত' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে উত্তমাকৃতির দ্বারা অতিদীর্ঘ, অতিহ্রস্ব, অতিকৃষ্ণ ও অতিশ্বেত ব্যক্তিকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি নাতিদীর্ঘ, তুমি নাতিহ্রস্ব, তুমি নাতিকৃষ্ণ, তুমি নাতিশ্বেত' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে উত্তমাকৃতির দ্বারা নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব, নাতিকৃষ্ণ ও নাতিশ্বেত ব্যক্তিকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি নাতিদীর্ঘ, তুমি নাতিহ্রস্ব, তুমি নাতিকৃষ্ণ, তুমি

---

[১]. ফোঁড়া বা ব্রণ ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত রোগী।

[২]. ফুসফুস-সম্বন্ধীয় ক্ষয়রোগে আক্রান্ত রোগী।

নাতিশ্বেত’ এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২৩. ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে হীন ক্লেশাদির দ্বারা রাগপ্রতিসংযুক্ত, দ্বেষপ্রতিসংযুক্ত ও মোহপ্রতিসংযুক্ত ব্যক্তিকে এভাবে বলা; যথা : ‘তুমি রাগপ্রতিসংযুক্ত, তুমি দ্বেষপ্রতিসংযুক্ত, তুমি মোহপ্রতিসংযুক্ত’ এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে হীন ক্লেশাদির দ্বারা বীতরাগ, বীতদ্বেষ ও বীতমোহ ব্যক্তিকে এভাবে বলা; যথা : ‘তুমি রাগপ্রতিসংযুক্ত, তুমি দ্বেষপ্রতিসংযুক্ত, তুমি মোহপ্রতিসংযুক্ত’ এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে ক্লেশহীনতার দ্বারা রাগপ্রতিসংযুক্ত, দ্বেষপ্রতিসংযুক্ত ও মোহপ্রতিসংযুক্ত ব্যক্তিকে এভাবে বলা; যথা : ‘তুমি রাগমুক্ত, তুমি দ্বেষমুক্ত, তুমি মোহমুক্ত’ এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে ক্লেশহীনতার দ্বারা বীতরাগ, বীতদ্বেষ ও বীতমোহ ব্যক্তিকে এভাবে বলা; যথা : ‘তুমি বীতরাগ, তুমি বীতদ্বেষ, তুমি বীতমোহ’ এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২৪. ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে হীনাপত্তি দ্বারা পারাজিকা[১] আপত্তিগ্রস্ত, সাংঘাদিশেষ[২] আপত্তিগ্রস্ত, থুল্লচ্চয়[৩] আপত্তিগ্রস্ত, পাচিত্তিয়[৪] আপত্তিগ্রস্ত, প্রতিদেশনীয়[৫] আপত্তিগ্রস্ত, দুক্কট[৬]

---

[১]. ভিক্ষুদের সর্বোচ্চ গুরুতর অপরাধ। পারাজিকার সংখ্যা মোট চারিটি। যেগুলোর কোনো একটি লঙ্ঘনে ভিক্ষু পরাজয়প্রাপ্ত, সদ্ধর্ম হতে চ্যুত, বর্জিত, ভ্রষ্ট, অপসারিত, উপোসথ-প্রবারণাদি সমস্ত বিনয়কর্ম ও সংবাসবর্জিত হয়ে থাকে।

[২]. যেই আপত্তি প্রাপ্ত হলে তা হতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য আদিতে পরিবাস, মধ্যে মানত্ত এবং শেষে আহ্বানকর্ম গ্রহণের সময় সংঘের প্রয়োজন হয় বিধায় (সংঘ + আদি + শেষ) সাংঘদিশেষ।

[৩]. দেশনাগামী আপত্তিগুলোর মধ্যে ইহার সমান স্থূল (বৃহৎ) পাপ আর নেই বিধায় (থুল্ল + অচ্চয) থুল্লচ্চয় অর্থে গৃহীত।

[৪]. বিস্তৃতার্থ ৩৫ নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

[৫]. বিস্তৃতার্থ ৩১১ নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

[৬]. দুষ্ঠুকৃত, বিরূপকৃত, স্খলিত, বুদ্ধকর্তৃক ঘৃণিত এই অর্থে দুক্কট।

আপত্তিগ্রস্ত এবং দুর্ভাষিত[১] আপত্তিগ্রস্তকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি পারাজিকা আপত্তিগ্রস্ত, তুমি সাংঘাদিশেষ আপত্তিগ্রস্ত, তুমি থুল্লচ্চয় আপত্তিগ্রস্ত, তুমি পাচিত্তিয় আপত্তিগ্রস্ত, তুমি প্রতিদেশনীয় আপত্তিগ্রস্ত, তুমি দুক্কট আপত্তিগ্রস্ত, তুমি দুর্ভাষিত আপত্তিগ্রস্ত' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে হীনাপত্তি দ্বারা উত্তম স্রোতাপন্নলাভীকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি পারাজিকা আপত্তিগ্রস্ত, তুমি সাংঘাদিশেষ আপত্তিগ্রস্ত, তুমি থুল্লচ্চয় আপত্তিগ্রস্ত, তুমি পাচিত্তিয় আপত্তিগ্রস্ত, তুমি প্রতিদেশনীয় আপত্তিগ্রস্ত, তুমি দুক্কট আপত্তিগ্রস্ত, তুমি দুর্ভাষিত আপত্তিগ্রস্ত' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে উত্তমাপত্তি দ্বারা পারাজিকা আপত্তিগ্রস্ত, সাংঘাদিশেষ আপত্তিগ্রস্ত, থুল্লচ্চয় আপত্তিগ্রস্ত, পাচিত্তিয় আপত্তিগ্রস্ত, প্রতিদেশনীয় আপত্তিগ্রস্ত, দুক্কট আপত্তিগ্রস্ত এবং দুর্ভাষিত আপত্তিগ্রস্তকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি স্রোতাপন্নলাভী' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে উত্তমাপত্তি দ্বারা উত্তম স্রোতাপন্নলাভীকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি স্রোতাপন্নলাভী' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২৫. ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে হীনাক্রোশে উট, মেষ, গরু, গর্দভ, তির্যক এবং নৈরয়িক আচারবিশিষ্ট ভিক্ষুকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি উট, তুমি মেষ, তুমি গরু, তুমি গর্দভ, তুমি তির্যক, তুমি নৈরয়িক; তোমার কোনোরূপ সুগতি নেই, দুর্গতিই তোমার অবশ্যম্ভাবী' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে হীনাক্রোশে পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, মেধাবী, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক ভিক্ষুকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি উট, তুমি মেষ, তুমি গরু, তুমি গর্দভ, তুমি তির্যক, তুমি নৈরয়িক; তোমার কোনোরূপ সুগতি নেই, দুর্গতিই তোমার অবশ্যম্ভাবী' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

---

[১]. ইহা সপ্তবিধ আপত্তিস্কন্ধের মধ্যে সর্বশেষটি। এখানে দুর্ভাষিত (দুব্‌ভাসিত) অর্থে দুষ্ঠুভাষিত, লপিত, আলপিত ও সংক্লিষ্টবচন বুঝায়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে উত্তমাক্রোশে উট, মেষ, গরু, গর্দভ, তির্যক, নৈরয়িক আচারবিশিষ্ট ভিক্ষুকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি পণ্ডিত, তুমি অভিজ্ঞ, তুমি মেধাবী, তুমি বহুশ্রুত, তুমি ধর্মকথিক; তোমার কোনোরূপ দুর্গতি নেই, সুগতিই তোমার অবশ্যম্ভাবী' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে উত্তমাক্রোশে পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, মেধাবী, বহুশ্রুত ধর্মকথিক ভিক্ষুকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি পণ্ডিত, তুমি অভিজ্ঞ, তুমি মেধাবী, তুমি বহুশ্রুত, তুমি ধর্মকথিক; তোমার কোনোরূপ দুর্গতি নেই, সুগতিই তোমার অবশ্যম্ভাবী' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২৬. ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে এভাবে বলা; যথা : 'এখানে কিছু কিছু চণ্ডাল, বেন, ব্যাধ, রথকার ও পুক্কুস আছে' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে এভাবে বলা; যথা : 'এখানে কিছু কিছু ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ আছেন' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২৭. ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও আক্রোশ করতে ইচ্ছুক হয়ে এভাবে বলা; যথা : 'এখানে কিছু কিছু অবকর্ণক, জবকর্ণক, ধনিষ্টক, সবিষ্টক, কুলবর্ধক আছে' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

'এখানে কিছু কিছু বুদ্ধরক্ষিত, ধর্মরক্ষিত এবং সংঘরক্ষিত আছেন' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'এখানে কিছু কিছু কোশিয়, ভারদ্বাজ আছেন' এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'এখানে কিছু কিছু গৌতম, মোদ্গাল্লান, কচ্চান, বশিষ্ঠ আছেন' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়। 'এখানে কিছু কিছু কোষ্ঠক ও পুষ্পছড্ডক আছেন' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়। 'এখানে কিছু কিছু কৃষক, বণিক, গোরক্ষক আছেন' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়। 'এখানে কিছু কিছু নলকার, কুম্ভকার, তাঁতী, চর্মকার, নাপিত আছেন' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়। 'এখানে কিছু কিছু মুদ্রিক, গণক, লেখক আছেন' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়। 'এখানে কিছু কিছু কুষ্ঠরোগী, গণ্ডরোগী, চর্মরোগী, ক্ষয়রোগী, মৃগীরোগী আছেন' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ

হয়। 'এখানে কিছু কিছু মধুমেহো রোগী আছেন' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়। 'এখানে কিছু কিছু অতিদীর্ঘ, অতিহ্রস্ব, অতিকৃষ্ণ, অতিশ্বেত আকৃতিসম্পন্ন ভিক্ষু আছেন' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়। 'এখানে কিছু কিছু নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব, নাতিকৃষ্ণ, নাতিশ্বেত আকৃতিসম্পন্ন ভিক্ষু আছেন' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়। 'এখানে কিছু কিছু রাগপ্রতিসংযুক্ত, দ্বেষপ্রতিসংযুক্ত, মোহপ্রতিসংযুক্ত আছেন' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়। 'এখানে কিছু কিছু বীতরাগ, বীতদ্বেষ, বীতমোহ আছেন' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়। 'এখানে কিছু কিছু পারাজিকা আপত্তিগ্রস্ত, সাংঘাদিশেষ আপত্তিগ্রস্ত, থুল্লচ্চয় আপত্তিগ্রস্ত, পাচিত্তিয়গ্রস্ত, প্রতিদেশনীয় আপত্তিগ্রস্ত, দুক্কট আপত্তিগ্রস্ত, দুর্ভাষিত আপত্তিগ্রস্ত ভিক্ষু আছেন' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়। 'এখানে কিছু কিছু স্রোতাপন্নলাভী আছেন' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়। 'এখানে কিছু কিছু উট, মেষ, গরু, গর্দভ, তির্যক, পশু, নৈরয়িক আছে; তাঁদের কোনোরূপ সুগতি নাই, দুর্গতিই তাদের অবশ্যম্ভাবী' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়।

২৮. ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা, আক্রোশ ও নিন্দা করতে ইচ্ছুক হয়ে এভাবে বলা; যথা : 'এখানে কিছু কিছু পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, মেধাবী, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক ভিক্ষু আছেন; তাঁদের কোনোরূপ দুর্গতি নেই, সুগতিই তাঁদের অবশ্যম্ভাবী।' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়।

২৯. ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা, আক্রোশ ও নিন্দা করতে ইচ্ছুক হয়ে এভাবে বলা; যথা : 'তাহলে কি ইহারা চণ্ডাল, বেন, ব্যাধ, রথকার, পুক্কুস?' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়। (অবশিষ্টাংশ ২৭ নং এর অনুরূপ।)

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা, আক্রোশ ও নিন্দা করতে ইচ্ছুক হয়ে এভাবে বলা; যথা : 'তাহলে কি ইহারা পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, মেধাবী, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক?' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়।

৩০. ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা, আক্রোশ ও নিন্দা করতে ইচ্ছুক হয়ে এভাবে বলা; যথা : 'না আমরা চণ্ডাল, বেন, ব্যাধ, রথকার, পুক্কুস' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়। 'না আমরা পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, মেধাবী, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক; আমাদের কোনোরূপ দুর্গতি নেই, সুগতিই আমাদের অবশীম্ভাবী' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়।

৩১. ভিক্ষু অনুপসম্পন্নকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা, আক্রোশ ও নিন্দা করতে

ইচ্ছুক হয়ে হীনাক্রোশে উট, মেষ, গরু, গর্দভ, পশু, নৈরয়িক আচারবিশিষ্ট অনুপসম্পন্নকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি উট, মেষ, গরু, গর্দভ, তির্যক, নৈরয়িক; তোমার কোনোরূপ সুগতি নেই, দুর্গতিই তোমার অবশ্যম্ভাবী' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়। হীনাক্রোশে পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, মেধাবী, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক অনুপসম্পন্নকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি উট, মেষ, গরু, গর্দভ, তির্যক, নৈরয়িক; তোমার কোনোরূপ সুগতি নেই, দুর্গতিই তোমার অবশ্যম্ভাবী' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়। উত্তমাক্রোশে উট, মেষ, গরু, গর্দভ, তির্যক, নৈরয়িক আচারবিশিষ্ট অনুপসম্পন্নকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, মেধাবী, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক; তোমার কোনোরূপ দুর্গতি নেই, সুগতিই তোমার অবশ্যম্ভাবী' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়। উত্তমাক্রোশে পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, মেধাবী, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক অনুপসম্পন্নকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, মেধাবী, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক; তোমার কোনোরূপ দুর্গতি নেই, সুগতিই তোমার অবশ্যম্ভাবী' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়।

ভিক্ষু অনুপসম্পন্নকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা, আক্রোশ ও নিন্দা করতে ইচ্ছুক হয়ে এভাবে বলা; যথা : 'এখানে কিছু কিছু চণ্ডাল, বেন, ব্যাধ, রথকার, পুক্কুস আছে' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়। 'এখানে কিছু কিছু পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, মেধাবী, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক আছেন; তাঁদের কোনোরূপ দুর্গতি নেই, সুগতিই তাঁদের অবশ্যম্ভাবী' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়।

ভিক্ষু অনুপসম্পন্নকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা, আক্রোশ ও নিন্দা করতে ইচ্ছুক হয়ে এভাবে বলা; যথা : 'তাহলে কি ইহারা চণ্ডাল, বেন, ব্যাধ, রথকার, পুক্কুস?' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়। 'তাহলে কি ইহারা পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, মেধাবী, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক?' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়।

ভিক্ষু অনুপসম্পন্নকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা, আক্রোশ ও নিন্দা করতে ইচ্ছুক হয়ে এভাবে বলা; যথা : 'না, আমরা চণ্ডাল, বেন, ব্যাধ, রথকার, পুক্কুস; আমাদের কোনোরূপ সুগতি নেই, দুর্গতিই আমাদের অবশ্যম্ভাবী' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়। 'না, আমরা পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, মেধাবী, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক; আমাদের কোনোরূপ দুর্গতি নেই, সুগতিই আমাদের অবশ্যম্ভবী' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়।

৩২. ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা, আক্রোশ ও নিন্দা করতে অনিচ্ছুক শুধুমাত্র কৌতুক বা রসিকতাচ্ছলে হীন জাতির নাম ধরে চণ্ডাল, বেন, ব্যাধ, রথকার ও পুক্কুস জাতিকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি চণ্ডাল, তুমি বেন, তুমি ব্যাধ, তুমি রথকার, তুমি পুক্কুস' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুর্ভাষিত অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা, আক্রোশ ও নিন্দা করতে অনিচ্ছুক শুধুমাত্র কৌতুক বা রসিকতাচ্ছলে হীন জাতির নাম ধরে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতিকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি চণ্ডাল, তুমি বেন, তুমি ব্যাধ, তুমি রথকার, তুমি পুক্কুস' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুর্ভাষিত অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা, আক্রোশ ও নিন্দা করতে অনিচ্ছুক শুধুমাত্র কৌতুক বা রসিকতাচ্ছলে উত্তম জাতির নাম ধরে চণ্ডাল, বেন, ব্যাধ, রথকার, পুক্কুস জাতিকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি ক্ষত্রিয়, তুমি ব্রাহ্মণ' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুর্ভাষিত অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা, আক্রোশ ও নিন্দা করতে অনিচ্ছুক শুধুমাত্র কৌতুক বা রসিকতাচ্ছলে জাতির নাম ধরে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ উত্তম জাতিকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি ক্ষত্রিয়' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুর্ভাষিত অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা, আক্রোশ ও নিন্দা করতে অনিচ্ছুক শুধুমাত্র কৌতুক বা রসিকতাচ্ছলে হীনাক্রোশে উট, মেষ, গরু, গর্দভ, তির্যক, নৈরয়িক আচারবিশিষ্ট ভিক্ষুকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি উট, তুমি মেষ, তুমি গরু, তুমি গর্দভ, তুমি তির্যক, তুমি নৈরয়িক; তোমার কোনোরূপ সুগতি নেই, দুর্গতিই তোমার অবশ্যম্ভাবী' এভাবে বললে; কথায় কথায় দুর্ভাষিত অপরাধ হয়। হীনাক্রোশে পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, মেধাবী, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক ভিক্ষুকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি উট, তুমি মেষ, তুমি গরু, তুমি গর্দভ, তুমি তির্যক, তুমি নৈরয়িক; তোমার কোনোরূপ সুগতি নেই, দুর্গতিই তোমার অবশ্যম্ভাবী' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুর্ভাষিত অপরাধ হয়। উত্তমাক্রোশে উট, মেষ, গরু, গর্দভ, তির্যক, নৈরয়িক আচারবিশিষ্ট ভিক্ষুকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি পণ্ডিত, তুমি অভিজ্ঞ, তুমি মেধাবী, তুমি বহুশ্রুত, তুমি ধর্মকথিক; তোমার কোনোরূপ দুর্গতি নেই, সুগতিই তোমার অবশ্যম্ভাবী' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুর্ভাষিত অপরাধ হয়। উত্তমাক্রোশে পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, মেধাবী, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক ভিক্ষুকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি পণ্ডিত, তুমি অভিজ্ঞ, তুমি মেধাবী, তুমি বহুশ্রুত, তুমি

ধর্মকথিক; তোমার কোনোরূপ দুর্গতি নেই, সুগতিই তোমার অবশ্যম্ভাবী' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুর্ভাষিত অপরাধ হয়।

৩৩. ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা, আক্রোশ ও নিন্দা করতে অনিচ্ছুক শুধুমাত্র কৌতুক বা রসিকতাচ্ছলে এভাবে বলা; যথা : 'এখানে কিছু কিছু চণ্ডাল, বেন, ব্যাধ, রথকার, পুক্কুস আছে" এভাবে বললে, কথায় কথায় দুর্ভাষিত অপরাধ হয়... 'এখানে কিছু কিছু পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, মেধাবী, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক আছেন; তাদের কোনোরূপ দুর্গতি নেই, সুগতিই তাদের অবশ্যম্ভাবী' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুর্ভাষিত অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা, আক্রোশ ও নিন্দা করতে অনিচ্ছুক শুধুমাত্র কৌতুক বা রসিকতাচ্ছলে এভাবে বলা; যথা : 'তাহলে কি ইহারা চণ্ডাল, বেন, ব্যাধ, রথকার, পুক্কুস?' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুর্ভাষিত অপরাধ হয়।

ভিক্ষু ভিক্ষুকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা, আক্রোশ ও নিন্দা করতে অনিচ্ছুক শুধুমাত্র কৌতুক বা রসিকতাচ্ছলে এভাবে বলা; যথা : 'না, আমরা চণ্ডাল, বেন, ব্যাধ, রথকার, পুক্কুস' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুর্ভাষিত অপরাধ হয়... 'না, আমরা পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, মেধাবী, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক; আমাদের কোনোরূপ দুর্গতি নেই, সুগতিই আমাদের অবশ্যম্ভাবী' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুর্ভাষিত অপরাধ হয়।

৩৪. উপসম্পন্ন অনুপসম্পন্নকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা, আক্রোশ ও নিন্দা করার অনিচ্ছায় শুধুমাত্র কৌতুক বা রসিকতাচ্ছলে হীনাক্রোশে উট, মেষ, গরু, গর্দভ, তির্যক, নৈরয়িক আচারবিশিষ্ট অনুপসম্পন্নকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি উট, তুমি মেষ, তুমি গরু, তুমি গর্দভ, তুমি তির্যক, তুমি নৈরয়িক; তোমার কোনোরূপ সুগতি নেই, দুর্গতিই তোমার অবশ্যম্ভাবী' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুর্ভাষিত অপরাধ হয়। হীনাক্রোশে পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, মেধাবী, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক অনুপসম্পন্নকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি উট, তুমি মেষ, তুমি গরু, তুমি গর্দভ, তুমি তির্যক, তুমি নৈরয়িক; তোমার কোনোরূপ সুগতি নেই, দুর্গতিই তোমার অবশ্যম্ভাবী।' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুর্ভাষিত অপরাধ হয়। উত্তমাক্রোশে উট, মেষ, গরু, গর্দভ, তির্যক, নৈরয়িক আচারবিশিষ্ট অনুপসম্পন্নকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি পণ্ডিত, তুমি অভিজ্ঞ, তুমি মেধাবী, তুমি বহুশ্রুত, তুমি ধর্মকথিক; তোমার কোনোরূপ দুর্গতি নেই, সুগতিই তোমার অবশ্যম্ভাবী' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুর্ভাষিত অপরাধ হয়। উত্তমাক্রোশে পণ্ডিত, অভিজ্ঞ,

মেধাবী, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক অনুপসম্পন্নকে এভাবে বলা; যথা : 'তুমি পণ্ডিত, তুমি অভিজ্ঞ, তুমি মেধাবী, তুমি বহুশ্রুত, তুমি ধর্মকথিক; তোমার কোনোরূপ দুর্গতি নেই, সুগতিই তোমার অবশ্যম্ভাবী' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুর্ভাষিত অপরাধ হয়।

ভিক্ষু অনুপসম্পন্নকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা, আক্রোশ ও নিন্দা করতে অনিচ্ছুক শুধুমাত্র কৌতুক বা রসিকতাচ্ছলে এরূপ বলা; যথা : 'এখানে কিছু কিছু চণ্ডাল, বেন, ব্যাধ, রথকার, পুক্কুস আছে' এরূপ বললে কথায় কথায় দুর্ভাষিত অপরাধ হয়... 'এখানে কিছু কিছু পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, মেধাবী, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক আছেন; তাঁদের কোনোরূপ দুর্গতি নেই, সুগতিই তাঁদের অবশ্যম্ভাবী' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুর্ভাষিত অপরাধ হয়।

ভিক্ষু অনুপসম্পন্নকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা, আক্রোশ ও নিন্দা করতে অনিচ্ছুক শুধুমাত্র কৌতুক বা রসিকতাচ্ছলে এরূপ বলা; যথা : তাহলে কি ইহারা চণ্ডাল, বেন, ব্যাধ, রথকার, পুক্কুস?' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুর্ভাষিত অপরাধ হয়... 'তাহলে কি ইহারা পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, মেধাবী, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক?' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুর্ভাষিত অপরাধ হয়।

ভিক্ষু অনুপসম্পন্নকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা, আক্রোশ ও নিন্দা করতে অনিচ্ছুক শুধুমাত্র কৌতুক বা রসিকতাচ্ছলে এরূপ বলা; যথা : 'না, আমরা চণ্ডাল, বেন, ব্যাধ, রথকার, পুক্কুস' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুর্ভাষিত অপরাধ হয়... 'না, আমরা পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, মেধাবী, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক; আমাদের কোনোরূপ দুর্গতি নেই, সুগতিই আমাদের অবশ্যম্ভাবী' এভাবে বললে, কথায় কথায় দুর্ভাষিত অপরাধ হয়।

৩৫. অনাপত্তি : অর্থ ব্যাখ্যা প্রদনার্থে বললে, ধর্মশিক্ষা প্রদানার্থে বললে, শাসন-অনুশাসনহেতু বললে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের, নিদারুণ দুঃখগ্রস্তের ও আদিকর্মিকের (প্রথম লঙ্ঘনকারীর) ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[ওমসবাদ দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৩. পেসুঞ্ঞ সিক্খাপদং

(পিশুনবাক্য সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৩৬. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ভিক্ষুদের মধ্যে ঝগড়া-কলহ-বিবাদ উৎপন্নার্থে পিশুনবাক্য প্রয়োগ করতে লাগলেন। এই ভিক্ষুর কথা শুনে

বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তা অন্য ভিক্ষুকে বলতে লাগলেন এবং অন্য ভিক্ষুর কথা শুনে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তা এই ভিক্ষুকে বলতে লাগলেন। এতে অনুৎপন্ন ঝগড়া-কলহ-বিবাদ উৎপন্ন হতে লাগল এবং উৎপন্ন ঝগড়া-কলহ-বিবাদ আরও বৈপুল্লার্থে সংবর্তিত হতে লাগল। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ভিক্ষুদের মধ্যে ঝগড়া-কলহ-বিবাদ উৎপন্নার্থে পিশুনবাক্য প্রয়োগ করবেন? এই ভিক্ষুর কথা শুনে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তা অন্য ভিক্ষুকে বলবেন এবং অন্য ভিক্ষুর কথা শুনে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তা এই ভিক্ষুকে বলবেন? এতে অনুৎপন্ন ঝগড়া-কলহ-বিবাদ উৎপন্ন হচ্ছে এবং উৎপন্ন ঝগড়া-কলহ-বিবাদ আরও বৈপুল্লার্থে সংবর্তিত হচ্ছে!" অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের অনেক প্রকারে তিরস্কার-ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি ভিক্ষুদের মধ্যে ঝগড়া-কলহ বিবাদ উৎপন্নার্থে পিশুনবাক্য প্রয়োগ করছ? এই ভিক্ষুর কথা শুনে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তা অন্য ভিক্ষুকে বলছ এবং অন্য ভিক্ষুর কথা শুনে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তা এই ভিক্ষুকে বলছ? এতে অনুৎপন্ন ঝগড়া-কলহ-বিবাদ উৎপন্ন হচ্ছে এবং উৎপন্ন কলহ-ঝগড়া আরও বৈপুল্লার্থে সংবর্তিত হচ্ছে?" "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা ভিক্ষুদের মধ্যে ঝগড়া-কলহ-বিবাদ উৎপন্নার্থে পিশুনবাক্য প্রয়োগ করবে? এই ভিক্ষুর কথা শুনে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তা অন্য ভিক্ষুকে বলবে এবং অন্য ভিক্ষুর কথা শুনে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তা এই ভিক্ষুকে বলবে? এতে অনুৎপন্ন ঝগড়া-কলহ-বিবাদ উৎপন্ন হচ্ছে এবং উৎপন্ন ঝগড়া-কলহ আরও বৈপুল্লার্থে সংবর্তিত হচ্ছে! ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; বরং অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা উৎপাদন এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩৭. "ভিক্খু পেসুঞ্ঞে পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর প্রতি পিশুনবাক্য প্রয়োগ করলে,

তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩৮. পিশুনবাক্য বলতে দুই প্রকার পিশুনবাক্য বুঝায়; যথা : (১) প্রিয়কামী এবং (২) ভেদকামী।

দশ প্রকারে পিশুনবাক্য প্রয়োগ করা যায়; যথা : জাতি, নাম, গোত্র, কর্ম, শিল্প, রোগ, লিঙ্গ (আকৃতি), ক্লেশ, আপত্তি ও আক্রোশ দ্বারা পিশুনবাক্য প্রয়োগ করা যায়।

জাতি বলতে দুই প্রকার জাতি; যথা : হীন জাতি এবং উচ্চ জাতি। হীন জাতি হচ্ছে, চণ্ডাল জাতি, বেন জাতি, ব্যাধ জাতি, রথকার জাতি এবং পুক্কুস জাতি—এই পাঁচ প্রকার জাতিকেই হীন জাতি বুঝায়। আর উচ্চ জাতি হচ্ছে, ক্ষত্রিয় জাতি এবং ব্রাহ্মণ জাতি—এই দ্বিবিধ জাতিকেই উচ্চ জাতি বুঝায়...।

আক্রোশ বলতে দুই প্রকার আক্রোশ; যথা : হীন আক্রোশ এবং উচ্চ আক্রোশ। হীন আক্রোশ হচ্ছে, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও রাগান্বিত হয়ে তিরস্কার ও ভর্ৎসনামূলক বাক্যের মাধ্যমে এরূপ বলা; যথা : 'তুমি উট, তুমি মেষ, তুমি গরু, তুমি গর্দভ, তুমি তির্যক, তুমি নৈরয়িক; তোমার কোনোরূপ সুগতি নেই, দুর্গতিই তোমার অবশ্যম্ভাবী'—এতাদৃশ আক্রোশকে হীন আক্রোশ বুঝায়। আর উচ্চ আক্রোশ হচ্ছে, 'তুমি পণ্ডিত, তুমি অভিজ্ঞ, তুমি মেধাবী, তুমি বহুশ্রুত, তুমি ধর্মকথিক; তোমার কোনোরূপ দুর্গতি নেই, সুগতিই তোমার অবশ্যম্ভাবী'—এতাদৃশ আক্রোশকে উচ্চ আক্রোশ বুঝায়।

৩৯. উপসম্পন্ন (ভিক্ষু) উপসম্পন্ন (ভিক্ষু) হতে শুনে উপসম্পন্নের প্রতি পিশুনবাক্য প্রয়োগ করে; যথা : "অমুক অমুক তাকে 'চণ্ডাল, বেন, ব্যাধ, চর্মকার, পুক্কুস' বলছে" এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

উপসম্পন্ন উপসম্পন্ন হতে শুনে উপসম্পন্নের প্রতি পিশুনবাক্য প্রয়োগ করে; যথা : "অমুক অমুক তাকে 'ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ' বলছে" এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

উপসম্পন্ন উপসম্পন্ন হতে শুনে উপসম্পন্নের প্রতি পিশুনবাক্য প্রয়োগ করে; যথা : "অমুক অমুক তাকে 'অবকর্ণক, জবকর্ণক, ধনিষ্টক, সবিষ্টক, কুলবর্ধক' বলছে" এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

উপসম্পন্ন উপসম্পন্ন হতে শুনে উপসম্পন্নের প্রতি পিশুনবাক্য প্রয়োগ করে; যথা : "অমুক অমুক তাকে 'বুদ্ধরক্ষিত, ধর্মরক্ষিত, সংঘরক্ষিত' বলছে" এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

উপসম্পন্ন উপসম্পন্ন হতে শুনে উপসম্পন্নের প্রতি পিশুনবাক্য প্রয়োগ

করে; যথা : “অমুক অমুক তাকে ‘কোশিয়, ভারদ্বাজ’ বলছে” এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

উপসম্পন্ন উপসম্পন্ন হতে শুনে উপসম্পন্নের প্রতি পিশুনবাক্য প্রয়োগ করে; যথা : “অমুক অমুক তাকে ‘গৌতম, মোদ্গাল্লান, কচ্চান, বশিষ্ট’ বলছে” এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

উপসম্পন্ন উপসম্পন্ন হতে শুনে উপসম্পন্নের প্রতি পিশুনবাক্য প্রয়োগ করে; যথা : “অমুক অমুক তাকে ‘কোষ্ঠক, পুষ্পছড্ডক’ বলছে” এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

উপসম্পন্ন উপসম্পন্ন হতে শুনে উপসম্পন্নের প্রতি পিশুনবাক্য প্রয়োগ করে; যথা : “অমুক অমুক তাকে ‘কৃষক, বণিক, গোরক্ষক’ বলছে” এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

উপসম্পন্ন উপসম্পন্ন হতে শুনে উপসম্পন্নের প্রতি পিশুনবাক্য প্রয়োগ করে; যথা : “অমুক অমুক তাকে ‘নলকার, কুম্ভকার, তাঁতী, চর্মকার, নাপিত’ বলছে” এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

উপসম্পন্ন উপসম্পন্ন হতে শুনে উপসম্পন্নের প্রতি পিশুনবাক্য প্রয়োগ করে; যথা : “অমুক অমুক তাকে ‘মুদ্রিক, গণক, লেখক’ বলছে” এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪০. উপসম্পন্ন উপসম্পন্ন হতে শুনে উপসম্পন্নের প্রতি পিশুনবাক্য প্রয়োগ করে; যথা : “অমুক অমুক তাকে ‘কুষ্ঠরোগী, গণ্ডরোগী, কিলাসরোগী, হাঁপানী রোগী, মৃগীরোগী’ বলছে” এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

উপসম্পন্ন উপসম্পন্ন হতে শুনে উপসম্পন্নের প্রতি পিশুনবাক্য প্রয়োগ করে; যথা : “অমুক অমুক তাকে ‘মধুমেহরোগী’ বলছে” এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

উপসম্পন্ন উপসম্পন্ন হতে শুনে উপসম্পন্নের প্রতি পিশুনবাক্য প্রয়োগ করে; যথা : “অমুক অমুক তাকে ‘অতিদীর্ঘ, অতিহ্রস্ব, অতিকৃষ্ণ, অতিশ্বেত’ বলছে” এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

উপসম্পন্ন উপসম্পন্ন হতে শুনে উপসম্পন্নের প্রতি পিশুনবাক্য প্রয়োগ করে; যথা : “অমুক অমুক তাকে ‘নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব, নাতিকৃষ্ণ, নাতিশ্বেত’ বলছে” এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

উপসম্পন্ন উপসম্পন্ন হতে শুনে উপসম্পন্নের প্রতি পিশুনবাক্য প্রয়োগ করে; যথা : “অমুক অমুক তাকে ‘রাগপ্রতিসংযুক্ত, দ্বেষপ্রতিসংযুক্ত,

মোহপ্রতিসংযুক্ত' বলছে" এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

উপসম্পন্ন উপসম্পন্ন হতে শুনে উপসম্পন্নের প্রতি পিশুনবাক্য প্রয়োগ করে; যথা : "অমুক অমুক তাকে 'বীতরাগ, বীতদ্বেষ, বীতমোহ' বলছে" এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

উপসম্পন্ন উপসম্পন্ন হতে শুনে উপসম্পন্নের প্রতি পিশুনবাক্য প্রয়োগ করে; যথা : "অমুক অমুক তাকে 'পারাজিকা আপত্তিগ্রস্ত, সাংঘাদিশেষ আপত্তিগ্রস্ত, থুল্লচ্চয় আপত্তিগ্রস্ত, পাচিত্তিয় আপত্তিগ্রস্ত, প্রতিদেশনীয় আপত্তিগ্রস্ত, দুক্কট আপত্তিগ্রস্ত, দুর্ভাষিত আপত্তিগ্রস্ত' বলছে" এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

উপসম্পন্ন উপসম্পন্ন হতে শুনে উপসম্পন্নের প্রতি পিশুনবাক্য প্রয়োগ করে; যথা : "অমুক অমুক তাকে 'স্রোতাপন্ন' বলছে" এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

উপসম্পন্ন উপসম্পন্ন হতে শুনে উপসম্পন্নের প্রতি পিশুনবাক্য প্রয়োগ করে; যথা : "অমুক অমুক তাকে 'উট, মেষ, গরু, গর্দভ, তির্যক, নৈরয়িক; তার কোনোরূপ সুগতি নেই, দুর্গতিই তার অবশ্যম্ভাবী' বলছে" এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

উপসম্পন্ন উপসম্পন্ন হতে শুনে উপসম্পন্নের প্রতি পিশুনবাক্য প্রয়োগ করে; যথা : "অমুক অমুক তাকে 'পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, মেধাবী, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক; তার কোনোরূপ দুর্গতি নেই, সুগতিই তার অবশ্যম্ভাবী' বলছে" এভাবে বললে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪১. উপসম্পন্ন উপসম্পন্ন হতে শুনে উপসম্পন্নের প্রতি পিশুনবাক্য প্রয়োগ করে; যথা : "অমুক অমুক বলে যে 'এখানে কিছু কিছু চণ্ডাল, বেন, ব্যাধ, রথকার, পুক্কুস আছে' এভাবে অন্য কিছু না বলে শুধুমাত্র এটাই বলা" এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়।

উপসম্পন্ন উপসম্পন্ন হতে শুনে উপসম্পন্নের প্রতি পিশুনবাক্য প্রয়োগ করে; যথা : "অমুক অমুক বলে যে 'এখানে কিছু কিছু ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ আছেন' এভাবে অন্য কিছু না বলে শুধুমাত্র এটাই বলা" এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়। (অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ)

উপসম্পন্ন উপসম্পন্ন হতে শুনে উপসম্পন্নের প্রতি পিশুনবাক্য প্রয়োগ করে; যথা : "অমুক অমুক বলে যে 'এখানে কিছু কিছু পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, মেধাবী, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক আছেন; তাঁদের কোনোরূপ দুর্গতি নেই, সুগতিই

তাঁদের অবশ্যম্ভাবী’ এভাবে অন্য কিছু না বলে শুধুমাত্র এটাই বলা” এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়।

উপসম্পন্ন উপসম্পন্ন হতে শুনে উপসম্পন্নের প্রতি পিশুনবাক্য প্রয়োগ করে; যথা : “অমুক অমুক বলে যে ‘তাহলে কি ইহারা চণ্ডাল, বেন, ব্যাধ, রথকার, পুক্কুস?’ এভাবে অন্য কিছু না বলে শুধুমাত্র এটাই বলা” এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়।

উপসম্পন্ন উপসম্পন্ন হতে শুনে উপসম্পন্নের প্রতি পিশুনবাক্য প্রয়োগ করে; যথা : “অমুক অমুক বলে যে ‘তাহলে কি ইহারা পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, মেধাবী, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক?’ এভাবে অন্য কিছু না বলে শুধুমাত্র এটাই বলা” এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়।

উপসম্পন্ন উপসম্পন্ন হতে শুনে উপসম্পন্নের প্রতি পিশুনবাক্য প্রয়োগ করে; যথা : “অমুক অমুক বলে যে ‘না, আমরা চণ্ডাল, বেন, ব্যাধ, রথকার, পুক্কুস’ এভাবে অন্য কিছু না বলে শুধুমাত্র এটাই বলা” এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়।

উপসম্পন্ন উপসম্পন্ন হতে শুনে উপসম্পন্নের প্রতি পিশুনবাক্য প্রয়োগ করে; যথা : “অমুক অমুক বলে যে ‘না, আমরা পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, মেধাবী, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক; আমাদের কোনোরূপ দুর্গতি নেই, সুগতিই আমাদের অবশ্যম্ভাবী’ এভাবে অন্য কিছু না বলে শুধুমাত্র এটাই বলা” এভাবে বললে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়।

৪২. উপসম্পন্ন উপসম্পন্ন হতে শুনে উপসম্পন্নের প্রতি পিশুনবাক্য প্রয়োগ করলে, কথায় কথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

উপসম্পন্ন উপসম্পন্ন হতে শুনে অনুপসম্পন্নের প্রতি পিশুনবাক্য প্রয়োগ করলে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়।

উপসম্পন্ন অনুপসম্পন্ন হতে শুনে উপসম্পন্নের প্রতি পিশুনবাক্য প্রয়োগ করলে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়।

উপসম্পন্ন অনুপসম্পন্ন হতে শুনে অনুপসম্পন্নের প্রতি পিশুনবাক্য প্রয়োগ করলে, কথায় কথায় দুক্কট অপরাধ হয়।

৪৩. **অনাপত্তি :** প্রিয়কামী ও ভেদকামী না হয়ে বললে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[পেসুঞ্ঞ তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৪. পদসোধম্ম সিক্খাপদং
(পদসোধর্ম সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৪৪. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ উপাসকদের পদসোধর্ম শিক্ষা দিতে লাগলেন। তাই উপাসকেরা ভিক্ষুদের প্রতি অশ্রদ্ধা, অগৌরব, অসম্মান ও পৃথকভাবাপন্ন হয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ উপাসকদের পদসোধর্ম শিক্ষা দিবেন? কেনই বা উপাসকেরাও ভিক্ষুদের প্রতি অশ্রদ্ধা, অগৌরব, অসম্মান ও পৃথকভাবাপন্ন হয়ে অবস্থান করছেন?" অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের অনেক প্রকারে তিরস্কার-ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে তোমরা নাকি উপাসকদের পদসোধর্ম শিক্ষা দিচ্ছ? তাই উপাসকেরাও নাকি ভিক্ষুদের প্রতি অশ্রদ্ধা, অগৌরব, অসম্মান ও পৃথক ভাবাপন্ন হয়ে অবস্থান করছে? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" বুদ্ধ ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কেন তোমরা উপাসকদের পদসোধর্ম শিক্ষা দিবে? কেনই বা উপাসকেরাও ভিক্ষুদের প্রতি অশ্রদ্ধা, অগৌরব, অসম্মান ও পৃথকভাবাপন্ন হয়ে অবস্থান করছে? ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা উৎপাদন এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৪৫. "যো পন ভিক্খু অনুপসম্পন্নং পদসোধম্মং বাচেয্য পাচিত্তিয়"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : যেকোনো ভিক্ষু যদি অনুপসম্পন্নকে পদসোধর্ম শিক্ষা দেয়, তাহলে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪৬. "যো পন" বলতে যা যেরূপ, যথাযুক্ত, যথাজাতি, যথানাম, যথাগোত্র, যথাশীল, যথা অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবির, নবাগত অথবা মধ্যম। অতএব ইহাকেই 'যো পন' (যেকোনো) বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু, ভিক্ষাচর্যে উপনীত অর্থে ভিক্ষু, ছিন্নবস্ত্রধারী অর্থে ভিক্ষু, সীমা সম্মুতিপ্রাপ্ত ভিক্ষু, প্রতিজ্ঞা দ্বারা ভিক্ষু, 'এসো ভিক্ষু!' এরূপে তথাগত কর্তৃক আহ্বানকৃত ভিক্ষু, ত্রিশরণ গ্রহণের মাধ্যমে

উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষু, ভদ্র ভিক্ষু[১], সার ভিক্ষু[২], শৈখ্য ভিক্ষু, অশৈখ্য ভিক্ষু, সমগ্র সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হয়ে জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষু। এখানে সমগ্র সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হয়ে জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"অনুপসম্পন্নো" অর্থে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ব্যতীত অবশিষ্ট সকলকেই অনুপসম্পন্ন বুঝায়।

"পদসো" অর্থে পদ, অনুপদ, অনুঅক্ষর এবং অনুব্যঞ্জনকে বুঝায়।

এখানে 'পদ' বলতে একই সাথে আবৃত্তি শুরু করে একই সাথে শেষ করা বুঝায়। 'অনুপদ' বলতে পৃথকভাবে শুরু করে একই সাথে শেষ করা বুঝায়। 'অনুঅক্ষর' বলতে ভিক্ষু 'রূপং অনিচ্চং' এরূপে আবৃত্তি করে 'শ্রমণ, আমার সাথে সাথে বল' এই বলে একই সাথে শুরু করা বুঝায়। 'অনুব্যঞ্জন' বলতে ভিক্ষু 'রূপং অনিচ্চং' এরূপে আবৃত্তি শেষ করলে অতঃপর শ্রমণ উপরোক্ত গাথা আবৃত্তির সাথে সাথে 'বেদনং অনিচ্চং' আবৃত্তি করা বুঝায়।

যা পদ, অনুপদ, অনুঅক্ষর এবং অনুব্যঞ্জন এই সকলের সমষ্টিকেই 'পদসো' বলা হয়।

"ধম্মো" বলতে বুদ্ধভাষিত, শ্রাবকভাষিত, ঋষিভাষিত, দেবভাষিত, অর্থকথায় বর্ণিত (অত্থুপসংহিতো[৩]) ও পালিতে বর্ণিত (ধম্মুপসংহিতো[৪]) উপদেশই বুঝায়।

"বাচেয্য" বলতে পদ দ্বারা ধর্ম শিক্ষা দিলে, প্রতি পদে পদে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অক্ষর দ্বারা ধর্ম শিক্ষা দিলে, প্রতি অক্ষরে অক্ষরে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪৭. অনুপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় পদসোধর্ম শিক্ষা দিলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে 'উপসম্পন্ন কি না' সন্দেহবশত পদসোধর্ম শিক্ষা দিলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় পদসোধর্ম শিক্ষা দিলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

উপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। উপসম্পন্নকে 'উপসম্পন্ন কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। উপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন

---

[১]. যেই ভিক্ষু পাপ হতে বিরতি হয়ে শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাধি ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে বিমুক্তি এবং বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনের অধিকারী হন, তাঁকে ভদ্র ভিক্ষু বলে অবিহিত করা হয়।

[২]. শীলসারাদির অধিকারী এবং ক্লেশাদির অকুশল ধ্বংসকারী ভিক্ষুকে বুঝায়।

[৩]. অত্থুপসংহিতোতি অট্ঠকথানিস্সিতো। (সম. পাসা.)

[৪]. ধম্মুপসংহিতোতি পালিনিস্সিতো। (সম. পাসা.)

ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৪৮. **অনাপত্তি :** একই সাথে উদ্দেস বা আবৃত্তিকালে, একই সাথে অধ্যয়নকালে, সকলেই অধিগত গ্রন্থ মুখস্থ আবৃত্তি করলে এবং সূত্র আবৃত্তি করলে কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[পদসোধম্ম চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫. সহসেয্য সিক্খাপদং

(সহশয়ন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৪৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান আলবীতে অগ্গালব চৈত্যে[১] অবস্থান করছিলেন। তখন উপাসকগণ ধর্মশ্রবণার্থে বিহারে আগমন করতেন। স্থবির ভিক্ষুগণও ধর্মদেশনা অন্তে যথায় নিজ নিজ আবাসস্থল তথায় চলে যেতেন। কিন্তু নবাগত তরুণ ভিক্ষুগণ সেই উপস্থানশালায় উপাসকদের সাথে অসংযম ও অসজ্ঞানে নগ্ন অবস্থায় নাক ডাকতে ডাকতে শয়ন করতে লাগলেন। ইহা দেখে উপাসকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ভিক্ষুগণ অসংযম ও অসজ্ঞানে নগ্ন অবস্থায় নাক ডাকতে ডাকতে উপাসকদের সাথে শয়ন করবেন?"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই উপাসকদের নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রকাশ শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ভিক্ষুগণ অনুপসম্পন্নের সাথে শয়ন করবেন?" তৎপর ভিক্ষুগণ সেই নবাগত তরুণ ভিক্ষুদের অনেক প্রকারে তিরস্কার-ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুগণ নাকি অনুপসম্পন্নের সাথে শয়ন করছে? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" বুদ্ধ ভগবান তা অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে প্রকাশ করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, কী হেতু সেই মোঘপুরুষেরা অনুপসম্পন্নের সাথে শয়ন করবে? এমন আচরণ

---

[১]. আলবী নগর শ্রাবস্তী হতে ত্রিশ যোজন এবং বারাণসী (বর্তমান বেনারস) হতে সম্ভাব্য দ্বাদশ যোজন দূরত্ববিশিষ্ট একটি নগর। ইহা শ্রাবস্তী এবং রাজগৃহের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। আর অগ্গালব চৈত্যটি এই নগরের অতি নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। বুদ্ধ ভগবান বুদ্ধত্ব লাভ করার পর এখানে বহু বর্ষাবাস যাপন করেছিলেন।

কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা উৎপাদন এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে। অতএব হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যো পন ভিক্‌খু অনুপসম্পন্নেন সহসেয্যং কপ্পেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু অনুপসম্পন্নের সাথে শয়ন করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্য এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হলো।

৫০. অনন্তর ভগবান আলবীতে যথাভিরুচি অবস্থান করে যথায় কোশাম্বী তথায় বিচরণার্থে প্রস্থান করলেন। অনুক্রমে বিচরণ করতে করতে যথায় কোশাম্বী তথায় উপস্থিত হলেন। অতঃপর ভগবান তথাস্থ কোশাম্বীতে বদবিকারামে অবস্থান করতে লাগলেন। তখন ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান রাহুলকে বললেন, "আবুসো রাহুল, ভগবান কর্তৃক এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে যে 'কোনো ভিক্ষু অনুপম্পন্নের সাথে শয়ন করতে পারবে না।' অতএব আবুসো রাহুল, অন্যত্র শয়নাসন অনুসন্ধান কর।" তৎপর আয়ুষ্মান রাহুল অনেক খোঁজ করার পরও কোথাও শয্যাসন লাভ না করায় ভগবানের শৌচাগারেই শয়ন করলেন।

অনন্তর ভগবান রাত্রির প্রত্যুষ সময়ে আসন হতে উঠে যথায় শৌচাগার তথায় উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে গলার কাঁশির শব্দ করলে, সাথে সাথে আয়ুষ্মান রাহুলও গলার কাঁশির শব্দ করলেন। তখন ভগবান বললেন, "ভিতরে কে?" "ভগবান, আমি রাহুল।" "হে রাহুল, তুমি এখানে উপবিষ্ট হয়েছ কেন?" অতঃপর আয়ুষ্মান রাহুল ভগবানকে সমস্ত বিষয় সবিস্তারে জ্ঞাপন করলে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করে বললেন :

হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি, এখন হতে ভিক্ষু অনুপসম্পন্নের সাথে দুই-তিন রাত্রি শয়ন করতে পারবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৫১. "যো পন ভিক্‌খু অনুপসম্পন্নেন উত্তরিদ্বিরত্তিতিরত্তং সহসেয্যং কপ্পেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু অনুপসম্পন্নের সাথে দুই বা তিন রাত্রির অধিক শয়ন করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৫২. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"অনুপসম্পন্নো" বলতে ভিক্ষু ব্যতীত অবশিষ্ট সকলকেই অনুপসম্পন্ন বুঝায়।

"উত্তরিদ্বিরত্তিতিরত্তং" বলতে দুই বা তিন রাত্রির অধিক বুঝায়।

"সহ" বলতে একত্রে বা একই সাথে বুঝায়।

"সেয্যা" অর্থে সমস্ত আচ্ছন্ন বা সমস্ত পরিচ্ছন্ন শয্যা এবং অধিকাংশ আচ্ছন্ন বা অধিকাংশ পরিচ্ছন্ন শয্যা বুঝায়।

"সেয্যং কপ্পেয্য" বলতে চতুর্থ দিবসে সূর্যোদয়কালে অনুপসম্পন্ন শায়িত অবস্থায় ভিক্ষু শয়ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ভিক্ষু শায়িত অবস্থায় অনুপসম্পন্ন শয়ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অথবা উভয়েই শয়ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। শয়ন হতে উঠে পুনঃপুন শয়ন করলেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৫৩. অনুপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় দুই বা তিন রাত্রির অধিক শয়ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে 'অনুপসম্পন্ন কি না' সন্দেহবশত দুই বা তিন রাত্রির অধিক শয়ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় দুই বা তিন রাত্রির অধিক শয়ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অর্ধাচ্ছন্ন ও অর্ধপরিচ্ছন্ন স্থানে শয়ন করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। উপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় শয়ন করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। উপসম্পন্নকে 'উপসম্পন্ন কি না' সন্দেহবশত শয়ন করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। উপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় শয়ন করলে, কোনো অপরাধ হয় না।

৫৪. **অনাপত্তি :** দুই বা তিন রাত্রি বাস করলে, দুই বা তিন রাত্রির কম বাস করলে, দুই রাত্রি বাস করার পর তৃতীয় রাত্রির সূর্যোদয় না করে পুনরায় বাস করলে, সমস্ত আচ্ছন্ন, কিন্তু সমস্ত অপরিচ্ছন্ন; সমস্ত পরিচ্ছন্ন, কিন্তু সমস্ত আচ্ছন্ন নয়; অধিকাংশ আচ্ছন্ন, কিন্তু অধিকাংশ অপরিচ্ছন্ন; অধিকাংশ পরিচ্ছন্ন, কিন্তু অধিকাংশ আচ্ছন্ন নয় এমন স্থানে অনুপসম্পন্ন শায়িত অবস্থায় ভিক্ষু উপবেশন করলে, ভিক্ষু শায়িত অবস্থায় অনুপসম্পন্ন উপবেশন করলে অথবা উভয়েই উপবেশন করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[সহসেয্য পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬. দুতিয সহসেয্য সিক্খাপদং

(দ্বিতীয় সহশয়ন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৫৫. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ[১] কোশল জনপদে[২] শ্রাবস্তীর উদ্দেশে গমনকালে সন্ধ্যায় অন্যতর এক গ্রামে উপনীত হলেন। তখন সেই গ্রামে অন্যতরা এক স্ত্রীলোকের প্রজ্ঞাপ্ত (প্রস্তুতকৃত) অবসথাগার (বিশ্রামাগার) ছিল। অতঃপর আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ যথায় সেই স্ত্রীলোক তথায় উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে সেই স্ত্রীলোককে এভাবে বললেন, "হে ভগিনি, যদি তোমার কোনোরূপ অসুবিধা না হয়, তবে এই অবসথাগারে একরাত্রি বাস করব।" "ভন্তে, বাস করুন" এই বলে সেই স্ত্রীলোক প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন।

অনন্তর অন্য পথিকেরাও যথায় সেই স্ত্রীলোক তথায় উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে সেই স্ত্রীলোককে তাঁরাও এভাবে বললেন, "আর্যে, যদি আপনার কোনোরূপ অসুবিধা না হয়, তবে আমরা একরাত্রি এই অবসথাগারে বাস করব।" তখন সেই স্ত্রীলোক প্রত্যুত্তরে বললেন, "এই আর্য শ্রমণ অগ্রে এসেছেন; সুতরাং তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে আপনারাও বাস করতে পারেন।"

অনন্তর সেই পথিকেরা যেখানে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ সেখানে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে বললেন, "ভন্তে, যদি আপনার কোনোরূপ অসুবিধা না হয়, তবে আমরা এই অবসথাগারে একরাত্রি বাস করব।" "আবুসো, বাস করুন" এই বলে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ প্রত্যুত্তর দিলেন।

অনন্তর সেই স্ত্রীলোক আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে দেখে কামাসক্ত চিত্ত উৎপন্ন হলো। অতএব সেই স্ত্রীলোক যথায় আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ তথায় উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে বললেন, "ভন্তে আর্য, আপনি এই লোকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সুখে রাত কাটাতে পারবেন না। তাই আমি আর্যের জন্য উত্তমরূপে গৃহাভ্যন্তরে শয্যাসন প্রস্তুত করব।" তখন

---

[১]. ভগবান বুদ্ধের জেঠতুত্ ভাই এবং মহাশ্রাবকদের মধ্যেও অন্যতম। তিনি শাক্যবংশীয় অমিতোধনের পুত্র এবং মহানাম শাক্যের ভ্রাতা। গৌতম বুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ত্রয়োদশ ধুতাঙ্গ ব্রত একইসাথে পালন করতে পারতেন বলেও তাঁর বিশেষ খ্যাতি সর্বজনবিদিত।

[২]. তৎকালীন ষোলটি মহাজনপদের মধ্যে ইহা দ্বিতীয় অন্যতম সমৃদ্ধ জনপদ।

আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

অতঃপর সেই স্ত্রীলোক আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের জন্য গৃহাভ্যন্তরে শয়নকক্ষে শয্যাসন প্রস্তুত করলেন এবং অলঙ্কার প্রতিযুক্তা ও সুগন্ধি প্রতিযুক্তা হয়ে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে বললেন, "ভন্তে, আমি আর্যের প্রণয়িনী হবো।" এভাবে বলা হলে, আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ নীরব রইলেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার সেই স্ত্রীলোক আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে বললেন, "ভন্তে আর্য, আপনি অত্যন্ত রূপবান, সুদর্শন এবং অতীব সুন্দর। আর আমিও অত্যন্ত রূপবতী, সুদর্শনা এবং অতীব সুন্দরী। সুতরাং ভন্তে আর্য, আমার সমস্ত ধনদৌলত গ্রহণপূর্বক এই উত্তম শয্যাসন গ্রহণ করুন"—এভাবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার বলা সত্ত্বেও আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ নীবর রইলেন।

অনতিবিলম্বে সেই স্ত্রীলোক দেহের সমস্ত কাপড় ফেলে দিয়ে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের সামনে চংক্রমণ করতে লাগলেন, দাঁড়াতে লাগলেন, উপবেশন করতে লাগলেন এবং শয়ন করতে লাগলেন। তখন আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ সমস্ত ইন্দ্রিয় নিচয় সংযত করে সেই স্ত্রীলোকটির মুখপানে একটুও অবলোকন না করে এবং কোনোরূপ আলাপও না করে নীরব রইলেন। কিছুক্ষণ পর সেই স্ত্রীলোকটি চিন্তা করতে লাগলেন, "অহো, কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত! বহু মানুষ শত সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে আমার পাণি গ্রহণ করে থাকে! অথচ এই শ্রমণ স্বয়ং আমার দ্বারা যাচিত হয়েও সমস্ত ধনদৌলত এবং শয্যাসন গ্রহণ করতে ইচ্ছাপোষণ করেন না!"

কিয়ৎক্ষণ এভাবে চিন্তা করার পর খুলে ফেলা কাপড় পরিধান করে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের পদতলে মাথা নত করে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে বললেন, "ভন্তে, আমি যথাবাল, যথামূর্খা হয়ে যেই অকুশল সম্পাদন করেছি; আমার তৎসমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন। ভন্তে আর্য, অনাগতে সংযত হওয়ার নিমিত্ত আপনি আমার সমস্ত অপরাধ অপরাধ হিসেবে অবধারণ করুন।" তখন আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ বললেন, "ভগিনি, ইহা অতি উত্তম তুমি যথাবাল, যথামূর্খা হয়ে যেই অকুশল সম্পাদন করেছিলে, তৎসমস্ত অপরাধ স্বীকার করছ। ভগিনি, যেহেতু তুমি অপরাধকে অপরাধ হিসেবে অনুধাবন করে যথাধর্ম প্রতিকার করছ। তদ্ধেতু আমরা অবশ্যই তোমাকে ক্ষমা করব। হে ভগিনি, আর্যবিনয়ে যিনি অপরাধকে অপরাধ হিসেবে যথাধর্ম প্রতিকার করেন, তিনি ভবিষ্যতে সংযম অবলম্বন করেন।"

অনন্তর সেই স্ত্রীলোক রাত্রির শেষে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে উৎকৃষ্ট

ওজশক্তিসম্পন্ন খাদ্য-ভোজ্যাদি নিজ হাতে পরিবেশনপূর্বক পরিতৃপ্ত করে পাত্র হতে হস্ত অপসারণ করে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্টা সেই স্ত্রীলোকটিকে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ ধর্মকথায় আনন্দিত, পুলকিত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহংসিত করলেন।

তৎপর সেই স্ত্রীলোক আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ কর্তৃক ধর্মকথায় আনন্দিত, পুলকিত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহংসিত হয়ে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে বললেন, "ভন্তে, অতি আশ্চর্য, অতি অদ্ভূত, যেমন অধোমুখী পাত্রকে ঊর্ধ্বমুখী করলেন, আচ্ছাদিতকে খুলে দিলেন, পথভ্রষ্টকে পথ প্রদর্শন করলেন এবং চক্ষুষ্মান রূপ দর্শনের নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করলেন। এভাবে বহু প্রকারে আর্য অুনরুদ্ধ কর্তৃক ধর্ম প্রকাশিত হলো। ভন্তে, আমি ভগবান তথাগত বুদ্ধের শরণ, তৎপ্রচারিত ধর্মের শরণ এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত সংঘের শরণ গ্রহণ করছি। হে আর্য, আজ হতে আমাকে আজীবন বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণাগত উপাসিকারূপে অবধারণ করুন।"

অনন্তর আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ শ্রাবস্তীতে গমনপূর্বক ভিক্ষুদের নিকট সমস্ত বিষয় প্রকাশ করলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ মনুষ্যস্ত্রীর সাথে একত্রে শয়ন করবেন?" অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে তিরস্কার-ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে অনুরুদ্ধ, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি মনুষ্যস্ত্রীর সাথে একত্রে শয়ন করেছিলে? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" বুদ্ধ ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে বললেন, অনুরুদ্ধ, কী হেতু তুমি মনুষ্যস্ত্রীর সাথে একত্রে শয়ন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৫৬. "যো পন ভিক্‌খু মাতুগামেন সহসেয্যং কপ্পেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : যেকোনো ভিক্ষু মনুষ্যস্ত্রীর সাথে একত্রে শয়ন করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৫৭. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্‌খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা

উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"মাতুগামো" অর্থে যক্ষিনী, প্রেতিনী এবং তির্যগ্‌জাতীয়া স্ত্রী নয়; শুধুমাত্র মনুষ্যস্ত্রীকেই বুঝানো হয়েছে। এমনকি অদ্য দিবসে জাত মেয়ে শিশু পর্যন্ত আর তদতিরিক্ত বয়স্কা মনুষ্যস্ত্রীর কথাই বা কি!

"সহ" বলতে একত্রে বা একই সাথে বুঝায়।

"সেয্যা" অর্থে সমস্ত আচ্ছন্ন বা সমস্ত পরিচ্ছন্ন শয্যা এবং অধিকাংশ আচ্ছন্ন বা অধিকাংশ পরিচ্ছন্ন শয্যা বুঝায়।

"সেয্যং কপ্পেয্য" বলতে সূর্যোদয়ের সময় মনুষ্যস্ত্রী শায়িতা অবস্থায় ভিক্ষু শয়ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ভিক্ষু শায়িত অবস্থায় মনুষ্যস্ত্রী শয়ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ভিক্ষু ও মনুষ্যস্ত্রী উভয়েই একত্রে শয়ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। শয্যা হতে উঠে পুনঃপুন শয়ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৫৮. মনুষ্যস্ত্রীকে মনুষ্যস্ত্রী ধারণায় একত্রে শয়ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। মনুষ্যস্ত্রীকে 'মনুষ্যস্ত্রী কি না' সন্দেহবশত একত্রে শয়ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। মনুষ্যস্ত্রীকে অমনুষ্যস্ত্রী ধারণাবশত একত্রে শয়ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অর্ধাচ্ছন্ন বা অর্ধপরিচ্ছন্ন স্থানে একত্রে শয়ন করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। যক্ষিনী, প্রেতিনী, পণ্ডক (নপুংসক) ও তির্যগ্‌জাতীয়া স্ত্রীর সাথে একত্রে শয়ন করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। অমনুষ্যস্ত্রীকে মনুষ্যস্ত্রী ধারণাবশত একত্রে শয়ন করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। অমনুষ্যস্ত্রীকে 'মনুষ্যস্ত্রী কি না' সন্দেহবশত একত্রে শয়ন করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। অমনুষ্যস্ত্রীকে অমনুষ্যস্ত্রী ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৫৯. **অনাপত্তি :** সমস্ত আচ্ছন্ন, কিন্তু সমস্ত পরিচ্ছন্ন নয়; সমস্ত পরিচ্ছন্ন, কিন্তু সমস্ত আচ্ছন্ন নয় এবং অধিকাংশ আচ্ছন্ন, কিন্তু অধিকাংশ পরিচ্ছন্ন নয়; অধিকাংশ পরিচ্ছন্ন, কিন্তু অধিকাংশ আচ্ছন্ন নয় এমন স্থানে মনুষ্যস্ত্রী শায়িতা অবস্থায় ভিক্ষু উপবেশন করলে, ভিক্ষু শায়িত অবস্থায় মনুষ্যস্ত্রী উপবেশন করলে অথবা উভয়েই উপবেশন করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[দুতিয় সহসেয্য ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৭. ধম্মদেসনা সিক্খাপদং

(মনুষ্যস্ত্রীকে ধর্মদেশনা সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৬০. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান উদায়ী শ্রাবস্তীতে প্রায়শ গৃহস্থকুলে (পরিবারে) যাতায়াত করতেন। এক সময় আয়ুষ্মান উদায়ী পূর্বাহ্ণ সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র গ্রহণ করলেন এবং যথায় অন্যতর গৃহস্থ পরিবার তথায় উপস্থিত হলেন। তখন গৃহকর্ত্রী গৃহদ্বারে এবং গৃহস্থ পুত্রবধু অবসথাগারদ্বারে উপবিষ্ট ছিলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান উদায়ী যথায় গৃহকর্ত্রী তথায় উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে গৃহকর্ত্রীর নিকটে গিয়ে কানে কানে চুপি চুপি করে ধর্মদেশনা করলেন। তখন ইহা দেখে গৃহস্থ পুত্রবধুর মনে এই চিন্তা উদিত হলো—"এই শ্রমণ কি আমার শ্বাশুড়ীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনে এসেছেন? তা না হলে এসেছেন কেন?"

তৎপর আয়ুষ্মান উদায়ী গৃহকর্ত্রীকে কানে কানে চুপি চুপি করে ধর্মদেশনা করার পর যথায় গৃহস্থ পুত্রবধু তথায় উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে গৃহস্থ পুত্রবধুকেও কানে কানে চুপি চুপি করে ধর্মদেশনা করলেন। তখন ইহা দেখে গৃহকর্ত্রীর মনেও এই চিন্তা উদিত হলো—"এই শ্রমণ কি গৃহস্থ পুত্রবধুর সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনে এসেছেন? তা না হলে এসেছেন কেন?"

অনন্তর আয়ুষ্মান উদায়ী গৃহস্থ পুত্রবধুকে কানে কানে চুপি চুপি করে ধর্মদেশনা করার পর আরামে (বিহারে) চলে গেলেন। অনতিবিলম্বে গৃহকর্ত্রী গৃহস্থ পুত্রবধুকে বলল, "হে পুত্রবধু, এই শ্রমণ তোমাকে কী বললেন?" "আর্যা, এই শ্রমণ আমাকে ধর্মদেশনা করেছেন।" গৃহস্থ পুত্রবধু গৃহকর্ত্রীকে পাল্টা জিজ্ঞাসা করলেন, "আর্যা, তিনি আপনাকে কী বলেছেন?" "আমাকেও তো ধর্মদেশনা করেছেন।" অতঃপর তারা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন আয়ুষ্মান উদায়ী মাতৃজাতিকে কানে কানে চুপি চুপি করে ধর্মদেশনা করবেন? আর্যগণ কর্তৃক খোলামেলা উন্মুক্ত স্থানে ধর্ম দেশিত হওয়া উচিত নয় কি?"

তৎপর ভিক্ষুগণ সেই স্ত্রীলোকদের নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্য দুর্নাম বাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন আয়ুষ্মান উদায়ী মনুষ্যস্ত্রীকে ধর্মদেশনা করবেন?" অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান উদায়ীকে অনেক প্রকারে

তিরস্কার-ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে আয়ুষ্মান উদায়ীকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে উদায়ী, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি মনুষ্যস্ত্রীকে ধর্মদেশনা করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" বুদ্ধ ভগবান তা অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষ, কী হেতু তুমি মনুষ্যস্ত্রীকে ধর্মদেশনা করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা উৎপাদন এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যো পন ভিক্‌খু মাতুগামস্‌স ধম্মং দেসেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু মনুষ্যস্ত্রীকে ধর্মদেশনা করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্য এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হলো।

৬১. সে সময়ে উপাসিকাবৃন্দ ভিক্ষুগণকে দেখে এরূপ বলল, "আর্য, আসুন আমাদের ধর্মদেশনা প্রদান করুন।" সেই ভিক্ষুগণ বললেন, "ভগিনি, ভিক্ষু মনুষ্যস্ত্রীকে ধর্মদেশনা করতে পারে না।" অতঃপর সেই উপাসিকারা আবারও আকুলস্বরে নিবেদন করে বলল, "আর্য, ধর্ম জ্ঞাত হওয়ার নিমিত্ত এস্থলে মাত্র পাঁচ-ছয় বাক্য হলেও ধর্মদেশনা প্রদান করুন।" সেই ভিক্ষুগণ আবারও তা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে বললেন, "ভগিনি, একজন ভিক্ষু মনুষ্যস্ত্রীকে ধর্মদেশনা করতে পারে না।" এভাবে সন্দিগ্ধ হয়ে ভিক্ষুগণ ধর্মদেশনা করলেন না। অতএব সেই উপাসিকাবৃন্দ এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগল, "কেন আর্যগণ আমাদের দ্বারা যাচিত হয়েও ধর্মদেশনা করবেন না?"

ভিক্ষুগণ সেই উপাসিকাদের নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্য দুর্নাম বাক্য শুনতে পেলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জানালে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, মনুষ্যস্ত্রীকে পাঁচ-ছয় বাক্য মাত্র ধর্মদেশনা করবে।" অতএব হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যো পন ভিক্‌খু মাতুগামস্‌স উত্তরিছপ্পঞ্চবাচাহি ধম্মং দেসেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু মনুষ্যস্ত্রীকে পাঁচ-ছয় বাক্যের অধিক ধর্মদেশনা

করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্য এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হলো।

৬২. সে সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ 'ভগবান কর্তৃক শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয়েছে যে, মাতৃজাতিকে পাঁচ-ছয় বাক্য মাত্র ধর্মদেশনা করবে' এই ভেবে তারা অজ্ঞ, অবুঝ পুরুষকে পাশে উপবেশন করিয়ে মনুষ্যস্ত্রীকে ধর্মদেশনা করতে লাগলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অজ্ঞ, অবুঝ পুরুষকে পাশে উপবেশন করিয়ে মনুষ্যস্ত্রীকে ধর্মদেশনা করবেন?" অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের অনেক প্রকারে তিরস্কার-ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে সেই ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি অজ্ঞ, অবুঝ পুরুষকে পাশে উপবেশন করিয়ে মনুষ্যস্ত্রীকে ধর্মদেশনা করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান তা অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা অজ্ঞ, অবুঝ পুরুষকে পাশে উপবেশন করিয়ে মনুষ্যস্ত্রীকে ধর্মদেশনা করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা উৎপাদন এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৬৩. "যো পন ভিক্খু মাতুগামস্স উত্তরিছপ্পঞ্চবাচাহি ধম্মং দেসেয্য অঞ্ঞত্রবিঞ্ঞুনা পুরিসবিগ্গহেন পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : যেকোনো ভিক্ষু বিজ্ঞ পুরুষ ব্যতীত মনুষ্যস্ত্রীকে পাঁচ-ছয় বাক্যের অধিক ধর্মদেশনা করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৬৪. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"মাতুগামো" অর্থে যক্ষিনী, প্রেতিনী, তির্যগ্জাতীয়া স্ত্রী নয়; শুধুমাত্র সুভাষিত-দুর্ভাষিত ও সুবাক্য ও কুবাক্যাদি (দুট্ঠূল্লাদুট্ঠূল্লং) জানতে বুঝতে সক্ষম—এমন জ্ঞানবতী মনুষ্যস্ত্রীকেই বুঝায়।

"উত্তরিছপ্পঞ্চবাচাহীতি" বলতে পাঁচ-ছয় বাক্যের অধিক বুঝায়।

"ধম্মো" অর্থে বুদ্ধভাষিত, শ্রাবকভাষিত, ঋষিভাষিত, অর্থকথায় বর্ণিত ও পালিতে বর্ণিত উপদেশই বুঝায়।

"দেসেয্য" বলতে পদ দ্বারা অর্থাৎ একসাথে আবৃত্তি শুরু করে একই সাথে শেষ করার মাধ্যমে ধর্মদেশনা করলে, প্রতি বাক্যে বাক্যে (পদে পদে) পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অক্ষর দ্বারা অর্থাৎ ভিক্ষু 'রূপং অনিচ্চং' এরূপ আবৃত্তি করার পর 'হে শ্রমণ, আমার সাথে বল' এভাবে বলে একই সাথে শুরু করার মাধ্যমে ধর্শদেশনা করলে, প্রতি অক্ষরে অক্ষরে (অক্খরক্খরায) পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"অঞ্ঞত্র বিঞ্ঞুনা পুরিসবিগ্গহেন" বলতে বিজ্ঞ পুরুষ ব্যতীত। এখানে 'বিজ্ঞ' অর্থে সুভাষিত-দুর্ভাষিত ও সুবাক্য-কুবাক্যাদি (দুট্ঠূল্লাদুট্ঠূল্লং) জানতে বুঝতে সক্ষম—এমন দক্ষ জ্ঞানবান পুরুষকে বুঝায়।

৬৫. মনুষ্যস্ত্রীকে মনুষ্যস্ত্রী ধারণায় বিজ্ঞ পুরুষ ব্যতীত পাঁচ-ছয় বাক্যাধিক ধর্মদেশনা করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। মনুষ্যস্ত্রীকে 'মনুষ্যস্ত্রী কি না' সন্দেহবশত বিজ্ঞ পুরুষ ব্যতীত পাঁচ-ছয় বাক্যের অধিক ধর্মদেশনা করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। মনুষ্যস্ত্রীকে অমনুষ্যস্ত্রী ধারণায় বিজ্ঞ পুরুষ ব্যতীত পাঁচ-ছয় বাক্যাধিক ধর্মদেশনা করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

বিজ্ঞ পুরুষ ব্যতীত যক্ষিনী, প্রেতিনী, পণ্ডক (নপুংসক), তির্যগ্জাতীয়া অমনুষ্যস্ত্রীকে 'মনুষ্যস্ত্রী কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অমনুষ্যস্ত্রীকে অমনুষ্যস্ত্রী ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৬৬. **অনাপত্তি :** বিজ্ঞ পুরুষ সাথে করে পাঁচ-ছয় বাক্যের অধিক ধর্মদেশনা করলে, পাঁচ-ছয় বাক্যের কম ধর্মদেশনা করলে, আসন হতে উঠে পুনরায় উপবেশনপূর্বক ধর্মদেশনা করলে, মনুষ্যস্ত্রী আসন হতে উঠে পুনঃ উপবেশন করলে, অন্য স্ত্রীকে ধর্মদেশনা করলে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে বললে, অপরকে দেশনা করার সময় মনুষ্যস্ত্রী শুনলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[ধম্মদেসনা সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৮. ভূতারোচন সিক্খাপদং

(ধ্যান-বিমোক্ষাদি প্রকাশ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৬৭. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান বৈশালীতে কূটাগার শালায় মহাবিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন বহুসংখ্যক ভিক্ষু পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন ও পরস্পর হিতৈষী হয়ে বগ্গমুদা নদীতীরে বর্ষাবাস শুরু করেছিলেন। সে সময় বজ্জীদের দুর্ভিক্ষ উৎপন্ন হলো এবং ভিক্ষুদের পক্ষে ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়ল।

অনন্তর সেই ভিক্ষুদের মনে এই চিন্তা উদিত হলো—"বর্তমানে বজ্জীদের দুর্ভিক্ষ উৎপন্ন হয়েছে, তদ্ধেতু আমাদের পক্ষেও ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়েছে। অতএব এখন আমরা কোন উপায় অবলম্বনে সকলে মিলেমিশে সন্তুষ্ট চিত্তে বাদ-বিসম্বাদবিহীন হয়ে সুখে বর্ষাবাস যাপন করতে পারব? এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহেও কোনোরূপ দুর্ভোগ পোহাতে হবে না?"

তখন কেউ কেউ এরূপ বললেন, "আবুসো, আসুন আমরা এখন হতে গৃহীদের কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করি; তাহলেই কেবল তারা আমাদের দিতে ইচ্ছা পোষণ করবে। তদ্ধেতু আমরা সকলে মিলেমিশে সন্তুষ্ট চিত্তে বাদ-বিসম্বাদবিহীন হয়ে সুখে বর্ষাবাস যাপন করতে পারব এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহেও কোনোরূপ দুর্ভোগ পোহাতে হবে না।"

কেউ কেউ এরূপ বললেন, "দেখুন আবুসো, গৃহীদের কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা কি উচিত হবে? বরং আবুসো, আসুন আমরা গৃহীদের দূতের কার্য গ্রহণ করি। তাহলেই কেবল তারা আমাদের দিতে ইচ্ছা পোষণ করবে। তদ্ধেতু আমরা সকলে মিলেমিশে সন্তুষ্ট চিত্তে বাদ-বিসম্বাদবিহীন হয়ে সুখে বর্ষাবাস যাপন করতে পারব এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহেও কোনোরূপ দুর্ভোগ পোহাতে হবে না।"

কেউ কেউ এরূপ বললেন, "দেখুন আবুসো, গৃহীদের কাজের দায়িত্ব গ্রহণ কিংবা গৃহীদের দূতের কার্য গ্রহণ করা কি উচিত হবে? বরং আবুসো, আসুন আমরা পরস্পরের অধিগত ধ্যান-বিমোক্ষাদির কথা (উত্তরি-মনুস্সধম্মং) এভাবে গৃহীদের নিকট প্রকাশ করব—'অমুক ভিক্ষু প্রথম ধ্যানলাভী, অমুক ভিক্ষু দ্বিতীয় ধ্যানলাভী, অমুক ভিক্ষু তৃতীয় ধ্যানলাভী, অমুক ভিক্ষু চতুর্থ ধ্যানলাভী, অমুক ভিক্ষু স্রোতাপন্ন, অমুক ভিক্ষু সকৃদাগামী, অমুক ভিক্ষু অনাগামী, অমুক ভিক্ষু অর্হৎ, অমুক ভিক্ষু ত্রিবিদ্যাসম্পন্ন এবং অমুক ভিক্ষু ষড়ভিজ্ঞাসম্পন্ন।' এভাবে প্রকাশ করলে তারা আমাদের দান

দিতে ইচ্ছা পোষণ করবে। অতএব আমরা সকলে মিলেমিশে সন্তুষ্ট চিত্তে বাদ-বিসম্বাদবিহীন হয়ে সুখে বর্ষাবাস যাপন করতে পারব এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহেও কোনোরূপ দুর্ভোগ পোহাতে হবে না। অতএব আসুন আবুসো, আমরা গৃহীদের নিকট পরস্পরের ধ্যান-বিমোক্ষাদির কথা প্রকাশ করি—ইহাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়তর হবে।"

অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ গৃহীদের নিকট পরস্পরের ধ্যান-বিমোক্ষাদির কথা এভাবে প্রকাশ করতে লাগলেন, "অমুক ভিক্ষু প্রথম ধ্যানলাভী, অমুক ভিক্ষু দ্বিতীয় ধ্যানলাভী, অমুক ভিক্ষু তৃতীয় ধ্যানলাভী, অমুক ভিক্ষু চতুর্থ ধ্যানলাভী, অমুক ভিক্ষু স্রোতাপন্ন, অমুক ভিক্ষু সকৃদাগামী, অমুক ভিক্ষু অনাগামী, অমুক ভিক্ষু অর্হৎ, অমুক ভিক্ষু ত্রিবিদ্যাসম্পন্ন এবং অমুক ভিক্ষু ষড়ভিজ্ঞাসম্পন্ন।"

অতঃপর ইহা শুনে সেই লোকেরা এভাবে বলতে লাগলেন, "অহো, আমরা কী ভাগ্যবান, এতাদৃশ শীলবান কল্যাণধর্মী ভিক্ষুগণ ইতিপূর্বে আমাদের এখানে বর্ষাবাস যাপন করেননি; অথচ বর্তমানে আমাদের এখানে বর্ষাবাস যাপন করছেন!" সে কারণে তাঁরা যেরূপ ভোজন ভিক্ষুগণকে দান করতে লাগলেন, তাদৃশ ভোজন তাঁরা নিজেরাও ভোজন করেন না, মাতা-পিতাকেও দেন না; দাস-কর্মচারীকেও দেন না, মিত্র-অমাত্যকেও দেন না, জ্ঞাতি-স্বজনকেও দেন না এবং যেরূপ সুস্বাদু খাদ্য-পানীয় ভিক্ষুগণকে দান করতে লাগলেন, তাদৃশ খাদ্য-পানীয় নিজেরাও খান না, আস্বাদন করেন না এবং পানও করেন না, মাতা-পিতাকেও দেন না, স্ত্রী-পুত্রকেও দেন না, দাস-কর্মচারীকেও দেন না, মিত্র-অমাত্যকেও দেন না এবং জ্ঞাতি-স্বজনকেও দেন না। অতএব সেই ভিক্ষুগণ রূপবান, সজীব ইন্দ্রিয়, মুখবর্ণ প্রসন্ন এবং তাদের দেহচ্ছবি বিপ্রসন্ন হয়ে উঠল।

৬৮. বর্ষাবাস সমাপনান্তে ভগবানকে দর্শনের নিমিত্ত গমন করা ভিক্ষুগণের রীতি। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ বর্ষার তিন মাস গত হলে শয্যাসন গুছায়ে পাত্র-চীবর গ্রহণ করে বৈশালীর উদ্দেশে প্রস্থান করলেন। যথাক্রমে গমন করতে করতে বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় যথায় ভগবান তথায় উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। সে সময় নানা দিকে বর্ষাবাসরত ভিক্ষুগণ কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ এবং তাদের সমস্ত শরীর বিবর্ণ হয়েছিল এবং গাত্রে শিরাসমূহ বিস্তৃত হয়েছিল। অথচ বগ্গমুদা নদীতীরস্থ ভিক্ষুগণ রূপবান, সজীব ইন্দ্রিয়, মুখবর্ণ প্রসন্ন এবং তাদের দেহচ্ছবি বিপ্রসন্ন। আগন্তুক ভিক্ষুগণকে কুশলাকুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা

করা বুদ্ধগণের রীতি। অতঃপর ভগবান বগ্গমুদা নদীতীরস্থ ভিক্ষুগণকে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা সকলে নিরোগ সুস্থ আছো তো? সুখে দিনাতিপাত করেছ তো? সকলে মিলেমিশে সন্তুষ্টচিত্তে বাদ-বিসম্বাদবিহীন হয়ে সুখে বর্ষাবাস যাপন করেছ তো এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহেও কোনোরূপ দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি তো?"

অতঃপর ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে বললেন, "হ্যাঁ ভগবান, আমরা নিরোগ সুস্থ আছি, সুখে দিনাতিপাত করেছি, সকলে মিলেমিশে সন্তুষ্টচিত্তে বাদ-বিসম্বাদবিহীন হয়ে সুখে বর্ষাবাস অতিবাহিত করেছি এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহেও কোনোরূপ দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি।" তথাগতগণ কোনো কোনো বিষয় জেনেও জিজ্ঞাসা করেন; আবার কোনো কোনো বিষয় জেনেও জিজ্ঞাসা করেন না। তথাগতগণ সময় বুঝে কোনো কোনো বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, আবার সময় বুঝে কোনো কোনো বিষয় জিজ্ঞাসা করেন না। তথাগতগণ সদর্থক বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, নিরর্থক বিষয় নয়। তথাগতগণের নিরর্থক আলাপ সমূলে বিনষ্ট হয়েছে। বুদ্ধগণ দ্বিবিধ কারণে ভিক্ষুগণকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে থাকেন; যথা : (১) ধর্মোপদেশ প্রদান করব—এই উদ্দেশে; এবং (২) শ্রাবকদের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব—এই উদ্দেশে।

অনন্তর ভগবান বগ্গমুদা নদীতীরস্থ ভিক্ষুগণকে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে তোমরা সকলে মিলেমিশে সন্তুষ্টচিত্তে বাদ-বিসম্বাদবিহীন হয়ে সুখে বর্ষাবাস অতিবাহিত করেছ? কেনই বা ভিক্ষান্ন সংগ্রহেও কোনোরূপ দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি? অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জ্ঞাপন করলেন। অতঃপর ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, সে সমস্ত তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে কি?" "হ্যাঁ ভগবান, আছে।" বুদ্ধ ভগবান তা অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে প্রকাশ করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, কী হেতু তোমরা উদর পূর্তির নিমিত্ত গৃহীদের নিকট পরস্পরের ধ্যান-বিমোক্ষাদির (উত্তরিমনুস্‌সধম্মং) কথা প্রকাশ করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা উৎপাদন এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৬৯. "যো পন ভিক্‌খু অনুপসম্পন্নস্‌স উত্তরিমনুস্‌সধম্মং আরোচেয্য ভূতস্মিং পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : ধ্যান-বিমোক্ষাদি স্বাধিকারে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তথাপি কোনো ভিক্ষু অনুপসম্পন্নের নিকট নিজের অধিকৃত ধ্যান-বিমোক্ষাদির কথা

প্রকাশ করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৭০. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্‌খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"অনুপসম্পন্নো" অর্থে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ব্যতীত অবশিষ্ট সকলকেই অনুপসম্পন্ন বুঝায়।

"উত্তরিমনুস্‌সধম্মো" অর্থে ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি, সমাপত্তি, জ্ঞানদর্শন, মার্গভাবনা, ফলসাক্ষাৎকরণ, ক্লেশপ্রহাণ, চিত্তের বিনীবরণতা এবং শূন্যাগারে অভিরুচি বুঝায়।

"ধ্যান" অর্থে প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান এবং চতুর্থ ধ্যান বুঝায়।

"বিমোক্ষ" অর্থে শূন্যতা বিমোক্ষ, অনিমিত্ত বিমোক্ষ এবং অপ্রণিহিত বিমোক্ষ বুঝায়।

"সমাধি" অর্থে শূন্যতা সমাধি, অনিমিত্ত সমাধি এবং অপ্রণিহিত সমাধি বুঝায়।

"সমাপত্তি" অর্থে শূন্যতা সমাপত্তি, অনিমিত্ত সমাপত্তি এবং অপ্রণিহিত সমাপত্তি বুঝায়।

"জ্ঞানদর্শন" অর্থে পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান, চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান এবং আসবক্ষয় জ্ঞান—এই ত্রিবিদ্যাকে বুঝায়।

"মার্গভাবনা" অর্থে চারি সতিপট্‌ঠান, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই অভিপ্রেত।

"ফলসাক্ষাৎকরণ" অর্থে স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎকরণ, সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎকরণ, অনাগামীফল সাক্ষাৎকরণ এবং অর্হত্ত্বফল সাক্ষাৎকরণকে বুঝায়।

"ক্লেশপ্রহাণ" অর্থে রাগের প্রহাণ (অপসারণ), দ্বেষের প্রহাণ এবং মোহের প্রহাণ বুঝায়।

"চিত্তের বিনীবরণতা" অর্থে রাগ হতে চিত্তকে মুক্ত রাখা, দ্বেষ হতে চিত্তকে মুক্ত রাখা এবং মোহ হতে চিত্তকে মুক্ত রাখা বুঝায়।

"শূন্যাগারে অভিরুচি" অর্থে প্রথম ধ্যানের মাধ্যমে শূন্যাগারে অভিরুচি, দ্বিতীয় ধ্যানের মাধ্যমে শূন্যাগারে অভিরুচি, তৃতীয় ধ্যানের মাধ্যমে শূন্যাগারে অভিরুচি এবং চতুর্থ ধ্যানের মাধ্যমে শূন্যাগারে অভিরুচি।

৭১. "আরোচেয্য" বলতে 'আমি প্রথম ধ্যান অধিগত করব' এভাবে

অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'আমি প্রথম ধ্যান অধিগত করছি' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'আমি প্রথম ধ্যান অধিগত করেছি' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'আমি প্রথম ধ্যানলাভী' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'আমি প্রথম ধ্যানে অবস্থানকারী' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'আমি দ্বিতীয় ধ্যান অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি দ্বিতীয় ধ্যানলাভী, দ্বিতীয় ধ্যানে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা দ্বিতীয় ধ্যান সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'আমি তৃতীয় ধ্যান অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি তৃতীয় ধ্যানলাভী, তৃতীয় ধ্যানে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা তৃতীয় ধ্যান সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'আমি চতুর্থ ধ্যান অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি চতুর্থ ধ্যানলাভী, চতুর্থ ধ্যানে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা চতুর্থ ধ্যান সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'আমি শূন্যতা বিমোক্ষ অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি শূন্যতা বিমোক্ষলাভী, শূন্যতা বিমোক্ষে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা শূন্যতা বিমোক্ষ সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'আমি অনিমিত্ত বিমোক্ষ অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি অনিমিত্ত বিমোক্ষলাভী, অনিমিত্ত বিমোক্ষে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা অনিমিত্ত বিমোক্ষ সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'আমি অপ্রণিহিত বিমোক্ষ অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি অপ্রণিহিত বিমোক্ষলাভী, অপ্রণিহিত বিমোক্ষে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা অপ্রণিহিত বিমোক্ষ সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'আমি শূন্যতা সমাধি অধিগত করব, অধিগত

করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি শূন্যতা সমাধিলাভী, শূন্যতা সমাধিতে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা শূন্যতা সমাধি সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'আমি অনিমিত্ত সমাধি অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি অনিমিত্ত সমাধিলাভী, অনিমিত্ত সমাধিতে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা অনিমিত্ত সমাধি সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'আমি অপ্রণিহিত সমাধি অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি অপ্রণিহিত সমাধিলাভী, অপ্রণিহিত সমাধিতে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা অপ্রণিহিত সমাধি সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'আমি শূন্যতা সমাপত্তি অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি শূন্যতা সমাপত্তিলাভী, শূন্যতা সমাপত্তিতে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা শূন্যতা সমাপত্তি সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'আমি অনিমিত্ত সমাপত্তি অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি অনিমিত্ত সমাপত্তিলাভী, অনিমিত্ত সমাপত্তিতে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা অনিমিত্ত সমাপত্তি সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'আমি অপ্রণিহিত সমাপত্তি অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি অপ্রণিহিত সমাপত্তিলাভী, অপ্রণিহিত সমাপত্তিতে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা অপ্রণিহিত সমাপত্তি সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'আমি ত্রিবিদ্যা অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা ত্রিবিদ্যালাভী, ত্রিবিদ্যায় অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা ত্রিবিদ্যা সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'আমি চারি সতিপট্ঠান অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি চারি সতিপট্ঠানলাভী, চারি সতিপট্ঠানে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা চারি সতিপট্ঠান সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'আমি চারি সম্যক প্রধান অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি চারি সম্যক প্রধানলাভী, চারি সম্যক প্রধানে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা চারি সম্যক প্রধান সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ

হয়। 'আমি চারি ঋদ্ধিপাদ অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি চারি ঋদ্ধিপাদলাভী, চারি ঋদ্ধিপাদে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা চারি ঋদ্ধিপাদ সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'আমি পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি পঞ্চবললাভী, পঞ্চবলে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা পঞ্চবল সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'আমি সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গলাভী, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'আমি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গলাভী, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'আমি স্রোতাপত্তিফল অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি স্রোতাপত্তিফললাভী, স্রোতাপত্তিফলে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'আমি সকৃদাগামীফল অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি সকৃদাগামীফললাভী, সকৃদাগামীফলে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'আমি অনাগামীফল অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি অনাগামীফললাভী, অনাগামীফলে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা অনাগামীফল সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'আমি অর্হত্ত্বফল অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি অর্হত্ত্বফললাভী, অর্হত্ত্বফলে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা অর্হত্ত্বফল সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'আমার রাগ বর্জিত, পরিত্যক্ত, মুক্ত, প্রহীণ এবং নিক্ষিপ্ত হয়েছে' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

'আমার দ্বেষ বর্জিত, পরিত্যক্ত, মুক্ত, প্রহীণ এবং নিক্ষিপ্ত হয়েছে' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'আমার মোহ বর্জিত, পরিত্যক্ত, মুক্ত, প্রহীণ এবং নিক্ষিপ্ত হয়েছে' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'আমার চিত্ত রাগমুক্ত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'আমার চিত্ত দ্বেষমুক্ত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'আমার চিত্ত মোহমুক্ত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'আমি শূন্যাগারে প্রথম ধ্যান অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি শূন্যাগারে প্রথম ধ্যানলাভী, শূন্যাগারে প্রথম ধ্যানে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা শূন্যাগারে প্রথম ধ্যান সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'আমি শূন্যাগারে দ্বিতীয় ধ্যান অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি শূন্যাগারে দ্বিতীয় ধ্যানলাভী, শূন্যাগারে দ্বিতীয় ধ্যানে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা শূন্যাগারে দ্বিতীয় ধ্যান সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'আমি শূন্যাগারে তৃতীয় ধ্যান অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি শূন্যাগারে তৃতীয় ধ্যানলাভী, শূন্যাগারে তৃতীয় ধ্যানে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা শূন্যাগারে তৃতীয় ধ্যান সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'আমি শূন্যাগারে চতুর্থ ধ্যান অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি শূন্যাগারে চতুর্থ ধ্যানলাভী, শূন্যাগারে চতুর্থ ধ্যানে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা শূন্যাগারে চতুর্থ ধ্যান সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৭২. "আরোচেয্য" বলতে 'আমি প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্যান অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্যানলাভী, প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্যানে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্যান সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'আমি প্রথম ও তৃতীয় ধ্যান অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি প্রথম ও তৃতীয় ধ্যানলাভী, প্রথম ও তৃতীয় ধ্যানে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা প্রথম ও তৃতীয় ধ্যান সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'আমি প্রথম ও চতুর্থ ধ্যান অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা

আমি প্রথম ও চতুর্থ ধ্যানলাভী, প্রথম ও চতুর্থ ধ্যানে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা প্রথম ও চতুর্থ ধ্যান সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'আমি প্রথম ধ্যান ও শূন্যতা বিমোক্ষ অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি প্রথম ধ্যান ও শূন্যতা বিমোক্ষলাভী, প্রথম ধ্যান ও শূন্যতা বিমোক্ষে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান ও শূন্যতা বিমোক্ষ সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'আমি প্রথম ধ্যান ও অনিমিত্ত বিমোক্ষ অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি প্রথম ধ্যান ও অনিমিত্ত বিমোক্ষলাভী, প্রথম ধ্যান ও অনিমিত্ত বিমোক্ষে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান ও অনিমিত্ত বিমোক্ষ সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'আমি প্রথম ধ্যান ও অপ্রণিহিত বিমোক্ষ অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি প্রথম ধ্যান ও অপ্রণিহিত বিমোক্ষলাভী, প্রথম ধ্যান ও অপ্রণিহিত বিমোক্ষে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান ও অপ্রণিহিত বিমোক্ষ সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'আমি প্রথম ধ্যান ও শূন্যতা সমাধি অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি প্রথম ধ্যান ও শূন্যতা সমাধিলাভী, প্রথম ধ্যান ও শূন্যতা সমাধিতে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান ও শূন্যতা সমাধি সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'আমি প্রথম ধ্যান ও অনিমিত্ত সমাধি অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি প্রথম ধ্যান ও অনিমিত্ত সমাধিলাভী, প্রথম ধ্যান ও অনিমিত্ত সমাধিতে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান ও অনিমিত্ত সমাধি সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'আমি প্রথম ধ্যান ও অপ্রণিহিত সমাধি অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি প্রথম ধ্যান ও অপ্রণিহিত সমাধিলাভী, প্রথম ধ্যান ও অপ্রণিহিত সমাধিতে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান ও অপ্রণিহিত সমাধি সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'আমি প্রথম ধ্যান ও শূন্যতা সমাপত্তি অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি প্রথম ধ্যান ও শূন্যতা সমাপত্তিলাভী, প্রথম ধ্যান ও শূন্যতা সমাপত্তিতে অবস্থানকারী অথবা আমার

দ্বারা প্রথম ধ্যান ও শূন্যতা সমাপত্তি সাক্ষাৎকৃত’ এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ‘আমি প্রথম ধ্যান ও অনিমিত্ত সমাপত্তি অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি প্রথম ধ্যান ও অনিমিত্ত সমাপত্তিলাভী, প্রথম ধ্যান ও অনিমিত্ত সমাপত্তিতে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান ও অনিমিত্ত সমাপত্তি সাক্ষাৎকৃত’ এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ‘আমি প্রথম ধ্যান ও অপ্রণিহিত সমাপত্তি অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি প্রথম ধ্যান ও অপ্রণিহিত সমাপত্তিলাভী, প্রথম ধ্যান ও অপ্রণিহিত সমাপত্তিতে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান ও অপ্রণিহিত সমাপত্তি সাক্ষাৎকৃত’ এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

“আরোচেয্য” বলতে ‘আমি প্রথম ধ্যান ও ত্রিবিদ্যা অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি প্রথম ধ্যান ও ত্রিবিদ্যালাভী, প্রথম ধ্যান ও ত্রিবিদ্যায় অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান ও ত্রিবিদ্যা সাক্ষাৎকৃত’ এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

“আরোচেয্য” বলতে ‘আমি প্রথম ধ্যান ও চারি সতিপট্ঠান অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি প্রথম ধ্যান ও চারি সতিপট্ঠানলাভী, প্রথম ধ্যান ও চারি সতিপট্ঠানে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান ও চারি সতিপট্ঠান সাক্ষাৎকৃত’ এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ‘আমি প্রথম ধ্যান ও চারি সম্যক প্রধান অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি প্রথম ধ্যান ও চারি সম্যক প্রধানলাভী, প্রথম ধ্যান ও চারি সম্যক প্রধানে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান ও চারি সম্যক প্রধান সাক্ষাৎকৃত’ এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ‘আমি প্রথম ধ্যান ও চারি ঋদ্ধিপাদ অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি প্রথম ধ্যান ও চারি ঋদ্ধিপাদলাভী, প্রথম ধ্যান ও চারি ঋদ্ধিপাদে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান ও চারি ঋদ্ধিপাদ সাক্ষাৎকৃত’ এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

“আরোচেয্য” বলতে ‘আমি প্রথম ধ্যান ও পঞ্চেন্দ্রিয় অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি প্রথম ধ্যান ও পঞ্চেন্দ্রিয়লাভী. প্রথম ধ্যান ও পঞ্চেন্দ্রিয়ে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান ও পঞ্চেন্দ্রিয় সাক্ষাৎকৃত’ এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ‘আমি প্রথম ধ্যান ও পঞ্চবল অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি

অথবা আমি প্রথম ধ্যান ও পঞ্চবললাভী. প্রথম ধ্যান ও পঞ্চবলে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান ও পঞ্চবল সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'আমি প্রথম ধ্যান ও সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি প্রথম ধ্যান ও সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গলাভী, প্রথম ধ্যান ও সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান ও সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'আমি প্রথম ধ্যান ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি প্রথম ধ্যান ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গলাভী, প্রথম ধ্যান ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'আমি প্রথম ধ্যান ও স্রোতাপত্তিফল অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি প্রথম ধ্যান ও স্রোতাপত্তি ফললাভী, প্রথম ধ্যান ও স্রোতাপত্তিফলে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান ও স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'আমি প্রথম ধ্যান ও সকৃদাগামীফল অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি প্রথম ধ্যান ও সকৃদাগামীফললাভী, প্রথম ধ্যান ও সকৃদাগামীফলে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান ও সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'আমি প্রথম ধ্যান ও অনাগামীফল অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি প্রথম ধ্যান ও অনাগামীফললাভী, প্রথম ধ্যান ও অনাগামীফলে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান ও অনাগামীফল সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'আমি প্রথম ধ্যান ও অর্হত্ত্বফল অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি প্রথম ধ্যান ও অর্হত্ত্বফললাভী, প্রথম ধ্যান ও অর্হত্ত্বফলে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান ও অর্হত্ত্বফল সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'আমি প্রথম ধ্যান অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি ও আমার রাগ বর্জিত, পরিত্যাক্ত, মুক্ত, প্রহীণ এবং নিক্ষিপ্ত

হয়েছে’ এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ‘আমি প্রথম ধ্যান অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি ও আমার দ্বেষ বর্জিত, পরিত্যাক্ত, মুক্ত, প্রহীণ এবং নিক্ষিপ্ত হয়েছে’ এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ‘আমি প্রথম ধ্যান অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি ও আমার মোহ বর্জিত, পরিত্যাক্ত, মুক্ত, প্রহীণ এবং নিক্ষিপ্ত হয়েছে’ এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৭৩. “আরোচেয্য” বলতে ‘আমি দ্বিতীয় ধ্যান ও তৃতীয় ধ্যান অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি দ্বিতীয় ধ্যান ও তৃতীয় ধ্যানলাভী, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধ্যানে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা দ্বিতীয় ধ্যান ও তৃতীয় ধ্যান সাক্ষাৎকৃত’ এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ‘আমি দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্যান অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি দ্বিতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যানলাভী, দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্যানে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা দ্বিতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যান সাক্ষাৎকৃত’ এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

“আরোচেয্য” বলতে ‘আমি দ্বিতীয় ধ্যান ও শূন্যতা বিমোক্ষ অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি দ্বিতীয় ধ্যান ও শূন্যতা বিমোক্ষলাভী, দ্বিতীয় ধ্যান ও শূন্যতা বিমোক্ষে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা দ্বিতীয় ধ্যান ও শূন্যতা বিমোক্ষ সাক্ষাৎকৃত এবং আমার চিত্ত মোহমুক্ত’ এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

“আরোচেয্য” বলতে ‘আমি দ্বিতীয় ও প্রথম ধ্যান অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমি দ্বিতীয় ও প্রথম ধ্যানলাভী, দ্বিতীয় ও প্রথম ধ্যানে অবস্থানকারী অথবা আমার দ্বারা দ্বিতীয় ধ্যান ও প্রথম ধ্যান সাক্ষাৎকৃত’ এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

মূল সংক্ষিপ্ত

“আরোচেয্য” বলতে ‘আমার চিত্ত মোহ হতে মুক্ত এবং আমি প্রথম ধ্যান অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি অথবা আমার চিত্ত মোহ হতে মুক্ত এবং আমি প্রথম ধ্যানলাভী, প্রথম ধ্যানে অবস্থানকারী অথবা আমার চিত্ত মোহ হতে মুক্ত এবং আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান সাক্ষাৎকৃত’ এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। (পূর্ববৎ)

“আরোচেয্য” বলতে ‘আমার চিত্ত মোহ ও দ্বেষ হতে মুক্ত’ এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। (পূর্ববৎ)

"আরোচেয্য" বলতে 'আমি প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, শূন্যতা বিমোক্ষ, অনিমিত্ত বিমোক্ষ, অপ্রণিহিত বিমোক্ষ, শূন্যতা সমাধি, অনিমিত্ত সমাধি, অপ্রণিহিত সমাধি, শূন্যতা সমাপত্তি, অনিমিত্ত সমাপত্তি, অপ্রণিহিত সমাপত্তি, ত্রিবিদ্যা, চারি সতিপট্ঠান, চারি সম্যক প্রধান, চারিঋদ্ধিপাদ, পঞ্চইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল ও অর্হত্ত্বফল অধিগত করব, অধিগত করছি, অধিগত করেছি... আমার রাগ, দ্বেষ, মোহ বর্জিত, পরিত্যাক্ত, মুক্ত, প্রহীণ ও নিক্ষিপ্ত হয়েছে' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৭৪. "আরোচেয্য" বলতে 'আমি প্রথম ধ্যান অধিগত করব' অথচ 'আমি দ্বিতীয় ধ্যান অধিগত করব' এভাবে বলতে ইচ্ছুক হয়ে অনুসম্পন্নকে বললে, যাকে বলে সে বুঝলে পাচিত্তিয়; আর না বুঝলে দুক্কট অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'আমি প্রথম ধ্যান অধিগত করব' অথচ 'আমি তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান, শূন্যতা বিমোক্ষ, অনিমিত্ত বিমোক্ষ, অপ্রণিহিত বিমোক্ষ, শূন্যতা সমাধি, অনিমিত্ত সমাধি, অপ্রণিহিত সমাধি, শূন্যতা সমাপত্তি, অনিমিত্ত সমাপত্তি, অপ্রণিহিত সমাপত্তি, ত্রিবিদ্যা, চারি সতিপট্ঠান, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল ও অর্হত্ত্বফল অধিগত করব... আমার রাগ, দ্বেষ ও মোহ বর্জিত, পরিত্যাক্ত, মুক্ত, প্রহীণ ও নিক্ষিপ্ত হয়েছে' এভাবে বলতে ইচ্ছুক হয়ে অনুপসম্পন্নকে বললে, যাকে বলে সে বুঝলে পাচিত্তিয়; আর না বুঝলে দুক্কট অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'আমি দ্বিতীয় ধ্যান অধিগত করব' অথচ 'আমি তৃতীয় ধ্যান অধিগত করব... আমার চিত্ত মোহ হতে মুক্ত' এভাবে বলতে ইচ্ছুক হয়ে অনুসম্পন্নকে বললে, যাকে বলে সে বুঝলে পাচিত্তিয়; আর না বুঝলে দুক্কট অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'আমি দ্বিতীয় ধ্যান অধিগত করব' অথচ 'আমি প্রথম ধ্যান অধিগত করব' এভাবে বলতে ইচ্ছুক হয়ে অনুসম্পন্নকে বললে, যাকে বলে সে বুঝলে পাচিত্তিয়; আর না বুঝলে দুক্কট অপরাধ হয়। (অবশিষ্ট পূর্ববৎ)

মূল সংক্ষিপ্ত

"আরোচেয্য" বলতে 'আমার চিত্ত মোহ হতে মুক্ত' অথচ 'আমি প্রথম ধ্যান অধিগত করব' এভাবে বলতে ইচ্ছুক হয়ে অনুপসম্পন্নকে বললে, যাকে

বলে সে বুঝলে পাচিত্তিয়; আর না বুঝলে দুক্কট অপরাধ হয়। (অবশিষ্ট পূর্ববৎ)

"আরোচেয্য" বলতে 'আমার চিত্ত মোহ হতে মুক্ত' অথচ 'আমার চিত্ত দ্বেষ হতে মুক্ত' এভাবে বলতে ইচ্ছুক হয়ে অনুপসম্পন্নকে বললে, যাকে বলে সে বুঝলে পাচিত্তিয়; আর না বুঝলে দুক্কট অপরাধ হয়। (অবশিষ্ট পূর্ববৎ)

"আরোচেয্য" বলতে 'আমি প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান... আমার চিত্ত দ্বেষ হতে মুক্ত' অথচ 'আমার চিত্ত মোহ হতে মুক্ত' এভাবে বলতে ইচ্ছুক হয়ে অনুসম্পন্নকে বললে, যাকে বলে সে বুঝলে পাচিত্তিয়; আর না বুঝলে দুক্কট অপরাধ হয়। (অবশিষ্ট পূর্ববৎ)

"আরোচেয্য" বলতে 'আমি দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান... আমার চিত্ত মোহ হতে মুক্ত' অথচ 'আমি প্রথম ধ্যান অধিগত করব' এভাবে বলতে ইচ্ছুক হয়ে অনুপসম্পন্নকে বললে, যাকে বলে সে বুঝলে পাচিত্তিয়; আর না বুঝলে, দুক্কট অপরাধ হয়। (অবশিষ্ট পূর্ববৎ)

৭৫. "আরোচেয্য" বলতে 'যিনি তোমার বিহারে অবস্থান করবেন, সেই ভিক্ষু প্রথম ধ্যান অধিগত করবেন, অধিগত করছেন, অধিগত করেছেন অথবা সেই ভিক্ষু প্রথম ধ্যানলাভী, প্রথম ধ্যানে অবস্থানকারী অথবা সেই ভিক্ষু কর্তৃক প্রথম ধ্যান সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, দুক্কট অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'যিনি তোমার বিহারে অবস্থান করবেন, সেই ভিক্ষু দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান অধিগত করবেন, অধিগত করছেন, অধিগত করেছেন অথবা সেই ভিক্ষু চতুর্থ ধ্যানলাভী, চতুর্থ ধ্যানে অবস্থানকারী অথবা সেই ভিক্ষু কর্তৃক চতুর্থ ধ্যান সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, দুক্কট অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'যিনি তোমার বিহারে অবস্থান করবেন, সেই ভিক্ষু শূন্যতা বিমোক্ষ... অনিমিত্ত বিমোক্ষ, অপ্রণিহিত বিমোক্ষ, শূন্যতা সমাধি, অনিমিত্ত সমাধি, অপ্রণিহিত সমাধি অধিগত করবেন, অধিগত করছেন, অধিগত করেছেন অথবা সেই ভিক্ষু অপ্রণিহিত সমাধিলাভী, অপ্রণিহিত সমাধিতে অবস্থানকারী অথবা সেই ভিক্ষু কর্তৃক অপ্রণিহিত সমাধি সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, দুক্কট অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'যিনি তোমার বিহারে অবস্থান করবেন, সেই ভিক্ষু শূন্যতা সমাপত্তি... অনিমিত্ত সমাপত্তি, অপ্রণিহিত সমাপত্তি অধিগত করবেন, অধিগত করছেন, অধিগত করেছেন অথবা সেই ভিক্ষু অপ্রণিহিত

সমাধিলাভী, অপ্রণিহিত সমাধিতে অবস্থানকারী অথবা সেই ভিক্ষু কর্তৃক অপ্রণিহিত সমাধি সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, দুক্কট অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'যিনি তোমার বিহারে অবস্থান করবেন, সেই ভিক্ষু ত্রিবিদ্যা... চারি সতিপট্‌ঠান, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল, অর্হত্ত্বফল অধিগত করবেন, অধিগত করছেন, অধিগত করেছেন অথবা সেই ভিক্ষুর রাগ, দ্বেষ, মোহ বর্জিত, পরিত্যাক্ত, মুক্ত, প্রহীণ এবং নিক্ষিপ্ত হয়েছে অথবা সেই ভিক্ষুর চিত্ত রাগ হতে মুক্ত, দ্বেষ হতে মুক্ত, মোহ হতে মুক্ত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, দুক্কট অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'যিনি তোমার বিহারে অবস্থান করবেন, সেই ভিক্ষু শূন্যাগারে প্রথম ধ্যান... দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান অধিগত করবেন, অধিগত করছেন, অধিগত করেছেন অথবা সেই ভিক্ষু শূন্যাগারে চতুর্থ ধ্যানলাভী, শূন্যাগারে চতুর্থ ধ্যানে অবস্থানকারী অথবা সেই ভিক্ষু কর্তৃক শূন্যাগারে চতুর্থ ধ্যান সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, দুক্কট অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'যিনি তোমার চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, গিলান-প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি পরিভোগ করেছিলেন, সেই ভিক্ষু শূন্যাগারে চতুর্থ ধ্যান অধিগত করবেন, অধিগত করছেন, অধিগত করেছেন অথবা সেই ভিক্ষু শূন্যাগারে চতুর্থ ধ্যানলাভী, শূন্যাগারে চতুর্থ ধ্যানে অবস্থানকারী অথবা সেই ভিক্ষু কর্তৃক শূন্যাগারে চতুর্থ ধ্যান সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, দুক্কট অপরাধ হয়।

৭৬. "আরোচেয্য" বলতে 'যাঁর দ্বারা তোমার বিহার, চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, গিলান-প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি পরিভুক্ত হয়েছে, সেই ভিক্ষু শূন্যাগারে চতুর্থ ধ্যান অধিগত করবেন, অধিগত করছেন, অধিগত করেছেন অথবা সেই ভিক্ষু শূন্যাগারে চতুর্থ ধ্যানলাভী, শূন্যাগারে চতুর্থ ধ্যানে অবস্থানকারী অথবা সেই ভিক্ষু কর্তৃক শূন্যাগারে চতুর্থ ধ্যান সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, দুক্কট অপরাধ হয়।

"আরোচেয্য" বলতে 'তুমি এসে যাঁকে বিহার, চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, গিলান-প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি দান করেছিলে, সেই ভিক্ষু শূন্যাগারে চতুর্থ ধ্যান অধিগত করবেন, অধিগত করছেন, অধিগত করেছেন অথবা সেই ভিক্ষু শূন্যাগারে চতুর্থ ধ্যানলাভী, শূন্যাগারে চতুর্থ ধ্যানে অবস্থানকারী

অথবা সেই ভিক্ষু কর্তৃক শূন্যাগারে চতুর্থ ধ্যান সাক্ষাৎকৃত' এভাবে অনুপসম্পন্নকে বললে, দুক্কট অপরাধ হয়।

৭৭. **অনাপত্তি :** উপসম্পন্নকে ভূত (অধিগত) বিষয় বললে, কোনো অপরাধ হয় না এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[ভূতারোচন অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৯. দুট্‌ঠুল্লারোচন সিক্‌খাপদং

(দুট্‌ঠুল্ল আপত্তি প্রকাশ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৭৮. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণের সাথে প্রায়শ বাদানুবাদে রত হতেন। একদিন তিনি শুক্রমোচন আপত্তিগ্রস্ত হয়ে সেই আপত্তি প্রতিকার মানসে সংঘের নিকট পরিবাস প্রার্থনা করলেন। সুতরাং সংঘ তাঁকে সেই আপত্তি প্রতিকারের জন্য পরিবাস দিল।

সে সময়ে শ্রাবস্তীতে অন্যতর এক বণিক দল কর্তৃক সংঘের উদ্দেশে খাদ্য-ভোজ্যাদি দান করা হচ্ছিল। তিনি পারিবাসিক অবস্থায় নিমন্ত্রিত ভোজন স্থানে অন্তিম আসনে উপবেশন করলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ সেই উপাসকদের এভাবে বললেন, "আপনাদের দ্বারা পূজিত এই আবুসো শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ অন্নের নিমিত্ত গৃহস্থ পরিবারে সদা-যাতায়াতকারী, যেই হাত দিয়ে শ্রদ্ধাপ্রদত্ত আহার ভোজন করছেন, সেই হাত দিয়ে উপক্রম করে অশুচি মোচন করেছিলেন। তিনি সজ্ঞানে শুক্রমোচন আপত্তিগ্রস্ত হয়ে সেই আপত্তি প্রতিকারের জন্য সংঘের নিকট পরিবাস প্রার্থনা করেছিলেন। সুতরাং সংঘ তাকে পরিবাস দিয়েছিল। এখন তিনি পারিবাসিক অবস্থায় অন্তিম আসনে উপবিষ্ট হয়েছেন।"

ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের এমন কুটোক্তি শুনে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অন্য ভিক্ষুর দুট্‌ঠুল্ল (সাংঘাদিশেষাদি) আপত্তি সম্পর্কে অনুসম্পন্নকে বলবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের নানাভাবে তিরস্কার-ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে সেই ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি অন্য ভিক্ষুর দুট্‌ঠুল্ল আপত্তি সম্পর্কে অনুপসম্পন্নকে বলেছ?

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" বুদ্ধ ভগবান তা অত্যন্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে বললেন, "মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা অন্য ভিক্ষুর দুট্ঠূল্ল আপত্তি সম্পর্কে অনুপসম্পন্নকে বলবে?" এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা উৎপাদন এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৭৯. "যো পন ভিক্খু ভিক্খুস্স দুট্ঠূল্লং আপত্তিং অনুপসম্পন্নস্স আরোচেয্য অঞ্ঞত্র ভিক্খুসম্মুতিযা পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : ভিক্ষুর সম্মতি ব্যতীত কোনো ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর দুট্ঠূল্ল (পারাজিকা ও সাংঘাদিশেষ) আপত্তি সম্পর্কে অনুপসম্পন্নকে বললে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৮০. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"ভিক্খুস্স" বলতে অন্য ভিক্ষুর বুঝায়।

"দুট্ঠুল্লাপত্তি" অর্থে চতুর্বিধ পারাজিকা ও তের প্রকার সাংঘাদিশেষ আপত্তিকে বুঝায়।

"অনুপসম্পন্নো" অর্থে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ব্যতীত অবশিষ্ট সকলকেই অনুপসম্পন্ন বুঝায়।

"আরোচেয্য" বলতে স্ত্রী, পুরুষ, গৃহস্থ অথবা প্রব্রজিত শ্রামণকে বললে।

"অঞ্ঞত্র ভিক্খু সম্মুতিযা" বলতে আপত্তিগ্রস্ত ভিক্ষুর সম্মতি ব্যতীত।

'আপত্তি-পরিমাণ' ভিক্ষুর সম্মতি আছে কিন্তু 'কুল-পরিমাণ' নেই। 'কুল-পরিমাণ' ভিক্ষুর সম্মতি আছে কিন্তু 'আপত্তি-পরিমাণ' নেই। 'আপত্তি-পরিমাণ ও কুল-পরিমাণ' উভয়ই ভিক্ষুর সম্মতি আছে। 'আপত্তি-পরিমাণও নেই, কুল-পরিমাণও নেই' ভিক্ষুর সম্মতি।

"আপত্তি-পরিমাণ" অর্থে আপত্তিগুলো সম্পর্কে বলার অনুমতি প্রাপ্ত হওয়া; যথা : 'এই এই আপত্তি সম্পর্কে খুলে বলতে পারবে।'

"কুল-পরিমাণ" অর্থে কুলসমূহে বলার অনুমতি প্রাপ্ত হওয়া; যথা : 'এই এই কুলের নিকট খুলে বলতে পারবে।'

"আপত্তি-পরিমাণ ও কুল পরিমাণ" অর্থে আপত্তিগুলো সম্পর্কে বলার অনুমতি প্রাপ্ত হওয়া এবং কুলসমূহে বলার অনুমতি প্রাপ্ত হওয়া; যথা : 'এই এই আপত্তি সম্পর্কে ও এই এই কুলের নিকট খুলে বলতে পারবে।'

"আপত্তি-পরিমাণও নেই, কুল পরিমাণও নেই" অর্থে আপত্তিগুলো সম্পর্কে বলার অনুমতি প্রাপ্ত না হওয়া এবং কুলসমূহে বলার অনুমতি প্রাপ্ত না হওয়া; যথা : 'এই এই আপত্তি সম্পর্কে ও এই এই কুলের নিকট খুলে বলতে পারবে।"

৮১. আপত্তিগুলো সম্পর্কে বলার অনুমতি প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও যেই যেই আপত্তি সম্পর্কে বলার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছে, সেই সেই আপত্তি ব্যতীত অন্যান্য আপত্তি সম্পর্কে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

কুলসমূহে বলার অনুমতি প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও যেই যেই কুলে বলার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছে, সেই সেই কুল ব্যতীত অন্যান্য কুলের নিকট বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

আপত্তিগুলো সম্পর্কে বলার অনুমতি প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও যেই যেই আপত্তি সম্পর্কে বলার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছে, সেই সেই আপত্তি ব্যতীত এবং যেই যেই কুলের নিকট বলার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছে, সেই সেই কুল ব্যতীত অন্যান্য আপত্তি সম্পর্কে এবং অন্যান্য কুলের নিকট বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

আপত্তিগুলো সম্পর্কে বলার অনুমতি প্রাপ্ত না হলে এবং কুলসমূহের নিকট বলার অনুমতি প্রাপ্ত না হলে, কোনো অপরাধ হয় না।

৮২. দুট্‌ঠূল্লাপত্তিকে দুট্‌ঠূল্লাপত্তি ধারণায় ভিক্ষুর সম্মতি ব্যতীত অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। দুট্‌ঠূল্লাপত্তিকে 'দুট্‌ঠূল্লাপত্তি কি না' সন্দেহবশত ভিক্ষুর সম্মতি ব্যতীত অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। দুট্‌ঠূলাপত্তিকে অদুট্‌ঠূল্লাপত্তি ধারণায় ভিক্ষুর সম্মতি ব্যতীত অনুপসম্পন্নকে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অদুট্‌ঠূল্লাপত্তি সম্পর্কে বললে, দুক্কট অপরাধ হয়।

দুট্‌ঠূল্লা, অদুট্‌ঠুল্লা বা অসদাচরণ (অজ্ঝাচরং) যেকোনোটি সম্পর্কে অনুপসম্পন্নকে বললে, দুক্কট অপরাধ হয়। অদুট্‌ঠূল্লাপত্তিকে দুট্‌ঠূল্লাপত্তি ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অদুট্‌ঠূল্লাপত্তিকে 'দুট্‌ঠূল্লাপত্তি কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অদুট্‌ঠূল্লাপত্তিকে অদুট্‌ঠূল্লাপত্তি ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৮৩. **অনাপত্তি :** আপত্তি না বলে বিষয় (বত্থু) বলা, বিষয় না বলে আপত্তি বলা, ভিক্ষুর সম্মতি নিলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[দুট্‌ঠূল্লারোচন নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

১০. পথবী খণন সিক্খাপদং

(ভূমি খনন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৮৪. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান আলবিতে অগ্গালব চৈত্যে অবস্থান করছিলেন। তখন অরণ্যবাসী ভিক্ষুগণ নবকর্ম করার সময় ভূমি (মাটি) খনন করতে লাগলেন এবং অপরের মাধ্যমে করাতে লাগলেন। (ইহা দেখে) লোকেরা এই বলে আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রামণগণ ভূমি খনন করবেন বা করাবেন? কেনই বা শাক্যপুত্রীয় শ্রামণগণ একীন্দ্রিয় জীবকে উৎপীড়ন করছেন?"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন অরণ্যবাসী ভিক্ষুগণ ভূমি খনন করবে বা করাবে?" তৎপর ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ভিক্ষু সংঘকে সমবেত করিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি ভূমি খনন করছ বা করাচ্ছো? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান তা অত্যন্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা ভূমি খনন করবে বা করাবে? ভূমিতেও যে কত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একীন্দ্রিয় জীব আছে, এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা উৎপাদন এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৮৫. "যো পন ভিক্খু পথবিং খণেয্য বা খণাপেয্য বা পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু ভূমি (মাটি) খনন করলে বা করালে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৮৬. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"পথবী" অর্থে দুই প্রকার ভূমি (মাটি); যথা : জাতা ভূমি এবং অজাতা ভূমি।

"জাতা ভূমি" অর্থে শুদ্ধপাংশু, শুদ্ধমৃত্তিকা, অল্পপাথর, অল্পনুড়ি, অল্পচাঁড়া, অল্পশিলাগুটি, অল্পবালি, অধিকাংশ পাংশু এবং অধিকাংশ

মৃত্তিকাসম্পন্ন অদগ্ধ ভূমিকেই ‘জাতা ভূমি’ বলা হয়। আবার চারিমাসাধিক কাল বৃষ্টির জলে ভিজে থাকে—এমন পাংশুপুঞ্জ অথবা মৃত্তিকাপুঞ্জকেও ‘জাতা ভূমি’ বলা হয়।

“অজাতা ভূমি” অর্থে শুদ্ধপাথর, শুদ্ধনুড়ি, শুদ্ধচাঁড়া, শুদ্ধশিলাগুটি, শুদ্ধবালি, অল্পপাংশু, অল্পমৃত্তিকা, অধিকাংশ পাথর, অধিকাংশ নুড়ি, অধিকাংশ বালিসম্পন্ন দগ্ধ ভূমিকেই ‘অজাতা ভূমি’ বলা হয়। আবার চারিমাসের কম সময় বৃষ্টির জলে ভিজে থাকে—এমন পাংশুপুঞ্জ অথবা মৃত্তিকাপুঞ্জকেও ‘অজাতা ভূমি’ বলা হয়।

“খণেয্য” বলতে নিজে খনন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

“খণাপেয্য” বলতে অপরের দ্বারা খনন করালে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। একবার মাত্র আদেশ দিয়ে বহুবার খনন করলেও একটি মাত্র পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৮৭. ভূমিকে ভূমি ধারণায় খনন করলে বা করালে, ভাঙলে বা ভাঙালে, দগ্ধ করলে বা করালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ভূমিকে ‘ভূমি কি না’ সন্দেহবশত খনন করলে বা করালে, ভাঙলে বা ভাঙালে, দগ্ধ করলে বা করালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভূমিকে অভূমি ধারণায় খনন করলে বা করালে, ভাঙলে বা ভাঙালে, দগ্ধ করলে বা করালে, কোনো অপরাধ হয় না। অভূমিকে ভূমি ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অভূমিকে ‘ভূমি কি না’ সন্দেহবশত খনন করলে বা করালে, ভাঙলে ও ভাঙালে, দগ্ধ করলে বা করালে, দুক্কট অপরাধ হয়। অভূমিকে অভূমি ধারণায় কোনো অপরাধ হয়।

৮৮. **অনাপত্তি :** “ইহা জান, ইহা লও, এই অর্থে ইহা আহরণ কর, ইহা কপ্পিয় কর”—এভাবে অনুদ্দেশে অনির্দিষ্ট কপ্পিয় বাক্যে বললে, কোনো অপরাধ হয় না এবং অজ্ঞ ব্যক্তির, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[পথবী খণন দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[মুসাবাদ বর্গ প্রথম]

তস্সুদ্দানং/স্মারক-গাথা

মিথ্যা, আক্রোশ, পিশুন, পদসো আর দুই সহশয়নে;
বিজ্ঞ বিনা ধর্মদেশনে, ভূতে, দুট্ঠুল্লাপত্তি খননে।

২. ভূতগাম (উদ্ভিদ) বর্গ

১. ভূতগাম সিক্খাপদং

(উদ্ভিদ ছেদন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৮৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান আলবীতে অগ্গালব চৈত্যে অবস্থান করছিলেন। তখন অরণ্যবিহারী ভিক্ষুগণ নবকর্ম করার সময় বৃক্ষ ছেদন করতে লাগলেন এবং অপরের দ্বারা ছেদন করাতে লাগলেন। একদিন অন্যতর এক অরণ্যবিহারী ভিক্ষু যেই বৃক্ষটি ছেদন করছিলেন, সেই বৃক্ষে আশ্রিত দেবতা ভিক্ষুকে বলল, "ভন্তে, অনুগ্রহপূর্বক নিজের কুটির নির্মাণকামী হয়ে আমার কুটির ছেদন করবেন না।"

সেই ভিক্ষু তার কথায় মোটেও কর্ণপাত না করে বৃক্ষ ছেদন করতে লাগলেন এবং সেই যুব দেবতার বাহুতে সজোরে আঘাত করতে লাগলেন। তখন সেই দেবতার মনে এই চিন্তা উদিত হলো—"এখন আমি এই ভিক্ষুকে এখানেই হত্যা করব।" পুনরায় আবার সেই দেবতার এই চিন্তা উদিত হলো—"না, এই ভিক্ষুকে এখানেই জীবিত হত্যা করা উচিত হবে না। এখন আমি ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে নিবেদন করব।"

অনন্তর সেই দেবতা যথায় ভগবান তথায় উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জানালেন। বিস্তারিত শুনে ভগবান বললেন, সাধু, সাধু, দেবতে, তুমি যে সেই ভিক্ষুকে জীবিত হত্যা করোনি, তা অত্যন্ত উত্তম কাজ করেছ। অদ্য তুমি যদি সেই ভিক্ষুকে জীবিত হত্যা করতে তাহলে বহু অপুণ্য প্রসব করতে। দেবতে, তুমি অমুক প্রশস্ত জায়গায় এক নির্জন বৃক্ষ আছে তথায় গমন কর।"

অতঃপর লোকেরা বিষয়টি শোনার পর এই বলে আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ বৃক্ষ ছেদন করবে বা করাবে?" ভিক্ষুগণ সেই লোকদের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম বাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন অরণ্যবাসী ভিক্ষুগণ নিজে বৃক্ষ ছেদন করবে বা অপরের দ্বারা ছেদন করাবে?" অতঃপর ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে সেই ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা

নাকি বৃক্ষ নিজে ছেদন করছ বা অপরের দ্বারা ছেদন করাচ্ছো?" "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" বুদ্ধ ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা বৃক্ষ ছেদন করবে বা করাবে? বৃক্ষেও যে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একীন্দ্রিয় জীব আছে, এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা উৎপাদন এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৯০. "ভূতগামপাতব্যতায পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : উদ্ভিদ জাতীয় বৃক্ষ-লতাদি ছেদন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৯১. "ভূতগাম" অর্থে পাঁচ প্রকার বীজ তথা বৃক্ষ; যথা : মূলবীজ, স্কন্ধবীজ, ফলুবীজ, অগ্রবীজ এবং বীজবীজ—এই পাঁচ প্রকার বীজ।

"মূলবীজ" অর্থে হরিদ্রা, আদা, বচা[১], অতিবিসা[২], কুটকরোহিনী[৩], উসীর[৪], ভদ্রমুত্তক[৫] ইত্যাদি যেগুলো মূল বা শিখড় হতে উৎপন্ন হয়, সেগুলোকেই মূলবীজ বুঝায়।

"স্কন্ধবীজ" অর্থে অশ্বথ, নিগ্রোধ, পিলক্ষো[৬], উদুম্বর[৭], কপিত্থনো[৮] ইত্যাদি যেগুলো স্কন্ধ বা ডাল হতে উৎপন্ন বা অঙ্কুরিত হয়, সেগুলোকেই স্কন্ধবীজ বুঝায়।

"ফলুবীজ" অর্থে ইক্ষু, বাঁশ, নল ইত্যাদি যেগুলো পর্বের বা কাণ্ডের গ্রন্থি হতে অঙ্কুরিত হয়, সেগুলোকেই ফলুবীজ বুঝায়।

"অগ্রবীজ" অর্থে অজ্জুক[৯], হ্রীবের[১০] ইত্যাদি যেগুলো অগ্র বা আগা হতে

---

[১]. একজাতীয় পুষ্পবিশেষ।

[২]. একজাতীয় গাছ বা লতার ওষধবিশেষ।

[৩]. মাদিবা বা মাদিরা জাতীয় ওষধবিশেষ।

[৪]. সুগন্ধজাতীয় এক প্রকার জালি জালি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিকর, যা পর্দার ন্যায় তৈরি করে গ্রীষ্মকালে রৌদ্রতাপের আস্তরণস্বরূপ ঘরের দরজায় বা জানালায় ব্যবহার করা হয়।

[৫]. একপ্রকার সুগন্ধ ঘাস।

[৬]. তরঙ্গ পাতাযুক্ত ডুমুর বৃক্ষবিশেষ।

[৭]. একজাতীয় উদুম্বর ফলের বৃক্ষবিশেষ।

[৮]. একজাতীয় বন্যফলবিশেষ।

[৯]. একজাতীয় শ্বেততুলসী বা বাবুই তুলসীবিশেষ।

[১০]. এক জাতীয় স্বল্প সুগন্ধী হ্রীবেরবিশেষ।

উৎপন্ন বা অঙ্কুরিত হয়, সেগুলোকেই অগ্রবীজ[১] বুঝায়।

"বীজবীজ" অর্থে ধান, গম, মুগ ইত্যাদি যেগুলো বীজ হতে উৎপন্ন হয়, সেগুলোকেই বীজবীজ বুঝায়।

৯২. বীজকে বীজ ধারণায় ছেদন করলে বা করালে, ভাঙলে বা ভাঙালে এবং পাক করলে বা করালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। বীজকে 'বীজ কি না' সন্দেহবশত ছেদন করলে বা করালে, ভাঙলে বা ভাঙালে এবং পাক করলে বা করালে, দুক্কট অপরাধ হয়। বীজকে অবীজ ধারণায় ছেদন করলে বা করালে, ভাঙলে বা ভাঙালে এবং পাক করলে বা করালে, কোনো অপরাধ হয় না। অবীজকে বীজ ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অবীজকে 'বীজ কি না' সন্দেহবশত ছেদন করলে বা করালে, ভাঙলে বা ভাঙালে এবং পাক করলে বা করালে, দুক্কট অপরাধ হয়। অবীজকে অবীজ ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৯৩. **অনাপত্তি :** 'ইহা জান, ইহা দাও, এই অর্থে ইহা আহরণ কর, ইহা কপ্পিয় কর'—এভাবে অনুদ্দেশে বা অনির্দিষ্ট কপ্পিয় বাক্যে বললে, কোনো অপরাধ হয় না এবং অজ্ঞ ব্যক্তির, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[ভূতগাম প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

২. অঞ্ঞবাদক সিক্খাপদং

(আলোচ্য বিষয় এড়িয়ে চলা সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৯৪. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান কোসাম্বীতে ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান ছন্ন অনাচার আচরণ করার পর সংঘমধ্যে আপত্তির মাধ্যমে জিজ্ঞাসিত হলে তা গোপন করার ইচ্ছায় আলোচ্য বিষয় এই বলে এড়িয়ে চলতে লাগলেন, "কে প্রাপ্ত হয়েছে? কী প্রাপ্ত হয়েছে? কীরূপে প্রাপ্ত হয়েছে? কখন প্রাপ্ত হয়েছে? কাকে বলছ? কী বলছ?" এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন আয়ুষ্মান ছন্ন সংঘমধ্যে আপত্তির মাধ্যমে জিজ্ঞাসিত হলে তা গোপন করার ইচ্ছায় আলোচ্য বিষয় এভাবে এড়িয়ে চলবেন—কে প্রাপ্ত হয়েছে? কী প্রাপ্ত হয়েছে? কীরূপে প্রাপ্ত হয়েছে? কখন প্রাপ্ত হয়েছে? কাকে বলছ? কী বলছ?"

---

[১]. যে গাছের আগা কেটে রোপন করলে অঙ্কুরিত হয় এমন বৃক্ষবিশেষ।

অতঃপর ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান ছন্নকে অনেক প্রকারে তিরস্কার-ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে আয়ুষ্মান ছন্নকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ছন্ন, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি সংঘমধ্যে আপত্তির মাধ্যমে জিজ্ঞাসিত হলে তা গোপন করার ইচ্ছায় আলোচ্য বিষয় এভাবে এড়িয়ে চলো—কে প্রাপ্ত হয়েছে? কী প্রাপ্ত হয়েছে? কীরূপে প্রাপ্ত হয়েছে? কখন প্রাপ্ত হয়েছে? কাকে বলছ? কী বলছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" বুদ্ধ ভগবান তা অত্যন্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষ, কী হেতু তুমি সংঘমধ্যে আপত্তির মাধ্যমে জিজ্ঞাসিত হলে তা গোপন করার ইচ্ছায় আলোচ্য বিষয় এভাবে এড়িয়ে চলবে—কে প্রাপ্ত হয়েছে? কী প্রাপ্ত হয়েছে? কীরূপে প্রাপ্ত হয়েছে? কখন প্রাপ্ত হয়েছে? কাকে বলছ? কী বলছ? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; অধিকন্তু অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে। এভাবে অনেক প্রকারে তিরস্কার-ভর্ৎসনা করার পর ধর্মকথা উত্থাপনপূর্বক ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, সংঘ তাহলে ছন্ন ভিক্ষুকে 'অঞ্ঞ্ঞবাদক' (স্বতন্ত্র মত পোষণকারী) হিসেবে অভিযুক্ত করুক। এভাবে অভিযুক্ত করতে হবে। দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক সংঘকে এভাবে প্রস্তাব জ্ঞাপন করাতে হবে :

৯৫. ভন্তে সংঘ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন। এই ছন্ন ভিক্ষু সংঘমধ্যে আপত্তির মাধ্যমে জিজ্ঞাসিত হলে তা গোপন করার ইচ্ছায় আলোচ্য বিষয় এড়িয়ে চলে স্বতন্ত্র মত পোষণ করেন। সংঘ যদি উচিত বোধ করেন, তাহলে সংঘ এই ছন্ন ভিক্ষুকে 'অঞ্ঞ্ঞবাদক' হিসেবে অভিযুক্ত করতে পারেন। ইহাই জ্ঞাপ্তি।

ভন্তে সংঘ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন। এই ছন্ন ভিক্ষু সংঘমধ্যে আপত্তির মাধ্যমে জিজ্ঞাসিত হলে তা গোপন করার ইচ্ছায় আলোচ্য বিষয় এড়িয়ে চলে স্বতন্ত্র মত পোষণ করেন। সুতরাং সংঘ এই ছন্ন ভিক্ষুকে 'অঞ্ঞ্ঞবাদক' হিসেবে অভিযুক্ত করছেন, যেই আয়ুষ্মান এই ছন্ন ভিক্ষুকে 'অঞ্ঞ্ঞবাদক' হিসেবে অভিযুক্তকরণ উচিত বোধ করেন–তিনি নীরব থাকবেন। আর যিনি উচিত বোধ না করেন, তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

"সংঘ কর্তৃক ছন্ন ভিক্ষুকে 'অঞ্ঞ্ঞবাদক' হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

তদ্ধেতু উপস্থিত সমগ্র সংঘ এই প্রস্তাব উচিত বোধ করেন বিধায় নীরব রয়েছেন—আমি এরূপ ধারণা করছি।"

তৎপর ভগবান আয়ুষ্মান ছন্নকে দুর্ভরতায় অনেক প্রকারে তিরস্কার-ভর্ৎসনা করে বললেন, হে ছন্ন, কী হেতু তুমি সংঘমধ্যে আপত্তির মাধ্যমে জিজ্ঞাসিত হলে তা গোপন করার ইচ্ছায় আলোচ্য বিষয় এড়িয়ে চলে স্বতন্ত্র পোষণ করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা উৎপাদন এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে। অতএব হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"অঞ্ঞঞ্ঞবাদকে পাচিত্তিয"ন্তি

বঙ্গানুবাদ : সংঘমধ্যে আপত্তির মাধ্যমে জিজ্ঞাসিত হয়ে তা গোপন করার ইচ্ছায় স্বতন্ত্র মত পোষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হলো।

৯৬. সে সময়ে আয়ুষ্মান ছন্ন সংঘমধ্যে আপত্তির মাধ্যমে জিজ্ঞাসিত হলে তা গোপন করার ইচ্ছায় আলোচ্য বিষয় এড়িয়ে চলে, স্বতন্ত্র মত পোষণকালে 'আমি আপত্তি প্রাপ্ত হবো'—এই ভয়ে মৌনভাবে থেকে সংঘকে দুঃখ দিতে লাগলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন আয়ুষ্মান ছন্ন সংঘমধ্যে আপত্তির মাধ্যমে জিজ্ঞাসিত হলে মৌনভাবে থেকে সংঘকে দুঃখ দিবেন? অতঃপর ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান ছন্নকে অনেক প্রকারে তিরস্কার-ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে আয়ুষ্মান ছন্নকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ছন্ন, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি সংঘমধ্যে আপত্তির মাধ্যমে জিজ্ঞাসিত হলে মৌনভাবে থেকে সংঘকে দুঃখ দিচ্ছো? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" বুদ্ধ ভগবান তা অত্যন্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষ, কী হেতু তুমি সংঘমধ্যে আপত্তির মাধ্যমে জিজ্ঞাসিত হলে মৌনভাবে থেকে সংঘকে দুঃখ দিবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নতা প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা উৎপাদন এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে। এভাবে বিভিন্ন প্রকারে তিরস্কার-ভর্ৎসনা করে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন :

হে ভিক্ষুগণ, সংঘ তাহলে ছন্ন ভিক্ষুকে 'বিহেসক' (দুঃখ প্রদানকারী) হিসেবে অভিযুক্ত করুক। এভাবে অভিযুক্ত করতে হবে। দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক সংঘকে এভাবে প্রস্তাব জ্ঞাপন করাতে হবে :

৯৭. ভন্তে সংঘ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন। এই ছন্ন ভিক্ষু সংঘমধ্যে আপত্তির মাধ্যমে জিজ্ঞাসিত হলে মৌনভাবে থেকে সংঘকে দুঃখ প্রদান করছেন। সংঘ যদি উচিত বোধ করেন, তাহলে সংঘ এই ছন্ন ভিক্ষুকে 'বিহেসক' হিসেবে অভিযুক্ত করতে পারেন। ইহাই জ্ঞাপ্তি।

ভন্তে সংঘ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন। এই ছন্ন ভিক্ষু সংঘমধ্যে আপত্তির মাধ্যমে জিজ্ঞাসিত হলে মৌনভাবে থেকে সংঘকে দুঃখ প্রদান করছেন। সুতরাং সংঘ ছন্ন ভিক্ষুকে 'বিহেসক' হিসেবে অভিযুক্ত করছেন। যেই আয়ুষ্মান এই ছন্ন ভিক্ষুকে 'বিহেসক' হিসেবে অভিযুক্তকরণ উচিত বোধ করেন–তিনি নীরব থাকবেন। আর যিনি উচিত বোধ না করেন, তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

"সংঘ কর্তৃক এই ছন্ন ভিক্ষুকে 'বিহেসক' হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তদ্ধেতু উপস্থিত সমগ্র সংঘ এই প্রস্তাব উচিত বোধ করেন বিধায় নীরব রয়েছেন—আমি এরূপ ধারণা করছি।

তৎপর ভগবান আয়ুষ্মান ছন্নকে দুর্ভরতায় অনেক প্রকারে তিরষ্কার ভৎসনা করে বললেন, হে ছন্ন, কী হেতু তুমি সংঘমধ্যে আপত্তির মাধ্যমে জিজ্ঞাসিত হলে মৌনভাবে থেকে সংঘকে দুঃখ প্রদান করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা উৎপাদন এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৯৮. "অঞ্ঞঞবাদকে বিহেসকে পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : সংঘমধ্যে আপত্তির মাধ্যমে জিজ্ঞাসিত হয়ে স্বতন্ত্র মত পোষণ করলে অথবা মৌনভাবে থেকে সংঘকে দুঃখ প্রদান করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৯৯. "অঞ্ঞঞবাদকো" অর্থে যেই ভিক্ষু সংঘমধ্যে বিচারকার্য চলাকালে আপত্তির মাধ্যমে জিজ্ঞাসিত হলে, যথাসত্য বলতে অনিচ্ছুক ও প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক অর্থাৎ গোপন করার ইচ্ছায় আলোচ্য বিষয় এভাবে এড়িয়ে চলে; যথা : কে প্রাপ্ত হয়েছে? কী প্রাপ্ত হয়েছে? কীরূপে প্রাপ্ত হয়েছে? কখন প্রাপ্ত হয়েছে? কাকে বলছ? কী বলছ?—এতাদৃশ ভিক্ষুকেই 'অঞ্ঞঞবাদকো'

বুঝায়।

"বিহেসকো" অর্থে যেই ভিক্ষু সংঘমধ্যে বিচারকার্য চলাকালে আপত্তির মাধ্যমে জিজ্ঞাসিত হলে যথাসত্য বলতে অনিচ্ছুক ও প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক অর্থাৎ গোপন করার ইচ্ছায় মৌনভাবে থেকে সংঘকে দুঃখ দিয়ে থাকে, সেই ভিক্ষুকেই 'বিহেসক' বুঝায়।

১০০. 'অঞ্ঞঞ্ঞবাদক' হিসেবে অভিযুক্ত হবার পূর্বে সংঘমধ্যে বিচারকার্য চলাকালে আপত্তির মাধ্যমে জিজ্ঞাসিত হলে, যথাসত্য বলতে অনিচ্ছুক ও প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক অর্থাৎ গোপন করার ইচ্ছায় আলোচ্য বিষয় এড়িয়ে চলে এভাবে স্বতন্ত্রমত পোষণ করা; যথা : 'কে প্রাপ্ত হয়েছে? কী প্রাপ্ত হয়েছে? কীরূপে প্রাপ্ত হয়েছে? কখন প্রাপ্ত হয়েছে? কাকে বলছ? কী বলছ?'—এভাবে স্বতন্ত্র মত পোষণ করলে, দুক্কট অপরাধ হয়।

'বিহেসক' হিসেবে অভিযুক্ত হবার পূর্বে সংঘমধ্যে বিচারকার্য চলাকালে আপত্তির মাধ্যমে জিজ্ঞাসিত হলে, যথাসত্য বলতে অনিচ্ছুক ও প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক অর্থাৎ গোপন করার ইচ্ছায় মৌনভাবে থেকে সংঘকে দুঃখ দিলে, দুক্কট অপরাধ হয়।

'অঞ্ঞঞ্ঞবাদক' হিসেবে অভিযুক্ত হবার পর সংঘমধ্যে বিচারকার্য চলাকালে আপত্তির মাধ্যমে জিজ্ঞাসিত হলে, যথাসত্য বলতে অনিচ্ছুক ও প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক অর্থাৎ গোপন করার ইচ্ছায় আলোচ্য বিষয় এড়িয়ে চলে এভাবে স্বতন্ত্র মত পোষণ করা; যথা : 'কে প্রাপ্ত হয়েছে? কী প্রাপ্ত হয়েছে? কীরূপে প্রাপ্ত হয়েছে? কখন প্রাপ্ত হয়েছে? কাকে বলছ? কী বলছ?'—এভাবে স্বতন্ত্র মত পোষণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

'বিহেসক' হিসেবে অভিযুক্ত হবার পর সংঘমধ্যে বিচারকার্য চলাকালে আপত্তির মাধ্যমে জিজ্ঞাসিত হলে, যথাসত্য বলতে অনিচ্ছুক ও প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক অর্থাৎ গোপন করার ইচ্ছায় মৌনভাবে থেকে সংঘকে দুঃখ দিলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১০১. ধর্মত কর্মকে ধর্মত কর্ম ধারণায় আলোচ্য বিষয় এড়িয়ে চলে স্বতন্ত্র মত পোষণ করলে অথবা মৌনভাবে থেকে সংঘকে দুঃখ দিলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ধর্মত কর্মকে 'ধর্মত কর্ম কি না' সন্দেহবশত আলোচ্য বিষয় এড়িয়ে চলে স্বতন্ত্র মত পোষণ করলে অথবা মৌনভাবে সংঘকে দুঃখ দিলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ধর্মত কর্মকে অধর্মত কর্ম ধারণায় আলোচ্য বিষয় এড়িয়ে চলে স্বতন্ত্র মত পোষণ করলে অথবা মৌনভাবে থেকে সংঘকে দুঃখ দিলে পাচিত্তিয়

অপরাধ হয়। অধর্মত কর্মকে ধর্মত কর্ম ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অধর্মত কর্মকে 'ধর্মত কর্ম কি না' সন্দেহবশত আলোচ্য বিষয় এড়িয়ে চলে স্বতন্ত্র মত পোষণ করলে অথবা মৌনভাবে থেকে সংঘকে দুঃখ দিলে, দুক্কট অপরাধ হয়। অধর্মত কর্মকে অধর্মত কর্ম ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়।

১০২. **অনাপত্তি :** না জেনে জিজ্ঞাসা করলে, রোগহেতু না বললে, 'সংঘমধ্যে বাদবিবাদ, কলহ-বিগ্রহ দেখা দিবে' এই ভয়ে না বললে, 'সংঘভেদ হবে' এই ভয়ে না বললে, 'উপযুক্ত বিচার পাব না' এই ধারণায় না বললে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[অঞ্ঞ্ঞবাদক দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৩. উজ্ঝাপনক সিক্খাপদং

(দোষারোপন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

১০৩. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহের বেলুবনে কলন্দক নিবাপে অবস্থান করছিলেন। তখন মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্ব সংঘের শয্যাসন প্রস্তুত করতেন এবং খাদ্য-ভোজ্যাদি বণ্টন করতেন। সে সময় মেত্তিয় ভূমজক নবীন ভিক্ষুগণ অল্পপুণ্যসম্পন্ন ছিলেন। তাঁরা সংঘের যেসব শয্যাসন অনুন্নত ও নিম্নমানের, সেসব শয্যাসন লাভ করতেন। এবং যেসব খাদ্য-ভোজ্যাদি অনুন্নত ও নিম্নমানের, সেসব খাদ্য-ভোজ্যাদি লাভ করতেন। সুতরাং সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে দোষারোপন করতে লাগলেন এই বলে : "মল্লপুত্র দব্ব মুখ চেয়ে চেয়ে স্বীয় ইচ্ছানুসারে (পক্ষপাতমূলকভাবে) সংঘের শয্যাসন প্রস্তুত করেন এবং স্বীয় ইচ্ছানুসারে খাদ্য-ভোজ্যাদি বণ্টন করেন।"

মেত্তিয় ভূমজক ভিক্ষুগণের এমন দোষারোপন শুনে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন মেত্তিয় ভূমজক ভিক্ষুগণ মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বকে দোষারোপন করবেন?" অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ মেত্তিয় ভূমজক ভিক্ষুগণকে অনেক প্রকারে তিরষ্কার-ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে মেত্তিয় ভূমজক ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি মল্লপুত্র দব্ব ভিক্ষুকে দোষারোপন করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা

সত্য বটে।” বুদ্ধ ভগবান তা অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা মল্লপুত্র দব্ব ভিক্ষুকে দোষারোপন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা উৎপাদন এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

“উজ্ঝাপনকে পাচিত্তিয”ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক সম্মতিপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে দোষারোপন করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুগণের জন্য এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হলো।

১০৪. সে সময়ে মেত্তিয় ভূমজক ভিক্ষুগণ ‘ভগবান কর্তৃক দোষারোপন করা (উজ্ঝাপনকং) নিষিদ্ধ হয়েছে’ এবং ‘এই সমস্ত বিষয় অন্যান্য ভিক্ষুগণ শুনবেন’—এই ভেবে অতিনিকটবর্তী ভিক্ষুগণের নিকট আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে এই বলে নিন্দা ও দুর্নাম করতে লাগলেন, “মল্লপুত্র দব্ব মুখ চেয়ে চেয়ে স্বীয় ইচ্ছানুসারে (পক্ষপাতমূলকভাবে) সংঘের শয্যাসন প্রস্তুত করেন এবং স্বীয় ইচ্ছানুসারে খাদ্য-ভোজ্যাদি বণ্টন করেন।”

মেত্তিয় ভূমজক ভিক্ষুগণের এমন নিন্দা ও দুর্নাম বাক্য শুনে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা আবারও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, “কেন মেত্তিয় ভূমজক ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে নিন্দা ও দুর্নাম করবেন?” অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ মেত্তিয় ভূমজক ভিক্ষুগণকে নানাভাবে তিরস্কার-ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে মেত্তিয় ভূমজক ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি মল্লপুত্র দব্বকে নিন্দা ও দুর্নাম করছ? “হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।” বুদ্ধ ভগবান তা অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা মল্লপুত্র দব্বকে নিন্দা ও দুর্নাম করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা উৎপাদন এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১০৫. “উজ্ঝাপনকে খিয্যনকে পাচিত্তিয”ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক সম্মতিপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে দোষারোপন, নিন্দা ও দুর্নাম করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১০৬. "উজ্ঝাপনকং" অর্থে সংঘ কর্তৃক সম্মতিপ্রাপ্ত শয্যাসন প্রস্তুতকারক, পিণ্ডবণ্টনকারক, যাগুবণ্টনকারক, ফলবণ্টনকারক, খাদ্যবণ্টনকারক অথবা অল্পমাত্র বণ্টনকারক ভিক্ষুর দুঃখকামী ও অযশকামী হয়ে দোষারোপন, নিন্দা ও দুর্নাম করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ধর্মত কর্মকে ধর্মত কর্ম ধারণায় দোষারোপন, নিন্দা ও দুর্নাম করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ধর্মত কর্মকে 'ধর্মত কর্ম কি না' সন্দেহবশত দোষারোপন, নিন্দা ও দুর্নাম করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ধর্মত কর্মকে অধর্মত কর্ম ধারণায় দোষারোপন, নিন্দা ও দুর্নাম করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অনুপসম্পন্নকে দোষারোপন, নিন্দা ও দুর্নাম করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। সংঘ কর্তৃক সম্মতি অপ্রাপ্ত শয্যাসন-প্রস্তুতকারক, পিণ্ডবণ্টনকারক, যাগুবণ্টনকারক, ফলবণ্টনকারক, খাদ্যবণ্টনকারক অথবা অল্পমাত্র বণ্টনকারক উপসম্পন্নের দুঃখকামী ও অযশকামী হয়ে দোষারোপন, নিন্দা ও দুর্নাম করলে, দুক্কট অপরাধ হয়।

সংঘ কর্তৃক সম্মতিপ্রাপ্ত শয্যাসন-প্রস্তুতকারক পিণ্ডবণ্টনকারক, যাগুবণ্টনকারক, ফলবণ্টনকারক, খাদ্যবণ্টনকারক অথবা অল্পমাত্র বণ্টনকারক অনুপসম্পন্নের দুঃখকামী ও অযশকামী হয়ে দোষারোপন, নিন্দা ও দুর্নাম করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। অধর্মত কর্মকে ধর্মত কর্ম ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অধর্মত কর্মকে 'ধর্মত কর্ম কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অধর্মত কর্মকে অধর্মত কর্ম ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়।

১০৭. **অনাপত্তি :** স্বভাববশে দোষারোপন, নিন্দা ও দুর্নাম করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[উজ্ঝাপনক তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৪. পঠম সেনাসন সিক্খাপদং

(প্রথম শয়নাসন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

১০৮. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুগণ হেমন্তকালে উন্মুক্ত স্থানে শয়নাসন বিছায়ে সূর্যতাপে শরীর শুকানোর পর যাবার সময় তা নিজেও তোলে না, অপরের দ্বারাও তোলায় না, অথচ কাউকে না বলে চলে যাচ্ছিলেন। সুতরাং

সেই শয়নাসন বৃষ্টির জলে ভিজে যেতে লাগল। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ভিক্ষুগণ উন্মুক্ত স্থানে শয়নাসন বিছায়ে যাবার সময় তা নিজেও তোলে না, অপরের দ্বারাও তোলায় না, অথচ কাউকে না বলে চলে যাবেন? কেনই বা সেই শয়নাসন বৃষ্টির জলে সিক্ত হবে?" অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ তাদের অনেক প্রকারে তিরস্কার-ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুগণ নাকি উন্মুক্ত স্থানে শয়নাসন বিছায়ে যাবার সময় তা নিজেও তোলে না, অপরের দ্বারাও তোলায় না, অথচ কাউকেও না বলে চলে যায়? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" বুদ্ধ ভগবান তা অত্যন্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু উন্মুক্ত স্থানে শয়নাসন বিছায়ে যাবার সময় তা নিজেও তোলে না, অপরের দ্বারাও তোলায় না, অথচ কাউকে না বলে চলে যাবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা উৎপাদন এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১০৯. "যো পন ভিক্‌খু সঙ্ঘিকং মঞ্চ বা পীঠং বা ভিসিং বা কোচ্ছং বা অজ্ঝোকাসে সন্থরিত্বা বা সন্থরাপেত্বা বা তং পক্কমন্তো নেব উদ্ধারেয্য ন উদ্ধরাপেয্য অনাপুচ্ছং বা গচ্ছেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু সাংঘিক সম্পত্তি মঞ্চ; পীঠ (চেয়ার); ভিসি (গদি বা তোষক); কোচ্ছ (বসার আসন) উন্মুক্ত স্থানে নিজে বিছায়ে বা অপরের দ্বারা বিছায়ে যাবার সময় তা নিজেও তোলে না, অপরের দ্বারাও তোলায় না, অথচ কাউকে কিছু না বলে চলে গেলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুগণের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হলো।

১১০. সে সময়ে ভিক্ষুগণ উন্মুক্ত স্থানে অবস্থান করার পর সেই শয়নাসন অতি প্রত্যুষে আনয়ন করতে লাগলেন। (একদিন) ভগবান সেই ভিক্ষুগণ অতি প্রত্যুষে শয়নাসন আনয়ন করছেন তা দেখতে পেলেন। দেখার পর

এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্ম কথা উত্থাপনপূর্বক ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, বর্ষার চারি মাস ও হেমন্ত ঋতুর চারি মাস—এই আট মাস কোনো নির্দিষ্ট স্থানে, মণ্ডপে বা বৃক্ষমূলে যথায় কাক, শকুন বা বাজপক্ষী আদি নষ্ট করতে না পারে, তেমন স্থানে শয়নাসন গুছায়ে রাখবে।"

১১১. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"সঙ্ঘিকং" অর্থে সংঘকে দান করা হয়েছে এমন সংঘসম্পত্তি বুঝায়।

"মঞ্চো" অর্থে টেবিল বা টুল (মসারকো), চেয়ার (বুন্দিকাবদ্ধো), বক্র পাদযুক্ত খাট বা পালঙ্ক (কুলীরপাদকো) এবং ভাজ করা যায় এমন কেদারা (আহচ্চপাদকো)—এই চতুর্বিধ মঞ্চকে বুঝায়।

"পীঠং" অর্থে টেবিল বা টুল (মসারকং), চেয়ার (বুন্দিকাবদ্ধং), বক্র পাদযুক্ত খাট বা পালঙ্ক (কুলীরপাদকং) এবং ভাজ করা যায়—এমন কেদারা (আহচ্চপাকং)—এই চতুর্বিধ পীঠকে বুঝায়।

"ভিসি" অর্থে পশুলোম বা পশমে তৈরি গদি বা তোষক (উন্নভিসি), সুতিবস্ত্রে তৈরি গদি (চোলভিসি), গাছের বাকলে তৈরি গদি (বাকভিসি), শুষ্কতৃণে তৈরি মাদুর বা গদি (তিণভিসি) এবং শুষ্কপত্রে তৈরি গদি (পন্নভিসি)—এই পঞ্চবিধ ভিসি বা গদিকে বুঝায়।

"কোচ্ছং" অর্থে বেত, বল্কল, ঘাস অথবা নলখাগড়া দ্বারা নির্মিত বসার আসনবিশেষ।

"সন্থরিত্বা" বলতে নিজে বিছায়ে।

"সন্থরাপেত্বা" বলতে অপরের দ্বারা বিছায়ে। এক্ষেত্রে অনুপসম্পন্নকে দিয়ে বিছালে তাঁর (আদেশকারীর) দ্বায়বদ্ধতা; আর উপসম্পন্নকে দিয়ে বিছালে, যে বিছায় তার দ্বায়বদ্ধতা।

"তং পক্কমন্তো নেব উদ্ধরেয্য" বলতে যাবার সময় তা নিজে না তুললে।

"ন উদ্ধরাপেয্য" বলতে অপরকে দিয়ে না তোলালে।

"অনাপুচ্ছং বা গচ্ছেয্য" বলতে ভিক্ষু-শ্রামণ অথবা আরামিক কাউকে কিছু না বলে মধ্যম পুরুষের নিক্ষিপ্ত ঢিল প্রমাণ স্থান অতিক্রম করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১১২. সাংঘিক দ্রব্যকে সাংঘিক দ্রব্য ধারণায় উন্মুক্ত স্থানে নিজে বিছায়ে অথবা অপরের দ্বারা বিছায়ে যাবার সময় তা নিজেও না তুললে বা অপরের

দ্বারাও না তোলালে, অথচ কাউকে কিছু না বলে চলে গেলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

সাংঘিক দ্রব্যকে 'সাংঘিক দ্রব্য কি না' সন্দেহবশত উন্মুক্ত স্থানে নিজে বিছায়ে অথবা অপরের দ্বারা বিছায়ে, যাবার সময় তা নিজেও না তুললে বা অপরের দ্বারাও না তোলালে, অথচ কাউকে কিছু না বলে চলে গেলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

সাংঘিক দ্রব্যকে পুদ্গলিক (ব্যক্তিগত) দ্রব্য ধারণায় উন্মুক্ত স্থানে বিছায়ে অথবা অপরের দ্বারা বিছায়ে যাবার সময় তা নিজেও না তুললে, বা অপরের দ্বারাও না তোলালে, অথচ কাউকে কিছু না বলে চলে গেলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

বালিশের ওয়ার (চিমিলকং); উত্তরীয় বস্ত্র বা শামিয়ানা (উত্তরত্থরণং); ভূমি আস্তরণ বা মাদুর (ভূম্মত্থরণ): তাল পাতা বা বল্কল দ্বারা নির্মিত বসার আসন (অট্টিকং); চর্মখণ্ড (চম্মক্খণ্ড); পামোচনি বা পাপোস (পাদপুঞ্জনিং) অথবা কাষ্ঠফলক বা বেঞ্চ (ফলকপীঠং) উন্মুক্ত স্থানে নিজে বিছায়ে অথবা অপরের দ্বারা বিছায়ে যাবার সময় তা নিজেও তোলে না বা অপরের দ্বারাও তোলায় না, অথচ কাউকে কিছু না বলে চলে গেলে, দুক্কট অপরাধ হয়। পুদ্গলিক দ্রব্যকে সাংঘিক দ্রব্য ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। পুদ্গলিক দ্রব্যকে 'সাংঘিক দ্রব্য কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়।

১১৩. অনাপত্তি : নিজে তুলে বা অপরের দ্বারা তোলায়ে চলে গেলে, কাউকে বলে গেলে, গরম করার বা শুকাবার ইচ্ছায় রেখে গেলে, হঠাৎ কোন বিপদ উপস্থিত হলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[পঠম সেনাসন চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫. দুতিয় সেনাসন সিক্খাপদং

(দ্বিতীয় শয়নাসন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

১১৪. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণ পরস্পর সহায়ক ছিলেন। তারা কোথাও অবস্থান করার সময় সকলে একত্রে অবস্থান করতেন এবং চলে যাবার সময় একত্রে চলে যেতেন। একদিন তারা অন্যতর সাংঘিক

বিহারে শয্যা বিছায়ে, যাবার সময় তা নিজেও তোলেনি, অপরের দ্বারাও তোলায়নি, অথচ কাউকে কিছু না বলে চলে গেলেন। তাই সেই শয্যা উঁইপোকা দ্বারা খাদিত ও বিনষ্ট হচ্ছিল।

সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণের এমন আচরণ দৃষ্টি গোচর হলে, যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণ সাংঘিক বিহারে শয্যা নিজে বিছায়ে চলে যাবার সময় তা নিজেও তুলবে না, অপরের দ্বারাও তোলাবে না, অথচ কাউকে কিছু না বলে চলে যাবেন? কেনই বা সেই শয্যা উঁইপোকা দ্বারা খাদিত ও বিনষ্ট হবে?" অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ তাদের অনেক প্রকারে তিরস্কার-ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণ নাকি সাংঘিক বিহারে শয্যা বিছায়ে চলে যাবার সময় তা নিজেও তোলেনি, অপরের দ্বারাও তোলায়নি, অথচ কাউকেও কিছু না বলে চলে গিয়েছিল? তাই সেই শয্যাও নাকি উঁইপোকা দ্বারা খাদিত ও বিনষ্ট হয়েছিল? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" বুদ্ধ ভগবান তা অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ, কী হেতু সেই মোঘপুরুষেরা সাংঘিক বিহারে শয্যা বিছায়ে চলে যাবার সময় তা নিজেও তুলবে না, অপরের দ্বারাও তোলাবে না, অথচ কাউকেও কিছু না বলে চলে যাবে? তাই সেই শয্যা উঁইপোকা দ্বারা খাদিত ও বিনষ্ট হবে! এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা উৎপাদন এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১১৫. "যো পন ভিক্খু সঙ্ঘিকে বিহারে সেয্যং সন্থরিত্বা বা সন্থরাপেত্বা বা তং পক্কমন্তো নেব উদ্ধারেয্য না উদ্ধরাপেয্য অনাপুচ্ছং বা গচ্ছেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু সাংঘিক বিহারে শয্যা নিজে বিছায়ে বা অপরের দ্বারা বিছায়ে চলে যাবার সময় তা নিজেও তোলে না, অপরের দ্বারাও তোলায় না, অথচ কাউকে কিছু না বলে চলে গেলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১১৬. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"সঙ্ঘিকো বিহারো" অর্থে সংঘের উদ্দেশে প্রদত্ত বিহার বা সাংঘিক বিহার বুঝায়।

"সেয্যং" অর্থে বিছানার তোষক, গদি (ভিসি), বালিশের ওয়ার (চিমিলিকা), শামিয়ানা (উত্তরত্থরণ), পাটি বা মাদুর (ভূমত্থরণং), তালপাতা বা বল্কল দ্বারা নির্মিত বসার আসন (তট্টিকং), চর্মখণ্ড (চম্মক্খণ্ড), বসার আসন (নিসীদনং), প্রত্যাস্তরণ বা বিছানার চাঁদর (পচ্চত্থরণং), তৃণনির্মিত মাদুর (তিণসন্থারো)—এই দশ প্রকার শয্যাকে বুঝায়।

"সন্থরিত্বা" বলতে নিজে বিছায়ে।

"সন্থরাপেত্বা" বলতে অপরের দ্বারা বিছায়ে।

"তং পক্কমন্তো নেব উদ্ধরেয্য" বলতে অপরের দ্বারা না তুললে।

"ন উদ্ধরাপেয্য" বলতে অপরকে দিয়ে না তোলালে।

"অনাপুচ্ছং বা গচ্ছেয্য" বলতে ভিক্ষু শ্রামণ অথবা আরামিক (সেবক) কাউকে কিছু না বলে পরিবেষ্টিত (ঘেরাযুক্ত) বিহারের পরিবেষ্টন (ঘেরা) অতিক্রম করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। এবং অপরিবেষ্টিত বিহারের উপচার (পার্শ্ববর্তী অঞ্চল) অতিক্রম করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

সাংঘিকে সাংঘিক ধারণায় শয্যা নিজে বিছায়ে বা অপরের দ্বারা বিছায়ে চলে যাবার সময় তা নিজেও তোলে না, অপরের দ্বারাও তোলাল না, অথচ কাউকে কিছু না বলে চলে গেলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। সাংঘিকে 'সাংঘিক কি না' সন্দেহবশত শয্যা নিজে বিছায়ে বা অপরের দ্বারা বিছায়ে চলে যাবার সময় তা নিজেও তোলে না, অপরের দ্বারাও তোলায় না, অথচ কাউকে কিছু না বলে চলে গেলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। সাংঘিকে পুদ্গলিক ধারণায় শয্যা নিজে বিছায়ে বা অপরের দ্বারা বিছায়ে চলে যাবার সময় তা নিজেও তোলে না, অপরের দ্বারাও তোলায় না, অথচ কাউকে কিছু না বলে চলে গেলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১১৭. বিহারের উপাচারে বা উপস্থানশালায়, মণ্ডপে বা বৃক্ষমূলে শয্যা নিজে বিছায়ে বা অপরের দ্বারা বিছায়ে চলে যাবার সময় তা নিজেও তোলে না, অপরের দ্বারাও তোলায় না, অথচ কাউকে কিছু না বলে চলে গেলে, দুক্কট অপরাধ হয়। বিহারে বা বিহারের উপাচারে, উপস্থানশালায় বা মণ্ডপে অথবা বৃক্ষমূলে মঞ্চ বা পীঠ নিজে বিছায়ে বা অপরের দ্বারা বিছায়ে চলে যাবার সময় তা নিজেও তোলে না, অপরের দ্বারাও তোলায় না, অথচ

কাউকে কিছু না বলে চলে গেলে, দুক্কট অপরাধ হয়।

পুদ্গলিকে সাংঘিক ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। পুদ্গলিকে 'সাংঘিক কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। পুদ্গলিকে পুদ্গলিক ধারণায় তা অন্যের পুদ্গলিক বিহার হলে, দুক্কট অপরাধ হয় আর স্বীয় পুদ্গলিক বিহার হলে, কোনো অপরাধ হয় না।

১১৩. অনাপত্তি : নিজে তুলে বা অপরের দ্বারা তোলায়ে গমন করলে, কাউকে বলে গেলে গমন করলে, কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হলে; তথায় স্থিত কোনো ব্যক্তির উপর নির্ভর করে গমন করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[দুতিয সেনাসন পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬. অনুপখজ্জ সিক্খাপদং

(অবৈধ অনুপ্রবেশ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

১১৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন স্থবির (জ্যৈষ্ঠ) ভিক্ষুগণ তাদের যথাযোগ্য শয্যা অধিকার করায় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ উত্তম উত্তম শয্যাসমূহ হারাতে লাগলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হলো—"কোন উপায় অবলম্বনে আমরা এখানেই বর্ষাবাস যাপন করতে পারব?" অতঃপর ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ স্থবির ভিক্ষুগণকে 'যার অসুবিধা হবে সে চলে যাবে'—এই বলে অনুপ্রবেশপূর্বক শয্যা বিছাতে লাগলেন।

ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণের এমন কার্য দেখে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ স্থবির ভিক্ষুগণকে 'যার অসুবিধা হবে সে চলে যাবে'—এই বলে অনুপ্রবেশপূর্বক শয্যা বিছাবেন?" অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে অনেক প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি স্থবির ভিক্ষুগণকে 'যার অসুবিধা হবে সে চলে যাবে'—এই বলে অনুপ্রবেশপূর্বক শয্যা পাতছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা স্থবির ভিক্ষুগণকে 'যার অসুবিধা হবে সে চলে যাবে'—এই বলে

অনুপ্রবেশপূর্বক শয্যা পাতবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; উপরন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা উৎপাদন এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১২০. "যো পন ভিক্খু সজ্ঝিকে বিহারে জানং পুব্বূপগতং ভিক্খুং অনুপখজ্জ সেয্যং কপ্পেয্য—'যস্স সম্বাধো ভবিস্সতি সো পক্কমিস্সতী'তি এতদেব পচ্চযং করিত্বা অনঞ্ঞং পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু সাংঘিক বিহারে পূর্বে আগত ভিক্ষু বৃদ্ধ, রোগী অথবা সংঘ কর্তৃক স্থান দেওয়া হয়েছে বলে জানে, অথচ 'যার অসুবিধা হবে সে চলে যাবে'—এই কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণ না থাকলে, অনুপ্রবেশপূর্বক শয্যা পাতলে (বিছালে), তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১২১. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"সজ্ঝিকো বিহারো" অর্থে সংঘের উদ্দেশে প্রদত্ত বিহার বা সাংঘিক বিহার বুঝায়।

"জানাতি" বলতে সেই ভিক্ষু বৃদ্ধ, রোগী অথবা সংঘ কর্তৃক স্থান দেওয়া হয়েছে বলে অবগত থাকা।

"অনুপখজ্জ" অর্থে অনুপ্রবেশপূর্বক।

"সেয্যং কপ্পেয্য" বলতে মঞ্চ বা পীঠের অতি নিকটে অথবা চলাচলের রাস্তায় (উপচারে) শয্যা নিজে বিছালে বা অপরের দ্বারা বিছালে, দুক্কট অপরাধ হয়। বিছানো শয্যায় বসলে বা শয়ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"এতদেব পচ্চযং করিত্বা অনঞ্ঞং" বলতে অনুপ্রবেশপূর্বক শয্যা বিছাতে অন্য কোনো কারণ না থাকা।

১২২. সাংঘিকে সাংঘিক ধারণায় অনুপ্রবেশপূর্বক শয্যা বিছালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। সাংঘিকে 'সাংঘিক কি না' সন্দেহবশত অনুপ্রবেশপূর্বক শয্যা বিছালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। সাংঘিকে পুদ্গালিক ধারণায় অনুপ্রবেশপূর্বক শয্যা বিছালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

মঞ্চ বা পীঠের অতি নিকটস্থান অথবা চলাচলের রাস্তা ব্যতীত শয্যা নিজে বিছালে বা অপরের দ্বারা বিছালে, দুক্কট অপরাধ হয়। বিছানো শয্যায় বসলে বা শয়ন করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। বিহারের উপাচারে, উপস্থানশালায়, মণ্ডপে, বৃক্ষমূলে অথবা উন্মুক্ত স্থানে শয্যা নিজে বিছালে বা

অপরের দ্বারা বিছালে, দুক্কট অপরাধ হয়। বিছানো শয্যায় বসলে বা শয়ন করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। পুদ্গলিকে সাংঘিক ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। পুদ্গলিকে 'সাংঘিক কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। পুদ্গলিকে পুদ্গলিক ধারণায় তা অন্যের পুদ্গলিক বিহার হলে, দুক্কট অপরাধ হয়। আর স্বীয় পুদ্গলিক বিহার হলে, কোনো অপরাধ হয় না।

১২৩. **অনাপত্তি :** রোগী প্রবেশ করলে, শীত বা উষ্ণতারিত হয়ে প্রবেশ করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[অনুপখজ্জ ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৭. নিক্কড্ঢন সিক্খাপদং

(বহিষ্কার সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

১২৪. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণ 'এখানে আমরা বর্ষাবাস যাপন করব'—এই ভেবে অন্যতর এক প্রত্যন্ত অঞ্চলীয় মহাবিহার সংস্কার করতে লাগলেন। ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণকে সংস্কার কার্য করতে দেখলেন। দেখে এরূপ বললেন, "আবুসো, এই সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণ বিহার সংস্কার করছেন। তাই আসুন আমরা তাদের বিহার ত্যাগে বাধ্য করাব।" তখন কেউ কেউ এরূপ বললেন, "আবুসো, যাবত তারা সংস্কারকার্য করছেন, তাবৎ অপেক্ষা করুন। সংস্কারকার্য শেষে বিহার ত্যাগ করাব।"

অতঃপর ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণকে এরূপ বললেন, "আবুসো, এখান থেকে চলে যাও, আমাদের বিহার অধিকার করছ।" "না আবুসো, এভাবে বলা উচিত নয়, যেহেতু আমরা এবং অন্যেরা সকলে মিলে ভবিষ্যৎ বর্ষাবাস যাপনের নিমিত্ত সংস্কারকার্য করছি।" "আবুসো, ইহা কি সাংঘিক বিহার?" "হ্যাঁ আবুসো, ইহা অবশ্যই সাংঘিক বিহার।" তাঁরা পুনঃ বললেন, "আবুসো, এখান থেকে চলে যাও, আমাদের বিহার অধিকার করছ।" "আবুসো, বিহারটি অনেক বৃহৎ। সুতরাং এখানে তোমরাও বাস কর এবং সেই সাথে আমরাও বাস করব।" তৃতীয়বারের মতো ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ বললেন, "আবুসো, এখান থেকে চলে যাও, আমাদের বিহার অধিকার করছ।" এভাবে বলার পরও কোনো কাজ হচ্ছে না দেখে তারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে গলাধাক্কা দিয়ে বিহার হতে বের করে দিলেন।

এভাবে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের দ্বারা বহিষ্কৃত হয়ে তারা ক্ষুন্নমনে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

ক্ষণকাল পর ভিক্ষুগণ তাদের এভাবে ক্রন্দন করতে দেখে এরূপ বললেন, "আবুসো, তোমরা ক্রন্দন করছ কেন?" প্রত্যুত্তরে তাঁরা বললেন, "আবুসো, এই ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে আমাদের সাংঘিক বিহার হতে বহিষ্কার করেছেন তাই।" এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে ভিক্ষুগণকে সাংঘিক বিহার হতে বহিষ্কার করবেন?" অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে অনেক প্রকারে তিরস্কার-ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে ভিক্ষুগণকে সাংঘিক বিহার হতে বহিষ্কার করেছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে ভিক্ষুগণকে সাংঘিক বিহার হতে বহিষ্কার করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; উপরন্তু তদ্বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১২৫. "যো পন ভিক্‌খু ভিক্‌খুং কুপিতো অনত্তমনো সঙ্ঘিকা বিহারা নিক্কড্‌ঢেয্য বা নিক্কড্‌ঢাপেয্য বা পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে অন্য ভিক্ষুকে সাঙ্ঘিক বিহার হতে বহিষ্কার করলে বা করালে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১২৬. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্‌খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"ভিক্‌খুং" বলতে অন্য ভিক্ষুকে বুঝায়।

"কুপিতো অনত্তমনো" বলতে ক্রুদ্ধ, রাগান্বিত, অসন্তুষ্ট ও লোভ-দ্বেষ-মোহের বশবর্তী হয়ে।

"সঙ্ঘিকো বিহারো" অর্থে সংঘের উদ্দেশে প্রদত্ত বিহার বা সাংঘিক বিহার বুঝায়।

"নিক্কড্ঢেয্য" বলতে তাকে গৃহাভ্যন্তরে[১] (কক্ষে) ধরে বারান্দায়[২] বের করে দিলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। গৃহাভ্যন্তরে ধরে পরিবেষ্টিত সীমার বাইরে বের করে দিলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। একবার মাত্র প্রয়োগ দ্বারা একাধিক দ্বার অতিক্রম করালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"নিক্কড্ঢাপেয্য" বলতে বের করিয়ে দিতে অন্যকে আদেশ দিলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। একবার মাত্র আদেশ দিয়ে একাধিক দ্বার অতিক্রম করালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১২৭. সাংঘিকে সাংঘিক ধারণায় ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে নিজে বের করে দিলে বা অপরের দ্বারা বের করিয়ে দিলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। সাংঘিকে 'সাংঘিক কি না' সন্দেহবশত ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে নিজে বের করে দিলে বা অপরের দ্বারা বের করিয়ে দিলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। সাংঘিকে পুদ্গালিক ধারণায় ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে নিজে বের করে দিলে বা অপরের দ্বারা বের করিয়ে দিলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

তার (ভিক্ষুর) ব্যবহার্যদ্রব্য (পরিক্খারং) বের করে দিলে বা অপরের দ্বারা দেয়ালে দুক্কট অপরাধ হয়। বিহারের উপাচার, উপস্থানশালা, মণ্ডপ, বৃক্ষমূল, অথবা উন্মুক্তস্থান হতে তাকে বের করে দিলে বা দেয়ালে দুক্কট অপরাধ হয়। উপরোক্ত স্থানসমূহ হতে তার ব্যবহার্য দ্রব্য বের করে দিলে বা দেয়ালে দুক্কট অপরাধ হয়। বিহার, বিহারের উপাচার, উপস্থানশালা, মণ্ডপ, বৃক্ষমূল অথবা উন্মুক্ত স্থান হতে অনুপসম্পন্নকে বের করে দিলে বা দেয়ালে দুক্কট অপরাধ হয়। তার (অনুপসম্পন্নের) ব্যবহার্য দ্রব্য বের করে দিলে বা দেয়ালে দুক্কট অপরাধ হয়।

পুদ্গালিকে সাংঘিক ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। পুদ্গালিকে 'সাংঘিক কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। পুদ্গালিকে পুদ্গালিক ধারণায় তা অন্যের পুদ্গালিক বিহার হলে, দুক্কট অপরাধ হয়। আর স্বীয় পুদ্গালিক বিহার হলে, কোনো অপরাধ হয় না।

১২৮. অনাপত্তি : অলজ্জীকে (দুঃশীলকে) বের করে দিলে বা দেয়ালে অথবা তার কোনো ব্যবহার্য বস্তু বের করে দিলে বা দেয়ালে, উন্মত্তকে বের করে দিলে বা দেয়ালে অথবা তার কোনো ব্যবহার্য দ্রব্য বের করে দিলে বা

---

১. গব্ভে।

২. পমুখং।

দেয়ালে, কলহকারী, বাদ-বিবাদকারী, অযথা আলাপকারী[১] বা সংঘমধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারীকে বের করে দিলে বা দেয়ালে অথবা তার কোনো ব্যবহার্য বস্তু বের করে দিলে বা দেয়ালে, সম্যক অনুবর্তী নয় এমন অন্তেবাসী বা সহবিহারীকে বের করে দিলে বা দেয়ালে অথবা তার কোনো ব্যবহার্য দ্রব্য বের করে দিলে বা দেয়ালে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো দোষ নেই।

[নিক্কড্ঢন সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৮. বেহাসকুটি সিক্খাপদং

(ছাদের কুটির সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

১২৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন দুজন ভিক্ষু এক সাংঘিক বিহারে ছাদযুক্ত কুটিরে অবস্থান করছিলেন। একজন নিচে এবং অপরজন উপরে বাস করতে লাগলেন। একদিন উপরিস্থিত ভিক্ষু অসংলগ্ন পায়াযুক্ত মঞ্চে (চেয়ারে) হঠাৎ উপবেশন করলে, মঞ্চের পায়াটি নিচে স্থিত ভিক্ষুর মাথায় আঘাত করল। তাই নিচে স্থিত ভিক্ষু বিকট শব্দে চিৎকার করলেন। এমন বিকট চিৎকার শব্দ শুনে ভিক্ষুগণ সত্বর দৌড়ায়ে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আবুসো, আপনি বিকট শব্দে চিৎকার করেছেন কেন?" প্রত্যুত্তরে সেই ভিক্ষু আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় ভিক্ষুগণকে প্রকাশ করলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ভিক্ষু সাংঘিক বিহারে ছাদযুক্ত কুটিরে অসংলগ্ন পায়াযুক্ত মঞ্চে হঠাৎ উপবেশন করবেন? অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষু, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি সাংঘিক বিহারে ছাদযুক্ত কুটিরে অসংলগ্ন পায়াযুক্ত মঞ্চে হঠাৎ উপবেশন করেছিলে? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষ, কী হেতু তুমি সাংঘিক বিহারে ছাদযুক্ত কুটিরে অসংলগ্ন পায়াযুক্ত মঞ্চে হঠাৎ উপবেশন করবে? এমন আচরণ

---

[১]. ভস্সকারকং।

কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; উপরন্তু তদ্বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১৩০. "যো পন ভিক্খু সঙ্ঘিকে বিহারে উপরিবেহাস কুটিযা আহচ্চপাদকং মঞ্চং বা পীঠং বা অভিনিসীদেয্য বা অভিনিপজ্জেয্য বা পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু সাংঘিক বিহারে ছাদযুক্ত কুটিরে অসংলগ্ন পায়াযুক্ত মঞ্চে বা পীঠে হঠাৎ উপবেশন করলে বা শয়ন করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৩১. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"সঙ্ঘিকো বিহারো" অর্থে সংঘের উদ্দেশে প্রদত্ত বিহার বা সাংঘিক বিহার।

"বেহাসকুটি" অর্থে মধ্যম পুরুষের মাথায় স্পর্শ না হয়—এমন উচ্চতাসম্পন্ন ছাদযুক্ত কুটির।

"আহচ্চপাদকো মঞ্চো" অর্থে যেই মঞ্চ (পালঙ্ক) ছিদ্র করে পেরেক লাগিয়ে শোবার উপযুক্ত করার জন্য দাঁড় করা যায়—এমন মঞ্চ বুঝায়।

"আহচ্চপাকং পীঠং" অর্থে যেই পীঠ (চেয়ার) ছিদ্র করে পেরেক লাগিয়ে বসার উপযুক্ত করার জন্য দাঁড় করা যায়—এমন পীঠ বুঝায়।

"অভিনিসীদেয্য" বলতে তাদৃশ মঞ্চে বা পীঠে উপবেশন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"অভিনিপজ্জেয্য" বলতে তাদৃশ মঞ্চে বা পীঠে শয়ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৩২. সাংঘিকে সাংঘিক ধারণায় ছাদযুক্ত কুটিরে অসংলগ্ন পায়াযুক্ত মঞ্চে বা পীঠে উপবেশন করলে বা শয়ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। সাংঘিকে 'সাংঘিক কি না' সন্দেহবশত ছাদযুক্ত কুটিরে অসংলগ্ন পায়াযুক্ত মঞ্চে বা পীঠে উপবেশন করলে বা শয়ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। সাংঘিকে পুদ্গলিক ধারণায় ছাদযুক্ত কুটিরে অসংলগ্ন পায়াযুক্ত মঞ্চে বা পীঠে উপবেশন করলে বা শয়ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

পুদ্গলিকে সাংঘিক ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। পুদ্গলিকে 'সাংঘিক কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। পুদ্গলিকে পুদ্গলিক ধারণায় তা অন্যের

পুদ্গলিক বিহার হলে, দুক্কট অপরাধ হয়। আর স্বীয় পুদ্গলিক বিহার হলে, কোন দোষ নেই।

১৩৩. অনাপত্তি : ছাদবিহীন কুটিরে হলে, মাথায় স্পর্শ হলে, নিচের অংশটি অব্যবহৃত হলে, সমস্তছাদ কাঠ দ্বারা ছেঁয়ে ফেললে, মঞ্চ বা পীঠের খুঁটায় পেরেক গাঁথা থাকলে, সেখানে দাঁড়িয়ে ভিত্তিখিল বা নাগদন্তে কোনো চীবরাদি রাখলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো দোষ নেই।

[বেহাসকুটি অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৯. মহল্লক বিহার সিক্‌খাপদং

(সস্বামীক বিহার নির্মাণ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

১৩৪. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান কোসাম্বীতে ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান ছন্নের উপস্থায়ক (উপট্‌ঠাকো) মহামাত্য আয়ুষ্মান ছন্নের জন্যে বিহার নির্মাণ করাচ্ছিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান ছন্ন সুচারুরূপে নির্মিত বিহার পুনঃপুন আচ্ছাদন করাতে লাগলেন এবং পুনঃপুন লেপন করাতে লাগলেন। অতএব অতি ভারী বিহারটি ভূপতিত হলো। অনন্তর আয়ুষ্মান ছন্ন তৃণকাষ্ঠ ইত্যাদি সংগ্রহকালে অন্যতর ব্রাহ্মণের যবক্ষেত্র (এক জাতীয় ধানক্ষেত) বিনষ্ট করলেন। যবক্ষেতের এমন পরিণতি দেখে সেই ব্রাহ্মণ এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ভদন্তগণ আমাদের যবক্ষেত্র বিনষ্ট করবেন?"

তৎপর ভিক্ষুগণ সেই ব্রাহ্মণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন আয়ুষ্মান ছন্ন সুচারুরূপে নির্মিত বিহার পুনঃপুন আচ্ছাদন করাবেন এবং পুনঃপুন লেপন করাবেন? অতএব অতি ভারী বিহারটি ভূপতিত হলো? অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান ছন্নকে অনেক প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে আয়ুষ্মান ছন্নকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ছন্ন, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি সুচারুরূপে নির্মিত বিহার পুনঃপুন আচ্ছাদন করাচ্ছ এবং পুনঃপুন লেপন করাচ্ছ? তাই অতি ভারী বিহারটি নাকি ভূপতিত হয়েছে? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষ,

কী হেতু তুমি সুচারুরূপে নির্মিত বিহার পুনঃপুন আচ্ছাদন করাবে এবং পুনঃপুন লেপন করাবে? আর তাই অতি ভারী বিহারটিও ভূপতিত হয়েছে? এমন কার্য কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; অধিকন্তু তদ্বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১৩৫. "মহল্লকং পন ভিক্খুনা বিহারং কারযমানেন যাব দ্বারকোস অগ্গলট্ঠপনায আলোকসন্ধি পরিকম্মায দ্বত্তিচ্ছদনস্স পরিযায অপ্পহরিতে ঠিতেন অধিট্ঠাতব্বং। ততো চে উত্তরিং অপ্পহরিতেপি ঠিতো অধিট্ঠহেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : যখন কোনো ভিক্ষু সস্বামীক বিহার (মহল্লকং বিহারং) নির্মাণ করেন বা করান, তিনি তথাস্থ দরজা-জানালা শক্তভাবে স্থাপনার্থে শ্বেত বা কালো যেকোনো বর্ণের মাটি দ্বারা পুনঃপুন লেপন করতে বা করাতে পারবেন। বিহারের ছাউনি দিবার সময় ধান-গমাদি শষ্যবিহীন স্থানে দাঁড়িয়ে দু-তিনবার ছাউনি দেখিয়ে দিতে পারে, কিন্তু ততোধিক বার শষ্যবিহীন স্থানে দাঁড়িয়ে দেখিয়ে দিলেও, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৩৬. "মহল্লকো" অর্থে সস্বামীক বলা হয়েছে।

"বিহারো" অর্থে উপরে নিচে সর্বত্র লেপন করা হয়েছে এমন বিহার।

"কারযমানেন" বলতে নিজে বা অপরের মাধ্যমে নির্মাণ করানোর সময়।

"যাব দ্বারকোস" বলতে দ্বারস্তম্ভের চৌদিকের সমস্ত হস্তপাশ বুঝায়।

"অগ্গলট্ঠপনায" বলতে বিহারের দরজা-জানালা শক্তভাবে স্থাপনার্থে শ্বেত বা কালো বর্ণাদি যেকোনো বর্ণের মাটি দ্বারা লেপন করাতে পারবে।

"দ্বত্তিচ্ছদনস্স পরিযাযং অপ্পহরিতে ঠিতেন অধিট্ঠাতব্বং"—এই বাক্যে "হরিতং" অর্থে ধান, গম ইত্যাদি সাত প্রকার খাদ্য শষ্যবিশেষ (পুব্বণ্ণং) এবং তিল, মটর, সীম ইত্যাদি অন্য প্রকার ভক্ষ্য শষ্যাদিকে (অপরণ্ণং) বুঝায়। তাদৃশ সজীব শষ্যক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দেখিয়ে দিলে, দুক্কট অপরাধ হয়। ছাউনি দিয়ে আচ্ছাদন করালে, দুইবার মাত্র ছাউনি দেখায়ে দিয়ে তৃতীয়বার আদেশ দিয়ে চলে যাওয়া কর্তব্য। পরিবেষ্টন দিয়ে আচ্ছাদন করালে, দুইবার মাত্র পরিবেষ্টন দেখিয়ে দিয়ে তৃতীয়বার আদেশ দিয়ে চলে যাওয়া কর্তব্য।

১৩৭. "ততো চে উত্তরি অপ্পহরিতেপি ঠিতো অধিট্ঠহেয্য" বলতে ততোধিক বার ইট দ্বারা আচ্ছাদন করালে, প্রতি ইটে ইটে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। শিলা বা পাথর দ্বারা আচ্ছাদন করালে, প্রতি শিলায় শিলায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। চুণপিণ্ড দ্বারা আচ্ছাদন করালে, প্রতি পিণ্ডে পিণ্ডে পাচিত্তিয়

অপরাধ হয়। তৃণ দ্বারা আচ্ছাদন করালে, প্রতি তৃণমুষ্টিতে তৃণমুষ্টিতে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

দু-তিনবারাধিক ছাউনিকে অধিক ধারণায় দেখিয়ে দিলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। দু-তিনবারের অধিক ছাউনিকে 'অধিক কি না' সন্দেহবশত দেখিয়ে দিলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। দু-তিনবারাধিক ছাউনিকে অনধিক ধারণায় দেখিয়ে দিলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। দু-তিনবারের অধিক নয় অথচ অধিক ধারণায় দেখিয়ে দিলে, দুক্কট অপরাধ হয়। দু-তিনবারের অধিক নয় এমন ছাউনিকে 'অধিক কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। দু-তিনবারের অধিক নয় এমন ছাউনিকে অনধিক ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

১৩৮. অনাপত্তি : দু-তিনবার ছাউনি দিলে, তদপেক্ষা কম ছাউনি দিলে, পর্বত গুহা, তৃণকুটি নির্মাণে, অন্যের জন্য করলে, স্বীয় ধনে করলে, বাসগৃহ ব্যতীত অন্যান্য সব ক্ষেত্রে কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোন দোষ নেই।

[মহল্লক বিহার নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

১০. সপ্পাণক সিক্‌খাপদং

(প্রাণীযুক্ত সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

১৩৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান আলবীতে অগ্গালব চৈত্যে অবস্থান করছিলেন। তখন অরণ্যবিহারী ভিক্ষুগণ নবকর্ম করার সময় সজ্ঞানে প্রাণীযুক্ত জল তৃণগুল্মে ও মাটিতে নিজে ও অপরের দ্বারা সিঞ্চন করাতে লাগলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন অরণ্যবিহারী ভিক্ষুগণ সজ্ঞানে প্রাণীযুক্ত জল তৃণ-গুল্মে ও মাটিতে নিজে ও অপরের দ্বারা সিঞ্চন করাবেন? অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ অরণ্যবিহারী ভিক্ষুগণকে নানা প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে অরণ্যবিহারী ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি সজ্ঞানে প্রাণীযুক্ত জল তৃণ-গুল্মে ও মাটিতে নিজে ও অপরের দ্বারা সিঞ্চন করাচ্ছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" বুদ্ধ ভগবান তা অত্যন্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা সজ্ঞানে

প্রাণীযুক্ত জল তৃণগুল্মে ও মাটিতে নিজে ও অপরের দ্বারা সিঞ্চন করাবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১৪০. "যো পন ভিক্খু জানং সপ্পাণকং উদকং তিণং বা মত্তিকং বা সিঞ্চেয্য বা সিঞ্চাপেয্য বা পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : যেকোনো ভিক্ষু জেনেশুনে প্রাণীযুক্ত জল তৃণ-গুল্মে বা মাটিতে নিজে বা অপরের দ্বারা সিঞ্চন করালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৪১. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"জানাতি" বলতে স্বয়ং জানা বা অন্য কেউ তাকে প্রকাশ করা।

"সিঞ্চেয্য" বলতে নিজে সিঞ্চন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"সিঞ্চাপেয্য" বলতে সিঞ্চন করার জন্য অন্যকে আদেশ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। একবার মাত্র আদিষ্ট হয়ে অনেকবার সিঞ্চন করলেও একটি মাত্র পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৪২. প্রাণীযুক্ত জলকে প্রাণীযুক্ত জল ধারণায় তৃণ-গুল্মে বা মাটিতে নিজে বা অপরের দ্বারা সিঞ্চন করালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। প্রাণীযুক্ত জলকে 'প্রাণীযুক্ত জল কি না' সন্দেহবশত তৃণ-গুল্মে বা মাটিতে নিজে বা অপরের দ্বারা সিঞ্চন করালে, দুক্কট অপরাধ হয়।। প্রাণীযুক্ত জলকে প্রাণীহীন জল ধারণায় তৃণ-গুল্মে বা মাটিতে নিজে বা অপরের দ্বারা সিঞ্চন করালে, দুক্কট অপরাধ হয়। প্রাণীহীন জলকে প্রাণীহীন জল ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

১৪৩. **অনাপত্তি :** অনিচ্ছাবশত করলে, বিস্মৃত হয়ে বা ভুলবশত করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং অজ্ঞাতের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো দোষ হয় না।

[সপ্পাণক দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[ভূতগাম দ্বিতীয় বর্গ]

তস্সুদ্দানং/ স্মারক গাথা

ভূত, অন্যবাদিতা, উজ্ঝাপনকে আর সহশয়ন দুয়ে;
পূর্বাগত, বহিষ্কারে, আঘাটে ও দরজাতে, প্রাণীযুক্তে।

৩. ওবাদ (উপদেশ) বর্গ

১. ওবাদ সিক্খাপদং

(উপদেশ প্রদান সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

১৪৪. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন স্থবির ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীদের উপদেশ প্রদানকালে প্রভূত চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন-গিলানপ্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি লাভ করতে লাগলেন। ইহা দেখে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হলো—"আবুসো, স্থবির ভিক্ষুগণ বর্তমানে ভিক্ষুণীদের উপদেশ প্রদানকালে প্রভূত চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন-গিলানপ্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি লাভ করছেন। অতএব আসুন আবুসো, আমরাও ভিক্ষুণীদের উপদেশ প্রদান করি।" অনন্তর ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীদের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বললেন, "ভগিনিগণ, আমাদের নিকট আসিও; আমরাও তোমাদের উপদেশ প্রদান করব।"

অতঃপর সেই ভিক্ষুণীগণ যথায় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ তথায় উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। তৎপর ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুণীদের অল্পমাত্র ধর্মকথা বলার পর অবশিষ্ট দিবস তিরচ্ছান কথায় (হীনালাপে) অতিবাহিত করে 'ভগিনি, এবার গমন কর' বলে বিদায় দিলেন।

অনন্তর সেই ভিক্ষুণীগণ যথায় ভগবান তথায় উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে স্থিত হলেন। একান্তে স্থিত সেই ভিক্ষুণীদের ভগবান এরূপ বললেন, "হে ভিক্ষুণীগণ, তোমরা উপদেশ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছ তো?" প্রত্যুত্তরে তারা বললেন, "ভন্তে, উপদেশ পেয়ে কিরূপে সন্তুষ্ট হবো, যেহেতু ষড়বর্গীয় আর্যগণ অল্পমাত্র ধর্মকথা বলার পর অবশিষ্ট দিবস তিরচ্ছান কথায় অতিবাহিত করে বিদায় দিলেন।" অতঃপর ভগবান সেই ভিক্ষুণীদের ধর্মকথায় আনন্দিত, পুলকিত, সমুত্তেজিত ও সম্প্রহংসিত করলেন। তখন সেই ভিক্ষুণীরা ভগবান কর্তৃক ধর্মকথায় আনন্দিত, পুলকিত, সমুত্তেজিত ও সম্প্রহংসিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করে চলে গেলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে,

তোমরা নাকি ভিক্ষুণীদের অল্পমাত্র ধর্মকথা বলে অবশিষ্ট দিবস তিরচ্ছান কথায় অতিবাহিত করে বিদায় দিয়েছিলে? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা ভিক্ষুণীদের অল্পমাত্র ধর্মকথা বলার পর অবশিষ্ট দিবস তিরচ্ছান কথায় অতিবাহিত করে বিদায় দিবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা উৎপাদন এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে। এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন :

হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণী-উপদেশক নির্বাচন করতে অনুজ্ঞা প্রদান করছি। এভাবে নির্বাচন করতে হবে। প্রথমে ভিক্ষু প্রার্থনা করতে হবে। প্রার্থনা করা হলে, দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক সংঘকে জ্ঞাপন করাতে হবে :

১৪৫. ভন্তে সংঘ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন। সংঘ যদি উচিত বোধ করেন, তাহলে অমুক ভিক্ষুকে ভিক্ষুণী-উপদেশক হিসেবে সম্মতি প্রদান করতে পারেন। ইহাই জ্ঞাপ্তি।

ভন্তে সংঘ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক ভিক্ষুকে ভিক্ষুণী-উপদেশক হিসাবে সম্মতি দান করছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক ভিক্ষুকে ভিক্ষুণী-উপদেশক হিসেবে সম্মতি দান করা উচিত বোধ করেন—তিনি নীরব থাকবেন। আর যিনি উচিত বোধ করেন না, তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার এই বিষয় বলছি : 'ভন্তে সংঘ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক ভিক্ষুকে ভিক্ষুণী-উপদেশক হিসাবে সম্মতি দান করছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক ভিক্ষুকে ভিক্ষুণী-উপদেশক হিসেবে সম্মতি দান করা উচিত বোধ করেন তিনি নীরব থাকবেন। আর যিনি উচিত বোধ করেন না, তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।'

'সংঘ কর্তৃক অমুক ভিক্ষু ভিক্ষুণী উপদেশক হিসেবে সম্মতি প্রাপ্ত হয়েছেন। অতএব উপস্থিত সমগ্র সংঘ এই প্রস্তাব উচিত বোধ করেন বিধায় নীরব রয়েছেন—আমি এরূপ ধারণা করছি।'

অতঃপর ভগবান ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি বহু প্রকারে গাম্ভীর্যতা, বিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রমতা; ধুতাঙ্গপ্রিয়তা, সেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা

করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকূল আচরণ করেন, সেভাবে ধর্মদেশনা করার পর ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুদের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব—যা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা; সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে; দুর্মূর্খ ও দুশ্চরিত্র ভিক্ষুদের নিগ্রহের জন্য এবং সুশীল ভিক্ষুদের সুখে অবস্থানের জন্য, বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্য, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১৪৬. "যো পন ভিক্‌খু অসম্মতো ভিক্‌খুনিযো ওবদেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক সম্মতিপ্রাপ্ত না হয়ে ভিক্ষুণীদের উপদেশ প্রদান করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হলো।

১৪৭. সে সময়ে স্থবির ভিক্ষুগণ সংঘ কর্তৃক সম্মতিপ্রাপ্ত হয়ে ভিক্ষুণীদের উপদেশ প্রদানকালে পূর্বের ন্যায় প্রভূত চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন-গিলানপ্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি লাভ করতে লাগলেন। ইহা দেখে আবারও ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের মনে এই চিন্তা উদিত হলো—"আবুসো, স্থবির ভিক্ষুগণ বর্তমানে সংঘ কর্তৃক সম্মতি প্রাপ্ত হয়ে ভিক্ষুণীদের উপদেশ প্রদানকালে পূর্বের ন্যায় চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন-গিলান প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি লাভ করছেন। তাই আবুসো, আসুন আমরাও সীমার বহির্ভাগে গিয়ে পরস্পরকে ভিক্ষুণী-উপদেশক হিসেবে সম্মতি দান করে ভিক্ষুণীদের উপদেশ প্রদান করি।" অনতিবিলম্বে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ সীমার বহির্ভাগে গিয়ে পরস্পরকে ভিক্ষুণী-উপদেশক হিসেবে সম্মতি দান করে ভিক্ষুণীদের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বললেন, "ভগিনিগণ, আমরাও সংঘ কর্তৃক সম্মতিপ্রাপ্ত। তাই আমাদের নিকট আসিও; আমরাও তোমাদের উপদেশ প্রদান করব।"

অনন্তর ভিক্ষুণীরা যথায় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ তথায় উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। অতঃপর ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীদের অল্পমাত্র ধর্মকথা বলার পর অবশিষ্ট দিবস তিরচ্ছান কথায় অতিবাহিত করে "ভগিনি, এবার গমন কর" বলে বিদায় দিলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুণীরা যথায় ভগবান তথায় উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে স্থিত হলেন। একান্তে স্থিত সেই ভিক্ষুণীদের ভগবান এরূপ বললেন, "হে ভিক্ষুণীগণ, তোমরা উপদেশ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছ তো?" প্রত্যুত্তরে তারা

বললেন, "ভন্তে, আমরা কীরূপে সন্তুষ্ট হবো, আর্য ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অল্পমাত্র ধর্মকথা বলার পর অবশিষ্ট দিবস তিরচ্ছান কথায় অতিবাহিত করে বিদায় দিলেন।"

তৎপর ভগবান সেই ভিক্ষুণীদের ধর্মকথায় আনন্দিত, পুলকিত, সমুত্তেজিত ও সম্প্রহংসিত করলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুণীরা ভগবান কর্তৃক ধর্মকথায় আনন্দিত, পুলকিত, সমুত্তেজিত ও সম্প্রহংসিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করে চলে গেলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি ভিক্ষুণীদের অল্পমাত্র ধর্মকথা বলার পর অবশিষ্ট দিবস তিরচ্ছান কথায় অতিবাহিত করে বিদায় দিয়েছিলে? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা ভিক্ষুণীদের অল্পমাত্র ধর্মকথা বলার পর অবশিষ্ট দিবস তিরচ্ছান কথায় অতিবাহিত করে বিদায় দিবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা উৎপাদন এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে। এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন :

হে ভিক্ষুগণ, আমি আদেশ করছি যে, অষ্টাঙ্গ গুণসমন্বিত ভিক্ষুকেই ভিক্ষুণী-উপদেশক হিসেবে সম্মতি দান করবে; যথা :

(১) শীলবান, প্রাতিমোক্ষসংবর শীলে সংযত হয়ে অবস্থানকারী, আচার-গোচরসম্পন্ন (সৎচরিত্রসম্পন্ন), ঈষৎ পাপেও ভয়দর্শী এবং শিক্ষাপদসমূহ অধ্যয়নপূর্বক সুদক্ষ হওয়া।

(২) যে সকল ধর্ম আদিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ ও অন্তকল্যাণ, তাদৃশ ধর্মে বহুশ্রুত, শ্রুতিধর, শ্রুতসন্নিচয় হওয়া এবং সদর্থ ও ব্যঞ্জনে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যকে অভিবাদনকারী হওয়া, ধাতা, বচসা, পরিচিতা ও জ্বলন্ত সহস্র প্রদীপের ন্যায় দীপ্তিমান হওয়া এবং দৃষ্টিতে সুপ্রতিবদ্ধ হওয়া।

(৩) ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় প্রাতিমোক্ষ বিশদভাবে যথা-আগত হওয়া অর্থাৎ পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে সমর্থ হওয়া এবং সূত্র (স্কন্ধ ও পরিবার পাঠ) ও অনুব্যঞ্জন (অক্ষর-পদাদি) হতে উদ্ধৃতি আহরণপূর্বক উৎপন্ন বিবাদ দক্ষতার সাথে মীমাংসা করতে সমর্থ হওয়া।

(৪) কল্যাণবাচী (সুমধুরভাষী) ও কল্যাণবাক্যরণী (পাপচারিনীকে

দক্ষতার সাথে তিরস্কার ও ভর্ৎসনাকারী) হওয়া।

(৫) অধিকাংশ ভিক্ষুণীদের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হওয়া।

(৬) ভিক্ষুণীদের উপদেশ দানে সুদক্ষ হওয়া।

(৭) ভগবানের উদ্দেশে কাষায় বস্ত্র পরিধানপূর্বক প্রব্রজিত হবার পূর্বে গুরুধর্ম[১] অপরাধে অপরাধী না হওয়া।

(৮) বিংশতি বৎসর অথবা বিংশতি বৎসরাধিক হওয়া। হে ভিক্ষুগণ, আমি আদেশ করছি যে, এই অষ্টাঙ্গ গুণসমন্বিত ভিক্ষুকেই ভিক্ষুণী-উপদেশক হিসেবে সম্মতি দান করবে।

১৪৮. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্‌খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"অসম্মতো" অর্থে জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা সম্মতি প্রাপ্ত না হওয়া।

"ভিক্‌খুনিযো" অর্থে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘে উপসম্পন্না বুঝায়।

"ওবাদেয্য" বলতে অষ্ট গুরুধর্মের মাধ্যমে উপদেশ দানে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অন্য ধর্মের[২] মাধ্যমে উপদেশ দানে, দুক্কট অপরাধ হয়। শুধুমাত্র সংঘকর্তৃক উপসম্পদাপ্রাপ্ত উপসম্পন্নাকে উপদেশ দানে, দুক্কট অপরাধ হয়।

১৪৯. সেই সম্মতিপ্রাপ্ত ভিক্ষু পরিবেন সম্মার্জন করে, পরিভোগ্য পানীয় জল সম্মুখে রেখে এবং আসন প্রস্তুত করে, সহচর (বন্ধু) গ্রহণপূর্বক উপবেশন করতে হবে। ভিক্ষুণীরাও তথায় গমনপূর্বক সেই ভিক্ষুকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করতে হবে। তখন সেই ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের জিজ্ঞাসা করবেন, "ভগিনিগণ, এখানে সকলে সমবেত হয়েছ কি?" যদি বলে, "হ্যাঁ আর্য, সকলে সমবেত হয়েছি।" তখন তাদের বলতে হবে : "হে ভগিনিগণ, অষ্ট গুরুধর্ম কণ্ঠস্থ ও মুখস্থ হয়েছে কি? যদি বলে, "হ্যাঁ আর্য, কণ্ঠস্থ ও মুখস্থ হয়েছে।" তখন "ভগিনিগণ, এইই তোমাদের উপদেশ" বলে উপদেশ দান করতে হবে। আর যদি বলে, "না আর্য, আমাদের কণ্ঠস্থ ও মুখস্থ হয়নি।" তখন বলতে হবে :

১) ভিক্ষুণী শতবর্ষা উপসম্পন্না হলেও অদ্য উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে

---

[১]. গৃহীকালে ভিক্ষুণীর সাথে কায়সংসর্গ অথবা শিক্ষামনা শ্রামণেরীর সাথে মৈথুনধর্ম সেবন। (সম. পাসা.)

[২]. অঞ্ঞেন ধম্মেন।

অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন কর্ম করতে হবে। ইহাই ধর্ম যা সম্মান, সৎকার, গৌরব, মান্য ও পূজা করে আজীবন অলজ্ঘনীয় অর্থাৎ লজ্ঘন করা অনুচিত।

২) ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুহীন আবাসে (বিহারে) বর্ষাবাস যাপন করতে পারবে না। ইহাই ধর্ম যা সম্মান, সৎকার, গৌরব, মান্য ও পূজ্য করে আজীবন লজ্ঘন করা অনুচিত।

৩) প্রতি একপক্ষকালে (পনের দিন পরপর) ভিক্ষুণী কর্তৃক ভিক্ষুসংঘ হতে উপোসথবিষয়ক প্রশ্ন[১] এবং উপদেশদানের জন্য আগমন[২]—এই দ্বিবিধ ধর্ম (কর্তব্য) জিজ্ঞাসা করতে হবে। ইহাই ধর্ম যা সম্মান, সৎকার, গৌরব, মান্য ও পূজা করে আজীবন লজ্ঘন করা অনুচিত।

৪) বর্ষাবাস সমাপনান্তে ভিক্ষুণী কর্তৃক ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘের নিকট দৃষ্টে, শ্রুতে অথবা সংশয়ে এই তিন প্রকারে প্রবারণা করতে হবে। ইহাই ধর্ম যা সম্মান, সৎকার, গৌবর, মান্য ও পূজা করে আজীবন লজ্ঘন করা অনুচিত।

৫) গুরুধর্ম অপরাধে অপরাধী ভিক্ষুণী কর্তৃক ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘে পক্ষকাল যাবত মানত্ত ব্রত পালন করতে হবে। ইহাই ধর্ম যা সম্মান, সৎকার, গৌবর, মান্য ও পূজা করে আজীবন লজ্ঘন করা অনুচিত।

৬) দুই বৎসর যাবত ছয় ধর্মে শিক্ষিতা শিক্ষামনাই একমাত্র ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘের নিকট উপসম্পদা প্রার্থনা করতে পারবে। ইহাই ধর্ম যা সম্মান, সৎকার, গৌরব, মান্য ও পূজা করে আজীবন লজ্ঘন করা অনুচিৎ।

৭) ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে কখনও কোনোরূপ আক্রোশ ও ভর্ৎসনাদি (গালিগালাজ) করতে পারবে না। ইহাই ধর্ম যা সম্মান, সৎকার, গৌরব, মান্য, পূজা করে আজীবন লজ্ঘন করা অনুচিত।

৮) আজ থেকে ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে কোনো প্রকার শাসন-অনুশাসন (বচনপথো) করতে পারবে না; কিন্তু ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীদের শাসন-অনুশাসন করতে পারবে। ইহাই ধর্ম যা সম্মান, সৎকার, গৌরব, মান্য ও পূজা করে আজীবন লজ্ঘন করা অনুচিত।

যদি বলে যে "হ্যাঁ আর্য, সকলে উপস্থিত হয়েছি" তখন অন্য ধর্ম ভাষণে, দুক্কট অপরাধ হয়।

---

[১]. আজ চতুর্দশী কি পঞ্চদশী তা জেনে নেওয়া।

[২]. কোন ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের উপদেশ দিতে আসছেন ইত্যাদি জেনে নেওয়া।

যদি বলে যে, "হ্যাঁ আর্য, বর্গ (দল) উপস্থিত হয়েছি" তখন অষ্ট গুরুধর্ম ভাষণে, দুক্কট অপরাধ হয়। উপদেশ না দিয়ে অন্য ধর্ম ভাষণেও দুক্কট অপরাধ হয়।

১৫০. অধর্মত কর্মকে অধর্মত কর্ম ধারণায়, বর্গ (দল) ভিক্ষুণীসংঘকে বর্গ ধারণাবশত উপদেশ দানে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অধর্মত কর্মকে অধর্মত কর্ম ধারণায়, বর্গ ভিক্ষুণীসংঘকে 'সমগ্র কি না' সন্দেহবশত উপদেশ দানে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অধর্মত কর্মকে 'অধর্মত কর্ম কি না' সন্দেহবশত বর্গ ভিক্ষুণীসংঘকে বর্গ ধারণাবশত উপদেশ দানে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অধর্মত কর্মকে 'অধর্মত কর্ম কি না' সন্দেহবশত উপদেশ দানে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অধর্মত কর্মকে 'অধর্মত কর্ম কি না' সন্দেহবশত বর্গ ভিক্ষুণীসংঘকে সমগ্র ধারণায় উপদেশ দানে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অধর্মত কর্মকে ধর্মত কর্ম ধারণায়, বর্গ ভিক্ষুণীসংঘকে বর্গ ধারণাবশত উপদেশ দানে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অধর্মত কর্মকে ধর্মত কর্ম ধারণায়, বর্গ ভিক্ষুণীসংঘকে 'সমগ্র কি না' সন্দেহবশত উপদেশ দানে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অধর্মত কর্মকে ধর্মত কর্ম ধারণায়, বর্গ ভিক্ষুণীসংঘকে সমগ্র ধারণাবশত উপদেশ দানে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অধর্মত কর্মকে অধর্মত কর্ম ধারণায়, সমগ্র ভিক্ষুণীসংঘকে বর্গ ধারণাবশত উপদেশ দানে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অধর্মত কর্মকে অধর্মত কর্ম ধারণায় সমগ্র ভিক্ষুণীসংঘকে 'বর্গ কি না' সন্দেহবশত উপদেশ দানে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অধর্মত কর্মকে অধর্মত কর্ম ধারণায় সমগ্র ভিক্ষুণীসংঘকে সমগ্র ধারণায় উপদেশ দানে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অধর্মত কর্মকে 'ধর্মত কর্ম কি না' সন্দেহবশত ও সমগ্র ভিক্ষুণীসংঘকে বর্গ ধারণায় উপদেশ দানে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অধর্মত কর্মকে 'ধর্মত কর্ম কি না' সন্দেহবশত ও সমগ্র ভিক্ষুণীসংঘকে 'বর্গ' কি না' সন্দেহবশত উপদেশ দানে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অধর্মত কর্মকে 'ধর্মত কর্ম কি না' সন্দেহবশত ও সমগ্র ভিক্ষুণীসংঘকে সমগ্র ধারণায় উপদেশ দানে, পাচিত্তিয় অপরধ হয়।

অধর্মত কর্মকে ধর্মত কর্ম ধারণায় সমগ্র ভিক্ষুণীসংঘকে বর্গ ধারণায় উপদেশ দানে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অধর্মত কর্মকে ধর্মত কর্ম ধারণায় সমগ্র ভিক্ষুণীসংঘকে 'বর্গ কি না' সন্দেহবশত উপদেশ দানে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অধর্মত কর্মকে ধর্মত কর্ম ধারণায় সমগ্র ভিক্ষুণীসংঘকে সমগ্র

ধারণায় উপদেশ দানে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৫১. ধর্মত কর্মকে অধর্মত কর্ম ধারণায় বর্গ ভিক্ষুণীসংঘকে বর্গ ধারণায় উপদেশ দানে দুক্কট অপরাধ হয়। ধর্মত কর্মকে অধর্মত কর্ম ধারণায় বর্গ ভিক্ষুণীসংঘকে 'বর্গ কি না' সন্দেহবশত উপদেশ দানে দুক্কট অপরাধ হয়। ধর্মত কর্মকে অধর্মত কর্ম ধারণায় বর্গ ভিক্ষুণীসংঘকে সমগ্র ধারণায় উপদেশ দানে, দুক্কট অপরাধ হয়।

ধর্মত কর্মকে 'অধর্মত কর্ম কিনা, সন্দেহবশত বর্গ ভিক্ষুণীসংঘকে বর্গ ধারণায় উপদেশ দানে, দুক্কট অপরাধ হয়। ধর্মত কর্মকে 'অধর্মত কর্ম কি না' সন্দেহবশত বর্গ ভিক্ষুণীসংঘকে বর্গ ধারণায় উপদেশ দানে, দুক্কট অপরাধ হয়। ধর্মত কর্মকে 'অধর্মত কর্ম কি না' সন্দেহবশত বর্গ ভিক্ষুণীসংঘকে সমগ্র ধারণায় উপদেশ দানে, দুক্কট অপরাধ হয়।

ধর্মত কর্মকে ধর্মত কর্ম ধারণায় বর্গ ভিক্ষুণীসংঘকে বর্গ ধারণায় উপদেশ দানে, দুক্কট অপরাধ হয়। ধর্মত কর্মকে ধর্মত কর্ম ধারণায় বর্গ ভিক্ষুণীসংঘকে 'সমগ্র কি না' সন্দেহবশত উপদেশ দানে, দুক্কট অপরাধ হয়। ধর্মত কর্মকে ধর্মত কর্ম ধারণায় বর্গ ভিক্ষুণীসংঘকে সমগ্র ধারণায় উপদেশ দানে, দুক্কট অপরাধ হয়।

ধর্মত কর্মকে অধর্মত কর্ম ধারণায় সমগ্র ভিক্ষুণীসংঘকে বর্গ ধারণাবশত উপদেশ দানে, দুক্কট অপরাধ হয়। ধর্মত কর্মকে অধর্মত কর্ম ধারণায় সমগ্র ভিক্ষুণীসংঘকে 'বর্গ কি না' সন্দেহবশত উপদেশ দানে, দুক্কট অপরাধ হয়। ধর্মত কর্মকে অধর্মত কর্ম ধারণায় সমগ্র ভিক্ষুণীসংঘকে সমগ্র ধারণায় উপদেশ দানে, দুক্কট অপরাধ হয়।

ধর্মত কর্মকে 'অধর্মত কর্ম কি না' সন্দেহবশত ভিক্ষুণীসংঘকে বর্গ ধারণায় উপদেশ দানে, দুক্কট অপরাধ হয়। ধর্মত কর্মকে 'অধর্মত কর্ম কি না' সন্দেহবশত সমগ্র ভিক্ষুণীসংঘকে 'বর্গ কি না' সন্দেহবশত উপদেশ দানে, দুক্কট অপরাধ হয়। ধর্মত কর্মকে 'অধর্মত কর্ম কি না' সন্দেহবশত সমগ্র ভিক্ষুণীসংঘকে সমগ্র ধারণায় উপদেশ দানে, দুক্কট অপরাধ হয়।

ধর্মত কর্মকে ধর্মত কর্ম ধারণায় সমগ্র ভিক্ষুণীসংঘকে বর্গ ধারণায় উপদেশ দানে, দুক্কট অপরাধ হয়। ধর্মত কর্মকে ধর্মত কর্ম ধারণায় সমগ্র ভিক্ষুণীসংঘকে 'বর্গ কি না' সন্দেহবশত উপদেশ দানে, দুক্কট অপরাধ হয়। ধর্মত কর্মকে ধর্মত কর্ম ধারণায় সমগ্র ভিক্ষুণীসংঘকে সমগ্র ধারণায় উপদেশ দানে, দুক্কট অপরাধ হয়।

১৫২. অনাপত্তি : শিক্ষা প্রদান কালে, প্রশ্নোত্তর প্রদান কালে, 'আর্য,

বলুন’ এভাবে ব্যক্ত হয়ে বললে, জিজ্ঞাসা করলে, অন্যকে বলার সময় ভিক্ষুণীরা শুনলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং শিক্ষামনার, শ্রামণেরীর; উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো দোষ নেই।

[ওবাদো প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

২. অত্থঙ্গত সিক্খাপদং

(সূর্য অস্তগমন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

১৫৩. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন স্থবির ভিক্ষুগণ পালানুক্রমে ভিক্ষুণীদের উপদেশ দিতে লাগলেন। একসময় আয়ুষ্মান চুলপন্থকের পালা উপস্থিত হলো ভিক্ষুণীদের উপদেশ দেওয়ার। ভিক্ষুণীরা এরূপ বলতে লাগলেন, “অদ্য দিবসের উপদেশ বেশ সন্তোষজনক হবে না; যেহেতু আর্য চুলপন্থক সেই উদানই পুনঃপুন ভাষণ করবেন।”

অনন্তর সেই ভিক্ষুণীরা যথায় আয়ুষ্মান চুলপন্থক তথায় উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান চুলপন্থককে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্টা সেই ভিক্ষুণীদের আয়ুষ্মান চুলপন্থক এভাবে বললেন, “হে ভগিনিগণ, সকলে উপস্থিত হয়েছে কি?” “হ্যাঁ আর্য, সকলে উপস্থিত হয়েছি।” তৎপর বললেন, “হে ভগিনিগণ, অষ্ট গুরুধর্ম কণ্ঠস্থ ও মুখস্থ করেছ কি?” “হ্যাঁ আর্য, কণ্ঠস্থ ও মুখস্থ করেছি।” “হে ভগিনিগণ, এই-ই তোমাদের উপদেশ” এই বলে আয়ুষ্মান চুলপন্থক এই উদান পুনঃপুন ভাষণ করলেন :

প্রমত্ত না হন যিনি অধিচিত্ত ধ্যানে,
যেই মুনি শিশিক্ষু আর্যমার্গজ্ঞানে;
এহেন উপশান্ত অরহতের সনে,
না থাকে শোক কভু স্মৃতিমানের মনে।

তখন ভিক্ষুণীরা এরূপ বললেন, “কী, বলেছিলাম না, অদ্য দিবসের উপদেশ বেশ সন্তোষজনক হবে না; যেহেতু আর্য চুলপন্থক সেই উদানই পুনঃপুন ভাষণ করবেন!” আয়ুষ্মান চুলপন্থক সেই ভিক্ষুণীদের এসব কথাবার্তা শুনতে পেলেন। তৎপর আয়ুষ্মান চুলপন্থক উন্মুক্ত আকাশে গমনপূর্বক অন্তরীক্ষে চংক্রমণ করতে লাগলেন, দাঁড়াতে লাগলেন, উপবেশন করতে লাগলেন, শয়ন করতে লাগলেন, ধূমায়িত হতে লাগলেন, আলোকিত হতে লাগলেন, অন্তর্হিত হতে লাগলেন, সেই উদান এবং অন্যান্য বহু

বুদ্ধবচন ভাষণ করতে লাগলেন। ইহা দেখে ভিক্ষুণীরা বলতে লাগলেন, "অহো, কী আশ্চর্য, কী অদ্ভুত, ইতিপূর্বে আমরা এমন সন্তোষজনক উপদেশ শুনিনি, যেমনটি শুনলাম আর্য চুলপন্থক হতে!" অতঃপর আয়ুষ্মান চুলপন্থক সেই ভিক্ষুণীদের সমন্ধকার হতে উপদেশ দান করার পর "ভগিনিগণ, এবার গমন কর" বলে বিদায় দিলেন।

অনন্তর সেই ভিক্ষুণীরা নগর দ্বার বন্ধ হওয়ায় নগরের বাইরে রাত্রি যাপন করার পর প্রত্যুষে নগরে প্রবেশ করতে লাগলেন। ইহা দেখে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং দুর্নাম করতে লাগল, "এই ভিক্ষুণীরা অব্রহ্মচারিণী; যেহেতু বিহারে ভিক্ষুদের সাথে রাত্রি যাপন করে, এখনই নগরে প্রবেশ করছেন।" তৎপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের নিন্দা, আন্দোলন এবং দুর্নাম বাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন আয়ুষ্মান চুলপন্থক সূর্য অস্তগত হলেও ভিক্ষুণীদের উপদেশ প্রদান করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ এ কথা সবিস্তারে ভগবানকে নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে আয়ুষ্মান চুলপন্থককে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে চুলপন্থক, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি সূর্য অস্তগত হলেও ভিক্ষুণীদের উপদেশ প্রদান করো?" "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, হে চুলপন্থক, কী হেতু তুমি সূর্য অস্তগত হলেও ভিক্ষুণীদের উপদেশ প্রদান করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১৫৪. "সম্মতোপি চে ভিক্‌খু অত্থঙ্গতে সূরিযে ভিক্‌খুনিযো ওবাদেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : সংঘ কর্তৃক জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা সম্মতিপ্রাপ্ত কোনো ভিক্ষু সূর্য অস্তগত হলেও ভিক্ষুণীদের উপদেশ প্রদান করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৫৫. "সম্মতো" অর্থে জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা সম্মতি প্রাপ্ত হওয়া।

"অত্থঙ্গতে সূরিযে" বলতে সূর্য অস্তগত হলে।

"ভিক্‌খুনী" অর্থে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘে উপসম্পন্ন হওয়া।

"ওবদেয্য" বলতে অষ্ট গুরুধর্ম অথবা অন্য কোনো ধর্ম দ্বারা উপদেশ

দানে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৫৬. অস্তগতে অস্তগত ধারণায় উপদেশ দানে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অস্তগতে 'অস্তগত কি না' সন্দেহবশত উপদেশ দানে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অস্তগতে অনস্তগত ধারণায় উপদেশ দানে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

শুধুমাত্র একের (ভিক্ষুণীসংঘের) উপস্থিতিতে উপসম্পদাপ্রাপ্ত উপসম্পন্নাকে উপদেশ দানে, দুক্কট অপরাধ হয়[১]। অনস্তগতে অস্তগত ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অনস্তগতে 'অস্তগত কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অনস্তগতে অনস্তগত ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

১৫৭. অনাপত্তি : শিক্ষা প্রদানকালে, প্রশ্নোত্তর প্রদানকালে, 'আর্য, বলুন' এভাবে ব্যক্ত হয়ে বললে, জিজ্ঞেস করলে, অন্যকে বলার সময় ভিক্ষুণীরা শুনলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং শিক্ষামনার, শ্রামণেরীর, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো দোষ নেই।

[অত্থঙ্গত দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৩. ভিক্খুনুপস্সয সিক্খাপদং

(ভিক্ষুণী আবাসে গমন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

১৫৮. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শাক্যরাজ্যের কপিলাবস্তুতে নিগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণী আবাসে উপস্থিত হয়ে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের উপদেশ দিতে লাগলেন। একদিন ভিক্ষুণীরা ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের বললেন, "আর্যাগণ, আসুন, আমরা উপদেশ শ্রবণার্থে গমন করব।" প্রত্যুত্তরে তারা বললেন, "আর্যাগণ, যেই উপদেশ শ্রবণার্থে আমরা সেখানে গমন করে থাকি; আর্য ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ তো এখানে এসেই আমাদের সেই উপদেশ দিয়ে যান।" ইহা শুনে ভিক্ষুণীরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণী আবাসে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষুণীদের উপদেশ দিবেন?" অতঃপর সেই ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের এ কথা সবিস্তারে জানালে, যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয়

---

[১]. শুধুমাত্র ভিক্ষুণী সংঘের উপস্থিতিতে উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুণীকে উপদেশ দানে, দুক্কট অপরাধ হয়। কিন্তু ভিক্ষুসংঘের উপস্থিতিতে উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুণীকে উপদেশ দানে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণী আবাসে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষুণীদের উপদেশ দিবেন?" অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি ভিক্ষুণী আবাসে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষুণীদের উপদেশ প্রদান করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা ভিক্ষুণী আবাসে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষুণীদের উপদেশ দিবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। অতএব হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যো পন ভিক্‌খু ভিক্‌খুনুপস্‌সযং উপসঙ্কমিত্বা ভিক্‌খুনিযো ওবদেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু ভিক্ষুণী আবাসে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষুণীদের উপদেশ দান করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্য এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হলো।

১৫৯. সে সময়ে মহাপ্রজাপতি গৌতমী অসুস্থ হয়ে পড়লে, স্থবির ভিক্ষুগণ যেখানে মহাপ্রজাপতি গৌতমী সেখানে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে বললেন, "গৌতমী, আপনার স্বস্তি বোধ হচ্ছে তো? দিন ভালো যাচ্ছে তো?" "না, আর্য, আমার স্বস্তি বোধ হচ্ছে না, দিনও ভালো যাচ্ছে না। অতএব আর্য, এখন আমাকে ধর্মদেশনা প্রদান করুন।" "ভগিনি, ভিক্ষু ভিক্ষুণী আবাসে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষুণীদের ধর্মদেশনা করতে পারে না।" এভাবে সন্দিগ্ধ হয়ে দেশনা করলেন না।

অনন্তর ভগবান পূর্বাহ্ণ সময়ে পরিধেয় চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর গ্রহণপূর্বক যেখানে মহাপ্রজাপতি গৌতমী সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত (প্রস্তুতকৃত) আসনে উপবেশন করলেন। আসনে উপবিষ্ট ভগবান মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে বললেন, "গৌতমী, তোমার স্বস্তি বোধ হচ্ছে তো? দিন ভালো যাচ্ছে তো?" "ভন্তে, পূর্বে স্থবির ভিক্ষুগণ আমার নিকট এসে ধর্মদেশনা করতেন। তজ্জন্য আমার স্বস্তি বোধ হতো। কিন্তু বর্তমানে 'ভগবান কর্তৃক নিষিদ্ধ করা হয়েছে' ভেবে সন্দিগ্ধ হয়ে দেশনা করছেন না। সুতরাং আমারও স্বস্তি বোধ হচ্ছে না।" তৎপর ভগবান

মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে ধর্মকথায় আনন্দিত, পুলকিত, সমুত্তেজিত ও সম্প্রহংসিত করে আসন হতে উঠে চলে গেলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, ভিক্ষুণী আবাসে উপস্থিত হয়ে অসুস্থ ভিক্ষুণীকে উপদেশ প্রদান করবে। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১৬০. "যো পন ভিক্খু ভিক্খুনুপস্সযং উপসঙ্কমিত্বা ভিক্খুনিযো ওবদেয্য অঞ্ঞত্র সমযা পাচিত্তিযং। তত্থাযং সমযো, গিলানা হোতি ভিক্খুনী—অযং তত্থ সমযো।"

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু উপযুক্ত সময় ব্যতীত ভিক্ষুণী আবাসে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষুণীদের উপদেশ দান করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। এক্ষেত্রে উপযুক্ত সময় এই : 'ভিক্ষুণী অসুস্থ হওয়া' ইহাই উপযুক্ত সময়।

১৬১. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"ভিক্খুনুপস্সযো" অর্থে যথায় ভিক্ষুণীরা মাত্র একরাত্রি হলেও বাস করে এমন আবাস বুঝায়।

"উপসঙ্কমিত্বা" বলতে তথায় গমনপূর্বক।

"ভিক্খুনী" অর্থে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘে উপসম্পন্না বুঝায়।

"ওবদেয্য" বলতে অষ্ট গুরুধর্মের মাধ্যমে উপদেশ দানে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"অঞ্ঞত্র সমযা" বলতে উপযুক্ত সময় ব্যতীত।

"গিলানা" অর্থে উপদেশ শ্রবণার্থে অথবা সমবেত হওয়ার জন্যে গমন করতে অক্ষম ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

১৬২. উপসম্পন্নাকে উপসম্পন্না ধারণায় উপযুক্ত সময় ব্যতীত ভিক্ষুণী আবাসে উপস্থিত হয়ে উপদেশ দানে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উপসম্পন্নাকে 'উপসম্পন্না কি না' সন্দেহবশত উপযুক্ত সময় ব্যতীত ভিক্ষুণী আবাসে উপস্থিত হয়ে উপদেশ দানে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উপসম্পন্নাকে অনুপসম্পন্না ধারণায় উপযুক্ত সময় ব্যতীত ভিক্ষুণী আবাসে উপস্থিত হয়ে উপদেশ দানে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অন্য ধর্মের মাধ্যমে উপদেশ দানে, দুক্কট অপরাধ হয়। শুধুমাত্র একের (ভিক্ষুণী সংঘের) উপস্থিতিতে উপসম্পদাপ্রাপ্ত উপসম্পন্নাকে উপদেশ দানে,

দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নাকে উপসম্পন্না ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নাকে 'উপসম্পন্ন কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নাকে অনুপসম্পন্না ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

১৬৩. **অনাপত্তি :** শিক্ষা প্রদানকালে, প্রশ্নোত্তর প্রদানকালে, 'আর্য, বলুন' এভাবে ব্যক্ত হয়ে বললে, জিজ্ঞাসা করলে, অন্যকে বলার সময় ভিক্ষুণীরা শুনলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং শিক্ষামনার, শ্রামণেরীর, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো দোষ নেই।

[ভিক্‌খুনুপস্‌সয তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৪. আমিস সিক্‌খাপদং

(আমিষ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

১৬৪. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন স্থবির ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীদের উপদেশ দানকালে প্রভূত চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-গিলানপ্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি লাভ করতে লাগলেন। ইহা দেখে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ এরূপ বলতে লাগলেন, "স্থবির ভিক্ষুগণ পরহিতকামী হয়ে ভিক্ষুণীদের উপদেশ দিচ্ছেন না; বরঞ্চ আমিষহেতুই স্থবির ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীদের উপদেশ দিচ্ছেন।"

ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের এমন কথা শুনার পর যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ এরূপ বলছেন যে, স্থবির ভিক্ষুগণ পরহিতকামী হয়ে ভিক্ষুণীদের উপদেশ দিচ্ছেন না; বরঞ্চ আমিষহেতুই স্থবির ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীদের উপদেশ দিচ্ছেন?" অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে বহু প্রকারে তিরস্কার করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি এরূপ বলছ যে 'স্থবির ভিক্ষুগণ পরহিতকামী হয়ে ভিক্ষুণীদের উপদেশ দিচ্ছেন না; বরঞ্চ আমিষহেতুই স্থবির ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীদের উপদেশ দিচ্ছেন?' "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা এরূপ বলছ যে 'স্থবির ভিক্ষুগণ পরহিতকামী হয়ে ভিক্ষুণীদের উপদেশ দিচ্ছেন না; বরঞ্চ আমিষহেতুই স্থবির ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীদের উপদেশ দিচ্ছেন?' এমন আচরণ

কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১৬৫. "যো পন ভিক্খু এবং বদেয্য—'অমিসহেতু থেরা ভিক্খূ ভিক্খুনিযো ওবদন্তী'তি পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু যদি এরূপ বলে, 'আমিষহেতু স্থবির ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীদের উপদেশ দিচ্ছেন' তাহলে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৬৬. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"অমিস হেতু" বলতে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, গিলান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য, পরিষ্কার (নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য), লাভ-সৎকার, মান-সম্মান-গৌরব, পূজা-বন্দনা ইত্যাদি লাভের জন্য বুঝায়।

"এবং বদেয্য" বলতে অপযশকামী ও দুর্নাম রটানোর ইচ্ছায় সংঘ কর্তৃক সম্মতিপ্রাপ্ত ভিক্ষুণী-উপদেশক ভিক্ষুকে এভাবে বলা; যথা : 'তিনি চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, গিলান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য, পরিষ্কার, লাভ-সৎকার, মান-সম্মান-গৌরব, পূজা-বন্দনা ইত্যাদি লাভের জন্যে উপদেশ দিচ্ছেন' এভাবে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৬৭. ধর্মত কর্মে ধর্মত কর্ম ধারণায় এভাবে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ধর্মত কর্মে 'ধর্মত কর্ম কি না' সন্দেহবশত এভাবে বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ধর্মত কর্মে অধর্মত কর্ম ধারণায় এরূপ বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অপযশকামী ও দুর্নাম রটানোর ইচ্ছায় সংঘ কর্তৃক সম্মতি অপ্রাপ্ত ভিক্ষুণী-উপদেশক ভিক্ষুকে এরূপ বলা; যথা : 'তিনি চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, গিলান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য, পরিষ্কার, লাভ-সৎকার, মান-সম্মান-গৌরব, পূজা-বন্দনা ইত্যাদি লাভের জন্য উপদেশ দিচ্ছেন' এভাবে বললে, দুক্কট অপরাধ হয়। অপযশকামী ও দুর্নাম রটানোর ইচ্ছায় সংঘ কর্তৃক সম্মতি প্রাপ্ত বা অপ্রাপ্ত ভিক্ষুণী উপদেশক অনুপসম্পন্নকে এরূপ বলা; যথা : 'তিনি চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, গিলানপ্রত্যয় ভৈষজ্য, পরিষ্কার, লাভ-সৎকার, মান-সম্মান-গৌরব, পূজা-বন্দনা ইত্যাদি লাভের জন্য উপদেশ দিচ্ছেন' এভাবে বললে, দুক্কট অপরাধ হয়। অধর্মত কর্মকে ধর্মত কর্ম ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়।

১৬৮. **অনাপত্তি :** স্বভাবত উপদেশ দানকালে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, গিলান-প্রত্যয় ভৈষজ্য, পরিষ্কার, লাভ-সৎকার, মান-সম্মান-গৌরব, পূজা-বন্দনাদিহেতু বললে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো দোষ নেই।

[অমিস চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫. চীবরদান সিক্খাপদং

(চীবর দান সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

১৬৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন অন্যতর ভিক্ষু শ্রাবস্তীতে অন্যতর কোনো এক পথে পিণ্ডচারণ করছিলেন। সেই পথে অন্যতরা ভিক্ষুণীও পিণ্ডচারণ করছিলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে দেখে এরূপ বললেন, "ভগিনি, যাও, অমুক স্থানে ভিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।" তখন সেই ভিক্ষুণীও এরূপ বললেন, "আর্য, অমুক স্থানে যান, তথায় ভিক্ষা দেওয়া হচ্ছে" এভাবে তারা উভয়েই অভিন্নদৃষ্টির ফলশ্রুতিতে বন্ধুত্ব স্থাপিত হলো।

সে সময়ে সংঘের মধ্যে চীবর ভাজিত হচ্ছিল। অনন্তর সেই ভিক্ষুণী উপদেশ শ্রবণার্থে গমনপূর্বক যেখানে সেই ভিক্ষু সেখানে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে সেই ভিক্ষুকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে স্থিতা হলেন। একান্তে স্থিতা সেই ভিক্ষুণীকে সেই ভিক্ষু বললেন, "ভগিনি, এই চীবর আমার দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছে, তা গ্রহণ করবে কি?" "হ্যাঁ, আর্য, অবশ্যই গ্রহণ করব, যেহেতু আমার চীবর এখন জীর্ণ-শীর্ণ প্রায়।"

অতঃপর সেই ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে চীবরটি দিলেন। একদিন সেই ভিক্ষুর চীবরও জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে পড়লে ভিক্ষুগণ তাকে বললেন, "আবুসো, এখন তোমার সেই প্রাপ্ত চীবরটি ব্যবহার কর।" ভিক্ষুদের দ্বারা এভাবে বলা হলে সেই ভিক্ষুও ভিক্ষুদের নিকট সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন, এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে চীবর দান করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষু, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি ভিক্ষুণীকে চীবর দান করেছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" "হে ভিক্ষু, সে

কি তোমার জ্ঞাতি বা অজ্ঞাতি?" "অজ্ঞাতি, ভগবান।" অতঃপর ভগবান বললেন, মোঘপুরুষ, অজ্ঞাতি অজ্ঞাতির প্রতিরূপ (যোগ্য) কী, অপ্রতিরূপ (অযোগ্য) কী অথবা সত্য কী, মিথ্যা কী—এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। কী হেতু তুমি অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীকে চীবর দান করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যো পন ভিক্খু অঞ্ঞাতিকায ভিক্খুনিযা চীবরং দদেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীকে চীবর দান করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হলো।

১৭০. সে সময়ে ভিক্ষুগণ সন্দেহপ্রবণ হয়ে ভিক্ষুণীদের বদলী চীবরও না দিতে লাগলেন। তাই ভিক্ষুণীরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন আর্যগণ আমাদের বদলী চীবর পর্যন্ত না দিবেন?" ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুণীদের—এমন নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভের কথা শুনতে পেলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে নিবেদন করলেন। অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, পাঁচজনকে বদলী চীবর প্রদান করবে; যথা : ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, শিক্ষামনা, শ্রামণের এবং শ্রামণেরী। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১৭১. "যো পন ভিক্খু অঞ্ঞাতিকায ভিক্খুনিযা চীবরং দদেয্য অঞ্ঞত্র পরিবত্তকা পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু বদলী ব্যতীত অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীকে চীবর প্রদান করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৭২. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"অঞ্ঞাতিকা" অর্থে মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয় কুল হতে সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত কোন রক্ত সম্পর্ক না থাকা।

"ভিক্খুনী" অর্থে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘে উপসম্পন্নাই অভিপ্রেত।

"চীবরং" অর্থে ছয় প্রকার চীবরের[১] মধ্যে অন্যতর চীবর—যা বিকপ্পনুপযোগীর মধ্যে অন্তিম।

"অঞ্‌ঞত্র পরিবত্তকা" বলতে পরিবর্তন বা বদলী ব্যতীত প্রদানে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৭৩. অজ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি ধারণায় বদলী ব্যতীত চীবর প্রদানে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অজ্ঞাতিকে 'জ্ঞাতি কি না' সন্দেহবশত বদলি ব্যতীত চীবর প্রদানে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অজ্ঞাতিকে জ্ঞাতি ধারণায় বদলী চীবর প্রদানে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

জ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। জ্ঞাতিকে 'জ্ঞাতি কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। জ্ঞাতিকে জ্ঞাতি ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

১৭৪. অনাপত্তি : জ্ঞাতির সাথে পরিবর্তন করলে, অল্প দিয়ে বেশি বা বেশি দিয়ে অল্প নিলে, অল্পক্ষণের জন্য নিলে, চীবর ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবহার্য দ্রব্য (পরিক্‌খারং) দিলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং শিক্ষামনার, শ্রামণেরীর, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[চীবরদান পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬. চীবর সিব্বন সিক্‌খাপদং

(চীবর সেলাই সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

১৭৫. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান উদায়ী চীবর কর্ম সম্পাদনে অত্যন্ত সুদক্ষ ছিলেন। অনন্তর অন্যতরা ভিক্ষুণী যেখানে আয়ুষ্মান উদায়ী সেখানে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান উদায়ীকে এভাবে বললেন, "ভন্তে আর্য, অনুগ্রহপূর্বক আমার এই চীবরটি উত্তমভাবে সেলাই করে দিন।" অতঃপর আয়ুষ্মান উদায়ী সেই ভিক্ষুণীর চীবর সেলাই করে সুরঞ্জিত ও অত্যন্ত পরিপাটি করে প্রস্তুত করার পর মাঝখানে স্ববুদ্ধিমত্তায় নানা কিছু চিত্রিত করে ভাজ করে রেখে দিলেন।

অনন্তর একদিন সেই ভিক্ষুণী যেখানে আয়ুষ্মান উদায়ী সেখানে উপস্থিত

---

[১]. ভিক্ষুদের ব্যবহারোপযোগী ছয় প্রকার চীবর হচ্ছে, ক্ষোম বা সুতায় তৈরি চীবর, কার্পাসে তৈরি চীবর, কৌশিক বা রেশমী চীবর, কম্বল বা পশমী চীবর, অমশৃণ মোটা শণে বা বল্কলে তৈরি চীবর এবং কেম্বিস কাপড়ে তৈরি চীবর।

হলেন; উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান উদায়ীকে বললেন, "ভন্তে, সেই চীবরটি কোথায়?" "ভগিনি, এখন এই যথা ভাজকৃত চীবরটি নিয়ে যথাস্থানে রেখে দিও। যখন ভিক্ষুণীসংঘ উপদেশ শ্রবণনার্থে আসবেন তখন এই চীবর পারূপন করে ভিক্ষুণীসংঘের পেছন পেছন আসিও।"

অনন্তর সেই ভিক্ষুণী সেই যথাভাজকৃত চীবরটি নিয়ে যথাস্থানে রেখে দিয়ে, যখন ভিক্ষুণীসংঘ উপদেশ শ্রবণার্থে আসতে লাগলেন, তখন সেই চীবর পারূপন করে ভিক্ষুণীসংঘের পেছন পেছন আসতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "এই ভিক্ষুণীরা কেমন শঠী, দুষ্টা ও নির্লজ্জা যে চীবরের মধ্যেও নানা কিছু চিত্রিত করবেন?"

ভিক্ষুণীরা সেই লোকদের এমন নিন্দা বাক্য শুনে এরূপ বললেন, "এমন কাজ কে করেছেন?" "আর্য উদায়ী।" "যারা শঠী, দুষ্ঠা, নির্লজ্জা তাদেরও যে এমন কার্য শোভা পায় না, আর কীরূপে আর্য উদায়ীর শোভা পাবে?" এভাবে নানা প্রকারে অসন্তোষ প্রকাশ করে সেই ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ কথা সবিস্তারে জানালে, যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন আয়ুষ্মান উদায়ী ভিক্ষুণীর চীবর সেলাই করবেন?" অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান উদায়ীকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে আয়ুষ্মান উদায়ীকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে উদায়ী, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি ভিক্ষুণীর চীবর সেলাই করেছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" "উদায়ী, সে কি তোমার জ্ঞাতি বা অজ্ঞাতি?" "অজ্ঞাতি, ভগবান।" অতঃপর ভগবান বললেন, মোঘপুরুষ, অজ্ঞাতি অজ্ঞাতির প্রতিরূপ (যোগ্য) কী, অপ্রতিরূপ (অযোগ্য) কী অথবা সত্য কী, মিথ্যা কী—এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। কী হেতু তুমি অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীর চীবর সেলাই করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১৭৬. "যো পন ভিক্খু অঞ্ঞাতিকায ভিক্খুনিযা চীবরং সিব্বেয্য বা সিব্বাপেয্য বা পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীর চীবর নিজে বা অপরের দ্বারা

সেলাই করালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৭৭. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"অঞ্ঞাতিকা" অর্থে মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয় কুল হতে সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত কোনো রক্ত সম্পর্ক না থাকা।

"ভিক্খুনী" অর্থে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘে উপসম্পন্নাই অভিপ্রেত।

"চীবরং" অর্থে ছয় প্রকার চীবরের মধ্যে অন্যতর চীবর বুঝায়।

"সিব্বেয্য" বলতে নিজে সেলাই করলে, প্রতি সূচাগ্রে সূচাগ্রে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"সিব্বাপেয্য" বলতে অপরকে সেলাই করার আদেশ প্রদানে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। একবার মাত্র আদিষ্ট হয়ে বহুবার সেলাই করলেও একটি মাত্র পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৭৮. অজ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি ধারণায় চীবর সেলাই করলে বা করালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অজ্ঞাতিকে 'অজ্ঞাতি কি না' সন্দেহবশত চীবর সেলাই করলে বা করালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অজ্ঞাতিকে জ্ঞাতি ধারণায় চীবর সেলাই করলে বা করালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

জ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। জ্ঞাতিকে 'অজ্ঞাতি কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। জ্ঞাতিকে জ্ঞাতি ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

১৭৯. অনাপত্তি : জ্ঞাতির চীবর হলে, চীবর ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবহার্য বস্তু সেলাই করলে বা করালে, কোনো দোষ নেই এবং শিক্ষামনার, শ্রামণেরীর, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[চীবরসিব্বন ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৭. সংবিধান সিক্খাপদং

(পথে গমনকালীন পরামর্শ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

১৮০. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীদের সাথে পরামর্শ করে দীর্ঘপথে গমন করতে লাগলেন। ইহা দেখে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং দুর্নাম করতে লাগল, "যেভাবে আমরা সস্ত্রীক বিচরণ করি, ঠিক অনুরূপভাবেই দেখছি এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ভিক্ষুণীদের সাথে

পরামর্শ করে বিচরণ করছেন!” ভিক্ষুগণ সেই লোকদের নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম বাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, “কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীদের সাথে পরামর্শ করে দীর্ঘপথে গমন করবেন?” অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি ভিক্ষুণীদের সাথে পরামর্শ করে দীর্ঘপথে গমন করছ? “হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।” এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা ভিক্ষুণীদের সাথে পরামর্শ করে দীর্ঘপথে গমন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

“যো পন ভিক্খু ভিক্খুনিযা সদ্ধিং সংবিধায একদ্ধানমগ্গং পটিপজ্জেয্য অন্তমসো গামন্তরম্পি পাচিত্তিয”ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু ভিক্ষুণীর সাথে পরামর্শ করে দীর্ঘপথে গমন করলে, এমনকি গ্রামান্তরে গমন করলেও তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হলো।

১৮১. সে সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সাকেত নগর হতে শ্রাবস্তীতে দীর্ঘপথে প্রতিপন্ন হলেন। তখন সেই ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের এরূপ বললেন, “আমরাও আর্যদের সাথে গমন করব।” “না ভগিনিগণ, ভিক্ষু ভিক্ষুণীর সাথে পরামর্শ করে দীর্ঘপথে গমন করতে পারে না। অতএব, তোমরাই প্রথমে গমন কর তারপর আমরা গমন করব।” “ভন্তে, আর্যগণ অগ্রপুরুষ; সুতরাং আর্যগণই প্রথমে গমন করুন।”

অনন্তর চোরেরা পেছনে গমনরতা সেই ভিক্ষুণীদের সমস্ত কিছু ছিনিয়ে নিল এবং বলৎকার করল। অতঃপর সেই ভিক্ষুণীরা শ্রাবস্তীতে গমনপূর্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় ভিক্ষুণীদের খুলে বললেন। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের এ কথা সবিস্তারে জানালে, ভিক্ষুগণও ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, যেই

রাস্তায় নিরস্ত্র হয়ে চলা যায় না এবং বিপদ ও ভয়সংকুল—তাদৃশ রাস্তায় ভিক্ষুণীর সাথে পরামর্শ করে দীর্ঘপথ গমন করবে।" তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১৮২. "যো পন ভিক্‌খু ভিক্‌খুনিযা সদ্ধিং সংবিধায় একদ্ধানমগ্গং পটিপজ্জেয্য অন্তমসো গামন্তরম্পি অঞ্‌ঞত্র সমযা পাচিত্তিযং। তত্থাযং সমযো। সত্থগমনীযো হোতি মগ্গো সাসঙ্কাসম্মতো সপ্পতিভযো—অযং তত্থ সমযো"তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু উপযুক্ত সময় ব্যতীত ভিক্ষুণীর সাথে পরামর্শ করে দীর্ঘপথে গমন করলে, এমনকি গ্রামান্তরে গমন করলেও, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। সেক্ষেত্রে উপযুক্ত সময় এই : যেই রাস্তায় নিরস্ত্র হয়ে চলাফেরা করা যায় না এবং বিপদ ও ভয়সংকুল (সাসঙ্কসম্মতে সপ্পটিভযো) হওয়া। ইহাই ভিক্ষুণীর সাথে গমনের উপযুক্ত সময়।

১৮৩. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্‌খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"ভিক্‌খুনী" অর্থে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘে উপসম্পন্না বুঝায়।

"সদ্ধিং" বলতে একত্রে বা একই সাথে।

"সংবিধায" বলতে তিন প্রকারে পরামর্শ করা বুঝায়; যথা : (১) ভগিনি, আসুন আমরা গমন করি; হ্যাঁ আর্য, চলুন গমন করি; (২) আর্য, আসুন আমরা গমন করি; হ্যাঁ ভগিনি, চলুন আমরা গমন করি; (৩) আমরা অদ্য বা আগামীকাল অথবা পরবর্তী সময়ে গমন করব—এই তিন প্রকারের মধ্যে যেকোনো এক প্রকারে পরামর্শ করলে, দুক্কট অপরাধ হয়।

"অন্তমসো গামন্তরম্পি" বলতে মোরগ ডাকার শব্দ শুনা যায় এমন গ্রামে গ্রামান্তরে গ্রামান্তরে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। গ্রাম নয় এমন অরণ্যে প্রতি অর্ধযোজনে অর্ধযোজনে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"অঞ্‌ঞত্র সমযা" বলতে উপযুক্ত সময় ব্যতীত বুঝানো হয়েছে।

"সত্থগমনীয" অর্থে যেই রাস্তায় নিরস্ত্র হয়ে চলাফেরা করা যায় না এমন গমনমার্গ বা রাস্তা বুঝায়।

"সাসঙ্কং" অর্থে যেই রাস্তায় চোরদের নিবাসস্থান, ভোজনস্থান, দাঁড়াবার স্থান ও শোবার স্থান দেখা যায়।

"সপ্পটিভযং" অর্থে যেই রাস্তায় চোরদের দ্বারা হতাহত, লুণ্ঠিত ও প্রহৃত মানুষ দেখা যায় এমন ভয়সংকুল রাস্তা গমনের পর ভয়ভীতিহীন রাস্তা

দেখিয়ে দিয়ে “ভগিনিগণ, এবার গমন করুন” বলে বিদায় করে দেওয়া কর্তব্য।

১৮৪. সংকেতে (পরামর্শে) সংকেত ধারণায় উপযুক্ত সময় ব্যতীত দীর্ঘপথে গমন করলে, এমনকি গ্রামান্তরে গমনেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। সংকেতে ‘সংকেত কি না’ সন্দেহবশত উপযুক্ত সময় ব্যতীত দীর্ঘপথে গমন করলে, এমনকি গ্রামান্তরে গমনেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। সংকেতে বিসংকেত ধারণায় উপযুক্ত সময় ব্যতীত দীর্ঘপথে গমন করলে, এমনকি গ্রামান্তরে গেলেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু সংকেত করলেও ভিক্ষুণী সংকেত না করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। বিসংকেতে সংকেত ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। বিসংকেতে ‘সংকেত কি না’ সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। বিসংকেতে বিসংকেত ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

১৮৫. **অনাপত্তি :** উপযুক্ত সময়ে সংকেত না করে গমন করলে, ভিক্ষুণী সংকেত করলেও ভিক্ষু সংকেত না করলে, বিপদে পড়ে গমন করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[সংবিধান সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৮. নাবাভিরূহন সিক্খাপদং

(নৌকায় আরোহণ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

১৮৬. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীদের সাথে সংকেত (পরামর্শ) করে একই নৌকায় আরোহণ করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং দুর্নাম প্রচার করতে লাগল, “যেভাবে আমরা সস্ত্রীক নৌকায় ক্রীড়া করে থাকি; ঠিক অনুরূপভাবেই দেখছি এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ভিক্ষুণীদের সাথে সংকেত করে নৌকায় ক্রীড়া করছেন!”

ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দা, আন্দোলন এবং দুর্নাম বাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, “কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীদের সাথে সংকেত করে একই নৌকায় আরোহণ করবেন?” অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয়

ভিক্ষুদের অনেক প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি ভিক্ষুণীদের সাথে সংকেত করে একই নৌকায় আরোহণ করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা ভিক্ষুণীদের সাথে সংকেত করে একই নৌকায় আরোহণ করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যো পন ভিক্খু ভিক্খুনিযা সদ্ধিং সংবিধায একং নাবং অভিরুহেয্য উদ্ধংগামিনিং বা অধোগামিনিং বা পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু ভিক্ষুণীর সাথে সংকেত (পরামর্শ) করে জোঁয়ারে বা ভাটায় একই নৌকায় আরোহণ করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক এই শিক্ষাপদ ভিক্ষুদের জন্যে প্রজ্ঞাপিত হলো।

১৮৭. সে সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সাকেত হতে শ্রাবস্তীর উদ্দেশে দীর্ঘপথে প্রতিপন্ন হলেন। পথিমধ্যে একটি নদী পার হবার সময় ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের বললেন, "আমরাও আর্যগণের সাথে নদী পার হবো।" "না ভগিনিগণ, ভিক্ষু ভিক্ষুণীর সাথে সংকেত করে একই নৌকায় আরোহণ করতে পারে না। তাই তোমরাই প্রথমে পার হও। পরে আমরা পার হবো।" "ভন্তে, আর্যগণ অগ্রপুরুষ; সুতরাং আর্যগণই প্রথমে পার হোন।" অতঃপর সেই ভিক্ষুণীরা পশ্চাতে পার হওয়ায় চোরেরা তাঁদের সমস্ত কিছু ছিনিয়ে নিল এবং বলৎকার করল। অনন্তর ভিক্ষুণীরা শ্রাবস্তীতে গমনপূর্বক ভিক্ষুদের এ কথা জানালে, ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, খেয়াঘাট পারাপারে ভিক্ষুণীর সাথে সংকেত করে একই নৌকায় আরোহণ করবে। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১৮৮. "যো পন ভিক্খু ভিক্খুনিযা সদ্ধিং সংবিধায একং নাবং অভিরুহেয্য উদ্ধংগামিনিং বা অধোগামিনিং বা অঞ্ঞত্র তিরিযং তরণায

পাচিত্তিয”ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু খেয়াঘাট পারাপার ব্যতীত ভিক্ষুণীর সাথে সংকেত করে জোঁয়ার বা ভাটায় একই নৌকায় আরোহণ করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৮৯. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"ভিক্খুনী" অর্থে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘে উপসম্পন্নাই অভিপ্রেত।

"সদ্ধিং" বলতে একই সাথে বা একত্রে।

"সংবিধায" বলতে তিন প্রকারে সংকেত বা পরামর্শ করা; যথা : (১) ভগিনি, আসুন আমরা আরোহণ করি; হ্যাঁ আর্য, চলুন আমরা আরোহণ করি; (২) আর্য, আসুন আমরা আরোহণ করি; হ্যাঁ ভগিনি, চলুন আমরা গমন করি; (৩) আমরা অদ্য বা আগামীকাল অথবা পরবর্তী সময়ে আমরা আরোহণ করব—এই তিন প্রকারের মধ্যে কোনো এক প্রকারে সংকেত পরামর্শ করলে, দুক্কট অপরাধ হয়।

ভিক্ষুণী আরোহিতা অবস্থায় ভিক্ষু আরোহণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ভিক্ষু আরোহিত অবস্থায় ভিক্ষুণী আরোহণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"উদ্ধংগামিনিং" বলতে ঊর্ধ্বগামী স্রোতে অর্থাৎ জোয়ারে বুঝানো হয়েছে।

"অধোগামিনিং" বলতে অধঃগামী স্রোতে অর্থাৎ ভাটায় বুঝানো হয়েছে।

"অঞ্ঞত্র তিরিযং তরণাযা" খেয়াঘাট পারাপার ব্যতীত বুঝায়।

মোরগ ডাকার শব্দ শুনা যায় এমন গ্রামে গ্রামান্তরে গ্রামান্তরে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। গ্রাম নয় এমন অরণ্যে প্রতি অর্ধযোজনে অর্ধযোজনে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৯০. সংকেতে (পরামর্শ) সংকেত ধারণায় খেয়াঘাট পারাপার ব্যতীত জোঁয়ার বা ভাটায় একই নৌকায় আরোহণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। সংকেতে 'সংকেত কি না' সন্দেহবশত খেয়াঘাট পারাপার ব্যতীত জোঁয়ার বা ভাটায় একই নৌকায় আরোহণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। সংকেতে বিসংকেত ধারণায় খেয়াঘাট পারাপার ব্যতীত জোঁয়ার বা ভাটায় একই নৌকায় আরোহণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু সংকেত করলেও ভিক্ষুণী সংকেত না করলে, দুক্কট অপরাধ হয়।

বিসংকেতে সংকেত ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। বিসংকেতে 'সংকেত কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। বিসংকেতে বিসংকেত ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

১৯১. অনাপত্তি : খেয়াঘাট পারাপারে, সংকেত না করে আরোহণ করলে, ভিক্ষুণী সংকেত করলেও ভিক্ষু সংকেত না করলে, অকস্মাৎ বিপদে পড়ে আরোহণ করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[নাবাভিরূহন অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত.

৯. পরিপাচিত সিক্খাপদং

(ভিক্ষুর গুণবর্ণনা সম্পর্কীয় সিক্ষাপদ)

১৯২. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহের বেলুবনে কলন্দক নিবাপে অবস্থান করছিলেন। তখন থুল্লনন্দা ভিক্ষুণী অন্যতর এক গৃহস্থকুলে (পরিবারে) সদা যাতায়াতকারিনী ও নিত্যভক্তিকা[১] ছিলেন। একদা স্থবির ভিক্ষুগণ সেই গৃহপতি কর্তৃক নিমন্ত্রিত হলেন। অতঃপর থুল্লনন্দা ভিক্ষুণী পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধানপূর্বক পাত্র হাতে নিয়ে যেখানে সেই কুল সেখানে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে সেই গৃহপতিকে বললেন, "গৃহপতি, এই উত্তম খাদ্য-ভোজ্যাদি কীজন্য প্রস্তুত করছেন?" "আর্যে, স্থবির ভিক্ষুগণ আমা কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়েছেন তাই।" "কিন্তু গৃহপতি, সেই স্থবির ভিক্ষুগণ কে কে?" প্রত্যুত্তরে বললেন, "আর্য সারিপুত্র[২], আর্য মহামোদ্গাল্লায়ন[৩], আর্য মহাকচ্চান[৪], আর্য মহাকট্‌ঠিক[৫], আর্য মহাকপ্পিন[৬], আর্য মহাচুন্দ[৭], আর্য অনুরুদ্ধ[৮], আর্য রেবত[৯], আর্য উপালি[১], আর্য আনন্দ[২] ও আর্য রাহুল[৩]।"

---

১. প্রত্যহ দানস্বরূপ আহার্য খাদ্য-ভোজ্য সরবরাহে আনন্দ উপভোগকারিনী।

২. বুদ্ধের প্রধান অগ্রশ্রাবক।

৩. বুদ্ধের দ্বিতীয় প্রধান অগ্রশ্রাবক।

৪. বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তৃত ব্যাখ্যাদানকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্র বা প্রধান।

৫. যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণে পরদর্শীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্র।

৬. ধর্মদেশক ভিক্ষুদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্র।

৭. তিনি বিশেষ কোনো কিছুতে পারদর্শী ছিলেন বলে উল্লেখ নেই।

৮. দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ভিক্ষুদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্র বা প্রধান।

৯. অরণ্যবিহারী ভিক্ষুদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্র বা প্রধান।

অতঃপর থুল্লনন্দা ভিক্ষুণী বললেন, "গৃহপতি, আপনি কেন অনেক সৎপুরুষ (মহানাগে) থাকা সত্ত্বেও অসৎপুরুষদের (চেটকে) নিমন্ত্রণ করলেন?" "কিন্তু আর্যে, সেই সৎপুরুষগণ কে কে?" প্রত্যুত্তরে বললেন, "আর্য দেবদত্ত, আর্য কোকালিক, আর্য কতমোদকতস্সক ও আর্যা খন্ডাদেবীর পুত্র আর্য সমুদ্দদত্তো।"

অনন্তর থুল্লনন্দা ভিক্ষুণী ও গৃহপতির মধ্যে এমন আলাপচারিতা শেষ না হতেই অবিলম্বে স্থবির ভিক্ষুগণ গৃহে প্রবেশ করলেন। তখন থুল্লনন্দা ভিক্ষুণী বললেন, "হে গৃহপতি, সত্যই তোমার দ্বারা সৎপুরুষগণ নিমন্ত্রিত হয়েছেন।" অতঃপর গৃহপতি বিস্মিত হয়ে বললেন, "আশ্চর্য, আপনি না ক্ষণকাল পূর্বেই বলেছেন অসৎপুরুষ, আর এখন বলছেন সৎপুরুষ!" অতঃপর গৃহপতি তাকে ঘর হতে বের করে দিলেন এবং প্রাত্যহিক আহার দানও বন্ধ করে দিলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন দেবদত্ত ভিক্ষুণী কর্তৃক পরিপাচিত পিণ্ডপাত[৪] জেনেও তা ভোজন করবেন?" অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান দেবদত্তকে নানাভাবে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে আয়ুষ্মান দেবদত্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে দেবদত্ত, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি ভিক্ষুণী কর্তৃক পরিপাচিত পিণ্ডপাত জেনেও তা ভোজন করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষ, কেন তুমি ভিক্ষুণী কর্তৃক পরিপাচিত পিণ্ডপাত জেনেও তা ভোজন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

---

১. বিনয়ে পারদর্শী ভিক্ষুদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্র বা প্রধান। প্রথম সঙ্গীতিতে তিনিই সমগ্র বিনয় আবৃত্তি করেছিলেন।

২. বুদ্ধের প্রধান সেবক। তিনি ছিলেন একাধারে শ্রুতিধর ও সেবাপরায়ণ। তাঁর আন্তরিক সেবাপরায়ণতার জন্য তিনি বুদ্ধকর্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছিলেন।

৩. তথাগত বুদ্ধের একমাত্র পুত্র। তিনি ছিলেন অত্যন্ত শিক্ষানুরাগী এবং আচার ব্যবহারে অত্যন্ত বিনয়ী।

৪. ভিক্ষুণী কর্তৃক ভিক্ষুর নানাগুণ বর্ণনা করার ফলশ্রুতিতে উৎপন্ন পিণ্ডপাতই হচ্ছে 'পরিপাচিত পিণ্ডপাত'।

"যো পন ভিক্‌খু জানং ভিক্‌খুনি পরিপাচিতং পিণ্ডপাতং ভুঞ্জেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু ভিক্ষুণী কর্তৃক পরিপাচিত পিণ্ডপাত জেনেও তা ভোজন করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হলো।

১৯৩. সে সময়ে অন্যতর প্রব্রজিত ভিক্ষু রাজগৃহ হতে জ্ঞাতিকুলের নিকট গেলেন। লোকেরা 'দীর্ঘকাল পরে ভদন্ত এসেছেন' এই ভেবে উত্তমভাবে ভাত রান্না করলেন। অতঃপর সেই কুলে (পরিবারে) সদা যাতায়াতকারিনী ভিক্ষুণী সেই লোকদের বললেন, "আবুসো, আর্যকে ভাত দাও।" ইহা শুনে সেই ভিক্ষু "ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুণী দ্বারা পরিপাচিত পিণ্ডপাত জেনেও তা ভোজন করা নিষিদ্ধ হয়েছে" এই ভেবে সন্দেহপ্রবণ হয়ে সেই পিণ্ডপাত গ্রহণ না করলেন। অথচ এদিকে পিণ্ডচারণ করতেও সমর্থ না হওয়ায় অনাহারে ক্লিষ্ট হলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষু আরামে (বিহারে) গমনপূর্বক ভিক্ষুদের নিকট এ কথা সবিস্তারে প্রকাশ করলেন। ভিক্ষুগণও ভগবানকে এ কথা জানালে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, জ্ঞাতিপ্রদত্ত বা পূর্বনিমন্ত্রিত হলে, ভিক্ষুণী কর্তৃক পরিপাচিত পিণ্ডপাত জেনেও তা ভোজন করবে।" তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১৯৪. "যো পন ভিক্‌খু জানং ভিক্‌খুনি পরিপাচিতং পণ্ডিপাতং ভুঞ্জেয্য অঞ্ঞত্র পুব্বে গিহিসমারম্ভা পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু জ্ঞাতিপ্রদত্ত বা পূর্বনিমন্ত্রিত পিণ্ডপাত ব্যতীত ভিক্ষুণী কর্তৃক পরিপাচিত পিণ্ডপাত জেনেও তা ভোজন করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৯৫. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্‌খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"জানাতি" বলতে স্বয়ং জানা বা অপর কেউ তাকে বলা অথবা সেই ভিক্ষুণী নিজেই তা প্রকাশ করা।

"ভিক্‌খুনি" অর্থে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘে উপসম্পন্নাই অভিপ্রেত।

"পরিপাচেতি" অর্থে পূর্বে দান দিতে অনিচ্ছুক তথা অনাগ্রহী ব্যক্তিদের নিকট এভাবে ভিক্ষুর গুণাবলী প্রকাশ করা; যথা : "আর্য প্রধানাচার্য, আর্য

বহুশ্রুত, আর্য সূত্রবিশারদ, আর্য ধর্মদেশক; সুতরাং এই আর্যকেই দান করুন।”

“পিণ্ডপাতো” অর্থে পঞ্চবিধ ভোজনের মধ্যে অন্যতর ভোজন বুঝায়।

“অঞ্ঞত্র পুব্বে গিহিসমারম্ভা” বলতে গিহিসমারম্ভো ব্যতীত বুঝানো হয়েছে। এস্থলে ‘গিহিসমারম্ভো’ হলো জ্ঞাতি হওয়া বা পূর্বে নিমন্ত্রিত হওয়া অথবা স্বভাবতই প্রস্তুতকৃত ভোজন হওয়া।

জ্ঞাতিপ্রদত্ত, পূর্বনিমন্ত্রিত বা স্বভাবতই প্রস্তুতকৃত পিণ্ডপাত ব্যতীত ভোজন করব ভেবে প্রতিগ্রহণ করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। আর ভোজন করলে, প্রতি গ্রাসে গ্রাসে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৯৬. পরিপাচিতে পরিপাচিত ধারণায় জ্ঞাতি প্রদত্ত বা পূর্বে নিমন্ত্রিত অথবা স্বভাবতই প্রস্তুতকৃত পিণ্ডপাত ব্যতীত ভোজন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। পরিপাচিতে ‘পরিপাচিত কি না’ সন্দেহপ্রবণ হয়ে জ্ঞাতিপ্রদত্ত বা পূর্বনিমন্ত্রিত অথবা স্বভাবতই প্রস্তুতকৃত পিণ্ডপাত ব্যতীত ভোজন করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। পরিপাচিতে অপরিপাচিত ধারণায় জ্ঞাতি প্রদত্ত বা পূর্বে নিমন্ত্রিত অথবা স্বভাবতই প্রস্তুতকৃত পিণ্ডপাত ব্যতীত ভোজন করলে, কোনো অপরাধ হয় না।

অপরিপাচিতে পরিপাচিত ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অপরিপাচিতে ‘পরিপাচিত কি না’ সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অপরিপাচিতে অপরিপাচিত পিণ্ডপাত ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

১৯৭. অনাপত্তি : জ্ঞাতিপ্রদত্ত বা পূর্বনিমন্ত্রিত অথবা স্বভাবতই প্রস্তুতকৃত পিণ্ডপাত হলে, শিক্ষামনা বা শ্রামণেরী কর্তৃক পরিপাচিত হলে, পঞ্চভোজন ব্যতীত অপর সকল কিছুতে কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[পরিপাচিত নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

১০. রহোনিসজ্জ সিক্খাপদং

(নির্জনে উপবেশন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

১৯৮. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান উদায়ীর গৃহীকালীন স্ত্রী, ভিক্ষুণীদের নিকট প্রব্রজিতা হলেন। সে আয়ুষ্মান উদায়ীর নিকট প্রায়শ আসতে লাগল এবং আয়ুষ্মান উদায়ীও সেই ভিক্ষুণীর নিকট প্রায়শ যেতে লাগলেন। একদা আয়ুষ্মান উদায়ী সেই ভিক্ষুণীর সাথে একাকী নির্জনে উপবেশন করলেন।

এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন আয়ুষ্মান উদায়ী, ভিক্ষুণীর সাথে একাকী নির্জনে উপবেশন করবেন?" অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান উদায়ীকে নানাভাবে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে আয়ুষ্মান উদায়ীকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে উদায়ী, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি ভিক্ষুণীর সাথে একাকী নির্জনে উপবেশন কর? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষ, কী হেতু তুমি ভিক্ষুণীর সাথে একাকী নির্জনে উপবেশন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১৯৯. "যো পন ভিক্খু ভিক্খুনিযা সদ্ধিং একো একায রহো নিসজ্জং কপ্পেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু ভিক্ষুণীর সাথে একাকী নির্জনে উপবেশন করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২০০. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"ভিক্খুনী" অর্থে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘে উপসম্পন্নাই অভিপ্রেত।

"সদ্ধিং" বলতে একত্রে বা একই সাথে।

"একো একায" বলতে শুধুমাত্র একজন ভিক্ষু ও একজন ভিক্ষুণী হওয়া।

"রহো" অর্থে চক্ষু দ্বয়ে দৃষ্ট হয় না এমন নির্জন স্থান অর্থাৎ চক্ষু অবারিত করলে বা চোখের ভ্রূ অথবা মস্তক উৎক্ষেপন করলেও দর্শনে সক্ষম না হওয়া। কর্ণ দ্বারা শ্রুত হয় না এমন নির্জন স্থান অর্থাৎ আলোচনার প্রকৃত বিষয়বস্তু শুনতে বা বুঝতে সক্ষম না হওয়া।

"নিসজ্জং কপ্পেয্য" বলতে উপবিষ্টা ভিক্ষুণীর সাথে ভিক্ষু পাশে উপবিষ্ট বা শায়িত হলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ভিক্ষু উপবিষ্ট অবস্থায় ভিক্ষুণী পাশে উপবিষ্টা বা শায়িতা হলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২০১. নির্জন স্থানকে নির্জন স্থান ধারণায় ভিক্ষু ভিক্ষুণীর সাথে উপবেশন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। নির্জন স্থানকে 'নির্জন স্থান কি না'

সন্দেহবশত ভিক্ষু ভিক্ষুণীর সাথে উপবেশন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। নির্জন স্থানকে অনির্জন স্থান ধারণায় ভিক্ষু ভিক্ষুণীর সাথে উপবেশন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অনির্জন স্থানকে নির্জন স্থান ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অনির্জন স্থানকে 'নির্জন স্থান কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অনির্জন স্থানকে অনির্জন স্থান ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

২০২. **অনাপত্তি :** **১২** হাতের মধ্যে যেকোনো বিজ্ঞ পুরুষ থাকলে, উপবেশন না করে শুধুমাত্র দাঁড়ালে, অনাসক্ত চিত্তে উপবেশন করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[রহোনিসজ্জ দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[উপদেশ বর্গ তৃতীয়]

তস্‌সুদ্দানং/ স্মারক-গাথা

অসম্মতে, অস্তগতে, উপাশ্রয়ে ও আমিষেতে,
চীবরদানে, সেলায়ে, দীর্ঘপথে ও নৌকাতে;
ভোজনে, একাকী উপবেশনে ইহা দশেতে।

৪. ভোজন বর্গ

১. আবসথপিণ্ড সিক্‌খাপদং

(আবসথপিণ্ড সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

২০৩. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন শ্রাবস্তী হতে অনতিদূরে অন্যতর বণিক দলের পান্থশালায় আবসথপিণ্ড (পঞ্চবিধ ভোজনের অন্যতর ভোজন) প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধানপূর্বক পাত্র হাতে নিয়ে শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচারণার্থে প্রবেশ করে পিণ্ড লাভ না করে সেই বণিক দলের পান্থশালায় গমন করলেন। লোকেরা 'দীর্ঘদিন পরে ভদন্তগণ এসেছেন' এই ভেবে তাঁদের সগৌরবে পরিবেশন করলেন।

অনন্তর ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনেও অনুরূপভাবে পরিধেয় চীবর পরিধানপূর্বক পাত্র হাতে নিয়ে শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচারণার্থে প্রবেশ

করে পিণ্ড লাভ না করায় আবারও সেই বণিক দলের পান্থশালায় গমনপূর্বক অতিশয় তৃপ্তিসহকারে ভোজন করলেন। তৎপর ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হলো : "আরামে গিয়ে আমরা কী করব, আগামীকালও তো এখানেই আসতে হবে" এই ভেবে সেখানেই একাক্রমে অবস্থান করে করে পান্থশালায় ভোজন করতে লাগলেন। সুতরাং অন্যতীর্থিয়রা সেখান হতে চলে যেতে লাগলেন। ইহা দেখে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ একাক্রমে অবস্থান করে করে আবসথপিণ্ড ভোজন করবেন? শুধুমাত্র এঁদের জন্য তো এই আবসথপিণ্ড প্রস্তুত রাখা হয়নি, এই আবসথপিণ্ড সকলের জন্যই প্রস্তুত রাখা হয়েছে।"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম বাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ একাক্রমে অবস্থান করে করে আবসথপিণ্ড ভোজন করবেন?" অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি একাক্রমে অবস্থান করে করে আবসথপিণ্ড ভোজন করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা একাক্রমে অবস্থান করে করে আবসথপিণ্ড ভোজন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"একো আবসথপিণ্ডো ভুঞ্জিতব্বো। ততো চে উত্তরিং ভুঞ্জেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু একদিন মাত্র আবসথপিণ্ড ভোজন করতে পারবে। তদতিরিক্ত ভোজন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হলো।

২০৪. সে সময়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্র কোশল জনপদে শ্রাবস্তীর উদ্দেশে গমনকালে যেখানে অন্যতর পান্থশালা সেখানে উপস্থিত হলেন। লোকেরা "দীর্ঘদিন পরে ভদন্ত এসেছেন" এই ভেবে তাঁকে অত্যন্ত সগৌরবে ভোজন

পরিবেশন করল। অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্রের ভোজন শেষে এমন এক তীব্র বেদনাদায়ক রোগ উৎপন্ন হলো যে, সেই পান্থশালা হতে চলে যেতে মোটেই সমর্থ হলেন না। অতঃপর সেই লোকেরা দ্বিতীয় দিবসেও আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে এভাবে বললেন, "ভন্তে, ভোজন করুন।" তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র "ভগবান কর্তৃক একাক্রমে অবস্থান করে করে আবসথপিণ্ড ভোজন করা নিষিদ্ধ হয়েছে" এই ভেবে সন্দেহপ্রবণ হয়ে সেই ভোজন প্রতিগ্রহণ না করায় অনাহারে ক্লিষ্ট হলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান সারিপুত্র শ্রাবস্তীতে গমনপূর্বক ভিক্ষুদের নিকট এ কথা প্রকাশ করলেন। ভিক্ষুরাও ভগবানকে এ কথা জ্ঞাপন করলে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, অসুস্থ ভিক্ষু একাক্রমে অবস্থান করে করে আবসথপিণ্ড ভোজন করতে পারবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২০৫. "অগিলানেন ভিক্‌খুনা একো আবসথপিণ্ডো ভুঞ্জিতব্বো। ততো চে উত্তরিং ভুঞ্জেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : নিরোগী ভিক্ষু একদিন মাত্র আবসথপিণ্ড ভোজন করতে পারবে। তদতিরিক্ত ভোজন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২০৬. "অগিলানো" অর্থে সেই পান্থশালা হতে চলে যেতে সক্ষম এমন সুস্থ সবল ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"গিলানো" অর্থে সেই পান্থশালা হতে চলে যেতে অক্ষম এমন অসুস্থ দুর্বল ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"আবসথপিণ্ডো" অর্থে হলঘরে, মণ্ডপে, বৃক্ষমূলে অথবা উন্মুক্তস্থানে সকলের উদ্দেশে পরিমাণমতো প্রস্তুতকৃত পঞ্চবিধ ভোজনের মধ্যে অন্যতর ভোজন। উক্ত ভোজন নিরোগী ভিক্ষু একদিন মাত্র ভোজন করতে পারবে। এবং 'ভোজন করব' ভেবে তদতিরিক্ত গ্রহণ করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। আর ভোজন করলে, প্রতি গ্রাসে গ্রাসে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২০৭. নিরোগ অবস্থায় নিরোগী ধারণায় তদতিরিক্ত আবসথপিণ্ড ভোজনে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। নিরোগ অবস্থায় 'নিরোগী কি না' সন্দেহবশত তদতিরিক্ত আবসথপিণ্ড ভোজনে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। নিরোগ অবস্থায় রোগী ধারণায় তদতিরিক্ত আবসথপিণ্ড ভোজনে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অসুস্থ অবস্থায় নিরোগী ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অসুস্থ অবস্থায় 'নিরোগী কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অসুস্থ অবস্থায় রোগী

ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

২০৮. **অনাপত্তি :** রোগীর, সুস্থাবস্থায় একদিন মাত্র ভোজনে, গমনাগমনকালে ভোজনে, গৃহপতি কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে ভোজনে, ভিক্ষুর উদ্দেশে প্রস্তুত রাখা হলে, পঞ্চবিধ ভোজন ব্যতীত অন্য সকল কিছুতে কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[আবসথপিণ্ড প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

২. গণভোজন সিক্খাপদং

(গণভোজন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

২০৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহের বেলুবনে কলন্দক নিবাপে অবস্থান করছিলেন। তখন দেবদত্ত লাভ-সৎকারহীন হয়ে পড়ায় সপরিষদে গৃহস্থ কুলসমূহে যাচঞা করে করে ভোজন করতে লাগলেন। ইহা দেখে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং দুর্নাম প্রচার করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ গৃহস্থ কুলসমূহে যাচঞা করে করে ভোজন করবেন? কেনই বা এঁদের মধ্যে কেউ কেউ উত্তমরূপে রন্ধিত ভোজনে সন্তুষ্ট হন না অথবা কেউ কেউ সুমিষ্ট ভোজন পছন্দ করেন না?"

অনন্তর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দা, আন্দোলন এবং দুর্নাম বাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন দেবদত্ত সপরিষদে গৃহস্থ কুলসমূহে যাচঞা করে করে ভোজন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে আয়ুষ্মান দেবদত্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে দেবদত্ত, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি স্বপরিষদে গৃহস্থ কুলসমূহে যাচঞা করে করে ভোজন করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষ, কী হেতু তুমি সপরিষদে গৃহস্থ কুলসমূহে যাচঞা করে করে ভোজন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"গণভোজনে পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : চারিজন ভিক্ষু নিমন্ত্রিত হয়ে পঞ্চবিধ ভোজনের মধ্যে যেকোনো একটি ভোজনে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুগণের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হলো।

২১০. সে সময়ে লোকেরা অসুস্থ ভিক্ষুদের ভোজনের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করছিলেন। তখন ভিক্ষুগণ 'ভগবান কর্তৃক গণভোজন নিষিদ্ধ হয়েছে' এই ভেবে সন্দিগ্ধ হয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করতে লাগলেন। ভিক্ষুগণ বিষয়টি ভগবানকে জানালে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, অসুস্থ ভিক্ষু গণভোজন করতে পারবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"গণভোজনে অঞ্ঞত্র সমযা পাচিত্তিযং। তত্থাযং সমযো। গিলান সমযো—অযং তত্থ সমযো"তি।

বঙ্গানুবাদ : চারিজন ভিক্ষু নিমন্ত্রিত হয়ে উপযুক্ত সময় ব্যতীত পঞ্চবিধ ভোজনের মধ্যে যেকোনো একটি ভোজনে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। এক্ষেত্রে উপযুক্ত সময় এই : রোগের সময়—ইহাই ভোজনের উপযুক্ত সময়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্য এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হলো।

২১১. সে সময়ে লোকেরা চীবরদানের সময় স্ব স্ব চীবরসহ ভোজন প্রস্তুত করে 'ভোজন করিয়ে চীবরে আচ্ছাদন করাব' এই ভেবে ভিক্ষুগণকে নিমন্ত্রণ করতে লাগলেন। তখন ভিক্ষুগণ 'ভগবান কর্তৃক গণভোজন নিষিদ্ধ হয়েছে' এই ভেবে সন্দেহপ্রবণ হয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করতে লাগলেন। সুতরাং চীবর ঈষৎ পরিমাণ উৎপন্ন হতে লাগল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জানালে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্ম কথা বলার পর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, চীবরদানের সময় গণভোজন করবে। অতএব হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"গণভোজনে অঞ্ঞত্র সমযা পচিত্তিযং। তত্থাযং সমযো। গিলান সমযো চীবরদান সমযো—অযং তত্থ সমযো"তি।

বঙ্গানুবাদ : চারিজন ভিক্ষু নিমন্ত্রিত হয়ে উপযুক্ত সময় ব্যতীত পঞ্চবিধ ভোজনের মধ্যে যেকোনো একটি ভোজনে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। এক্ষেত্রে উপযুক্ত সময় এই : রোগের সময়, চীবরদানের সময়, ইহাই ভোজনের উপযুক্ত সময়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হলো।

২১২. সে সময়ে লোকেরা চীবর প্রস্তুতকারক ভিক্ষুগণকে ভোজনের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করতে লাগলেন। তখন ভিক্ষুগণ 'ভগবান কর্তৃক গণভোজন নিষিদ্ধ হয়েছে' এই ভেবে সন্দেহপ্রবণ হয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করতে লাগলেন। অতঃপর ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জানালে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, চীবর তৈরি করার সময় গণভোজন করবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"গণভোজনে অঞ্ঞত্র সমযা পচিত্তিযং। তত্থাযং সমযো। গিলান সমযো চীবরদান সমযো চীবরকার সমযো—অযং তত্থ সমযো"তি।

বঙ্গানুবাদ : চারিজন ভিক্ষু নিমন্ত্রিত হয়ে উপযুক্ত সময় ব্যতীত পঞ্চবিধ ভোজনের মধ্যে যেকোনো একটি ভোজনে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। এক্ষেত্রে উপযুক্ত সময় এই : রোগের সময়, চীবরদানের সময়, চীবর তৈরির সময়, ইহাই ভোজনের উপযুক্ত সময়।

২১৩. সে সময়ে ভিক্ষুগণ মহাসড়কে লোকজনের সাথে গমন করতে লাগলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এভাবে বললেন, "আবুসো, মুহূর্তকালের জন্য অপেক্ষা করুন, আমি পিণ্ডচারণ করব।" তখন তারা এরূপ বলল, "ভন্তে, আপনারা এখানেই ভোজন করুন।" তখন ভিক্ষুগণ 'ভগবান কর্তৃক গণভোজন নিষিদ্ধ হয়েছে' এই ভেবে সন্দেহপ্রবণ হয়ে ভোজন গ্রহণ না করতে লাগলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জানালে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, মহাসড়কে গমনকালে গণভোজন করবে। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"গণভোজনে অঞ্ঞত্র সমযা পচিত্তিযং। তত্থাযং সমযো। গিলান সমযো, চীবরদান সমযো, চীবরকার সমযো, অদ্ধানগমন সমযো—অযং তত্থ সমযো"তি।

বঙ্গানুবাদ : চারিজন ভিক্ষু নিমন্ত্রিত হয়ে উপযুক্ত সময় ব্যতীত পঞ্চবিধ ভোজনের মধ্যে যেকোনো একটি ভোজনে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। এক্ষেত্রে উপযুক্ত সময় এই : রোগের সময়, চীবরদানের সময়, চীবর তৈরির সময়, মহাসড়কে গমনের সময়, ইহাই ভোজনের উপযুক্ত সময়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুগণের জন্য এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হলো।

২১৪. সে সময়ে ভিক্ষুগণ নৌকায় করে লোকজনের সাথে গমন করতে লাগলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ সেই লোকদের বললেন, "আবুসো, মুহূর্তকালের জন্য নৌকাটি তীরে নিয়ে যাও; আমরা পিণ্ডচারণ করব।" তখন তারা এরূপ বলল, "ভন্তে, আপনারা এখানেই ভোজন করুন।" তখন ভিক্ষুগণ 'ভগবান কর্তৃক গণভোজন নিষিদ্ধ হয়েছে' এই ভেবে সন্দিগ্ধ হয়ে ভোজন গ্রহণ না করতে লাগলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জানালে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্ম কথা বলার পর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, নৌকায় আরোহণের সময় গণভোজন করবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"গণভোজনে অঞ্ঞত্র সমযা পচিত্তিযং। তত্থাযং সমযো। গিলান সমযো, চীবরদান সমযো, চীবরকার সমযো, অদ্ধানগমন সমযো, নাবাভিরুহন সমযো—অযং তত্থ সমযো"তি।

বঙ্গানুবাদ : চারিজন ভিক্ষু নিমন্ত্রিত হয়ে উপযুক্ত সময় ব্যতীত পঞ্চবিধ ভোজনের মধ্যে যেকোনো একটি ভোজনে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। এক্ষেত্রে উপযুক্ত সময় এই : রোগের সময়, চীবরদানের সময়, চীবর তৈরির সময়, মহাসড়কে গমন করার সময়, নৌকায় আরোহণের সময়, ইহাই ভোজনের উপযুক্ত সময়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুগণের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হলো।

২১৫. সে সময়ে নানা দিকে বর্ষাযাপনকারী ভিক্ষুগণ রাজগৃহে আগমন করতে লাগলেন ভগবানকে দর্শনের মানসে। লোকেরা নানা দিক হতে আগত ভিক্ষুগণকে দেখে ভোজনের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করতে লাগলেন। তখন ভিক্ষুগণ 'ভগবান কর্তৃক গণভোজন নিষিদ্ধ হয়েছে' এই ভেবে সন্দিগ্ধ হয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করতে লাগলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা জানালে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, মহাসময়ে (দুর্ভিক্ষ সময়ে) গণভোজন ভোজন করবে। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"গণভোজনে অঞ্ঞত্র সমযা পচিত্তিযং। তত্থাযং সমযো। গিলান সমযো, চীবরদান সমযো, চীবরকার সমযো, অদ্ধানগমন সমযো,

নাবাভিরুহণ সমযো, মহাসমযো—অযং তত্থ সমযো”তি।

বঙ্গানুবাদ : চারিজন ভিক্ষু নিমন্ত্রিত হয়ে উপযুক্ত সময় ব্যতীত পঞ্চবিধ ভোজনের মধ্যে যেকোনো একটি ভোজনে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। এক্ষেত্রে উপযুক্ত সময় এই : রোগের সময়, চীবরদানের সময়, চীবর তৈরির সময়, মহাসড়কে গমনের সময়, নৌকায় আরোহণের সময়, মহাসময় (দুর্ভিক্ষ)—ইহাই ভোজনের উপযুক্ত সময়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুগণের জন্য এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হলো।

২১৬. সে সময়ে মগধরাজ সেনীয় বিম্বিসারের রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতি আজীবকদের মধ্যে প্রব্রজিত হলেন। অনন্তর একদিন সেই আজীবক যেখানে মগধরাজ সেনীয় বিম্বিসার সেখানে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে মগধরাজ সেনীয় বিম্বিসারকে বললেন, “মহারাজ, আমি অন্য মতাবলম্বী সকল প্রব্রজিতকে পিণ্ডদান করতে ইচ্ছা পোষণ করছি।” তখন রাজা বললেন, “ভন্তে, আপনি যদি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে প্রথমে ভোজন করাতে পারেন, তবে করান।” “হ্যাঁ, নিশ্চয় করাতে পারব” বলে আজীবক প্রত্যুত্তর দিলেন।

অতঃপর সেই আজীবক ভিক্ষুগণের নিকট এই বলে দূত প্রেরণ করলেন, “ভিক্ষুগণ আগামীকালের জন্য আমার পিণ্ড গ্রহণ করুন।” তখন ভিক্ষুগণ ‘ভগবান কর্তৃক গণভোজন নিষিদ্ধ হয়েছে’ এই ভেবে সন্ধিগ্ধ হয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন না। অনন্তর সেই আজীবক যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ কুশালালাপ শেষে একান্তে স্থিত হলেন। একান্তে স্থিত সেই আজীবক ভগবানকে বললেন, “মাননীয় গৌতম, আপনি যেমন প্রব্রজিত, আমিও প্রব্রজিত। আর প্রব্রজিত প্রব্রজিতের পিণ্ড গ্রহণ করতে পারে। অতএব মাননীয় গৌতম, আগামীকালের জন্য ভিক্ষুসংঘসহ আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।” ভগবান মৌনভাবে সম্মতি প্রদান করলেন। অতঃপর সেই আজীবক ভগবানের মৌন সম্মতি জ্ঞাত হয়ে প্রস্থান করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, পরিব্রাজকের ভোজন দান সময়ে গণভোজন করতে পারবে। অতএব হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২১৭. “গণভোজনে অঞ্ঞত্র সমযা পাচিত্তযং। তত্থাযং সমযো। গিলানসমযো চীবরদান সমযো চীবরকার সমযো অদ্ধানগমন সমযো নাবাভিরুহন সমযো মহাসমযো সমনভত্ত সমযো—অযং তত্থ সমযো”তি।

বঙ্গানুবাদ : চারিজন ভিক্ষু নিমন্ত্রিত হয়ে উপযুক্ত সময় ব্যতীত পঞ্চবিধ ভোজনের যেকোনো একটি ভোজনে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। এক্ষেত্রে উপযুক্ত সময় এই : রোগের সময়, চীবরদানের সময়, চীবর তৈরি করার সময়, মহাসড়কে গমনের সময়, নৌকায় আরোহণের সময়, মহাসময়, পরিব্রাজকের ভোজন দান সময়, ইহাই ভোজনের উপযুক্ত সময়।

২১৮. "গণভোজনং" অর্থে যেখানে চারিজন ভিক্ষু পঞ্চবিধ ভোজনের মধ্যে অন্যতর ভোজনে নিমন্ত্রিত হয়ে ভোজন করা। একেই গণভোজন বুঝায়।

"অঞ্ঞত্র সময়া" বলতে উপযুক্ত সময় ব্যতীত।

"গিলান সমযো" অর্থে অন্ততপক্ষে পাদদ্বয় ভেঙে ফালি ফালি হওয়া বুঝায়। তখন 'রোগের সময়' ভেবে ভোজন করা উচিত।

"চীবরদান সমযো" অর্থে কঠিন চীবর অলাভী ভিক্ষুর পক্ষে বর্ষাঋতুর অন্তিম মাস এবং কঠিন চীবরলাভী ভিক্ষুর পক্ষে কঠিন চীবর মাসসহ পরবর্তী পাঁচ মাস বুঝায়। তখন 'চীবরদানের সময়' ভেবে ভোজন করা উচিত।

"চীবরকার সমযো" অর্থে চীবর তৈরি করার সময় বুঝায়। তখন 'চীবর তৈরি করার সময়' ভেবে ভোজন করা কর্তব্য।

"অদ্ধানগমন সমযো" অর্থে অন্ততপক্ষে 'অর্ধযোজন গমন করব' ভেবে ভোজন করা কর্তব্য। গমনরত অবস্থায় ভোজন করা কর্তব্য এবং গমন শেষেও ভোজন করা কর্তব্য।

"নাবাভিরুহন সমযো" অর্থে নৌকায় আরোহণ করব ভেবে ভোজন করা কর্তব্য। আরোহিত অবস্থায় ভোজন করা কর্তব্য এবং অবতরণকালেও ভোজন করা কর্তব্য।

"মহাসমযো" অর্থে যেখানে দু-তিনজন ভিক্ষু পিণ্ডচারণ করে অবস্থান করা যায়, কিন্তু চতুর্থজন আগত হলেই অবস্থান করা কঠিন হয়ে পড়ে—এমন সময়কে মহাসময় (দুর্ভিক্ষ) বুঝায়। তখন 'মহাসময়' ভেবে ভোজন করা কর্তব্য।

"সমণভত্ত সমযো" অর্থে যেকোনো পরিব্রাজক ভোজন দানে নিয়োজিত হয়েছেন এমতাবস্থায় 'পরিব্রাজকের ভোজন দান সময়' ভেবে ভোজন করা কর্তব্য।

উপযুক্ত সময় ব্যতীত ভোজন করব ভেবে প্রতিগ্রহণ করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। ভোজন করলে প্রতি গ্রাসে গ্রাসে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২১৯. গণভোজনে গণভোজন ধারণায় উপযুক্ত সময় ব্যতীত ভোজন

করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। গণভোজনে 'গণভোজন কি না' সন্দেহবশত উপযুক্ত সময় ব্যতীত ভোজন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। গণভোজনে অগণভোজন ধারণায় উপযুক্ত সময় ব্যতীত ভোজন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অগণভোজনে গণভোজন ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অগণভোজনে 'গণভোজন কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অগণভোজনে অগণভোজন ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

২২০. **অনাপত্তি :** সাত প্রকার উপযুক্ত সময়ে অথবা দু-তিনজন মিলে একত্রে ভোজন করলে, পিণ্ডচারণ করে একস্থানে সমবেত হয়ে ভোজন করলে, নিত্য ভোজনদান, সলাক ভোজন[১], পাক্ষিক, উপোসথিক, প্রতিপাদিক এবং পঞ্চবিধ ভোজন ব্যতীত অপর সকল দ্রব্যে কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[গণভোজন দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৩. পরম্পর ভোজন সিক্খাপদং

(পরম্পর ভোজন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

২২১. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় অবস্থান করছিলেন। তখন বৈশালীতে উত্তম উত্তম আহারে কে কোন ভিক্ষুকে খাওয়াবে তার বিন্যাস শুরু হলো। অতঃপর অন্যতর দরিদ্র কর্মকারের (শ্রমিকের) এই চিন্তা উদিত হলো : "যেভাবে লোকেরা উত্তম উত্তম আহারের সুব্যবস্থা করছেন—ইহাও মন্দ হবে না, যদি আমিও অল্প পরিমাণ আহারের সুব্যবস্থা করতে পারি।"

অতঃপর সেই দরিদ্র যেখানে কিরপতিক[২] সেখানে উপস্থিত হলো; উপস্থিত হয়ে সেই কিরপতিককে বলল, "আর্যপুত্র, আমি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে আহার দান করতে ইচ্ছুক। অতএব আমাকে বেতন প্রদান করুন।" সেই কিরপতিকও ছিলেন বুদ্ধের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ও প্রসন্ন। অতঃপর সেই কিরপতিক সেই দরিদ্র কর্মকারকে বিপুল পরিমাণ বেতন প্রদান করলেন।

---

[১]. শালাকার বা টিকেটের মাধ্যমে যে সমস্ত খাদ্য-ভোজ্য বিতরণ করা হয়।

[২]. কিরপতিক হলো অধিপতি, প্রভু বা জমিদার। সেই দরিদ্র কর্মকার নাকি সেই জমিদারের নিকট মাসিক বেতনধারী ছিল। (সম. পাসা.)

অনন্তর সেই দরিদ্র কর্মকার যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলো; উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করল। একান্তে উপবিষ্ট সেই দরিদ্র কর্মকার ভগবানকে বলল, "ভন্তে ভগবান, ভিক্ষুসংঘসহ আপনি আগামীকালের জন্য আমার নিমন্ত্রণ (ফাং) গ্রহণ করুন।" "আবুসো, ভিক্ষুসংঘ তো অনেক বিশাল তা তুমি জান কি?" "হোক ভন্তে, ভিক্ষুসংঘ বিশাল। আমার যে সুমিষ্ট ফল প্রস্তুত আছে সেই ফলের রসেই পানীয় পরিপূর্ণ করব।" অতঃপর ভগবান মৌনভাবে সম্মতি প্রদান করলেন।

অনন্তর সেই দরিদ্র কর্মকার ভগবানের মৌন সম্মতি জ্ঞাত হয়ে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করে চলে গেলেন। এদিকে ভিক্ষুগণ শুনতে পেলেন যে, এক দরিদ্র কর্মকার কর্তৃক নাকি আগামীকালের জন্য বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘ নিমন্ত্রিত হয়েছেন এবং শুধুমাত্র সুমিষ্ট ফলের রসেই পানীয় পরিপূর্ণ করবেন। তাই তাঁরা অতি প্রত্যুষে পিণ্ডচারণ করে ভোজন করলেন। এদিকে লোকেরাও শুনতে পেলেন যে, দরিদ্র কর্মকার কর্তৃক নাকি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘ নিমন্ত্রিত হয়েছেন। অতএব তারা দরিদ্র কর্মকারকে প্রভূত খাদ্য-ভোজ্যাদি প্রদান করলেন। অতঃপর সেই দরিদ্র কর্মকার সেই রাত্রি অবসানে উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্যাদি প্রস্তুত করিয়ে ভগবানকে এভাবে সময় জ্ঞাপন করলেন, "ভন্তে, আহার প্রস্তুত কার্য সমাপ্ত; এখন ভোজনের সময় হয়েছে।"

অনন্তর ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে পরিধেয় চীবর পরিধানপূর্বক পাত্র হাতে নিয়ে যেখানে সেই দরিদ্র কর্মকারের নিবাস সেখানে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন ভিক্ষুসংঘকে সাথে করে। তারপর সেই দরিদ্র কর্মকার ভোজনকক্ষে ভিক্ষুগণকে পরিবেশন করতে লাগল। তখন ভিক্ষুগণ এরূপ বললেন, "আবুসো, অল্প অল্প দাও; আবুসো, অল্প অল্প দাও।" তখন দরিদ্র কর্মকার বলল, "ভন্তে, আমি দরিদ্র কর্মকার এই ভেবে আপনারা অল্প অল্প প্রতিগ্রহণ করবেন না। আমার প্রভূত খাদ্য-ভোজ্যাদি প্রস্তুত রয়েছে। ভন্তে, অনুগ্রহপূর্বক পরিমাণ মতো গ্রহণ করুন।" "না আবুসো, আমরা এ কারণে অল্প অল্প প্রতিগ্রহণ করছি না। যেহেতু আমরা প্রত্যুষে পিণ্ডচারণ করে ভোজন করেছিলাম। সুতরাং আমরা অল্প অল্প প্রতিগ্রহণ করছি।"

অতঃপর সেই দরিদ্র কর্মকার এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন ভদন্তগণ আমার দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়েও অন্যত্র ভোজন করবেন? আমি কি অসমর্থ পরিমাণ মতো দান করতে?"

ভিক্ষুগণ সেই দরিদ্র কর্মকারের এমন নিন্দা, আন্দোলন এবং দুর্নামবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ভিক্ষুগণ একস্থানে নিমন্ত্রিত হয়ে অন্যত্র ভোজন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুগণকে অনেক প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুগণ নাকি একস্থানে নিমন্ত্রিত হয়ে অন্যত্র ভোজন করছে? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, কী হেতু সেই মোঘপুরুষেরা একস্থানে নিমন্ত্রিত হয়ে অন্যত্র ভোজন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"পরম্পর ভোজনে পচিত্তিয"ন্তি

বঙ্গানুবাদ : পরম্পর (পাটিপাটি করে) ভোজন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হলো।

২২২. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু অসুস্থ হয়ে পড়লে, অন্যতর ভিক্ষু পিণ্ডপাত গ্রহণ করে যেখানে সেই ভিক্ষু সেখানে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে সেই ভিক্ষুকে এভাবে বললেন, "আবুসো, ভোজন করুন।" "আবুসো, আমার আহারের নিমন্ত্রণ নির্দিষ্ট করা আছে।" সেই ভিক্ষুর জন্য পিণ্ডপাত অতি প্রত্যুষে আহরিত হয়েছিল। কিন্তু সেই ভিক্ষু কিছুতেই ভোজন করলেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা জ্ঞাপন করলে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, অসুস্থ ভিক্ষু পরম্পর ভোজন করবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"পরম্পর ভোজনে অঞ্ঞত্র সমযা পাচিত্তিযং। তত্থাযং সমযো। গিলান সমযো—অযং তত্থ সমযো"তি।

বঙ্গানুবাদ : উপযুক্ত সময় ব্যতীত পরম্পর ভোজন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। এক্ষেত্রে উপযুক্ত সময় এই : রোগের সময়; ইহাই উপযুক্ত সময়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হলো।

২২৩. সে সময়ে লোকেরা চীবরদানের সময় স্ব স্ব চীবরসহ আহারের সুব্যবস্থা করে 'ভোজন করিয়ে চীবরে আচ্ছাদন করাব' এই ভেবে ভিক্ষুগণকে নিমন্ত্রণ করতে লাগলেন। তখন ভিক্ষুগণ 'ভগবান কর্তৃক পরম্পর ভোজন নিষিদ্ধ হয়েছে' এই ভেবে সন্ধিগ্ধ হয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করতে লাগলেন। সুতরাং চীবর ঈষৎ পরিমাণ উৎপন্ন হতে লাগল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা জানালে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, চীবরদানের সময় পরম্পর ভোজন করবে। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"পরম্পরভোজনে অঞ্ঞত্র সমযা পাচিত্তযং তত্থযং সমযো। গিলানসমযো চীবরদান সমযো—অযং তত্থ সমযো"তি।

বঙ্গানুবাদ : উপযুক্ত সময় ব্যতীত পরম্পর ভোজন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। এক্ষেত্রে উপযুক্ত সময় এই : রোগের সময়, চীবরদানের সময়—ইহাই উপযুক্ত সময়।

এভাবে ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্য এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হলো।

২২৪. সে সময়ে লোকেরা চীবর প্রস্তুতকারী ভিক্ষুগণকে ভোজনের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করতে লাগলেন। তখন ভিক্ষুগণ 'ভগবান কর্তৃক পরম্পর ভোজন নিষিদ্ধ হয়েছে' এই ভেবে সন্ধিগ্ধ হয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করতে লাগলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা জ্ঞাপন করলে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, চীবর তৈরি করার সময় পরম্পর ভোজন করবে। অতএব হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২২৫. "পরম্পরভোজনে অঞ্ঞত্র সমযা পাচিত্তিযং তত্থাযং সমযো। গিলান সমযো চীবরদান সমযো চীবরকার সমযো—অযং তত্থ সমযো"তি।

বঙ্গানুবাদ : উপযুক্ত সময় ব্যতীত পরম্পর ভোজন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। এক্ষেত্রে উপযুক্ত সময় এই : রোগের সময়, চীবরদানের সময়, চীবর তৈরির সময়—ইহাই উপযুক্ত সময়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্য এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হলো।

২২৬. অনন্তর ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে পরিধেয় চীবর পরিধানপূর্বক পাত্র হাতে নিয়ে অনুগামী শ্রমণ আয়ুষ্মান আনন্দকে সাথে করে যেখানে অন্যতর কুল সেখানে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন

করলেন। তৎপর সেই লোকেরা ভগবান ও আয়ুষ্মান আনন্দকে দেখে ভোজন দান করলেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ সন্দেহপ্রবণ হয়ে ভোজন গ্রহণ না করতে লাগলেন। তখন ভগবান বললেন, "আনন্দ, গ্রহণ কর।" "ভগবান, আমার যে আহারের নিমন্ত্রণ আছে।" "আনন্দ, তাহলে তা অপরকে হস্তান্তর করে গ্রহণ কর।" অতঃপর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, অপরকে হস্তান্তর করে পরস্পর ভোজন করবে। হে ভিক্ষুগণ, এভাবে হস্তান্তর করতে হবে : "মযৃহং ভত্তপচ্চাসং ইত্থন্নমস্স দেম্মি" অর্থাৎ অমুক ভিক্ষুকে আমার আহারের নিমন্ত্রণ প্রদান করছি।"

২২৭. "পরস্পরভোজনং" অর্থে পঞ্চবিধ ভোজনের মধ্যে অন্যতর ভোজনে নিমন্ত্রিত হয়ে সেই নিমন্ত্রিত ভোজন ব্যতীত অপর পঞ্চবিধ ভোজনের যেকোনো একটি ভোজন করা—একেই পরস্পর ভোজন বুঝায়।

"অঞ্ঞত্র সমযা" বলতে উপযুক্ত সময় ব্যতীত।

"গিলানসমযো" অর্থে একাসনে উপবিষ্ট হয়ে পরিমাণ মতো ভোজন করতে অক্ষম হওয়া। তখন 'রোগের সময়' ভেবে ভোজন করা কর্তব্য।

"চীবরদান সমযো" অর্থে কঠিন চীবর অলাভী ভিক্ষুর পক্ষে বর্ষাঋতুর অন্তিম মাস এবং কঠিন চীবরলাভী ভিক্ষুর পক্ষে উক্ত কঠিন চীবর মাসসহ পরবর্তী পাঁচ মাস বুঝায়। তখন 'চীবরদানের সময়' ভেবে ভোজন করা কর্তব্য।

"চীবরকার সমযো" অর্থে চীবর তৈরি করার সময় বুঝায়। তখন 'চীবর তৈরি করার সময়' ভেবে ভোজন করা কর্তব্য।

উপযুক্ত সময় ব্যতীত ভোজন করব ভেবে প্রতিগ্রহণ করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। আর ভোজন করলে প্রতি গ্রাসে গ্রাসে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২২৮. পরস্পর ভোজনে পরস্পর ভোজন ধারণায় উপযুক্ত সময় ব্যতীত ভোজন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। পরস্পরভোজনে 'পরস্পরভোজন কি না' সন্দেহবশত উপযুক্ত সময় ব্যতীত ভোজন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অপরস্পর ভোজনে পরস্পর ভোজন ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অপরস্পর ভোজনে 'পরস্পর ভোজন কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অপরস্পর ভোজনে অপরস্পর ভোজন ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

২২৯. **অনাপত্তি :** উপযুক্ত সময়ে হস্তান্তর করে ভোজন করলে, দু-

তিনজন নিমন্ত্রিত হয়ে একত্রে ভোজন করলে, নিমন্ত্রণ পাটিপাটি করে ভোজন করলে, সমস্ত গ্রামবাসী কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে তথাস্ত যেকোনো স্থানে ভোজন করলে, বণিকদল কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে সেই বণিক দলের মধ্যে যেকোনো স্থানে ভোজন করলে, নিমন্ত্রণকালে ভিক্ষায় যাব বললে, নিত্য ভোজনদান, সলাক ভোজন, পাক্ষিক, উপোসথিক, প্রতিপাদিক এবং পঞ্চবিধ ভোজন ব্যতীত অন্য সকল বস্তুতে কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[পরম্পর ভোজন তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৪. কাণমাতা সিক্খাপদং

(কানার মাতা সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

২৩০. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন কানার মাতা উপাসিকা ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাবতী ও প্রসন্না। তার কন্যা কানাকে[১] গ্রাম মধ্যে অন্যতর পুরুষের সাথে বিবাহ দিয়েছিল। অনন্তর একদিন কানা কোনো এক কার্যোপলক্ষে মাতার গৃহে গিয়েছিল। তখন কানার স্বামী কানার নিকট এই বলে দূত পাঠাল : "কানা আগমন করুক, আমি কানার আগমন ইচ্ছা করি।" তখন কানার মাতা উপাসিকা "রিক্তহস্তে (শূন্যহস্তে) যাবে কেন" এই ভেবে পিঠা পাক করল। পিঠাগুলো পাক করা শেষ হলে, অন্যতর পিণ্ডচারিক ভিক্ষু কানার মাতা উপাসিকার নিবাসে প্রবেশ করলেন। তখন কানার মাতা উপাসিকা সেই ভিক্ষুকে পিঠা দান করল।

অতঃপর সেই ভিক্ষু সেখান হতে চলে গিয়ে অন্য ভিক্ষুকে তা জানালেন। সেই ভিক্ষু আসলে, উপাসিকা তাঁকেও পিঠা দান করল। পুনরায় সেই ভিক্ষু সেখান হতে চলে গিয়ে অপর ভিক্ষুকে তা জানালেন। সেই ভিক্ষু আসলে, উপাসিকা তাঁকেও পিঠা দান করল। সুতরাং যতগুলো পিঠা রন্ধিত হয়েছিল তৎসমস্তই নিঃশেষ হলো।

দ্বিতীয়বার কানার স্বামী কানার নিকট এই বলে দূত প্রেরণ করল : "কানা আগমন করুক; আমি কানার আগমন ইচ্ছা করি।" দ্বিতীয়বার কানার

---

১. 'কানা' হচ্ছে একজন অত্যন্ত রূপবতী কন্যা। যারা তাকে দেখত তারা সকলেই লোভের বশবর্তী হয়ে লোভান্ধ হয়ে যেত। সুতরাং সে অপরকে অন্ধভাব করে বিধায় 'কানা' নামে বিশ্রুত হয়েছিল। (সম. পাসা.)

মাতা উপাসিকা "রিক্তহস্তে যাবে কেন" এই বলে পিঠা পাক করল। পিঠাগুলো রন্ধিত হলে, অন্যতর পিণ্ডচারিক ভিক্ষু কানার মাতা উপাসিকার নিবাসে প্রবেশ করলেন, তখন কানার মাতা উপাসিকা সেই ভিক্ষুকে পিঠা দান করল। সেই ভিক্ষু সেখান হতে চলে গিয়ে অপর ভিক্ষুকে তা বললেন। সেই ভিক্ষু আসলে, উপাসিকা তাঁকেও পিঠা দান করল। সেই ভিক্ষুও সেখান হতে নিষ্ক্রমণপূর্বক অপর ভিক্ষুকে তা বললেন। সেই ভিক্ষু আসলে, উপাসিকা তাঁকেও পিঠা দান করল। এভাবে আবারও যতগুলো পিঠা রন্ধিত হয়েছিল তৎসমস্তই নিঃশেষ হলো।

তৃতীয়বার কানার স্বামী কানার নিকট এই বলে দূত পাঠাল : "কানা আগমন করুক; আমি কানার আগমন ইচ্ছা করি। যদি কানা না আসে, তাহলে আরেকজন স্ত্রী গ্রহণ করব।" তৃতীয়বারেও কানার মাতা উপাসিকা "রিক্তহস্তে যাবে কেন" এই বলে পিঠা পাক করল। পিঠাগুলো রন্ধিত হলে অন্যতর পিণ্ডচারিক ভিক্ষু কানার মাতা উপাসিকার নিবাসে প্রবেশ করলেন। তখন কানার মাতা উপাসিকা সেই ভিক্ষুকে পিঠা দান করল। সেই ভিক্ষু সেখান হতে চলে গিয়ে অপর ভিক্ষুকে তা বললেন। সেই ভিক্ষু আসলে, উপাসিকা তাঁকেও পিঠা দান করল। সেই ভিক্ষুও সেখান হতে চলে গিয়ে অপর ভিক্ষুকে তা বললেন। সেই ভিক্ষু আসলে, উপাসিকা তাঁকেও পিঠা দান করল। এভাবে যতগুলো পিঠা রন্ধিত হয়েছিল তৎসমস্তই নিঃশেষ হলো। এদিকে ইতিমধ্যেই কানার স্বামী নাকি অপর এক কুলীন রূপবতী স্ত্রী গৃহে আনল।

অতঃপর কানা শুনতে পেল যে "তার স্বামী কর্তৃক নাকি অপর এক কুলীন রূপবতী স্ত্রী গৃহীত হয়েছে।" তাই সে (কানা) রোদন করতে করতে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

অনন্তর ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে পরিধেয় চীবর পরিধানপূর্বক পাত্র হাতে নিয়ে যেখানে কানার মাতা সেখানে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। অতঃপর কানার মাতা উপাসিকা যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলো; উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করল। একান্তে উপবিষ্ট উপাসিকা কানার মাতাকে ভগবান বললেন, "কানা রোদন করছে কেন?" অতঃপর উপাসিকা কানার মাতা ভগবানকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করল। অতঃপর ভগবান উপাসিকা কানার মাতাকে ধর্মকথায় আনন্দিত, পুলকিত, সমুত্তেজিত ও সম্প্রহংসিত করে আসন হতে উঠে চলে গেলেন।

২৩১. সে সময়ে অন্যতর পর্যটকদল রাজগৃহ হতে দক্ষিণে গমনেচ্ছু হয়েছিল। তখন অন্যতর পিণ্ডচারিক ভিক্ষু সেই পর্যটক দলের নিকট পিণ্ডার্থে প্রবেশ করলেন। অন্যতর উপাসক সেই ভিক্ষুকে দেখে ভোজন দান করল। সেই ভিক্ষু সেখান হতে চলে গিয়ে অপর ভিক্ষুকে তা বললেন। সেই ভিক্ষু আসলে, উপাসক তাঁকেও ভোজন দান করল। আবার সেই ভিক্ষুও সেখান হতে চলে গিয়ে অপর ভিক্ষুকে তা বললেন। সেই ভিক্ষু আসলে, উপাসক তাঁকেও ভোজন দান করল। এভাবে দিতে দিতে যে পরিমাণ ভোজন সঞ্চিত ছিল তৎসমস্তই নিঃশেষ হলো।

অতঃপর সেই উপাসক সেই লোকদের বলল, "অদ্য দিবসে আর্যগণ আসতে পারেন, এদিকে আমার সঞ্চিত সমস্ত ভোজন আর্যদের দেওয়া হয়েছে; সুতরাং আমি ভোজন প্রস্তুত করব।" এদিকে অগ্রগামী পর্যটক দল আর্যগণ আসতে পারবেন না ভেবে যাত্রা শুরু করল। অতঃপর সেই উপাসক খাদ্য-ভোজ্যাদি প্রস্তুত করে পশ্চাতে গমনকালে চোরেরা তার সমস্ত কিছু ছিনিয়ে নিল। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ মাত্রা না জেনে প্রতিগ্রহণ করবেন? তাই তিনি তাদের দান করার পর পশ্চাতে গমনকালে চোরদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছেন," ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দা, আন্দোলন এবং দুর্নাম বাক্য শুনতে পেলেন। অতঃপর ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, তাহলে ভিক্ষুদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব—যা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্য একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২৩২. "ভিক্খুং পনেব কুলং উপগতং পূবেহি বা মন্থেহি বা অভিহট্ঠুং পবারেয্য আকঙ্খমানেন ভিক্খুনা দ্বত্তিপত্তপুরা পটিগ্গহেতব্ব ততো চে উত্তরি পটিগ্গণ্হেয্য পাচিত্তিযং। দ্বত্তিপত্তপূরে পটিগ্গহেত্বা ততো নীহরিত্বা ভিক্খূহি সদ্ধিং সংবিভজিতব্বং অযং তত্থ সামীচী"তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু চতুর্বিধ কুলের মধ্যে যেকোনো একটিতে উপস্থিত হলে, যদি তাঁকে রসাল জাতীয় পিঠা বা পথে গমনাগমনের জন্য অতিপ্রয়োজনীয় তিল-তণ্ডুলাদি দ্বারা পূজার মানসে এভাবে বলে : "আপনার পরিমাণ মতো গ্রহণ করুন।" তখন ভিক্ষু ইচ্ছা করলে দু-তিন পাত্রপূর্ণ গ্রহণ

করতে পারবে; ততোধিক গ্রহণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। আবার দু-তিন পাত্রপূর্ণ গ্রহণ করার পর তথা হতে বের হয়ে অপর ভিক্ষুর সাথে তা ভাগাভাগি করতে হবে, এক্ষেত্রে ইহাই সমীচীন।

২৩৩. "ভিক্খূং পনেব কুলং উপগতং" এই বাক্যে 'কুলং' অর্থে ক্ষত্রিয়কুল, ব্রাহ্মণকুল, বৈশ্যকুল ও শূদ্রকুল—এই চতুর্বিধ কুল (বংশ) বুঝায়। 'উপগতং' হলো উপরোক্ত চতুর্বিধ কুলে গত হয়েছে এমন।

"পূবং" অর্থে কোনো গন্তব্যস্থানে পাঠানোর জন্য (পিঠাজাতীয় খাদ্যাদি) যা কিছু প্রস্তুত করা হয়।

"মন্থং" অর্থে পথে গমনাগমনার্থে অত্যাবশ্যকীয় (তিল-তণ্ডুলাদি) যা কিছু সরবরাহ করা হয়।

"অভিহট্ঠুং পবারেয্য" বলতে যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণ গ্রহণ করুন এই বলে অনুরোধ জানানো।

"আকঙ্খমানেন" বলতে ইচ্ছা করলে।

"দ্বত্তিপত্তপুরা পটিগ্গহেতব্বা" বলতে দু-তিন পাত্রপূর্ণ পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারে। দু-তিন পাত্রপূর্ণ গ্রহণপূর্বক তথা হতে বের হয়ে কোনো ভিক্ষু দেখলে এভাবে বলা উচিত : "অমুক স্থানে আমা কর্তৃক দু-তিন পাত্রপূর্ণ গৃহীত হয়েছে, তাই সেখান হতে আর গ্রহণ করবেন না।" এভাবে না বললে, দুক্কট অপরাধ হয়। বলার পরও যদি গ্রহণ করে, তাহলে তারও দুক্কট অপরাধ হয়।

"তাতো নীহরিত্বা ভিক্খূহি সদ্ধিং সংবিভজিতব্বং" বলতে তথা হতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক সমানভাবে ভাগাভাগি করা কর্তব্য।

"অযং তত্থ সামীচি" বলতে এক্ষেত্রে ইহাই সমীচীন, যথোপযুক্ত বা বিনয়সম্মত।

২৩৪. দু-তিন পাত্রাধিকে অধিক ধারণায় গ্রহণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। দু-তিন পাত্রাধিকে 'অধিক কি না' সন্দেহবশত গ্রহণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। দু-তিন পাত্রাধিকে অনধিক ধারণায় গ্রহণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

দু-তিন পাত্রের কমে অধিক ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। দু-তিন পাত্রের কমে 'অধিক কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। দু-তিন পাত্রের কমে অনধিক ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

২৩৫. **অনাপত্তি :** দু-তিন পাত্রপূর্ণ গ্রহণে, দু-তিন পাত্রের কম গ্রহণে, কোনো গন্তব্য স্থানে পাঠাবার বা পথে গমনার্থে প্রস্তুত করা হয়েছে এমন

কোনো কিছু দেওয়া না হলে, কোনো গন্তব্য স্থানে পাঠাবার বা পথে গমনার্থে প্রস্তুত করা হয়েছে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ রেখে অবশিষ্টাংশ দিলে, পথিমধ্যে উপদ্রবের জন্য যেতে না পেরে ভিক্ষুকে দিলে, জ্ঞাতির, প্রবারিতের (নিমন্ত্রিতের), অন্যের জন্য গ্রহণে, নিজের ধন হলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[কাণমাতা চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫. পঠম পবারণা সিক্খাপদং

(প্রথম প্রবারণা সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

২৩৬. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন অন্যতর ব্রাহ্মণ ভিক্ষুগণকে নিমন্ত্রণ করে ভোজন করালেন। ভিক্ষুগণ নিমন্ত্রিত হয়ে ভোজন শেষে জ্ঞাতিকুলের নিকট গমনপূর্বক কেউ কেউ ভোজন করলেন এবং কেউ কেউ পিণ্ডপাত গ্রহণপূর্বক গমন করলেন। অতঃপর সেই ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীদের এরূপ বলল, "আমার দ্বারা আর্য ভিক্ষুগণ ভোজনে পরিতৃপ্ত হয়েছেন। আপনারাও আসেন, আমি আপনাদের ভোজনে পরিতৃপ্ত করাব।" তখন তারা এরূপ বলল, "আর্য, আপনি কীই বা আমাদের ভোজনে পরিতৃপ্ত করাবেন? যারা আপনার দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়েছেন; তারাই তো আমাদের গৃহে এসে কেউ কেউ ভোজন করলেন, আর কেউ কেউ পিণ্ডপাত গ্রহণপূর্বক চলে গিয়েছেন।"

অতঃপর সেই ব্রাহ্মণ এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ভদন্তগণ আমাদের গৃহে ভোজন করে আবার অন্যত্র ভোজন করবেন? আমি কি পরিমাণ মতো ভোজন দিতে সমর্থ নই। ভিক্ষুগণ সেই ব্রাহ্মণের নিন্দা, আন্দোলন এবং দুর্নাম বাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ভিক্ষুগণ নিমন্ত্রিত হয়ে ভোজন শেষে আবার অন্যত্র ভোজন করবেন? অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুগণকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুগণ নাকি নিমন্ত্রিত হয়ে ভোজন শেষে আবার অন্যত্র ভোজন করেছে? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, হে

ভিক্ষুগণ, কী হেতু সেই মোঘপুরুষেরা নিমন্ত্রিত হয়ে ভোজন শেষে আবার অন্যত্র ভোজন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যো পন ভিক্খু ভত্তাবী পাবারিতো খাদনীযং বা ভোজনীযং বা খাদেয্য বা ভুঞ্জেয্য বা পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু ভোজন করে প্রবারিত হয়েছেন; অথচ পুনঃ খাদ্য-ভোজ্যাদি খেলে বা ভোজন করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুগণের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হলো।

২৩৭. সে সময়ে ভিক্ষুগণ অসুস্থ ভিক্ষুদের জন্যে উৎকৃষ্ট পিণ্ডপাত সংগ্রহ করতে লাগলেন। কিন্তু অসুস্থ ভিক্ষুগণ কিছুতেই ভোজন করছিলেন না। সে সমস্ত পিণ্ডপাত ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগলেন। তখন ভগবান উচ্চশব্দ, মহাশব্দ, কাক রবের ন্যায় বিশৃঙ্খল কোলাহলের শব্দ শুনতে পেলেন। অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আনন্দ, উচ্চশব্দ, মহাশব্দ, কাকরবের ন্যায় বিশৃঙ্খল কোলাহলের শব্দ শুনা যাচ্ছে কেন?" অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে সমস্ত বিষয় সবিস্তারে জানালেন। ভগবান বললেন, "কিন্তু আনন্দ, ভিক্ষুগণ গিলানাতিরিক্ত (রোগীর অতিরিক্ত ভোজন) ভোজন করেছিল কি?" "না ভন্তে, করেননি।"

অতঃপর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, রোগী বা নিরোগীর অতিরিক্ত খাদ্য-ভোজ্যাদি ভোজন করবে। ভিক্ষুগণ, এভাবেই অতিরিক্ত করা কর্তব্য : "অলমেতং সব্বং" অর্থাৎ এই সমস্তই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২৩৮. "যো পন ভিক্খু ভুত্তাবী পবারিতো অনতিরিত্তং খাদনীযং বা ভোজনীযং বা খাদেয্য বা ভুঞ্জেয্য বা পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু বিন্দুমাত্র ভোজন করে প্রবারিত হয়েছেন, অথচ পুনঃ অনতিরিক্ত খাদ্য-ভোজ্যাদি খেলে বা ভোজন করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২৩৯. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"ভুত্তাবী" অর্থে পঞ্চবিধ ভোজনের মধ্যে অন্যতর ভোজন অন্ততপক্ষে

বিন্দুমাত্র হলেও ভুক্ত হওয়া।

"পবারিতো" অর্থে (১) পঞ্চবিধ ভোজনের মধ্যে বিন্দুমাত্র ভোজিত হওয়া, (২) প্রবারণ যোগ্য ভোজন হওয়া, (৩) উপবিষ্ট বা শায়িত ভিক্ষুর হস্তপাশে বা আড়াই হাতের মধ্যে দাঁড়ানো, (৪) হস্তপাশে এসে দান করা, (৫) ভিক্ষু কায়-বাক্যদির দ্বারা দিতে নিষেধ করা—এই পঞ্চবিধ কারণে ভিক্ষু প্রবারিত হন।

"অনতিরিত্তং" অর্থে (১) পাঁচ প্রকারে কপ্পিয়কৃত (ব্যবহারোপযোগী) না হওয়া, (২) গৃহীত না হওয়া, (৩) অল্পমাত্রও ভূমি হতে না তোলা, (৪) কপ্পিয়কারী হস্তপাশ (আড়াই হাত) হতে দূরে থাকা, (৫) প্রবারণযোগ্য আহার্য দ্রব্য অপরিভোগকারী কর্তৃক কৃত হওয়া, (৬) প্রবারিত ভিক্ষু কর্তৃক আসন হতে উত্থিত হওয়া, (৭) "অলমেতং সব্বং" এই বাক্য অব্যক্ত হওয়া, (৮) গিলানাতিরিক্ত না হওয়া—একেই অনতিরিক্ত বুঝায়।

"অতিরিত্তং" অর্থে (১) পাঁচ প্রকারে কপ্পিয় কৃত হওয়া, (২) গৃহীত হওয়া, (৩) অল্পমাত্র হলেও মাটি হতে তোলা, (৪) কপ্পিয়কারী হস্তপাশে থাকা, (৫) প্রবারণযোগ্য আহার্যদ্রব্য পরিভোগকারী কর্তৃক কৃত হওয়া, (৬) প্রবারিত ভিক্ষু কর্তৃক আসন হতে উত্থিত না হওয়া, (৭) "অলমেতং সব্বং" এই বাক্য ব্যক্ত হওয়া, (৮) গিলানাতিরিক্ত হওয়া—একেই অতিরিক্ত বুঝায়।

"খাদনীযং" অর্থে পঞ্চবিধ ভোজন, যামকালিক, সপ্তাহকালিক, যাবজ্জীবিক আহার্য বস্তু ব্যতীত অবশিষ্ট সবই খাদ্য বুঝায়।

"ভোজনীযং" অর্থে ভাত, মিষ্টান্ন (কুম্মাসো), আটা বা ময়দায় তৈরি রুটি ইত্যাদি নানা জাতীয় বিস্কিট (সত্তু), মাছ এবং মাংস—এই পঞ্চবিধ ভোজন বুঝায়। উপরোক্ত খাদ্য-ভোজ্যাদি খাব বা ভোজন করব ভেবে গ্রহণ করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। সেই গৃহীত খাদ্য-ভোজ্যাদি খেলে বা ভোজন করলে, প্রতি গ্রাসে গ্রাসে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২৪০. অনতিরিক্তে অনতিরিক্ত ধারণায় খাদ্য-ভোজ্যাদি খেলে বা ভোজন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অনতিরিক্তে 'অতিরিক্ত কি না' সন্দেহবশত খাদ্য-ভোজ্যাদি খেলে বা ভোজন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অনতিরিক্তে অতিরিক্ত ধারণায় খাদ্য-ভোজ্যাদি খেলে বা ভোজন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। যাবকালিক, সপ্তাহকালিক, যাবজ্জীবিক আহার্যবস্তু আহারের নিমিত্ত গ্রহণ করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। আর ভোজন করলে প্রতি গ্রাসে গ্রাসে দুক্কট অপরাধ হয়। অতিরিক্তে 'অনতিরিক্ত কি না' সন্দেহবশত

দুক্কট অপরাধ হয়। অতিরিক্তে অতিরিক্ত ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

২৪১. অনাপত্তি : অতিরিক্ত করিয়ে ভোজন করলে, অতিরিক্ত করিয়ে ভোজন করব ভেবে গ্রহণ করলে, অপরের জন্য নিয়ে গেলে, রোগীর অবশিষ্টাংশ ভোজন করলে, যামকালিক, সপ্তাহকালিক, যাবজ্জীবিক আহার্যবস্তু প্রয়োজনবশত পরিভোগ করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[পঠম পবারণা পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬. দুতিয পবারণা সিক্খাপদং

(দ্বিতীয় প্রবারণা সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

২৪২. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন দুজন ভিক্ষু কোশল জনপদে শ্রাবস্তীর উদ্দেশে দীর্ঘ পথে প্রতিপন্ন হয়েছিলেন। তন্মধ্যে একজন ভিক্ষু অনাচার আচরণ করতে লাগলেন। দ্বিতীয়জন সেই ভিক্ষুকে বললেন, "আবুসো, এমন কাজ করবেন না, ইহা মোটেও সঠিক হচ্ছে না।" এভাবে বলায় সেই ভিক্ষু তার প্রতি বেশ অসন্তুষ্ট হলেন।

অনন্তর সেই ভিক্ষুদ্বয় শ্রাবস্তীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন শ্রাবস্তীতে অন্যতর বণিক দল কর্তৃক সংঘের উদ্দেশে খাদ্য-ভোজ্যাদি প্রদত্ত হচ্ছিল। দ্বিতীয় ভিক্ষু অত্যন্ত তৃপ্তিসহকারে ভোজন করে প্রবারিত হলেন। অসন্তুষ্ট ভিক্ষু জ্ঞাতিকুলে গিয়ে পিণ্ডপাত গ্রহণপূর্বক যেখানে সেই ভিক্ষু সেখানে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে সেই ভিক্ষুকে বললেন, "আবুসো, ভোজন করুন।" "আবুসো, আমি ভোজন করেছি।" পুনরায় সে বলল, "আবুসো, অতিশয় উৎকৃষ্ট পিণ্ডপাত, ভোজন করুন।" অতঃপর ভিক্ষু সেই ভিক্ষুর বারংবার অনুরোধের প্রেক্ষিতে পিণ্ডপাত ভোজন করলেন। অতঃপর অসন্তুষ্ট ভিক্ষু সেই ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, "আবুসো, আপনিই তো আমাকে বলা উচিত বোধ করেছিলেন, অথচ এখন আপনি নিজেই ভোজন করে প্রবারিত হয়ে আবার অনতিরিক্ত ভোজন করছেন।" "আবুসো, এভাবে বলা উচিত কি? আবুসো, এভাবে (সুযোগ) সন্ধান করা উচিত কি?"

অতঃপর সেই ভিক্ষু ভিক্ষুদের নিকট সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ভিক্ষু ভোজন করে প্রবারিত হয়েছেন এমন ভিক্ষুকে অনতিরিক্ত খাদ্য-ভোজ্য

দিয়ে যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণ গ্রহণ করতে অনুরোধ করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষু, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি ভোজন করে প্রবারিত হয়েছে এমন ভিক্ষুকে অনতিরিক্ত খাদ্য-ভোজ্য যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণ গ্রহণ করতে অনুরোধ করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষ, কী হেতু তুমি ভোজন করে প্রবারিত হয়েছে এমন ভিক্ষুকে অনতিরিক্ত খাদ্য-ভোজ্য যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণ গ্রহণ করতে অনুরোধ করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২৪৩. "যো পন ভিক্‌খু ভিক্‌খুং ভুত্তাবিং পবারিতং অনতিরিত্তেন খাদনীযেন বা ভোজনীযেন বা অভিহট্‌ঠুং পবারেয্য—'হন্দ ভিক্‌খু খাদ বা ভুঞ্জ বা'তি জানং আসাদনাপেক্‌খো ভুত্তস্মিং পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু বিন্দু পরিমাণ ভোজন করে প্রবারিত হয়েছেন এমন ভিক্ষুকে অনতিরিক্ত খাদ্য-ভোজ্যাদি দ্বারা যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণ গ্রহণ করতে এই বলে অনুরোধ করে—'হে ভিক্ষু, খাও, ভোজন কর।' ভিক্ষু যদি জেনেশুনে উদ্বিগ্ন বা উত্তেজিত করার ইচ্ছায় বলে এবং সেই ভিক্ষুও ভোজন করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২৪৪. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্‌খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"ভিক্‌খুং" অর্থে অন্য ভিক্ষুকে বুঝায়।

"ভুত্তাবী" অর্থে পঞ্চবিধ ভোজনের মধ্যে অন্যতর ভোজন অন্ততপক্ষে বিন্দুমাত্র হলেও ভুক্ত হওয়া।

"পবারিতো" অর্থে (১) পঞ্চবিধ ভোজনের মধ্যে বিন্দুমাত্র ভোজিত হওয়া, (২) প্রবারণযোগ্য ভোজন হওয়া, (৩) উপবিষ্ট বা শায়িত ভিক্ষুর হস্তপাশে বা আড়াই হাতের মধ্যে দাঁড়ানো, (৪) হস্তপাশে এসে দান করা, (৫) ভিক্ষু কায়-বাক্যাদির দ্বারা দিতে নিষেধ করা—এই পঞ্চবিধ কারণে ভিক্ষু প্রবারিত হন।

"অনতিরিত্তং" অর্থে (১) পাঁচ প্রকারে কপ্পিয় কৃত (ব্যবহারোপযোগী) না হওয়া, (২) গৃহীত না হওয়া, (৩) অল্পমাত্রও ভূমি হতে না তোলা, (৪) কপ্পিয়কারী হস্তপাশ (আড়াই হাত) হতে দূরে থাকা, (৫) প্রবারণযোগ্য আহার্যদ্রব্য অপরিভোগকারী কর্তৃক কৃত হওয়া, (৬) প্রবারিত ভিক্ষু কর্তৃক আসন হতে উত্থিত হওয়া, (৭) "অলমেতং সব্বং" এই বাক্য অব্যক্ত হওয়া, (৮) গিলানাতিরিক্ত না হওয়া—একেই অনতিরিক্ত বুঝায়।

"খাদনীযং" অর্থে পঞ্চবিধ ভোজন, যামকালিক, সপ্তাহকালিক, যাবজ্জীবিক ব্যতীত অবশিষ্ট সবই খাদ্য বুঝায়।

"ভোজনীযং" অর্থে ভাত, মিষ্টান্ন (কুম্মাসো), আটা বা ময়দায় তৈরি রুটি ইত্যাদি নানা জাতীয় বিস্কিট (সত্তু), মাছ এবং মাংস—এই পঞ্চবিধ ভোজনই বুঝায়।

"অভিহট্ঠুং পবারেয্য" বলতে 'যে পরিমাণ ইচ্ছা করেন সে পরিমাণ গ্রহণ করুন' বলে অনুরোধ করা।

"জানাতি" বলতে স্বয়ং জানা, অন্য কেউ তাকে প্রকাশ করা অথবা সেই ভিক্ষু নিজেই প্রকাশ করা।

"আসাদনাপেক্খো" বলতে 'এর মাধ্যমে তাকে নিন্দা, তিরস্কার, ভর্ৎসনা করব এবং প্রতিশোধ নেব' এই ভেবে অর্পণ করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। তার কথায় 'খাব বা ভোজন করব' ভেবে গ্রহণ করলেও দুক্কট অপরাধ হয়। আর ভোজন করলেও প্রতি গ্রাসে গ্রাসে দুক্কট অপরাধ হয়। ভোজন শেষে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২৪৫. প্রবারিতে প্রবারিত ধারণায় অনতিরিক্ত খাদ্য-ভোজ্যাদি দ্বারা যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণ গ্রহণ করতে অনুরোধ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। প্রবারিতে 'প্রবারিত কি না' সন্দেহবশত অনতিরিক্ত খাদ্য-ভোজ্যাদি দ্বারা যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণ গ্রহণ করতে অনুরোধ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। প্রবারিতে অপ্রবারিত ধারণায় অনতিরিক্ত খাদ্য-ভোজ্যাদি দ্বারা যত পরিমাণ ইচ্ছা তত পরিমাণ গ্রহণ করতে অনুরোধ করলে, কোনো অপরাধ হয় না।

যাবকালিক, সাপ্তাহকালিক, এবং যাবজ্জীবিক আহার্যবস্তু আহারের নিমিত্ত গ্রহণ করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। তাঁর কথায় 'খাব বা ভোজন করব' ভেবে প্রতিগ্রহণ করলে, প্রতি গ্রাসে গ্রাসে দুক্কট অপরাধ হয়। ভোজন করলেও প্রতি গ্রাসে গ্রাসে দুক্কট অপরাধ হয়। অপ্রবারিতে প্রবারিত ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অপ্রবারিতে 'প্রবারিত কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়।

অপ্রবারিতে অপ্রবারিত ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

২৪৬. **অনাপত্তি :** অতিরিক্ত করিয়ে দিলে, 'অতিরিক্ত করিয়ে ভোজন করুন' এই বলে দিলে, 'অপরের জন্য নিয়ে যাও' এই বলে দিলে, রোগীর অবশিষ্টাংশ দিলে, 'যামকালিক, সপ্তাহকালিক এবং যাবজ্জীবিক আহার্যবস্তু প্রয়োজনবশত পরিভোগ করুন' এই বলে দিলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[দুতিয পবারণা পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৭. বিকাল ভোজন সিক্খাপদং

(বিকালে ভোজন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

২৪৭. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহের বেলুবনে কলন্দকনিবাপে অবস্থান করছিলেন। তখন রাজগৃহে বার্ষিক মহোৎসব মহাসাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হচ্ছিল। সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণ সেই বার্ষিক মহোৎসব দর্শন মানসে গমন করলেন। লোকেরা সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুদের দেখে, স্নান করায়ে, সুগন্ধাদি বিলেপন করায়ে, ভোজন করিয়ে খাদ্য দান করল। অতঃপর সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণ সেই খাদ্য গ্রহণপূর্বক আরামে (বিহারে) গিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের বললেন, "আবুসো, গ্রহণ করুন, খান।" তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ বললেন, "আবুসো, এ সমস্ত খাদ্য আপনারা কোথায় পেয়েছেন?" অতঃপর সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করলেন। "আবুসো, আপনারা বিকালে ভোজন করেন কি?" "হ্যাঁ আবুসো, করি।"

অতঃপর ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং দুর্নাম প্রচার করতে লাগলেন, "কেন সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণ বিকালে ভোজন করবেন?" তৎপর ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ভিক্ষুদের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণ বিকালে ভোজন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি বিকালে ভোজন করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে

বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা বিকালে ভোজন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২৪৮. "যো পন ভিক্খু বিকালে খাদনীযং বা ভোজনীযং বা খাদেয্য বা ভুঞ্জেয্য বা পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু বিকালে খাদ্য-ভোজ্য খেলে বা ভোজন করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২৪৯. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"বিকালো" অর্থে মধ্যাহ্নের পর হতে অরুণোদয় পর্যন্ত সময়কে বিকাল বুঝায়।

"খাদনীযং" অর্থে পঞ্চবিধ ভোজন, যামকালিক, সপ্তাহকালিক, যাবজ্জীবিক আহার্যবস্তু ব্যতীত অবশিষ্ট সবই খাদ্য বুঝায়।

"ভোজনীযং" অর্থে ভাত, মিষ্টান্ন (কুম্মাসো), আটা বা ময়দায় তৈরি রুটি ইত্যাদি নানা জাতীয় বিস্কিট (সত্তু), মাছ এবং মাংস—এই পঞ্চবিধ ভোজনই বুঝায়।

২৫০. বিকালে বিকাল ধারণায় খাদ্য-ভোজ্য খেলে বা ভোজন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। বিকালে 'বিকাল কি না' সন্দেহবশত খাদ্য-ভোজ্য খেলে বা ভোজন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। বিকালে কাল ধারণায় খাদ্য ভোজ্য খেলে বা ভোজন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

যামকালিক, সপ্তাহকালিক এবং যাবজ্জীবিক আহার্যবস্তু আহারের নিমিত্ত গ্রহণ করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। ভোজন করলে, প্রতি গ্রাসে গ্রাসে দুক্কট অপরাধ হয়। কালে বিকাল ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। কালে 'বিকাল কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। কালে কাল ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

২৫১. **অনাপত্তি :** যামকালিক, সপ্তাহকালিক ও যাবজ্জীবিক আহার্যবস্তু বিশেষ প্রয়োজনবশত ভোজন করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[বিকাল ভোজন সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৮. সন্নিধিকারক সিক্খাপদং

(স্বীয় অধীনে সঞ্চিতকরণ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

২৫২. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দের উপাধ্যায় আয়ুষ্মান বেলট্‌ঠসীস অরণ্যে অবস্থান করতেন। তিনি পিণ্ডচারণ করে অস্যুপব্যঞ্জন ভাত আরামে নিয়ে গিয়ে শুকায়ে রেখে দিতেন। যখন আহারের সময় হতো তখন পানিতে ভিজিয়ে ভিজিয়ে ভোজন করতেন এবং বহুদিন পরে গ্রামে পিণ্ডচারণের জন্যে প্রবেশ করতেন। ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান বেলট্‌ঠসীসকে বললেন, "আবুসো, আপনি বহুদিন পরে গ্রামে পিণ্ডচারণের জন্যে প্রবেশ করেন কেন? অতঃপর আয়ুষ্মান বেলট্‌ঠসীস ভিক্ষুদের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করলেন।

অতঃপর ভিক্ষুগণ তাকে বললেন, "আবুসো, আপনি কি তাহলে স্বীয় অধীনে সঞ্চিত রাখা (সন্নিধিকারক) আহার ভোজন করেন?" "হ্যাঁ আবুসো, করি।" এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন আয়ুষ্মান বেলট্‌ঠসীস স্বীয় অধীনে সঞ্চিত রাখা আহার ভোজন করবেন? অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান বেলট্‌ঠসীসকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে আয়ুষ্মান বেলট্‌ঠসীসকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে বেলট্‌ঠসীস, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি স্বীয় অধীনে সঞ্চিত রাখা আহার ভোজন করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, বেলট্‌ঠসীস, কী হেতু তুমি স্বীয় অধীনে সঞ্চিত রাখা আহার ভোজন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। অতএব হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২৫৩. "যো পন ভিক্খু সন্নিধিকারকং খাদনীযং বা ভোজনীযং বা খাদেয্য বা ভুঞ্জেয্য বা পাচিত্তিযং"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু স্বীয় অধীনে সঞ্চিত রাখা (সন্নিধিকারকং) খাদ্য-ভোজ্য খেলে বা ভোজন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২৫৪. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা

উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"সন্নিধিকারকং" অর্থে অদ্য গৃহীত খাদ্য গচ্ছিত রেখে পরবর্তী দিবসে খাদিত হওয়া।

"খাদনীযং" অর্থে পঞ্চবিধ ভোজন, যামকালিক, সপ্তাহকালিক, যাবজ্জীবিক আহার্যবস্তু ব্যতীত অবশিষ্ট সবই খাদ্য বুঝায়।

"ভোজনীযং" অর্থে ভাত, মিষ্টান্ন (কুম্মাসো), আটা বা ময়দায় তৈরি রুটি ইত্যাদি নানা জাতীয় বিস্কিট (সত্তু), মাছ এবং মাংস—এই পঞ্চবিধ ভোজন বুঝায়। উপরোক্ত খাদ্য-ভোজ্যাদি 'খাব বা ভোজন করব' ভেবে গ্রহণ করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। আর ভোজন করলে প্রতি গ্রাসে গ্রাসে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২৫৫. সঞ্চিতে (সন্নিধিকারকে) সঞ্চিত (সন্নিধিকারক) ধারণায় খাদ্য-ভোজ্য খেলে বা ভোজন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। সঞ্চিতে 'সঞ্চিত কি না' সন্দেহবশত খাদ্য-ভোজ্য খেলে বা ভোজন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। সঞ্চিতে অসঞ্চিত ধারণায় খাদ্য-ভোজ্য খেলে বা ভোজন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

যামকালিক, সপ্তাহকালিক ও যাবজ্জীবিক আহার্যবস্তু আহারের নিমিত্ত গ্রহণ করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। এবং ভোজন করলে প্রতি গ্রাসে গ্রাসে দুক্কট অপরাধ হয়। অসঞ্চিতে সঞ্চিত ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অসঞ্চিতে 'সঞ্চিত কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অসঞ্চিতে অসঞ্চিত ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

২৫৬. **অনাপত্তি :** যামকালিক আহার্যবস্তু যাবকালে অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পরে গৃহীত বস্তু মধ্যাহ্ন দিবস পর্যন্ত গচ্ছিত রেখে ভোজন করলে, যামকালিক আহার্য বস্তু যামকালে অর্থাৎ মধ্যাহ্নের পরে গৃহীত বস্তু পর দিবসে সূর্যোদয় পর্যন্ত গচ্ছিত রেখে ভোজন করলে, সপ্তাহকালিক আহার্যবস্তু সপ্তাহকাল যাবত গচ্ছিত রেখে ভোজন করলে, বিশেষ প্রয়োজনে (রোগহেতু) যাবজ্জীবিক বস্তু পরিভোগ করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[সন্নিধিকারক অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৯. পণীত ভোজন সিক্খাপদং

(উৎকৃষ্ট ভোজন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

২৫৭. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে

অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ উৎকৃষ্ট ভোজনাদি নিজের জন্য যাচঞা করে ভোজন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ নিজের জন্য উৎকৃষ্ট ভোজন যাচঞা করে ভোজন করবেন? কেনই বা এঁদের মধ্যে কেউ কেউ উত্তমরূপে রন্ধিত ভোজনে সন্তুষ্ট হন না অথবা কেউ কেউ সুমিষ্ট ভোজন পছন্দ করেন না?" অতঃপর যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ নিজের জন্য উৎকৃষ্ট ভোজন যাচঞা করে ভোজন করবেন?" অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি নিজের জন্য উৎকৃষ্ট ভোজন যাচঞা করে ভোজন করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা নিজের জন্য উৎকৃষ্ট ভোজন যাচঞা করে ভোজন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যানি খো পন তানি পণীতভোজনানি সেয্যথীদং—সপ্পি নবনীতং তেলং মধু ফাণিতং মচ্ছো মংসং খীরং দধি। যো পন ভিক্খু এবরূপানি পণীতভোজনানি আত্তনো অত্থায বিঞ্ঞাপেত্বা ভুঞ্জেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : যে সমস্ত উৎকৃষ্ট ভোজন আছে, সে সমস্ত উৎকৃষ্ট ভোজন; যেমন : ঘৃত, মাখন, তৈল, মধু, গুড়, মৎস্য, মাংস, দুধ, দধি ইত্যাদি। কোনো ভিক্ষু এতাদৃশ উৎকৃষ্ট ভোজন নিজের জন্য যাচঞা করে ভোজন করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্য এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হলো।

২৫৮. সে সময়ে ভিক্ষুগণ অসুস্থ হয়ে পড়লে, রোগী-তত্ত্বাবধায়ক ভিক্ষুগণ অসুস্থ ভিক্ষুদের বললেন, "আবুসো, স্বস্তিবোধ করছেন তো? দিন ভালো যাচ্ছে তো?" "আবুসো, পূর্বে আমরা নিজের জন্য উৎকৃষ্ট ভোজন যাচঞা করে ভোজন করতাম, এতে আমাদের স্বস্তিবোধ হতো। কিন্তু বর্তমানে 'ভগবান কর্তৃক তা নিষিদ্ধ হয়েছে' এই ভেবে সন্দেহপ্রবণ হয়ে

যাচঞা করছি না। সুতরাং আমাদের স্বস্তিবোধও হচ্ছে না।" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা জানালে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, অসুস্থ ভিক্ষু নিজের জন্য উৎকৃষ্ট ভোজন যাচঞা করে ভোজন করবে। অতএব হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২৫৯. "যানি খো পন তানি পণীত ভোজনানি সেয্যথীদং—সপ্পি নবনীতং তেলং মধুং ফাণিতং মচ্ছো মংসং খীরং দধি। যো পন ভিক্‌খু এবরূপানি পণীতভোজনানি অগিলানো অত্তনো অত্থায বিঞ্‌ঞাপেত্বা ভুঞ্জেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : যে সমস্ত উৎকৃষ্ট ভোজন আছে, সে সমস্ত উৎকৃষ্ট ভোজন; যেমন : ঘৃত, মাখন, তৈল, মধু, গুড়, মৎস্য, মাংস, দুধ, দধি ইত্যাদি। কোনো ভিক্ষু এতাদৃশ উৎকৃষ্ট ভোজন নিরোগ অবস্থায় নিজের জন্য যাচঞা করে ভোজন করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২৬০. "যানি খো পন তানি পণীতভোজনানি" এই বাক্যে 'ঘৃত' অর্থে গরুর দুধ হতে তৈরি ঘৃত, ছাগলের দুধ হতে তৈরি ঘৃত, মহিষের দুধ হতে তৈরি ঘৃত অথবা যাদের মাংস খাবার উপযোগী তাদের দুধ হতে তৈরি ঘৃত। 'মাখন' অর্থে উপরোক্ত ঘৃত দিয়ে তৈরি মাখন। 'তৈল' অর্থে তিল হতে উৎপন্ন তৈল, সরিষা তৈল, মধু হতে উৎপন্ন তৈল, এরণ্ড বৃক্ষ হতে উৎপন্ন তৈল, চর্বি হতে উৎপন্ন তৈল। 'মধু' অর্থে মক্ষিকা মধু। 'গুড়' অর্থে ইক্ষু দ্বারা তৈরি গুড়। 'মৎস্য' অর্থে জলে অবস্থানকারী সকল জলজ মৎস্যই বুঝায়। 'মাংস' অর্থে যাদের মাংস খাবার উপযোগী তাদের মাংসই অভিপ্রেত। 'দুধ' অর্থে গরুর দুধ, ছাগলের দুধ, মহিষের দুধ অথবা যাদের মাংস খাবার উপযোগী তাদের দুধ বুঝায়। 'দধি' অর্থে উপরোক্ত দুধ হতে তৈরি সকল প্রকার দধিই অভিপ্রেত।

"যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্‌খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"এবরূপানি পণীতভোজনানি" বলতে তাদৃশ উৎকৃষ্ট ভোজনসমূহ বুঝায়।

"অগিলানো" অর্থে উৎকৃষ্ট ভোজন ছাড়াই স্বস্তিবোধ হওয়া।

"গিলানো" অর্থে উৎকৃষ্ট ভোজন ছাড়া স্বস্তিবোধ না হওয়া।

নিরোগ অবস্থায় নিজের জন্য যাচঞা করলে, প্রয়োগে দুক্কট অপরাধ হয়। লাভ করার পর 'ভোজন করব' ভেবে গ্রহণ করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। আর

ভোজন করলে প্রতি গ্রাসে গ্রাসে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২৬১. নিরোগ অবস্থায় নিরোগী ধারণায় উৎকৃষ্ট ভোজন নিজের জন্য যাচঞা করে ভোজন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। নিরোগ অবস্থায় 'নিরোগী কি না' সন্দেহবশত উৎকৃষ্ট ভোজন নিজের জন্য যাচঞা করে ভোজন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। নিরোগ অবস্থায় রোগী ধারণায় উৎকৃষ্ট ভোজন নিজের জন্য যাচঞা করে ভোজন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। রোগাবস্থায় নিরোগী ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। রোগাবস্থায় 'নিরোগী কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। রোগাবস্থায় রোগী ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

২৬২. **অনাপত্তি :** রোগীর, রোগাবস্থায় যাচঞা করে নিরোগ অবস্থায় ভোজন করলে, রোগীর অবশিষ্টাংশ ভোজনে, জ্ঞাতি হলে, নিমন্ত্রিত হলে, অন্যের জন্য যাচঞা করলে, স্বকীয় ধনে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[পণীত ভোজন নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

১০. দন্তপোন সিক্খাপদং

(দন্তকাষ্ঠ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

২৬৩. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান বৈশালীর মহাবনে কূটাগার শালায় অবস্থান করছিলেন। তখন অন্যতর পাংশুকুলধারী ভিক্ষু শ্মশানে বাস করতে লাগলেন। তিনি লোকদের প্রদত্ত দানাদি গ্রহণ করতে ইচ্ছা পোষণ করতেন না। অথচ শ্মশানে, বৃক্ষমূলে ও নগরদ্বারে (উম্মারে) মৃত জ্ঞাতি-স্বজনদের উদ্দেশে প্রদত্ত খাদ্য-ভোজ্যাদি নিজে গ্রহণ করে পরিভোগ করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন এই ভিক্ষু আমাদের মৃতজ্ঞাতি-স্বজনদের উদ্দেশে প্রদত্ত খাদ্য-ভোজ্যাদি স্বয়ং গ্রহণ করে পরিভোগ করবেন? কেনই বা এই স্থূলকায় স্থবির ভিক্ষু তা মনুষ্য মাংস ভেবে খাচ্ছেন?"

ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভমূলক বাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ভিক্ষু অদত্ত (যা দেওয়া হয় নাই) আহার মুখদ্বারে প্রবেশ করাবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষু, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি অদত্ত আহার মুখদ্বারে প্রবেশ করাচ্ছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষ, কী হেতু তুমি অদত্ত আহার মুখদ্বারে প্রবেশ করাবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যো পন ভিক্খু অদিন্নং মুখদ্বারং আহারং আহারেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু অদত্ত আহার মুখদ্বারে প্রবেশ করালে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হলো।

২৬৪. সে সময়ে ভিক্ষুগণ জল ও দন্তকাষ্ঠ পরিভোগে সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়লে, ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা জানালেন। অতঃপর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, জল ও দন্তকাষ্ঠ নিজে গ্রহণ করে পরিভোগ করবে। অতএব হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২৬৫. "যো পন ভিক্খু অদিন্নং মুখদ্বারং আহারং আহারেয্য অঞ্ঞত্র উদকদন্তপোনা পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু জল ও দন্তকাষ্ঠ ব্যতীত অদত্ত আহার মুখদ্বারে প্রবেশ করালে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২৬৬. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"অদিন্নং" অর্থে যা গৃহীত হয় নাই এমন অগৃহীত বস্তু অথবা যা দেওয়া হয় নাই এমন অদত্ত বস্তুই অভিপ্রেত।

"দিন্নং" অর্থে কায় দ্বারা, কায় প্রতিবদ্ধ বা শরীরসংলগ্ন কোনো বস্তু দ্বারা অথবা আড়াই হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিক্ষেপন দ্বারা গছিয়ে দিলে, কায় দ্বারা বা কায় প্রতিবদ্ধ কোনো বস্তু দ্বারা গ্রহণ করা, ইহাই দিন্নং তথা দত্ত (গৃহীত) নামে অভিপ্রেত।

"আহারো" অর্থে জল ও দন্তকাষ্ঠ ব্যতীত যা কিছু গলাধঃকরণযোগ্য বা খাবার উপযোগী তৎসমস্তই আহার বুঝায়।

"অঞ্ঞত্র উদকদন্তপোনা" বলতে জল ও দন্তকাষ্ঠ ব্যতীত 'খাব বা

ভোজন করব’ ভেবে গ্রহণ করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। আর ভোজন করলে, প্রতি গ্রাসে গ্রাসে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২৬৭. অগৃহীতকে অগৃহীত ধারণায় জল ও দন্তকাষ্ঠ ব্যতীত অদত্ত আহার মুখদ্বারে প্রবেশ করালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অগৃহীতকে ‘গৃহীত কি না’ সন্দেহবশত জল ও দন্তকাষ্ঠ ব্যতীত অদত্ত আহার মুখদ্বারে প্রবেশ করালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অগৃহীতকে গৃহীত ধারণায় জল ও দন্তকাষ্ঠ ব্যতীত অদত্ত আহার মুখদ্বারে প্রবেশ করালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

গৃহীতকে অগৃহীত ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। গৃহীতকে ‘গৃহীত কি না’ সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। গৃহীতকে গৃহীত ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

২৬৮. অনাপত্তি : জল ও দন্তকাষ্ঠে, মল, মূত্র, ছাই ও মৃত্তিকা—এই চতুর্বিধ দ্রব্য বিশেষ প্রয়োজনে (রোগহেতু) ভোজন করলে, সেবক কর্তৃক গছিয়ে নিজের ইচ্ছে মতো গ্রহণ করে পরিভোগ করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[দন্তপোন দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[ভোজন বর্গ চতুর্থ]

তস্‌সুদ্দানং/ স্মারক গাথা

পিণ্ড, গণ, পরম্পরে, পিঠা আর উক্ত দুই প্রবারণে;
বিকালে, সঞ্চয়ে, ক্ষীরে ও দন্তকাষ্ঠে দশেতে ইহা।

৫. অচেলক বর্গ

১. অচেলক সিক্‌খাপদং

(উলঙ্গ সন্ন্যাসী সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

২৬৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান বৈশালীর মহাবনে কূটাগার শালায় অবস্থান করছিলেন। তখন সংঘের খাদ্য আধিক্য হলে, আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এ কথা জ্ঞাপন করলেন। ভগবান বললেন, "আনন্দ, তাহলে উচ্ছিষ্টভোজীদের পিষ্টক দেওয়া হোক।" "হ্যাঁ ভন্তে" বলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান করে উচ্ছিষ্টভোজীদের সুশৃঙ্খলভাবে বসিয়ে প্রত্যেককে একটি করে পিষ্টক দেওয়ার সময় অন্যতরা পরিব্রাজিকাকে একটি ভেবে দুটি পিষ্টক দিলেন। তখন সকল পরিব্রাজিকারা সেই পরিব্রাজিকাকে বলল, "এই শ্রমণ তোমার উপপতি।" "না, সেই শ্রমণ আমার উপপতি নয়, তিনি একটি ভেবে দুটি পিষ্টক আমায় দিয়েছেন।"

এভাবে দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার আয়ুষ্মান আনন্দ প্রত্যেককে একটি করে পিষ্টক দেওয়ার সময় আবারও সেই পরিব্রাজিকাকে একটি ভেবে দুটি পিষ্টক দিলেন। আবারও সকল পরিব্রাজিকেরা সেই পরিব্রাজিকাকে বলল, "এই শ্রমণ তোমার উপপতি।" "না, সেই শ্রমণ আমার উপপতি নয়, তিনি একটি ভেবে দুটি পিষ্টক আমায় দিয়েছেন।" "উপপতি, উপপতি নয়" এই বলে তারা বিবাদে লিপ্ত হলো। এদিকে অন্যতর আজীবক সন্ন্যাসীও সেই পরিবেশন স্থানে উপনীত হলো। তখন অন্যতর ভিক্ষু প্রভূত ঘৃতের সাথে ভাত মর্দন করে সেই আজীবক সন্ন্যাসীকে বিশাল এক খাদ্যপিণ্ড প্রদান করলেন। অতঃপর সেই আজীবক সেই খাদ্যপিণ্ড গ্রহণ করে চলে গেল। অন্যতর আজীবক সেই আজীবককে দেখে বলল, "আবুসো, আপনি কোথা হতে এই খাদ্যপিণ্ড লাভ করেছেন?" "আবুসো, সেই মুণ্ডিত মস্তক গৃহপতি শ্রমণ গৌতমের খাদ্য-ভোজ্যাদি পরিবেশন হতে লাভ করেছি।"

তখন উপাসকেরা সেই আজীবক সন্ন্যাসীদের এহেন অন্তরঙ্গ আলাপ শুনতে পেলেন। অতঃপর সেই উপাসকেরা যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই উপাসকেরা ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, এই অন্যতীর্থিয়রা বুদ্ধের অগুণ বর্ণনাকারী, ধর্মের অগুণ বর্ণনাকারী ও সংঘের অগুণ বর্ণনাকারী। ভন্তে, ইহাই উত্তম হবে, যদি আর্যগণ অন্যতীর্থিয়দের স্বহস্তে কোনো কিছু না দেন।" অতঃপর ভগবান সেই উপাসকদের ধর্মকথায়

আনন্দিত, পুলকিত, সমুত্তেজিত ও সম্প্রহংসিত করলেন। তখন সেই উপাসকেরা ভগবান কর্তৃক ধর্মকথায় আনন্দিত, পুলকিত, সমুত্তেজিত ও সম্প্রহংসিত হয়ে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করে চলে গেলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, তাহলে হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব—যা দশবিধ অর্থবেশে সংঘের সুষ্ঠুতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্য একান্ত হিতকর। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২৭০. "যো পন ভিক্খু অচেলকস্স বা পরিব্বাজকস্স বা পরিব্বাজিকায বা সহত্থা খাদনীযং বা ভোজনীযং বা দদেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু অচেলক তথা উলঙ্গ সন্ন্যাসীকে বা পরিব্রাজককে অথবা পরিব্রাজিকাকে স্বহস্তে খাদ্য-ভোজ্যাদি প্রদান করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২৭১. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"অচেলকো" অর্থে যেকোনো নগ্ন পরিব্রাজক বা উলঙ্গ সন্ন্যাসীই অভিপ্রেত।

"পরিব্বাজকো" অর্থে ভিক্ষু ও শ্রামণের ব্যতীত যেকোনো পরিব্রাজকই অভিপ্রেত।

"পরিব্বাজিকা" অর্থে ভিক্ষুণী ও শ্রামণেরী ব্যতীত যেকোনো পরিব্রাজিকাই অভিপ্রেত।

"খাদনীযং" অর্থে পঞ্চবিধ ভোজন, জল ও দন্তকাষ্ঠ ব্যতীত অবশিষ্ট সবই খাদ্য বুঝায়।

"ভোজনীযং" অর্থে ভাত, মিষ্টান্ন (কুম্মাসো) আটা বা ময়দায় তৈরি রুটি ইত্যাদি নানা জাতীয় বিস্কিট (সত্তু), মাছ এবং মাংস—এই পঞ্চবিধ ভোজনই বুঝায়।

"দদেয্য" বলতে কায় দ্বারা বা কায় প্রতিবদ্ধ (সংলগ্ন) কোনো বস্তু দ্বারা অথবা নিক্ষেপন দ্বারা প্রদান করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২৭২. তীর্থিয়ে তীর্থিয় ধারণায় স্বহস্তে খাদ্য-ভোজ্যাদি প্রদানে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তীর্থিয়ে 'তীর্থিয় কি না' সন্দেহবশত স্বহস্তে খাদ্য-ভোজ্যাদি

প্রদানে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তীর্থিয়ে অতীর্থিয় ধারণায় স্বহস্তে খাদ্য-ভোজ্যাদি প্রদানে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। জল ও দন্তকাষ্ঠ প্রদানে দুক্কট অপরাধ হয়। অতীর্থিয়ে 'তীর্থিয় কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অতীর্থিয়ে অতীর্থিয় ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

২৭৩. **অনাপত্তি :** অপরের দ্বারা দেয়ালে, না দিলে, একটি পাত্রে স্তূপাকার করে দিলে, তৈলাদি বাহির লেপন দিলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[অচেলক প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

২. উয্যোজন সিক্খাপদং

(কু-অভিপ্রায়ে ফেরত পাঠানো সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

২৭৪. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ ভ্রাতার সহবিহারী ভিক্ষুকে বললেন, "আবুসো, এসো আমরা পিণ্ডচারণার্থে গ্রামে প্রবেশ করি।" অথচ তাকে পিণ্ড না দেওয়ায়ে এই বলে ফেরত পাঠালেন : "আবুসো, যাও তোমার সাথে আমার কথা বলা বা বসা মোটেই নিরাপদ নয়; আমার একাকীই থাকা বা বসা নিরাপদ।" অতঃপর সেই ভিক্ষু প্রায় মধ্যাহ্ন ভোজের সময় হয়েছে দেখে পিণ্ডচারণ করতেও সমর্থ হয়নি এবং প্রত্যাবর্তন করে খাদ্য-ভোজ্যাদি পরিবেশনে শামিলও হতে পারেনি। অতএব সেই ভিক্ষু অনাহারে দুর্বল হয়ে পড়ল। অতঃপর সেই ভিক্ষু আরামে (বিহারে) গমনপূর্বক ভিক্ষুদের নিকট সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে প্রকাশ করল। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ অন্য ভিক্ষুকে 'আবুসো, এসো আমরা পিণ্ডচারণার্থে গ্রামে প্রবেশ করব' এভাবে বলে তাকে পিণ্ড না দেওয়ায়ে ফেরত পাঠিয়ে দিবেন?" অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে উপনন্দ, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি অন্য ভিক্ষুকে "আবুসো, এসো আমরা পিণ্ডচারণার্থে গ্রামে প্রবেশ করব" এভাবে বলে তাকে পিণ্ড না দেওয়ায়ে ফেরত পাঠিয়েছিলে? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ

করে বললেন, মোঘপুরুষ, কী হেতু তুমি অন্য ভিক্ষুকে 'আবুসো, এসো আমরা পিণ্ডচারণার্থে গ্রামে প্রবেশ করব' এভাবে বলে তাকে পিণ্ড না দেওয়ায়ে ফেরত পাঠিয়ে দিবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২৭৫. "যো পন ভিক্খু ভিক্খুং 'এহাবুসো গামং বা নিগমং বা পিণ্ডায পবিসিস্সামা'তি তস্স দাপেত্বা বা অদাপেত্বা বা উয্যোজেয্য—'গচ্ছাবুসো ন মে তযা সদ্ধিং কথা বা নিসজ্জা বা ফাসু হোতী'তি এতদেব পচ্চযং করিত্বা অনঞ্ঞং পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু যদি অন্য ভিক্ষুকে "আবুসো, এসো আমরা পিণ্ডচারণার্থে গ্রামে বা নিগমে (উপনগরে) প্রবেশ করব" এভাবে বলে তাকে পিণ্ড দেওয়ায়ে বা না দেওয়ায়ে এই বলে ফেরত পাঠায়ে দিলে : "আবুসো, যাও তোমার সাথে আমার কথা বলা বা বসা মোটেই নিরাপদ নয়; আমার একাকীই থাকা বা বসা নিরাপদ"—এতদ্ব্যতীত অন্য কোনো কারণ না থাকলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২৭৬. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"ভিক্খুং" বলতে অন্য ভিক্ষুকে।

"এহাবুসো গামং বা নিগমং বা" বলতে এখানে গ্রাম, নিগম (উপনগর) এবং নগর—এই তিনটিকেই গ্রাম বা নিগম বলা হয়েছে।

"তস্স দাপেত্বা" বলতে তাকে যাগু, ভাত, খাদ্য-ভোজ্যাদি দেওয়ায়ে।

"অদাপেত্বা" বলতে কিছুই না দেওয়ায়ে।

"উয্যোজেয্য" বলতে মনুষ্যস্ত্রীর সাথে হাস্য, ক্রীড়া বা নির্জন উপবেশনের ইচ্ছায় বা অনাচার আচরণের ইচ্ছায় এরূপ বলা : "আবুসো, যাও তোমার সাথে আমার কথা বলা বা বসা মোটেই নিরাপদ নয়; আমার একাকীই থাকা বা বসা বেশ নিরাপদ" এভাবে বলে ফেরত পাঠালে দুক্কট অপরাধ হয়। দর্শনসীমা বা শ্রবণসীমা অতিক্রমকালেও দুক্কট অপরাধ হয়। অতিক্রম শেষে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"এতদেব পচ্চযং করিত্বা অনঞ্ঞং" বলতে ফেরত পাঠানোর জন্যে অন্য কোনো কারণ না থাকা।

২৭৭. উপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় ফেরত পাঠালে, পাচিত্তিয়

অপরাধ হয়। উপসম্পন্নকে 'উপসম্পন্ন কি না' সন্দেহবশত ফেরত পাঠালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় ফেরত পাঠালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

সেই ভিক্ষুকে অযথা দোষী সাব্যস্ত করলে দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে ফেরত পাঠালে, দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে 'উপসম্পন্ন কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়।

২৭৮. **অনাপত্তি :** 'একত্রে উভয়ের খাদ্য পরিমাণ মতো হবে না' এই ভেবে ফেরত পাঠালে, 'মহার্ঘ (মহামূল্যবান) দ্রব্য দেখে লোভ উৎপন্ন হবে' এই ভেবে ফেরত পাঠালে, 'মনুষ্যস্ত্রীকে দেখে আসক্তি উৎপন্ন হবে' এই ভেবে ফেরত পাঠালে, 'রোগীর উদ্দেশে অথবা বিহার রক্ষণাবেক্ষণকারীর উদ্দেশে যাগু, ভাত, খাদ্য-ভোজ্যাদি নিয়ে যাও' এই বলে ফেরত পাঠালে, অনাচার আচরণের অনিচ্ছায় বিশেষ প্রয়োজনে ফেরত পাঠালে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[উয্যোজন দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৩. সভোজন সিক্‌খাপদং

(অবীতরাগী স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

২৭৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ এক সহায়কের গৃহে গিয়ে তার স্ত্রীর সাথে শয়নকক্ষে উপবেশন করলেন। অতঃপর সেই লোকটি যেখানে শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ সেখানে উপস্থিত হলো; উপস্থিত হয়ে শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করল। একান্তে উপবিষ্ট সেই লোকটি তার স্ত্রীকে বলল, "আর্যকে আহার দাও।" অতঃপর সেই স্ত্রী শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দকে আহার দিল। তখন সেই লোকটি শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দকে বলল, "ভন্তে, এবার গমন করুন; যেহেতু আর্যকে আহার দেওয়া হয়েছে।" অতঃপর সেই স্ত্রী "এই লোকটি দেখছি কাণ্ডজ্ঞানহীন!" এই বলে শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দকে বলল, "ভন্তে, আপনি বসুন; এখন গমন করবেন না।" দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার সেই লোকটি শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দকে বলল, "ভন্তে, এবার আপনি

গমন করুন; যেহেতু আর্যকে আহার দেওয়া হয়েছে।” দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারেও সেই স্ত্রী শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দকে বলল, “ভন্তে, আপনি বসুন, এখন গমন করবেন না।”

অতঃপর সেই লোকটি তথা হতে বের হয়ে ভিক্ষুদের নিকট অভিযোগ করল, “ভন্তে, এই আর্য উপনন্দ আমার স্ত্রীর সাথে শয়নকক্ষে উপবিষ্ট হয়েছেন। আমার দ্বারা বার বার যেতে বলা হলেও তিনি যেতে চান না; অথচ আমার বহুকৃত্য ও বহুকরণীয়!” এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, “কেন শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ অবীতরাগী স্ত্রী-পুরুষ অনির্গত বাড়িতে অনুপ্রবেশ করে উপবেশন করবেন?” অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে উপনন্দ, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি অবীতরাগী স্ত্রী-পুরুষ অনির্গত বাড়িতে অনুপ্রবেশ করে উপবেশন করেছ? “হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।” এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষ, কী হেতু তুমি অবীতরাগী স্ত্রী-পুরুষ অনির্গত বাড়িতে অনুপ্রবেশ করে উপবেশন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২৮০. “যো পন ভিক্খু সভোজনে কুলে অনুপখজ্জ নিসজ্জং কপ্পেয্য পাচিত্তিয”ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু অবীতরাগী স্ত্রী-পুরুষ অনির্গত বাড়িতে অনুপ্রবেশ করে উপবেশন করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২৮১. “যো পন” বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

“ভিক্খু” বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

“সভোজনং কুলং” অর্থে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই বাড়ি হতে অনির্গত হওয়া এবং উভয়েই অবীতরাগী হওয়া।

“অনুপখজ্জ” বলতে অনুপ্রবেশপূর্বক।

“নিসজ্জং কপ্পেয্য” বলতে যেই ঘরে স্ত্রী-পুরুষ কামসম্ভোগ করে, সেই

ঘর হতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই বের না হতেই চৌকাটের হস্তপাশ অতিক্রম করে (ভিতরে) বসলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। আর ক্ষুদ্রঘর হলে ঘরের মধ্যভাগ অতিক্রম করে বসলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২৮২. শয়নঘরকে শয়নঘর ধারণায় অবীতরাগী স্ত্রী-পুরুষ অনির্গত বাড়িতে অনুপ্রবেশ করে উপবেশন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। শয়নঘরকে 'শয়নঘর কি না' সন্দেহবশত অবীতরাগী স্ত্রী-পুরুষ অনির্গত বাড়িতে অনুপ্রবেশ করে উপবেশন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। শয়নঘরকে অশয়নঘর ধারণায় অবীতরাগী স্ত্রী-পুরুষ অনির্গত বাড়িতে অনুপ্রবেশ করে উপবেশন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অশয়নঘরকে শয়নঘর ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অশয়নঘরকে 'অশয়নঘর কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অশয়নঘরকে অশয়নঘর ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

২৮৩. **অনাপত্তি :** বৃহৎঘরে চৌকাটের হস্তপাশ অতিক্রম না করে বসলে, ক্ষুদ্রঘরের মধ্যভাগ অতিক্রম না করে বসলে, একজন সঙ্গী ভিক্ষু থাকলে, স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই বের হয়ে গেলে, শয়নঘর না হলে, উভয়েই বীতরাগ হলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[সভোজন তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৪. রহোপটিচ্ছন্ন সিক্খাপদং

(নির্জন প্রতিচ্ছন্ন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

২৮৪. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ এক সহায়কের ঘরে গিয়ে তার স্ত্রীর সাথে নির্জনে প্রতিচ্ছন্ন আসনে উপবেশন করলেন। এতে সেই লোকটি এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন আর্য উপনন্দ আমার স্ত্রীর সাথে নির্জনে প্রতিচ্ছন্ন আসনে উপবেশন করবেন?" ভিক্ষুগণ সেই লোকটির এমন নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভমূলক বাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ মনুষ্যস্ত্রীর সাথে নির্জনে প্রতিচ্ছন্ন আসনে উপবেশন করবেন?" অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে

ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে উপনন্দ, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি মনুষ্যস্ত্রীর সাথে নির্জনে প্রতিচ্ছন্ন আসনে উপবেশন করেছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষ, কী হেতু তুমি মনুষ্যস্ত্রীর সাথে নির্জনে প্রতিচ্ছন্ন আসনে উপবেশন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২৮৫. "যো পন ভিক্খু মাতুগামেন সদ্ধিং রহো পটিচ্ছন্নে আসনে নিসজ্জং কপ্পেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু মনুষ্যস্ত্রীর সাথে নির্জনে প্রতিচ্ছন্ন আসনে উপবেশন করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২৮৬. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"মাতুগামো" অর্থে এখানে মনুষ্যস্ত্রীকেই বুঝানো হয়েছে যক্ষিনী, প্রেত্নী, তির্যগ্‌জাতীয়া স্ত্রী নয়। এমনকি অদ্য দিবসে জাত মেয়ে শিশু পর্যন্ত তার চেয়ে বড় হলে তো কথাই নেই।

"সদ্ধিং" বলতে একত্রে বা একই সাথে।

"রহো" অর্থে চোখে দৃষ্ট হয় না এমন নির্জন স্থান অর্থাৎ চক্ষু অবারিত করলে বা চোখের ভ্রু অথবা মস্তক উৎক্ষেপন করলেও দর্শনে সক্ষম না হওয়া। কর্ণ দ্বারা শ্রুত হয় না এমন নির্জন স্থান অর্থাৎ আলোচনার প্রকৃত বিষয়বস্তু শুনতে বা বুঝতে সক্ষম না হওয়া।

"পটিচ্ছন্নং আসনং" অর্থে গাছের ডালপালায়, দরজার কবাটে, তৃণনির্মিত পর্দায়, মোটা কাপড়ের দেয়ালে, বৃক্ষ, স্তম্ব বা বাইরে ঝুলানো কোনো বস্তু দ্বারা প্রতিচ্ছন্ন বা আচ্ছাদিত হওয়া।

"নিসজ্জং কপ্পেয্য" বলতে মনুষ্যস্ত্রী উপবিষ্টা অবস্থায় ভিক্ষু পাশে বসলে বা শয়ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ভিক্ষু উপবিষ্ট অবস্থায় মনুষ্যস্ত্রী পাশে বসলে বা শয়ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ভিক্ষু ও মনুষ্যস্ত্রী উভয়েই উপবিষ্ট অথবা উভয়েই শায়িত হলেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২৮৭. মনুষ্যস্ত্রীকে মনুষ্যস্ত্রী ধারণায় নির্জনে প্রতিচ্ছন্ন আসনে উপবেশন

করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। মনুষ্যস্ত্রীকে 'মনুষ্যস্ত্রী কি না' সন্দেহবশত নির্জনে প্রতিচ্ছন্ন আসনে উপবেশন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। মনুষ্যস্ত্রীকে অমনুষ্যস্ত্রী ধারণায় নির্জন প্রতিচ্ছন্ন আসনে উপবেশন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

যক্ষিনী, প্রেত্নী, পণ্ডক অথবা তির্যগ্‌জাতীয়া স্ত্রীর সাথে নির্জনে প্রতিচ্ছন্ন আসনে উপবেশন করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। অমনুষ্যস্ত্রীকে মনুষ্যস্ত্রী ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অমনুষ্যস্ত্রীকে 'মনুষ্যস্ত্রী কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অমনুষ্যস্ত্রীকে অমনুষ্যস্ত্রী ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

২৮৮. **অনাপত্তি :** যেকোনো বিজ্ঞ পুরুষ সঙ্গী হিসেবে থাকলে, না বসে শুধু মাত্র দাঁড়ালে, অনাসক্ত চিত্তে উপবেশন করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[রহোপটিচ্ছন্ন চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫. রহোনিসজ্জ সিক্‌খাপদং

(নির্জন উপবেশন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

২৮৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ একাকী এক সহায়কের ঘরে গিয়ে তার একাকিনী স্ত্রীর সাথে নির্জনে উপবেশন করলেন। ইহা দেখে সেই লোকটি এই বলে নিন্দা, আন্দোলন, এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন আর্য উপনন্দ একাকী আমার স্ত্রীর সাথে নির্জনে উপবেশন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকটির এমন নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভমূলক বাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ একাকী অন্য একাকিনী মনুষ্যস্ত্রীর সাথে নির্জনে উপবেশন করবেন?" অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দকে নানাভাবে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে উপনন্দ, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি একাকী অন্য একাকিনী মনুষ্যস্ত্রীর সাথে নির্জনে উপবেশন করেছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ

প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষ, কী হেতু তুমি একাকী অন্য একাকিনী মনুষ্যস্ত্রীর সাথে নির্জনে উপবেশন করবে। এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২৯০. "যো পন ভিক্‌খু মাতুগামেন সদ্ধিং একো একায রহো নিসজ্জং কপ্পেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু একাকী অন্য একাকিনী মনুষ্যস্ত্রীর সাথে নির্জনে উপবেশন করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২৯১. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্‌খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"মাতুগামো" অর্থে সুভাষিত-দুর্ভাষিত ও হিতকর-অহিতকর বাক্যাদি জানতে বুঝতে সমর্থ এমন বিজ্ঞ মনুষ্যস্ত্রীই অভিপ্রেত; যক্ষিনী, প্রেত্নী, তির্যগ্‌জাতীয়া স্ত্রী নয়।

"সদ্ধিং" বলতে একত্রে বা একই সাথে।

"একো একায" বলতে ভিক্ষুও একাকী এবং মনুষ্যস্ত্রীও একাকিনী হওয়া।

"রহো" অর্থে চোখে দৃষ্ট হয় না এমন নির্জন স্থান অর্থাৎ চক্ষু অবারিত করলে বা চোখের ভ্রু অথবা মস্তক উৎক্ষেপন করলেও দর্শনে সক্ষম না হওয়া। কর্ণ দ্বারা শ্রুত হয় না এমন নির্জন স্থান অর্থাৎ আলোচনার প্রকৃত বিষয়বস্তু শুনতে বা বুঝতে সক্ষম না হওয়া।

"নিসজ্জং কপ্পেয্য" বলতে মনুষ্যস্ত্রী উপবিষ্টা অবস্থায় ভিক্ষু পাশে বসলে বা শয়ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ভিক্ষু উপবিষ্ট অবস্থায় মনুষ্যস্ত্রী পাশে বসলে বা শয়ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ভিক্ষু ও মনুষ্যস্ত্রী উভয়েই উপবিষ্ট বা শায়িত হলেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২৯২. মনুষ্যস্ত্রীকে মনুষ্যস্ত্রী ধারণায় একাকী নির্জনে উপবেশন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। মনুষ্যস্ত্রীকে 'মনুষ্যস্ত্রী কি না' সন্দেহবশত একাকী নির্জনে উপবেশন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। মনুষ্যস্ত্রীকে অমনুষ্যস্ত্রী ধারণায় একাকী নির্জনে উপবেশন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

একাকিনী কোন যক্ষিনী, প্রেত্নী, পণ্ডক অথবা তির্যগ্‌জাতীয়া স্ত্রীর সাথে একাকী নির্জনে উপবেশন করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। অমনুষ্যস্ত্রীকে মনুষ্যস্ত্রী

ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অমনুষ্যস্ত্রীকে 'মনুষ্যস্ত্রী কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অমনুষ্যস্ত্রীকে অমনুষ্যস্ত্রী ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

২৯৩. **অনাপত্তি :** যেকোনো বিজ্ঞ পুরুষ সঙ্গী হিসেবে থাকলে, না বসে শুধুমাত্র দাঁড়ালে, অনাসক্ত চিত্তে উপবেশন করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[রহোনিসজ্জ পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬. চারিত্ত সিক্খাপদং

(অনিমন্ত্রিত কুলে প্রবেশ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

২৯৪. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহের বেলুবনে কলন্দক নিবাপে অবস্থান করছিলেন। তখন শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দের উপস্থাপক কুল (দায়ক) শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দকে ভোজনের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করল এবং একই সাথে অন্যান্য ভিক্ষুদেরও নিমন্ত্রণ করল। সে সময় শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ ভোজনের পূর্বে নিকট আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করছিলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এরূপ বললেন, "আবুসো, ভোজন প্রদান কর।" "ভন্তে, যাবত আর্য উপনন্দ না আসেন, তাবৎ একটু অপেক্ষা করুন।" দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার সেই ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এভাবে বললেন, "আবুসো, আহার প্রদান কর। না হয় কিছুক্ষণ পরেই তো ভোজনের সময় চলে যাবে।" "ভন্তে, আমরা যেই ভোজন প্রস্তুত করেছি তা একমাত্র আর্য উপনন্দের কারণেই। সুতরাং ভন্তে, যাবত আর্য উপনন্দ না আসেন, তাবৎ একটু অপেক্ষা করুন।"

অনন্তর শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ ভোজনের পূর্বে নিকট আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করার পর দিবাভাগে এসে উপস্থিত হলেন। অতএব ভিক্ষুগণ কিছুতেই ভোজন করলেন না। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ ভোজ্যের দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়ে ভোজনের পূর্বেই অন্য কুলসমূহে প্রবেশ করবে?" অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে উপনন্দ, ইহা কি সত্য

যে, তুমি নাকি ভোজ্যের দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়ে ভোজনের পূর্বেই অন্য কুলসমূহে প্রবেশ করেছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষ, কী হেতু তুমি ভোজ্যের দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়ে ভোজনের পূর্বেই অন্য কুলসমূহে প্রবেশ করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যো পন ভিক্খু নিমন্তিতো সভত্তো সমানো পুরেভত্তং কুলেসু চারিত্তং আপজ্জেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু ভোজ্যের দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়ে ভোজনের পূর্বেই (অনিমন্ত্রিত) কুলসমূহে প্রবেশ করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হলো।

২৯৫. সে সময়ে শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দের উপস্থাপক কুল এই বলে সংঘের উদ্দেশে খাদ্য পাঠাল : "আর্য উপনন্দকে দেখিয়ে সংঘকে দান করবে।" তখন শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ গ্রামে পিণ্ডচারণার্থে প্রবিষ্ট হলেন। অতঃপর সেই লোকেরা বিহারে গিয়ে ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করল, "ভন্তে, আর্য উপনন্দ কোথায়?" "আবুসো, শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ গ্রামে পিণ্ডচারণার্থে প্রবিষ্ট হয়েছেন।" "ভন্তে, এই খাদ্য আর্য উপনন্দকে দেখায়ে সংঘকে দান করা হবে।" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা জানালে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "তাহলে হে ভিক্ষুগণ, সেই খাদ্য গ্রহণপূর্বক উপনন্দ না আসা অবধি রেখে দাও।"

অতঃপর শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ 'ভগবান কর্তৃক ভোজনের পূর্বে (অনিমন্ত্রিত) কুলসমূহে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ হয়েছে' এই ভেবে ভোজনের পর অন্যান্য কুলসমূহের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করার পর দিবাভাগে প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু ততক্ষণে সেই খাদ্য ভোজনের অনুপযুক্ত হলো। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ ভোজনের পর (অনিমন্ত্রিত) কুলসমূহে প্রবেশ করবেন?" অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে উপনন্দ, ইহা কি সত্য

যে, তুমি নাকি ভোজনের পর (অনিমন্ত্রিত) কুলসমূহে প্রবেশ করেছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষ, কী হেতু ভোজনের পর (অনিমন্ত্রিত) কুলসমূহে প্রবেশ করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যো পন ভিক্‌খু নিমন্তিতো সভত্তো সমানো পুরেভত্তং বা পচ্ছাভত্তং বা কুলেসু চারিত্তং আপজ্জেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু ভোজ্যের দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়ে ভোজনের পূর্বে বা পরে (অনিমন্ত্রিত) কুলসমূহে প্রবেশ করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হলো।

২৯৬. সে সময়ে ভিক্ষুগণ চীবরদানের সময় সন্দেহপ্রবণ হয়ে কুলসমূহের সাথে দেখা-সাক্ষাৎাদি না করতে লাগলেন। সুতরাং ঈষৎ পরিমাণ চীবর উৎপন্ন হতে লাগল। ভিক্ষুগণ এ কথা ভগবানকে জানালে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, চীবরদানের সময় কুলসমূহের দেখা-সাক্ষাৎাদি করবে। অতএব হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যো পন ভিক্‌খু নিমন্তিতো সভত্তো সমানো পুরেভত্তং বা পচ্ছাভত্তং বা কুলেসু চারিত্তং আপজ্জেয্য অঞ্‌ঞত্র সমযা পাচিত্তিযং। তত্থাযং সমযো চীবরদান সমযো—অযং তত্থ সমযো"তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু উপযুক্ত সময় ব্যতীত ভোজ্যের দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়ে ভোজনের পূর্বে বা পরে (অনিমন্ত্রিত) কুলসমূহে প্রবেশ করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। এক্ষেত্রে উপযুক্ত সময় এই : চীবরদানের সময়, ইহাই উপযুক্ত সময়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হলো।

২৯৭. সে সময়ে ভিক্ষুগণ চীবর তৈরি করার সময় সূঁচ, সুতা ও ছোট ছুড়িকার প্রয়োজন হলে, সন্দেহপ্রবণ হয়ে কুলসমূহের সাথে দেখা-সাক্ষাৎাদি না করতে লাগলেন। ভিক্ষুগণ এ কথা ভগবানকে জানালে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, চীবর তৈরি করার সময় কুলসমূহের সাথে দেখা-সাক্ষাৎাদি করবে। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি এই

শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যো পন ভিক্খু নিমন্তিতো সভত্তো সমানো পুরেভত্তং বা পচ্ছাভত্তং বা কুলেসু চারিত্তং আপজ্জেয্য অঞ্ঞত্র সমযা পাচিত্তিযং। তত্থাযং সমযো। চীবরদান সমযো চীবরকার সমযো—অযং তত্থ সমযো"তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু ভোজ্যের দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়ে ভোজনের পূর্বে বা পরে (অনিমন্ত্রিত) কুলসমূহে উপযুক্ত সময় ব্যতীত প্রবেশ করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। এক্ষেত্রে উপযুক্ত সময় এই : চীবরদানের সময়, চীবর তৈরির সময়, ইহাই উপযুক্ত সময়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হলো।

২৯৮. সে সময়ে ভিক্ষুগণ অসুস্থ হয়ে পড়লে, ভৈষজ্যের প্রয়োজন হচ্ছিল। ভিক্ষুগণ সন্দেহপ্রবণ হয়ে কুলসমূহের সাথে দেখা-সাক্ষাৎাদি না করতে লাগলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা জানালে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, পার্শ্ববর্তী কোনো ভিক্ষুকে জানিয়ে কুলসমূহের সাথে দেখা-সাক্ষাৎাদি করবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২৯৯. "যো পন ভিক্খু নিমন্তিতো সভত্তো সমানো সন্তং ভিক্খুং অনাপুচ্ছা পুরেভত্তং বা পচ্ছাভত্তং বা কুলেসু চারিত্তং আপজ্জেয্য অঞ্ঞত্র সমযা পাচিত্তিযং। তত্থাযং সমযো চীবরদান সমযো চীবরকার সমযো—অযং তত্থ সমযো"তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু পঞ্চবিধ ভোজ্যের যেকোনো একটি দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়ে পার্শ্ববর্তী (উপস্থিত) ভিক্ষুকে না জানিয়ে (বিনা অনুমতিতে) ভোজনের পূর্বে বা পরে (চতুর্বিধ) অনিমন্ত্রিত কুলে উপযুক্ত সময় ব্যতীত প্রবেশ করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। এক্ষেত্রে উপযুক্ত সময় এই : চীবরদানের সময়, চীবর তৈরির সময়, ইহাই উপযুক্ত সময়।

৩০০. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"নিমন্তিতো" অর্থে পঞ্চবিধ ভোজ্যের যেকোনো একটি দ্বারা নিমন্ত্রিত হওয়া।

"সভত্তো" অর্থে যেই ভোজ্যের দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়েছেন, তা-ই সভত্তো বুঝানো হয়েছে।

"সন্তং" অর্থে পার্শ্ববর্তী উপস্থিত ভিক্ষুকে জানিয়ে (অনুমতি নিয়ে) প্রবেশ করতে সমর্থ হওয়া।

"অসন্তং" অর্থে পার্শ্ববর্তী উপস্থিত ভিক্ষুকে জানিয়ে (অনুমতি নিয়ে) প্রবেশ করতে সমর্থ না হওয়া।

"পুরেভত্তং" অর্থে যেই ভোজ্যের দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়েছেন, তা ভোজনের পূর্বে বা অভুক্ত অবস্থায়।

"পচ্চাভত্তং" অর্থে যেই ভোজ্যের দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়েছেন, সেই ভোজন বিন্দুমাত্রও ভুক্ত হওয়া।

"কুলং" অর্থে ক্ষত্রিয়কুল, ব্রাহ্মণকুল, বৈশ্যকুল এবং শূদ্রকুল—এই চতুর্বিধ কুলই অভিপ্রেত।

"কুলেসু চারিত্তং আপজ্জেয্য" বলতে অন্যের গৃহসীমা অতিক্রম করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। প্রথম পাদে দ্বার (উম্মার) অতিক্রম করলেও দুক্কট অপরাধ হয়। দ্বিতীয় পদবিক্ষেপে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"অঞ্ঞত্র সমযা" বলতে উপযুক্ত সময় ব্যতীত।

"চীবরদান সমযো" অর্থে কঠিন চীবর অলাভী ভিক্ষুর পক্ষে বর্ষাঋতুর শেষ একমাস এবং কঠিন চীবরলাভী ভিক্ষুর পক্ষে উক্ত শেষ একমাস হতে পরবর্তী পাঁচ মাস পর্যন্ত চীবরদান সময় বুঝায়।

"চীবরকার সমযো" অর্থে চীবর তৈরি করার সময় বুঝায়।

৩০১. নিমন্ত্রিতে নিমন্ত্রিত ধারণায় পার্শ্ববর্তী উপস্থিত ভিক্ষুকে না জানিয়ে ভোজনের পূর্বে বা পরে চতুর্বিধ অনিমন্ত্রিত কুলে উপযুক্ত সময় ব্যতীত প্রবেশ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। নিমন্ত্রিতে 'অনিমন্ত্রিত কি না' সন্দেহবশত পার্শ্ববর্তী উপস্থিত ভিক্ষুকে না জানিয়ে ভোজনে পূর্বে বা পরে চতুর্বিধ অনিমন্ত্রিত কুলে উপযুক্ত সময় ব্যতীত প্রবেশ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। নিমন্ত্রিতে অনিমন্ত্রিত ধারণায় পার্শ্ববর্তী উপস্থিত ভিক্ষুকে না জানিয়ে ভোজনের পূর্বে বা পরে চতুর্বিধ অনিমন্ত্রিত কুলে উপযুক্ত সময় ব্যতীত প্রবেশ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অনিমন্ত্রিতে নিমন্ত্রিত ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অনিমন্ত্রিতে 'নিমন্ত্রিত কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অনিমন্ত্রিতে অনিমন্ত্রিত ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৩০২. **অনাপত্তি :** উপযুক্ত সময়ে, পার্শ্ববর্তী উপস্থিত ভিক্ষুকে জানিয়ে প্রবেশ করলে, পার্শবর্তী উপস্থিত ভিক্ষু না থাকায় না জানিয়ে প্রবেশ করলে, অন্যের গৃহ দিয়ে রাস্তা হলে, গৃহসীমা দিয়ে রাস্তা হলে, কোনো গ্রাম্য বিহারে গেলে, ভিক্ষুণী আবাসে গেলে, তীর্থিয় আশ্রমে গেলে, প্রত্যাবর্তন করলে,

নিমন্ত্রিত গৃহে গেলে কোনো অপরাধ হয় না এবং পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[চারিত্ত ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৭. মহানাম সিক্‌খাপদং

(ভৈষজ্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৩০৩. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শাক্যরাজ্যের কপিলাবস্তুতে নিগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন। তখন মহানাম শাক্যের ভৈষজ্য আধিক্য হলো। অতঃপর মহানাম শাক্য যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট মহানাম শাক্য ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমি সংঘকে চারিমাস অবধি ভৈষজ্য দ্বারা সন্তুষ্ট করতে ইচ্ছা পোষণ করছি।" "সাধু, সাধু, মহানাম, তাহলে তুমি সংঘকে চারিমাস অবধি ভৈষজ্য দ্বারা সন্তুষ্ট কর।" এদিকে ভিক্ষুগণ সন্দেহপ্রবণ হয়ে গ্রহণ না করতে লাগলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা জানালে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, চারি মাস অবধি ভৈষজ্য প্রত্যয় নিমন্ত্রণ (ফাং) গ্রহণ করবে।

৩০৪. সে সময়ে ভিক্ষুগণ মহানাম শাক্যের নিকট ঈষৎ পরিমাণ ভৈষজ্য যাচঞা করছিলেন। সুতরাং ঠিক সেভাবেই মহানাম শাক্যের ভৈষজ্য স্তুপীকৃত হতে লাগল। দ্বিতীয়বার মহানাম শাক্য যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একন্তে উপবিষ্ট মহানাম শাক্য ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমি সংঘকে আরও চারিমাস অবধি ভৈষজ্য দ্বারা সন্তুষ্ট করতে ইচ্ছা পোষণ করছি।" "সাধু, সাধু, মহানাম, তাহলে তুমি সংঘকে আরও চারিমাস অবধি ভৈষজ্য দ্বারা সন্তুষ্ট কর।" এদিকে ভিক্ষুগণ সন্দেহপ্রবণ হয়ে গ্রহণ না করতে লাগলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা জানালে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, পুনঃ নিমন্ত্রণও গ্রহণ করবে।

৩০৫. সে সময়ে ভিক্ষুগণ মহানাম শাক্যের নিকট ঈষৎ পরিমাণ ভৈষজ্য যাচঞা করছিলেন। সুতরাং ঠিক সেভাবেই মহানাম শাক্যের ভৈষজ্য স্তুপীকৃত হতে লাগল। তৃতীয়বার মহানাম শাক্য যথায় ভগবান তথায় উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন।

একান্তে উপবিষ্ট মহানাম শাক্য ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমি সংঘকে আজীবন ভৈষজ্য দ্বারা সন্তুষ্ট করতে ইচ্ছা পোষণ করছি।" "সাধু, সাধু, মহানাম, তাহলে তুমি সংঘকে আজীবন ভৈষজ্য দ্বারা সন্তুষ্ট কর।" এদিকে ভিক্ষুগণ সন্দেহপ্রবণ হয়ে গ্রহণ না করতে লাগলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা জানালে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, নিত্য নিমন্ত্রণও গ্রহণ করবে।

যে সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ উত্তমভাবে চীবর অপরিহিত ও অপারূপিত হলেন। তখন মহানাম শাক্য বললেন, "ভন্তে, আপনারা কেন উত্তমভাবে চীবর অপরিহিত ও অপারূপিত হয়েছেন? প্রব্রজিত কর্তৃক উত্তমভাবে চীবর পরিহিত ও পারূপিত হওয়া উচিত নয় কি?" মহানাম শাক্য এরূপ বলায় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ তার প্রতি বেশ অসন্তুষ্ট হলেন। অতঃপর ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হলো : "কোন উপায় অবলম্বনে আমরা মহানাম শাক্যকে হতোদ্যম করাতে পারি?" অতঃপর ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হলো : "আবুসো, সংঘ মহানাম শাক্য কর্তৃক ভৈষজ্য দ্বারা নিমন্ত্রিত। সুতরাং আবুসো, আসুন আমরা সকলে মহানাম শাক্যের নিকট ঘি যাচঞা করি।" অতঃপর ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ যেখানে মহানাম শাক্য সেখানে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে মহানাম শাক্যকে বললেন, "আবুসো, আমাদের একপাত্র করে ঘি প্রয়োজন।" "ভন্তে, আগামী দিবস অব্দি অপেক্ষা করুন। লোকেরা ঘি আনতে গরুর খোঁয়ারে গেছেন। সুতরাং আপনারা আগামীকাল প্রত্যুষে এসে নিয়ে যেতে পারেন।"

দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ মহানাম শাক্যকে বললেন, "আবুসো, আমাদের একপাত্র করে ঘি প্রয়োজন।" "ভন্তে, আগামী দিবস অব্দি অপেক্ষা করুন। লোকেরা ঘি আনতে গরুর খোঁয়ারে গেছেন। সুতরাং আপনারা আগামীকাল প্রত্যুষে এসে নিয়ে যেতে পারেন।" "আবুসো, আপনি নিমন্ত্রণ করেও তা দিচ্ছেন; আর আপনি যদি দান দিতে একান্তই অনিচ্ছুক হন, তাহলে নিমন্ত্রণ করেছেন কেন?"

অতঃপর মহানাম শাক্য এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ভদন্তগণ 'ভন্তে, আগামী দিবস অব্দি অপেক্ষা করুন' বলা হলেও অপেক্ষা করছেন না?" ভিক্ষুগণ সেই মহানাম শাক্যের এমন নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভমূলক বাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও

এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ মহানাম শাক্য কর্তৃক 'ভন্তে, আগামী দিবস অব্দি অপেক্ষা করুন' বলা হলেও অপেক্ষা করছেন না?" অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি মহানাম শাক্য কর্তৃক 'ভন্তে, আগামী দিবস অব্দি অপেক্ষা করুন' বলা হলেও অপেক্ষা করছ না? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা মহানাম শাক্য কর্তৃক 'ভন্তে, আগামী দিবস অব্দি অপেক্ষা করুন' বলা হলেও অপেক্ষা করবে না? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩০৬. অগিলানেন ভিক্খুনা চতুমাসপ্পচ্চয পবারণা সাদিতব্বা অঞ্ঞত্র পুন পবারণায অঞ্ঞত্র নিচ্চ পবারণায; ততো চে উত্তরি সাদিযেয্য পচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : নিরোগী ভিক্ষু পুনঃ নিমন্ত্রণ এবং নিত্য নিমন্ত্রণ ব্যতীত চারিমাসের জন্য ভৈষজ্য প্রত্যয় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারবে। তদতিরিক্ত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩০৭. "অগিলানেন ভিক্খুনা চতুমাসপ্পচ্চয পবারণা সাদিতব্বা" বলতে নিরোগী ভিক্ষু কর্তৃক চারিমাসের জন্য গিলান প্রত্যয় ভৈষজ্য (রোগীর পথ্য) নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা কর্তব্য।

"পুনপবারণাপি সাদিতব্বা" বলতে 'যখন অসুস্থ হবো তখন যাচঞ্ঞা করব' এই ভেবে পুনঃ নিমন্ত্রণও গ্রহণ করা কর্তব্য।

"নিচ্চপবারণাপি সাদিতব্বা" বলতে 'যখন অসুস্থ হবো তখন যাচঞ্ঞা করব' এই ভেবে নিত্য নিমন্ত্রণও গ্রহণ করা কর্তব্য।

"ততো চে উত্তরি সাদিযেয্য" বলতে ভৈষজ্য পরিমাণ নিমন্ত্রণ আছে কিন্তু রাত্রি পরিমাণ নেই; রাত্রি পরিমাণ নিমন্ত্রণ আছে কিন্তু ভৈষজ্য পরিমাণ নেই; ভৈষজ্য ও রাত্রি পরিমাণ নিমন্ত্রণ আছে; ভৈষজ্য ও রাত্রি অপরিমাণ নিমন্ত্রণ আছে।

"ভৈষজ্য পরিমাণ" অর্থে সুনির্দিষ্ট ভৈষজ্য দ্বারা নিমন্ত্রিত হওয়া; যথা : 'অমুক অমুক ভৈষজ্য দ্বারা নিমন্ত্রণ করছি।'

"রাত্রি পরিমাণ" অর্থে সুনির্দিষ্ট রাত্রি দ্বারা নিমন্ত্রিত হওয়া; যথা : 'এত রাত্রি ভৈষজ্য দানের নিমন্ত্রণ করছি।'

"ভৈষজ্য ও রাত্রি পরিমাণ" অর্থে সুনির্দিষ্ট ভৈষজ্য ও রাত্রির পরিমাণ উল্লেখ করে নিমন্ত্রিত হওয়া; যথা : 'এত রাত্রি অমুক অমুক ভৈষজ্য দানের নিমন্ত্রণ করছি।'

"ভৈষজ্য ও রাত্রি অপরিমাণ" অর্থে সুনির্দিষ্ট ভৈষজ্য ও রাত্রির পরিমাণ উল্লেখ না করে নিমন্ত্রিত হওয়া।

৩০৮. সুনির্দিষ্ট ভৈষজ্য দ্বারা নিমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও যেই যেই ভৈষজ্য দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়েছেন, সেই সেই ভৈষজ্য ব্যতীত অন্যান্য ভৈষজ্য যাচঞা করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। সুনির্দিষ্ট রাত্রি দ্বারা নিমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও যেই যেই রাত্রিতে নিমন্ত্রিত হয়েছেন, সেই সেই রাত্রি ব্যতীত অন্যান্য রাত্রিতে যাচঞা করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। সুনির্দিষ্ট ভৈষজ্য ও রাত্রির নাম উল্লেখ করে নিমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও যেই যেই ভৈষজ্য দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়েছেন, সেই সেই ভৈষজ্য ব্যতীত অন্যান্য ভৈষজ্য এবং যেই যেই রাত্রিতে নিমন্ত্রিত হয়েছেন, সেই সেই রাত্রি ব্যতীত অন্যান্য রাত্রিতে যাচঞা করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। সুনির্দিষ্ট ভৈষজ্য ও রাত্রির পরিমাণ উল্লেখ না করে নিমন্ত্রিত হলে কোনো অপরাধ হয় না।

৩০৯. ভৈষজ্যের প্রয়োজন না হলেও ভৈষজ্য যাচঞা করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। এই ভৈষজ্যের প্রয়োজন অথচ তা যাচঞা না করে অন্য ভৈষজ্য যাচঞা করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তদতিরিক্তে তদতিরিক্ত ধারণায় ভৈষজ্য যাচঞা করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তদতিরিক্তে 'তদতিরিক্ত কি না' সন্দেহবশত ভৈষজ্য যাচঞা করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তদতিরিক্তে অতদতিরিক্ত ধারণায় ভৈষজ্য যাচঞা করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অতদতিরিক্তে তদতিরিক্ত ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অতদতিরিক্তে 'তদতিরিক্ত কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অতদতিরিক্তে অতদতিরিক্ত ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৩১০. **অনাপত্তি :** যেই যেই ভৈষজ্য দ্বারা নিমন্ত্রিত সেই সেই ভৈষজ্য যাচঞা করলে, যেই যেই রাত্রিতে নিমন্ত্রিত সেই সেই রাত্রিতে যাচঞা করলে, 'তোমার দ্বারা এই এই ভৈষজ্যে নিমন্ত্রিত হয়েছি, এখন আমাদের এই এই ভৈষজ্য প্রয়োজন' এভাবে যাচঞা করলে, 'তোমরা দ্বারা যেই যেই রাত্রিতে নিমন্ত্রিত হয়েছি, সেই সেই রাত্রিসমূহ অতিক্রান্ত হয়েছে অথচ এখন আমাদের ভৈষজ্য প্রয়োজন' এভাবে যাচঞা করলে, কোনো অপরাধ হয় না

এবং জ্ঞাতিদের নিমন্ত্রণে, অপরের জন্য বললে, স্বীয় ধনে, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[মহানাম সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৮. উয্যুত্তসেনা সিক্খাপদং

(যুদ্ধার্থে নিষ্ক্রান্ত সেনা সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৩১১. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ তাঁর সেনাদলসহ যুদ্ধার্থে গমন করলেন। ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ যুদ্ধার্থে নিষ্ক্রান্ত সেনাবাহিনীকে দর্শন মানসে সেখানে গেলেন। অতঃপর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ দূর হতে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে আসতে দেখলেন। দেখার পর নিকটে ডাকায়ে এরূপ বললেন, "ভন্তে, আপনারা এখানে এসেছেন কেন?" "আমরা মহারাজ ও তার সেনাবাহিনীকে দর্শনেচ্ছু।" "ভন্তে, আপনারা কি আমাকে দর্শনের মধ্য দিয়ে যুদ্ধে অভিনন্দন করতে এসেছেন? কিন্তু ভন্তে, প্রব্রজিতকর্তৃক এমন দৃশ্য দেখা উচিত কি?"

অতঃপর লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যুদ্ধার্থে নিষ্ক্রান্ত সেনাকে দর্শনার্থে আসবেন? ইহা আমাদের জন্যও তেমন লাভজনক নয় এবং ইহা আমাদের জন্য দুঃখপ্রাপ্তি বৈকি, আর আমরা তো জীবন-জীবিকাহেতু স্ত্রী-পুত্রের কারণেই সেনার সাথে এসে থাকি!" ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভমূলক বাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ যুদ্ধার্থে নিষ্ক্রান্ত সেনাকে দর্শনার্থে গমন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ ষগবর্গীয় ভিক্ষুগণকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি যুদ্ধার্থে নিষ্ক্রান্ত সেনাকে দর্শনার্থে গমন কর? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কেন তোমরা যুদ্ধার্থে নিষ্ক্রান্ত সেনাকে দর্শনার্থে গমন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের

প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; অধিকন্তু তাঁর বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যো পন ভিক্‌খু উয়্যুত্তং সেনং দস্‌সনায গচ্ছেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু যুদ্ধার্থে নিষ্ক্রান্ত সেনাকে দর্শনার্থে গমন করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হলো।

৩১২. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষুর মাতুল (মামা) সেনানিবাসে অসুস্থ হয়ে পড়লে, সেই ভিক্ষুর নিকট এই বলে সংবাদ পাঠাল যে, "সেনানিবাসে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। সুতরাং ভদন্ত আগমন করুক। আমি ভদন্তের আগমন ইচ্ছা করি।" অতঃপর সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হলো : "ভগবান কর্তৃক শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে যে, যুদ্ধার্থে নিষ্ক্রান্ত সেনাকে দর্শনার্থে গমন করবে না। এখন আমার মাতুল সেনানিবাসে অসুস্থ হয়েছেন। এখন আমি কীভাবে সেখানে যেতে পারি?" সেই ভিক্ষু ভগবানকে এ কথা জানালে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, তাদৃশ কোনো কারণ উপস্থিত হলে সেনানিবাসে গমন করবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩১৩. "যো পন ভিক্‌খু উয়্যুত্তং সেনং দস্‌সনায গচ্ছেয্য অঞ্‌ঞত্র তথারূপ পচ্চযা পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু তাদৃশ উপযুক্ত কারণ ব্যতীত যুদ্ধার্থে নিষ্ক্রান্ত সেনাকে দর্শনার্থে গমন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩১৪. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্‌খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"উয্যুত্তা" অর্থে সেনা গ্রাম হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে অগ্রসর বা উদ্যমশীল হওয়া।

"সেনা" অর্থে দ্বাদশপুরুষ হস্তী, ত্রিপুরুষ ঘোড়া, চারিপুরুষ রথ ও শরধারী চারিপুরুষ পদাতিক সেনা বুঝায়[১]। এতাদৃশ সেনাকে দর্শনার্থে গমন

---

[১]. 'দ্বাদশ পুরুষ হস্তী' বলতে চারিজন আরোহণকারী এবং একেকটি পাদে দুজন করে মোট আটজন পাদরক্ষক—এভাবে দ্বাদশ পুরুষ হস্তী বুঝানো হয়েছে। 'ত্রিপুরুষ ঘোড়া' বলতে একজন আরোহণকারী এবং দুজন পাদ রক্ষক—এভাবে ত্রিপুরুষ ঘোড়া বুঝানো হয়েছে।

করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। সেখানে দাঁড়িয়ে দেখলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। দর্শনসীমা অতিক্রম করে পুনঃপুন দেখলেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"অঞ্ঞত্র তথারূপপ্পচ্চযা" বলতে তাদৃশ উপযুক্ত কারণ ব্যতীত।

৩১৫. যুদ্ধার্থে নিষ্ক্রান্তকে যুদ্ধার্থে নিষ্ক্রান্ত ধারণায় তাদৃশ উপযুক্ত কারণ ব্যতীত দর্শনার্থে গমন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। যুদ্ধার্থে নিষ্ক্রান্তকে 'যুদ্ধার্থে নিষ্ক্রান্ত কি না' সন্দেহবশত তাদৃশ উপযুক্ত কারণ ব্যতীত দর্শনার্থে গমন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। যুদ্ধার্থে নিষ্ক্রান্তকে যুদ্ধার্থে অনিষ্ক্রান্ত ধারণায় তাদৃশ উপযুক্ত কারণ ব্যতীত দর্শনার্থে গমন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

হস্তী ইত্যাদি চতুরঙ্গের মধ্যে একেকটি দর্শনার্থে গমন করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। সেখানে দাঁড়িয়ে দেখলে দুক্কট অপরাধ হয়। দর্শনসীমা অতিক্রম করে পুনঃপুন দেখলে, দুক্কট অপরাধ হয়। যুদ্ধার্থে অনিষ্ক্রান্তকে যুদ্ধার্থে নিষ্ক্রান্ত ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। যুদ্ধার্থে অনিষ্ক্রান্তকে 'যুদ্ধার্থে নিষ্ক্রান্ত কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। যুদ্ধার্থে অনিষ্ক্রন্তকে যুদ্ধার্থে অনিষ্ক্রান্ত ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৩১৬. **অনাপত্তি :** বিহারে দাঁড়িয়ে দেখলে; ভিক্ষুর স্থিত স্থানে, উপবেশনস্থানে অথবা শয়ন স্থানে আসলে, সম্মুখ পথে গমনকালে দেখলে; তাদৃশ উপযুক্ত কারণ থাকলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[উয্যুত্তসেনা অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৯. সেনাবাস সিক্খাপদং

(সেনার সাথে বাস সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৩১৭. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ কোনো এক কার্যোপলক্ষে সেনানিবাসে গিয়ে তিন রাত্রির অধিক সেনার সাথে বাস করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সেনার সাথে বাস করবেন? ইহা আমাদের জন্যও তেমন লাভজনক নয় এবং ইহা আমাদের জন্য দুঃখপ্রাপ্তি বৈকি, আর

'চারি পুরুষ রথ' বলতে একজন সারথি, একজন যোদ্ধা এবং দুজন চাকার অক্ষদণ্ডের খিল রক্ষাকারী—এভাবে চারি পুরুষ রথ বুঝানো হয়েছে। (সম. পাসা.)

আমরা তো জীবন-জীবিকাহেতু স্ত্রী-পুত্রের কারণেই সেনার সাথে বাস করছি!" ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভমূলক বাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুগণ তিন রাত্রির অধিক সেনার সাথে বাস করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুগণকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি তিন রাত্রির অধিক সেনার সাথে বাস করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা তিন রাত্রির অধিক সেনার সাথে বাস করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩১৮. "সিযা চ তস্‌স ভিক্‌খুনো কোচি দেব পচ্চযো সেনং গমনায দিরত্ততিরত্তং তেন ভিক্‌খুনা সেনায বসিতব্বং। ততো চে উত্তরিং বসেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : সেনার নিকট গমনের জন্যে সেই ভিক্ষুর উপযুক্ত কারণ থাকলে, সেই ভিক্ষু দু-তিন রাত্রি অবধি সেনার সাথে বাস করতে পারবে। ততোধিক বাস করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩১৯. "সিযা চ তস্‌স ভিক্‌খুনো কোচিদেব পচ্চায সেনং গমনায" বলতে সেই ভিক্ষুর উপযুক্ত কারণ থাকা সেনার নিকট গমনের জন্যে।

"দরত্ততিরত্তং তেন ভিক্‌খুনা সেনায বসিতব্বং" বলতে সেই ভিক্ষু দু-তিন রাত্রি অবধি সেনার সাথে বাস করতে পারবে।

"ততো চে উত্তরিং বসেয্য" বলতে চতুর্থ দিবসে সূর্যাস্তে সেনার সাথে বাস করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩২০. তিন রাত্রির অধিককে অধিক ধারণায় সেনার সাথে বাস করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন রাত্রির অধিককে 'অনধিক কি না' সন্দেহবশত সেনার সাথে বাস করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন রাত্রির অধিককে অনধিক ধারণায় সেনার সাথে বাস করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তিন রাত্রির অনধিককে অধিক ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। তিন রাত্রির অনধিককে

'অনধিক কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। তিন রাত্রির অনধিককে অনধিক ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৩২১. **অনাপত্তি :** দু-তিন রাত্রি বাস করলে, দু-তিন রাত্রির কম বাস করলে, দু-রাত্রি বাস করার পর তৃতীয় রাত্রির অরুণোদয়ের পূর্বে বের হয়ে পুন বাস করলে, অসুস্থ হয়ে বাস করলে, রোগীর কারণে বাস করলে, সেনা বা প্রতিপক্ষ সেনা দ্বারা ধৃত হলে, বিশেষ কোনো বিপদে পড়ে বাস করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[সেনাবাস নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

১০. উয্যোধিক সিক্খাপদং

(রণাঙ্গন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৩২২. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ দু-তিন রাত্রি সেনার সাথে অবস্থানকালে রণাঙ্গনে, সেনা গণনাস্থানে, সেনাব্যূহে এবং অনীকদর্শন স্থানে যেতে লাগলেন। জনৈক ষড়বর্গীয় ভিক্ষু রণাঙ্গনে গিয়ে তীরবিদ্ধ হলে লোকেরা সেই ভিক্ষুকে উপহাস (ঠাট্টা) করে বলল, "ভন্তে, বেশ সমুচিত যুদ্ধ হয়েছে তো? আপনার দ্বারা কতগুলো তীর লব্ধ হয়েছে?" সেই লোকদের দ্বারা এভাবে উপহাস করা হলে, সেই ভিক্ষু অত্যন্ত দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হলেন।

অতঃপর লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ রণাঙ্গন দর্শনার্থে আসবেন? ইহা আমাদের জন্যও তেমন লাভজনক নয় এবং ইহা আমাদের জন্য দুঃখপ্রাপ্তি বৈকি, আর আমরা তো জীবন-জীবিকাহেতু স্ত্রী-পুত্রের কারণেই সেনার সাথে এসে থাকি!" ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভমূলক বাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ রণাঙ্গন দর্শনার্থে গমন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে,

তোমরা নাকি রণাঙ্গন দর্শনার্থে গমন কর? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা রণাঙ্গন দর্শনার্থে গমন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। অতএব হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩২৩. "দিরত্ততিরত্তং চে ভিক্‌খু সেনায বসমানো উয্যোধিকং বা বলগ্গং বা সেনাব্যূহং বা অনীকদস্‌সনং বা গচ্ছেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু সেনার সাথে দু-তিন রাত্রি অবস্থানকালে রণাঙ্গনে, সেনাগণনাস্থানে, সেনাব্যূহে অথবা অনীকদর্শনস্থানে গমন করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩২৪. "দিরত্ততিরত্তং চে ভিক্‌খু সেনায বসমানো" বলতে কোনো ভিক্ষু সেনার সাথে দু-তিন রাত্রি অবস্থানকালে বুঝানো হয়েছে।

"উয্যোদিকং" অর্থে যেখানে সংগ্রাম বা যুদ্ধ-বিগ্রহাদি দেখা যায় এমন স্থান বা রণাঙ্গন বুঝায়।

"বলগ্গং" অর্থে এতগুলো হস্তী, এতগুলো অশ্ব, এতগুলো রথ এবং এতগুলো পদাতিক সেনা এভাবে গণনা করার স্থান বুঝায়।

"সেনাব্যূহং" অর্থে এখানে হস্তীগুলো থাকুক, এখানে অশ্বগুলো থাকুক, এখানে রথগুলো থাকুক এবং এখানে পদাতিক সেনারা থাকুক—এভাবে বিন্যাস করার স্থান (সেনাব্যূহং) বুঝায়।

"অনীকং" বলতে হস্তী-অনীক, অশ্ব-অনীক, রথ-অনীক এবং পদাতিক সেনা-অনীক বুঝায়। একটি হস্তীতে চারিজন আরোহণকারী, আটজন পাদরক্ষাকারী—এই দ্বাদশ পুরুষে এক হস্তী—এভাবে তিন হস্তীতে এক হস্তী-অনীক। একটি অশ্বে একজন আরোহণকারী, দুজন পাদরক্ষাকারী—এই তিন পুরুষে এক অশ্ব—এভাবে তিন অশ্বে এক অশ্ব-অনিক। একটি রথে একজন সারথি, একজন যোদ্ধা, দুজন চাকার অক্ষদণ্ডের খিল রক্ষাকারী—এই চারিপুরুষে এক রথ—এভাবে তিন রথে এক রথ-অনীক। অস্ত্রধারী চারিজন পুরুষে এক পদাতিক সেনা—এভাবে চারি পদাতিক সেনায় এক সেনা-অনীক বুঝায়। এতাদৃশ অনীক দর্শনার্থে গমনে, দুক্কট অপরাধ হয়। সেখানে দাঁড়িয়ে দেখলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। দর্শনসীমা অতিক্রম করে পুনঃপুন দেখলেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

হস্তী-অনীক ইত্যাদি একেকটি দর্শনের জন্যে গমনে, দুক্কট অপরাধ হয়।

সেখানে দাঁড়িয়ে দেখলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। দর্শনসীমা অতিক্রম করে পুনঃপুন দেখলেও দুক্কট অপরাধ হয়।

৩২৫. **অনাপত্তি :** বিহারে দাঁড়িয়ে দেখলে; ভিক্ষুর স্থিত স্থানে, উপবেশন স্থানে অথবা শয়নস্থানে এসে সংগ্রাম বা যুদ্ধ দেখলে, সম্মুখ পথে গমনকালে দেখলে, বিশেষ কোনো কারণে দেখলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[উয়্যোধিক দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[অচেলক বর্গ পঞ্চম]

তস্সুদ্দানং/ স্মারক গাথা

পিষ্টক, কথোপনন্দে, সহায়ক ত্রয়ে আর উপস্থায়কে;
মহানাম, প্রসেনজিৎ, সেনাবাস ও প্রতিবিদ্ধে দশেতে ইহা।

৬. সুরাপান বর্গ

১. সুরাপান সিক্খাপদং

(মদ্যপান সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৩২৬. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান চৈত্যগুলোতে বিচরণ করতে করতে যেখানে ভদ্দবাতিকা সেখানের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। গোপালক, পশুপালক এবং কৃষকেরা দূর হতে পদব্রজে আগমনরত ভগবানকে দেখতে পেল। দেখার পর ভগবানকে এরূপ বলল, "ভন্তে ভগবান, অম্বতীর্থে যাবেন না। কারণ অম্বতীর্থে জটিলের আশ্রমে অত্যন্ত বিষধর ও ঋদ্ধিমান এক নাগ বাস করে। সে যেন ভগবানের কোনোরূপ ক্ষতি করতে না পারে" এভাবে বলা হলে ভগবান নীরব থাকলেন। দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার গোপালক, পশুপালক এবং কৃষকেরা পদব্রজে ভ্রমণকারী ভগবানকে বলল, "ভন্তে ভগবান, অম্বতীর্থে যাবেন না। কারণ, অম্বতীর্থে জটিলের আশ্রমে অত্যন্ত বিষধর ও ঋদ্ধিমান এক নাগ বাস করে। সে যেন ভগবানের কোনোরূপ ক্ষতি সাধন করতে না পারে" তৃতীয়বারেও ভগবান নীবর থাকলেন।

অতঃপর ভগবান অনুক্রমে বিচরণ করতে করতে যেখানে ভদ্দবাতিকা সেখানে উপস্থিত হলেন। তারপর ভগবান সেই ভদ্দবাতিকাতেই অবস্থান করতে লাগলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান সাগত যেখানে অম্বতীর্থ জটিলের আশ্রম

সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আগ্নেয়গিরিতে প্রবেশপূর্বক মাদুর বিছায়ে পদ্মাসনে শরীর ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে উপবেশন করলেন। অতঃপর সেই নাগ আগ্নেয়েগিরিতে প্রবিষ্ট আয়ুষ্মান সাগতকে দেখতে পেল। দেখার পর অসন্তুষ্ট হয়ে ধুমায়িত করল। আয়ুষ্মান সাগতও ধুমায়িত করলেন। অতঃপর সেই নাগ দুঃখানুভূতি সহ্য করতে না পেরে অগ্নি প্রজ্বলন করল। আয়ুষ্মান সাগতও তেজোধাতুতে (অগ্নিতে) নিবিষ্ট হয়ে অগ্নি প্রজ্বলন করলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান সাগত সেই নাগের তেজকে (অগ্নিকে) স্বতেজে দমন করার পর যেখানে ভদ্দবাতিকা সেখানে উপস্থিত হলেন। অনন্তর ভগবান ভদ্দবাতিকাতে যথাভিরুচি অবস্থান করার পর যথায় কোসাম্বী তথায় বিচরণার্থে চলে গেলেন। এদিকে কোসাম্বীবাসী উপাসকেরা শুনতে পেল যে, "আর্য সাগত নাকি অম্বতীর্থিক নাগের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন।"

অনন্তর ভগবান অনুক্রমে বিচরণ করতে করতে যথায় কোসাম্বী তথায় উপস্থিত হলেন। অতঃপর কোসাম্বীবাসী উপাসকেরা ভগবানকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক যেখানে আয়ুষ্মান সাগত সেখানে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সাগতকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট কোসাম্বীবাসী উপাসকেরা আয়ুষ্মান সাগতকে বললেন, "ভন্তে, আর্যগণের দুর্লভ ও মনোজ্ঞ বস্তু কী? আমরা কীই বা প্রস্তুত করব?" এরূপ বলা হলে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ কোসাম্বীবাসী উপাসকদের বললেন, "আবুসো, ভিক্ষুদের জন্যে দুর্লভ ও মনোজ্ঞ বস্তু হচ্ছে সুরাজাতীয় মদ্য। সুতরাং সম্ভব হলে তা-ই প্রস্তুত করুন।"

অনন্তর কোসাম্বীবাসী উপাসকেরা ঘরে ঘরে সুরাজাতীয় মদ্য প্রস্তুত করে আয়ুষ্মান সাগতকে পিণ্ডার্থে প্রবিষ্ট দেখে বললেন, "ভন্তে আর্য সাগত, সুরাজাতীয় মদ্যপান করুন। ভন্তে আর্য সাগত, সুরাজাতীয় মদ্য পান করুন।" অতঃপর আয়ুষ্মান সাগত ঘরে ঘরে সুরাজাতীয় মদ্য পান করে নগর হতে নিষ্ক্রমণকালে নগরদ্বারে অজ্ঞান হয়ে ভূলুণ্ঠিত হলেন।

অনন্তর ভগবান বহুসংখ্যক ভিক্ষুসহ নগর হতে নিষ্ক্রমণকালে আয়ুষ্মান সাগতকে নগরদ্বারে অজ্ঞান হয়ে ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় দেখতে পেলেন। দেখার পর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, সাগতকে নিয়ে যাও।" "হ্যাঁ ভন্তে" বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিয়ে আয়ুষ্মান সাগতকে আরামে (বিহারে) নিয়ে গেলেন এবং যেদিকে ভগবান সেদিকে শির করে ভূমিতে শোয়ায়ে রাখলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান সাগত তার শয্যার

দিক পরিবর্তন করে যেদিকে ভগবান তার পাদদ্বয়ও সেদিকে করে শয়ন করলেন। তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, সাগত পূর্বে তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান-গৌরবকারী ছিল কি?" "হ্যাঁ ভগবান, ছিল।" "তাহলে হে ভিক্ষুগণ, এক্ষণে সাগত কি তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান-গৌরব প্রদর্শন করতে পারবে?" "না ভন্তে, পারবে না।" হে ভিক্ষুগণ, সাগত অম্বতীর্থিক নাগের সাথে সংগ্রাম করেছিল কি? "হ্যাঁ ভগবান, করেছিল।" তাহলে হে ভিক্ষুগণ, এক্ষণে সাগত কি নাগের সাথে যুদ্ধ করতে সমর্থ? "না ভন্তে, সমর্থ নয়।" হে ভিক্ষুগণ, তবে কি এমন পানীয় পান করেছে, যা পান করার পরও অজ্ঞান হয় না? "না ভন্তে, এমন নয়।" হে ভিক্ষুগণ, সাগতের পক্ষে ইহা অত্যন্ত অনুপযোগী অননুকুল, অশোভনীয়, অশ্রমণোচিত, অগ্রহণযোগ্য এবং অকর্ম সাধিত হয়েছে। হে ভিক্ষুগণ, কী হেতু সাগত মদ্য পান করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩২৭. "সুরামেরয পানে পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু পিষ্টকাদির দ্বারা তৈরি পঞ্চবিধ সুরা এবং পুষ্পাদির দ্বারা তৈরি পঞ্চবিধ মেরয় বা মদ্য পান করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"সুরা" অর্থে পিষ্ট বা শষ্যের চূর্ণ দ্বারা তৈরি সুরা, পিষ্টক বা পিঠা দ্বারা তৈরি সুরা, ভাত দ্বারা তৈরি সুরা, নারিকেল ইত্যাদি রসে তৈরি সুরা অথবা সুরা মিশ্রিত কোনো খাদ্য দ্রব্য—যার মধ্যে সুরার বর্ণ-গন্ধাদি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

"মেরয়" অর্থে পুষ্প দ্বারা তৈরি মদ্য, ফল দ্বারা তৈরি মদ্য, আঙ্গুর দ্বারা তৈরি মদ্য, মিষ্টি রসাল জাতীয় দ্রব্য দ্বারা তৈরি মদ্য এবং মদ্য মিশ্রিত কোনো খাদ্য দ্রব্য—যার মধ্যে মদ্যের বর্ণ-গন্ধাদি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

"পিবেয্য" বলতে এমনকি বিন্দুমাত্রও পান করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

মদ্যকে মদ্য ধারণায় পান করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। মদ্যকে 'মদ্য কি না' সন্দেহবশত পান করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। মদ্যকে অমদ্য ধারণায় পান করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অমদ্যকে মদ্য ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অমদ্যকে 'মদ্য কি না'

সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অমদ্যকে অমদ্য ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৩২৯. **অনাপত্তি :** মদ্য নয় অথচ তাতে বর্ণ, গন্ধ, রস মদ্য তুল্য বোধ হয় এমন পানীয় পান করলে, তরকারী ও তৈলাদি মদের সাথে মিশ্রিত করে পাক করলেও তাতে যদি মদের বর্ণ-গন্ধ-রস অনুভূত না হয় এমন অমদ্য বা অরিষ্ট পান করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[সুরাপান প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

২. অঙ্গুলিপাতোদক সিক্খাপদং

(আঙুল দিয়ে খোঁচা দেওয়া সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৩৩০. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুকে আঙুল দিয়ে খোঁচা দিয়ে (খেতু দিয়ে) হাসাতে লাগলেন। সেই ভিক্ষু অত্যন্ত ভীত-শঙ্কিত হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগে অসমর্থ হয়ে মৃত্যু বরণ করলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অন্য ভিক্ষুকে আঙুল দিয়ে খোঁচা দিয়ে হাসাবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি অন্য ভিক্ষুকে আঙুল দিয়ে খোঁচা দিয়ে হাসাও? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা অন্য ভিক্ষুকে আঙুল দিয়ে খোঁচা দিয়ে হাসাবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩৩১. "অঙ্গুলিপাতোদকে পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর বগলাদিতে আঙুল দিয়ে খোঁচা বা খুত্‌খুতি দিলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩৩২. "অঙ্গুলিপতোদকো" অর্থে উপসম্পন্ন উপসম্পন্নকে হাসাবার

অভিপ্রায়ে কায় দ্বারা কায় স্পর্শ বা ঘর্ষণ করালে অর্থাৎ আঙুল দিয়ে খোঁচা বা খুত্‌খুতি দিলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় আঙুল দিয়ে খোঁচা দিয়ে হাসালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উপসম্পন্নকে 'উপসম্পন্ন কি না' সন্দেহবশত আঙুল দিয়ে খোঁচা দিয়ে হাসালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় আঙুল দিয়ে খোঁচা দিয়ে হাসালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

শরীর দ্বারা শরীরসংলগ্ন কোনো বস্তুতে স্পর্শ বা খোঁচা দিলে, দুক্কট অপরাধ হয়। শরীরসংলগ্ন কোনো বস্তু দ্বারা শরীরে খোঁচা দিলে, দুক্কট অপরাধ হয়। শরীরসংলগ্ন কোনো বস্তু দ্বারা শরীরসংলগ্ন কোনো বস্তুতে খোঁচা দিলে, দুক্কট অপরাধ হয়। নিক্ষেপন দ্বারা শরীরে খোঁচা দিলে, দুক্কট অপরাধ হয়। নিক্ষেপন দ্বারা শরীরসংলগ্ন কোনো বস্তুতে খোঁচা দিলে, দুক্কট অপরাধ হয়। নিক্ষেপন দ্বারা নিক্ষেপনীয় বস্তুতে খোঁচা দিলে, দুক্কট অপরাধ হয়।

৩৩৩. অনুপসম্পন্নকে শরীর দ্বারা শরীরসংলগ্ন কোনো বস্তুতে খোঁচা দিলে, দুক্কট অপরাধ হয়। শরীরসংলগ্ন কোনো বস্তু দ্বারা শরীরে খোঁচা দিলে, দুক্কট অপরাধ হয়। শরীরসংলগ্ন কোনো বস্তু দ্বারা শরীরসংলগ্ন কোনো বস্তুতে খোঁচা দিলে, দুক্কট অপরাধ হয়। নিক্ষেপন দ্বারা শরীরে খোঁচা দিলে, দুক্কট অপরাধ হয়। নিক্ষেপন দ্বারা শরীরসংলগ্ন কোনো বস্তুতে খোঁচা দিলে, দুক্কট অপরাধ হয়। নিক্ষেপন দ্বারা নিক্ষেপনীয় বস্তুতে খোঁচা দিলে, দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে 'উপসম্পন্ন কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়।

৩৩৪. **অনাপত্তি :** হাসাবার অনভিপ্রায়ে, বিশেষ প্রয়োজনে স্পর্শ করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[অঙ্গুলিপাতোদক দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৩. হসধম্ম সিক্‌খাপদং

(হাস্য-ক্রীড়া সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৩৩৫. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণ অচিরবতী নদীর জলে ক্রীড়া করতে লাগলেন। সে সময়ে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ রানী মল্লিকা

দেবীকে সাথে করে প্রাসাদের উপর তলায় উঠলেন। তখন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ অচিরবতী নদীর জলে ক্রীড়ারত সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুদের দেখতে পেলেন। দেখার পর মল্লিকা দেবীকে বললেন, "মল্লিকে, ঐ যে তোমার অর্হতেরা জলে ক্রীড়া করছেন।" "মহারাজ, আমার মনে হয় নিশ্চয় ভগবান কর্তৃক শিক্ষাপদ আজ অবধি প্রজ্ঞাপ্ত হয়নি অথবা সেই ভিক্ষুগণ ভগবান কর্তৃক শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হলেও তা জানেন না।" অতঃপর কোশলরাজ প্রসেনজিতের মনে এই চিন্তা উদিত হলো : "কোন উপায়ে ভগবানকে আমি নিজে প্রকাশ না করে এই ভিক্ষুগণ যে জলে ক্রীড়া করেছেন, তা জানাতে পারি?" অতঃপর কোলশরাজ প্রসেনজিৎ সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণকে নিকটে ডাকায়ে এই বলে একটি গুলপিণ্ড[১] দিলেন : "ভন্তে, এই গুলপিণ্ড ভগবানকে দিবেন।" অনন্তর সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণও সেই গুলপিণ্ড গ্রহণপূর্বক যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, এই গুলপিণ্ড কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগবানকে দিয়েছেন।" "হে ভিক্ষুগণ, রাজা তোমাদের কোথায় দেখেছেন?" "ভগবান, অচিরবতী নদীর জলে ক্রীড়া করার সময় দেখেছেন।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা জলে ক্রীড়া করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩৩৬. "উদকে হসধম্মে পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু পায়ের গুল্ফের বা গোড়ালির উপরে উঠে—এই পরিমাণ জলে ক্রীড়া করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩৩৭. "উদকে হসধম্মে" অর্থে পায়ের গুল্ফের বা গোড়ালির উপরে উঠে—এই পরিমাণ জলে হাসাবার অভিপ্রায়ে ডুব দিলে বা জলে ভেসে উঠলে অথবা সাঁতার কাটলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩৩৮. জলক্রীড়াকে জলক্রীড়া ধারণায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। জলক্রীড়াকে 'জলক্রীড়া কি না' সন্দেহবশত পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। জলক্রীড়াকে জলক্রীড়া নয় ধারণায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

পায়ের গুল্ফের বা গোড়ালির নিচু পরিমাণ জলে ক্রীড়া করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। জলে নৌকায় সাহায্যে ক্রীড়া করলে, দুক্কট অপরাধ হয়।

---

[১]. ক্রীড়া করার জন্য গোলাকার পিণ্ডবিশেষ।

হাত, পা, কাষ্ঠ, পোড়ামাটির পাত্র ভাঙা চাঁড়া দ্বারা জলে আঘাত করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। পাত্রপূর্ণ জলে, দুধে, দধিতে, রঙে, প্রস্রাবে অথবা স্যাঁতস্যাঁতে জলাভূমিতে ক্রীড়া করলে, দুক্কট অপরাধ হয়।

জলক্রীড়া নয় এমনকে জলক্রীড়া ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। জলক্রীড়া নয় এমনকে 'জলক্রীড়া কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। জলক্রীড়া নয় এমনকে জলক্রীড়া নয় ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৩৩৯. **অনাপত্তি :** ক্রীড়া করার অনভিপ্রায়ে, বিশেষ প্রয়োজনে জলে অবতরণ করে ডুব দিলে, জলে ভেসে উঠলে, সাঁতার কাটলে অথবা পরপারে গমনকালে ডুব দিলে, জলে ভেসে উঠলে, সাঁতার কাটলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[হসধম্ম তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৪. অনাদরিয সিক্খাপদং

(অনাদর সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৩৪০. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান কোসাম্বীতে ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান ছন্ন অনাচার আচরণ করতে লাগলেন। সুতরাং ভিক্ষুগণ তাকে এরূপ বললেন, "আবুসো ছন্ন, এরূপ করিও না। ইহা মোটেও সঠিক হচ্ছে না।" তথাপি সে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতি অনাদর (অবজ্ঞা) করতে লাগলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন আয়ুষ্মান ছন্ন অনাদর (অবজ্ঞা) করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান ছন্নকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে আয়ুষ্মান ছন্নকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ছন্ন, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি অনাদর করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষ, কী হেতু তুমি অনাদর করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩৪১. "অনাদরিয়ে পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু পুদ্গলের প্রতি বা ধর্মের প্রতি অনাদর বা

অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩৪২. "অনাদরিযং" অর্থে দু-প্রকার অনাদর; যথা : পুদ্‌গল-অনাদর এবং ধর্ম-অনাদর।

"পুদ্‌গল-অনাদর" বলতে উপসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক ধর্মত শিক্ষা দেওয়া হলে 'ইনি উৎক্ষিপ্ত, নিন্দিত ও গর্হিত ; তার বাক্য (উপদেশ) পালন করা হবে না' এই বলে কোনো ভিক্ষুর প্রতি অনাদর বা অবজ্ঞা প্রদর্শনে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"ধর্ম-অনাদর" বলতে উপসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক ধর্মত শিক্ষা দেওয়া হলে 'কীরূপে এই ধর্ম-বিনয় বিনষ্ট করা যেতে পারে, ধ্বংস করা যেতে পারে অথবা অন্তর্ধান করা যেতে পারে?'—এই চিন্তায় সেই ধর্ম-বিনয় শিক্ষা করার অনিচ্ছায় অনাদর বা অবজ্ঞা প্রদর্শনে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩৪৩. উপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় অনাদর প্রদর্শনে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উপসম্পন্নকে 'উপসম্পন্ন কি না' সন্দেহবশত অনাদর প্রদর্শনে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় অনাদর প্রদর্শনে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অধর্মত শিক্ষা দেওয়া হলে 'না, ইহা আত্মসংযমে, ক্লেশবিনাশের জন্যে, প্রসাদ উৎপাদনের জন্যে, পুনর্জন্ম নিরোধে ও বীর্যারম্ভতায় সংবর্তিত করে না'—এই বলে অনাদর প্রদর্শনে, দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্ন কর্তৃক ধর্মত বা অধর্মত শিক্ষা দেওয়া হলে 'না, ইহা আত্মসংযমে, ক্লেশবিনাশের জন্যে, প্রসাদ উৎপাদনের জন্যে, পুনর্জন্ম নিরোধে ও বীর্যারম্ভতায় সংবর্তিত করে না'—এই বলে অনাদর প্রদর্শনে, দুক্কট অপরাধ হয়।

অনুপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে 'উপসম্পন্ন কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়।

৩৪৪. **অনাপত্তি :** 'আমাদের আচার্যগণের শিক্ষা ও প্রশ্ন এরূপ' বললে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[অনাদরিয চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫. ভিংসাপন সিক্খাপদং
(ভয় প্রদর্শন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৩৪৫. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়্বর্গীয় ভিক্ষুগণ সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণকে নানাভাবে ভয় দেখাতে লাগলেন। তাই তারাও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তাদের এভাবে ক্রন্দন করতে দেখে ভিক্ষুগণ এরূপ বললেন, "আবুসো, তোমরা ক্রন্দন করছ কেন?" "আবুসো, এই ষড়্বর্গীয় ভিক্ষুগণ আমাদের নানাভাবে ভয় দেখাচ্ছেন তাই।" এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়্বর্গীয় ভিক্ষুগণ অন্য ভিক্ষুকে নানাভাবে ভয় দেখাবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ ষড়্বর্গীয় ভিক্ষুদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়্বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি অন্য ভিক্ষুকে নানাভাবে ভয় দেখাচ্ছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা অন্য ভিক্ষুকে ভয় দেখাবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩৪৬. "যো পন ভিক্খু ভিক্খুং ভিংসাপেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুকে ভয় দেখালে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩৪৭. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"ভিক্খুং" বলতে অন্য ভিক্ষুকে বুঝায়।

"ভিংসাপেয্য" বলতে উপসম্পন্ন উপসম্পন্নকে ভয় দেখানোর ইচ্ছায় রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ—যেকোনো নিমিত্ত ব্যবহার করলে, সে ভয় করুক বা না করুক, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। চোরের উপদ্রব, হিংস্র জন্তুর উপদ্রব বা ভূত-পিশাচাদির উপদ্রবের কথা বললে, সে ভয় করুক বা

না করুক, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩৪৮. উপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় ভয় দেখালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উপসম্পন্নকে 'উপসম্পন্ন কি না' সন্দেহবশত ভয় দেখালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় ভয় দেখালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অনুপসম্পন্নকে ভয় দেখানোর ইচ্ছায় রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ—যেকোনো নিমিত্ত ব্যবহার করলে, সে ভয় করুক বা না করুক, তার দুক্কট অপরাধ হয়। চোরের উপদ্রব, হিংস্রজন্তুর উপদ্রব বা ভূত-পিচাশাদির উপদ্রবের কথা বললে, সে ভয় করুক বা না করুক, তার দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে 'উপসম্পন্ন কি না' সন্দেহবশত ভয় দেখালে, দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় ভয় দেখালে, দুক্কট অপরাধ হয়।

৩৪৯. **অনাপত্তি :** ভয় দেখানোর অনিচ্ছায় রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ—যেকোনো নিমিত্ত ব্যবহার করলে অথবা চোরের উপদ্রব, হিংস্র জন্তুর উপদ্রব বা ভূত-পিশাচাদির উপদ্রবের কথা বললে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[ভিংসাপন পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬. জোতিক সিক্খাপদং

(অগ্নি প্রজ্বলন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৩৫০. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান ভগ্গ জনপদের সুংসুমারগির নগরে ভেসকলাবন মৃগদায়ে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুগণ হেমন্তকালে অন্যতর এক সুবৃহৎ গুহাভ্যন্তরে জ্বালানি কাষ্ঠে অগ্নি প্রজ্বলনপূর্বক শরীর তপ্ত করতেন। অতঃপর সেই গুহাভ্যন্তরে কৃষ্ণবর্ণ এক বিষধর সর্প (কালসাপ?) অগ্নিতপ্ত হয়ে তথা হতে বেরিয়ে এসে ভিক্ষুদের ধাওয়া করল। ভিক্ষুগণও যত্র-তত্র দৌড়ায়ে পালিয়ে গেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ভিক্ষুগণ অগ্নি প্রজ্বলন করে শরীর তপ্ত করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুগণকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুগণ নাকি অগ্নি প্রজ্বলন করে শরীর তপ্ত করেন? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে

বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, কী হেতু সেই মোঘপুরুষেরা অগ্নি প্রজ্বলন করে শরীর তপ্ত করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। অতএব হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যো পন ভিক্খু বিসিব্বনাপেক্খো জোতিং সমাদহেয্য বা সমাদহাপেয্য বা পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু শরীর তপ্ত করার ইচ্ছায় অগ্নি নিজে বা অপরের দ্বারা প্রজ্বলন করালে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হলো।

৩৫১. সে সময়ে ভিক্ষুগণ অসুস্থ হয়ে পড়লে, রোগী তত্ত্বাবধানকারী ভিক্ষুগণ অসুস্থ ভিক্ষুদের এরূপ বললেন, "আবুসো, স্বস্তিবোধ করছেন তো? দিন ভালো কাটছে তো?" "আবুসো, পূর্বে আমরা অগ্নি প্রজ্বলন করে শরীর তপ্ত করতাম। সুতরাং আমাদের স্বস্তিবোধ হতো। কিন্তু বর্তমানে 'ভগবান কর্তৃক তা নিষিদ্ধ হয়েছে' এই ভেবে সন্দেহপ্রবণ হয়ে শরীর তপ্ত করছি না। সুতরাং আমাদেরও স্বস্তিবোধ হচ্ছে না।" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা জানালে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, অসুস্থ ভিক্ষু অগ্নি নিজে বা অপরের দ্বারা প্রজ্বলন করিয়ে শরীর তপ্ত করবে। অতএব হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যো পন ভিক্খু অগিলানো বিসিব্বনাপেক্খো জোতিং সমাদহেয্য বা সমাদহাপেয্য বা পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু নিরোগ অবস্থায় শরীর তপ্ত করার ইচ্ছায় অগ্নি নিজে বা অপরের দ্বারা প্রজ্বলন করালে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুগণের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হলো।

৩৫২. সে সময়ে ভিক্ষুগণ প্রদীপ প্রজ্বলনে, আলোককরণে এবং স্নানাগারে অগ্নি প্রজ্বলনে সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়লে, ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা জানালেন। অতঃপর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, তাদৃশ উপযুক্ত কারণ থাকলে অগ্নি নিজে বা অপরের দ্বারা প্রজ্বলন করাবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩৫৩. "যো পন ভিক্খু অগিলানো বিসিব্বনাপেক্খো জোতিং সমাদহেয্য

বা সমাদহাপেয্য বা অঞ্ঞত্র তথারূপপ্পচ্চযা পাচিত্তিয”ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু নিরোগ অবস্থায় শরীর তপ্ত করার ইচ্ছায় তাদৃশ উপযুক্ত কারণ ব্যতীত অগ্নি নিজে বা অপরের দ্বারা প্রজ্বলন করালে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩৫৪. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"অগিলানো" অর্থে যার অগ্নিতাপ ব্যতীত স্বস্তিবোধ হয়।

"বিসিব্বনাপেক্খো" বলতে শরীর তপ্ত বা গরম করার ইচ্ছায়।

"জোতি" অর্থে অগ্নিই অভিপ্রেত ।

"সমাদহেয্য" বলতে নিজে প্রজ্বলন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"সমাদহাপেয্য" বলতে অন্যকে অগ্নি প্রজ্বলন করার নির্দেশ দিলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। একবার আদিষ্ট হয়ে বহুবার প্রজ্বলনেও একটি মাত্র পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"অঞ্ঞত্র তথারূপপ্পচ্চযা" বলতে তাদৃশ উপযুক্ত কারণ ব্যতীত।

৩৫৫. নিরোগ অবস্থায় নিরোগী ধারণায় শরীর তপ্ত করার ইচ্ছায় তাদৃশ উপযুক্ত কারণ ব্যতীত অগ্নি নিজে বা অপরের দ্বারা প্রজ্বলন করালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। নিরোগ অবস্থায় 'নিরোগী কি না' সন্দেহবশত শরীর তপ্ত করার ইচ্ছায় তাদৃশ উপযুক্ত কারণ ব্যতীত অগ্নি নিজে বা অপরের দ্বারা প্রজ্বলন করালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। নিরোগ অবস্থায় রোগী ধারণায় শরীর তপ্ত করার ইচ্ছায় তাদৃশ উপযুক্ত কারণ ব্যতীত অগ্নি নিজে বা অপরের দ্বারা প্রজ্বলন করালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

দগ্ধমান জ্বালানি কাষ্ঠ উৎক্ষেপন করে পুনঃ যথাস্থানে রাখলে, দুক্কট অপরাধ হয়। রোগাবস্থায় নিরোগী ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। রোগাবস্থায় নিরোগী ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। রোগাবস্থায় 'নিরোগী কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। রোগাবস্থায় রোগী ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৩৫৬. **অনাপত্তি :** রোগাবস্থায়, অপরের প্রজ্বলিত অগ্নিতে শরীর তপ্ত করলে, শিখাহীন অঙ্গারে শরীর তপ্ত করলে, প্রদীপ প্রজ্বলন, আলোককরণ এবং স্নানগারে অগ্নি প্রজ্বলন এতাদৃশ উপযুক্ত কারণ থাকলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো

অপরাধ হয় না।

[জ্যোতিক ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৭. নহান সিক্খাপদং

(স্নান সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৩৫৭. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহের বেলুবনে কলন্দক নিবাপে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুগণ পুষ্করিণীতে (তপোদে) স্নান করতে লাগলেন। সে সময়ে মগধরাজ সেনিয় বিম্বিসার 'আনুষ্ঠানিক শিরস্নান করব' এই ভেবে পুষ্করিণীতে গমনপূর্বক 'আর্যগণ স্নান করছেন' দেখে একপার্শ্বে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এদিকে ভিক্ষুগণ সন্ধ্যা অবধি স্নান করলেন। অতঃপর মগধরাজ সেনিয় বিম্বিসার সন্ধ্যার পর 'আনুষ্ঠানিক শিরস্নান' করে নগরদ্বার বন্ধ হওয়ায় বহিঃনগরে অবস্থানপূর্বক প্রত্যুষে প্রসাধনী দ্রব্য মেখে বিশুদ্ধ হয়ে যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট মগধরাজ সেনিয় বিম্বিসারকে ভগবান বললেন, "মগধরাজ, আপনি প্রসাধনী দ্রব্য মেখে বিশুদ্ধ হয়ে আগত হয়েছেন কেন?" অতঃপর মগধরাজ সেনিয় বিম্বিসার ভগবানকে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করলেন।

অতঃপর ভগবান মগধরাজ সেনিয় বিম্বিসারকে ধর্মকথায় আনন্দিত, পুলকিত, সমুত্তেজিত ও সম্প্রহংসিত করলেন। তখন মগধরাজ সেনিয় বিম্বিসার ভগবান কর্তৃক ধর্মকথায় আনন্দিত, পুলকিত, সমুত্তেজিত, ও সম্প্রহংসিত হয়ে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুগণ নাকি রাজাকে দেখার পরও মাত্রা না জেনে স্নান করেছে? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, কী হেতু সেই মোঘপুরুষেরা রাজাকে দেখার পরও মাত্রা না জেনে স্নান করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যো পন ভিক্খু ওরেনদ্ধমাসং নহাযেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু অর্ধমাসের কম সময়ের মধ্যে স্নান করলে, তার

পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুগণের জন্য এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হলো।

৩৫৮. সে সময়ে ভিক্ষুগণ উষ্ণ সময়ে ও পরিদাহ সময়ে সন্দেহপ্রবণ হয়ে স্নান না করে ঘর্মাক্ত দেহে শয়ন করতে লাগলেন। সুতরাং চীবর এবং শয়নাসন দুর্গন্ধ ও দূষিত হতে লাগল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা জানালে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, উষ্ণ সময়ে ও পরিদাহ সময়ে অর্ধমাসের কম সময়ের মধ্যে স্নান করবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যো পন ভিক্খু ওরেনদ্ধমাসং নহাযেয্য অঞ্ঞত্র সমযা পাচিত্তিযং। তত্থাযং সমযো। দিযড্ঢো মাসো সেসো গিম্হানন্তি বস্সানস্স পঠমো মাসো ইচ্চেতে অড্ঢতেয্যমাসা উণ্হসমযো পরিলাহসমযো—অযং তত্থ সমযো"তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু উপযুক্ত সময় ব্যতীত অর্ধমাসের কম সময়ের মধ্যে স্নান করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। এক্ষেত্রে উপযুক্ত সময় এই : গ্রীষ্মঋতুর শেষ দেড় মাস উষ্ণ সময় এবং বর্ষাঋতুর প্রথম মাস পরিদাহ সময়—এই আড়াই মাস, ইহাই উপযুক্ত সময়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুগণের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হলো।

৩৫৯. সে সময়ে ভিক্ষুগণ অসুস্থ হয়ে পড়লে, রোগী তত্ত্বাবধানকারী ভিক্ষুগণ সেই অসুস্থ ভিক্ষুগণকে এরূপ বললেন, "আবুসো, স্বস্তিবোধ করছেন তো? দিন ভালো কাটছে তো?" "আবুসো, পূর্বে আমরা অর্ধমাসের কম সময়ের মধ্যে স্নান করতাম; সে কারণে আমাদের স্বস্তিবোধ হতো। কিন্তু বর্তমানে 'ভগবান কর্তৃক তা নিষিদ্ধ হয়েছে' এই ভেবে সন্দেহপ্রবণ হয়ে স্নান করছি না। সুতরাং আমাদের স্বস্তিবোধও হচ্ছে না।" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা জানালে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, অসুস্থ ভিক্ষু অর্ধমাসের কম সময়ের মধ্যে স্নান করবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যো পন ভিক্খু ওরেনদ্ধমাসং নহাযেয্য অঞ্ঞত্র সমযা পাচিত্তিযং। তত্থাযং সমযো। দিযড্ঢো মাসো সেসো গিম্হানন্তি বস্সানস্স পঠমো মাসো ইচ্চেতে অড্ঢতেয্যমাসা উণ্হসমযো পরিলাহসমযো গিলান সমযো—অযং তত্থ সমযো"তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু উপযুক্ত সময় ব্যতীত অর্ধমাসের কম সময়ের মধ্যে স্নান করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। এক্ষেত্রে উপযুক্ত সময় এই : গ্রীষ্মঋতুর শেষ দেড় মাস উষ্ণ সময় এবং বর্ষাঋতুর প্রথম মাস পরিদাহ সময়—এই আড়াই মাস ও রোগের সময়, ইহাই উপযুক্ত সময়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুগণের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হলো।

৩৬০. সে সময়ে ভিক্ষুগণ নবকর্ম করার পর সন্দেহপ্রবণ হয়ে স্নান না করে ঘর্মাক্ত দেহে শয়ন করতে লাগলেন। সুতরাং চীবর এবং শয়নাসন দুর্গন্ধ ও দূষিত হতে লাগল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা জানালে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, কর্মসময়ে অর্ধমাসের কম সময়ের মধ্যে স্নান করবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যো পন ভিক্‌খু ওরেনদ্ধমাসং নহাযেয্য অঞ্‌ঞত্র সমযা পাচিত্তিযং। তত্থাযং সমযো। দিযড্‌ঢো মাসো সেসো গিম্‌হানন্তি বস্‌সানস্‌স পঠমো মাসো ইচ্চেতে অড্‌ঢতেয্যমাসা উণ্‌হসমযো পরিলাহসমযো গিলান সমযো কম্ম সমযো—অযং তত্থ সমযো"তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু উপযুক্ত সময় ব্যতীত অর্ধমাসের কম সময়ের মধ্যে স্নান করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। এক্ষেত্রে উপযুক্ত সময় এই : গ্রীষ্মঋতুর শেষ দেড় মাস উষ্ণ সময় এবং বর্ষাঋতুর প্রথম মাস পরিদাহ সময়—এই আড়াই মাস, রোগের সময় ও কর্ম সময়, ইহাই উপযুক্ত সময়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুগণের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হলো।

৩৬১. সে সময়ে ভিক্ষুগণ সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর সন্দেহপ্রবণ হয়ে স্নান না করে ঘর্মাক্ত দেহে শয়ন করতে লাগলেন। সুতরাং চীবর এবং শয়নাসন দুর্গন্ধ ও দুষিত হতে লাগল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা জানালে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, দীর্ঘপথ গমন সময়ে অর্ধমাসের কম সময়ের মধ্যে স্নান করবে। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যো পন ভিক্‌খু ওরেনদ্ধমাসং নহাযেয্য অঞ্‌ঞত্র সমযা পাচিত্তিযং। তত্থাযং সমযো। দিযড্‌ঢো মাসো সেসো গিম্‌হানন্তি বস্‌সানস্‌স পঠমো মাসো ইচ্চেতে অড্‌ঢতেয্যমাসা উণ্‌হসমযো পরিলাহ সমযো গিলান সমযো কম্ম সমযো অদ্ধানগমন সমযো—অযং তত্থ সমযো"তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু উপযুক্ত সময় ব্যতীত অর্ধমাসের কম সময়ের মধ্যে স্নান করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। এক্ষেত্রে উপযুক্ত সময় এই : গ্রীষ্মঋতুর শেষ দেড় মাস উষ্ণ সময় এবং বর্ষাঋতুর প্রথম মাস পরিদাহ সময়—এই আড়াই মাস, রোগের সময়, কর্ম সময় ও দীর্ঘপথ গমনের সময়, ইহাই উপযুক্ত সময়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুগণের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হলো।

৩৬২. সে সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু উন্মুক্ত স্থানে চীবর তৈরি করার সময় বাতাসে ধুলি-বালি বিকীর্ণ হতে লাগল। বৃষ্টিও অল্প অল্প বর্ষিত হতে লাগল। তথাপি ভিক্ষুগণ সন্দেহপ্রবণ হয়ে স্নান না করে সিক্ত দেহে শয়ন করতে লাগলেন। সুতরাং চীবর এবং শয়নাসন দুর্গন্ধ ও দূষিত হতে লাগল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা জানালে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, বায়ু ও বৃষ্টির সময়ে অর্ধমাসের কম সময়ের মধ্যে স্নান করবে। অতএব হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩৬৩. "যো পন ভিক্‌খু ওরেনদ্ধমাসং নহাযেয্য অঞ্‌ঞত্র সমযা পাচিত্তিযং। তত্থাযং সমযো। দিযড্‌ঢো মাসো সেসো গিম্‌হানন্তি বস্‌সানস্‌স পঠমো মাসো ইচ্চেতে অড্‌ঢতেয্যমাসা উণ্‌হসমযো পরিলাহসমযো গিলান সমযো কম্ম সমযো অদ্ধানগমন সমযো বাতবুট্‌ঠি সমযো—অযং তত্থ সমযো"তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু উপযুক্ত সময় ব্যতীত অর্ধমাসের কম সময়ের মধ্যে স্নান করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। এক্ষেত্রে উপযুক্ত সময় এই : গ্রীষ্মঋতুর শেষ দেড় মাস উষ্ণ সময় এবং বর্ষাঋতুর প্রথম মাস পরিদাহ সময়—এই আড়াই মাস, রোগের সময়, কর্ম সময়, দীর্ঘপথ গমনের সময়, বায়ু ও বৃষ্টির সময়, ইহাই উপযুক্ত সময়।

৩৬৪. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্‌খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"ওরেনদ্ধমাসং" বলতে অর্ধমাসের কম সময়ের মধ্যে বুঝায়।

"নহাযেয্য" বলতে চূর্ণ বা মৃত্তিকা দ্বারা স্নান করলে, প্রয়োগে প্রয়োগে দুক্কট অপরাধ হয়। স্নান শেষে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"অঞ্‌ঞত্র সমযা" বলতে উপযুক্ত সময় ব্যতীত।

"উণ্‌হসমযো" অর্থে গ্রীষ্মঋতুর শেষ দেড় মাস। এবং "পরিলাহসমযো"

অর্থে বর্ষাঋতুর প্রথম মাস মোট এই আড়াই মাস ‘উষ্ণ সময় ও পরিদাহ সময়’ ভেবে স্নান করা কর্তব্য।

“গিলানসমযো” অর্থে কোনো ভিক্ষুর স্নান ব্যতীত স্বস্তিবোধ না হলে, তখন ‘রোগের সময়’ ভেবে স্নান করা কর্তব্য।

“কম্মসমযো” অর্থে এমনকি পরিবেন (বিহার) সমার্জিত হলেও ‘কর্মসময়’ ভেবে স্নান করা কর্তব্য।

“ অদ্ধানগমন সমযো” অর্থে অন্ততপক্ষে অর্ধযোজন গমন করব ভেবে স্নান করা কর্তব্য; গমনকালে স্নান করা কর্তব্য এবং গমনের পরও স্নান করা কর্তব্য।

“বাতবুট্ঠি সমযো” অর্থে বায়ুতে ধুলি-বালি বিকীর্ণ হয়ে ভিক্ষুগণের শরীর মলিন হলে এবং অন্তত দু-তিন ফোটা বৃষ্টির জল শরীরে পতিত হলেও তখন ‘বায়ু ও বৃষ্টির সময়’ ভেবে স্নান করা কর্তব্য।

৩৬৫. অর্ধমাসের কম সময়কে কম সময় ধারণায় উপযুক্ত সময় ব্যতীত স্নান করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অর্ধমাসের কম সময়কে ‘কম সময় কি না’ সন্দেহবশত উপযুক্ত সময় ব্যতীত স্নান করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অর্ধমাসের কম সময়কে বেশি সময় ধারণায় উপযুক্ত সময় ব্যতীত স্নান করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অর্ধমাসের বেশি সময়কে কম সময় ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অর্ধমাসের বেশি সময়কে ‘কম সময় কি না’ সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অর্ধমাসের বেশি সময়কে বেশি সময় ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৩৬৬. **অনাপত্তি :** উপযুক্ত সময়ে, অর্ধমাসে স্নান করলে, অর্ধমাসের বেশি সময়ে স্নান করলে, পরপারে গমনকালে স্নান করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[নহান সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৮. দুব্বণ্ণকরণ সিক্খাপদং

(কপ্পবিন্দুকরণ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৩৬৭. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন বহুসংখ্যক ভিক্ষু ও পরিব্রাজক সাকেত নগর হতে শ্রাবস্তীর উদ্দেশে মহাসড়কে প্রতিপন্ন হয়েছিলেন। চোরেরা পথিমধ্যে হঠাৎ বের হয়ে তাঁদের সমস্ত কিছু ছিনিয়ে নিল। খবর পেয়ে রাজ

সেনারা শ্রাবস্তী হতে এসে সেই সমস্ত জিনিসপত্রসহ চোরদের আটক করে ভিক্ষুদের নিকট এই বলে সংবাদ পাঠাল : "ভদন্তগণ আগমন করুন এবং স্ব স্ব চীবর বাছাই করে নিয়ে যান।" অতঃপর ভিক্ষুগণ তথায় এসে স্ব স্ব চীবর সনাক্ত (চিনতে) করতে না পারছিলেন। এতে তারা (রাজসেনারা) এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ভদন্তগণ স্ব স্ব চীবর সনাক্ত করতে না পারবেন?"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভমূলক বাক্য শুনতে পেলেন। অতঃপর ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে প্রকাশ করলে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ভিক্ষুগণ যাতে তদনুরূপ, তদনুকূল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্ম দেশনা করার পর ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, তাহলে ভিক্ষুদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব—যা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্য একান্ত হিতকর। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩৬৮. "নবং পন ভিক্খুনা চীবরলাভেন তিণ্ণং দুব্বণ্ণকরণানং অঞ্ঞতরং দুব্বণ্ণকরণং আদাতব্বং—নীলং বা কদ্দমং বা কালসমং বা অনাদা চে ভিক্খু তিণ্ণং দুব্বণ্ণকরণানং অঞ্ঞতরং দুব্বণ্ণকরণং নবং চীবরং পরিভুঞ্জেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : নতুন চীবরলাভী ভিক্ষু নীল, কর্দম অথবা কালশ্যাম (যেকোনো কালো) এই ত্রিবিধ দুর্বর্ণ করণের মধ্যে যেকোনো একটি দিয়ে দুর্বর্ণকরণ (কপ্পবিন্দু) দিতে হবে। কোনো ভিক্ষু ত্রিবিধ দুর্বর্ণকরণের মধ্যে যেকোনো একটি দিয়ে কপ্পবিন্দু না দিয়ে নতুন চীবর পরিভোগ (ব্যবহার) করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩৬৯. "নবং" অর্থে কপ্পবিন্দু অকৃত বলা হয়েছে।

"চীবরং" অর্থে ছয় প্রকার চীবরের মধ্যে অন্যতর চীবর।

"তিণ্ণং দুব্বণ্ণকরণানং অঞ্ঞতরং দুব্বণ্ণকরণং আদাতব্বং" বলতে ত্রিবিধ দুর্বর্ণকরণের মধ্যে অন্যতর দুর্বর্ণকরণ বা কপ্পবিন্দু দিতে হবে। অন্ততপক্ষে বিন্দুমাত্র হলেও দিতে হবে।

"নীলং" অর্থে দু-প্রকার নীল; যথা : কংশ নীল (লৌহমল) এবং পলাশ বা পত্রনীল।

"কদ্দমো" অর্থে পঙ্ক বা মৃত্তিকাময় জলই অভিপ্রেত।

"কালসমং" অর্থে যা কিছু কালবর্ণ।

“অনাদা চে ভিক্খু তিণ্ণং দুব্বণ্ণকরণানং অঞ্ঞতরং দুব্বণ্ণকরণং” বলতে অন্ততঃপক্ষে বিন্দুমাত্র হলেও ত্রিবিধ দুর্বর্ণকরণের মধ্যে যেকোনো দুর্বর্ণকরণ বা কপ্পবিন্দু না দিয়ে নতুন চীবর পরিভোগ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩৭০. কপ্পবিন্দু না দিলে দেওয়া হয় নাই এমন ধারণায় পরিভোগ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। কপ্পবিন্দু না দিলে ‘দেওয়া হয়েছে কি না’ সন্দেহবশত পরিভোগ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। কপ্পবিন্দু না দিলে দেওয়া হয়েছে—এমন ধারণায় পরিভোগ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

কপ্পবিন্দু দিলে দেওয়া হয় নাই—এমন ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। কপ্পবিন্দু দিলে ‘দেওয়া হয়েছে কি না’ সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। কপ্পবিন্দু দিলে দেওয়া হয়েছে ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৩৭১. **অনাপত্তি :** কপ্পবিন্দু দিয়ে পরিভোগ করলে, কপ্পবিন্দু নষ্ট হলে, কপ্পবিন্দুকৃত স্থান জীর্ণ হলে, কপ্পবিন্দুর উপর কোনো কাপড় সেলাই করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[দুব্বণ্ণকরণ অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৯. বিকপ্পন সিক্খাপদং

(অংশীদারী মালিকানা সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৩৭২. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ ভ্রাতার সহবিহারী ভিক্ষুর নিকট স্বয়ং চীবর বিকপ্পন (হস্তান্তর) করে তা প্রত্যুদ্ধার (পুনঃ অনুমোদন) না করতেই পরিভোগ করতে লাগলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষু অন্যান্য ভিক্ষুদের নিকট এ কথা প্রকাশ করলেন এই বলে : “আবুসো, এই শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ আমার নিকট স্বয়ং চীবর বিকপ্পন করে তা প্রত্যুদ্ধার না করতেই পরিভোগ করছেন।” এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, “কী হেতু শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ অন্য ভিক্ষুর নিকট স্বয়ং চীবর বিকপ্পন করে তা প্রত্যুদ্ধার না করতেই পরিভোগ করবেন?” অতঃপর ভিক্ষুগণ শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে

শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে উপনন্দ, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি অন্য ভিক্ষুর নিকট স্বয়ং চীবর বিকপ্পন করে তা প্রত্যুদ্ধার না করতেই পরিভোগ করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষ, কী হেতু অন্য ভিক্ষুর নিকট স্বয়ং চীবর বিকপ্পন করে তা প্রত্যুদ্ধার না করতেই পরিভোগ করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩৭৩. "যো পন ভিক্খু ভিক্খুস্স বা ভিক্খুনিযা বা সিক্খামানায বা সামণেরস্স বা সামণেরিযা বা সামং চীবরং বিকপ্পেত্বা অপচ্চুদ্ধারণং পরিভুঞ্জেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু অন্য ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, শিক্ষামনা, শ্রামণের বা শ্রামণেরীর নিকট স্বয়ং চীবর বিকপ্পন করে তা প্রত্যুদ্ধার না করতেই পরিভোগ করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩৭৪. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"ভিক্খুস্স" বলতে অন্য ভিক্ষুর নিকট বুঝায়।

"ভিক্খুনী" অর্থে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘে উপসম্পন্নাই অভিপ্রেত।

"সিক্খামানা" অর্থে দু-বৎসর যাবত ছয়ধর্মে শিক্ষায় শিক্ষিতকেই বুঝায়।

"সামণেরো" অর্থে দশবিধ শিক্ষাপদ অনুশীলনকারী বা দশশীলধারিনী শ্রামণেরী।

"সামং" অর্থে স্বয়ং বিকপ্পন করে।

"চীবরং" অর্থে ছয় প্রকার চীবরের মধ্যে অন্যতর চীবর—যা বিকপ্পনুপযোগীর মধ্যে অন্তিম।

"বিকপ্পনা" অর্থে দ্বিবিধ বিকপ্পন বা হস্তান্তর। যথা : সম্মুখ বিকপ্পন এবং পরম্মুখ বিকপ্পন। এস্থলে সম্মুখ বিকপ্পন বলতে "ইমং চীবরং তুয্হং বিকপ্পেমি" এই বাক্যে অন্য ভিক্ষুর নিকট বিকপ্পন করতে হয়। এবং পরম্মুখ বিকপ্পন বলতে "ইমং চীবরং বিকপ্পনত্থায তুয্হং দম্মি" এভাবে বিকপ্পনকারী ভিক্ষু কর্তৃক বলা হলে, সেই ভিক্ষু কর্তৃক জিজ্ঞাসা করতে হবে : "কো তে মিত্তে বা সন্দিট্ঠো বা"। প্রত্যুত্তরে সেই ভিক্ষুকে বলতে হবে : "ইত্থন্নামো চ

ইত্থন্নেমা চ” (এখানে ভিক্ষুর প্রকৃত নাম বলতে হবে)। পুনঃ সেই ভিক্ষু কর্তৃক বলতে হবে : “অহং তেসং দম্মি তেসং সন্তকং পরিভুঞ্জ বা বিস্‌সজ্জেহি বা যথাপচ্চযং বা করোহি” এভাবে বিকপ্পন করাকে পরম্মুখ বিকপ্পন বলা হয়।

“অপ্পচ্চুদ্ধারণং” অর্থে তাকে দেওয়া হয় নাই অথবা অনুমোদন করা হয় নাই—এমতাবস্থায় পরিভোগ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩৭৫. হস্তান্তর করা না হলে হস্তান্তর করা হয়নি ধারণায় পরিভোগ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। হস্তান্তর করা না হলে ‘হস্তান্তর করা হয়েছে কি না’ সন্দেহবশত পরিভোগ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। হস্তান্তর না করা হলে হস্তান্তর করা হয়েছে ধারণায় পরিভোগ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অধিষ্ঠান বা নিক্ষেপ (বিসর্জন) করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। হস্তান্তর করা হয়েছে অথচ হস্তান্তর করা হয়নি ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। হস্তান্তর করা হয়েছে অথচ ‘হস্তান্তর করা হয়েছে কি না’ সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। হস্তান্তর করা হলে হস্তান্তর করা হয়েছে ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৩৭৬. **অনাপত্তি :** সে দিলে বা তার প্রতি আস্থাশীল হয়ে পরিভোগ করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[বিকপ্পন নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

১০. চীবর অপনিধান সিক্‌খাপদং

(চীবরাদি লুকানো সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৩৭৭. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণ অত্যাবশ্যকীয় ব্যবহার্য দ্রব্যবিহীন হলেন। কারণ, ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ তাদের পাত্র-চীবরাদি লুকিয়ে রেখেছিলেন। তাই সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে এরূপ বললেন, “আবুসো, আমাদের পাত্র-চীবরাদি দিয়ে দেন।” তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। আর সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণ রোদন করতে লাগলেন। অন্যান্য ভিক্ষুগণ তাদের এভাবে রোদন করতে দেখে এরূপ বললেন, “আবুসো, আপনারা এভাবে রোদন করছেন কেন?” “আবুসো, এই ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ আমাদের পাত্র-চীবরাদি লুকিয়ে রেখেছেন তাই।”এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী,

তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অন্য ভিক্ষুদের পাত্র-চীবরাদি লুকিয়ে রাখবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি অন্য ভিক্ষুদের পাত্র-চীবরাদি লুকিয়ে রেখেছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা ভিক্ষুদের পাত্র-চীবরাদি লুকিয়ে রাখবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩৭৮. "যো পন ভিক্খু ভিক্খুস্স পত্তং বা চীবরং বা নিসীদনং বা সূচিঘরং বা কাযবন্ধনং বা অপনিধেয্য বা অপনিধাপেয্য বা অন্তমাসো হসাপেক্খোপি পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর পাত্র, চীবর, বসার আসন, সূঁচ রাখার পাত্র অথবা কোমরবন্ধন নিজে বা অপরের দ্বারা লুকিয়ে রাখলে, এমনকি হাস্য-কৌতুকাদি খেলার ইচ্ছায় হলেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩৭৯. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"ভিক্খুস্স" বলতে অন্য ভিক্ষুর বুঝায়।

"পত্তো" অর্থে দ্বিবিধ পাত্র; যথা : লৌহপাত্র এবং মৃত্তিকাপাত্র।

"চীবরং" অর্থে ছয় প্রকার চীবরের মধ্যে অন্যতর চীবর—যা বিকপ্পনুপযোগীর মধ্যে অন্তিম।

"নিসীদনং" অর্থে বসার আস্তরণ বুঝানো হয়েছে।

"সূচিঘরং" অর্থে সূঁচপূর্ণ পাত্র অথবা সূঁচবিহীন পাত্র, এখানে দুটোই বুঝানো হয়েছে।

"কাযবন্ধনং" অর্থে দ্বিবিধ কোমরবন্ধন; যথা : কটিবেষ্টনী এবং কোমরবন্ধন।

"অপনিধেয্য বা" বলতে নিজে অপহরণ করে লুকিয়ে রাখলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"অপনিধাপেয্য বা" বলতে অপরকে লুকানোর জন্যে আদেশ দিলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। একবার মাত্র আদিষ্ট হয়ে বহুবার অপহরণ করে লুকিয়ে রাখলেও একটি মাত্র পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"অন্তমাসো হসাপেক্‌খোপি" বলতে এমনকি হাস্য-কৌতুকাদি খেলার ইচ্ছায় বুঝানো হয়েছে।

৩৮০. উপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় পাত্র, চীবর, বসার আস্তরণ, সূঁচ রাখার পাত্র অথবা কোমরবন্ধন প্রভৃতি নিজে বা অপরের দ্বারা অপহরণ করিয়ে লুকিয়ে রাখলে, এমনকি হাস্য-কৌতুকাদি খেলার ইচ্ছায় হলেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উপসম্পন্নকে 'উপসম্পন্ন কি না' সন্দেহবশত পাত্র, চীবর, বসার আস্তরণ, সূঁচ রাখার পাত্র অথবা কোমরবন্ধন প্রভৃতি নিজে বা অপরের দ্বারা অপহরণ করিয়ে লুকিয়ে রাখলে, এমনকি হাস্য-কৌতুকাদি খেলার ইচ্ছায় হলেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় পাত্র, চীবর, বসার আস্তরণ, সূঁচ রাখার পাত্র অথবা কোমরবন্ধন প্রভৃতি নিজে বা অপরের দ্বারা অপহরণ করিয়ে লুকিয়ে রাখলে, এমনকি হাস্য-কৌতুকাদি খেলার ইচ্ছায় হলেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য নিজে বা অপরের দ্বারা অপহরণ করিয়ে লুকিয়ে রাখলে, এমনকি হাস্য-কৌতুকাদি খেলার ইচ্ছায় হলেও দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নের পাত্র, চীবরাদি অথবা অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী নিজে বা অপরের দ্বারা অপহরণ করিয়ে লুকিয়ে রাখলে, এমনকি হাস্য-কৌতুকাদি খেলার ইচ্ছায় হলেও দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে 'উপসম্পন্ন কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়।

৩৮১. **অনাপত্তি :** হাস্য-কৌতুকাদি খেলার অনিচ্ছায়, দূরে নিক্ষিপ্ত কোনো বস্তুকে যথাস্থানে সামলায়ে রাখলে, 'ধর্মকথা বলার পর দিব' এই ভেবে সামলায়ে রাখলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[চীবর অপনিধান দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[সুরাপান বর্গ ষষ্ঠ]

তস্সুদ্দানং/ স্মারক গাথা

সুরা, অঙ্গুলি, হাঁস্য-ক্রীড়ায়, অনাদরে ও ভীতি প্রদর্শনে;
জ্যোতি, স্নানেতে ও দুর্বর্ণে, বিকপ্পনে আর অপনিধানে।

৭. প্রাণীযুক্ত (সপ্পাণক) বর্গ

১. সঞ্চিচ্চ সিক্খাপদং

(সজ্ঞান সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৩৮২. যে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান উদায়ী তীরন্দাজ হওয়ায় কাকেরাও দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হলো। কারণ তিনি কাকগুলোকে অস্ত্রাদি বারংবার নিক্ষেপ করে করে শির ছেদন করে বর্শার উপর পর্যায়ক্রমে গেঁথে রাখতে লাগলেন। অতঃপর ভিক্ষুগণ এরূপ বললেন, "আবুসো, এই কাকগুলো কার দ্বারা জীবিত হত্যা করা হয়েছে?" "আবুসো, আমার দ্বারা হত্যা করা হয়েছে। কারণ, কাক আমার অত্যন্ত অপ্রিয়।" এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন আয়ুষ্মান উদায়ী সজ্ঞানে প্রাণী হত্যা করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান উদায়ীকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে আয়ুষ্মান উদায়ীকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে উদায়ী, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি সজ্ঞানে প্রাণী হত্যা করেছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষ, কী হেতু তুমি সজ্ঞানে প্রাণী হত্যা করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩৮৩. "যো পন ভিক্খু সঞ্চিচ্চ পাণং জীবিতা বোরোপেয্য পাচিত্তয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু সজ্ঞানে প্রাণীহত্যা করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩৮৪. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"সঞ্চিচ্চ" বলতে ইহা পাপকর্ম জেনে, বিশেষভাবে জেনে, অবগত হয়ে অথবা অনুধাবন করে বুঝানো হয়েছে।

"পাণো" অর্থে তির্যগ্জাতীয় পশু-পাখি প্রভৃতি প্রাণীই অভিপ্রেত।

"জীবিতা বোরোপেয্য" বলতে জীবন তথা প্রাণ ধ্বংস করে দিলে বা বধ করলে অথবা জীবন ধারণের জন্য যে সমস্ত জীবিকার প্রয়োজন সে সমস্ত ধ্বংস করে দিলেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩৮৫. প্রাণীকে প্রাণী ধারণায় হত্যা করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। প্রাণীকে 'প্রাণী কি না' সন্দেহবশত হত্যা করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। প্রাণীকে অপ্রাণী ধারণায় হত্যা করলে, কোনো অপরাধ হয় না। অপ্রাণীকে প্রাণী ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অপ্রাণীকে 'প্রাণী কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অপ্রাণীকে অপ্রাণী ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৩৮৬. **অনাপত্তি :** অসজ্ঞানে, প্রমাদবশত, না জানলে, হত্যাচিত্ত না থাকলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[সঞ্চিচ্চ প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

২. সপ্পাণক সিক্খাপদং

(প্রাণীযুক্ত সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৩৮৭. যে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ জেনেশুনে প্রাণীযুক্ত জল পরিভোগ করতে লাগলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ জেনেশুনে প্রাণীযুক্ত জল পরিভোগ করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি জেনেশুনে প্রাণীযুক্ত জল পরিভোগ করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা প্রাণীযুক্ত জল পরিভোগ করবে? এমন

আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩৮৮. "যো পন ভিক্খু জানং সপ্পাণকং উদকং পরিভুঞ্জেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু জেনেশুনে প্রাণীযুক্ত জল পরিভোগ করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩৮৪. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"জানাতি" অর্থে নিজে জানা অথবা অন্য কেউ তাকে প্রকাশ করা বুঝায়।

"সপ্পাণকং" বলতে এই জল প্রাণীযুক্ত এবং পরিভোগ করলে মারা যাবে, ইহা জানা থাকা সত্ত্বেও পরিভোগ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩৯০. প্রাণীযুক্তে প্রাণীযুক্ত ধারণায় পরিভোগ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। প্রাণীযুক্তে 'প্রাণীযুক্ত কি না' সন্দেহবশত পরিভোগ করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। প্রাণীযুক্তে প্রাণীমুক্ত ধারণায় পরিভোগ করলে, কোনো অপরাধ হয় না। প্রাণীমুক্তে প্রাণীযুক্ত ধারণায় পরিভোগ করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। প্রাণীমুক্তে 'প্রাণীযুক্ত কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। প্রাণীমুক্তে প্রাণীমুক্ত ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৩৯১. **অনাপত্তি :** 'প্রাণীযুক্ত' বলে না জানলে, 'প্রাণীমুক্ত' বলে জানলে, 'পরিভোগে মারা যাবে না' বলে জেনে পরিভোগ করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[সপ্পাণক দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৩. উক্কোটন সিক্খাপদং

(মীমাংসিত বিচার পুনঃ উত্থাপন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৩৯২. যে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ যথাধর্ম বিনয়ানুশাসন অনুযায়ী অধিকরণ (বিবাদ) মীমাংসিত হয়েছে জেনেও পুনরায় মীমাংসার জন্য এই বলে উত্থাপন করলেন, "ইহা অবিচার হয়েছে, পুনরায় বিচার করা কর্তব্য; ইহা অমীমাংসিত তথা অন্যায়ভাবে মীমাংসিত হয়েছে তাই পুনঃ মীমাংসিত হওয়া উচিত।" এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও

শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ যথাধর্ম বিনয়ানুশাসন অনুযায়ী অধিকরণ মীমাংসিত হয়েছে জেনেও পুনরায় মীমাংসার জন্যে উত্থাপন করবেন?" অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি যথাধর্ম বিনয়ানুশাসন অনুযায়ী অধিকরণ মীমাংসিত হয়েছে জেনেও পুনরায় মীমাংসার জন্যে উত্থাপন করেছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা যথাধর্ম বিনয়ানুশাসন অনুযায়ী মীমাংসিত হয়েছে জেনেও পুনরায় মীমাংসার জন্যে উত্থাপন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩৯৩. "যো পন ভিক্খু জানং যথাধম্মং নিহতাধিকরণং পুনকম্মায উক্কোটেয্য পাচিত্তয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু যথাধর্ম বিনয়ানুশাসন অনুযায়ী অধিকরণ মীমাংসিত হয়েছে জেনেও পুনরায় মীমাংসার জন্য উত্থাপন করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩৯৪. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"জানাতি" বলতে নিজে জানা বা অন্য কেউ তাকে প্রকাশ করা অথবা অপরাধী নিজেই প্রকাশ করা বুঝায়।

"যথাধম্মং" অর্থে ধর্ম-বিনয় বা শাস্তানুশাসন অনুযায়ী মীমাংসিত হওয়া—ইহাই যথাধর্ম বুঝায়।

"অধিকরণং" অর্থে চতুর্বিধ অধিকরণ বুঝায়; যথা : বিবাদ-অধিকরণ, অনুবাদ-অধিকরণ, আপত্তি-অধিকরণ এবং কৃত্য-অধিকরণ[১]।

"পুনকম্মায উক্কোটেয্য" বলতে "ইহা অবিচার করা হয়েছে পুনঃ বিচার

---

১. বিস্তৃতার্থ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

করা উচিত। ইহা অমীমাংসিত তথা অন্যায়ভাবে মীমাংসিত হয়েছে; সুতরাং পুনঃ মীমাংসিত হওয়া উচিত।"—এই বলে মীমাংসিত বিষয় উত্থাপন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩৯৫. ধর্মত কর্মকে ধর্মত কর্ম ধারণায় উত্থাপন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ধর্মত কর্মকে 'ধর্মত কর্ম কি না' সন্দেহবশত উত্থাপন করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। ধর্মত কর্মকে অধর্মত কর্মকে ধারণায় উত্থাপন করলে, কোনো অপরাধ হয় না। অধর্মত কর্মকে ধর্মত কর্ম ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অধর্মত কর্মকে 'অধর্মত কর্ম কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অধর্মত কর্মকে অধর্মত কর্ম ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৩৯৬. **অনাপত্তি :** 'অধর্মতভাবে বর্গ (দল) কর্তৃক মীমাংসিত' জেনে উত্থাপন করলে, নির্দোষীর নির্দোষিতা প্রদর্শনার্থে উত্থাপন করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[উক্কোটন তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৪. দুট্ঠুল্ল সিক্খাপদং

(দুট্ঠুল্লাপত্তি আচ্ছাদন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৩৯৭. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ সজ্ঞানে শুক্রমোচন আপত্তিগ্রস্ত হয়ে ভ্রাতার সহবিহারী ভিক্ষুকে এই বলে প্রকাশ করলেন, "আবুসো, আমি সজ্ঞানে শুক্রমোচন আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি। (অনুগ্রহ করে) আপনি তা কাউকে প্রকাশ করবেন না।"

সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রমোচন আপত্তিগ্রস্ত হয়ে সেই আপত্তির জন্য সংঘের নিকট পরিবাস প্রার্থনা করলেন। সুতরাং সংঘ তাকে পরিবাস প্রদান করলেন। সে পারিবাসিক অবস্থায় সেই ভিক্ষুকে দেখে বলল :

"আবুসো, আমি সজ্ঞানে শুক্রমোচন আপত্তিগ্রস্ত হয়ে সংঘের নিকট সেই আপত্তির জন্য পরিবাস প্রার্থনা করেছি। সুতরাং সংঘ আমাকে পরিবাস প্রদান করেছেন। এখন আমি পরিবাসব্রত পালন করছি। আবুসো যাতে জ্ঞাত হন, তাই আমি জ্ঞাত করছি। হে আয়ুষ্মান, আমাকে অবধারণ করুন।"

"আবুসো, অন্য কেউ এই আপত্তিগ্রস্ত হলে তিনিও কি এভাবে প্রকাশ করেন?" "হ্যাঁ, আবুসো" "আবুসো, এই শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ সজ্ঞানে

শুক্রমোচন আপত্তিগ্রস্ত হয়ে আমার নিকট এভাবে প্রকাশ করেছেন, আপনি তা কাউকে প্রকাশ করবেন না।" "কিন্তু আবুসো, আপনি কি তা গোপন (আচ্ছাদন) করেছেন?" "হ্যাঁ আবুসো, গোপন করেছি।"

অতঃপর সেই ভিক্ষু অন্যান্য ভিক্ষুগণের নিকট এ কথা সবিস্তারে প্রকাশ করলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর দুট্‌ঠূল্লাপত্তি (পারাজিক-সাংঘাদিসেস) জেনেও তা গোপন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ সে ভিক্ষুকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষু, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি অন্য ভিক্ষুর দুট্‌ঠূল্লাপত্তি জেনেও তা গোপন করেছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষ, কী হেতু তুমি অন্য ভিক্ষুর দুট্‌ঠূল্লাপত্তি জেনেও তা গোপন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩৯৮. "যো পন ভিক্‌খু ভিক্‌খুস্‌স জানং দুট্‌ঠূল্লং আপত্তিং পটিচ্ছাদেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর দুট্‌ঠূল্ল আপত্তি সম্পর্কে জেনেও তা আচ্ছাদন তথা গোপন করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩৯৯. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্‌খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"ভিক্‌খুস্‌স" বলতে অন্য ভিক্ষুর বুঝায়।

"জানাতি" বলতে নিজে জানা বা অপর কেউ তাকে প্রকাশ করা অথবা অপরাধী নিজেই প্রকাশ করা।

"দুট্‌ঠূল্লাপত্তি" অর্থে চতুর্বিধ পারাজিকা ও ত্রয়োদশ সাংঘাদিশেষ আপত্তিই অভিপ্রেত।

"পটিচ্ছাদেয্য" বলতে "ইহা জেনে নিন্দা করবে, ভর্ৎসনা করবে, অবজ্ঞা করবে এবং দুঃখিত করবে সুতরাং আমি প্রকাশ করব না" এই ভেবে

কার্যভার পরিত্যাগ ক্ষণেই[১] পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪০০. দুট্‌ঠূল্লাপত্তিকে দুট্‌ঠূল্লাপত্তি ধারণায় গোপন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। দুট্‌ঠূল্লাপত্তিকে 'দুট্‌ঠূল্লাপত্তি কি না' সন্দেহবশত গোপন করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। দুট্‌ঠূল্লাপত্তিকে অদুট্‌ঠূল্লাপত্তি ধারণায় গোপন করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। অদুট্‌ঠূল্লাপত্তি গোপন করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নের দুট্‌ঠূল্ল, অদুট্‌ঠূল্ল অথবা অনাচার গোপন করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। অদুট্‌ঠূল্লাপত্তিকে দুট্‌ঠূল্লাপত্তি ধারণায় গোপন করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। অদুট্‌ঠূল্লাপত্তিকে 'দুট্‌ঠূল্লাপত্তি কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অদুট্‌ঠূল্লাপত্তিকে অদুট্‌ঠূল্লাপত্তি ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়।

৪০১. **অনাপত্তি :** 'সংঘের বাদ-বিবাদ, কলহ, বিগ্রহ হবে' এই ভেবে না বললে, 'সংঘভেদ হবে' এই ভেবে না বললে, 'ইনি অত্যন্ত নির্দয় ও নিষ্ঠুর; জীবনের তথা ব্রহ্মচর্যের অন্তরায় করবে' এই ভেবে না বললে, উপযুক্ত ভিক্ষুর অভাবে না বললে, গোপন অনিচ্ছায় না বললে, 'স্বীয় কর্মে প্রকাশিত হবে' এই ভেবে না বললে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[দুট্‌ঠূল্ল চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫. ঊনবীসতিবস্‌স সিক্‌খাপদং

(ঊনবিংশতিবর্ষ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৪০২. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহের বেলুবনে কলন্দক নিবাপে অবস্থান করছিলেন। তখন রাজগৃহে পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন সতেরজন বালক ছিল। তাদের মধ্যে বালক উপালিই ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। অনন্তর একদিন উপালির মাতাপিতার মনে এই চিন্তা উদিত হলো : "কোন উপায়ে উপালি আমাদের অবর্তমানে সুখে জীবনযাপন করতে পারবে এবং কোনো প্রকার কষ্ট পেতে হবে না?" অতঃপর উপালির মাতাপিতার মনে এই চিন্তা উদিত হলো : "উপালি যদি লিখন বিদ্যা শিক্ষা করে; তাহলে উপালি আমাদের অবর্তমানে সুখে জীবনযাপন করতে পারবে এবং কোনো প্রকার কষ্ট পেতে হবে না।" অতঃপর আবার উপালির মাতাপিতার মনে এই চিন্তা উদিত হলো : "উপালি যদি লিখন বিদ্যা শিক্ষা করে, লেখার সময় তার আঙুলগুলো কষ্ট পাবে। সুতরাং উপালি যদি গণনা শিক্ষা করে; তাহলে উপালি আমাদের

---

[১]. ধুরং নিক্‌খিত্তমত্তে।

অবর্তমানেও সুখে জীবনযাপন করতে পারবে এবং কোনো প্রকার কষ্ট পেতে হবে না।"

অনন্তর বালক উপালির মাতাপিতার মনে এই চিন্তা উদিত হলো : "উপালি যদি গণনা শিক্ষা করে, গণনা শিক্ষা করার সময় বহু চিন্তা করতে হয়; তদ্ধেতু হৃদয় কষ্ট পাবে। তার চেয়ে বরং উপালি যদি রূপ (মুদ্রা পরিবর্তন) শিক্ষা করে; তাহলে উপালি আমাদের অবর্তমানেও সুখে জীবন-যাপন করতে পারবে এবং কোন প্রকার কষ্ট পেতে হবে না।" অতঃপর আবার উপালির মাতাপিতার মনে এই চিন্তা উদিত হলো : "উপালি যদি রূপ শিক্ষা করে, রূপের সূত্র শিক্ষা করার সময় মুদ্রাগুলো পুনঃপুন পরিবর্তন করে দেখতে হয়; তদ্ধেতু চক্ষুদ্বয় কষ্ট পাবে। তার চেয়ে বরং এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সুখশালী ও সুখে অবস্থানকারী, উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্যাদি ভোজন করে সুকোমল শয্যায় শয়ন করেন। উপালি যদি শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের নিকট প্রব্রজিত হয়; তাহলে উপালি সুখে জীবনযাপন করতে পারবে এবং কোনো প্রকার কষ্ট পেতে হবে না।"

অতঃপর বালক উপালি মাতাপিতার মধ্যে এমন অন্তরঙ্গ কথোপকথন শুনতে পেল। তারপর বালক উপালি যথায় তার বন্ধু বালকেরা তথায় উপস্থিত হলো; উপস্থিত হয়ে সেই বালকদের বলল, "বন্ধুগণ, এসো আমরা শাক্যপুত্রীয় আর্য শ্রমণগণের নিকট প্রব্রজিত হবো।" তখন বন্ধুরা বলল, "বন্ধু, তুমি যদি প্রব্রজিত হও; তাহলে আমরাও প্রব্রজিত হবো।" অতঃপর সেই বালকেরা প্রত্যেকে যার যার মাতা-পিতার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, "আপনারা আমাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণে অনুমতি প্রদান করুন।" তখন সেই বালকদের মাতপিতারা "এই বন্ধুপ্রতীম বালকেরা সকলেই অভিন্ন কল্যাণাভিপ্রায়ী" জেনে সাদরে অনুমতি প্রদান করলেন।

অনন্তর সেই বন্ধুপ্রতীম বালকেরা ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করল। ভিক্ষুগণও তাদের প্রব্রজ্যা দিলেন এবং সেই সাথে উপসম্পদাও দিলেন। অতঃপর তারা রাত্রির প্রত্যুষ সময়ে শয্যা হতে উঠে এই বলে রোদন করতে লাগল, "যাগু দাও, ভাত দাও, খাদ্য দাও।" তখন ভিক্ষুগণ এরূপ বললেন, "আবুসো, ভোর হওয়া অবধি অপেক্ষা কর। যদি যাগু থাকে, যাগু পান করিও। যদি ভাত থাকে, ভাত ভোজন করিও। যদি খাদ্য থাকে, খাদ্য খেয়ে নিও। আর যদি যাগু, ভাত, অথবা খাদ্য কিছুই না থাকে; তাহলে পিণ্ডচারণ করে ভোজন করিও।" ভিক্ষুগণ কর্তৃক এভাবে বলা সত্ত্বেও এই বলে পুনঃপুন রোদন করতে লাগল, "যাগু দাও, ভাত দাও, খাদ্য

দাও।” এবং সেই সাথে শয্যায় পায়খানা-প্রস্রাবও করতে লাগল।

অতঃপর ভগবান রাত্রির প্রত্যুষ সময়ে শয্যা হতে উঠে বালকশব্দ শুনতে পেলেন। শুনে আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করে বললেন, “আনন্দ, বালকশব্দ শুনা যাচ্ছে কেন?” তখন আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জানালেন। অতঃপর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুগণ নাকি বিংশতি বৎসরের কম বয়স্ক পুদ্গলকে (ব্যক্তিকে) উপসম্পদা দিচ্ছে? “হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।” এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, কী হেতু সেই মোঘপুরুষেরা জেনেশুনে বিংশতি বৎসরের কম বয়স্ক পুদ্গলকে উপসম্পদা দিবে? অতঃপর বললেন :

হে ভিক্ষুগণ, বিংশতি বৎসরের কম বয়স্ক পুদ্গল শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা-পিপাসা, ডংশ-মশক, বায়ু-তাপ, সর্পাদির দর্শন জ্বালা সহনে অক্ষম; দূরাদূর গমনে, উৎপন্ন শারীরিক দুঃখবেদনা, প্রাণহরী তীব্রখরা ও অনাহুত অপ্রিয় কটুবাক্যাদি সহনে অক্ষম হয়। হে ভিক্ষুগণ, বিংশতি বৎসর বয়স্ক পুদ্গল শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা-পিপাসা, ডংশ-মশক, বায়ু-তাপ, সর্পাদির দর্শন জ্বালা সহনে সক্ষম হয়; দূরাদূর গমনে, উৎপন্ন শারীরিক দুঃখবেদনা, প্রাণহরণকারী তীব্রখড়া ও অনাহুত অপ্রিয় কটুবাক্যাদি সহনে সক্ষম হয়। হে ভিক্ষুগণ, এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৪০৩. “যো পন ভিক্খু জানং ঊনবীসতি বস্সং পুগ্গলং উপসম্পাদেয্য সো চ পুগ্গলো অনুপসম্পন্নো তে চ ভিক্খূ গারয্হা ইদং তস্মিং পাচিত্তিয”ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু (উপাধ্যায়) জেনেশুনে বিংশতি বৎসরের কম বয়স্ক পুদ্গলকে উপসম্পদা দান করলে, সেই পুদ্গল অনুপসম্পন্নই থেকে যায় এবং উপসম্পদা দানকারী ভিক্ষুরাও নিন্দিত হয়, এক্ষেত্রে উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪০৪. “যো পন” বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

“ভিক্খু” বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

“জানাতি” বলতে নিজে জানা বা অন্য কেউ তাকে প্রকাশ করা অথবা

অপরাধী নিজেই প্রকাশ করা বুঝায়।

"ঊনবীসতিবস্‌সো" অর্থে বিংশতি বৎসরের কম বয়স্ক হওয়া। এমন কম বয়স্ক পুদ্গলকে 'উপসম্পদা প্রদান করব' ভেবে গণ (সংঘ), আচার্য, পাত্র-চীবর সন্ধান করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। সীমায় সমবেত হলেও দুক্কট অপরাধ হয়। জ্ঞাপ্তি স্থাপনে দুক্কট অপরাধ হয়। দুবার কর্মবাক্য পাঠে দুটি দুক্কট অপরাধ হয়। কর্মবাক্য পাঠ সমাপন ক্ষণেই উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। আর গণ (উপস্থিত সংঘ) এবং আচার্যের দুক্কট অপরাধ হয়।

৪০৫. ঊনবিংশতি বৎসরে ঊবিংশতি বৎসর ধারণায় উপসম্পদা দানে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ঊনবিংশতি বৎসরে 'ঊনবিংশতি বৎসর কি না' সন্দেহবশত উপসম্পদা দানে, দুক্কট অপরাধ হয়। ঊনবিংশতি বৎসরে বিংশতি বৎসর ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। বিংশতি বৎসরে ঊনবিংশতি বৎসর ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। বিংশতি বৎসরে 'ঊনবিংশতি বৎসর কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। বিংশতি বৎসরে বিংশতি বৎসর ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৪০৬. **অনাপত্তি :** ঊনবিংশতি বৎসর বয়স্ককে বিংশতি বৎসর ধারণায় উপসম্পদা দানে, বিংশতি বৎসর বয়স্ককে বিংশতি বৎসর ধারণায় উপসম্পদা দানে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[ঊনবীসতিবস্‌স পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬. থেয্যসত্থ সিক্‌খাপদং

(চোর সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৪০৭. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন অন্যতর মরুযাত্রীদল রাজগৃহ হতে পশ্চিমে গমনেচ্ছু হয়েছিলেন। অন্যতর ভিক্ষু সেই লোকদের বললেন, "আমিও আয়ুষ্মানদের সাথে গমন করব।" "ভন্তে, আমরা তো রাজশুল্ক এড়িয়ে চলে যাব।" "আবুসো, তা আপনারা জানেন।"

অতঃপর শুল্ক আদায়কারী কর্মীবৃন্দ শুনতে পেল যে, "মরুযাত্রী দলটি নাকি শুল্ক এড়িয়ে চলে যাবে।" তাই তারা পথিমধ্যে মরুযাত্রী দলকে ধরার জন্য চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। অনন্তর সেই শুল্ক আদায়কারী কর্মীবৃন্দ সেই মরুযাত্রীদলকে আটক করে তাদের সমস্ত কিছু জব্দ করল এবং সেই ভিক্ষুকে এরূপ বলল, "ভন্তে, আপনি জেনেশুনে চোরের সাথে গমন করছেন কেন?"

এভাবে তারা নানাভাবে তাকে জেরা করার পর ছেড়ে দিল।

অনন্তর সেই ভিক্ষু শ্রাবস্তীতে গমনপূর্বক ভিক্ষুদের নিকট এ কথা প্রকাশ করলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ভিক্ষু জেনেশুনে চোরের সাথে পরামর্শ করে সুদীর্ঘ পথ গমন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষু, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি জেনেশুনে চোরের সাথে পরামর্শ করে সুদীর্ঘ পথ গমন করেছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষ, কী হেতু তুমি জেনেশুনে চোরের সাথে পরামর্শ করে সুদীর্ঘ পথ গমন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। অতএব হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৪০৮. "যো পন ভিক্খু জানং থেয্যসত্থেন সদ্ধিং সংবিধায একদ্ধানমগ্গং পটিপজ্জেয্য অন্তমাসো গামন্তরম্পি পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু জেনেশুনে চোরের সাথে পরামর্শ করে সুদীর্ঘ পথ গমন করলে, এমনকি গ্রামান্তরে গেলেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪০৯. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"জানাতি" বলতে নিজে জানা বা অন্য কেউ তাকে প্রকাশ করা অথবা সে নিজেই প্রকাশ করা।

"থেয্যসত্থো" অর্থে চুরি করেছে এমন চোর; এখনো চুরি করেনি কিন্তু করবে এমন চোর; রাজার সম্পত্তি হরণকারী চোর অথবা রাজশুল্ক এড়িয়ে গমনকারী চোর বুঝানো হয়েছে।

"সংবিধায" বলতে তিন প্রকারে পরামর্শ করা বুঝায়; যথা : (১) "আবুসো, আসুন আমরা গমন করি হ্যাঁ, আর্য, চলুন আমরা গমন করি; (২) আর্য, আসুন আমরা গমন করি; হ্যাঁ আবুসো, চলুন আমরা গমন করি; (৩) আমরা অদ্য বা আগামীকাল অথবা পরবর্তী সময়ে গমন করব—এই তিন প্রকারের মধ্যে যেকোনো এক প্রকারে পরামর্শ বা সংকেত করলে, দুক্কট

অপরাধ হয়।

"অন্তমসো গামন্তরম্পি" বলতে মোরগ ডাকার শব্দ শোনা যায় এমন গ্রামে গ্রামান্তরে গ্রামান্তরে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। গ্রাম নয় এমন অরণ্যে প্রতি অর্ধযোজনে অর্ধযোজনে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪১০. চোরকে চোর ধারণায় পরামর্শ করে সুদীর্ঘপথ গমন করলে, এমনকি গ্রামান্তরে গেলেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। চোরকে 'চোর কি না' সন্দেহবশত পরামর্শ করে সুদীর্ঘ পথ গমন করলে, এমনকি গ্রামান্তরে গেলেও দুক্কট অপরাধ হয়। চোরকে চোর নয় ধারণায় পরামর্শ করে সুদীর্ঘ পথ গমন করলে, এমনকি গ্রামান্তরে গেলেও কোনো অপরাধ হয় না। ভিক্ষু সংকেত দিলেও লোকেরা সংকেত না দিলে দুক্কট অপরাধ হয়। চোর নয় এমন লোককে চোর ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। চোর নয় এমন লোককে 'চোর কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। চোর নয় এমন লোককে চোর নয় ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৪১১. **অনাপত্তি :** পরামর্শ বা সংকেত না করে গমন করলে, লোকেরা সংকেত করলেও ভিক্ষু সংকেত না করলে, বিপদে পড়ে গমন করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[থেয্যসত্থ ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৭. সংবিধান সিক্‌খাপদং

(পরামর্শকরণ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৪১২. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈক ভিক্ষু কোশল জনপদে শ্রাবস্তীর উদ্দেশে গমনকালে অন্যতর গ্রাম দ্বারের নিকট দিয়ে যেতে লাগলেন। সে সময় অন্যতরা স্ত্রী স্বামীর সাথে ঝগড়া করে গ্রাম হতে বেরিয়ে এসে সেই ভিক্ষুকে দেখে বলল, "ভন্তে আর্য, আপনি কোথায় যাবেন?" "ভগিনি, আমি শ্রাবস্তীতে যাব।" "তাহলে আমিও আর্যের সাথে যাব।" "আসতে পার ভগিনি" বলে সেই ভিক্ষু প্রত্যুত্তর দিলেন।

অতঃপর সেই স্ত্রীর স্বামী গ্রাম হতে বেরিয়ে এসে (তথাস্থ) লোকদের জিজ্ঞাসা করল, "বন্ধু, এতাদৃশা এক স্ত্রীলোক দেখেছেন কি?" "বন্ধু, এমন স্ত্রীলোক তো এক প্রব্রজিতের সাথে যাচ্ছিলেন।" তারপর সেই লোকটি পিছে পিছে গিয়ে সেই ভিক্ষুকে ধরে তীব্র প্রহার করার পর ছেড়ে দিল। তখন সেই

ভিক্ষু অন্যতর বৃক্ষমূলে অত্যন্ত দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হয়ে বসে পড়লেন। অতঃপর সেই স্ত্রী তার স্বামীকে বলল, "সেই ভিক্ষু আমাকে মোটেই নষ্ট করেননি; বরঞ্চ আমিই স্বেচ্ছায় সেই ভিক্ষুর সাথে গমন করছি। সেই ভিক্ষু একদম নির্দোষী; তাই তাঁর নিকট ক্ষমা চেয়ে নাও।" তখন সেই লোকটি সেই ভিক্ষুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল। অনন্তর সেই ভিক্ষু শ্রাবস্তীতে গমনপূর্বক ভিক্ষুদের নিকট এ কথা প্রকাশ করলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ভিক্ষু মনুষ্যস্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে সুদীর্ঘ পথ গমন করবেন? অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষু, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি মনুষ্যস্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে সুদীর্ঘ পথ গমন করেছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষ, কী হেতু তুমি মনুষ্যস্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে সুদীর্ঘ পথ গমন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৪১৩. "যো পন ভিক্খু মাতুগামেন সদ্ধিং সংবিধায একদ্ধানমগ্গং পটিপজ্জেয্য অন্তমাসো গামন্তরম্পি পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু মনুষ্যস্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে সুদীর্ঘ পথ গমন করলে, এমনকি গ্রামান্তরে গেলেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪১৪. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"মাতুগামো" অর্থে সুভাষিত-দুর্ভাষিত ও দুট্ঠুল্লাদুট্ঠুল্ল সম্পর্কে জানতে বুঝতে সক্ষম এমন সুদক্ষা ও জ্ঞানবতী মনুষ্যস্ত্রীই অভিপ্রেত। যক্ষিনী, প্রেত্নী, অথবা তির্যগ্জাতীয়া স্ত্রী নয়।

"সদ্ধিং" বলতে একত্রে বা একই সাথে।

"সংবিধায" বলতে তিন প্রকারে পরামর্শ করা বুঝায়; যথা : (১) "আবুসো, আসুন আমরা গমন করি, হ্যাঁ আর্য, চলুন আমরা গমন করি; (২) আর্য, আসুন আমরা গমন করি, হ্যাঁ আবুসো, চলুন আমরা গমন করি;

(৩) আমরা অদ্য বা আগামীকাল অথবা পরবর্তী সময়ে গমন করব—এই তিন প্রকারের মধ্যে যেকোনো এক প্রকারে পরামর্শ বা সংকেত করলে, দুক্কট অপরাধ হয়।

"অন্তমসো গামন্তরম্পি" বলতে মোরগ ডাকার শব্দ শোনা যায় এমন গ্রামে প্রতি গ্রামান্তরে গ্রামান্তরে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। গ্রাম নয় এমন অরণ্যে প্রতি অর্ধযোজনে অর্ধযোজনে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪১৫. মনুষ্যস্ত্রীকে মনুষ্যস্ত্রী ধারণায় পরামর্শ করে সুদীর্ঘপথ গমন করলে, এমনকি গ্রামান্তরে গেলেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। মনুষ্যস্ত্রীকে 'মনুষ্যস্ত্রী কি না' সন্দেহবশত পরামর্শ করে সুদীর্ঘ পথ গমন করলে, এমনকি গ্রামান্তরে গেলেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। মনুষ্যস্ত্রীকে অমনুষ্যস্ত্রী ধারণায় পরামর্শ করে সুদীর্ঘ পথ গমন করলে, এমনকি গ্রামান্তরে গেলেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষু পরামর্শ করলেও মনুষ্যস্ত্রী পরামর্শ না করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। যক্ষিনী, প্রেত্নী, পণ্ডকী বা তির্যগ্‌জাতীয়া স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে সুদীর্ঘপথ গমন করলে, এমনকি গ্রামান্তরে গেলেও দুক্কট অপরাধ হয়। অমনুষ্যস্ত্রীকে মনুষ্যস্ত্রী ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অমনুষ্যস্ত্রীকে 'অমনুষ্যস্ত্রী কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অমনুষ্যস্ত্রীকে অমনুষ্যস্ত্রী ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৪১৬. অনাপত্তি : পরামর্শ বা সংকেত না করে গমন করলে, মনুষ্যস্ত্রী সংকেত করলেও ভিক্ষু সংকেত না করলে, বিপদে পড়ে গমন করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[সংবিধান সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৮. অরিট্‌ঠ সিক্‌খাপদং

(অরিষ্ট সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৪১৭. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন গদ্ধবাধিপূব্ব অরিষ্ট ভিক্ষুর এরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হলো : "ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম আমি এভাবেই জানি; যেমন : ভগবান কর্তৃক যেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ ব্যাখ্যাত হয়েছে, সেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ প্রতিসেবনকারীর কোনো অন্তরায় উৎপাদনে সমর্থ হয় না।" অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষু শুনতে পেলেন যে, গদ্ধবাধিপূব্ব অরিষ্ট ভিক্ষুর নাকি এরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে : "ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম আমি

এভাবেই জানি; যেমন : ভগবান কর্তৃক যেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ ব্যাখ্যাত হয়েছে, সেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ প্রতিসেবনকারীর কোনো অন্তরায় উৎপাদনে সমর্থ হয় না।”

অতঃপর ভিক্ষুগণ যথায় গদ্ধবাধিপূব্ব অরিষ্ট ভিক্ষু তথায় উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে গদ্ধবাধিপূব্ব অরিষ্ট ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, “আবুসো, ইহা কি সত্য যে, তোমার নাকি এরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে : ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম আমি এভাবেই জানি; যেমন : ভগবান কর্তৃক যেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ ব্যাখ্যাত হয়েছে, সেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ প্রতিসেবনকারীর কোন অন্তরায় উৎপাদনে সমর্থ হয় না?” “হ্যাঁ আবুসো, আমি ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম এভাবেই জানি; যেমন : ভগবান কর্তৃক যেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ ব্যাখ্যাত হয়েছে, সেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ প্রতিসেবনকারীর কোনো অন্তরায় উৎপাদনে সমর্থ হয় না।”

“না, আবুসো অরিষ্ট, এরূপ বলবেন না। ভগবানকে অবজ্ঞা করবেন না। ভগবানকে অবজ্ঞা করা মোটেই সাধু (উত্তম) কাজ নয়। ভগবান কখনো এরূপ বলেন না। আবুসো অরিষ্ট, ভগবান কর্তৃক অনেক প্রকারে অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ অন্তরায়জনক ব্যাখ্যাত হয়েছে। সত্যই সেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ প্রতিসেবনকারীর অন্তরায় উৎপাদনে সমর্থ। ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, অল্পস্বাদযুক্ত কাম ইহ জীবনেই বহু দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং দোষবহুল। ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, অস্থি কংকালতুল্য কাম ইহ জীবনেই বহু দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং দোষবহুল। ভগবান কর্তৃক বাখ্যাত হয়েছে যে, মাংসপেশীতুল্য কাম ইহ জীবনেই বহু দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং দোষবহুল। ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, অগ্নিশিখাতুল্য কাম ইহ জীবনেই বহু দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং দোষবহুল। ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, কয়লাখনিতুল্য কাম ইহ জীবনেই বহু দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং দোষবহুল। ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, স্বপ্নতুল্য কাম ইহ জীবনেই বহু দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং দোষবহুল। ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, ঋণদ্রব্যতুল্য কাম ইহ জীবনেই দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং দোষবহুল। ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, বৃক্ষফলতুল্য কাম ইহ জীবনেই বহু দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং দোষবহুল। ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, কসাইখানাতুল্য কাম ইহ জীবনেই বহু দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং দোষবহুল। ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত

হয়েছে যে, বল্লমের শূল বা দণ্ডতুল্য কাম ইহ জীবনেই বহু দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং দোষবহুল। ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, সর্পশিরতুল্য কাম ইহ জীবনেই বহু দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং দোষবহুল।"

সেই ভিক্ষুগণ কর্তৃক এভাবে বলা হলে, তথাপি গদ্ধবাধিপুব্ব অরিষ্ট ভিক্ষু পূর্বের ন্যায় সেই পাপদৃষ্টি বেশ দৃঢ়তার সাথে এবং অনমনীয়ভাবে প্রকাশ করল, "না, আবুসো, আমি ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম এভাবেই জানি; যেমন : ভগবান কর্তৃক যেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ ব্যাখ্যাত হয়েছে, সেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ প্রতিসেবনকারীর কোনো'' অন্তরায় উৎপাদনে সমর্থ হয় না।" সেই ভিক্ষুগণ গদ্ধবাধিপুব্ব অরিষ্ট ভিক্ষুর এই পাপদৃষ্টি দূর করতে সমর্থ হলেন না। সুতরাং সেই ভিক্ষুগণ যথায় ভগবান তথায় উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে জানালেন।

অতঃপর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে গদ্ধবাধিপুব্ব অরিষ্ট ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে অরিষ্ট, ইহা কি সত্য যে, তোমার নাকি এরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে : ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম আমি এভাবেই জানি; যেমন : ভগবান কর্তৃক যেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ ব্যাখ্যাত হয়েছে, সেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ প্রতিসেবনকারীর কোনো অন্তরায় উৎপাদনে সমর্থ হয় না?" "হ্যাঁ প্রভু, ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম আমি এভাবেই জানি; যেমন : ভগবান কর্তৃক যেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ ব্যাখ্যাত হয়েছে, সেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ প্রতিসেবনকারীর কোনো অন্তরায় উৎপাদনে সমর্থ হয় না।"

হে মোঘপুরুষ, কী হেতু তুমি আমার দ্বারা দেশিত ধর্ম এরূপ জেনেছ? মোঘপুরুষ, আমার দ্বারা অনেক প্রকারে অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ অন্তরায়জনক বলে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সত্যই সেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ প্রতিসেবনকারীর অন্তরায় উৎপাদনে সমর্থ। আমার দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছে যে,... বহুদুঃখ প্রদায়ী, বহুউপায়াস প্রদায়ী এবং দোষবহুল। হে মোঘপুরুষ, অথচ তুমি নিজের ভ্রান্ত ধারণাবশত আমাদের অবজ্ঞা করছ। নিজেকে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করছ। এবং সেই সাথে বহু অপুণ্য প্রসব করছ। তদ্ধেতু হে মোঘপুরুষ, তা-ই তোমার দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের কারণ হবে। এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৪১৮. "যো পন ভিক্খু এবং বদেয্য—তথাহং ভগবতা ধম্মং দেসিতং আজানামি, যথা যেমে অন্তরাযিকা ধম্মা বুত্তা ভগবতা তে পটিসেবতো নালং অন্তরাযাতি সো ভিক্খু ভিক্খূহি এবমস্স বচনীযো—মাযস্মা এবং অবচ মা ভগবন্তং অব্ভাচিক্খি ন হি সাধু ভগবতো অব্ভক্খানং ন হি ভগবা এবং বদেয্য অনেকপরিযাযেনাবুসো অন্তরাযিকা ধম্মা অন্তরাযিকা বুত্তা ভগবতা অলঞ্চ পন তে পটিসেবতো অন্তরাযাযাতি। এবঞ্চ সো ভিক্খু ভিক্খূহি বুচ্চমানো তথেব পগ্গণ্হেয্য সো ভিক্খু ভিক্খূহি যাবততিযং সমনুভাসিতব্বো তস্স পটিনিস্সগ্গায। যাবততিযঞ্চে সমনুভাসিযমানো তং পটিনিস্সজ্জেয্য ইচ্চেতং কুসলং নো চে পটিনিস্সজ্জেয্য পাচিত্তিযন্তি।"

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু যদি এরূপ বলে : "ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম আমি এভাবেই জানি; যেমন : ভগবান কর্তৃক যেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ ব্যাখ্যাত হয়েছে, সেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ প্রতিসেবনকারীর কোনো অন্তরায় উৎপাদনে সমর্থ হয় না।" তখন ভিক্ষুগণ কর্তৃক সেই ভিক্ষুকে এরূপ বলা উচিত : "না, আবুসো, এরূপ বলবেন না। ভগবানকে অবজ্ঞা করবেন না। ভগবানকে অবজ্ঞা করা মোটেই সাধু কাজ নয়। ভগবান কখনও এরূপ বলেন না। আবুসো, ভগবান কর্তৃক অনেক প্রকারে অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ অন্তরায়জনক বলে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সত্যই সেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ অন্তরায় উৎপাদনে সমর্থ।" সেই ভিক্ষু অন্যান্য ভিক্ষুগণ কর্তৃক এরূপ বলা সত্ত্বেও পূর্ববৎ সেই পাপদৃষ্টি ধরে থাকলে পুনরায় ভিক্ষুগণ কর্তৃক সেই ভিক্ষুকে তিনবার পর্যন্ত তা পরিত্যাগের জন্যে 'সমনুভাষণ' দান কর্তব্য। তিনবার সমনুভাষণ দান করার পর যদি পরিত্যাগ করে কুশল (ভালো); আর ত্যাগ না করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪১৯. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"এবং বদেয্য" বলতে "ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম আমি এভাবেই জানি; যেমন : ভগবান কর্তৃক যেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ ব্যাখ্যাত হয়েছে, সেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ প্রতিসেবনকারীর কোনো অন্তরায় উৎপাদনে সমর্থ হয় না।"

"সো ভিক্খু" বলতে যেই ভিক্ষু উপরোক্তভাবে বলেন, সেই ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"ভিক্খূহি" বলতে অন্যান্য ভিক্ষুগণ কর্তৃক অর্থাৎ যেই ভিক্ষুগণ

দেখেছেন ও শুনেছেন সেই ভিক্ষুগণ কর্তৃক এরূপ বলা কর্তব্য : "না, আয়ুষ্মান, এরূপ বলবেন না। ভগবানকে অবজ্ঞা করবেন না। ভগবানকে অবজ্ঞা করা মোটেই সাধু (উত্তম) কাজ নয়। ভগবান কখনো এরূপ বলেন না। আবুসো, ভগবান কর্তৃক অনেক প্রকারে অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ অন্তরায়জনক বলে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সত্যই সেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ অন্তরায় উৎপাদনে সমর্থ।" দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার এভাবে বলতে হবে। যদি পরিত্যাগ করে ভালো; আর পরিত্যাগ না করলে দুক্কট অপরাধ হয়। কোনো ভিক্ষু তা শোনার পর উপরোক্তভাবে না বললে, তারও দুক্কট অপরাধ হয়। সেই ভিক্ষুকে সংঘমধ্যে ডেকে বলা উচিত : "না, আয়ুষ্মান, এরূপ বলবেন না। ভগবানকে অবজ্ঞা করবেন না। ভগবানকে অবজ্ঞা করা মোটেই সাধু কাজ নয়। ভগবান কখনো এরূপ বলেন না। আবুসো, ভগবান কর্তৃক অনেক প্রকারে অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ অন্তরায়জনক বলে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সত্যই সেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ অন্তরায় উৎপাদন করতে সমর্থ।" দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার এভাবে বলতে হবে। যদি পরিত্যাগ করে ভালো; আর পরিত্যাগ না করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। সেই ভিক্ষুকে 'সমনুভাষণ' দেওয়া কর্তব্য। হে ভিক্ষুগণ, এভাবে 'সমনুভাষণ' দিতে হবে। দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক এভাবে সংঘকে জ্ঞাত করাতে হবে :

৪২০. ভন্তে সংঘ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন। অমুক ভিক্ষুর এরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে : "ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম আমি এভাবেই জানি; যেমন : ভগবান কর্তৃক যেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ ব্যাখ্যাত হয়েছে, সেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ প্রতিসেবনকারীর কোনো অন্তরায় উৎপাদন করতে সমর্থ হয় না।" সেই ভিক্ষু তার সেই পাপদৃষ্টি পরিত্যাগ করছে না। যদি সংঘের উপযুক্ত সময় বোধ হয়, তাহলে সংঘ অমুক ভিক্ষুকে তার সেই পাপদৃষ্টি পরিত্যাগে সমনুভাষণ দিতে পারেন। ইহাই জ্ঞাপ্তি।

ভন্তে সংঘ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন। অমুক ভিক্ষুর এরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে : "ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম আমি এভাবেই জানি; যেমন : ভগবান কর্তৃক যেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ ব্যাখ্যাত হয়েছে, সেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ প্রতিসেবনকারীর কোনো অন্তরায় উৎপাদনে সমর্থ হয় না।" সেই ভিক্ষু তার সেই পাপদৃষ্টি পরিত্যাগ করছে না। তাই সংঘ অমুক ভিক্ষুকে তার সেই পাপদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্যে সমনুভাষণ দিচ্ছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক ভিক্ষুকে তার পাপদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্যে সমনুভাষণ দান করা সমর্থন করেন, তিনি নীরব থাকবেন। আর যিনি সমর্থন করেন না, তিনি

তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারেও এরূপ বলছি, ভন্তে সংঘ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন। অমুক ভিক্ষুর এরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে : "ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম আমি এভাবেই জানি; যেমন : ভগবান কর্তৃক যেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ ব্যাখ্যাত হয়েছে, সেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ প্রতিসেবনকারীর কোনো অন্তরায় উৎপাদনে সমর্থ হয় না।" সেই ভিক্ষু তার সেই পাপদৃষ্টি পরিত্যাগ করছে না। তাই সংঘ অমুক ভিক্ষুকে তার সেই পাপদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্যে সমনুভাষণ দিচ্ছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক ভিক্ষুকে তার পাপদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্যে সমনুভাষণ দান করা সমর্থন করেন, তিনি নীরব থাকবেন। আর যিনি সমর্থন করেন না, তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

"সংঘ কর্তৃক অমুক ভিক্ষু তার সেই পাপদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্যে সমনুভাষিত হয়েছেন। এতে সমগ্র সংঘ সমর্থন করেন বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এরূপ ধারণা করছি।"

এখানে জ্ঞাপ্তি স্থাপন করা হলে, সেই ভিক্ষুর দুক্কট অপরাধ হয়। দুবার কর্মবাক্য পাঠ শেষ হলে, দুক্কট অপরাধ হয়। তৃতীয়বার কর্মবাক্য পাঠ শেষ হলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪২১. ধর্মত কর্মকে ধর্মত কর্ম ধারণায় পরিত্যাগ না করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ধর্মত কর্মকে 'ধর্মত কর্ম কি না' সন্দেহবশত পরিত্যাগ না করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ধর্মত কর্মকে অধর্মত কর্ম ধারণায় পরিত্যাগ না করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অধর্মত কর্মকে ধর্মত কর্ম ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অধর্মত কর্মকে 'ধর্মত কর্ম কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অধর্মত কর্মকে অধর্মত কর্ম ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়।

৪২২. **অনাপত্তি :** সমনুভাষণ দেওয়া না হলে এবং পরিত্যাগকারীর, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[অরিট্ঠ অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৯. উক্খিত্তসম্ভোগ সিক্খাপদং

(উৎক্ষিপ্ত সম্ভোগ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৪২৩. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ জেনেশুনে সংঘ কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত

দণ্ডকর্ম[১] প্রাপ্ত হয়ে সংঘমধ্যে পুনঃ অগৃহীত বা অপ্রবিষ্ট, পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগী, তথাবাদী অরিষ্ট ভিক্ষুর সাথে সম্ভোগ করতে লাগলেন, সংবাস (সংঘকর্ম) করতে লাগলেন এবং একই চালের নিচে শয়ন করতে লাগলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ জেনেশুনে সংঘ কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত দণ্ডকর্ম প্রাপ্ত হয়ে সংঘমধ্যে পুনঃ অগ্রহীত বা অপ্রবিষ্ট, পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগী, তথাবাদী অরিষ্ট ভিক্ষুর সাথে সম্ভোগ করবেন, সংবাস করবেন এবং একই চালের নিচে শয়ন করবেন?" অতঃপর তাঁরা সেই ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি জেনেশুনে সংঘ কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত দণ্ডকর্ম প্রাপ্ত হয়ে সংঘমধ্যে পুনঃ অগৃহীত বা অপ্রবিষ্ট, পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগকারী, তথাবাদী অরিষ্ট ভিক্ষুর সাথে সম্ভোগ করছ, সংবাস করছ এবং একই চালের নিচে শয়ন করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা জেনেশুনে সংঘ কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত দণ্ডকর্ম প্রাপ্ত হয়ে সংঘমধ্যে পুনঃ অগৃহীত বা অপ্রবিষ্ট, পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগকারী, তথাবাদী অরিষ্ট ভিক্ষুর সাথে সম্ভোগ করবে, সংবাস করবে এবং একই চালের নিচে শয়ন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৪২৪. "যো পন ভিক্‌খু জানং তথাবাদিনা ভিক্‌খুনা অকটানুধম্মেন তং দিট্‌ঠিং অপ্পটিনিস্‌সট্‌ঠেন সদ্ধিং সম্ভুঞ্জেয্য বা সংবাসেয্য বা সহ বা সেয্যং কপ্পেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু জেনেশুনে সংঘ কর্তৃক বিনয়বিধি মোতাবেক উৎক্ষিপ্ত দণ্ডকর্ম প্রাপ্ত হয়ে সংঘমধ্যে অগৃহীত বা অপ্রবিষ্ট, পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগকারী, তথাবাদী ভিক্ষুর সাথে সম্ভোগ করলে, সংবাস করলে বা একই চালের নিচে শয়ন করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪২৫. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

---

[১]. চূলবর্গ দ্রষ্টব্য।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"জানাতি" অর্থে নিজে জানা বা অন্য কেউ তাকে প্রকাশ করা অথবা সে নিজেই তাকে প্রকাশ করা।

"তথাবাদিনা" বলতে "ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম আমি এভাবেই জানি; যেমন : ভগবান কর্তৃক যেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ ব্যাখ্যাত হয়েছে, সেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ প্রতিসেবনকারীর কোনো অন্তরায় উৎপাদনে সমর্থ হয় না।' এরূপ মতবাদীকেই তথাবাদী বুঝানো হয়েছে।

"অকটানুধম্মো" অর্থে সংঘ কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত দণ্ডকর্ম প্রাপ্ত হয়ে সংঘমধ্যে পুনঃ অগৃহীত বা অপ্রবিষ্ট বুঝায়।

"তং দিট্ঠিং অপ্পটিনিস্সট্ঠেন সদ্ধিং" বলতে এতাদৃশ পাপদৃষ্টি বা কুমতলব অপরিত্যাগী ভিক্ষুর সাথে বুঝায়।

"সম্ভুঞ্জেয্য বা" বলতে দ্বিবিধ সম্ভোগ বুঝায়; যথা : আমিষসম্ভোগ এবং ধর্মসম্ভোগ। এস্থলে আমিষসম্ভোগ বলতে আমিষ বা ভোগবস্তু দিলে বা প্রতিগ্রহণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ধর্মসম্ভোগ বলতে নিজে ধর্মশিক্ষা দিলে বা অপরের দ্বারা ধর্মশিক্ষা দেয়ালে অথবা পদ দ্বারা নিজে ধর্ম শিক্ষা দিলে বা অপরের দ্বারা দেয়ালে, প্রতি পদে পদে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অক্ষর দ্বারা নিজে ধর্ম শিক্ষা দিলে বা অপরের দ্বারা দেয়ালে, প্রতি অক্ষরে অক্ষরে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"সংবাসেয্য বা" বলতে উৎক্ষিপ্ত দণ্ডকর্মপ্রাপ্ত ভিক্ষুর সাথে উপোসথ, প্রবারণা অথবা বিবিধ সংঘকর্মাদি করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"সহ বা সেয্যং কপ্পেয্য" বলতে একই চালের নিচে উৎক্ষিপ্ত দণ্ডকর্মপ্রাপ্ত ভিক্ষু শায়িত অবস্থায় অনুৎক্ষিপ্ত ভিক্ষু শয়ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অনুৎক্ষিপ্ত ভিক্ষু শায়িত অবস্থায় উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষু শয়ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উভয়েই একত্রে শয়ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। শয্যা হতে উঠে পুনঃপুন শয়ন করলেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪২৬. উৎক্ষিপ্তকে উৎক্ষিপ্ত ধারণায় সম্ভোগ করলে, সংবাস করলে অথবা একই চালের নিচে শয়ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উৎক্ষিপ্তকে 'উৎক্ষিপ্ত কি না' সন্দেহবশত সম্ভোগ করলে, সংবাস করলে অথবা একই চালের নিচে শয়ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উৎক্ষিপ্তকে অনুৎক্ষিপ্ত ধারণায় সম্ভোগ করলে, সংবাস করলে অথবা একই চালের নিচে শয়ন করলে, কোনো অপরাধ হয় না। অনুৎক্ষিপ্তকে উৎক্ষিপ্ত ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়।

অনুৎক্ষিপ্তকে 'উৎক্ষিপ্ত কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অনুৎক্ষিপ্তকে অনুৎক্ষিপ্ত ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৪২৭. **অনাপত্তি :** অনুৎক্ষিপ্ত বলে জানলে, উৎক্ষিপ্ত হলেও সংঘমধ্যে পুনঃ গৃহীত বা প্রবিষ্ট হয়েছেন বলে জানলে, উৎক্ষিপ্ত পাপদৃষ্টিত্যাগী বলে জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[উক্খিত্তসম্ভোগ নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

১০. কণ্টক সিক্খাপদং

(কণ্টক সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৪২৮. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন কণ্টক নামক শ্রামণের এরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হলো : "ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম আমি এভাবেই জানি; যেমন : ভগবান কর্তৃক যেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ ব্যাখ্যাত হয়েছে, সেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ প্রতিসেবনকারীর কোনো অন্তরায় উৎপাদনে সমর্থ হয় না।" অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষু শুনতে পেলেন যে, কণ্টক নামক শ্রামণের নাকি এরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে : "ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম আমি এভাবেই জানি; যেমন : ভগবান কর্তৃক যেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ ব্যাখ্যাত হয়েছে, সেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ প্রতিসেবনকারীর কোনো অন্তরায় উৎপাদনে সমর্থ হয় না।"

অতঃপর ভিক্ষুগণ যথায় কণ্টক শ্রামণের তথায় উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে কণ্টক শ্রামণেরকে এরূপ বললেন, আবুসো কণ্টক, ইহা কি সত্য যে, তোমার নাকি এরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে : "ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম আমি এভাবেই জানি; যেমন : ভগবান কর্তৃক যেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ ব্যাখ্যাত হয়েছে, সেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ প্রতিসেবনকারীর কোনো অন্তরায় উৎপাদনে সমর্থ হয় না।"

"না, আবুসো কণ্টক, এরূপ বলিও না। ভগবানকে অবজ্ঞা করিও না। ভগবানকে অবজ্ঞা করা মোটেই সাধু কাজ নয়। ভগবান কখনো এরূপ বলেন না। আবুসো কণ্টক, ভগবান কর্তৃক অনেক প্রকারে অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ অন্তরায়জনক বলে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সত্যই সেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ প্রতিসেবনকারীর অন্তরায় উৎপাদনে সমর্থ। ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, অল্পস্বাদযুক্ত কাম ইহ জীবনেই বহু দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং

দোষবহুল। ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, অস্থিকংকালতুল্য কাম ইহ জীবনেই বহু দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং দোষবহুল। ভগবান কর্তৃক বাখ্যাত হয়েছে যে, মাংসাপেশীতুল্য কাম ইহ জীবনেই বহু দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং দোষবহুল। ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, অগ্নিশিখাতুল্য কাম ইহ জীবনেই বহু দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং দোষবহুল। ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, কয়লাখনিতুল্য কাম ইহ জীবনেই বহু দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং দোষবহুল। ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, স্বপ্নতুল্য কাম ইহ জীবনেই বহু দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং দোষবহুল। ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, ঋণদ্রব্যতুল্য কাম ইহ জীবনেই বহু দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং দোষবহুল। ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, বৃক্ষফলতুল্য কাম ইহ জীবনেই বহু দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং দোষবহুল। ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, কসাইখানাতুল্য কাম ইহ জীবনেই বহু দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং দোষবহুল। ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, বল্লমের শূল বা দণ্ডতুল্য কাম ইহ জীবনেই বহু দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং দোষবহুল। ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, সর্পশিরতুল্য কাম ইহ জীবনেই বহু দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং দোষবহুল।”

সেই ভিক্ষুগণ কর্তৃক এভাবে বলা হলেও কণ্টক শ্রামণের পূর্ববৎ সেই পাপদৃষ্টি বেশ দৃঢ়তার সাথে এবং অনমনীয়ভাবে এই বলে প্রকাশ করল : “হ্যাঁ ভন্তে, ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম আমি এভাবেই জানি; যেমন : ভগবান কর্তৃক যেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ ব্যাখ্যাত হয়েছে, সেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ প্রতিসেবনকারীর কোনো অন্তরায় উৎপাদনে সমর্থ হয় না।” সেই ভিক্ষুগণ যেহেতু কণ্টক শ্রামণের এতাদৃশ পাপদৃষ্টি দূর করতে সমর্থ হলেন না। তদ্ধেতু সেই ভিক্ষুগণ যথায় ভগবান তথায় উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে কণ্টক শ্রামণেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে কণ্টক, ইহা কি সত্য যে, তোমার নাকি এরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে : “ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম আমি এভাবেই জানি; যেমন : ভগবান কর্তৃক যেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ ব্যাখ্যাত হয়েছে, সেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ প্রতিসেবনকারীর কোনো অন্তরায় উৎপাদনে সমর্থ হয় না?” “হ্যাঁ, প্রভু, ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম আমি

এভাবেই জানি; যেমন : ভগবান কর্তৃক যেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ ব্যাখ্যাত হয়েছে, সেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ প্রতিসেবনকারীর কোনো অন্তরায় উৎপাদনে সমর্থ হয় না।”

হে মোঘপুরুষ, কী হেতু তুমি মৎ কর্তৃক দেশিত ধর্ম এরূপ জেনেছ? মোঘপুরুষ, মৎ কর্তৃক অনেক প্রকারে অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ অন্তরায়জনক বলে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ প্রতিসেবনকারীর অন্তরায় উৎপাদনে সমর্থ নয় কি? মৎ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, অল্পস্বাদযুক্ত কাম ইহ জীবনেই বহু দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং দোষবহুল। মৎ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, অস্থিকংকাল তুল্য কাম ইহ জীবনেই বহু দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং দোষবহুল। মৎ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, মাংসপেশীতুল্য কাম ইহ জীবনেই বহু দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং দোষবহুল। মৎ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, অগ্নিশিখাতুল্য কাম ইহ জীবনেই বহু দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং দোষবহুল। মৎ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, কয়লাখনিতুল্য কাম ইহ জীবনেই বহু দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং দোষবহুল। মৎ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, স্বপ্নতুল্য কাম ইহ জীবনেই বহু দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং দোষবহুল। মৎ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, ঋণদ্রব্য তুল্য কাম ইহ জীবনেই বহু দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং দোষবহুল। মৎ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, বৃক্ষফলতুল্য কাম ইহ জীবনেই বহু দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং দোষবহুল। মৎ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, কসাইখানাতুল্য কাম ইহ জীবনেই বহু দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং দোষবহুল। মৎ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, বল্লমের শূল বা দণ্ডতুল্য কাম ইহ জীবনেই বহু দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং দোষবহুল। মৎ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, সর্পশিরতুল্য কাম ইহ জীবনেই বহু দুঃখপ্রদায়ী, বহু উপায়াসপ্রদায়ী এবং দোষবহুল।

হে মোঘপুরুষ, অথচ তুমি নিজের ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে আমাদের অবজ্ঞা করছ। নিজেকে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করছ এবং সেই সাথে বহু অপুণ্য প্রসব করছ। মোঘপুরুষ, তা-ই তোমার দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের কারণ হবে। মোঘপুরুষ, এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা উৎপাদন এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের অন্যথাভাব আনয়ন করবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ধর্মকথা উত্থাপনপূর্বক

ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, তাহলে সংঘ কণ্টক শ্রামণেরকে নাশিত করুক। ভিক্ষুগণ, এভাবে নাশিত করতে হবে : আবুসো কণ্টক, অদ্য হতে ইনিই তোমার সেই ভগবান শাস্তা এরূপ বলবে না। অন্যান্য শ্রামণেরগণ যেমন ভিক্ষুগণের সাথে দু-তিন রাত্রি একই চালের নিচে শয়ন করতে পারে, তেমন সুযোগ আর তুমি পাবে না। তুমি এখান হতে চলে যাও। আমাদের হতে পৃথক হয়েছ। তুমি বিনষ্ট হয়েছ। অতঃপর সংঘ উপরোক্তভাবে কণ্টক শ্রামণেরকে নাশিত করলেন।

সে সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ জেনেশুনে উপর্যুক্তভাবে নাশিত কণ্টক শ্রামণেরকে পাত্র-চীবরাদি ও শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষা দিব বলে কথা বলতে লাগলেন, তার চূর্ণ-দন্তকাষ্ঠাদি গ্রহণ করতে লাগলেন, সম্ভোগ করতে লাগলেন এবং একই চালের নিচে শয়ন করতে লাগলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ জেনেশুনে উপর্যুক্তভাবে নাশিত কণ্টক শ্রামণেরকে পাত্র-চীবরাদি ও শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষা দিব বলে কথা বলবে, তার চূর্ণ-দন্তকাষ্ঠাদি গ্রহণ করবে, সম্ভোগ করবে এবং একই চালের নিচে শয়ন করবে?" অতঃপর ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি জেনেশুনে উপর্যুভাবে নাশিত কণ্টক শ্রামণেরকে পাত্র-চীবরাদি ও শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষা দিব বলে কথা বলছ, তার চূর্ণ-দন্তকাষ্ঠাদি গ্রহণ করছ, সম্ভোগ করছ এবং একই চালের নিচে শয়ন করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা জেনেশুনে উপর্যুক্তভাবে নাশিত কণ্টক শ্রামণেরকে পাত্র-চীবরাদি ও শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষা দিব বলে কথা বলবে, তার চূর্ণ-দন্তকাষ্ঠাদি গ্রহণ করবে, সম্ভোগ করবে এবং একই চালের নিচে শয়ন করবে? মোঘপুরুষেরা, এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৪২৯. "সমণুদ্দেসোপি চে এবং বদেয্য—তথাহং ভগবতা ধম্মং দেসিতং আজানামি, যথা যেমে অন্তরাযিকা ধম্মা বুত্তা ভগবতা তে পটিসেবতো নালং

অন্তরাযাতি সো সমণুদ্দেসো ভিক্খূহি এবমস্স বচনীযো—“মাবুসো সমণুদ্দেস এবং অবচ মা ভগবন্তং অব্ভাচিক্খি ন হি সাধু ভগবতো অব্ভক্খানং ন হি ভগবা এবং বদেয্য। অনেকপরিযাযেনাবুসো সমণুদ্দেস অন্তরাযিকা ধম্মা অন্তরাযিকা বুত্তা ভগবতা অলঞ্চ পন তে পটিসেবতো অন্তরাযাযাতি। এবঞ্চ সো সমণুদ্দেসো ভিক্খূহি বুচ্চমানো তথেব পগ্গণ্হেয্য সো সমণুদ্দেসো ভিক্খূহি এবমস্স বচনীযো—“অজ্জতগ্গে তে আবুসো সমণুদ্দেস ন চেব সো ভগবা সত্থ অপদিসিতব্বো। যম্পি চঞ্ঞে সমণুদ্দেসা লভন্তি ভিক্খূহি সদ্ধিং দিরত্তিতিরত্তং সহসেয্যং সাপি তে নত্থি। চর পিরে বিনস্সাতি। যো উপট্ঠাপেয্য বা সম্ভুঞ্জেয্য বা সহ বা সেয্যং কপ্পেয্য পাচিত্তিয”ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : যদি কোন শ্রামণের (সমণুদ্দেসো) এরূপ বলে : ‘ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম আমি এভাবেই জানি; যেমন : ভগবান কর্তৃক যেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ ব্যাখ্যাত হয়েছে, সেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ প্রতিসেবনকারীর কোনো অন্তরায় উৎপাদনে সমর্থ হয় না।” তখন অন্যান্য ভিক্ষুগণ কর্তৃক সেই শ্রামণেরকে এরূপ বলা উচিত : ‘না, আবুসো শ্রামণের, এরূপ বলিও না। ভগবানকে অবজ্ঞা করিও না। ভগবানকে অবজ্ঞা করা মোটেই সাধু কাজ নয়। ভগবান কখনো এরূপ বলেন না। আবুসো শ্রামণের, ভগবান কর্তৃক অনেক প্রকারে অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ অন্তরায়জনক বলে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সত্যই সেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ প্রতিসেবনকারীর অন্তরায় উৎপাদনে সমর্থ।’ অন্যান্য ভিক্ষুগণ কর্তৃক সেই শ্রামণেরকে এরূপ বলা হলেও পূর্ববৎ সেই পাপদৃষ্টি ধরে থাকলে, সেই শ্রামণেরকে অন্যান্য ভিক্ষুগণ কর্তৃক এরূপ বলা উচিত : “আবুসো শ্রামণের, অদ্য হতে ইনিই তোমার সেই ভগবান শাস্তা এরূপ বলবেন না। অন্যান্য শ্রামণেরগণ যেমন ভিক্ষুগণের সাথে দু-তিন রাত্রি একই চালের নিচে শয়ন করতে পারে, তেমন সুযোগ আর তুমি পাবে না। তুমি এখান হতে চলে যাও। আমাদের হতে পৃথক হয়েছ। তুমি বিনষ্ট হয়েছ।” যেকোনো ভিক্ষু জেনেশুনে তাদৃশ নাশিত শ্রামণেরকে পাত্র-চীবরাদি ও তার চূর্ণ-দন্তকাষ্ঠাদি গ্রহণ করলে, সম্ভোগ করলে, এবং একই চালের নিচে শয়ন করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪৩০. “সমণুদ্দেসো” অর্থে শ্রামণের বলা হয়েছে।

“এবং বদেয্য” বলতে “ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম আমি এভাবেই জানি; যেমন : ভগবান কর্তৃক যেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ ব্যাখ্যাত হয়েছে, সেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ প্রতিসেবনকারীর কোনো অন্তরায় উৎপাদনে

সমর্থ হয় না।"

"সো সমনুদ্দেসো" বলতে যিনি এরূপবাদী শ্রামণের।

"ভিক্‌খূহি" বলতে অন্যান্য ভিক্ষুগণ কর্তৃক অর্থাৎ যারা দেখেছেন বা শুনেছেন, সেই ভিক্ষুগণকর্তৃক এরূপ বলা কর্তব্য : "না, আবুসো শ্রামণের, এরূপ বলিও না। ভগবানকে অবজ্ঞা করিও না। ভগবানকে অবজ্ঞা করা মোটেই সাধু কাজ নয়। ভগবান কখনো এরূপ বলেন না। আবুসো শ্রামণের, ভগবান কর্তৃক অনেক প্রকারে অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ অন্তরায়জনক বলে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সত্যই সেই অন্তরায়জনক ধর্মসমূহ প্রতিসেবনকারীর অন্তরায় উৎপাদনে সমর্থ।" দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও এভাবে বলতে হবে। যদি পরিত্যাগ করে ভালো, আর পরিত্যাগ না করলে, তখন সেই শ্রামণেরকে ভিক্ষুগণ কর্তৃক এরূপ বলা উচিত : "আবুসো শ্রামণের, অদ্য হতে ইনিই তোমার সেই ভগবান শাস্তা এরূপ বলবে না। অন্যান্য শ্রামণেরগণ যেমন ভিক্ষুগণের সাথে দু-তিন রাত্রি একচালের নিচে শয়ন করতে পারে, তেমন সুযোগ আর তুমি পাবে না। তুমি এখান হতে চলে যাও। আমাদের হতে পৃথক হয়েছ। তুমি বিনষ্ট হয়েছ।"

"যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্‌খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"জানাতি" বলতে নিজে জানা বা অন্য কেউ তাকে প্রকাশ করা অথবা সে নিজেই প্রকাশ করা।

"তথানাসিতং" বলতে উপর্যুক্তভাবে নাশিতকে বুঝায়।

"উপলাপেয্য বা" বলতে তাকে পাত্র-চীবরাদি ও শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষা অথবা প্রশ্নোত্তর দিব বলে কথা বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"উপট্‌ঠাপেয্য বা" বলতে তার চূর্ণ, মৃত্তিকা, দন্তকাষ্ঠ বা মুখ ধোয়ার জল ইত্যাদি গ্রহণ করলে অর্থাৎ তার সেবা-পরিচর্যাদি গ্রহণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"সম্ভুঞ্জেয্য বা" বলতে দ্বিবিধ সম্ভোগ বুঝায়; যথা : আমিষসম্ভোগ এবং ধর্মসম্ভোগ। এস্থলে আমিষসম্ভোগ বলতে আমিষ বা ভোগ্যবস্তু ইত্যাদি দিলে বা প্রতিগ্রহণ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ধর্মসম্ভোগ বলতে নিজে বা অপরের দ্বারা ধর্ম শিক্ষা দেয়ালে অথবা পদ দ্বারা নিজে বা অপরের দ্বারা ধর্ম শিক্ষা দেয়ালে, প্রতি পদে পদে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অক্ষর দ্বারা নিজে বা অপরের দ্বারা ধর্ম শিক্ষা দেয়ালে, প্রতি অক্ষরে অক্ষরে পাচিত্তিয় অপরাধ

হয়।

“সহ বা সেয্যং কপ্পেয্য” বলতে একই চালের নিচে তাদৃশ নাশিত শ্রামণের শায়িত অবস্থায় ভিক্ষু শয়ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ভিক্ষু শায়িত অবস্থায় তাদৃশ নাশিত শ্রামণের শয়ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উভয়েই একত্রে শয়ন করলে, পাচিত্তয় অপরাধ হয়। শয্যা হতে উঠে পুনঃপুন শয়ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪৩১. নাশিতকে নাশিত ধারণায় পাত্র-চীবরাদি ও শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষা দিব বলে কথা বললে, তার চূর্ণ-দন্তকাষ্ঠাদি গ্রহণ করলে, সম্ভোগ করলে অথবা একই চালের নিচে শয়ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। নাশিতকে ‘নাশিত কি না’ সন্দেহবশত পাত্র-চীবরাদি ও শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষা দিব বলে কথা বললে, তার চূর্ণ-দন্তকাষ্ঠাদি গ্রহণ করলে, সম্ভোগ করলে অথবা একই চালের নিচে শয়ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। নাশিতকে অনাশিত ধারণায় পাত্র-চীবরাদি ও শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষা দিব বলে কথা বললে, তার চূর্ণ-দন্তকাষ্ঠাদি গ্রহণ, সম্ভোগ করলে অথবা একই চালের নিচে শয়ন করলে, কোনো অপরাধ হয় না। অনাশিতকে নাশিত ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অনাশিতকে ‘নাশিত কি না’ সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অনাশিতকে অনাশিত ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৪৩২. অনাপত্তি : ‘অনাশিত’ বলে জানলে, ‘সে পাপদৃষ্টিপরিত্যাগী’ বলে জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[কণ্টক দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[সপ্পাণক বর্গ সমাপ্ত]

তস্সুদ্দানং/ স্মারক গাথা

সজ্ঞানেবধ, প্রাণীযুক্ত, অবৈধবিচার আর দুট্ঠুল্লাচ্ছাদনে;
ঊনবিংশবর্ষ, মরুযাত্রীদল, সংবিধানে ও অরিষ্টকে;
উৎক্ষিপ্ত আর কণ্টককেতে দশেতে ইহা শিক্ষাপদে।

৮. সহধার্মিক বর্গ

১. সহধম্মিক সিক্খাপদং

(প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৪৩৩. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান কোশাম্বীস্থ ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান ছন্ন অনাচার আচরণ করতে লাগলেন। ইহা দেখে ভিক্ষুগণ এরূপ বললেন, "আবুসো ছন্ন, এরূপ করবেন না। ইহা মোটেই সঠিক হচ্ছে না।" তখন সে এরূপ বলল, "আবুসো, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি অন্য সুদক্ষ বিনয়ধর ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা না করছি, ততক্ষণ আপনাদের কথিত শিক্ষাপদ আমি মানতে পারব না।" এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন আয়ুষ্মান ছন্ন ভিক্ষুগণ কর্তৃক ভগবান প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ দ্বারা বলা হলেও এরূপ বলেন : আবুসো, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি অন্য সুদক্ষ বিনয়ধর ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা না করছি, ততক্ষণ আপনাদের কথিত শিক্ষাপদ আমি মানতে পারব না?" অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই ছন্ন ভিক্ষুকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা সবিস্তারে নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে আয়ুষ্মান ছন্নকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ছন্ন, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি ভিক্ষুগণ কর্তৃক ভগবান প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ দ্বারা বলা হলে এরূপ বলো : আবুসো, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি অন্য সুদক্ষ বিনয়ধর ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা না করছি, ততক্ষণ আপনাদের কথিত শিক্ষাপদ আমি মানতে পারব না? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" বুদ্ধ ভগবান এতে খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষ, কী হেতু তুমি ভিক্ষুগণ কর্তৃক ভগবান প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ দ্বারা বলা হলে এরূপ বলবে : আবুসো, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি অন্য সুদক্ষ বিনয়ধর ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা না করছি, ততক্ষণ আপনাদের কথিত শিক্ষাপদ আমি মানতে পারব না? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৪৩৪. "যো পন ভিক্খু ভিক্খূহি সহধম্মিকং বুচ্চমানো এবং বদেয্য—'ন তাবাহং আবুসো এতস্মিং সিক্খাপদে সিক্খিস্সামি যাব ন অঞ্ঞং ভিক্খুং ব্যত্তং বিনযধরং পরিপুচ্ছামী'তি পাচিত্তিযং। সিক্খমানেন ভিক্খবে ভিক্খুনা

অঞ্ঞাতব্বং পরিপুচ্ছিতব্বং পরিপঞ্হিতব্বং–অযং তত্থ সামীচী”তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু যদি অন্যান্য ভিক্ষুগণ কর্তৃক ভগবান প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ দ্বারা বলা হলে এরূপ বলেন—“আবুসো, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি অন্য সুদক্ষ বিনয়ধর ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা না করছি, ততক্ষণ আপনাদের কথিত শিক্ষাপদ আমি মানতে পারব না” এভাবে বললে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। এক্ষেত্রে হে ভিক্ষুগণ, শিক্ষাকামী ভিক্ষু কর্তৃক জেনে নেওয়া কর্তব্য। ভন্তে, ইহা কী প্রকার? ইহার অর্থ কী? এভাবে প্রতিজিজ্ঞাসা করা কর্তব্য। এখানে ইহাই সমীচীন।

৪৩৫. “যো পন” বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

“ভিক্খু” বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

“ভিক্খূহি” বলতে অন্যান্য ভিক্ষুগণ কর্তৃক বলা হয়েছে।

“সহধম্মিকং” বলতে ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদই অভিপ্রেত। সেই প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ দ্বারা বলা হলে সে এরূপ বলে : “আবুসো, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি অন্য সুদক্ষ বিনয়ধর ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা না করছি, ততক্ষণ আপনাদের কথিত শিক্ষাপদ আমি মানতে পারব না।” এভাবে পণ্ডিত, সুদক্ষ, মেধাবী, বহুশ্রুত ও ধর্মকথিক ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করছি বলামাত্রই পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪৩৬. উপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় এরূপ বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উপসম্পন্নকে ‘উপসম্পন্ন কি না’ সন্দেহবশত এরূপ বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় এরূপ বললে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

“ইহা আত্মসংযমে, ক্লেশবিনাশার্থে, প্রসাদ উৎপাদনের জন্যে, পুনর্জন্ম নিরোধে এবং বীর্যারম্ভতায় সংবর্তিত (উপনীত) করে না” এভাবে অপ্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ দ্বারা বলা হলে, সেও যদি এরূপ বলে : “আবুসো, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি অন্য সুদক্ষ, বিনয়ধর, পণ্ডিত, মেধাবী, বহুশ্রুত, ও ধর্মকথিক ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা না করছি, ততক্ষণ আপনাদের কথিত শিক্ষাপদ আমি মানতে পারব না” এভাবে বলামাত্রই দুক্কট অপরাধ হয়।

“ইহা আত্মসংযমে, ক্লেশবিনাশার্থে, প্রসাদ উৎপাদনের জন্যে, পুনর্জন্ম নিরোধে এবং বীর্যারম্ভতায় সংবর্তিত করে না” এভাবে অনুপসম্পন্ন কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বা অপ্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ দ্বারা বলা হলে, সেও যদি এরূপ বলে : “আবুসো, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি অন্য সুদক্ষ, বিনয়ধর, পণ্ডিত, মেধাবী,

বহুশ্রুত, ও ধর্মকথিক ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা না করছি, ততক্ষণ আপনাদের কথিত শিক্ষাপদ আমি মানতে পারব না" এভাবে বলামাত্রই দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে 'উপসম্পন্ন কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়।

"সিক্খামানেন" বলতে শিক্ষাকামী কর্তৃক বলা হয়েছে।

"অঞ্ঞাতব্বং" বলতে জেনে নেওয়া কর্তব্য বা জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য।

"পরিপুচ্ছিতব্বং" বলতে "ভন্তে, ইহা কী প্রকার? ইহার অর্থ কী? এভাবে জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য।

"পরিপঞ্হিতব্বং" বলতে এ সম্পর্কে চিন্তা করা কর্তব্য বা নিরীক্ষণ করা কর্তব্য।

"অযং তত্থ সামীচী" বলতে এক্ষেত্রে ইহাই সমীচীন বা অনুধর্মতা।

৪৩৭. **অনাপত্তি :** 'আমি জানব, শিক্ষা করব' এই ভেবে বললে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[সহধম্মিক প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

২. বিলেখন সিক্খাপদং

(উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৪৩৮. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে অনেক প্রকারে বিনয়কথা[১] দেশনা করছিলেন, বিনয়ের বর্ণ[২] দেশনা করছিলেন, বিনয় পরিয়ুত্তির বর্ণ[৩] দেশনা করছিলেন এবং একই সাথে আয়ুষ্মান উপালির বর্ণ (গুণ) দেশনা করছিলেন। এতে ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হলো : "ভগবান অনেক প্রকারে বিনয় কথা দেশনা করলেন, বিনয়ের বর্ণ দেশনা করলেন, বিনয় পরিয়ুত্তির বর্ণ দেশনা করলেন এবং একই সাথে আয়ুষ্মান উপালির গুণ বর্ণনা করলেন। সুতরাং আবুসো, আসুন আমরা আয়ুষ্মান উপালির নিকট বিনয় শিক্ষা করি।" এই বলে তাঁরা উপালির নিকট বিনয়

---

[১]. কপ্পিয়-অকপ্পিয় ও আপত্তি-অনাপত্তি ইত্যাদি প্রতিসংযুক্ত কথা।

[২]. পঞ্চ ও সপ্তবিধ আপত্তিস্কন্ধাদিবশে মাতিকা ব্যতীত প্রতিটি শব্দের অর্থ বিভাজন করে বর্ণনা করা।

[৩]. বিনয় শিক্ষাকালে শিক্ষার্থীদেরকে বিনয়শাস্ত্র অধ্যয়নের বর্ণ, গুণ ও আনিশংসাদির কথা।

শিক্ষা করতে লাগলেন।

অতঃপর ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হলো : "আবুসো, এখন তো স্থবির, নবীন এবং মধ্যম বহুসংখ্যক ভিক্ষু আয়ুষ্মান উপালির নিকট বিনয় শিক্ষা করছেন। তারা যদি বিনয়ে প্রাজ্ঞ ও পারদর্শী হন, তাহলে আমাদের যেমন খুশি তেমনভাবে এদিক-ওদিক টানা-হেঁচড়া করবেন অর্থাৎ নানা ভুল-ভ্রান্তি আদি নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন। তাই আবুসো, আসুন আমরা বিনয়ের নিন্দা করি।" অতঃপর ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অন্যান্য ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বলতে লাগলেন, "এসব ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ সম্পর্কে শিক্ষার কী প্রয়োজন? এতে কেবল উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর সন্দেহই উৎপন্ন হয়ে থাকে নয় কি?" এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ বিনয়ের নিন্দা করবেন? অতঃপর ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি বিনয়ের নিন্দা করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা বিনয়ের নিন্দা করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৪৩৯. "যো পন ভিক্খু পাতিমোক্খে উদ্দিস্সমানে এবং বদেয্য—'কিং পনিমেহি খুদ্দানুখুদ্দেহি সিক্খাপদেহি উদ্দিট্ঠেহি যাবদেব কুক্কুচ্চায বিহেসায বিলেখায সংবত্তন্তীতি সিক্খাপদ বিবণ্ণকে পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু যদি প্রাতিমোক্ষ শিক্ষা করার সময় এরূপ বলে : "এসব ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ শিক্ষার কী প্রয়োজন? এতে কেবল উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর সন্দেহই উৎপন্ন হয়ে থাকে!" এভাবে শিক্ষাপদের নিন্দা করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪৪০. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"পাতিমোক্খে উদ্দিস্সমানে" বলতে আচার্য নিজে শিক্ষা প্রদানকালে বা

অপরের দ্বারা শিক্ষা প্রদানকালে অথবা নিজে অধ্যয়নকালীন।

"এবং বদেয্য" বলতে 'এসব ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ শিক্ষার কী প্রয়োজন? এতে কেবল উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর সন্দেহই উৎপন্ন হয়ে থাকে! যিনি ইহা শিক্ষা করেন, তার সন্দেহ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা উৎপন্ন হয়ে থাকে; আর যিনি ইহা শিক্ষা করেন না, তার কোনো প্রকার সন্দেহ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা উৎপন্ন হয় না। সুতরাং ইহা আবৃত্তি না করাই ভাল, ইহা শিক্ষা না করাই ভালে, ইহা আয়ত্ত না করাই ভালো, ইহা ধারণ না করাই ভালো অথবা এই পৃথিবী হতে বিনয় অন্তর্হিত হোক এবং এই ভিক্ষুগণ অপ্রাজ্ঞ ও অপারদর্শী হোন।" এই চিন্তায় উপসম্পন্নের (ভিক্ষুর) নিকট বিনয়ের নিন্দা তথা অবজ্ঞা করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪৪১. উপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় বিনয়ের নিন্দা করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উপসম্পন্নকে 'উপসম্পন্ন কি না' সন্দেহবশত বিনয়ের নিন্দা করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় বিনয়ের নিন্দা করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অন্য ধর্ম বিষয়ের (উপদেশের) নিন্দা করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নের নিকট বিনয় কিংবা অন্য ধর্মোপদেশের নিন্দা করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে 'উপসম্পন্ন কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়।

৪৪২. **অনাপত্তি :** 'প্রথমে তুমি সুত্তন্ত, গাথা কিংবা অভিধর্ম শিক্ষা কর, পরবর্তী সময়ে বিনয় শিক্ষা করবে' এভাবে নিন্দাকারী না হয়ে উপদেশ প্রদানে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[বিলেখন দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৩. মোহন সিক্খাপদং

(অমনোযোগ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৪৪৩. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অনাচার আচরণ করে "এই ভিক্ষু অজ্ঞানের বশবর্তী হয়েছে বলে জানুক" এই ভেবে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকালে এরূপ বলতে লাগলেন, "আমরা তো এখনই জানতে পারলাম যে, এই ধর্মটি নাকি সূত্রাগত ও সূত্রান্তর্গত এবং প্রতি অর্ধমাসে উপোসথ

দিবসে আবৃত্তি করা হয়ে থাকে।” এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, “কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকালে এরূপ বলেন : আমরা তো এখনই জানতে পারালাম যে, এই ধর্মটি নাকি সূত্রাগত ও সূত্রান্তর্গত এবং প্রতি অর্ধমাসে উপোসথ দিবসে আবৃত্তি হয়ে থাকে?” অতঃপর ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকালে এরূপ বলো : “আমরা তো এখনই জানতে পারলাম যে, এই ধর্মটি নাকি সূত্রাগত ও সূত্রান্তর্গত এবং প্রতি অর্ধমাসে উপোসথ দিবসে আবৃত্তি হয়ে থাকে? “হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।” এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকালে এরূপ বলবে : “আমরা তো এখনই জানতে পারলাম যে, এই ধর্মটি নাকি সূত্রাগত ও সূত্রান্তর্গত এবং প্রতি অর্ধমাসে উপোসথ দিবসে আবৃত্তি হয়ে থাকে?” মোঘপুরুষেরা, এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৪৪৪. “যো পন ভিক্খু অন্বদ্ধমাসং পাতিমোক্খে উদ্দিস্সমানে এবং বদেয্য—‘ইদানেব খো অহং জানামি অযম্পি কির ধম্মো সুত্তাগতো সুত্তপরিযাপন্নো অন্বদ্ধমাসং উদ্দেসং আগচ্ছতী’তি। তঞ্চে ভিক্খুং অঞ্ঞে ভিক্খূ জানেয্যুং নিসিন্নপুব্বং ইমিনা ভিক্খুনা দ্বত্তিক্খত্তুং পাতিমোক্খে উদ্দিস্সমানে কো পন বাদো ভিয্যো ন চ তস্স ভিক্খুনো অঞ্ঞাণকেন মুত্তি অত্থি, যঞ্চ তত্থ আপত্তিং আপন্নো তঞ্চ যথাধম্মো কারেতব্বো উত্তরি চস্স মোহো আরোপেতব্বো—‘তস্স তে আবুসো অলাভা তস্স তে দুল্লদ্ধং, যং ত্বং পাতিমোক্খে উদ্দিস্সমানে না সাধুকং অট্ঠিং কত্বা মনসি করোসী’তি। ইদং তস্মিং মোহনকে পাচিত্তিয”ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু যদি প্রতি অর্ধমাসে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকালে এরূপ বলে : ‘আমি এখনই জানতে পারলাম যে, এই ধর্মটি নাকি সূত্রাগত ও সূত্রান্তর্গত এবং প্রতিঅর্ধমাসে উপোসথ দিবসে আবৃত্তি হয়ে থাকে।’

অথচ সেই ভিক্ষু সম্পর্কে অন্য ভিক্ষুগণ জানেন যে, ইতিপূর্বেও সেই

ভিক্ষু দু-তিনবার প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকালে উপবিষ্ট ছিলেন; ততোধিক বারের কথাই বা কি, তথাপি অজ্ঞানের বশবর্তী হবার দরুণ সেই ভিক্ষু আপত্তি হতে মুক্তি নাই। তদ্ধেতু সে যেই যেই শিক্ষাপদ লঙ্ঘনজনিত আপত্তিগ্রস্ত হয়েছে, সেই সেই শিক্ষাপদ অনুযায়ী তার দণ্ড বিধান করতে হবে। তার উপর এভাবেই মোহ আরোপ করতে হবে :

'আবুসো, তদ্বিষয়ে তোমার বড়ই অলাভ হয়েছে, তদ্বিষয়ে তোমার বড়ই দুর্লব্ধ হয়েছে। তুমি যে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকালে উত্তমভাবে অর্থের প্রতি মনোনিবেশ কর নাই।' এভাবে বলার পরও তদ্বিষয়ের প্রতি মোহগ্রস্ত বা অমনোযোগী হলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪৪৫. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"অন্বদ্ধমাসং" বলতে প্রতি অর্ধমাসে উপোসথ দিবসে বলা হয়েছে।

"পাতিমোক্খে উদ্দিস্সমানে" বলতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকালে বলা হয়েছে।

"এবং বদেয্য" বলতে অনাচার আচরণ করার পর 'অজ্ঞানের বশবর্তী হয়েছি বলে জানুক' এই ভেবে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকালে এভাবে বলা : "আমি তো এখনই জানতে পারলাম যে, এই ধর্মটি নাকি সূত্রাগত ও সূত্রান্তর্গত এবং প্রতি অর্ধমাসে উপোসথ দিবসে আবৃত্তি হয়ে থাকে!" এভাবে বললে, দুক্কট অপরাধ হয়।

অন্যান্য ভিক্ষুগণ সেই অমনোযোগী ভিক্ষু সম্পর্কে জানেন যে, ইতিপূর্বেও এই ভিক্ষু দু-তিনবার প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকালে উপবিষ্ট ছিলেন; ততোধিক বারের কথাই বা কি! তথাপি অজ্ঞানের বশবর্তী হবার দরুন সেই ভিক্ষুর আপত্তি হতে মুক্তি নাই। তদ্ধেতু সে যেই যেই শিক্ষাপদ লঙ্ঘনজনিত আপত্তিগ্রস্ত হয়েছে, সেই সেই শিক্ষাপদ অনুযায়ী তার দণ্ড বিধান করতে হবে এবং তার উপর মোহ আরোপ করতে হবে। হে ভিক্ষুগণ, এভাবে মোহ আরোপ করতে হবে। দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক সংঘকে এভাবে জ্ঞাপন করাতে হবে :

৪৪৬. "ভন্তে সংঘ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন। এই অমুক ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকালে উত্তমভাবে অর্থের প্রতি মনোনিবেশ করেন নাই। যদি সংঘের উপযুক্ত সময় বোধ হয়; তাহলে অমুক ভিক্ষুকে মোহ আরোপ করতে পারেন।" ইহাই জ্ঞাপ্তি

“ভন্তে সংঘ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন। এই অমুক ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকালে উত্তমভাবে অর্থের প্রতি মনোনিবেশ করেন নাই। সুতরাং সংঘ অমুক ভিক্ষুকে মোহ আরোপ করছেন। যেই ভিক্ষু অমুক ভিক্ষুকে মোহ আরোপ করা সমর্থন করেন, তিনি নীরব থাকবেন; আর যিনি সমর্থন করেন না, তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।”

“সংঘ কর্তৃক অমুক ভিক্ষুকে মোহ আরোপ করা হয়েছে। এতে উপস্থিত সমগ্র সংঘ সমর্থন করেন বিধায় নীরব রয়েছেন—আমি এরূপ ধারণা পোষণ করছি।”

মোহ আরোপিত হবার পূর্বে মোহগ্রস্ত বা অমনোযোগী হলে, দুক্কট অপরাধ হয়। মোহ আরোপিত হবার পর মোহগ্রস্ত বা অমনোযোগী হলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪৪৭. ধর্মত কর্মকে ধর্মত কর্ম ধারণায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ধর্মত কর্মকে ‘ধর্মত কর্ম কি না’ সন্দেহবশত পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ধর্মত কর্মকে অধর্মত কর্ম ধারণায় মোহগ্রস্ততা বা অমনোযোগীতা প্রদর্শনে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অধর্মত কর্মকে ধর্মত কর্ম ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অধর্মত কর্মকে ‘ধর্মত কর্ম কি না’ সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অধর্মত কর্মকে অধর্মত কর্ম ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়।

৪৪৮. **অনাপত্তি :** বিস্তৃত দেশনা শ্রুত না হলে, দু-তিনবারের কম বিস্তৃত দেশনা শ্রুত হলে, মোহগ্রস্ত বা অমনোযোগী হবার ইচ্ছা না থাকলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[মোহন তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৪. পহার সিক্খাপদং

(প্রহার সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৪৪৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণকে প্রহার করতে লাগলেন। তাই তারা রোদন করতে লাগলেন। অন্যান্য ভিক্ষুগণ তাদের রোদন করতে দেখে এরূপ বললেন, “আবুসো, আপনারা রোদন করছেন কেন?” “আবুসো, এই ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে আমাদের প্রহার করছেন।” এতে যে সকল

ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে অন্য ভিক্ষুদের প্রহার করবেন?" অতঃপর তারা সেই ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে অন্য ভিক্ষুদের প্রহার করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে অন্য ভিক্ষুদের প্রহার করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৪৫০. "যো পন ভিক্খু ভিক্খুস্স কুপিতো অনত্তমনো পহারং দদেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর প্রতি ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে প্রহার করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪৫১. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"ভিক্খুস্স" বলতে অন্য ভিক্ষুর প্রতি বুঝায়।

"কুপিতো অনত্তমনো" বলতে ক্রুদ্ধ, রাগান্বিত, আহতচিত্ত ও অসন্তুষ্ট হয়ে।

"পহারং দদেয্য" বলতে শরীর দ্বারা, শরীরসংশ্লিষ্ট কোনো বস্তু দ্বারা অথবা নিক্ষেপন দ্বারা; এমনকি উৎপলপত্র দ্বারা প্রহার করলেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪৫২. উপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে প্রহার করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উপসম্পন্নকে 'উপসম্পন্ন কি না' সন্দেহবশত ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে প্রহার করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে প্রহার করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অনুপসম্পন্নকে ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে প্রহার করলে, দুক্কট অপরাধ হয়।

অনুপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে 'উপসম্পন্ন কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়।

৪৫৩. **অনাপত্তি :** কারো দ্বারা উৎপীড়িত হলে তা থেকে মুক্তির অভিপ্রায়ে প্রহার করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[পহার চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫. তালসত্তিক সিক্খাপদং

(হস্ত উত্তোলন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৪৫৪. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণকে মারবার জন্যে হস্ত উত্তোলন করতে লাগলেন। এতে তারা খুবই দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হয়ে রোদন করতে লাগলেন। অন্যান্য ভিক্ষুগণ তাদের এভাবে রোদন করতে দেখে এরূপ বললেন, "আবুসো, আপনারা রোদন করছেন কেন?" "আবুসো, এই ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে আমাদের মারবার জন্যে হস্ত উত্তোলন করছেন।" এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণকে মারবার জন্যে হস্ত উত্তোলন করবেন? অতঃপর তারা সেই ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের বহু প্রকারে তিরস্কার-ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণকে মারবার জন্যে হস্ত উত্তোলন করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণকে মারবার জন্যে হস্ত উত্তোলন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৪৫৫. "যো পন ভিক্খু ভিক্খুস্স কুপিতো অনত্তমনো তালসত্তিকং

উগ্গিরেয্য পাচিত্তিয”ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর প্রতি ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে মারবার জন্যে হস্ত উত্তোলন করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪৫১. “যো পন” বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

“ভিক্খু” বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

“ভিক্খুস্স” বলতে অন্য ভিক্ষুর প্রতি বুঝায়।

“কুপিতো অনত্তমনো” বলতে ক্রুদ্ধ, রাগান্বিত, আহতচিত্ত ও অসন্তুষ্ট হয়ে।

“তালসত্তিকং উগ্গিরেয্য” বলতে শরীর দ্বারা, শরীরসংশ্লিষ্ট কোনো বস্তু দ্বারা অথবা নিক্ষেপন দ্বারা, এমনকি উৎপলপত্র দ্বারা মারবার অভিপ্রায়ে হস্ত উত্তোলন করলেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪৫৭. উপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে মারবার জন্যে হস্ত উত্তোলন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উপসম্পন্নকে ‘উপসম্পন্ন কি না’ সন্দেহবশত ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে মারবার জন্যে হস্ত উত্তোলন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে মারবার জন্যে হস্ত উত্তোলন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অনুপসম্পন্নকে ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে মারবার জন্যে হস্ত উত্তোলন করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে ‘উপসম্পন্ন কি না’ সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়।

৪৫৮. **অনাপত্তি :** কারো দ্বারা উৎপীড়িত হলে তা থেকে মুক্তির অভিপ্রায়ে মারবার জন্যে হস্ত উত্তোলন করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[তালসত্তিক পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬. অমূলক সিক্খাপদং

(অমূলক সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৪৫৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অন্য ভিক্ষুকে অমূলক সাংঘাদিশেষ অপরাধে অপদস্ত করতে লাগলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা,

আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অন্য ভিক্ষুকে অমূলক সাংঘাদিশেষ অপরাধে অপদস্ত করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি অন্য ভিক্ষুকে অমূলক সাংঘাদিশেষ অপরাধে অপদস্ত করছ?" "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা অন্য ভিক্ষুকে অমূলক সাংঘাদিশেষ অপরাধে অপদস্ত করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৪৬০. "যো পন ভিক্খু ভিক্খুং অমূলকেন সঙ্ঘাদিসেসেন অনুদ্ধংসেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুকে অমূলক সাংঘাদিশেষ অপরাধে অপদস্ত করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪৬১. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"ভিক্খুং" বলতে অন্য ভিক্ষুকে বুঝায়।

"অমূলকং" অর্থে দৃষ্ট, শ্রুত এবং সন্দিগ্ধ—এই তিনটির মধ্যে কোনোটি বিদ্যমান না থাকা।

"সঙ্ঘাদিসেসেন" বলতে তের প্রকার সাংঘাদিশেষ অপরাধের মধ্যে যেকোনো একটি দ্বারা।

"অনুদ্ধংসেয্য" বলতে নিজে বা অপরের দ্বারা অপদস্ত বা নিগ্রহাদি করালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪৬২. উপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় অমূলক সাংঘাদিশেষ অপরাধে অপদস্ত করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উপসম্পন্নকে 'উপসম্পন্ন কি না' সন্দেহবশত অমূলক সাংঘাদিশেষ অপরাধে অপদস্ত করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় অমূলক সাংঘাদিশেষ অপরাধে অপদস্ত করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

আচার বিপত্তি বা দৃষ্টি বিপত্তি দ্বারা অপদস্ত করলে, দুক্কট অপরাধ হয়।

অনুপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে অপদস্ত করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে 'উপসম্পন্ন কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়।

৪৬৩. **অনাপত্তি :** তথাসংজ্ঞায় অর্থাৎ সঠিক ধারণাবশত অপদস্ত করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[অমূলক ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৭. সঞ্চিচ্চ সিক্খাপদং

(সজ্ঞান সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৪৬৪. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ সজ্ঞানে সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুদের মনে এই বলে মনস্তাপ উৎপাদন করতে লাগলেন, "আবুসো, ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে যে, উনিশ বর্ষীয় পুদ্‌গলকে উপসম্পদা প্রদান করবে না। অথচ তোমরা উনিশ বৎসর বয়সে উপসম্পন্ন হয়েছ। সুতরাং তোমরা অনুপসম্পন্নই রয়ে গেছ নয় কি?" এভাবে বলায় তারা রোদন করতে লাগলেন। অন্যান্য ভিক্ষুগণ তাদের এভাবে রোদন করতে দেখে এরূপ বললেন, "আবুসো, আপনারা রোদন করছেন কেন?" "আবুসো, এই ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ সজ্ঞানে আমাদের মনে মনস্তাপ উৎপাদন করছেন তাই।" এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ সজ্ঞানে ভিক্ষুদের মনে মনস্তাপ উৎপাদন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি সজ্ঞানে ভিক্ষুদের মনে মনস্তাপ উৎপাদন করছ?" "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা সজ্ঞানে ভিক্ষুদের মনে মনস্তাপ উৎপাদন করবে? ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু

হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৪৬৫. "যো পন ভিক্‌খু ভিক্‌খুস্‌স সঞ্চিচ্চ কুক্কুচ্চং উপদহেয্য—'ইতিস্‌স মুহুত্তম্পি অফাসু ভবিস্‌সতী'তি এতদেব পচ্চযং করিত্বা অনঞ্‌ঞং পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু যদি সজ্ঞানে অন্য ভিক্ষুর মনস্তাপ উৎপাদন করে, এই ভেবে যে, "এতে তার মুহূর্তকালের জন্য হলেও অশান্তি বোধ হবে"—এই কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণ না থাকলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪৬৬. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্‌খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"ভিক্‌খুস্‌স" বলতে অন্য ভিক্ষুর বুঝায়।

"সঞ্চিচ্চ" বলতে ইহা পাপকর্ম জেনে, অবগত হয়ে অথবা বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়ে বুঝানো হয়েছে।

"কুক্কুচ্চং উপদহেয্য" বলতে তুমি তো বিংশতি বৎসর না হতেই উপসম্পন্ন হয়েছে বলে মনে হয়; তুমি তো বিকালে ভোজন করেছ বলে মনে হয়; তুমি তো মদ্যপান করেছ বলে মনে হয়; তুমি তো মুনষ্যস্ত্রীর সাথে নির্জনে উপবিষ্ট হয়েছ বলে মনে হয়" ইত্যাদি নানা প্রকারে ভিক্ষুর মনস্তাপ উৎপাদন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"এতদেব পচ্চযং করিত্বা অনঞ্‌ঞং" বলতে মনস্তাপ উৎপাদন করার অন্য কোনো কারণ না থাকা।

৪৬৭. উপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় সজ্ঞানে মনস্তাপ উৎপাদন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উপসম্পন্নকে 'উপসম্পন্ন কি না' সন্দেহবশত সজ্ঞানে মনস্তাপ উৎপাদন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় সজ্ঞানে মনস্তাপ উৎপাদন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অনুপসম্পন্নের মনে সজ্ঞানে মনস্তাপ উৎপাদন করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে 'উপসম্পন্ন কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়।

৪৬৮. **অনাপত্তি :** মনস্তাপ উৎপাদন অনিচ্ছায় 'তুমি তো বিংশতি বৎসর না হতেই উপসম্পন্ন হয়েছ বলে মনে হয়; তুমি তো বিকালে ভোজন করেছ

বলে মনে হয়; তুমি তো মদ্যপান করেছ বলে মনে হয়; তুমি তো মনুষ্যস্ত্রীর সাথে নির্জনে উপবিষ্ট হয়েছ বলে মনে হয়; আবুসো তা ভালো করে জেনে নিও যাতে পরবর্তী সময়ে তোমার কোনোরূপ মনস্তাপ উৎপন্ন না হয়' এভাবে বললে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[সঞ্চিচ্চ সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৮. উপস্সুতি সিক্খাপদং

(উপশ্রুতি সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৪৬৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ শীলবান ভিক্ষুদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হলে শীলবান ভিক্ষুগণ এরূপ বলাবলি করতে লাগলেন, "আবুসো, এই ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অত্যন্ত নির্লজ্জ। তাদের সাথে বিবাদে রত হতে পারব না।" ইহা শুনে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ এরূপ বললেন, "আবুসো, তোমরা আমাদের নির্লজ্জ বলে অবমাননা করছ কেন?" "কিন্তু আবুসো, তোমরা তা কোথায় শুনতে পেয়েছ?" "আমরা আয়ুষ্মানদের কথা শোনার জন্যে সমীপস্থ শ্রবণযোগ্য স্থানে দাঁড়িয়েছিলাম; তাই শুনতে পেয়েছি।" এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ কলহ উৎপাদনকারী ও বিবাদপ্রাপ্ত ভিক্ষুদের কথা গোপনে শোনার জন্যে সমীপস্থ শ্রবণযোগ্য স্থানে দাঁড়াবে?" অতঃপর ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি কলহ উৎপাদনকারী ও বিবাদপ্রাপ্ত ভিক্ষুদের কথা গোপনে শোনার জন্যে সমীপস্থ শ্রবণযোগ্য স্থানে দাঁড়িয়েছিলে?" "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা কলহ উৎপাদনকারী ও বিবাদপ্রাপ্ত ভিক্ষুদের কথা গোপনে, শোনার জন্যে সমীপস্থ শ্রবণযোগ্য স্থানে দাঁড়াবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি

এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৪৭০. "যো পন ভিক্খু ভিক্খুনং ভণ্ডনজাতানং কলহজাতানং বিবাদপন্নানং উপস্সুতিং তিট্ঠেয্য—'যং ইমে ভণিস্সন্তি তং সোস্সামী'তি এতদেব পচ্চযং করিত্বা অনঞ্ঞং পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু ভণ্ডন-কলহ উৎপাদনকারী ও বিবাদপ্রাপ্ত ভিক্ষুদের কথা গোপনে শোনার জন্যে "তারা যা বলবে তা শুনব"—এই ভেবে সমীপস্থ শ্রবণযোগ্য স্থানে দাঁড়ালে, এই কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণ না থাকলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪৭১. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"ভিক্খূনং" বলতে অন্যান্য ভিক্ষুদের।

"ভণ্ডনজাতানং কলহজাতানং বিবাদপন্নানং" বলতে ভণ্ডন-কলহ উৎপাদনকারী ও বিবাদপ্রাপ্ত অবস্থায় বুঝায়।

"উপস্সুতিং তিট্ঠেয্য" বলতে এদের কথাবার্তা শুনে নিগ্রহ-ভর্ৎসনাদি করব এবং দুঃখিত করব ভেবে গমন করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। শ্রবণযোগ্য স্থানে দাঁড়িয়ে শুনলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'পিছে পিছে গমনের সময় শুনব' ভেবে দ্রুত গমন করলে দুক্কট অপরাধ হয়। শ্রবণযোগ্য স্থানে দাঁড়িয়ে শুনলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'অগ্রে গমনের সময় শুনব' ভেবে পেছনে দিকে আসলে, দুক্কট অপরাধ হয়। শ্রবণযোগ্য স্থানে দাঁড়িয়ে শুনলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ভিক্ষুর স্থিতস্থানে, উপবেশনস্থানে, শয়নস্থানে আগমনপূর্বক মন্ত্রণাকালে উৎকাঁশি দিতে হবে অথবা অন্য কোনো উপায়ে জানাতে হবে। যদি উৎকাশি না দেয় অথবা কোনো প্রকারে না জানায়, তাহলে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"এতদেব পচ্চযং করিত্বা অনঞ্ঞং" বলতে গোপনীয় আলাপ শোনার জন্যে সমীপস্থ শ্রবণযোগ্য স্থানে দাঁড়ানোর অন্য কোন কারণ না থাকা।

৪৭২. উপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় গোপনীয় আলাপ শোনার জন্য শ্রবণযোগ্য স্থানে দাঁড়ালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উপসম্পন্নকে 'উপসম্পন্ন কি না' সন্দেহবশত গোপনীয় আলাপ শোনার জন্য শ্রবণযোগ্য স্থানে দাঁড়ালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় গোপনীয় আলাপ শোনার জন্য শ্রবণযোগ্য স্থানে দাঁড়ালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নের গোপনীয় আলাপ শোনার জন্য শ্রবণযোগ্য স্থানে দাঁড়ালে,

দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে 'উপসম্পন্ন কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়।

৪৭৩. **অনাপত্তি :** 'এদের কথা শুনে বিরত হব, সংযত হব, মীমাংসা করব অথবা নিজেকে মুক্ত করব' এই ভেবে গমন করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[উপস্সুতি অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৯. কম্মপতিবাহন সিক্খাপদং

(কর্মপ্রতিবহন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৪৭৪. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অনাচার আচরণ করার পর একেক জনের (বিনয়) কর্ম করানোর সময় নিন্দা করছিলেন। সে সময়ে সংঘ সমবেত হয়েছিলেন কোনো এক কার্যোপলক্ষে। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ চীবরকর্ম করছেন তাই তারা একজনকে তাদের ছন্দ (অভিমত) প্রদান করলেন। অতঃপর সংঘ "এই আবুসো ষড়বর্গীয় ভিক্ষু একাকী এসেছেন, তাই চলুন আমরা তার বিনয়কর্ম করি" এই বলে তার বিনয়কর্ম করলেন।

অতঃপর সেই ভিক্ষু যথায় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ তথায় উপস্থিত হলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুকে বললেন, "আবুসো, সংঘ তোমার বিনয়কর্ম করেছেন কি?" "হ্যাঁ আবুসো, সংঘ আমার বিনয়কর্ম করেছেন।" "আবুসো, আমরা তো সংঘ তোমার বিনয়কর্ম করবে" এজন্য ছন্দ (অভিমত) প্রদান করিনি। আমরা যদি জানতে পারতাম "সংঘ তোমার বিনয়কর্ম করবেন" তাহলে আমরা ছন্দ দিতাম না। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ধর্মত বিনয়কর্মে ছন্দ দিয়ে, পরে তার নিন্দা করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি ধর্মত বিনয়কর্মে ছন্দ দিয়ে, পরে তার নিন্দা করছ? "হ্যাঁ

ভগবান, তা সত্য বটে।” এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা ধর্মত বিনয়কর্মে ছন্দ দিয়ে, পরে তার নিন্দা করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। অতএব হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৪৭৫. “যো পন ভিক্খু ধম্মিকানং কম্মানং ছন্দং দত্বা পচ্ছা খীযন ধম্মং আপজ্জেয্য পাচিত্তিয”ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু ধার্মিক (ধর্মত) কর্মসমূহে ছন্দ (অভিমত) দিয়ে, পরে তার নিন্দা করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪৭৬. “যো পন” বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

“ভিক্খু” বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

“ধম্মিকং কম্মং” অর্থে শাস্তাশাসনে ধর্ম-বিনয়সম্মতভাবে কৃত অপলোকন কর্ম, জ্ঞাপ্তিকর্ম, জ্ঞাপ্তি দ্বিতীয় কর্ম এবং জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্ম প্রভৃতি কর্মসমূহকেই ধার্মিক কর্ম বুঝায়। এতে ছন্দ দিয়ে, পরে তার নিন্দা করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪৭৭. ধর্মত কর্মকে ধর্মত কর্ম ধারণায় ছন্দ দিয়ে, পরে তার নিন্দা করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ধর্মত কর্মকে ‘ধর্মত কর্ম কি না’ সন্দেহবশত ছন্দ দিয়ে, পরে তার নিন্দা করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। ধর্মত কর্মকে অধর্মত কর্ম ধারণায় ছন্দ দিয়ে, পরে তার নিন্দা কোনো অপরাধ হয় না। অধর্মত কর্মকে ধর্মত কর্ম ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অধর্মত কর্মকে ‘ধর্মত কর্ম কি না’ সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অধর্মত কর্মকে অধর্মত কর্ম ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৪৭৮. **অনাপত্তি :** ‘অধর্মত বা বর্গ দ্বারা অথবা অনুপযুক্ত ভিক্ষুর কর্ম করা হয়েছে’ জেনে নিন্দা করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[কম্মপতিবাহন নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

১০. ছন্দং অদত্বা গমন সিক্খাপদং

(ছন্দ না দিয়ে গমন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৪৭৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন সংঘ কোনো এক কার্যোপলক্ষে সমবেত

হয়েছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ চীবরকর্ম করছেন বিধায় তারা একজনকে তাদের ছন্দ প্রদান করলেন। অতঃপর সংঘ 'যেই উদ্দেশে সমবেত হয়েছি সেই কর্ম সম্পাদন করব' এই ভেবে জ্ঞাপ্তি স্থাপন করলেন। তখন সেই ভিক্ষু "তারা যেভাবে একেক জনের কর্ম করছেন, আপনারা কার কর্ম করছেন?" এই বলে ছন্দ না দিয়ে আসন হতে উঠে চলে গেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ভিক্ষু সংঘমধ্যে বিচার মীমাংসার আলোচনা চলাকালে নিজ ছন্দ (মত) না দিয়ে আসন হতে উঠে চলে যাবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি সংঘমধ্যে বিচার মীমাংসার আলোচনা চলাকালে নিজ ছন্দ না দিয়ে আসন হতে উঠে চলে গিয়েছ?" "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষ, কী হেতু তুমি সংঘমধ্যে বিচার মীমাংসার আলোচনা চলাকালে নিজ ছন্দ না দিয়ে আসন হতে উঠে চলে যাবে?" এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৪৮০. "যো পন ভিক্খু সঙ্ঘে বিনিচ্চযকথায বত্তমানায ছন্দং অদত্বা উট্‌ঠাযাসনা পক্কমেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু সংঘমধ্যে বিচার মীমাংসার আলোচনা চলাকালে নিজ ছন্দ না দিয়ে আসন হতে উঠে চলে গেলে, তাঁর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪৮১. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"সঙ্ঘে বিনিচ্চযকথায" অর্থে বিচারকার্য চলাকালে বত্থু (বিষয়) উত্থাপিত হয়েছে, এখনো মীমাংসিত হয়নি এবং 'জ্ঞাপ্তি' স্থাপিত হয়েছে কিন্তু 'কর্মবাচা' অসম্পূর্ণ থাকা অবস্থায় বুঝায়।

"ছন্দং অদত্বা উট্‌ঠাযাসনা পক্কমেয্য" বলতে "কুপিত ও ভিন্নমতাবলম্বী হয়ে এই কর্ম কীভাবে না করাতে পারি"—এই ভেবে গমন করলে, দুক্কট

অপরাধ হয়। পরিষদের হস্তপাশ অতিক্রমকালে দুক্কট এবং অতিক্রান্ত হলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪৮২. ধর্মত কর্মকে ধর্মত কর্ম ধারণায় ছন্দ না দিয়ে আসন হতে উঠে চলে গেলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ধর্মত কর্মকে 'ধর্মত কর্ম কি না' সন্দেহবশত ছন্দ না দিয়ে আসন হতে উঠে চলে গেলে, দুক্কট অপরাধ হয়। ধর্মত কর্মকে অধর্মত কর্ম ধারণায় ছন্দ না দিয়ে আসন হতে উঠে চলে গেলে, কোনো অপরাধ হয় না। অধর্মত কর্মকে ধর্মত কর্ম ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অধর্মত কর্মকে 'ধর্মত কর্ম কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অধর্মত কর্মকে অধর্মত কর্ম ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৪৮৩. **অনাপত্তি :** 'সংঘমধ্যে ভণ্ডন-কলহ-বিবাদ উৎপন্ন হবে' এই ভয়ে গমন করলে, 'সংঘভেদ হবে' এই ভেবে গমন করলে, 'অধর্মত বা বর্গ দ্বারা অথবা অনুপযুক্ত ভিক্ষুর কর্ম করবেন' এই ভেবে গমন করলে, অসুস্থ হয়ে গমন করলে, রোগীর কোনো কার্যোপলক্ষে গেলে, পায়খানা-প্রস্রাবের কারণে গেলে, 'কর্মভঙ্গ করার অনিচ্ছায় পুনরায় আগমন করব' এই ভেবে গমন করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[ছন্দং অদত্বা গমন দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

১১. দুব্বল সিক্‌খাপদং

(দুর্বল সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৪৮৪. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহের বেলুবনে কলন্দকনিবাপে অবস্থান করছিলেন। তখন মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্ব সংঘের শয়নাসন প্রস্তুত করতেন এবং খাদ্য-ভোজ্যাদি বণ্টন করতেন। একদা সেই আয়ুষ্মানের চীবর জীর্ণ-শীর্ণ হওয়ায় ব্যবহারের অনুপযোগী হলো। সে সময় সংঘের নতুন এক চীবর উৎপন্ন হলো। অতঃপর সংঘ সেই চীবর মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বকে প্রদান করলেন। ইহা শুনে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "ভিক্ষুগণ সাংঘিক লাভকে স্ব স্ব মিত্র, আচার্য, উপাধ্যায়গণের সম্পদে পরিণত করছেন!"

ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণের এমন নিন্দা বাক্য শুনার পর যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ সমগ্র সংঘের সাথে চীবর দান দিয়ে, পরে তার নিন্দা করবেন?" অতঃপর

ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি সমগ্র সংঘের সাথে চীবর দান দিয়ে, পরে তার নিন্দা করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা সমগ্র সংঘের সাথে চীবর দান দিয়ে, পরে তার নিন্দা করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৪৮৫. "যো পন ভিক্খু সমগ্গেন সঙ্ঘেন চীবরং দত্বা পচ্ছা খীযনধম্মং আপজ্জেয্য 'যথাসন্থতং ভিক্খু সঙ্ঘিকং লাভং পরিণামেন্তী'তি পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : সমগ্র সংঘের সাথে চীবর দান দিয়ে, কোনো ভিক্ষু যদি পরবর্তী সময়ে এই বলে নিন্দা করে যে, "ভিক্ষুগণ সাংঘিক লাভকে স্ব স্ব মিত্র, আচার্য, উপাধ্যায়ের সম্পদে পরিণত করছেন" এভাবে বললে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪৮৬. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"সমগ্গো সঙ্ঘো" অর্থে এক সীমায় স্থিত হয়ে একত্রে উপোসথ, প্রবারণা, সংঘকর্মাদি সম্পন্ন করেন এমন সমানসংবাসক সংঘই অভিপ্রেত।

"দত্বা" বলতে নিজে দান দিয়ে।

"যথাসন্থতং" অর্থে যথা মিত্রতা, যথা বন্ধুত্বতা বা যথা কল্যাণমিত্রতাবশত এবং উভয়ের একি আচার্য ও একি উপাধ্যায় হওয়ার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে।

"সঙ্ঘিকং" অর্থে সংঘের উদ্দেশে প্রদত্ত হয়েছে এমন সাংঘিক সম্পত্তিই অভিপ্রেত।

"লাভো" অর্থে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, গিলানপ্রত্যয়-ভৈষজ্য অথবা বিবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি; এমনকি চূর্ণপিণ্ড, দন্তকাষ্ঠ এবং দৃশ্যমান সূত্রনাল পর্যন্ত অভিপ্রেত।

"পচ্ছা খীযনধম্মং আপজ্জেয্য" বলতে সংঘকর্তৃক সম্মতিপ্রাপ্ত শয়নাসন প্রজ্ঞাপক, খাদ্য-ভোজ্যাদি বণ্টনকারক, যাগু বণ্টনকারক, ফল বণ্টনকারক

অথবা অল্পমাত্র বণ্টনকারক ভিক্ষুকে চীবর দেওয়া হলে, পরে তার নিন্দা করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪৮৭. ধর্মত কর্মকে ধর্মত কর্ম ধারণায় চীবরদানে নিন্দা করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ধর্মত কর্মকে 'ধর্মত কর্ম কি না' সন্দেহবশত চীবরদানে নিন্দা করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ধর্মত কর্মকে অধর্মত কর্ম ধারণায় চীবরদানে নিন্দা করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অন্যান্য ব্যবহার্যদ্রব্য দানে নিন্দা করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। সংঘকর্তৃক সম্মতি অপ্রাপ্ত শয়নাসন প্রজ্ঞাপক, খাদ্য-ভোজ্যাদি বণ্টনকারক, যাগু বণ্টনকারক, ফল বণ্টনকারক অথবা অল্পমাত্র বণ্টনকারক ভিক্ষুকে চীবর অথবা অন্য কোনো ব্যবহার্যদ্রব্য দানে নিন্দা করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। সংঘকর্তৃক সম্মতিপ্রাপ্ত বা অপ্রাপ্ত শয়নাসন প্রজ্ঞাপক, খাদ্য-ভোজ্যাদি বণ্টনকারক, যাগু বণ্টনকারক, ফল বণ্টনকারক অনুপসম্পন্নকে চীবর অথবা অন্য কোনো ব্যবহার্যদ্রব্য দানে নিন্দা করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। অধর্মত কর্মকে ধর্মত কর্ম ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অধর্মত কর্মকে 'ধর্মত কর্ম কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অধর্মত কর্মকে অধর্মত কর্ম ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৪৮৮. **অনাপত্তি :** হিংসা, ঈর্ষা বা মোহবশত না করে স্বভাবতই নিন্দা করলে, 'কেন তাকে দেওয়া হয়েছে সে তা লাভ করার পরই নষ্ট করবে; তাকে সম্যক বিবেচনা না করেই দেওয়া হয়েছে' এই বলে নিন্দা করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[দুব্বল একাদশতম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

১২. পরিণামন সিক্খাপদং

(পরিবর্তন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৪৮৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন অন্যতর বণিকদল সংঘের উদ্দেশে চীবরসহ ভোজনের আয়োজন করল এই ভেবে যে, "ভোজন করিয়ে চীবরে আচ্ছাদন করাব।" অতঃপর ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ যথায় সেই বণিকদল তথায় উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে সেই বণিক দলকে বললেন, "আবুসো, এই ভিক্ষুগণের উদ্দেশে এই চীবরগুলো দান করুন।" "না ভন্তে, আমরা দান করব না। কারণ সংঘের উদ্দেশে আমাদের প্রতিবৎসর চীবরসহ ভোজনের

আয়োজন করতে হয়।" "আবুসো, সংঘের বহুদায়ক এবং বহুভোজন বিদ্যমান। কিন্তু এই ভিক্ষুগণ আপনাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে এবং আপনাদের দিকে তাকিয়েই এখানে অবস্থান করছেন। আপনারাই যদি এঁদের দান না করেন, তাহলে কে-ই বা এদের দান করবে? সুতরাং আবুসো, এই ভিক্ষুগণের উদ্দেশে এই চীবরগুলো দান করুন।"

অতঃপর সেই বণিকদল ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণের সনির্বন্ধ অনুরোধের প্রেক্ষিতে যথাপ্রস্তুত চীবর ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে দান করার পর সংঘকে ভোজন পরিবেশন করলেন। যে সকল ভিক্ষুরা সংঘের উদ্দেশে চীবরসহ ভোজনের সুব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানেন, কিন্তু ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণের উদ্দেশে দান করা হয়েছে বলে না জানেন তারা এরূপ বললেন, "আবুসো, সংঘের উদ্দেশে চীবর দান করুন।" "ভন্তে, চীবর তো নেই। কারণ, যথাপ্রস্তুত সমস্ত চীবর আর্য ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অপর আর্য ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণের দানে পরিবর্তন করেছেন।" এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ জেনেশুনে সংঘের প্রাপ্ত (পরিণত) লাভকে পুদ্গালের দানে পরিবর্তন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে সেই ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি সাংঘিক লাভকে পুদ্গালের দানে পরিবর্তন করেছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কিহেতু তোমরা সংঘের প্রাপ্ত লাভকে পুদ্গালের দানে পরিবর্তন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৪৯০. "যো পন ভিক্খু জানং সাঙ্ঘিকং লাভং পরিণতং পুগ্গলস্স পরিণামেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু জেনেশুনে সংঘের প্রাপ্ত (পরিণত) লাভকে পুদ্গালের দানে পরিবর্তন করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪৯১. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা

উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"জানাতি" বলতে নিজে জানা বা অন্য কেউ তাকে প্রকাশ করা অথবা সে নিজেই প্রকাশ করা।

"সজ্ঘিকং" অর্থে সংঘের উদ্দেশে প্রদত্ত হয়েছে এমন সাংঘিক সম্পত্তিই অভিপ্রেত।

"লাভো" অর্থে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, গিলানপ্রত্যয়-ভৈষজ্য অথবা বিবিধ ব্যবহার্যদ্রব্যাদি, এমনকি চূর্ণপিণ্ড, দন্তকাষ্ঠ এবং দৃশমান সূত্রনাল পর্যন্ত।

"পরিণতং" অর্থে 'আমরা দান করব' এই বাক্য কথিত হওয়া। এতাদৃশ পরিণতকে (প্রাপ্ত লাভকে) পুদ্গালের দানে পরিবর্তন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪৯২. পরিণতকে পরিণত ধারণায় পুদ্গালের দানে পরিবর্তন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। পরিণতকে 'পরিণত কি না' সন্দেহবশত পুদ্গালের দানে পরিবর্তন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। পরিণতকে অপরিণত ধারণায় পুদ্গালের দানে পরিবর্তন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। সংঘের প্রাপ্ত লাভকে অন্য সংঘের অথবা চৈত্যের দানে পরিবর্তন করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। এক চৈত্যের প্রাপ্ত লাভকে অন্য চৈত্যের বা সংঘের দানে পরিবর্তন করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। পুদ্গালের প্রাপ্ত লাভকে অন্য পুদ্গালের বা সংঘের অথবা চৈত্যের দানে পরিবর্তন করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। অপরিণতকে পরিণত ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অপরিণতকে 'পরিণত কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অপরিণতকে অপরিণত ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৪৯৩. **অনাপত্তি :** 'কোথায় দান করব' এভাবে জিজ্ঞাসিত হলে 'যথায় দিয়ে তোমাদের দানফল বৃদ্ধি-অভিবৃদ্ধি বা চিরস্থিতি অথবা রক্ষিত হয় এবং যথায় তোমাদের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, তথায় দান কর' এভাবে বললে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[পরিণামন দ্বাদশতম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[সহধার্মিক বর্গ অষ্টম]

তস্সুদ্দানং / স্মারক গাথা

সহধার্মিক, বিবর্ণে, মোহগ্রস্ততা আর প্রহারকে,
তালসত্তি, অমূলক, সজ্ঞানে ও উপশ্রুতিতে;
প্রতিবাহনে, ছন্দে, দব্ব আর পরিণামেতে।

৯. রতন বর্গ

১. অন্তেপুর সিক্খাপদং

(অন্তঃপুরে প্রবেশ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৪৯৪. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ উদ্যানপালকে নির্দেশ দিলেন যে, "হে উদ্যানপাল, যাও উদ্যান পরিষ্কার কর। আমরা উদ্যানে গমন করব।" "হ্যাঁ প্রভু" বলে সেই উদ্যানপাল কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে সম্মতি জানিয়ে উদ্যান পরিষ্কার করতে লাগলেন। অতঃপর অন্যতর এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট ভগবানকে দেখতে পেলেন। দেখার পর যথায় কোশলরাজ প্রসেনজিৎ তথায় উপস্থিত হলো; উপস্থিত হয়ে কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে এরূপ বলল, "প্রভু, উদ্যান পরিষ্কার করা হয়েছে। কিন্তু তথায় ভগবান উপবিষ্ট হয়েছেন।" "ঠিক আছে উদ্যানপাল, তাহলে আমরা ভগবানকে পূজা-বন্দনাদি করব।"

তৎপর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ উদ্যানে গমনপূর্বক যথায় ভগবান তথায় উপস্থিত হলেন। কিন্তু এরি মধ্যে জনৈক উপাসক ভগবানকে পূজা-বন্দনাদি করার পর উপবেশন করলেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগবানকে পূজা-বন্দনাদিকৃত সেই উপবিষ্ট উপাসককে দেখতে পেলেন। দেখার পর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন কোশলরাজ প্রসেনজিতের মনে এই চিন্তা উদিত হলো : "যেভাবে এই লোকটি ভগবানকে পূজা-বন্দনাদি করেছে; তাতে কখনো সে দুর্বৃত্ত হতে পারে না।" এই চিন্তা করার পর তথায় ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। তখন সেই উপাসক ভগবানকে গৌরববশত কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে অভিবাদনও করলেন না; প্রত্যুত্থানও করলেন না। এতে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ বেশ অসন্তুষ্ট হলেন এই ভেবে যে, "কেন এই লোকটি আমার আগমন দেখার পরও আমাকে অভিবাদনও করবে না, প্রত্যুত্থানও করবে না?"

অতঃপর ভগবান কোশরাজ প্রসেনজিতের অসন্তোষ জ্ঞাত হয়ে কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে এরূপ বললেন, "মহারাজ, এই উপাসক বহুশ্রুত ও কামতৃষ্ণাদিতে বীতরাগ।" তখন কোশলরাজ প্রসেনজিতের মনে এই চিন্তা উদিত হলো : "না, এই উপাসক অধম ও নীচজাতের হতে পারেন না। কারণ, স্বয়ং ভগবানই তাঁর গুণ বর্ণনা করছেন!" এই চিন্তা করার পর সেই উপাসককে এরূপ বললেন, "উপাসক, তোমার কিছু প্রয়োজন হলে তা তুমি নিঃসংকোচে বলতে পার।" "প্রভু, তা অতি উত্তম" বলে সেই উপাসক প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে ধর্মকথায় আনন্দিত, পুলকিত, সমুত্তেজিত, সম্প্রহংসিত করলেন। তৎপর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগবানকর্তৃক ধর্মকথায় আনন্দিত, পুলকিত, সমুত্তেজিত, সম্প্রহংসিত হয়ে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করে চলে গেলেন।

৪৯৫. সে সময়ে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ প্রসাদের উপরিতলায় আরোহণ করলে দেখতে পেলেন যে, সেই উপাসক রথে করে ছত্রহস্তে গমন করছেন। দেখার পর তাকে নিকটে ডাকায়ে বললেন, "উপাসক, তুমি নাকি বহুশ্রুত ও শাস্ত্রকোবিদ (বিশারদ)। সুতরাং উপাসক, ইহা খুবই উত্তম হবে, যদি আমাদের অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকদের ধর্মদেশনা কর।" "প্রভু, আমি যেটুকু জানি তা আর্যগণের তুলনায় কিছুই নয়; সুতরাং আর্যগণই প্রভুর অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকদের ধর্মদেশনা করবেন।" তখন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ "উপাসক, তুমি সত্যই বলেছ" এই বলে যথায় ভগবান তথায় উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগবানকে বললেন, "ভন্তে ভগবান, ইহা অতি উত্তম হবে, যদি আপনি একজন ভিক্ষুকে আদেশ করেন, যিনি আমাদের অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকদের ধর্মদেশনা করবেন।" অতঃপর ভগবান কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে ধর্মকথায় আনন্দিত, পুলকিত, সমুত্তেজিত, সম্প্রহংসিত করলেন। তৎপর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগবানকর্তৃক আনন্দিত, পুলকিত, সমুত্তেজিত, সম্প্রহংসিত হয়ে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করে চলে গেলেন। অতঃপর বুদ্ধ ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করে বললেন, আনন্দ, যাও রাজার অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকদের ধর্মদেশনা কর। "হ্যাঁ প্রভু" বলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদানপূর্বক যথা সময়ে সেখানে গিয়ে রাজার অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকদের ধর্মদেশনা করলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ

পূর্বাহ্ন সময়ে পরিধেয় চীবর পরিধান করে পাত্র হাতে নিয়ে যেখানে কোশলরাজ প্রসেনজিতের নিবাস সেখানে উপস্থিত হলেন।

৪৯৬. সে সময়ে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ মল্লিকা দেবীর সাথে শয়নকক্ষে শায়িত হলেন। তখন মল্লিকাদেবী দূর হতে আগমনরত আয়ুষ্মান আনন্দকে দেখতে পেলেন। দেখার পর সত্বর শয্যা হতে উঠলেন এবং কমলা রঙের শোভনবস্ত্র পরিধান করলেন। তৎপর আয়ুষ্মান আনন্দ তথা হতে প্রত্যাবর্তন করে আরামে গমনপূর্বক ভিক্ষুগণকে এ কথা প্রকাশ করলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন আয়ুষ্মান আনন্দ আগে থেকেই না জানিয়ে রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশ করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান আনন্দকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আনন্দ, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি আগে থেকেই না জানিয়ে রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, আনন্দ, কী হেতু তুমি আগে থেকেই না জানিয়ে রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশ করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। এভাবে বিবিধ প্রকারে নিন্দা-ভর্ৎসনাদি করে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন :

৪৯৭. হে ভিক্ষুগণ, রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশের দশবিধ দোষ। সেগুলো কী কী? ভিক্ষুগণ, এখানে রাজা রাণীর সাথে উপবেশন করেন। তথায় যদি ভিক্ষু প্রবেশ করেন, হয় রাণী ভিক্ষুকে দেখামাত্রই মৃদু হাসি দেয় অথবা ভিক্ষু রাণীকে দেখামাত্রই মৃদু হাসি দেয়। তখন রাজার এই ভাব উদিত হয় : "নিশ্চয় ইহা প্রব্রজিতদের দ্বারাই করা হয়েছে অথবা তারাই করে থাকবেন[১]।" হে ভিক্ষুগণ, রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশের ইহাই প্রথম দোষ।

হে ভিক্ষুগণ, রাজার বহুকৃত্য, বহুকরণীয়। সুতরাং অন্যতরা স্ত্রী গমন করেও অর্থাৎ অন্যতরা স্ত্রীর সাথে যৌনসহবাস করেও তা বিস্মৃত হন। তদ্ধেতু সেই স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে থাকে। তখন রাজার এই ভাব উদিত হয় :

---

[১]. রাজার মনে হয় যে নিশ্চিতভাবে দুজনের হাসিই পাপমূলক হবে।

“এখানে প্রব্রজিত ব্যতীত অন্য কেউই তো প্রবেশ করেন না। তদ্ধেতু নিশ্চয় ইহা প্রব্রজিতেরই কাজ হবে।” হে ভিক্ষুগণ, রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশের ইহাই দ্বিতীয় দোষ।

হে ভিক্ষুগণ, রাজার অন্তঃপুরস্থ অন্যতর কোনো রত্ন যদি হারিয়ে যায়। তখন রাজার এই ভাব উদিত হয় : “এখানে প্রব্রজিত ব্যতীত অন্য কেউই তো প্রবেশ করেন না। তদ্ধেতু নিশ্চয় ইহা প্রব্রজিতেরই কাজ হবে।” হে ভিক্ষুগণ, রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশের ইহাই তৃতীয় দোষ।

হে ভিক্ষুগণ, রাজার অন্তঃপুরস্থ কোনো গোপনীয় বিষয় যদি বাইরে প্রকাশ পায়। তখন রাজার এই ভাব উদিত হয় : “এখানে প্রব্রজিত ব্যতীত অন্য কেউই তো প্রবেশ করেন না। তদ্ধেতু নিশ্চয় ইহা প্রব্রজিতেরই কাজ হবে।” হে ভিক্ষুগণ, রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশের ইহাই চতুর্থ দোষ।

হে ভিক্ষুগণ, রাজার অন্তঃপুরের মধ্যে পুত্র যদি পিতাকে হত্যা করতে ইচ্ছা করে অথবা পিতা যদি পুত্রকে হত্যা করতে ইচ্ছা করে, তখন তার এই ভাব উদিত হয় : “এখানে প্রব্রজিত ব্যতীত অন্য কেউই তো প্রবেশ করেন না। তদ্ধেতু নিশ্চয় ইহা প্রব্রজিতেরই কাজ হবে।” হে ভিক্ষুগণ, রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশের ইহাই পঞ্চম দোষ।

হে ভিক্ষুগণ, রাজা যা নিচে রাখার মতো বস্তু তা যদি উপরে রাখেন, তখন ইহা যার মনোপুত না হয়, তার চিত্তে এই ভাব উদিত হয় : “রাজা তো প্রব্রজিতদের সাথে সংস্রবযুক্ত হন। তদ্ধেতু নিশ্চয় ইহা প্রব্রজিতেরই কাজ হবে।” হে ভিক্ষুগণ, রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশের ইহাই ষষ্ঠ দোষ।

হে ভিক্ষুগণ, রাজা যা উপরে রাখার মতো বস্তু তা যদি নিচে রাখেন। তখন ইহা যার মনোপুত না হয়, তার চিত্তে এই ভাব উদিত হয় : “রাজা তো প্রব্রজিতদের সাথে সংস্রবযুক্ত হন। তদ্ধেতু নিশ্চয় ইহা প্রব্রজিতেরই কাজ হবে।” হে ভিক্ষুগণ, রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশের ইহাই সপ্তম দোষ।

হে ভিক্ষুগণ, রাজা যদি অসময়ে সেনাদলকে বিদায় দিয়ে থাকেন, তখন ইহা যার মনোপুত না হয়, তার চিত্তে এই ভাব উদিত হয় : “রাজা তো প্রব্রজিতের সাথে সংস্রবযুক্ত হন। তদ্ধেতু ইহা নিশ্চয় প্রব্রজিতেরই কাজ হবে।” হে ভিক্ষুগণ, রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশের ইহাই অষ্টম দোষ।

হে ভিক্ষুগণ, রাজা যদি যথাসময়ে সেনাদলকে বিদায় দিয়ে পথিমধ্য হতে প্রত্যাবর্তন করান, তখন ইহা যার মনোপুত না হয়, তার চিত্তে এই ভাব উদিত হয় : “রাজা তো প্রব্রজিতের সাথে সংস্রবযুক্ত হন। তদ্ধেতু নিশ্চয় ইহা প্রব্রজিতেরই কাজ হবে।” হে ভিক্ষুগণ, রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশের

ইহাই নবম দোষ।

হে ভিক্ষুগণ, রাজার অন্তঃপুরে হস্তীসজ্জা, অশ্বসজ্জা, রথসজ্জা এবং যে সমস্ত কামলালসা চরিতার্থ সাধনীয় রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শাদি পঞ্চকামগুণ আছে; সে সমস্ত দৃশ্যাদি প্রব্রজিতের পক্ষে মোটেই যথোপযোগী নয়। হে ভিক্ষুগণ, রাজন্তঃপুরে প্রবেশের ইহাই দশম দোষ।

হে ভিক্ষুগণ, এগুলোই হচ্ছে রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশের দশবিধ দোষ। অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনাদি করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্য একান্ত হিতকর। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৪৯৮. "যো পন ভিক্খু রঞ্ঞো খত্তিযস্স মুদ্ধাবসিত্তস্স অনিক্খন্ত রাজকে অনিগ্গতরতনকে পুব্বে অপ্পটিসংবিদিতো ইন্দখীলং অতিক্কমেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু পূর্বে না জানিয়ে ক্ষত্রিয় অভিষেকপ্রাপ্ত রাজা অথবা রাণী তাদের স্বীয় শয়নকক্ষ হতে অনিষ্ক্রান্ত অবস্থায় শয়নকক্ষের ইন্দ্রখীল (দরজার চৌকাট সীমা) অতিক্রম করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪৯৯. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"খত্তিযো" অর্থে পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়কুল হতে পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহাদি সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, সংশুদ্ধ বংশধরই অভিপ্রেত।

"মুদ্ধাবসিত্তো" অর্থে ক্ষত্রিয় অভিষেকের মাধ্যমে অভিষেক প্রাপ্ত হওয়া।

"অনিক্খন্তরাজকে" বলতে রাজ শয়নকক্ষ হতে অনিষ্ক্রান্ত হওয়া।

"অনিগ্গতরতনকে" বলতে মহিষী বা রাণী শয়নকক্ষ হতে অনিষ্ক্রান্ত হওয়া অথবা উভয়েই অনিষ্ক্রান্ত হওয়া।

"পুব্বে অপ্পটিসংবিদিতো" অর্থে পূর্বে না জানিয়ে অথবা অবগত না করিয়ে বুঝানো হয়েছে।

"ইন্দখীলো" অর্থে শয়নকক্ষের দরজার চৌকাট বুঝায়। এখানে "শয়নকক্ষ" বলতে যথায় রাজার শয্যা বা বিছানা প্রস্তুত করা হয় এমনকি পর্দার বেষ্টনী দ্বারা পরিবেষ্টিত স্থানও বুঝায়।

"ইন্দখীলং অতিক্কমেয্য" বলতে প্রথম পাদ বিক্ষেপে দরজার চৌকাট

অতিক্রম করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। দ্বিতীয় পাদ অতিক্রম ক্ষণেই পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৫০০. না জানালে 'জানাইনি' ধারণায় ইন্দ্রখীল অতিক্রম করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। না জানালে 'জানিয়েছি কি না' সন্দেহবশত ইন্দ্রখীল অতিক্রম করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। না জানালে 'জানিয়েছি' ধারণায় ইন্দ্রখীল অতিক্রম করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। জানালে 'জানাইনি' ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। জানালে 'জানিয়েছি কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। জানালে 'জানিয়েছি' ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৫০১. **অনাপত্তি :** জানালে, ক্ষত্রিয় না হলে, ক্ষত্রিয় অভিষেকপ্রাপ্ত না হলে, রাজা শয়নকক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হলে বা রাণী শয়নকক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হলে অথবা উভয়েই নিষ্ক্রান্ত হলে, শয়নকক্ষ না হলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[অন্তেপুর প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

২. রতন সিক্‌খাপদং

(রত্ন সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৫০২. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবা শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন অন্যতর ভিক্ষু অচিরবতী নদীতে স্নান করছিলেন। অন্যতর এক ব্রাহ্মণও পাঁচশত মুদ্রার একটি থলি নদীর পারে উঁচু স্থানে রেখে অচিরবতী নদীতে স্নান করার পর বিস্মৃত হয়ে চলে গেলেন। তৎপর সেই ভিক্ষু "সেই ব্রাহ্মণের এই থলিটি যাতে নষ্ট না হয়" এই ভেবে সেই থলিটি অন্যত্র সরিয়ে রাখলেন। অতঃপর সেই ব্রাহ্মণের থলিটির কথা স্মরণ হওয়ার পর শীঘ্র দৌড়ে এসে সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভদন্ত, আপনি আমার থলিটি দেখেছেন কি?" "হ্যাঁ ব্রাহ্মণ, দেখেছি" এই বলে তাঁর হস্তে সেই থলিটি দিয়ে দিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণের মনে এই চিন্তা উদিত হলো : "কীভাবে আমি এই ভিক্ষুকে পুরস্কার (উপহার) না দিতে পারি?" এরূপ চিন্তা করে বললেন, "ভদন্ত, এখানে আমার পাঁচশত নয়, সহস্র মুদ্রাই ছিল।" এই বলে নানাভাবে তাঁকে অপদস্ত করার পর ছেড়ে দিলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষু আরামে (বিহারে) গমনপূর্বক ভিক্ষুদের নিকট এ কথা সবিস্তারে প্রকাশ করলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে

লাগলেন, "কেন ভিক্ষু রত্ন গ্রহণ করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা সবিস্তরে জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষু, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি রত্ন গ্রহণ করেছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষ, কী হেতু তুমি রত্ন গ্রহণ করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যো পন ভিক্‌খু রতনং বা রতনসম্মতং বা উগ্গণ্‌হেয্য বা পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু রত্ন বা রত্নসম্মত কোনো বস্তু নিজে বা অপরের দ্বারা গ্রহণ করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এভাবেই ভগবানকর্তৃক ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হলো।

৫০৩. সে সময়ে শ্রাবস্তীতে এক বর্ণাঢ্য মহোৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছিল। তখন লোকেরা বিবিধ প্রকার স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হয়ে সেই বর্ণাঢ্য মহোৎসবে যোগদান করতে লাগল। এদিকে মিগারমাতা বিশাখাও নানা প্রকার স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হয়ে বর্ণাঢ্য মহোৎসবে গমন করার উদ্দেশে গ্রাম হতে নিষ্ক্রমণ করার পর "সেই বর্ণাঢ্য মহোৎসবে গিয়ে আমি কী করব? বরঞ্চ তা না করে আমি ভগবানকে পূজা-বন্দনাদি করব" এই ভেবে অলঙ্কারাভরণ খুলে উত্তরীয় বস্ত্রের সাথে বেঁধে সেই পুলিন্দটি (থলিটি) এই বলে দাসিকে দিলেন "ওহে, তুমি এই পুলিন্দটি যত্ন করে রেখো।"

অনন্তর মিগারমাতা বিশাখা যথায় ভগবান তথায় উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্টা মিগারমাতা বিশাখাকে ভগবান ধর্মকথায় আনন্দিত, পুলকিত, সমুত্তেজিত ও সম্প্রহংসিত করলেন। তৎপর মিগারমাতা বিশাখা ভগবানকর্তৃক ধর্মকথায় আনন্দিত, পুলকিত, সমুত্তেজিত ও সম্প্রহংসিত হয়ে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করে চলে গেলেন। এদিকে সেই দাসিও সেই পুলিন্দটির কথা ভুলে গিয়ে চলে গেল। ভিক্ষুগণ সেই পুলিন্দটি তথায় পড়ে থাকতে দেখে ভগবানকে এ কথা জানালে ভগবান বললেন, "তাহলে হে ভিক্ষুগণ, তা গ্রহণপূর্বক একটি নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দাও।"

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে

সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি যে, আরাম মধ্যে রত্ন বা রত্নসম্মত কোনো বস্তু পড়ে থাকলে, তা নিজে বা অপরের দ্বারা গ্রহণ করিয়ে এই ভেবে রেখে দেবে : "যার জিনিস সে নিয়ে যাবে।" অতঃপর হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যো পন ভিক্খু রতনং বা রতনসম্মতং বা অঞ্ঞত্র অজ্ঝারামা উগ্গণ্হেয্য বা উগ্গণ্হাপেয্য বা পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু রত্ন বা রত্নসম্মত কোনো বস্তু আরাম মধ্যভাগ ব্যতীত অন্যত্র হতে নিজে বা অপরের দ্বারা গ্রহণ করালে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৫০৪. সে সময়ে জনপদে অনাথপিণ্ডিক গৃহপতির বাণিজ্যকর্ম[১] থাকায় গৃহপতিকর্তৃক পরিচারক আদিষ্ট হলো যে, "ভদন্তগণ আগমন করলে তাদের ভৈষজ্যের সুব্যবস্থা করিও।" সে সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু কাশী জনপদে পর্যটন করতে করতে যথায় অনাথপিণ্ডিক গৃহপতির পরিচারক তথায় উপস্থিত হলেন। তখন সেই লোকটি দূর হতে আগমনরত সেই ভিক্ষুগণকে দেখতে পেলেন। দেখার পর যথায় সেই ভিক্ষুগণ তথায় উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে সেই ভিক্ষুগণকে অভিবাদনপূর্বক এরূপ বললেন, "ভন্তে আর্য, আপনারা আগামীকালের জন্যে গৃহপতির ভোজন গ্রহণ করুন।" তখন সেই ভিক্ষুগণ মৌনভাবে তা অনুমোদন করলেন।

তৎপর সেই লোকটি সেই রাত্রির অবসানে উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্যাদি প্রস্তুত করিয়ে ভোজনের সময় জ্ঞাপন করলেন এবং স্বনাম খোদিত আংটি খুলে সেই ভিক্ষুগণকে ভোজন পরিবেশন করার পর বললেন, "আর্যগণ ভোজনান্তে গমন করুন, আমিও আমার কাজে গমন করব" এই বলে স্বনাম খোদিত আংটিটির কথা ভুলে গিয়ে স্বীয় কর্মক্ষেত্রে চলে গেল। তখন ভিক্ষুগণ সেই আংটিটি পড়ে থাকতে দেখে ভাবলেন, "যদি আমরা গমন করি, তাহলে এই স্বনাম খোদিত আংটিটি চুরি হতে পারে" এই ভেবে সেই লোকটি না আসা অবধি তথায় বসে থাকলেন। অতঃপর সেই লোকটি কর্মক্ষেত্র হতে এসে সেই ভিক্ষুগণকে দেখে এরূপ বলল, "ভন্তে আর্য, এখনো আপনারা বসে আছেন কেন?" তখন সেই ভিক্ষুগণ সেই লোকটিকে সমস্ত বিষয় জ্ঞাত করলেন। অনন্তর শ্রাবস্তীতে গমনপূর্বক ভিক্ষুগণকে এ কথা জানালে, ভিক্ষুগণও ভগবানকে এ কথা নিবেদন করলেন।

---

[১]. কম্মন্তগামে।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, আরাম মধ্যে বা অবসথ মধ্যে (গৃহে) রত্ন বা রত্নসম্মত কোনো বস্তু পড়ে থাকতে দেখলে, তা নিজে বা অপরের দ্বারা গ্রহণ করায়ে এই ভেবে রেখে দেবে : "যার জিনিস সে নিয়ে যাবে।" অতএব হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১০৫. "যো পন ভিক্খু রতনং বা রতনসম্মতং বা অঞ্ঞত্র অজ্ঝারামা বা অজ্ঝাবসথা বা উগ্গণ্হেয্য বা উগ্গণ্হাপেয্য বা পাচিত্তিযং। রতনং বা পন ভিক্খুনা রতনসম্মতং বা অজ্ঝারামে বা অজ্ঝাবসতে বা উগ্গাহেত্বা বা উগ্গণ্হাপেত্বা বা নিক্খিপিতব্বং 'যস্স ভবিস্সতি সো হরিস্সতী'তি। অযং তত্থ সামীচী"তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু মণি-মুক্তাদি দশবিধ রত্ন বা রত্নসম্মত কোনো বস্তু আরামমধ্য বা অবসথমধ্য ব্যতীত অন্যত্র হতে নিজে বা অপরের দ্বারা গ্রহণ করালে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। কিন্তু কোনো ভিক্ষু কর্তৃক মণি-মুক্তাদি দশবিধ রত্ন বা রত্নসম্মত কোনো বস্তু আরাম মধ্যে বা অবসথ মধ্যে পাওয়া গেলে, তা নিজে বা অপরের দ্বারা গ্রহণ করিয়ে এই ভেবে রেখে দিবে : "যার জিনিস হবে, সে নিয়ে যাবে।" এক্ষেত্রে ইহাই সমীচীন।

৫০৬. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"রতনং" অর্থে মণি, মুক্তা, বেলুরিয়া, শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, রজত, জাতরূপ, লোহিতঙ্ক ও মসারগল্ল এই দশবিধ রত্নই অভিপ্রেত।

"রতনসম্মতং" অর্থে মনুষ্যদের অলঙ্কারাদি উপভোগ্য বস্তুবিশেষ বুঝানো হয়েছে।

"অঞ্ঞত্র অজ্ঝারামা বা অজ্ঝাবসথা বা" বলতে আরামের মধ্যভাগ (অন্তঃআরাম) বা অবসথের মধ্যভাগ (অন্তঃগৃহ) ব্যতীত।

"অজ্ঝারামো" অর্থে ঘেরাযুক্ত আরামের অন্তঃআরাম (বিহারের অভ্যন্তরভাগ) এবং ঘেরাবিহীন আরামের উপচার বুঝায়।

"অজ্ঝাবসাথো" অর্থে ঘেরাযুক্ত গৃহের অন্তঃগৃহ বা গৃহাভ্যন্তর এবং ঘেরাবিহীন গৃহের উপচার বুঝায়।

"উগ্গণ্হেয্য" বলতে নিজে গ্রহণ করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"উগ্গণ্হাপেয্য" বলতে অপরের দ্বারা গ্রহণ করালে, তার পাচিত্তিয়

অপরাধ হয়।

"রতনং বা পন ভিক্‌খুনা রতনসম্মতং বা অজ্ঝারামে বা অজ্ঝাবসথে বা উগ্গহেত্বা বা উগ্গণ্‌হাপেত্বা বা নিক্‌খিপিতব্বং" বলতে রূপ বা নিমিত্ত (চিহ্ন) ভালোভাবে দেখার পর রেখে দিয়ে এরূপ বলতে হবে : "যার বস্তু হারিয়ে গিয়েছে, সে আগমন করুক।" এভাবে বলার পর তথায় যদি কেউ আসেন, তখন তাকে বলতে হবে : "আবুসো, তোমার বস্তুটি ঠিক কীরূপ?" এভাবে জিজ্ঞাসা করা হলে, সে যদি রূপ বা নিমিত্ত দ্বারা উপযুক্ত প্রমাণ দিতে পারে, তখন তাকে বস্তুটি দেওয়া কর্তব্য আর দিতে না পারলে, "আবুসো, পুনরায় বিবেচনা কর" বলে বলতে হবে। সেই আরাম হতে চলে যাবার সময় তথায় উপযুক্ত ভিক্ষু থাকলে; তাদের হাতে রেখে দিয়ে চলে যেতে হবে। আর উপযুক্ত ভিক্ষু না থাকলে, তথায় যদি উপযুক্ত গৃহপতি থাকে, তাদের হাতে রেখে দিয়ে চলে যেতে হবে।

"অযং তত্থ সামীচি" বলতে এক্ষেত্রে ইহাই সমীচীন বা অনুধর্মতা।

৫০৭. **অনাপত্তি :** আরামমধ্যে বা গৃহমধ্যে রত্ন বা রত্নসম্মত কোনো বস্তু পেলে, তা নিজে বা অপরের দ্বারা গ্রহণ করিয়ে "যার বস্তু, সে নিয়ে যাবে" এই ভেবে রেখে দিলে, বিশ্বাস করে রত্নসম্মত কোনো বস্তু গ্রহণ করলে, মুহূর্তকালের জন্যে গ্রহণ করলে, পাংশুকূল ধারণায় গ্রহণ করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[রতন দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৩. বিকালগামপ্পবিসন সিক্‌খাপদং

(বিকালে গ্রামে প্রবেশ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৫০৮. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ বিকালে গ্রামে প্রবেশপূর্বক সভামধ্যে উপবিষ্ট হয়ে নানা প্রকার তিরচ্ছান তথা হীনকথা বলতে লাগলেন। যেমন : রাজকথা, চোরকথা, মহামাত্যকথা, সেনাকথা, ভয়কথা, যুদ্ধকথা, অন্নকথা, পানকথা, বস্ত্রকথা, শয়নকথা, মালাকথা, গন্ধকথা, জ্ঞাতিকথা, যানকথা, গ্রামকথা, নিগমকথা, নগরকথা, জনপদকথা, স্ত্রীকথা, সুরাকথা, মার্গকথা, কূপ বা পুকুর ঘাটকথা, পূর্বপ্রেতকথা, মিথ্যা গল্পগুজব, লোকক্ষয়িক, সমুদ্রক্ষয়িক ও ভবাভব-কথা ইত্যাদি। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল,

"কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ বিকালে গ্রামে প্রবেশপূর্বক সভামধ্যে উপবিষ্ট হয়ে নানা প্রকার তিরচ্ছানকথা বলবেন; যেমন : রাজকথা, চোরকথা, মহামাত্যকথা, সেনাকথা, ভয়কথা, যুদ্ধকথা, অন্নকথা, পানকথা, বস্ত্রকথা, শয়নকথা, মালাকথা, গন্ধকথা, জ্ঞাতিকথা, যানকথা, গ্রামকথা, নিগমকথা, নগরকথা, জনপদকথা, স্ত্রীকথা, সুরাকথা, মার্গকথা, কূপ বা পুকুর ঘাটকথা, পূর্বপ্রেতকথা, মিথ্যা গল্পগুজব, লোকক্ষয়িক, সমুদ্রক্ষয়িক ও ভবাভব-কথা? যেন কামভোগী গৃহী!"

অনন্তর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের শ্রমণ নিন্দা ও ক্ষোভমূলক বাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়্বর্গীয় ভিক্ষুগণ বিকালে গ্রামে প্রবেশপূর্বক সভামধ্যে উপবিষ্ট হয়ে নানা প্রকার তিরচ্ছানকথা বলবেন; যেমন : রাজকথা, চোরকথা, মহামাত্যকথা, সেনাকথা, ভয়কথা, যুদ্ধকথা, অন্নকথা, পানকথা, বস্ত্রকথা, শয়নকথা, মালাকথা, গন্ধকথা, জ্ঞাতিকথা, যানকথা, গ্রামকথা, নিগমকথা, নগরকথা, জনপদকথা, স্ত্রীকথা, সুরাকথা, মার্গকথা, কূপ বা পুকুর ঘাটকথা, পূর্বপ্রেতকথা, মিথ্যা গল্পগুজব, লোকক্ষয়িক, সমুদ্রক্ষয়িক ও ভবাভব-কথা?" অতঃপর ভিক্ষুগণ ষড়্বর্গীয় ভিক্ষুদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনাদি করে ভগবানকে এ কথা জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়্বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি বিকালে গ্রামে প্রবেশপূর্বক সভা মধ্যে উপবিষ্ট হয়ে নানাপ্রকার তিরচ্ছানকথা বলছ; যেমন : রাজকথা, চোরকথা, মহামাত্যকথা, সেনাকথা, ভয়কথা, যুদ্ধকথা, অন্নকথা, পানকথা, বস্ত্রকথা, শয়নকথা, মালাকথা, গন্ধকথা, জ্ঞাতিকথা, যানকথা, গ্রামকথা, নিগমকথা, নগরকথা, জনপদকথা, স্ত্রীকথা, সুরাকথা, মার্গকথা, কূপ বা পুকুর ঘাটকথা, পূর্বপ্রেতকথা, মিথ্যা গল্পগুজব, লোকক্ষয়িক, সমুদ্রক্ষয়িক ও ভবাভব-কথা? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। অতএব হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যো পন ভিক্খু বিকালে গামং পবিসেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু বিকালে গ্রামে প্রবেশ করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হলো।

৫০৯. সে সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু কোশল জনপদে শ্রাবস্তীর উদ্দেশে গমনকালে সন্ধ্যায় অন্যতর গ্রামে গমন করলেন। তখন লোকেরা ভিক্ষুদের দেখে বলল, "ভন্তে, প্রবেশ করুন।" তখন সেই ভিক্ষুগণ "ভগবান কর্তৃক বিকালে গ্রামে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ হয়েছে" এই ভেবে সন্দেহপ্রবণ হয়ে প্রবেশ না করলেন। তাই চোরেরা সেই ভিক্ষুদের সমস্ত কিছু ছিনিয়ে নিল। অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে গমনপূর্বক ভিক্ষুগণের নিকট সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করলে, ভিক্ষুগণও ভগবানকে এ কথা জানালেন। অতঃপর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, কোনো একজন ভিক্ষুকে জানিয়ে বিকালে গ্রামে প্রবেশ করবে।" তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যো পন ভিক্খু অনাপুচ্ছা বিকালে গামং পবিসেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু কাউকে কিছু না জানিয়ে বিকালে গ্রামে প্রবেশ করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এভাবেই ভগবানকর্তৃক ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হলো।

৫১০. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু কোশল জনপদে শ্রাবস্তীর উদ্দেশে গমনকালে সন্ধ্যায় অন্যতর গ্রামে গমন করলেন। তখন লোকেরা ভিক্ষুদের দেখে বলল, "ভন্তে, প্রবেশ করুন।" তখন সেই ভিক্ষু "ভগবান কর্তৃক কাউকে কিছু না জানিয়ে বিকালে গ্রামে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ হয়েছে" এই ভেবে সন্দিগ্ধ হয়ে প্রবেশ না করলেন। তাই চোরেরা সেই ভিক্ষুর সমস্ত কিছু ছিনেয়ে নিল। অতঃপর সেই ভিক্ষু শ্রাবস্তীতে গমনপূর্বক ভিক্ষুগণের নিকট সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করলে, ভিক্ষুগণও ভগবানকে এ কথা নিবেদন করলেন।

অতঃপর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, নিকটবর্তী কোনো ভিক্ষুকে জানিয়ে বিকালে গ্রামে প্রবেশ করবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যো পন ভিক্খু সন্তং ভিক্খুং অনাপুচ্ছা বিকালে গামং পবিসেয্য পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু নিকটবর্তী কোনো ভিক্ষুকে না জানিয়ে বিকালে গ্রামে প্রবেশ করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুগণের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত

হলো।

৫১১. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু সর্প দ্বারা দংশিত হলে, অপর ভিক্ষু 'অগ্নি আহরণ করব' ভেবে গ্রামে গমন করলেন। তখন সেই ভিক্ষু "ভগবান কর্তৃক নিকটবর্তী কোনো ভিক্ষুকে না জানিয়ে বিকালে গ্রামে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ হয়েছে" এই ভেবে সন্দিগ্ধ হয়ে প্রবেশ না করলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষু এ কথা সবিস্তারে ভিক্ষুগণকে জানালে, ভিক্ষুগণও ভগবানকে এ কথা জ্ঞাপন করলেন। অতঃপর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, তাদৃশ বিশেষ কোনো জরুরি প্রয়োজনে নিকটবর্তী ভিক্ষুকে না জানিয়ে বিকালে গ্রামে প্রবেশ করবে।" তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৫১২. "যো পন ভিক্‌খু সন্তং ভিকখুং অনাপুচ্ছা বিকালে গামং পবিসেয্য অঞ্‌ঞত্র তথারূপা অচ্চাযিকা করণীযা পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু তাদৃশ বিশেষ কোনো জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত নিকটবর্তী কোনো ভিক্ষুকে না জানিয়ে বিকালে গ্রামে প্রবেশ করলে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৫১৩. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্‌খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"সন্তো" অর্থে নিকটবর্তী কোনো ভিক্ষুকে জানিয়ে প্রবেশ করতে সমর্থ হওয়া।

"অসন্তো" অর্থে নিকটবর্তী কোনো ভিক্ষু না থাকায় কাউকে জানিয়ে প্রবেশ করতে অসমর্থ হওয়া।

"বিকালো" অর্থে দিবসের মধ্যাহ্নের পর হতে অরুণোদয় পর্যন্ত সময়কে বুঝায়।

"গামং পবিসেয্য" বলতে পরিবেষ্টিত গ্রামের বেষ্টনী অতিক্রমে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অপরিবেষ্টিত গ্রামের উপচারে প্রবেশ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

"অঞ্‌ঞত্র তথারূপা অচ্চাযিকা করণীযা" বলতে তাদৃশ বিশেষ কোনো জরুরি প্রয়োজন বা করণীয় ব্যতীত।

৫১৪. বিকালে বিকাল ধারণায় তাদৃশ বিশেষ কোনো জরুরি প্রয়োজন বা করণীয় ব্যতীত নিকটবর্তী ভিক্ষুকে না জানিয়ে গ্রামে প্রবেশ করলে, পাচিত্তিয়

অপরাধ হয়। বিকালে 'বিকাল কি না' সন্দেহবশত তাদৃশ বিশেষ কোনো জরুরি প্রয়োজন বা করণীয় ব্যতীত নিকটবর্তী ভিক্ষুকে না জানিয়ে গ্রামে প্রবেশ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। বিকালে কাল ধারণায় তাদৃশ বিশেষ কোনো জরুরি প্রয়োজন বা করণীয় ব্যতীত নিকটবর্তী ভিক্ষুকে না জানিয়ে গ্রামে প্রবেশ করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

কালে বিকাল ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। কালে 'বিকাল কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। কালে কাল ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৫১৫. অনাপত্তি : তাদৃশ বিশেষ কোনো জরুরি প্রয়োজন থাকলে, নিকটবর্তী ভিক্ষুকে জানিয়ে প্রবেশ করলে, ভিক্ষুর অভাবে কাউকে কিছু না জানিয়ে প্রবেশ করলে, আরামমধ্যে গেলে, ভিক্ষুণী আরামে গেলে, তীর্থিয় আশ্রমে গেলে, প্রত্যাবর্তন করলে, গ্রামের মধ্য দিয়ে রাস্তা হলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[বিকালগামপ্পবিসন তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৪. সূচিঘর সিক্‌খাপদং

(সূঁচ রাখার পাত্র সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

১১৬. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শাক্যরাজ্যের কপিলাবস্তুতে নিগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন। তখন অন্যতর এক দন্তকার (গজদন্তে কারুকার্যকারী শিল্পী) কর্তৃক ভিক্ষুগণ নিমন্ত্রিত হলেন এভাবে : "যেই আর্যগণের সূঁচ রাখার পাত্র প্রয়োজন হবে, আমি তাঁদের সূঁচ রাখার পাত্র দান করব।" তখন থেকেই ভিক্ষুগণ বহুবিধ সূঁচ রাখার পাত্র যাচঞা করতে লাগলেন। যাঁদের ক্ষুদ্র সূঁচ রাখার পাত্র প্রয়োজন, তাঁরা বৃহৎ সূঁচ রাখার পাত্র যাচঞা করতে লাগলেন এবং যাঁদের বৃহৎ সূঁচ রাখার পাত্র প্রয়োজন, তাঁরা ক্ষুদ্র সূঁচ রাখার পাত্র যাচ্‌ঞা করতে লাগলেন।

অতঃপর সেই দন্তকার ভিক্ষুদের বহুবিধ সূঁচ রাখার পাত্র প্রস্তুত করতে করতে অন্যান্য বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করতে সমর্থ না হওয়াতে স্বীয় জীবনকেও প্রতিপালন করতে পারছে না এবং তাতে করে তার স্ত্রী-পুত্ররাও দুর্ভোগ পোহাতে লাগল। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ মাত্রা না জেনে বহুবিধ সূঁচ রাখার পাত্র যাচ্‌ঞা করবেন? তাই সে তাঁদের বহুবিধ সূঁচ রাখার

পাত্র প্রস্তুত করতে করতে অন্যান্য বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করতে সমর্থ না হওয়াতে স্বীয় জীবনকেও প্রতিপালন করতে পারছে না এবং তাতে করে তার স্ত্রী-পুত্রদেরও দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে!”

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দা ও ক্ষোভমূলক বাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, “কেন ভিক্ষুগণ মাত্রা না জেনে বহুবিধ সূঁচ রাখার পাত্র যাচ্ঞা করবেন?” তৎপর ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনাদি করে ভগবানকে এ কথা জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুগণ নাকি মাত্রা না জেনে বহুবিধ সূঁচ রাখার পাত্র যাচ্ঞা করছে? “হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।” এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু সেই ভিক্ষুগণ মাত্রা না জেনে বহুবিধ সূঁচ রাখার পাত্র যাচ্ঞা করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৫১৭. “যো পন ভিক্খু অট্ঠিমযং বা দন্তমযং বা বিসাণমযং বা সূচিঘরং কারাপেয্য ভেদনকং পাচিত্তিয”ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু অস্থিনির্মিত, হস্তিদন্ত-নির্মিত বা শিং-নির্মিত সূঁচ রাখার পাত্র তৈরি করালে, তার ভেদনক পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৫১৮. “যো পন” বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

“ভিক্খু” বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

“অট্ঠি” অর্থে যা কিছু অস্থি বা হাঁড়।

“দন্তো” অর্থে হস্তীদন্ত বলা হয়েছে।

“বিসাণং” অর্থে যা কিছু শিং।

“কারাপেয্য” বলতে নিজে বা অপরের দ্বারা তৈরি করালে, প্রয়োগে দুক্কট। এমন দ্রব্য লাভ করলে, তা ভেঙে ফেলার পর পাচিত্তিয় অপরাধ দেশনা করা উচিত। সুতরাং ইহাকে ‘ভেদনক’ পাচিত্তিয় অপরাধ বলা হয়।

৫১৯. নিজের অসম্পন্ন কাজ নিজেই সম্পন্ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। নিজের অসম্পন্ন কাজ অপরকে দিয়ে সম্পন্ন করালে, পাচিত্তিয় অপরাধ

হয়। অপরের অসম্পন্ন কাজ নিজেই সম্পন্ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অপরের অসম্পন্ন কাজ অপরকে দিয়ে সম্পন্ন করালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অন্যের উদ্দেশে তৈরি করলে বা করালে, দুক্কট অপরাধ হয়। অন্যের নির্মিত দ্রব্য লাভ করে পরিভোগ করলেও দুক্কট অপরাধ হয়।

৫২০. **অনাপত্তি :** চীবরগ্রন্থিতে, জ্বালানি কাষ্ঠে, পেটী প্রভৃতির আঁটা বা বন্ধনীতে, অঞ্জনীতে[১], অঞ্জনী শলাকায়, ধারাল ছুড়িতে, জল মুছিবার গামছাতে, উন্মত্ত অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[সূচিঘর চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫. মঞ্চপীঠ সিক্খাপদং

(মঞ্চপীঠ নির্মাণ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৫২১. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ উঁচু মঞ্চে (খাটে) শয়ন করতে লাগলেন। অতঃপর ভগবান বহুসংখ্যক ভিক্ষু সাথে করে শয্যাসন দর্শনেচ্ছায় বিচরণ করতে করতে যেখানে শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দের আরাম তথায় উপস্থিত হলেন। তখন শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ দূর হতে আগমনরত ভগবানকে দেখতে পেলেন। দেখার পর ভগবানকে এরূপ বললেন, "আসুন, ভন্তে ভগবান, আমার শয্যাসন দেখুন।" অতঃপর শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দের শয্যাসন দেখার পর ভগবান তথা হতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, এই অবস্থায় তাকে মোঘপুরুষ জ্ঞাতব্য।" অতঃপর ভগবান শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দকে অনেক পর্যায়ে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্য একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৫২২. নবং পন ভিকখুনা মঞ্চং বা পীঠং বা কারযমানেন অট্ঠঙ্গুলপাদকং কারেতব্বং সুগতঙ্গুলেন অঞ্ঞত্র হেট্ঠিমায অটনিযা; তং অতিক্কামযতো ছেদনকং পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : নতুন মঞ্চ (খাট) বা পীঠ (চেয়ার) নির্মাণকারী ভিক্ষুকর্তৃক ঝলমের নিম্নভাগ হতে পায়ার পরিমাণ সুগত আঙুলে আট আঙুলের মধ্যে

---

[১]. মলমের কৌটা।

(মধ্যম পুরুষের একহাত) হতে হবে। এই মাত্রা অতিক্রান্ত হলেই ছেদনক পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৫২৩. "নবং" অর্থে নতুন নির্মাণ করণার্থে বলা হয়েছে।

"মঞ্চো" অর্থে চারি প্রকার মঞ্চ বা খাট; যথা : মসারক (একপ্রকার দীর্ঘ শয্যা), বুন্দিকাবদ (একপ্রকার ছোট শয্যা), কুলীরপাদক (বক্রপাদযুক্ত খাট বা পালঙ্ক) এবং আহচ্ছপাদক (যেই পালঙ্ক পেরেক খুলে ভাজ করা যায়) এই চতুর্বিধ মঞ্চ বা খাট বুঝায়।

"পীঠং" অর্থে চারি প্রকার পীঠ বা চেয়ার; যথা : মসারকং (একপ্রকার দীর্ঘ চেয়ার), বুন্দিকাবদ্ধং (একপ্রকার ছোট চেয়ার), কুলীরপাদকং (বক্র পাদযুক্ত চেয়ার) এবং আহচ্চপাদকং (যেই চেয়ার বা কেদারা পেরেক খুলে ভাজ করা যায়) এই চতুর্বিধ পীঠ বা চেয়ার বুঝায়।

"কারযমানেন" বলতে নিজে বা অপরের দ্বারা নির্মাণ করানোর সময়।

"অট্ঠঙ্গুলপাদকং কারেতব্বং সুগতঙ্গুলেন অঞ্‌ঞত্র হেট্ঠিমায অটনিযা" বলতে নিম্নস্থ পায়া ব্যতীত এই মাত্র অতিক্রম করে নিজে বা অপরের দ্বারা নির্মাণ করালে, প্রয়োগে প্রয়োগে দুক্কট অপরাধ হয়। এমন মঞ্চ বা পীঠ লাভ করলে, লম্বা অংশটি ছেদনপূর্বক পাচিত্তিয় অপরাধ দেশনা করা কর্তব্য। তাই ইহাকে 'ছেদনক' পাচিত্তিয় অপরাধ বলা হয়।

৫২৪. নিজের অসম্পন্ন কাজ নিজেই সম্পন্ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। নিজের অসম্পন্ন কাজ অপরের দ্বারা সম্পন্ন করালে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অপরের অসম্পন্ন কাজ নিজেই সম্পন্ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অপরের অসম্পন্ন কাজ অপরকে দিয়ে সম্পন্ন করালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অন্যের জন্য নির্মাণ করলে বা করালে, দুক্কট অপরাধ হয়। অন্যের নির্মিত মঞ্চ বা খাট নিজে গ্রহণপূর্বক পরিভোগ করলেও দুক্কট অপরাধ হয়।

৫২৫. **অনাপত্তি :** প্রমাণমত করলে বা তার চেয়ে কম করলে, অন্যের কৃত প্রমাণাতিক্রান্ত মঞ্চ বা পীঠ নিজে গ্রহণপূর্বক ছেদন করে পরিভোগ করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[মঞ্চপীঠ পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬. তূলানদ্ধ সিক্‌খাপদং

(তুলাবৃতকরণ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৫২৬. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ খাট ও চেয়ারাদি তুলাবৃত করাতে লাগলেন। একদিন লোকেরা বিহারে বিচরণ করতে করতে সেই তুলাবৃত চেয়ার দেখতে পেয়ে এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ খাট ও চেয়ার তুলাবৃত করাবেন? যেন কামভোগী গৃহী!" অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভমূলক বাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ খাট ও চেয়ার তুলাবৃত করাবেন? অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের ভর্ৎসনাদি করে ভগবানকে এ কথা নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি খাট ও চেয়ার তুলাবৃত করাচ্ছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা খাট ও চেয়ার তুলাবৃত করাবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৫২৭. "যো পন ভিক্‌খু মঞ্চং বা পীঠং বা তূলোনদ্ধং কারাপেয্য উদ্দালনকং পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ভিক্ষু খাট বা চেয়ার তুলাবৃত করালে, তার উদ্দালনক পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৫২৮. "যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্‌খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"মঞ্চো" অর্থে চারি প্রকার মঞ্চ বা খাট; যথা : মসারক (একপ্রকার দীর্ঘ শয্যা), বুন্দিকাবদ্ধ (একপ্রকার ছোট শয্যা), কুলীরপাদক (বক্র পাদযুক্ত খাট বা পালঙ্ক) এবং আহচ্চপাদক (যেই পালঙ্ক পেরেক খুলে ভাজ করা যায়) এই চারি প্রকার মঞ্চ বা খাট বুঝায়।

“পীঠং” অর্থে চারি প্রকার পীঠ বা চেয়ার; যথা : মসারকং (একপ্রকার দীর্ঘ চেয়ার), বুন্দিকাবদ্ধং (একপ্রকার ছোট চেয়ার), কুলীরপাদকং (বক্রপাদযুক্ত চেয়ার) এবং আহচ্চপাদকং (যেই চেয়ার পেরেক খুলে ভাজ করা যায়) এই চারি প্রকার পীঠ বা চেয়ার।

“তুলং” অর্থে তিন প্রকার তুলা; যথা : বৃক্ষতুলা, লতাতুলা এবং পোটকি বা ঘাস তুলা।

“কারাপেয্য” বলতে নিজে বা অপরের দ্বারা করালে, প্রয়োগে প্রয়োগে দুক্কট অপরাধ হয়। এমন তুলাবৃত খাট বা চেয়ার লাভ করলে, তা থেকে সমস্ত তুলা তুলে ফেলার পর পাচিত্তিয় অপরাধ দেশনা করা উচিত। তাই ইহাকে ‘উদ্দালনক’ পাচিত্তিয় অপরাধ বলা হয়।

৫২৯. নিজের অসম্পন্ন কাজ নিজেই সম্পন্ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। নিজের অসম্পন্ন কাজ অপরকে দিয়ে সম্পন্ন করালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অপরের অসম্পন্ন কাজ নিজেই সম্পন্ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অপরের অসম্পন্ন কাজ অপরের দ্বারা সম্পন্ন করালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অন্যের জন্যে করলে বা করালে, দুক্কট অপরাধ হয়। অন্যের কৃত তুলাবৃত খাট বা চেয়ার নিজে গ্রহণপূর্বক পরিভোগ করলে, দুক্কট অপরাধ হয়।

৫৩০. **অনাপত্তি** : অংশবিশেষ তুলাবৃত করলে, কায়বন্ধনে, অংশবন্ধনীতে, পাত্রথলিতে, জলছাকনিতে তুলাবৃত করলে, অন্যের কৃত তুলাবৃত খাট বা চেয়ার নিজে গ্রহণপূর্বক তা থেকে সমস্ত তুলা তুলে ফেলে পরিভোগ করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[তূলানদ্ধ ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৭. নিসীদন সিক্খাপদং

(বসার আস্তরণ নির্মাণ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৫৩১. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভগবানকর্তৃক ভিক্ষুদের বসার আস্তরণ অনুমোদন করা হলে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ “ভগবানকর্তৃক বসার আস্তরণ অনুমোদিত হয়েছে” এই ভেবে প্রমাণবিহীন বসার আস্তরণ গ্রহণ করতে লাগলেন। এতে আস্তরণের বর্ধিতাংশ খাটের ও চেয়ারের পেছনে ও সামনে ঝুলিয়ে পড়তে লাগল। ইহা দেখে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও

শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুগণ প্রমাণবিহীন বসার আস্তরণ গ্রহণ করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি প্রমাণবিহীন বসার আস্তরণ গ্রহণ করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা প্রমাণবিহীন বসার আস্তরণ গ্রহণ করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"নিসীদনং পন ভিক্‌খুনা কারযমানেন পমাণিকং কারেতব্বং। তত্রিদং পমাণং—দীঘসো দ্বেবিদত্থিযো সুগত বিদত্থিযা; তিরিযং দিযড্‌ঢং। তং অতিক্কামযতো ছেদনকং পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : বসার আস্তরণ নির্মাণকারী ভিক্ষুকর্তৃক প্রমাণমত বসার আস্তরণ নির্মাণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ইহাই প্রমাণ : দৈর্ঘে সুগত বিগতে দুই বিগত (মধ্যম পুরুষের ৩ হাত) এবং প্রস্থে সুগত বিগতে দেড় বিগত (মধ্যম পুরুষের দেড় হাত ১৮ আঙুল)। এই প্রমাণ অতিক্রান্ত হলেই, তার ছেদনক পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এভাবেই ভগবানকর্তৃক ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হলো।

৫৩২. সে সময়ে আয়ুষ্মান উদায়ী অত্যন্ত স্থূলকায় ছিলেন। তিনি ভগবানের সম্মুখে প্রমাণ-মোতাবেক নির্দিষ্ট করে সমস্ত বসার আস্তরণ অর্ধবৃত্তাকারে কাজ করে তথায় উপবেশন করলেন। তখন ভগবান আয়ুষ্মান উদায়ীকে এরূপ বললেন, উদায়ী, তুমি সমস্ত বসার আস্তরণ অর্ধবৃত্তাকারে ভাজ করেছ কেন যেমনটি করে থাকে পুরাতন অসিকোষ? প্রত্যুত্তরে আয়ুষ্মান উদায়ী বললেন, "ভন্তে, ভগবানকর্তৃক ভিক্ষুদের অতিক্ষুদ্র বসার আস্তরণ অনুমোদিত হয়েছে তাই।"

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, বসার আস্তরণের দু-প্রান্তের শেষ সুতা হতে এক বিগত পর্যন্ত লম্বা করবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৫৩৩. নিসীদনং পন ভিক্‌খুনা কারযমানেন পমাণিকং কারেতব্বং। তত্রিদং পমাণং—দীঘসো দ্বে বিদত্থিযো সুগতবিদত্থিযা, তিরিযং দিযড্‌ঢং। দসা বিদত্থি। তং অতিক্কামযতো ছেদনকং পাচিত্তিয”ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : বসার আস্তরণ নির্মাণকারী ভিক্ষুকর্তৃক প্রমাণমত বসার আস্তরণ নির্মাণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ইহাই প্রমাণ : দৈর্ঘ্যে সুগত বিগতে দুই বিগত (মধ্যম পুরুষের তিন হাত); প্রস্থে সুগত বিগতে দেড় বিগত (মধ্যম পুরুষের দেড় হাত ১৮ আঙুল) এবং বসার আস্তরণের দু-প্রান্তের শেষ সুতা হতে এক বিগত পর্যন্ত দশা তথা ঝালোয়ার। এই প্রমাণ অতিক্রান্ত হলেই তার ছেদনক পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৫৩৪. "নিসীদনং" অর্থে এক বিগত-প্রমাণ দশা তথা ঝালোয়ারসহ বসার আস্তরণ বুঝায়।

"কারযমানেন" বলতে নিজে বা অপরের দ্বারা তৈরি করালে, প্রমাণমত তৈরি করাতে হবে। এক্ষেত্রে ইহাই প্রমাণ : দৈর্ঘ্যে সুগত বিগতে দুই বিগত (মধ্যম পুরুষের তিন হাত), প্রস্থে সুগত বিগতে দেড় বিগত (মধ্যম পুরুষের দেড় হাত ১৮ আঙুল) এবং বসার আস্তরণের দু-প্রান্তের শেষ সুতা হতে এক বিগত প্রমাণ ঝালোয়ার (দশা)। এই প্রমাণ অতিক্রম করে নিজে বা অপরের দ্বারা তৈরি করালে, প্রতি প্রয়োগে প্রয়োগে দুক্কট। এমন প্রমাণাতিরিক্ত বসার আস্তরণ লাভ করলে, অতিরিক্ত অংশ ছেদনপূর্বক পাচিত্তিয় অপরাধ দেশনা করা উচিত। তাই ইহাকে 'ছেদনক' পাচিত্তিয় অপরাধ বলা হয়।

৫৩৫. নিজের অসম্পন্ন কাজ নিজেই সম্পন্ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। নিজের অসম্পন্ন কাজ অপরের দ্বারা সম্পন্ন করালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অপরের অসম্পন্ন কাজ নিজেই সম্পন্ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অপরের অসম্পন্ন কাজ অপরের দ্বারা সম্পন্ন করালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অন্যের উদ্দশে করলে বা করালে, দুক্কট অপরাধ হয়। অন্যের কৃত প্রমাণাতিক্রান্ত বসার আস্তরণ নিজে গ্রহণপূর্বক পরিভোগ করলেও দুক্কট অপরাধ হয়।

৫৩৬. **অনাপত্তি :** প্রমাণমতো করলে বা তার চেয়ে কম করলে, অন্যের কৃত প্রমাণাতিক্রান্ত বসার আস্তরণ লাভ করার পর ছেদন করে পরিভোগ করলে, চাঁদোয়া, ভূমি আস্তরণ, পর্দার দেয়াল, তোষক, বালিশ তৈরি করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[নিসীদন সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৮. কণ্ডুপ্পটিচ্ছাদন সিক্‌খাপদং

(কণ্ডুপ্রতিচ্ছাদন নির্মাণ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৫৩৭. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভগবানকর্তৃক ভিক্ষুদের কণ্ডুপ্রতিচ্ছাদন (কণ্ডুরোগ আচ্ছাদন করার চীবর) অনুমোদন করা হলে, ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ "ভগবানকর্তৃক কণ্ডুপ্রতিচ্ছাদন অনুমোদন করা হয়েছে" এই ভেবে প্রমাণবিহীন কণ্ডুপ্রতিচ্ছাদন গ্রহণ করায় সামনে ও পেছনে টানা-হেঁচড়া করে করে বিচরণ করতে লাগলেন। ইহা দেখে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ প্রমাণবিহীন কণ্ডুপ্রতিচ্ছাদন গ্রহণ করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি প্রমাণবিহীন কণ্ডুপ্রতিচ্ছাদন গ্রহণ করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা প্রমাণবিহীন কণ্ডুপ্রতিচ্ছাদন গ্রহণ করবে? ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৫৩৮. "কণ্ডুপ্পটিচ্ছাদিং পন ভিক্‌খুনা কারযমানেন পমাণিকা কারেতব্বা। তত্রিদং পমাণং—দীঘসো চতস্‌সো বিদত্থিযো সুগত বিদত্থিযা; তিরিযং দ্বে বিদত্থিযো। তং অতিক্কামযতো ছেদনকং পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কণ্ডুপ্রতিচ্ছাদন (কণ্ডুরোগ আচ্ছাদন করার চীবর) নির্মাণকারী ভিক্ষুকর্তৃক প্রমাণমত কণ্ডুপ্রতিচ্ছাদন নির্মাণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ইহাই প্রমাণ : দৈর্ঘ্যে সুগত বিগতে চার বিগত (মধ্যম পুরুষের ৬ হাত) এবং প্রস্থে সুগত বিগতে দুই বিগত (মধ্যম পুরুষের ৩ হাত)। এই প্রমাণ অতিক্রান্ত হলেই তার ছেদনক পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৫৩৯. "কণ্ডুপ্পটিচ্ছাদি" অর্থে কোনো ভিক্ষুর নাভির নিচে এবং জানুর উপরে চুলকানি, খোঁচ-পাঁচড়া, অর্শ, খস্ হলে তার আচ্ছাদন করার চীবরকে বুঝায়।

"কারযমানেন" বলতে নিজে বা অপরের দ্বারা তৈরি করানোর সময় তা

প্রমাণমত করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রমাণ এই : দৈর্ঘ্যে সুগত বিগতে চার বিগত (মধ্যম পুরুষের ৬ হাত) এবং প্রস্থে সুগত বিগতে দুই বিগত (মধ্যম পুরুষের ৩ হাত)। এই প্রমাণ অতিক্রম করে তৈরি করলে বা করালে, প্রয়োগে প্রয়োগে দুক্কট। এমন প্রমাণাতিরিক্ত কণ্ডুপ্রতিচ্ছাদন লাভ করলে, অতিরিক্ত অংশ ছেদনপূর্বক পাচিত্তিয় অপরাধ দেশনা করা উচিত। তাই ইহাকে 'ছেদনক' পাচিত্তিয় অপরাধ বলা হয়।

৫৪০. নিজের অসম্পন্ন কাজ নিজেই সম্পন্ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। নিজের অসম্পন্ন কাজ অপরকে দিয়ে সম্পন্ন করালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অপরের অসম্পন্ন কাজ নিজেই সম্পন্ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অপরের অসম্পন্ন কাজ অপরকে দিয়ে সম্পন্ন করালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অন্যের উদ্দেশে করলে বা করালে, দুক্কট অপরাধ হয়। অন্যের কৃত প্রমাণাতিরিক্ত কণ্ডুপ্রতিচ্ছাদন নিজে গ্রহণপূর্বক পরিভোগ করলেও দুক্কট অপরাধ হয়।

৫৪১. **অনাপত্তি :** প্রমাণমতো করলে বা তা থেকে কম করলে, অন্যের কৃত প্রমাণাতিরিক্ত কণ্ডুপ্রতিচ্ছাদন লাভ করার পর ছেদন করে পরিভোগ করলে, চাঁদোয়া, ভূমি আস্তরণ, পর্দার দেয়াল, তোষক, বালিশ তৈরি করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[কণ্ডুপ্পটিচ্ছাদন অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৯. বস্‌সিকসাটিকা সিক্‌খাপদং

(বর্ষাসাটিক সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৫৪২. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভগবানকর্তৃক ভিক্ষুদের বর্ষাসাটিক (বর্ষাঋতুর চারি মাসের জন্য ব্যবহার্য চীবর) অনুমোদন করা হলে, ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ "ভগবানকর্তৃক বর্ষাসাটিক অনুমোদিত হয়েছে" এই ভেবে প্রমাণবিহীন বর্ষাসাটিক গ্রহণ করতে লাগলেন। এভাবে প্রমাণবিহীন বর্ষাসাটিক গ্রহণ করায় সামনে ও পেছনে টানা-হেঁচড়া করে করে বিচরণ করতে লাগলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ প্রমাণবিহীন বর্ষাসাটিক গ্রহণ করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ

ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি প্রমাণবিহীন বর্ষাসাটিক গ্রহণ করছ?" "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা প্রমাণবিহীন বর্ষাসাটিক গ্রহণ করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৫৪৩. "বস্সিকাসাটিকং পন ভিক্খুনা কারযমানেন পমাণিকা কারেতব্বা। তত্রিদং পমাণং—দীঘসো ছ বিদত্থিযো সুগত বিদত্থিযা; তিরিযং অড্ঢতেয্য। তং অতিক্কামযতো ছেদনকং পাচিত্তিয"ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : কোন ভিক্ষু বর্ষাসাটিক চীবর তৈরি করার সময় প্রমাণমত করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রমাণ এই : দৈর্ঘ্যে সুগত বিগতে ছয় বিগত (মধ্যম পুরুষের ৯ হাত) এবং প্রস্থে সুগত বিগতে আড়াই বিগত (মধ্যম পুরুষের সাড়ে চার হাত)। এই প্রমাণ অতিক্রম করে তৈরি করলে, তার ছেদনক পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৫৪৪. "বস্সিকসাটিকং" অর্থে বর্ষাঋতুর চারি মাসের জন্যে ব্যবহার্য চীবরই অভিপ্রেত।

"কারযমানেন" বলতে নিজে বা অপরের দ্বারা তৈরি করানোর সময় তা প্রমাণমত করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রমাণ এই : দৈর্ঘ্যে সুগত বিগতে ছয় বিগত (মধ্যম পুরুষের ৯ হাত) এবং প্রস্থে সুগত বিগতে আড়াই বিগত (মধ্যম পুরুষের সাড়ে চার হাত)। এই প্রমাণ অতিক্রম করে তৈরি করলে বা করালে, প্রয়োগে দুক্কট। এমন প্রমাণাতিক্রান্ত বর্ষাসাটিক লাভ করলে, অতিরিক্ত অংশ ছেদনপূর্বক পাচিত্তিয় অপরাধ দেশনা করা উচিত। তাই ইহাকে 'ছেদনক' পাচিত্তিয় অপরাধ বলা হয়।

৫৪৫. নিজের অসম্পন্ন কাজ নিজেই সম্পন্ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। নিজের অসম্পন্ন কাজ অপরকে দিয়ে সম্পন্ন করালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অপরের অসম্পন্ন কাজ নিজেই সম্পন্ন করলে. পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অপরের অসম্পন্ন কাজ অপরকে দিয়ে সম্পন্ন করালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অন্যের উদ্দেশে করলে বা করালে, দুক্কট অপরাধ হয়। অন্যের কৃত প্রমাণাতিরিক্ত বর্ষাসাটিক নিজে গ্রহণপূর্বক পরিভোগ করলেও দুক্কট অপরাধ হয়।

৫৪৬. **অনাপত্তি :** প্রমাণমতো করলে বা তা থেকে কম করলে, অন্যের কৃত প্রমাণাতিক্রান্ত বর্ষাসাটিক লাভ করার পর ছেদন করে পরিভোগ করলে, চাঁদোয়া, ভূমি আস্তরণ, পর্দার দেয়াল, তোষক, বালিশ তৈরি করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[বস্‌সিকসাটিকা নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

১০. নন্দ সিক্‌খাপদং

(নন্দ সম্পর্কীয় শিক্ষাপদ)

৫৪৭. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভগবানের মাসিতুত ভাই আয়ুষ্মান নন্দ অত্যন্ত অভিরূপ সৌন্দর্যসম্পন্ন, দর্শনে প্রসাদ উৎপন্নকারী এবং চতুরঙ্গলোম বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি সুগতচীবর-প্রমাণ চীবর ধারণ করতে লাগলেন। অনন্তর একদিন দূর হতে আগমনরত আয়ুষ্মান নন্দকে স্থবির ভিক্ষুগণ দেখতে পেলেন। দেখে 'ভগবান আসছেন' ভেবে আসন হতে উঠে দাঁড়ালেন। অতঃপর তারা তার নিকট উপস্থিত হতেই ভগবান নয় জানতে পেরে এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন আয়ুষ্মান নন্দ সুগতচীবর-প্রমাণ চীবর ধারণ করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান নন্দকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে আয়ুষ্মান নন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে নন্দ, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি সুগতচীবর-প্রমাণ চীবর ধারণ করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, নন্দ, কী হেতু তুমি সুগতচীবর-প্রমাণ চীবর ধারণ করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৫৪৮. "যো পন ভিক্‌খু সুগতচীবরপ্পমাণং চীবরং কারাপেয্য অতিরেকং বা ছেদনকং পাচিত্তিযং। তত্রিদং সুগতস্‌স সুগতচীবরপ্পমাণং—দীঘসো নব

বিদত্থিযো সুগতবিদত্থিযা; তিরিযং ছ বিদত্থিযো। ইদং সুগতস্‌স সুগত চীবরপ্পমাণ”ন্তি।

বঙ্গানুবাদ : যেকোনো ভিক্ষু সুগতচীবর-প্রমাণ চীবর তৈরি করালে, অতিরিক্ত অংশ ছেদন না করা পর্যন্ত পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। এক্ষেত্রে সুগতের সুগতচীবর-প্রমাণ এই : দৈর্ঘ্যে সুগত বিগতে নয় বিগত (মধ্যম পুরুষের ১৩ হাত) এবং প্রস্থে ছয় বিগত (মধ্যম পুরুষের ৯ হাত)—ইহাই সুগতের সুগতচীবর-প্রমাণ।

৫৪৯. “যো পন” বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

“ভিক্‌খু” বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

“সুগতচীবরপ্পমাণং” অর্থে দৈর্ঘ্যে সুগত বিগতে নয় বিগত (মধ্যম পুরুষের ১৩ হাত) এবং প্রস্থে ছয় বিগত (মধ্যম পুরুষের ৯ হাত) বলা হয়েছে।

“কারাপেয্য” বলতে নিজে বা অপরের দ্বারা তৈরি করালে, প্রয়োগে দুক্কট অপরাধ হয়। এমন সুগতচীবর-প্রমাণ চীবর লাভ করলে, অতিরিক্ত অংশ ছেদনপূর্বক পাচিত্তিয় অপরাধ দেশনা করা উচিত। তাই ইহাকে ‘ছেদনক’ পাচিত্তিয় অপরাধ বলা হয়।

৫৫০. নিজের অসম্পন্ন কাজ নিজেই সম্পন্ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। নিজের অসম্পন্ন কাজ অপরকে দিয়ে সম্পন্ন করালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অপরের অসম্পন্ন কাজ নিজেই সম্পন্ন করলে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অপরের অসম্পন্ন কাজ অপরকে দিয়ে সম্পন্ন করালে, পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অন্যের উদ্দেশে করলে বা করালেও দুক্কট অপরাধ হয়। অন্যের কৃত সুগতচীবর-প্রমাণ চীবর লাভ করার পর পরিভোগ করলে, দুক্কট অপরাধ হয়।

৫৫১. **অনাপত্তি :** সুগতচীবর-প্রমাণ হতে কম করলে, অন্যের কৃত চীবর লাভ করার পর অতিরিক্ত অংশ ছেদনপূর্বক পরিভোগ করলে, চাঁদোয়া, ভূমি আস্তরণ, পর্দার দেয়াল, তোষক, বালিশ ইত্যাদি তৈরি করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।।

[নন্দ দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[রতন বর্গ নবম]

তস্সুদ্দানং/স্মারক গাথা

রাজা, রত্ন, সন্ত, সূঁচ, মঞ্চ আর তুলাবৃতে;
নিসীদনে, কণ্ডুতে ও বর্ষাসাটিক, সুগতে।

হে ভিক্ষুগণ, বিরানব্বইটি পাচিত্তিয় ধর্ম আবৃত্তি সমাপ্ত হলো। তদ্ধেতু আয়ুষ্মানগণকে জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা পরিশুদ্ধ আছেন তো? দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা পরিশুদ্ধ আছেন তো? তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা পরিশুদ্ধ আছেন তো? আয়ুষ্মানগণ পরিশুদ্ধ আছেন বিধায় সকলে নীরব রয়েছেন, আমি এরূপ ধারণা করছি।

[পাচিত্তিয় অধ্যায় সমাপ্ত]

৬. প্রতিদেশনীয় অধ্যায়

১. পঠম পটিদেসনীয়[১] সিক্খাপদং

(প্রথম প্রতিদেশনীয় শিক্ষাপদ)

৫৫২. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন অন্যতরা ভিক্ষুণী শ্রাবস্তীতে পিণ্ডার্থে বিচরণপূর্বক প্রত্যাবর্তন কালে অন্যতর ভিক্ষুকে দেখে এরূপ বললেন, 'আর্য, আসুন ভিক্ষা প্রতিগ্রহণ করুন।' অতঃপর ভিক্ষু 'উত্তম ভগিনী' বলে ভিক্ষুণী প্রদত্ত সমস্ত ভোজন গ্রহণ করলেন। এদিকে ভোজনের সময় সমুপস্থিত হলে, সেই ভিক্ষুণী পিণ্ডচারণ করতে সমর্থ না হওয়ায় অনাহারক্লিষ্ট হলেন।

অনন্তর সেই ভিক্ষুণী দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিবসেও শ্রাবস্তীতে পিণ্ডার্থে বিচরণপূর্বক প্রত্যাবর্তন কালে সেই ভিক্ষুকে দেখে বললেন, 'আর্য, আসুন ভিক্ষা প্রতিগ্রহণ করুন।' অতঃপর ভিক্ষু 'উত্তম ভগিনি' বলে তাঁর লব্ধ সমস্ত ভোজন গ্রহণ করলেন। ইতিমধ্যেই ভোজনের সময় সমুপস্থিত হলে, সেই ভিক্ষুণী পিণ্ডচারণ করতে সমর্থ না হওয়ায় অনাহারক্লিষ্ট হলেন।

অনন্তর সেই ভিক্ষুণী চতুর্থ দিবসে রাজ পথে (অনাহারজনিত দুর্বলতায়) কাঁপতে কাঁপতে গমন করতে লাগলেন। শ্রেষ্ঠী গৃহপতি রথে করে সম্মুখপথ দিয়ে আগমনের সময় সেই ভিক্ষুণীকে এরূপ বললেন, 'আর্য, কী হয়েছে আপনার?' সেই ভিক্ষুণী একটু বেঁকিয়ে পাশ কাটার সময় তথাস্থ ভূমিতেই পড়ে গেলেন। তখন শ্রেষ্ঠী গৃহপতি সেই ভিক্ষুণীর নিকট এই বলে ক্ষমা চাইলেন, "আর্যে, আমার কারণে আপনি ভূমিতে পড়ে গেলেন। তাই আমাকে ক্ষমা করুন।" "না, গৃহপতি, আপনার কারণে আমি ভূমিতে পড়ে যাইনি। বরঞ্চ আমি নিজেই দুর্বল।" "আর্যে, আপনি দুর্বল কেন?" তৎপর সেই ভিক্ষুণী শ্রেষ্ঠী গৃহপতির নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করলেন।

অতঃপর শ্রেষ্ঠী গৃহপতি সেই ভিক্ষুণীকে নিজের গৃহে নিয়ে গিয়ে ভোজন করিয়ে এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ভদন্তগণ ভিক্ষুণীর হাত থেকে আমিষ (খাদ্য-ভোজ্যাদি)

---

[১]. পালি 'পাটিদেসনীয়' শব্দে 'পটি' অর্থে পৃথক, অন্য, ভিন্ন এবং 'দেসনীয়' অর্থে প্রকাশনীয় বা প্রকাশ করা কর্তব্য। সামগ্রিকভাবে এর অর্থ দাঁড়ায় : অন্য কোনো শীলবান ভিক্ষুর নিকট 'অহিতকর নিন্দনীয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছি' এই বলে স্বীয় অপরাধ দেশনা বা প্রকাশ করা।

প্রতিগ্রহণ করবেন? মাতৃজাতির পক্ষে যে আহার লাভ করা ভীষণ কষ্টকর!”

অনন্তর ভিক্ষুগণ সেই শ্রেষ্ঠী গৃহপতির নিন্দা, আন্দোলন এবং দুর্নাম বাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, “কেন ভিক্ষু ভিক্ষুণীর হাত থেকে আমিষ প্রতিগ্রহণ করবেন?” অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষু, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি ভিক্ষুণীর হাত থেকে আমিষ প্রতিগ্রহণ করেছ? “হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।” ‘হে ভিক্ষু, সেই ভিক্ষুণী কি তোমার জ্ঞাতি নাকি অজ্ঞাতি?” “অজ্ঞাতি ভন্তে।” মোঘপুরুষ, অজ্ঞাতি অজ্ঞাতির প্রতিরূপ (যোগ্য) কী, অপ্রতিরূপ (অযোগ্য) কী অথবা সত্য কী, মিথ্যা কী এ সম্পর্কে কিছুই জানে না।” মোঘপুরুষ, কী হেতু তুমি অজ্ঞাতী ভিক্ষুণীর হাত থেকে আমিষ প্রতিগ্রহণ করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৫৫৩. “যো পন ভিক্খু অঞ্ঞাতিকায ভিক্খুনীযা অন্তরঘরং পবিট্ঠায হত্থতো খাদনীযং বা ভোজনীযং বা সহত্থা পটিগ্গহেত্বা খাদেয্য বা ভুঞ্জেয্য বা পটিদেসেতব্বং তেন ভিক্খুনা “গারয্হং আবুসো ধম্মং আপজ্জিং অসপ্পাযং পাটিদেসনীযং তং পটিদেসেমী”তি।

বঙ্গানুবাদ : যেকোনো ভিক্ষু অন্তরঘরে প্রবিষ্ট অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীর হাত থেকে খাদ্য বা ভোজ্য সহস্তে গ্রহণপূর্বক খেলে বা ভোজন করলে, সেই ভিক্ষুকর্তৃক এভাবে অন্য ভিক্ষুর নিকট প্রতিদেশনা (প্রকাশ) করতে হবে : “আবুসো, আমি অহিতকর নিন্দনীয় প্রতিদেশনীয় ধর্ম (আপত্তি) প্রাপ্ত হয়েছি, তা আপনাদের নিকট প্রতিদেশনা করছি।”

৫৫৪. “যো পন” বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

“ভিক্খু” বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

“অঞ্ঞাতিকা” অর্থে মাতৃকুল অথবা পিতৃকুল উভয় কুল হতে সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত অসম্বন্ধ বা কোনো রক্ত সম্পর্ক না থাকা বুঝায়।

“ভিক্খুনী” অর্থে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘে উপসম্পন্নাই অভিপ্রেত।

"অন্তরঘরং" অর্থে যেকোনো রাজপথ, সিঙ্ঘাটক (চৌরাস্তা অথবা ত্রিরাস্তার সন্ধিস্থল) এবং কুলঘরকে বুঝায়।

"খাদনীযং" অর্থে পঞ্চভোজন, যামকালিক, সপ্তাহকালিক এবং যাবজ্জীবিক ব্যতীত অবশিষ্ট সবই খাদ্য বুঝায়।

"ভোজনীযং" অর্থে পঞ্চভোজন; যথা : ভাত, মিষ্টান্ন (কুম্মাস), আটা বা ময়দার তৈরি রুটি (সত্তু), মৎস্য এবং মাংস। এমন ভোজন 'খাব, ভোজন করব' ভেবে প্রতিগ্রহণ করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। খেলে বা ভোজন করলে, প্রতি গ্রাসে গ্রাসে প্রতিদেশনীয় অপরাধ হয়।

৫৫৫. অজ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি ধারণায় অন্তরঘরে প্রবিষ্ট ভিক্ষুণীর হস্ত হতে খাদ্য বা ভোজ্য স্বহস্তে প্রতিগ্রহণপূর্বক খেলে বা ভোজন করলে, প্রতিদেশনীয় অপরাধ হয়। অজ্ঞাতিকে 'অজ্ঞাতি কি না' সন্দেহবশত অন্তরঘরে প্রবিষ্ট ভিক্ষুণীর হস্ত হতে খাদ্য বা ভোজ্য স্বহস্তে প্রতিগ্রহণপূর্বক খেলে বা ভোজন করলে, প্রতিদেশনীয় অপরাধ হয়। অজ্ঞাতিকে জ্ঞাতি ধারণায় অন্তরঘরে প্রবিষ্ট ভিক্ষুণীর হস্ত হতে খাদ্য বা ভোজ্য স্বহস্তে প্রতিগ্রহণপূর্বক খেলে বা ভোজন করলে, প্রতিদেশনীয় অপরাধ হয়।

যামকালিক, সপ্তাহকালিক, যাবজ্জীবিক আহার্য দ্রব্য আহারের নিমিত্ত প্রতিগ্রহণ করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। খেলে বা ভোজন করলে, প্রতি গ্রাসে গ্রাসে দুক্কট অপরাধ হয়। উপসম্পন্নের সাথে একত্রে ভিক্ষুণীর হস্ত হতে খাদ্য বা ভোজ্য 'খাব, ভোজন করব' ভেবে প্রতিগ্রহণ করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। খেলে বা ভোজন করলে, প্রতি গ্রাসে গ্রাসে দুক্কট অপরাধ হয়। জ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। জ্ঞাতিকে 'অজ্ঞাতি কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। জ্ঞাতিকে জ্ঞাতি ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৫৫৬. **অনাপত্তি :** জ্ঞাতি হলে, নিজে না দিয়ে অপরের দ্বারা দেয়ালে, মাটির উপর রেখে দিলে, আরাম মধ্যে, ভিক্ষুণীর বিহারে, তীর্থিয় আশ্রমে, প্রত্যাবর্তনের পর গ্রাম হতে সংগ্রহ করে দিলে, যামকালিক, সপ্তাহকালিক, যাবজ্জীবিক আহার্যদ্রব্য 'বিশেষ প্রয়োজনবশত পরিভোগ কর' এই বলে দিলে; কোনো অপরাধ হয় না এবং শিক্ষামনার, শ্রামণেরীর, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[পঠম পটিদেসনীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

২. দুতিয পটিদেসনীয সিক্খাপদং

(দ্বিতীয় প্রতিদেশনীয় শিক্ষাপদ)

৫৫৭. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহের বেলুবনে কলন্দকনিবাপে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুগণ চতুর্বিধ কুলসমূহে নিমন্ত্রিত হয়ে ভোজন করতে লাগলেন। একদিন ষড়্বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা ষড়্বর্গীয় ভিক্ষুদের নির্দেশিকারূপে দাঁড়িয়ে এরূপ বললেন, "এখানে স্যুপ দাও, এখানে ভাত দাও।" (সুতরাং) ষড়্বর্গীয় ভিক্ষুগণ যথাভিরুচি তৃপ্তিসহকারে ভোজন করলেন। কিন্তু অপর ভিক্ষুগণ যথাভিরুচি তৃপ্তিসহকারে ভোজন না করতে পারলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়্বর্গীয় ভিক্ষুগণ নির্দেশিকা ভিক্ষুণীদের নিবারণ (নিষেধ) করবেন না?" অতঃপর ভিক্ষুগণ ষড়্বর্গীয় ভিক্ষুদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়্বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি নির্দেশিকা ভিক্ষুণীদের নিবারণ কর না? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা নির্দেশিকা ভিক্ষুণীদের নিবারণ করবে না? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৫৫৮. "ভিক্খু পনেব কুলেসু নিমন্তিতা ভুঞ্জন্তি তত্র চে সা ভিক্খুনী বোসাসমানরূপা ঠিতা হোতি—'ইধ সুপং দেথ, ওদনং দেথা'তি তেহি ভিক্খূহি সা ভিক্খুনী অপসাদেতব্বা—'অপসক্ক তাব ভগিনি, যাব ভিক্খূ ভুঞ্জন্তী'তি একস্স চেপি ভিক্খুনো ন পটিভাসেয্য তং ভিক্খুনিং অপসাদেতুং—'অপসক্ক তাব ভগিনি,যাব ভিক্খূ ভুঞ্জন্তী'তি পটিদেসেতব্বং তেহি ভিক্খূহি—'গারয্হং আবুসো ধম্মং আপজ্জিম্হা অসপ্পাযং পাটিদেসনীযং তং পটিদেসেমী"তি।

বঙ্গানুবাদ : ভিক্ষুগণ চতুর্বিধ কুলসমূহে নিমন্ত্রিত হয়ে ভোজন করছেন এমন সময় যদি উভয়সংঘে উপসম্পন্না সেই ভিক্ষুণী নির্দেশিকারূপে দাঁড়িয়ে এরূপ বলে যে, "এখানে স্যুপ দাও, এখানে ভাত দাও।" তখন সেই ভিক্ষুগণকর্তৃক নির্দেশিকা ভিক্ষুণীকে এভাবে নিবারণ করতে হবে : 'ভগিনি,

যতক্ষণ ভিক্ষুগণ ভোজন করেন, ততক্ষণ এখান হতে অপসৃত হও (সরে থাক)।' যদি একজন ভিক্ষুকর্তৃকও সেই ভিক্ষুণীকে অপসৃত হতে এভাবে বলা না হয় যে, "ভগিনি, যতক্ষণ ভিক্ষুগণ ভোজন করেন, ততক্ষণ এখান হতে অপসৃত হও।" তাহলে সেই ভিক্ষুগণকর্তৃক এভাবে অন্য ভিক্ষুদের নিকট প্রতিদেশনা করতে হবে : "আবুসো, আমরা অহিতকর নিন্দনীয় প্রতিদেশনীয় ধর্ম প্রাপ্ত হয়েছি, তা আপনাদের নিকট প্রতিদেশনা করছি।"

৫৫৯. "ভিক্‌খু পনেব কুলেসু নিমন্তিতা ভুঞ্জন্তি" এই বাক্যে 'কুলং' অর্থে চতুর্বিধ কুল; যথা : ক্ষত্রিয়কুল, ব্রাহ্মণকুল, বৈশ্যকুল এবং শূদ্রকুল। এবং 'নিমন্তিতা ভুঞ্জন্তি' অর্থে পঞ্চবিধ ভোজনের মধ্যে যেকোনো একটি দ্বারা নিমন্তিত হয়ে ভোজন করা।

"ভিক্‌খুনী" অর্থে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘে উপসম্পন্নাই অভিপ্রেত।

"বোসাসন্তী" অর্থে নিজের অতিঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবাদি ও হিতাকাঙ্ক্ষী খাতিরে এবং উভয়ের একি আচার্য, একি উপাধ্যায় হওয়ার প্রেক্ষিতে এরূপ বলা : "এখানে স্যুপ দাও, এখানে ভাত দাও।" যিনি এভাবে বলেন তাকেই নির্দেশিকা (বোসাসন্তী) বলা হয়।

"তেহি ভিক্‌খূহি" বলতে ভোজনরত সেই ভিক্ষুগণকর্তৃক বলা হয়েছে।

"সা ভিক্‌খুনী" বলতে সেই নির্দেশিকা (বোসাসন্তী) ভিক্ষুণী।

ভোজনরত সেই ভিক্ষুগণকর্তৃক সেই নির্দেশিকা ভিক্ষুণীকে এভাবে অপসারণ করতে হবে : "ভগিনি, যতক্ষণ ভিক্ষুগণ ভোজন করেন, ততক্ষণ এখান হতে অপসৃত হও।" যদি একজন ভিক্ষুও তাকে এভাবে অপসারণ না করে "খাব, ভোজন করব" ভেবে প্রতিগ্রহণ করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। খেলে বা ভোজন করলে, প্রতি গ্রাসে গ্রাসে প্রতিদেশনীয় অপরাধ হয়।

৫৬০. উপসম্পন্না নির্দেশিকাকে (ভিক্ষুণীকে) উপসম্পন্না ধারণায় নিবারণ না করলে, প্রতিদেশনীয় অপরাধ হয়। উপসম্পন্না নির্দেশিকাকে 'উপসম্পন্না কি না' সন্দেহবশত নিবারণ না করলে, প্রতিদেশনীয় অপরাধ হয়। উপসম্পন্ন নির্দেশিকাকে অনুপসম্পন্না ধারণায় নিবারণ না করলে, প্রতিদেশনীয় অপরাধ হয়।

অনুপসম্পন্নাকে উপসম্পন্না ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নাকে 'উপসম্পন্না কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নাকে অনুপসম্পন্না ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৫৬১. **অনাপত্তি :** নিজের ভাত নিজে না দিয়ে অপরের দ্বারা দেওয়ালে, অন্যের ভাত অপরের দ্বারা না দেওয়ায়ে নিজেই দিলে, যা দেওয়া হয় নাই

তা দেওয়ালে, যেখানে দেওয়া হয় নাই সেখানে দেওয়ালে, সকলকে সমানভাবে দেওয়ালে, শিক্ষামনা নির্দেশ করলে, শ্রামণেরী নির্দেশ করলে, পঞ্চভোজন ব্যতীত সর্বত্রই কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[দুতিয পটিদেসনীয শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৩. ততিয পটিদেসনীয সিক্খাপদং

(তৃতীয় প্রতিদেশনীয় শিক্ষাপদ)

৫৬২. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন শ্রাবস্তীতে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই প্রসন্নচিত্তসম্পন্ন অন্যতর এক কুল (পরিবার) ছিলেন। তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, শ্রদ্ধাদ্বারা বর্ধিত হয় এবং ভোগের দ্বারা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সেই কুলে পূর্বাহ্নে যা কিছু খাদ্য-ভোজ্যাদি উৎপন্ন হতো, তৎসমস্তই ভিক্ষুগণকে দান দেওয়ার পর কখনো কখনো অল্পমাত্র অবশিষ্ট থাকত। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ মাত্রা না জেনে প্রতিগ্রহণ করবেন? কেনই বা তাঁদের দান দেওয়ার পর কখনো কখনো অল্পমাত্র অবশিষ্ট থাকছে?"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভমূলক বাক্য শুনতে পেলেন। সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা জানালে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্ম কথা বলার পর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, যখন একটি কুল 'শ্রদ্ধা দ্বারা বর্ধিত হয় এবং ভোগের দ্বারা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়' তখন উক্ত কুলকে 'ঞাত্তি দুতিযা কম্মবাচা' দ্বারা সেখসম্মুতি দান করবে। হে ভিক্ষুগণ, এভাবে দিতে হবে। দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষুকর্তৃক সংঘকে এভাবে জ্ঞাত করাতে হবে :

৫৬৩. ভন্তে সংঘ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন। অমুক কুল শ্রদ্ধা দ্বারা বর্ধিত হয় এবং ভোগের দ্বারা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এখন যদি সংঘের উপযুক্ত সময় বোধ হয়, তাহলে সংঘ অমুক কুলকে সেখসম্মুতি দিতে পারেন। ইহাই জ্ঞাপ্তি।

ভন্তে সংঘ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন। অমুক কুল শ্রদ্ধা দ্বারা বর্ধিত হয় এবং ভোগের দ্বারা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সংঘ অমুক কুলকে সেখসম্মুতি দিচ্ছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক কুলকে সেখসম্মুতি দান সমর্থন করেন, তিনি

নীরব থাকবেন; আর যিনি সমর্থন করেন না, তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন।

"সংঘকর্তৃক অমুক কুলকে সেখসম্মুতি দেওয়া হয়েছে। এতে উপস্থিত সমগ্র সংঘ একমত বিধায় নীরব রয়েছেন—আমি এরূপ ধারণা করছি।"

অতএব হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যানি খো পন তানি সেখসম্মতানি কুলানি যো পন ভিক্খু তথারূপেসু সেক্খসম্মতেসু কুলেসু খাদনীযং বা ভোজনীযং বা সহত্থা পটিগ্গহেত্বা খাদেয্য বা ভুঞ্জেয্য বা পটিদেসেতব্বং তেন ভিক্খুনা—'গারয্হং আবুসো ধম্মং আপজ্জিং অসপ্পাযং পাটিদেসনীযং তং পটিদেসেমী"তি।

বঙ্গানুবাদ : যেই সমস্ত সেখসম্মত কুল আছে; তাদৃশ সেখসম্মত কুলসমূহে যেকোনো ভিক্ষু খাদ্য-ভোজ্য নিজ হাতে প্রতিগ্রহণপূর্বক খেলে বা ভোজন করলে, সেই ভিক্ষুকর্তৃক অন্য ভিক্ষুদের নিকট এভাবে প্রতিদেশনা করতে হবে : "আবুসো, আমি অহিতকর নিন্দনীয় প্রতিদেশনীয় ধর্ম প্রাপ্ত হয়েছি, তা আপনাদের নিকট প্রতিদেশনা করছি।"

এভাবেই ভগবানকর্তৃক ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হলো।

৫৬৪. সে সময়ে শ্রাবস্তীতে বর্ণাঢ্য মহোৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছিল। লোকেরা ভিক্ষুদের নিমন্ত্রণ করে ভোজন করাতে লাগলেন। একদিন সেই সেখসম্মত কুলও ভিক্ষুগণকে নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু ভিক্ষুগণ সন্ধিগ্ধ হয়ে তার নিমন্ত্রণ এই ভেবে গ্রহণ করলেন না—"যেহেতু সেখসম্মত কুলসমূহে খাদ্য-ভোজ্য স্বহস্তে প্রতিগ্রহণপূর্বক খাওয়া বা ভোজন করা, ভগবানকর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছে।" এতে তারা (দাতারা) এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "ইহা কি আমাদের সৎ জীবনোপায়ে অর্জিত নয়? কেনই বা আর্যগণ আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন না?"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভমূলক বাক্য শুনতে পেলেন। সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা জানালে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, নিমন্ত্রিত হলে সেখসম্মত কুলসমূহে খাদ্য-ভোজ্য স্বহস্তে প্রতিগ্রহণপূর্বক খাবে, ভোজন করবে।" তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যানি খো পন তানি সেখসম্মতানি কুলানি যো পন ভিক্খু তথারূপেসু সেখসম্মতেসু কুলেসু পুব্বে অনিমন্তিতো খাদনীযং বা ভোজনীযং বা সহত্থা পটিগ্গহেত্বা খাদেয্য বা ভুঞ্জেয্য বা পটিদেসেতব্বং তেন ভিক্খুনা—'গারয্হং

আবুসো ধম্মং আপজ্জিং অসপ্পাযং পাটিদেসনীযং তং পটিদেসেমী'তি।"

বঙ্গানুবাদ : যেই সমস্ত সেখসম্মত কুল আছে, তাদৃশ সেখসম্মত কুলসমূহে যেকোনো ভিক্ষু পূর্বে অনিমন্ত্রিত হয়ে খাদ্য-ভোজ্য নিজ হাতে প্রতিগ্রহণপূর্বক খেলে বা ভোজন করলে, সেই ভিক্ষুকর্তৃক অন্য ভিক্ষুদের নিকট এভাবে প্রতিদেশনা করতে হবে : "আবুসো, আমি অহিতকর নিন্দনীয় প্রতিদেশনীয় ধর্ম প্রাপ্ত হয়েছি, তা আপনাদের নিকট প্রতিদেশনা করছি।"

এভাবেই ভগবানকর্তৃক ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হলো।

৫৬৫. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু সেই কুলের কুলুপক (গৃহস্থ পরিবারে নিয়মিত যাতায়াতকারী) ভিক্ষু ছিলেন। একদা সেই ভিক্ষু পূর্বাহ্ন সময়ে পরিধেয় চীবর পরিধানপূর্বক পাত্র হাতে নিয়ে যথায় সেই কুল তথায় উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। তখন সেই ভিক্ষু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে, সেই লোকেরা তাকে এরূপ বলল, "ভন্তে, ভোজন করুন।"

অতঃপর সেই ভিক্ষু "ভগবানকর্তৃক অনিমন্ত্রিত হয়ে সেখসম্মত কুলসমূহে খাদ্য-ভোজ্য স্বহস্তে প্রতিগ্রহণপূর্বক খাওয়া বা ভোজন করা নিষিদ্ধ হয়েছে" এই ভেবে সন্দিগ্ধ হয়ে তা প্রতিগ্রহণ করলেন না। অসুস্থতাহেতু পিণ্ডচারণ করতে অসমর্থ হওয়ায় অনাহারক্লিষ্ট হলেন।

অনন্তর সেই ভিক্ষু বিহারে গমনপূর্বক ভিক্ষুদের নিকট এ কথা সবিস্তারে প্রকাশ করলেন। ভিক্ষুগণও ভগবানকে এ কথা জানালে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, অসুস্থ ভিক্ষু সেখসম্মত কুলসমূহে খাদ্য-ভোজ্য স্বহস্তে প্রতিগ্রহণপূর্বক খাবে, ভোজন করবে।" অতএব হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৫৬৬. "যানি খো পন তানি সেখসম্মতানি কুলানি যো পন ভিক্‌খু তথারূপেসু সেখসম্মতেসু কুলেসু পুব্বে অনিমন্তিতো অগিলানো খাদনীযং বা ভোজনীযং বা সহত্থা পটিগ্গহেত্বা খাদেয্য বা ভুঞ্জেয্য বা পটিদেসেতব্বং তেন ভিক্‌খুনা—'গারয্হং আবুসো ধম্মং আপজ্জিং অসপ্পাযং পাটিদেসনীযং তং পটিদেসেমী"তি।

বঙ্গানুবাদ : যেই সমস্ত সেখসম্মত কুল আছে; তাদৃশ সেখসম্মত কুলসমূহে যেকোনো ভিক্ষু পূর্বে অনিমন্ত্রিত হয়ে অপীড়িত অবস্থায় খাদ্য-ভোজ্য স্বহস্তে প্রতিগ্রহণপূর্বক খেলে বা ভোজন করলে, সেই ভিক্ষুকর্তৃক অন্য ভিক্ষুদের নিকট এভাবে প্রতিদেশনা করতে হবে : "আবুসো, আমি

অহিতকর নিন্দনীয় প্রতিদেশনীয় ধর্ম প্রাপ্ত হয়েছি, তা আপনাদের নিকট প্রতিদেশনা করছি।”

৫৬৭. “যানি খো পন তানি সেখসম্মতানি কুলানি” এই বাক্যে ‘সেখসম্মতং’ অর্থে কুল বা পরিবার; যেই কুল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, শ্রদ্ধা দ্বারা বর্ধিত হয় এবং ভোগের দ্বারা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এমন কুলকে ‘ঞত্তি দুতিয কম্ম’ দ্বারা সেখসম্মুতি প্রদত্ত হওয়া।

“যো পন” বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

“ভিক্‌খু” বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

“তথারূপেসু সেখসম্মতেসু কুলেসু” বলতে তাদৃশ সেখসম্মত কুলসমূহে বুঝানো হয়েছে।

“অনিমন্তিতো” অর্থে অদ্য দিবসের জন্যে বা আগামীকল্যের জন্যে নিমন্ত্রিত না হওয়া অথবা গৃহসীমায় প্রবেশ করার পর নিমন্ত্রিত হওয়া। একেই অনিমন্ত্রিত বুঝায়।

“নিমন্তিতো” অর্থে অদ্য দিবসের জন্যে বা আগামীকল্যের জন্যে নিমন্ত্রিত হওয়া অথবা গৃহসীমায় প্রবেশ করার পূর্বে নিমন্ত্রিত হওয়া। একেই নিমন্ত্রিত বুঝায়।

“অগিলানো” অর্থে পিণ্ডচারণ করতে সমর্থ হওয়া।

“গিলানো” অর্থে পিণ্ডচারণ করতে অসমর্থ হওয়া।

“খাদনীযং” অর্থে পঞ্চভোজন, যামকালিক, সপ্তাহকালিক ও যাবজ্জীবিক আহার্যদ্রব্য ব্যতীত অবশিষ্ট সবই খাদ্য বুঝায়।

“ভোজনীযং” অর্থে পঞ্চভোজন; যথা : ভাত, মিষ্টান্ন (কুম্মাসো), আঁটা বা ময়দার তৈরি রুটি (সত্তু), মৎস্য এবং মাংস।

অপীড়িত অবস্থায় অনিমন্ত্রিত হয়ে ‘খাব, ভোজন করব’ ভেবে প্রতিগ্রহণ করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। খেলে বা ভোজন করলে, প্রতি গ্রাসে গ্রাসে প্রতিদেশনীয় অপরাধ হয়।

৫৬৮. সেখসম্মতকে সেখসম্মত ধারণায় নিমন্ত্রিত না হয়ে অপীড়িত অবস্থায় খাদ্য-ভোজ্য স্বহস্তে প্রতিগ্রহণপূর্বক খেলে বা ভোজন করলে, প্রতিদেশনীয় অপরাধ হয়। সেখসম্মতকে ‘সেখসম্মত কি না’ সন্দেহবশত নিমন্ত্রিত না হয়ে অপীড়িত অবস্থায় খাদ্য-ভোজ্য স্বহস্তে প্রতিগ্রহণপূর্বক খেলে বা ভোজন করলে, প্রতিদেশনীয় অপরাধ হয়। সেখসম্মতকে অসেখসম্মত ধারণায় নিমন্ত্রিত না হয়ে অপীড়িত অবস্থায় খাদ্য-ভোজ্য

স্বহস্তে প্রতিগ্রহণপূর্বক খেলে বা ভোজন করলে, প্রতিদেশনীয় অপরাধ হয়।

যামকালিক, সপ্তাহকালিক এবং যাবজ্জীবিক আহার্যদ্রব্য আহারের নিমিত্ত প্রতিগ্রহণ করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। খেলে বা ভোজন করলে, প্রতি গ্রাসে গ্রাসে দুক্কট অপরাধ হয়। অসেখসম্মতকে সেখসম্মত ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অসেখসম্মতকে 'সেখসম্মত কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। অসেখসম্মতকে অসেখসম্মত ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৫৬৯. **অনাপত্তি :** নিমন্ত্রিতের, পীড়িতের, রোগীর অবশিষ্টাংশ ভোজনে, অপরের জন্য তথায় ভিক্ষা প্রস্তুত হলে, গৃহ হতে বের হয়ে দিলে, নিত্যভাতে, সলাকভাতে (শলাকার বা টিকেটের মাধ্যমে যে ভাত বিতরণ করা হয়), পাক্ষিকে, উপোসথিকে, প্রতিপাদিকে, যামকালিক আহার্যদ্রব্য 'বিশেষ কোনো প্রয়োজনে পরিভোগ করবেন' এই বলে দিলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[ততিয় পটিদেসনীয শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৪. চতুত্থ পটিদেসনীয সিক্খাপদং

(চতুর্থ প্রতিদেশনীয় শিক্ষাপদ)

৫৭০. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শাক্যরাজ্যের কপিলাবস্তুতে নিগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন। তখন শাক্যবংশীয় ভৃত্যরা নির্বাসিত হয়েছিল। (একদা) শাক্যবংশীয় রমণীরা অরণ্যবিহারে ভিক্ষান্ন দান করার সংকল্প পোষণ করলে, শাক্যবংশীয় ভৃত্যরা শুনতে পেল যে, "শাক্যবংশীয় রমণীরা নাকি অরণ্য বিহারে ভিক্ষান্ন দান করতে ইচ্ছুক।" ইহা শুনে তারা পথিমধ্যে আত্মগোপন করে লুকিয়ে থাকল।

অতঃপর শাক্যবংশীয় রমণীরা উত্তম খাদ্য-ভোজ্য গ্রহণপূর্বক অরণ্য বিহারে গমন করার সময় শাক্যবংশীয় ভৃত্যরা জঙ্গল হতে বের হয়ে শাক্যবংশীয় রমণীদের সবকিছু ছিনিয়ে নিল এবং তাদের উপর বলৎকার করল। অতঃপর শাক্যবংশীয় লোকেরা গ্রাম হতে বেরিয়ে এসে সেই চোরদের লুণ্ঠিত সকল দ্রব্য-সামগ্রীসহ আটক করে এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন ভদন্তগণ বিহারস্থ সীমায় চোরেরা অবস্থান করলেও তা প্রকাশ না করবেন?"

অনন্তর ভিক্ষুগণ শাক্যবংশীয় লোকদের নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভমূলক বাক্য শুনতে পেলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা জানালে,

ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্ম কথা বলার পর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, তাহলে হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব—যা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্য একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যানি খো পন তানি আরঞ্ঞকানি সেনাসনানি সাসঙ্কসম্মতানি সপ্পটিভযানি যো পন ভিক্‌খু তথারূপেসু সেনাসনেসু পুব্বে অপ্পটিসংবিদিতং খাদনীযং বা ভোজনীযং বা অজ্ঝারামে সহত্থা পটিগ্গহেত্বা খাদেয্য বা ভুঞ্জেয্য বা পটিদেসেতব্বং তেন ভিক্‌খুনা—'গারয্হং আবুসো ধম্মং আপজ্জিং অসপ্পাযং পাটিদেসনীযং তং পটিদেসেমী"তি।

বঙ্গানুবাদ : চোর-ডাকাতাদি প্রভৃতির আশঙ্কা ও ভয়যুক্ত যেই সমস্ত অরণ্য বিহার আছে, তাদৃশ বিহারে যেকোনো ভিক্ষু পূর্বে অপ্রতিসংবিদিত বা অঘোষিত (না জানানো) খাদ্য-ভোজ্য আরাম মধ্যে স্বহস্তে প্রতিগ্রহণপূর্বক খেলে বা ভোজন করলে, সেই ভিক্ষুকর্তৃক অন্য ভিক্ষুদের নিকট প্রতিদেশনা করতে হবে : "আবুসো, আমি অহিতকর নিন্দনীয় প্রতিদেশনীয় ধর্ম প্রাপ্ত হয়েছি, তা আপনাদের নিকট প্রতিদেশনা করছি।"

এভাবেই ভগবানকর্তৃক ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হলো।

৫৭১. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু অরণ্যবিহারে অসুস্থ হয়ে পড়লে, লোকেরা খাদ্য-ভোজ্য নিয়ে অরণ্য বিহারে গমন করল। অতঃপর সেই লোকেরা সেই ভিক্ষুকে এভাবে বলল, "ভন্তে, ভোজন করুন।" অতঃপর সেই ভিক্ষু "অরণ্য বিহারে খাদ্য-ভোজ্য নিজ হাতে প্রতিগ্রহণপূর্বক খাওয়া বা ভোজন করা ভগবানকর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছে" এই ভেবে সন্দিগ্ধ হয়ে প্রতিগ্রহণ না করলেন। এদিকে অসুস্থতাহেতু পিণ্ডচারণ করতেও সমর্থ না হওয়ায় অনাহারক্লিষ্ট হলেন।

অনন্তর সেই ভিক্ষু ভিক্ষুদের নিকট এ কথা প্রকাশ করলেন। ভিক্ষুগণও ভগবানকে এ কথা জানালে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, অসুস্থ ভিক্ষু অরণ্য বিহারে পূর্বে অপ্রতিসংবিদিত বা অঘোষিত (না জানানো) খাদ্য-ভোজ্য স্বহস্তে প্রতিগ্রহণপূর্বক খাবে, ভোজন করবে।" তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৫৭২. "যানি খো পন তানি আরঞ্ঞকানি সেনাসনানি সাসঙ্কসম্মতানি সপ্পটিভযানি যো পন ভিক্‌খু তথারূপেসু সেনাসনেসু পুব্বে অপ্পটিসংবিদিতং খাদনীযং বা ভোজনীযং বা অজ্ঝারামে সহত্থা পটিগ্গহেত্বা অগিলানো খাদেয্য

বা ভুঞ্জেয্য বা পটিদেসেতব্বং তেন ভিক্খুনা—'গারয্হং আবুসো ধম্মং আপজ্জিং অসপ্পাযং পাটিদেসনীযং তং পটিদেসেমী"তি।

বঙ্গানুবাদ : চোর-ডাকাতাদি প্রভৃতির আশঙ্কা ও ভয়যুক্ত যেই সমস্ত অরণ্য বিহার আছে, তাদৃশ অরণ্য বিহারে যেকোনো ভিক্ষু পূর্বে অপ্রতিসংবিদিত বা অঘোষিত (না জানানো) খাদ্য-ভোজ্য আরাম মধ্যে স্বহস্তে প্রতিগ্রহণপূর্বক অপীড়িত অবস্থায় খেলে বা ভোজন করলে, সেই ভিক্ষুকর্তৃক অন্য ভিক্ষুদের নিকট এভাবে প্রতিদেশনা করতে হবে : "আবুসো, আমি অহিতকর নিন্দনীয় প্রতিদেশনীয় ধর্ম প্রাপ্ত হয়েছি, তা আপনাদের নিকট প্রতিদেশনা করছি।"

৫৭৩. "যানি খো পন তানি আরঞ্ঞকানি সেনাসনানি" এই বাক্যে আরঞ্ঞকং সেনাসনং অর্থে গ্রামের শেষ সীমা হতে পঞ্চশত ধনু (এক কিলোমিটার?) অবধি দূরত্ব বিশিষ্ট স্থানকেই অরণ্য বিহার বুঝায়।

"সাসঙ্কং" অর্থে বিহারে বা বিহারের উপাচারে চোরদের বাসস্থান, ভোজনস্থান, অবস্থান, উপবেশনস্থান, শয়নস্থান ইত্যাদি পরিদৃষ্ট হওয়া।

"সপ্পটিভযং" অর্থে বিহারে বা বিহারের উপচারে চোরদের দ্বারা নিহত, অপহৃত, প্রহৃত মানুষ ইত্যাদি পরিদৃষ্ট হওয়া।

"যো পন" বলতে যা যেরূপ,... বলা হয়েছে।

"ভিক্খু" বলতে ভিক্ষান্নজীবী অর্থে ভিক্ষু,... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুই অভিপ্রেত।

"তথারূপেসু সেনাসনেসু" বলতে এতাদৃশ অরণ্য বিহারাদিতে বলা হয়েছে।

"অপ্পটিসংবিদিতং" অর্থে পাঁচ প্রকারে প্রতিসংবিদিত বা ঘোষিত হলেও (তথাপি) ইহা অপ্রতিসংবিদিত বা অঘোষিত বলেই গণ্য হয়। আরাম (অরণ্য বিহার) এবং আরামের উপচার (পার্শ্ববর্তী অঞ্চল) ব্যতীত প্রতিসংবিদিত বা ঘোষিত[১] হলেও ইহা অপ্রতিসংবিদিত বা অঘোষিত বলেই গণ্য হয়।

"পটিসংবিদিতং" অর্থে যেকোনো স্ত্রী বা পুরুষ আরামে বা আরামের উপচারে আগমনপূর্বক ঘোষণা করে যে, "ভন্তে, তারা খাদ্য-ভোজ্য আহরণ

---

১. আরাম তথা অরণ্যবিহার এবং ইহার উপচার বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ব্যতীত কোনো একজন ভিক্ষু অরণ্যবিহারের উপচার হতে নির্গত হচ্ছেন অথবা গ্রামে আসছেন দেখে প্রতিসংবিদিত বা ঘোষিত হলেও তথাপি ইহা অপ্রতিসংবিদিত বা অঘোষিত বলেই পরিগণিত হয়।

করবে অমুক অমুকের জন্য।” যদি চোর-ডাকাতাদির বাসস্থানাদি পরিদৃষ্ট হয়, তাহলে তা জানাতে হবে। যদি চোর-ডাকাটাদির দ্বারা নিহিত প্রহৃত মানুষ পরিদৃষ্ট হয়, তাহলে তাও জানাতে হবে। তখন সে যদি বলে, “ঠিক আছে, ভন্তে, যে কাউকে দিয়ে আহরণ করাব।” তখন চোরদের বলতে হবে : “লোকেরা এখানে উপনীত হবে সুতরাং তোমরা চলে যাও।”

এভাবে যাগু দ্বারা প্রতিসংবিদিত (ঘোষিত) হলে এবং সে সমস্ত (যাগু) আহরণ করলে, তৎসমস্তই প্রতিসংবিদিত (ঘোষিত) বুঝায়। পিণ্ড দ্বারা প্রতিসংবিদিত হলে এবং সে সমস্ত (পিণ্ড) আহরণ করলে, তৎসমস্তই প্রতিসংবিদিত বুঝায়। কুল দ্বারা প্রতিসংবিদিত হলে এবং সেই কুলের কোনো একজন খাদ্য-ভোজ্য আহরণ করলে, তৎসমস্ত প্রতিসংবিদিত বুঝায়। গ্রাম দ্বারা প্রতিসংবিদিত হলে এবং সেই গ্রামের কোনো মানুষ খাদ্য-ভোজ্য আহরণ করলে, তৎসমস্তই প্রতিসংবিদিত বুঝায়। বণিকদলকর্তৃক প্রতিসংবিদিত হলে এবং সেই বণিকদলের কোনো মানুষ খাদ্য-ভোজ্য আহরণ করলে, তৎসমস্তই প্রতিসংবিদিত বুঝায়।

“খাদনীযং” অর্থে পঞ্চবিধ ভোজন, যামকালিক, সপ্তাহকালিক এবং যাবজ্জীবিক আহার্যদ্রব্য ব্যতীত অবশিষ্ট সবই খাদ্য বুঝায়।

“ভোজনীযং” অর্থে পঞ্চবিধ ভোজন; যথা : ভাত, মিষ্টান্ন (কুম্মাসো), আঁটা বা ময়দার তৈরি রুটি (সত্তু), মৎস্য এবং মাংস।

“অজ্ঝারামো” অর্থে বেষ্টনীযুক্ত আরামের অন্তঃআরাম তথা আরামের মধ্যভাগ এবং অপরিবেষ্টিত আরামের উপচার বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল।

“অগিলানো” অর্থে পিণ্ডচারণ করতে সমর্থ হওয়া।

“গিলানো” অর্থে পিণ্ডচারণ করতে অসমর্থ হওয়া।

নিরোগ অবস্থায় অপ্রতিসংবিদিত খাদ্য-ভোজ্য ‘খাব, ভোজন করব’ ভেবে প্রতিগ্রহণ করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। খেলে বা ভোজন করলে, প্রতি গ্রাসে গ্রাসে প্রতিদেশনীয় অপরাধ হয়।

৫৭৪. প্রতিসংবিদিত না হলে ‘প্রতিসংবিদিত হয়নি’ ধারণায় খাদ্য-ভোজ্য অপীড়িত অবস্থায় আরাম মধ্যে স্বহস্তে প্রতিগ্রহণপূর্বক খেলে বা ভোজন করলে, প্রতিদেশনীয় অপরাধ হয়। প্রতিসংবিদিত না হলে ‘প্রতিসংবিদিত হয়েছে কি না’ সন্দেহবশত অপীড়িত অবস্থায় আরাম মধ্যে খাদ্য-ভোজ্য স্বহস্তে প্রতিগ্রহণপূর্বক খেলে বা ভোজন করলে, প্রতিদেশনীয় অপরাধ হয়। প্রতিসংবিদিত না হলে ‘প্রতিসংবিদিত হয়েছে’ ধারণায় অপীড়িত অবস্থায় আরাম মধ্যে খাদ্য-ভোজ্য নিজ হাতে প্রতিগ্রহণপূর্বক

খেলে বা ভোজন করলে, প্রতিদেশনীয় অপরাধ হয়।

যামকালিক, সপ্তাহকালিক, যাবজ্জীবিক আহার্যবস্তু আহারের নিমিত্ত প্রতিগ্রহণ করলে, দুক্কট অপরাধ হয়। খেলে বা ভোজন করলে, প্রতি গ্রাসে গ্রাসে দুক্কট অপরাধ হয়। প্রতিসংবিদিত হলে 'প্রতিসংবিদিত হয়নি' ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। প্রতিসংবিদিত হলে 'প্রতিসংবিদিত হয়েছে কি না' সন্দেহবশত দুক্কট অপরাধ হয়। প্রতিসংবিদিত হলে 'প্রতিসংবিদিত হয়েছে' ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৫৭৫. **অনাপত্তি :** প্রতিসংবিদিত হলে, রোগীর অবশিষ্টাংশ ভোজন করলে, আরামের বাইরে গ্রহণপূর্বক আরাম মধ্যে ভোজন করলে, বিহারে জাত ফল-মূলাদি ভোজন করলে, যামকালিক, সপ্তাহকালিক ও যাবজ্জীবিক আহার্যবস্তু বিশেষ প্রয়োজনে পরিভোগ করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[চতুত্থ পটিদেসনীয শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

হে আয়ুষ্মানগণ, চতুর্বিধ প্রতিদেশনীয় ধর্ম আবৃত্তি সমাপ্ত হলো। সুতরাং আয়ুষ্মানগণকে জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা পরিশুদ্ধ আছেন তো? দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা পরিশুদ্ধ আছেন তো? তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা পরিশুদ্ধ আছেন তো? আয়ুষ্মানগণ পরিশুদ্ধ আছেন বিধায় সকলে নীরব রয়েছেন, আমি এরূপ ধারণা করছি।

[প্রতিদেশনীয় অধ্যায় সমাপ্ত]

৭. সেখিয় অধ্যায়

১. পরিমণ্ডল বর্গ

হে আয়ুষ্মানগণ, এই সেখিয়[১] ধর্মসমূহ উদ্দেস (আবৃত্তি) আগত হচ্ছে :

৫৭৬. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ সম্মুখে ও পশ্চাতে ঝুলিয়ে উঁচু-নিচু করে পরিধেয় চীবর (অন্তর্বাস) পরিধান করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সম্মুখে ও পশ্চাতে ঝুলিয়ে উঁচু-নিচু করে পরিধেয় চীবর পরিধান করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভমূলক বাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ সম্মুখে ও পশ্চাতে ঝুলিয়ে উঁচু-নিচু করে পরিধেয় চীবর পরিধান করবেন? অতঃপর ভিক্ষুগণ তাঁদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি সম্মুখে ও পশ্চাতে ঝুলিয়ে উঁচু-নিচু করে পরিধেয় চীবর পরিধান করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা সম্মুখে ও পশ্চাতে ঝুলিয়ে উঁচু-নিচু করে পরিধেয় চীবর পরিধান করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"পরিমণ্ডলং নিবাসেস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : পরিমণ্ডলাকারে বা গোলাকার করে পরিধেয় চীবর (অন্তর্বাস) পরিধান করব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

নাভিদেশ ও জানুদেশ (হাঁটু) আচ্ছাদনপূর্বক পরিমণ্ডলাকারে বা

---

[১]. শৈখ্য তথা যার শিক্ষা এখনো সমাপ্ত হয়নি এমন ব্যক্তির আদি বা শুরু থেকেই আচরণযোগ্য, অনুশীলনযোগ্য ও শিক্ষণীয়—এই অর্থে 'সেখিয'। এক কথায় সেখ তথা শৈখ্য ব্যক্তির শিক্ষণীয় বিষয়গুলোই হচ্ছে 'সেখিয'।

গোলাকার করে পরিধেয় চীবর পরিধান করবে। যে কেউ অনাদর (অবজ্ঞা)বশত পরিধেয় চীবর সম্মুখে বা পশ্চাতে ঝুলিয়ে উঁচু-নিচু করে পরিধান করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, স্মৃতি না থাকলে, বিশেষ কোনো কারণে সম্মুখে বা পশ্চাতে ঝুলিয়ে পড়েছে অথবা উঁচু-নিচু হয়েছে বলে না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫৭৭. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ সম্মুখে ও পশ্চাতে ঝুলিয়ে উঁচু-নিচু করে চীবর (উত্তরাসঙ্গ) পারুপন (রুম) করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সম্মুখে ও পশ্চাতে ঝুলিয়ে উঁচু-নিচু করে চীবর পারুপন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে ২লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ সম্মুখে ও পশ্চাতে ঝুলিয়ে উঁচু-নিচু করে চীবর পারুপন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি সম্মুখে ও পশ্চাতে ঝুলিয়ে উঁচু-নিচু করে চীবর পারুপন করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা সম্মুখে ও পশ্চাতে ঝুলিয়ে উঁচু-নিচু করে চীবর পারুপন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"পরিমণ্ডলং পারুপিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : পরিমণ্ডলাকারে চীবর পারুপন বা রুম করব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

চীবরের উভয় কোণ সমান করে পরিমণ্ডলাকারে পারুপন বা রুম করা উচিত। যে কেউ অনাদরবশত সম্মুখে বা পশ্চাতে ঝুলিয়ে উঁচু-নিচু করে চীবর পারুপন বা রুম করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে,... কোনো অপরাধ হয় না।

[দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫৭৮. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ দেহ অনাবৃত করে অন্তরঘরে (গ্রামমধ্যে) গমন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ দেহ অনাবৃত করে অন্তরঘরে গমন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের নিন্দা বাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ দেহ অনাবৃত করে অন্তরঘরে গমন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি দেহ অনাবৃত করে অন্তরঘরে গমন করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা দেহ অনাবৃত করে অন্তরঘরে গমন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"সুপটিচ্ছন্নো অন্তরঘরে গমিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযো"তি।

বঙ্গানুবাদ : সুন্দররূপে চীবর আচ্ছাদন করে অন্তরঘরে (গ্রামমধ্যে) গমন করব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

সুন্দররূপে চীবর আচ্ছাদন করে অন্তরঘরে গমন করা উচিত। যে কেউ অনাদরবশত দেহ অনাবৃত করে অন্তরঘরে গমন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, স্মৃতি না থাকলে, বিশেষ কোনো কারণে দেহের কোনো অংশ অনাবৃত হয়েছে বলে না জানালে, কোনো অপরাধ হয়

না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫৭৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অন্তরঘরে দেহ অনাবৃত করে উপবেশন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ দেহ অনাবৃত করে অন্তরঘরে উপবেশন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের নিন্দা বাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ দেহ অনাবৃত করে অন্তরঘরে উপবেশন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি দেহ অনাবৃত করে অন্তরঘরে উপবেশন করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা দেহ অনাবৃত করে অন্তরঘরে উপবেশন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"সুপটিচ্ছন্নো অন্তরঘরে নিসীদিস্সামীতি সিক্খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : সুন্দররূপে চীবর আচ্ছাদন করে অন্তরঘরে উপবেশন করব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

সুন্দররূপে চীবর আচ্ছাদন করে অন্তরঘরে উপবেশন করা উচিত। যে কেউ অনাদরবশত দেহ অনাবৃত করে অন্তরঘরে উপবেশন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে,... কোনো অপরাধ হয় না।

[চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫৮০. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ হস্তপদাদি ক্রীড়া

করাতে করাতে অন্তরঘরে গমন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ হস্তপদাদি ক্রীড়া করাতে করাতে অন্তরঘরে গমন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের নিন্দা বাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ হস্তপদাদি ক্রীড়া করাতে করাতে অন্তরঘরে গমন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি হস্তপদাদি ক্রীড়া করাতে করাতে অন্তরঘরে গমন কর? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা হস্তপদাদি ক্রীড়া করাতে করাতে অন্তরঘরে গমন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"সুসংবুতো অন্তরঘরে গমিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : হস্তপদাদি ক্রীড়া না করিয়ে সুসংযতভাবে অন্তরঘরে গমন করব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

হস্তপদাদি ক্রীড়া না করিয়ে সুসংযতভাবে অন্তরঘরে গমন করা উচিত। যে কেউ অনাদরবশত হস্তপদাদি ক্রীড়া করাতে করাতে অন্তরঘরে গমন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, স্মৃতি না থাকলে, বিশেষ কোনো কারণে হস্তপদাদি ক্রীড়া করানো হয়েছে বলে না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫৮১. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ হস্তপদাদি ক্রীড়া করাতে করাতে অন্তরঘরে উপবেশন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে

নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ হস্তপদাদি ক্রীড়া করাতে করাতে অন্তরঘরে উপবেশন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ হস্তপদাদি ক্রীড়া করাতে করাতে অন্তরঘরে উপবেশন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি হস্তপদাদি ক্রীড়া করাতে করাতে অন্তরঘরে উপবেশন কর? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা হস্তপদাদি ক্রীড়া করাতে করাতে অন্তরঘরে উপবেশন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"সুসংবুতো অন্তরঘরে নিসীদিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : হস্তপদাদি ক্রীড়া না করিয়ে সুসংযতভাবে অন্তরঘরে উপবেশন করব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

হস্তপদাদি ক্রীড়া না করিয়ে সুসংযতভাবে অন্তরঘরে উপবেশন করা উচিত। যে কেউ অনাদরবশত হস্ত বা পদ ক্রীড়া করাতে করাতে অন্তরঘরে উপবেশন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে,... কোনো অপরাধ হয় না।

[ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫৮২. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে গ্রাম মধ্যে গমন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে গ্রামমধ্যে গমন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে গ্রামমধ্যে গমন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে গ্রামমধ্যে গমন কর? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে গ্রামমধ্যে গমন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ওক্খিত্তচক্খু অন্তরঘরে গমিস্সামীতি সিক্খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : চক্ষু অধঃদিকে করে (চারি হাতের মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে) গ্রামমধ্যে গমন করব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

চক্ষু অধঃদিকে করে এক জোঁয়াল প্রমাণ স্থানে অর্থাৎ চারি হাতের মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে গ্রামমধ্যে গমন করা উচিত। যে কেউ অনাদরবশত এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে গ্রামমধ্যে গমন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে,... কোনো অপরাধ হয় না।

[সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫৮৩. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয়

ভিক্ষুগণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন করবেন?” অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন কর? “হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।” বুদ্ধ ভগবান এতে খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

“ওক্খিত্তচক্খু অন্তরঘরে নিসীদিস্সামীতি সিক্খা করণীযা”তি।

বঙ্গানুবাদ : চক্ষু অধঃদিকে করে গ্রামমধ্যে উপবেশন করব, এরূপ শিক্ষাপদ করা কর্তব্য।

চক্ষু অধঃদিকে করে এক জোঁয়াল প্রমাণ স্থানে অর্থাৎ চারি হাতের মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে গ্রামমধ্যে উপবেশন করা উচিত। যে কেউ অনাদরবশত এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে,... কোনো অপরাধ হয় না।

[অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫৮৪. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ চীবর উঠিয়ে গ্রামমধ্যে গমন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, “কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ চীবর উঠিয়ে গ্রামমধ্যে গমন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!”

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, “কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ চীবর উঠিয়ে গ্রামমধ্যে গমন করবেন?” অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষসংঘকে সমবেত করিয়ে

ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করবেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি চীবর উঠিয়ে গ্রামমধ্যে গমন কর? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা চীবর উঠিয়ে গ্রামমধ্যে গমন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন উক্‌খিত্তকায অন্তরঘরে গমিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : চীবর উঠিয়ে গ্রামমধ্যে গমন করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

চীবর উঠিয়ে গ্রামমধ্যে গমন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত একদিক বা উভয়দিক উঠিয়ে গ্রামমধ্যে গমন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে,... কোনো অপরাধ হয় না।

[নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫৮৫. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ চীবর উঠিয়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ চীবর উঠিয়ে করে গ্রামমধ্যে উপবেশন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ চীবর উঠিয়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি চীবর উঠিয়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন কর? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা চীবর উঠিয়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের

প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন উক্‌খিত্তকায অন্তরঘরে নিসীদিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : চীবর উঠিয়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

চীবর উঠিয়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত একদিক বা উভয়দিক উৎক্ষেপন করে তথা উঠায়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে,... কোনো অপরাধ হয় না।

[দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[পরিমণ্ডল বর্গ প্রথম]

২. উজ্জগ্‌ঘিক (উচ্চহাস্য) বর্গ

৫৮৬. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ মহাশব্দে হেঁসে হেঁসে গ্রামমধ্যে গমন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ মহাশব্দে হেঁসে হেঁসে গ্রামমধ্যে গমন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ মহাশব্দে হেঁসে হেঁসে গ্রামমধ্যে গমন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি মহাশব্দে হেঁসে হেঁসে গ্রাম মধ্যে গমন কর? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা মহাশব্দে হেঁসে হেঁসে গ্রামমধ্যে গমন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন উজ্জগ্‌ঘিকায অন্তরঘরে গমিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : মহাশব্দে হেঁসে হেঁসে গ্রামমধ্যে গমন করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

মহাশব্দে হেঁসে হেঁসে গ্রামমধ্যে গমন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত মহাশব্দে হেঁসে হেঁসে গ্রামমধ্যে গমন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে,... কোনো অপরাধ হয় না।

[প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫৮৭. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়্বর্গীয় ভিক্ষুগণ মহাশব্দে হেঁসে হেঁসে গ্রামমধ্যে উপবেশন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রামণগণ মহাশব্দে হেঁসে হেঁসে গ্রামমধ্যে উপবেশন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়্বর্গীয় ভিক্ষুগণ মহাশব্দে হেঁসে হেঁসে গ্রামমধ্যে উপবেশন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়্বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি মহাশব্দে হেঁসে হেঁসে গ্রামমধ্যে উপবেশন কর? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা মহাশব্দে হেঁসে হেঁসে গ্রামমধ্যে উপবেশন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন উজ্জগ্‌ঘিকায অন্তরঘরে নিসীদিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : মহাশব্দে হেঁসে হেঁসে গ্রামমধ্যে উপবেশন করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

মহাশব্দে হেঁসে হেঁসে গ্রামমধ্যে উপবেশন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত মহাশব্দে হেঁসে হেঁসে গ্রামমধ্যে উপবেশন করলে, তার দুক্কট

অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, স্মৃতি না থাকলে, না জানলে, অসুস্থ হলে, হাস্যকর বিষয়ে স্মিত হাস্যেও কোনো অপরাধ হয় না এবং পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫৮৮. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে করে গ্রামমধ্যে গমন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে করে গ্রামমধ্যে গমন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে করে গ্রামমধ্যে গমন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে করে গ্রামমধ্যে গমন কর? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে করে গ্রামমধ্যে গমন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"অপ্পসদ্দো অন্তরঘরে গমিস্সামীতি সিক্খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : অল্পশব্দে গ্রামমধ্যে গমন করব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

অল্পশব্দে গ্রামমধ্যে গমন করা উচিত। যে কেউ অনাদরবশত উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে করে গ্রামমধ্যে গমন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, স্মৃতি না থাকলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫৮৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে করে গ্রামমধ্যে উপবেশন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রামণগণ উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে করে গ্রামমধ্যে উপবেশন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে করে গ্রামমধ্যে উপবেশন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে করে গ্রামমধ্যে উপবেশন কর? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।"এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে করে গ্রামমধ্যে উপবেশন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"অপ্পসদ্দো অন্তরঘরে নিসীদিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : অল্পশব্দে গ্রামমধ্যে উপবেশন করব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

অল্পশব্দে গ্রামমধ্যে উপবেশন করা উচিত। যে কেউ অনাদরবশত উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে করে গ্রামমধ্যে উপবেশন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, স্মৃতি না থাকলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫৯০. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ দেহচালনা করে তথা দোলায়ে

দোলায়ে গ্রামমধ্যে গমন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ দেহচালনা করে তথা দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে গমন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ দেহচালনা করে তথা দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে গমন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি দেহচালনা করে তথা দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে গমন করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা দেহচালনা করে তথা দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে গমন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন কাযপ্পচালকং অন্তরঘরে গমিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : দেহচালনা করে তথা দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে গমন করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

দেহচালনা করে তথা দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে গমন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত দেহচালনা করে তথা দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে গমন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, স্মৃতি না থাকলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫৯১. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ দেহচালনা করে তথা দোলায়ে

দোলায়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, “কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ দেহচালনা করে তথা দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!”

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, “কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ দেহ চালন করে তথা দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন করবেন?” অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি দেহচালনা করে তথা দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন কর? “হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।” এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা দেহচালনা করে তথা দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

“ন কাযপ্পচালকং অন্তরঘরে নিসীদিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা”তি।

বঙ্গানুবাদ : দেহচালনা করে তথা দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

দেহচালনা করে তথা দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত দেহচালনা করে তথা দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, স্মৃতি না থাকলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, স্বীয় আবাসে উপবিষ্টের, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫৯২. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ বাহু চালনা করে তথা বাহু

দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে গমন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ বাহু চালনা করে তথা বাহু দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে গমন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ বাহু চালনা করে তথা বাহু দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে গমন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি বাহু চালনা করে তথা বাহু দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে গমন কর? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা বাহু চালনা করে তথা বাহু দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে গমন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন বাহুপ্পচালকং অন্তরঘরে গমিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : বাহু চালনা করে তথা বাহু দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে গমন করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

বাহু চালনা করে তথা বাহু দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে গমন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত বাহু চালনা করে তথা বাহু দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে গমন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা ও স্মৃতি না থাকলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫৯৩. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ বাহু চালনা করে তথা

বাহু দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ বাহু চালনা করে তথা বাহু দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ বাহু চালনা করে তথা বাহু দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি বাহু চালনা করে তথা বাহু দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন কর? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা বাহু চালনা করে তথা বাহু দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন বাহুপ্পচালকং অন্তরঘরে নিসীদিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : বাহু চালনা করে তথা বাহু দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

বাহু চালনা করে তথা বাহু দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত বাহু চালনা করে তথা বাহু দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, স্মৃতি না থাকলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, স্বীয় আবাসে উপবিষ্টের, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫৯৪. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ শির চালনা করে তথা শির

দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে গমন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ শির চালনা করে তথা শির দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে গমন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ শির চালনা করে তথা শির দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে গমন করবেন? অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি শির চালনা করে তথা শির দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে গমন কর? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা শির চালনা করে তথা শির দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে গমন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন সীসপ্পচালকং অন্তরঘরে গমিস্সামীতি সিক্খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : শির চালনা করে তথা শির দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে গমন করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

শির চালনা করে তথা শির দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে গমন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত শির চালনা করে তথা শির দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে গমন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, স্মৃতি না থাকলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫৯৫. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ শির চালনা করে তথা শির

দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ শির চালনা করে তথা শির দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুগণ শির চালনা করে তথা শির দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন করবেন? অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি শির চালনা করে তথা শির দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন কর? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা শির চালনা করে তথা শির দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন সীসপ্পচালকং অন্তরঘরে নিসীদিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : শির চালনা করে তথা শির দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

শির চালনা করে তথা শির দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত শির চালনা করে তথা শির দোলায়ে দোলায়ে গ্রামমধ্যে উপবেশন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, স্মৃতি না থাকলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, স্বীয় আবাসে উপবিষ্টের, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[উজ্জগ্‌ঘিক বর্গ দ্বিতীয়]

৩. খম্ভকত (কোমর) বর্গ

৫৯৬. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে

অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ কোমরে হাত রেখে গ্রামমধ্যে গমন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ কোমরে হাত রেখে গ্রামমধ্যে গমন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ কোমরে হাত রেখে গ্রামমধ্যে গমন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি কোমরে হাত রেখে গ্রামমধ্যে গমন কর? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা কোমরে হাত রেখে গ্রামমধ্যে গমন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন খম্ভকতো অন্তরঘরে গমিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : কোমরে হাত রেখে গ্রামমধ্যে গমন করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

কোমরে হাত রেখে গ্রামমধ্যে গমন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত একদিক বা উভয়দিকের কোমরে হাত রেখে গ্রামমধ্যে গমন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, স্মৃতি না থাকলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫৯৭. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ কোমরে হাত রেখে গ্রামমধ্যে উপবেশন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ কোমরে হাত রেখে গ্রামমধ্যে উপবেশন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ কোমরে হাত রেখে গ্রামমধ্যে উপবেশন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি কোমরে হাত রেখে গ্রামমধ্যে উপবেশন কর? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা কোমরে হাত রেখে গ্রামমধ্যে উপবেশন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন খম্ভকতো অন্তরঘরে নিসীদিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : কোমরে হাত রেখে গ্রামমধ্যে উপবেশন করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

কোমরে হাত রেখে গ্রামমধ্যে উপবেশন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত একদিকে বা উভয়দিকে কোমরে হাত রেখে গ্রামমধ্যে উপবেশন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, স্বীয় আবাসে উপবিষ্টের, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫৯৮. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ মস্তক অবগুণ্ঠন বা আচ্ছাদন করে গ্রামমধ্যে গমন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ মস্তক আচ্ছাদন করে গ্রামমধ্যে গমন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে

যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ মস্তক আচ্ছাদন করে গ্রামমধ্যে গমন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি মস্তক আচ্ছাদন করে গ্রামমধ্যে গমন কর? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা মস্তক আচ্ছাদন করে গ্রামমধ্যে গমন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; উপরন্তু তার বিপরীতই হবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন ওগুণ্ঠিতো অন্তরঘরে গমিস্সামীতি সিক্খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : মস্তক অবগুণ্ঠন বা আচ্ছাদন করে গ্রামমধ্যে গমন করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

মস্তক অবগুণ্ঠন বা আচ্ছাদন করে গ্রামমধ্যে গমন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত মস্তক অবগুণ্ঠন বা আচ্ছাদন করে গ্রামমধ্যে গমন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫৯৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ মস্তক অবগুণ্ঠন বা আচ্ছাদন করে গ্রামমধ্যে উপবেশন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ মস্তক আচ্ছাদন করে গ্রামমধ্যে উপবেশন করবেন। যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ মস্তক আচ্ছাদন করে গ্রামমধ্যে উপবেশন করবেন? অতঃপর

ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি মস্তক আচ্ছাদন করে গ্রামমধ্যে উপবেশন কর? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা মস্তক আচ্ছাদন করে গ্রামমধ্যে উপবেশন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন ওগুণ্ঠিতো অন্তরঘরে নিসীদিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : মস্তক অবগুণ্ঠন বা আচ্ছাদন করে গ্রামমধ্যে উপবেশন করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

মস্তক অবগুণ্ঠন বা আচ্ছাদন করে গ্রামমধ্যে উপবেশন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত মস্তক আচ্ছাদন করে গ্রামমধ্যে উপবেশন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, স্বীয় আবাসে উপবিষ্টের, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬০০. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ পায়ের মুড়ি তুলে পদাগ্রে ভর করে এবং পদাগ্র তুলে পায়ের মুড়িতে ভর করে গ্রামমধ্যে গমন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ পায়ের মুড়ি তুলে পদাগ্রে ভর করে এবং পদাগ্র তুলে পায়ের মুড়িতে ভর করে গ্রামমধ্যে গমন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ পায়ের মুড়ি তুলে পদাগ্রে ভর করে এবং পদাগ্র তুলে পায়ের মুড়িতে ভর করে গ্রামমধ্যে গমন করবেন? অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু

প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি পায়ের মুড়ি তুলে পদাগ্রে ভর করে এবং পদাগ্র তুলে পায়ের মুড়িতে ভর করে গ্রামমধ্যে গমন কর? “হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।” এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা পায়ের মুড়ি তুলে পদাগ্রে ভর করে এবং পদাগ্র তুলে পায়ের মুড়িতে ভর করে গ্রামমধ্যে গমন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

“ন উক্কুটিকায অন্তরঘরে গমিস্সামীতি সিক্খা করণীযা”তি।

বঙ্গানুবাদ : পায়ের মুড়ি তুলে পদাগ্রে ভর করে অথবা পদাগ্র তুলে পায়ের মুড়িতে ভর করে গ্রামমধ্যে গমন করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

পায়ের মুড়ি তুলে পদাগ্রে ভর করে অথবা পদাগ্র তুলে পায়ের মুড়িতে ভর করে গ্রামমধ্যে গমন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত পায়ের মুড়ি তুলে পদাগ্রে ভর করে অথবা পদাগ্র তুলে পায়ের মুড়িতে ভর করে গ্রামমধ্যে গমন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬০১. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ হস্তপদাদি জড়িয়ে ধরে গ্রামমধ্যে উপবেশন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, “কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ হস্তপদাদি জড়িয়ে ধরে গ্রামমধ্যে উপবেশন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!”

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, “কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ হস্তপদাদি জড়িয়ে ধরে গ্রামমধ্যে উপবেশন করবেন? অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা জ্ঞাপন

করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি হস্তপদাদি জড়িয়ে ধরে গ্রামমধ্যে উপবেশন কর? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা হস্তপদাদি জড়িয়ে ধরে গ্রামমধ্যে উপবেশন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন পল্লত্থিকায অন্তরঘরে নিসীদিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : হস্তপদাদি জড়িয়ে ধরে গ্রামমধ্যে উপবেশন করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

হস্তপদাদি জড়িয়ে ধরে গ্রামমধ্যে উপবেশন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত হস্তপদাদি জড়িয়ে ধরে গ্রামমধ্যে উপবেশন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, স্বীয় আবাসে উপবিষ্টের, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬০২. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ স্মৃতিবিহীন অমনোযোগী হয়ে পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ স্মৃতিবিহীন অমনোযোগী হয়ে পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ স্মৃতিবিহীন অমনোযোগী হয়ে পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি স্মৃতিবিহীন অমনোযোগী হয়ে পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা স্মৃতিবিহীন অমনোযোগী হয়ে পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"সক্কচ্চং পিণ্ডপাতং পটিগ্গহেস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : স্মৃতি স্থাপনপূর্বক মনোযোগের সাথে পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

স্মৃতি স্থাপনপূর্বক মনোযোগের সাথে পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করা উচিত । যে কেউ অনাদরবশত প্রত্যাখ্যানেচ্ছুক সদৃশ স্মৃতিবিহীন অমনোযোগী হয়ে পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬০৩. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করতে লাগলেন। তাই পিণ্ডপাত চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লে এবং সময় অতীত হলেও তা জানতেন না। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করবেন? কেনই বা পিণ্ডপাত চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লে এবং সময় অতীত হলেও তা জানবেন না? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করবেন? অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা

নিবেদন করলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"পত্তসঞ্ঞী পিণ্ডপাতং পটিগ্গহেস্সামীতি সিক্খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : পাত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

পাত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করা উচিত। যে কেউ অনাদরবশত এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬০৪. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণকালে স্যুপই অধিক পরিমাণ প্রতিগ্রহণ করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণকালে স্যুপই অধিক পরিমাণ প্রতিগ্রহণ করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণকালে স্যুপই অধিক পরিমাণ প্রতিগ্রহণ করবেন? অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণকালে স্যুপই অধিক পরিমাণ প্রতিগ্রহণ করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণকালে স্যুপই অধিক পরিমাণ প্রতিগ্রহণ করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"সমসূপকং পিণ্ডপাতং পটিগ্গহেস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : ভাতের এক চতুর্থাংশ স্যুপসহ পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

এখানে স্যুপ বলতে দুই প্রকার স্যুপ; যথা : মুগ (ডাল) স্যুপ এবং মাস (শিম) স্যুপ। ভাতের এক চতুর্থাংশ স্যুপসহ পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করা উচিত। যে কেউ অনাদরবশত শুধুমাত্র স্যুপই অধিক পরিমাণ প্রতিগ্রহণ করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, অসুস্থ হলে, দ্বিবিধ স্যুপ ব্যতীত অবশিষ্ট স্যুপ গ্রহণে, জ্ঞাতিদের, নিমন্ত্রিতের, অন্যের উদ্দেশে গ্রহণে, স্বীয় ধনে, কোনো অপরাধ হয় না এবং পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫০৬. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ পাত্রের মুখরেখা অতিক্রম করে স্তুপীকৃত পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ পাত্রের মুখরেখা অতিক্রম করে স্তুপীকৃত পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ পাত্রের মুখরেখা অতিক্রম করে স্তুপীকৃত পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ

করবেন? অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি পাত্রের মুখরেখা অতিক্রম করে স্তুপীকৃত পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা পাত্রের মুখরেখা অতিক্রম করে স্তুপীকৃত পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"সমতিত্তিকং পিণ্ডপাতং পটিগ্গহেস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : পাত্রপূর্ণ বা পাত্রের মুখরেখার কম পরিমাণ পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

পাত্রপূর্ণ বা পাত্রের মুখরেখার কম পরিমাণ পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করা উচিত। যে কেউ অনাদরবশত পাত্রের মুখরেখা অতিক্রম করে স্তুপীকৃত পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[খম্ভকত (কোমর) বর্গ তৃতীয়]

৪. সক্কচ্চ (মনোযোগ) বর্গ

৬০৬. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ভোজনে অনিচ্ছুক সদৃশ স্মৃতিবিহীন অমনোযোগী হয়ে পিণ্ডপাত ভোজন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ স্মৃতিধিহীন অমনোযোগী হয়ে পিণ্ডপাত ভোজন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই

বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ স্মৃতিবিহীন অমনোযোগী হয়ে পিণ্ডপাত ভোজন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি স্মৃতিবিহীন অমনোযোগী হয়ে পিণ্ডপাত ভোজন করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা স্মৃতিবিহীন অমনোযোগী হয়ে পিণ্ডপাত ভোজন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"সক্কচ্চং পিণ্ডপাতং ভুঞ্জিস্সামীতি সিক্খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : স্মৃতি স্থাপনপূর্বক মনোযোগের সাথে পিণ্ডপাত ভোজন করব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

স্মৃতি স্থাপনপূর্বক মনোযোগের সাথে পিণ্ডপাত ভোজন করা উচিত। যে কেউ অনাদরবশত স্মৃতিবিহীন অমনোযোগী হয়ে পিণ্ডপাত ভোজন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬০৭. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে পিণ্ডপাত ভোজন করতে লাগলেন। তাই পিণ্ডপাত চতুর্দিকে ছিটিয়ে পড়লে এবং সময় অতীত হলেও তা জানতেন না। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে পিণ্ডপাত ভোজন করবেন? কেনই বা পিণ্ডপাত চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লে এবং সময় অতীত হলেও তা জানবেন না? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয়

ভিক্ষুগণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে পিণ্ডপাত ভোজন করবে?” অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে পিণ্ডপাত ভোজন করছ? “হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।” এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে পিণ্ডপাত ভোজন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

“পত্তসঞ্ঞী পিণ্ডপাতং ভুঞ্জিস্সামীতি সিক্খা করণীযা”তি।

বঙ্গানুবাদ : পাত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে পিণ্ডপাত ভোজন করব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

পাত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে পিণ্ডপাত ভোজন করা উচিত। যে কেউ অনাদরবশত এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে পিণ্ডপাত ভোজন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬০৮. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ এখান থেকে কিছু ওখান থেকে কিছু বিশৃঙ্খলভাবে খাদ্য গ্রহণ করে পিণ্ডপাত ভোজন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, “কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ এখান থেকে কিছু ওখান থেকে কিছু বিশৃঙ্খলভাবে খাদ্য গ্রহণ করে পিণ্ডপাত ভোজন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!”

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, “কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ এখান থেকে কিছু ওখান থেকে কিছু বিশৃঙ্খলভাবে খাদ্য গ্রহণ করে পিণ্ডপাত ভোজন করবেন?” অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা

করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি এখান থেকে কিছু ওখান থেকে কিছু বিশৃঙ্খলভাবে খাদ্য গ্রহণ করে পিণ্ডপাত ভোজন করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা এখান থেকে কিছু ওখান থেকে কিছু বিশৃঙ্খলভাবে খাদ্য গ্রহণ করে পিণ্ডপাত ভোজন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"সপদানং পিণ্ডপাতং ভুঞ্জিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : একপার্শ্ব হতে ক্রমান্বয়ে পিণ্ডপাত ভোজন করব, এরূপ শিক্ষা করা উচিত।

একপার্শ্ব হতে ক্রমান্বয়ে পিণ্ডপাত ভোজন করা উচিত। যে কেউ অনাদরবশত এখান থেকে কিছু ওখান থেকে কিছু বিশৃঙ্খলভাবে খাদ্য গ্রহণ করে পিণ্ডপাত ভোজন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, অসুস্থ হলে, অপরকে দেওয়ার সময় এখান থেকে কিছু ওখান থেকে কিছু খাদ্য গ্রহণ করলে, অন্যের পাত্রে পুঞ্জীভূত করার সময় এখান থেকে কিছু ওখান থেকে কিছু খাদ্য গ্রহণ করলে, অবশিষ্টাংশ গ্রহণে, কোনো অপরাধ হয় না এবং পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬০৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ পিণ্ডপাত ভোজনকালে স্যুপই অধিক পরিমাণ ভোজন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ পিণ্ডপাত ভোজনকালে স্যুপই অধিক পরিমাণ ভোজন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ পিণ্ডপাত ভোজনকালে স্যুপই অধিক পরিমাণ ভোজন করবেন?"

অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি পিণ্ডপাত ভোজনকালে স্যুপই অধিক পরিমাণ ভোজন করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা পিণ্ডপাত ভোজনকালে স্যুপই অধিক পরিমাণ ভোজন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"সমসূপকং পিণ্ডপাতং ভুঞ্জিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : ভাতের এক চতুর্থাংশ স্যুপসহ পিণ্ডপাত ভোজন করব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

এখানে স্যুপ বলতে দুই প্রকার স্যুপ; যথা : মুগ (ডাল) স্যুপ এবং মাস (শিম) স্যুপ। ভাতের এক চতুর্থাংশ স্যুপসহ পিণ্ডপাত ভোজন করা উচিত। যে কেউ অনাদরবশত স্যুপই অধিক পরিমাণ ভোজন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, অসুস্থ হলে, দ্বিবিধ স্যুপ ব্যতীত অবশিষ্ট স্যুপাদি ভোজনে, জ্ঞাতিদের, নিমন্ত্রিতের, স্বীয় ধনে, কোনো অপরাধ হয় না এবং পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬১০. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অন্নস্তূপের অগ্র ও মধ্যভাগ হতে মর্দন করে করে পিণ্ডপাত ভোজন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ অন্নস্তূপের অগ্র ও মধ্যভাগ হতে মর্দন করে করে পিণ্ডপাত ভোজন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অন্নস্তূপের অগ্র ও মধ্যভাগ হতে মর্দন করে করে পিণ্ডপাত ভোজন

করবেন?” অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি অন্নস্তুপের অগ্র ও মধ্যভাগ হতে মর্দন করে করে পিণ্ডপাত ভোজন করছ? “হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।” এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা অন্নস্তুপের অগ্র ও মধ্যভাগ হতে মর্দন করে করে পিণ্ডপাত ভোজন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

“ন থূপতো ওমদিত্বা পিণ্ডপাতং ভুঞ্জিস্সামীতি সিক্খা করণীযা”তি।

বঙ্গানুবাদ : অন্নস্তুপের অগ্র বা মধ্যভাগ হতে মর্দন করে করে পিণ্ডপাত ভোজন করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

অন্নস্তুপের অগ্র বা মধ্যভাগ হতে মর্দন করে করে পিণ্ডপাত ভোজন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত অন্নস্তুপের অগ্র বা মধ্যভাগ হতে মর্দন করে করে পিণ্ডপাত ভোজন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, অসুস্থ হলে, অল্প পরিমাণ অবশিষ্ট থাকলে তা একত্রে মিশিয়ে মর্দন করে করে ভোজন করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬১১. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অধিক গ্রহণের ইচ্ছায় স্যুপ ও ব্যঞ্জনাদি ভাত দ্বারা আচ্ছাদন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, “কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ অধিক গ্রহণের ইচ্ছায় স্যুপ ও ব্যঞ্জনাদি ভাত দ্বারা আচ্ছাদন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!”

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, “কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অধিক গ্রহণের ইচ্ছায় স্যুপ ও ব্যঞ্জনাদি ভাত দ্বারা আচ্ছাদন

করবেন?” অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি অধিক গ্রহণের ইচ্ছায় স্যুপ ও ব্যঞ্জনাদি ভাত দ্বারা আচ্ছাদন করছ? “হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।” এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা অধিক গ্রহণের ইচ্ছায় স্যুপ ও ব্যঞ্জনাদি ভাত দ্বারা আচ্ছাদন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

“ন সূপং বা ব্যঞ্জনং বা ওদনেন পটিচ্ছাদেস্‌সামি ভিয্যোকম্যতং উপাদাযাতি সিক্‌খা করণীযা”তি।

বঙ্গানুবাদ : অধিক গ্রহণের ইচ্ছায় স্যুপ বা ব্যঞ্জন ভাত দ্বারা আচ্ছাদন করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

অধিক গ্রহণের ইচ্ছায় স্যুপ বা ব্যঞ্জন ভাত দ্বারা আচ্ছাদন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত অধিক গ্রহণের ইচ্ছায় স্যুপ বা ব্যঞ্জন ভাত দ্বারা আচ্ছাদন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, স্বামীগণ আচ্ছাদন করে দিলে, অধিক গ্রহণের ইচ্ছা না থাকলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬১২. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ নিজের জন্য স্যুপ ও ভাত যাচঞা করে করে ভোজন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, “কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ নিজের জন্যে স্যুপ ও ভাত যাচঞা করে করে ভোজন করবেন? কেনই বা এঁদের মধ্যে কেউ কেউ উত্তমরূপে রন্ধিত ভোজনে সন্তুষ্ট হন না অথবা কেউ কেউ সুমিষ্ট ভোজন পছন্দ করেন না?”

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই

বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়্বর্গীয় ভিক্ষুগণ নিজের জন্যে স্যুপ ও ভাত যাচঞা করে করে ভোজন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়্বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি নিজের জন্যে স্যুপ ও ভাত যাচঞা করে করে ভোজন করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা নিজের জন্যে স্যুপ ও ভাত যাচঞা করে করে ভোজন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন সূপং বা ওদনং বা অত্তনো অত্থায বিঞ্‌ঞাপেত্বা ভুঞ্জিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : নিজের জন্যে স্যুপ বা ভাত যাচঞা করে ভোজন করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

এভাবে ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হলো।

৬১৩. সে সময়ে ভিক্ষুগণ অসুস্থ হয়ে পড়লে, রোগী তত্ত্বাবধানকারী ভিক্ষুগণ অসুস্থ ভিক্ষুদের বললেন, "আবুসো, স্বস্তি বোধ হচ্ছে তো? দিন ভাল কাটছে তো? "আবুসো পূর্বে আমরা নিজের জন্যে স্যুপ ও ভাত যাচঞা করে ভোজন করতাম। ফলে আমাদের স্বস্তিবোধ হতো। কিন্তু এখন 'ভগবানকর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছে' ভেবে সন্দেহবশত যাচঞা করছি না। ফলে আমাদের স্বস্তিবোধও হচ্ছে না।" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা জানালে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, অসুস্থ ভিক্ষু নিজের জন্যে স্যুপ ও ভাত যাচঞা করে ভোজন করবে। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন সুপং বা ওদনং বা অগিলানো অত্তনো অত্থায বিঞ্‌ঞাপেত্বা ভুঞ্জিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : নিরোগ অবস্থায় নিজের জন্যে স্যুপ ও ভাত যাচঞা করে ভোজন করব না, এরূপ শিক্ষা করা উচিত।

নিরোগ অবস্থায় নিজের জন্যে স্যুপ বা ভাত যাচঞা করে ভোজন করা

উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত নিরোগ অবস্থায় নিজের জন্যে স্যুপ বা ভাত যাচঞা করে ভোজন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, অসুস্থ হলে, জ্ঞাতিদের, নিমন্ত্রিতদের, অন্যের উদ্দেশে যাচঞা করলে, স্বীয় ধনে, কোনো অপরাধ হয় না এবং পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬১৪. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ নিন্দাকামী হয়ে অপর ভিক্ষু-শ্রামণের পাত্র অবলোকন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ অপর ভিক্ষু-শ্রামণের পাত্র অবলোকন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অপর ভিক্ষু-শ্রামণের পাত্র অবলোকন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি অপর ভিক্ষু-শ্রামণের পাত্র অবলোকন করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা অপর ভিক্ষু-শ্রামণের পাত্র অবলোকন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন উজ্ঝানসঞ্ঞী পরেসং পত্তং ওলোকেস্সামীতি সিক্খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : নিন্দাকামী হয়ে অপর ভিক্ষু-শ্রামণের পাত্র অবলোকন করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

নিন্দাকামী হয়ে অপর ভিক্ষু-শ্রামণের পাত্র অবলোকন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত নিন্দাকামী হয়ে অপর ভিক্ষু-শ্রামণের পাত্র অবলোকন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, 'দিব বা দেওয়াব' এমন ইচ্ছায় তাকালে, কোনো অপরাধ হয় না এবং পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬১৫. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অতি বড় গ্রাস তৈরি করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ অতি বড় গ্রাস তৈরি করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অতি বড় গ্রাস তৈরি করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি অতি বড় গ্রাস তৈরি করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা অতি বড় গ্রাস তৈরি করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"নাতিমহন্তং কবলং করিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : ময়ূরের ডিম্ব হতে বড় এবং কুক্কুটের ডিম্ব হতে ছোট এমন মাঝারি প্রমাণ গ্রাস অপেক্ষা বড় গ্রাস তৈরি করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

ময়ূরের ডিম্ব হতে বড় এবং কুক্কুটের ডিম্ব হতে ছোট এমন মাঝারি প্রমাণ গ্রাস তৈরি করা উচিত। যে কেউ অনাদরবশত অতি বড় গ্রাস তৈরি করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, অসুস্থ হলে, খাদ্যবস্তুতে, ফলাফলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং পদহীনের, উন্মত্তের ও

আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬১৬. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ লম্বা আকৃতির খণ্ডিত গ্রাস তৈরি করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ লম্বা আকৃতির খণ্ডিত গ্রাস তৈরি করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ লম্বা আকৃতির খণ্ডিত গ্রাস তৈরি করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি লম্বা আকৃতির খণ্ডিত গ্রাস তৈরি করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা লম্বা আকৃতির খণ্ডিত গ্রাস তৈরি করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"পরিমণ্ডলং আলোপং করিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : গোলাকার গ্রাস তৈরি করব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

গোলাকার গ্রাস তৈরি করা উচিত। যে কেউ অনাদরবশত লম্বা আকৃতির গ্রাস তৈরি করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, অসুস্থ হলে, খাদ্যবস্তুতে, ফলাফলে, অবশিষ্টাংশে, কোনো অপরাধ হয় না এবং পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[সক্কচ্চ বর্গ চতুর্থ]

৫. কবল (গ্রাস) বর্গ

৬১৭. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ গ্রাস মুখের কাছে না আনতেই মুখদ্বার খুলতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ গ্রাস মুখের কাছে না আনতেই মুখদ্বার খুলবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ গ্রাস মুখের কাছে না আনতেই মুখদ্বার খুলবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি গ্রাস মুখের কাছে না আনতেই মুখদ্বার খুলছো? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা গ্রাস মুখের কাছে না আনতেই মুখদ্বার খুলবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন অনাহটে কবলে মুখদ্বারং বিবরিস্সামীতি সিক্খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : গ্রাস মুখের কাছে না আনতেই মুখদ্বার খুলব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

গ্রাস মুখের কাছে না আনতেই মুখদ্বার খোলা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত গ্রাস মুখের কাছে না আনতেই মুখদ্বার খুললে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬১৮. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ভোজনকালে সমস্ত হস্ত (অঙ্গুলি) মুখে প্রক্ষেপ করতে (ঢুকাতে) লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে

নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ভোজনকালে সমস্ত হস্ত মুখে প্রক্ষেপ করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ভোজনকালে সমস্ত হস্ত মুখে প্রক্ষেপ করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি ভোজনকালে সমস্ত হস্ত মুখে প্রক্ষেপ করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা ভোজনকালে সমস্ত হস্ত মুখে প্রক্ষেপ করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন ভুঞ্জমানো সব্বং হত্থং মুখে পক্খিপিস্সামীতি সিক্খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : ভোজনকালে সমস্ত হস্ত (অঙ্গুলি) মুখে প্রক্ষেপ করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

ভোজনকালে সমস্ত হস্ত মুখে প্রক্ষেপ করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত ভোজনকালে সমস্ত হস্ত মুখে প্রক্ষেপ করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬১৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ মুখে গ্রাস নিয়ে কথা বলতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ মুখে গ্রাস নিয়ে কথা বলবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে

যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ মুখে গ্রাস নিয়ে কথা বলবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি মুখে গ্রাস নিয়ে কথা বল? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা মুখে গ্রাস নিয়ে কথা বলবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন সকবলেন মুখেন ব্যাহরিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : মুখে গ্রাস নিয়ে কথা বলব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

মুখে গ্রাস নিয়ে কথা বলা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত মুখে গ্রাস নিয়ে কথা বললে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬২০. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ মুখে গ্রাস ছুঁড়ে দিয়ে ভোজন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ মুখে পিণ্ড ছুঁড়ে দিয়ে ভোজন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ মুখে পিণ্ড ছুঁড়ে দিয়ে ভোজন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে

ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি মুখে পিণ্ড ছুঁড়ে দিয়ে ভোজন কর? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা মুখে পিণ্ড ছুঁড়ে দিয়ে ভোজন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন পিণ্ডুক্খেপকং ভুঞ্জিস্সামীতি সিক্খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : মুখে পিণ্ড ছুঁড়ে দিয়ে ভোজন করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

মুখে পিণ্ড ছুঁড়ে দিয়ে ভোজন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত মুখে পিণ্ড ছুঁড়ে দিয়ে ভোজন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, অসুস্থ হলে, খাদ্যবস্তুতে, ফলাফলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬২১. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ মুখে ভাতের গ্রাস ভর্তি করে দাঁতে কেটে কেটে ভোজন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ মুখে ভাতের গ্রাস ভর্তি করে দাঁতে কেটে কেটে ভোজন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ মুখে ভাতের গ্রাস ভর্তি করে দাঁতে কেটে কেটে ভোজন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি মুখে ভাতের গ্রাস ভর্তি করে দাঁতে কেটে কেটে ভোজন কর?

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা মুখে ভাতের গ্রাস ভর্তি করে দাঁতে কেটে কেটে ভোজন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন কবলাবচ্ছেদকং ভুঞ্জিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : মুখে ভাতের গ্রাস ভর্তি করে দাঁতে কেটে কেটে ভোজন করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

মুখে ভাতের গ্রাস ভর্তি করে দাঁতে কেটে কেটে ভোজন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত মুখে ভাতের গ্রাস ভর্তি করে দাঁতে কেটে কেটে ভোজন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, অসুস্থ হলে, খাদ্যবস্তুতে, ফলাফলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬২২. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ মুখে খাদ্য ভর্তি করে গাল ফুলিয়ে ভোজন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ মুখে খাদ্য ভর্তি করে গাল ফুলিয়ে ভোজন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ মুখে খাদ্য ভর্তি করে গাল ফুলিয়ে ভোজন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি মুখে খাদ্য ভর্তি করে গাল ফুলিয়ে ভোজন কর? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা মুখে খাদ্য ভর্তি করে গাল ফুলিয়ে ভোজন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং

প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন অবগণ্ডকারকং ভুঞ্জিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : মুখে ভাত ভর্তি করে গাল ফুলিয়ে ভোজন করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

মুখে ভাত ভর্তি করে গাল ফুলিয়ে ভোজন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত একদিকের বা উভয়দিকের গাল ফুলিয়ে ভোজন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, অসুস্থ হলে, ফলাফলে কোনো অপরাধ হয় না এবং পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬২৩. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ হাত ঝেড়ে ঝেড়ে ভোজন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ হাত ঝেড়ে ঝেড়ে ভোজন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ হাত ঝেড়ে ঝেড়ে ভোজন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি হাত ঝেড়ে ঝেড়ে ভোজন কর? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা হাত ঝেড়ে ঝেড়ে ভোজন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন হত্থনিদ্ধূনকং ভুঞ্জিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : হাত ঝেড়ে ঝেড়ে ভোজন করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

হাত ঝেড়ে ঝেড়ে ভোজন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত হাত ঝেড়ে ঝেড়ে ভোজন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, অসুস্থ হলে, ময়লা-আবর্জনাদি ফেলে দেয়ার সময় হাত ঝাড়লে, কোনো অপরাধ হয় না এবং পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬২৪. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ পাত্রের মধ্যে ভাতের কণা প্রভৃতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভোজন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ পাত্রের মধ্যে ভাতের কণা প্রভৃতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভোজন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ পাত্রের মধ্যে ভাতের কণা প্রভৃতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভোজন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি পাত্রের মধ্যে ভাতের কণা প্রভৃতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভোজন কর? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা পাত্রের মধ্যে ভাতের কণা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভোজন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন সিত্থাবকারং ভুঞ্জিস্সামীতি সিক্খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : পাত্রের মধ্যে ভাতের কণা প্রভৃতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভোজন করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

পাত্রের মধ্যে ভাতের কণা প্রভৃতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভোজন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত পাত্রের মধ্যে ভাতের কণা প্রভৃতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভোজন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, অসুস্থ হলে, ময়লা-আবর্জনাদি ফেলে দেয়ার সময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লে, কোনো অপরাধ হয় না এবং পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬২৫. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ জিহ্বা বের করে ভোজন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ জিহ্বা বের করে ভোজন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ জিহ্বা বের করে ভোজন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি জিহ্বা বের করে ভোজন কর? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা জিহ্বা বের করে ভোজন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন জিহ্বানিচ্ছরকং ভুঞ্জিস্সামীতি সিক্খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : জিহ্বা বের করে ভোজন করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

জিহ্বা বের করে ভোজন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত জিহ্বা বের করে ভোজন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬২৬. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ চপ চপ শব্দ করে ভোজন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ চপ চপ শব্দ করে ভোজন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ চপ চপ শব্দ করে ভোজন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি চপ চপ শব্দ করে ভোজন কর? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা চপ চপ শব্দ করে ভোজন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন চপুচপু কারকং ভুঞ্জিস্সামীতি সিক্খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : চপ চপ শব্দ করে ভোজন করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

চপ চপ শব্দ করে ভোজন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত চপ চপ শব্দ করে ভোজন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[কবল বর্গ পঞ্চম]

৬. সুরু সুরু বর্গ

৬২৭. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান কোসাম্বীর ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। তখন অন্যতর ব্রাহ্মণকর্তৃক সংঘের উদ্দেশে দুগ্ধ পানীয় পরিবেশন করা হলে, ভিক্ষুগণ সুরু সুরু শব্দ করে দুগ্ধ পান করতে লাগলেন। তাদের মধ্যে জনৈক ভিক্ষু একটু উপহাস করে বললেন, "আমার মনে হয় উপস্থিত সমগ্র সংঘ দুগ্ধ শীতল করছেন," এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ভিক্ষু সংঘ সম্পর্কে উপহাসমূলক (ঠাট্টামূলক) বাক্য বলবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুকে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষু, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি সংঘ সম্পর্কে উপহাসমূলক বাক্য বলছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষ, কী হেতু তুমি সংঘ সম্পর্কে উপহাসমূলক বাক্য বলবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীত ফলই প্রসব করবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ধর্মকথা উত্থাপনপূর্বক ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, বুদ্ধ, ধর্ম অথবা সংঘ সম্পর্কে উপহাসমূলক বাক্য বলবে না। যে বলবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

অতঃপর ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্য একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন সরু সরু কারকং ভুঞ্জিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : সুরু সুরু শব্দ করে ভোজন করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

সুরু সুরু শব্দ করে ভোজন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত সুরু সুরু শব্দ করে ভোজন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬২৮. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ হস্ত লেহন করে ভোজন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ হস্ত লেহন করে ভোজন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ হস্ত লেহন করে ভোজন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি হস্ত লেহন করে ভোজন কর? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা হস্ত লেহন করে ভোজন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন হত্থনিল্লেহকং ভুঞ্জিস্সামীতি সিক্খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : হস্ত লেহন করে ভোজন করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

হস্ত লেহন করে ভোজন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত হস্ত লেহন করে ভোজন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬২৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ পাত্র লেহন করে ভোজন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ পাত্র লেহন করে ভোজন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ পাত্র লেহন করে ভোজন করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি পাত্র লেহন করে ভোজন কর? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা পাত্র লেহন করে ভোজন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন পত্তনিল্লেহকং ভুঞ্জিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : পাত্র লেহন করে ভোজন করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

পাত্র লেহন করে ভোজন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত পাত্র লেহন করে ভোজন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, অসুস্থ হলে, ভোজনান্তে অল্পপরিমাণ অবশিষ্ট থাকলে তা একস্থানে একত্রিত করে লেহন করে ভোজন করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬৩০. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ওষ্ঠ লেহন করে ভোজন করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ওষ্ঠ লেহন করে ভোজন করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয়

ভিক্ষুগণ ওষ্ঠ লেহন করে ভোজন করবেন?” অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি ওষ্ঠ লেহন করে ভোজন কর? “হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।” এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা ওষ্ঠ লেহন করে ভোজন করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

“ন ওট্ঠনিল্লেহকং ভুঞ্জিস্সামীতি সিক্খা করণীযা”তি।

বঙ্গানুবাদ : ওষ্ঠ লেহন করে ভোজন করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

ওষ্ঠ লেহন করে ভোজন করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত ওষ্ঠ লেহন করে ভোজন করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬৩১. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান ভগ্গ নগরে সুংসুমারগিরে ভেসকলাবন মৃগদায়ে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুগণ কোকোনদ প্রাসাদে আমিষযুক্ত অর্থাৎ এঁটো হাতে জলপাত্র ও গ্লাস প্রভৃতি প্রতিগ্রহণ করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, “কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ এঁটো হাতে জলপাত্র ও গ্লাস প্রভৃতি প্রতিগ্রহণ করবেন? যেন কামভোগী গৃহী!”

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, “কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ এঁটো হাতে জলপাত্র ও গ্লাস প্রভৃতি প্রতিগ্রহণ করবেন?” অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করার পর ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে

ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি এঁটো হাতে জলপাত্র ও গ্লাস প্রতিগ্রহণ কর? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা এঁটো হাতে জলপাত্র ও গ্লাস প্রভৃতি প্রতিগ্রহণ করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন সামিসেন হত্থেন পানীয থালকং পটিগ্গহেস্সামীতি সিক্খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : আমিষযুক্ত অর্থাৎ এঁটো হাতে জলপাত্র বা গ্লাস প্রভৃতি প্রতিগ্রহণ করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

আমিষযুক্ত অর্থাৎ এঁটো হাতে জলপাত্র বা গ্লাস প্রভৃতি প্রতিগ্রহণ করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত আমিষযুক্ত অর্থাৎ এঁটো হাতে জলপাত্র বা গ্লাস প্রভৃতি প্রতিগ্রহণ করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, অসুস্থ হলে, 'ধৌত করব বা করাব' ভেবে প্রতিগ্রহণ করলে,কোনো অপরাধ হয় না এবং পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬৩২. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান ভগ্গনগরে সুসুমারগিরে ভেসকলাবন মৃগদায়ে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুগণ কোকোনাদ প্রাসাদে ভাতের কণা মিশ্রিত পাত্র ধৌত উচ্ছিষ্ট জল গৃহমধ্যে ফেলতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ভাতের কণামিশ্রিত পাত্র ধৌত উচ্ছিষ্ট জল গৃহমধ্যে ফেলবেন? যেন কামভোগী গৃহী!"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ভাতের কণামিশ্রিত পাত্র ধৌত উচ্ছিষ্ট জল গৃহমধ্যে ফেলবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে

ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি ভাতের কণামিশ্রিত পাত্র ধৌত উচ্ছিষ্ট জল গৃহমধ্যে ফেলছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা ভাতের কণা মিশ্রিত পাত্র ধৌত উচ্ছিষ্ট জল গৃহমধ্যে ফেলবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন সসিত্থকং পত্তধোবনং অন্তরঘরে ছড্ডেস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : ভাতের কণামিশ্রিত পাত্র ধৌত উচ্ছিষ্ট জল গৃহমধ্যে ফেলব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

ভাতের কণামিশ্রিত পাত্র ধৌত উচ্ছিষ্ট জল গৃহমধ্যে ফেলা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত ভাতের কণামিশ্রিত পাত্র ধৌত উচ্ছিষ্ট জল গৃহমধ্যে ফেললে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, অসুস্থ হলে, তসলায় (ডাবুরে) বা বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেললে, কোনো অপরাধ হয় না এবং পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬৩৩. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ছত্রধারী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করতে লাগলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ছত্রধারী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি ছত্রধারী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা কর? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা ছত্রধারী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি

এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন ছত্তপাণিস্‌স ধম্মং দেসেস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : ছত্রধারী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

এভাবেই ভগবান ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হলো।

৬৩৪. সে সময়ে ভিক্ষুগণ ছত্রধারী রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করতে সন্দেহ পোষণ করতে লাগলেন। এতে লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ছত্রধারী রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা না করবেন?" ভিক্ষুগণ সেই লোকদের এমন নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। অতঃপর ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ কথা জানালে, ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, ছত্রধারী রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবে। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন ছত্তপাণিস্‌স অগিলানস্‌স ধম্মং দেসেস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : ছত্রধারী নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

এখানে "ছত্তং" অর্থে ত্রিবিধ ছত্র বা ছাতা; যথা : শ্বেতছত্র, কিলঞ্জছত্র বা বংশনির্মিত ছত্র ও তালপত্রাদির দ্বারা নির্মিত ছত্র।

"ধম্মো" অর্থে বুদ্ধভাষিত, শ্রাবকভাষিত, ঋষিভাষিত, দেবতাভাষিত, অর্থকথায় বর্ণিত ও পালিতে বর্ণিত উপদেশই অভিপ্রেত।

"দেসেয্য" বলতে পদ দ্বারা দেশনা করলে, পদে পদে দুক্কট অপরাধ হয়। অক্ষর দ্বারা দেশনা করলে, অক্ষরে অক্ষরে দুক্কট অপরাধ হয়। তাই ছত্রধারী নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত ছত্রধারী নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬৩৫. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ দণ্ডধারী ব্যক্তিকে

ধর্মদেশনা করতে লাগলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ দণ্ডধারী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি দণ্ডধারী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা দণ্ডধারী ব্যক্তিকে ধর্ম দেশনা করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীত ফলই প্রসব করবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন দণ্ডপাণিস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসিস্সামীতি সিক্খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : দণ্ডধারী নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

"দণ্ডো" অর্থে মধ্যম পুরুষের হাতে চারি হাত প্রমাণ দণ্ডই অভিপ্রেত। এখানে চারিহাতের কম বা বেশি হলে তা দণ্ড বলে গণ্য হয় না।

দণ্ডধারী নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত দণ্ডধারী নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্ম দেশনা করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬৩৬. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ হাতে ছুরিকাধারী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করতে লাগলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ হাতে ছুরিকাধারী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে

ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি হাতে ছুরিকাধারী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা হাতে ছুরিকাধারী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন সত্থপাণিস্‌স অগিলানস্‌স ধম্মং দেসিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : হাতে ছুরিকাধারী নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

"সত্থং" অর্থে একদিক বা উভয়দিক তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরিকাই (তলোয়ার) অভিপ্রেত।

হাতে ছুরিকাধারী নীরোগী ব্যীক্তকে ধর্মদেশনা করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত হাতে ছুরিকাধারী নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করলে, দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬৩৭. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ হাতে অস্ত্রধারী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করতে লাগলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ হাতে অস্ত্রধারী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি হাতে অস্ত্রধারী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা

সত্য বটে।” এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা হাতে অস্ত্রধারী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

“ন আবুধপাণিস্‌স অগিলানস্‌স ধম্মং দেসিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা”তি।

বঙ্গানুবাদ : হাতে অস্ত্রধারী নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

“আবুধং” অর্থে ধনুক বা সে জাতীয় অস্ত্রবিশেষ বুঝায়।

হাতে অস্ত্রধারী নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত হাতে অস্ত্রধারী নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[সুরু সুরু বর্গ ষষ্ঠ]

৭. পাদুকা (স্যান্ডেল) বর্গ

৬৩৮. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ পাদুকা (স্যান্ডেল) পরিহিত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করতে লাগলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, “কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ পাদুকা পরিহিত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবেন?” অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি পাদুকা পরিহিত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করছ? “হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।” এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা পাদুকা পরিহিত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবে?

এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন পাদুকারুল্‌হস্‌স অগিলানস্‌স ধম্মং দেসেস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : পাদুকা (স্যান্ডেল) পরিহিত নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

পাদুকা পরিহিত নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত পাদুকা বা স্যান্ডেল পরিহিত অথবা স্যান্ডেল পায়ে প্রবেশ না করিয়ে শুধুমাত্র স্যান্ডেলের উপর উপবিষ্ট নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬৩৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ জুতা পরিহিত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করতে লাগলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ জুতা পরিহিত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি জুতাপরিহিত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করছ? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন উপাহনারুল্‌হস্‌স অগিলানস্‌স ধম্মং দেসেস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : জুতাপরিহিত নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করব না, এরূপ

শিক্ষা করা কর্তব্য।

জুতাপরিহিত নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত জুতাপরিহিত অথবা জুতায় পাদ প্রবেশ না করিয়ে শুধুমাত্র জুতার উপর উপবিষ্ট নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬৪০. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ যান তথা গাড়িতে আরোহিত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করতে লাগলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ যানে তথা গাড়িতে আরোহিত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি যানে তথা গাড়িতে আরোহিত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা যানে আরোহিত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন যানগতস্‌স অগিলানস্‌স ধম্মং দেসেস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : যানে তথা গাড়িতে আরোহিত নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

"যানং" অর্থে বয্হ তথা পাল্কী, অশ্ব চালিত রথ, গরু-মহিষাদি চালিত শকট ইত্যাদি বুঝায়।

যানে তথা গাড়িতে আরোহিত নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত যানে তথা গাড়িতে আরোহিত নিরোগী ব্যক্তিকে

ধর্মদেশনা করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬৪১. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ শয্যায় শায়িত ব্যক্তিকে ধর্ম দেশনা করতে লাগলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ শয্যায় শায়িত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি শয্যায় শায়িত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা শয্যায় শায়িত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন সযনগতস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসেস্সামীতি সিক্খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : শয্যায় শায়িত নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

শয্যায় শায়িত নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত এমনকি ভূমির উপর শয্যাশায়ী নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করলেও তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬৪২. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ হস্তপদ জড়িয়ে ধরা উপবিষ্ট ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করতে লাগলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ হস্তপদ জড়িয়ে ধরা উপবিষ্ট ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি হস্তপদ জড়িয়ে ধরা উপবিষ্ট ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা হস্তপদ জড়িয়ে ধরা উপবিষ্ট ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন পল্লত্থিকায নিসিন্নস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসেস্সামীতি সিক্খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : হস্তপদ জড়িয়ে ধরা উপবিষ্ট নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

হস্তপদ জড়িয়ে ধরা উপবিষ্ট নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত হস্তপদ অথবা বস্ত্রসহ জড়িয়ে ধরা উপবিষ্ট নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬৪৩. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ মাথায় কাপড় বেষ্টিত তথা পাগড়ি পরিহিত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করতে লাগলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ

মাথায় কাপড় বেষ্টিত তথা পাগড়ি পরিহিত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবেন?” অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি মাথায় কাপড় বেষ্টিত তথা পাগড়ি পরিহিত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করছ? “হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।” এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা মাথায় কাপড় বেষ্টিত তথা পাগড়ি পরিহিত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

“ন বেঠিত সীসস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসেস্সামীতি সিক্খা করণীযা”তি।

বঙ্গানুবাদ : মাথায় কাপড় বেষ্টিত তথা পাগড়ি পরিহিত নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

“বেঠিতসীসো” অর্থে কেশ তথা চুল দেখা যায় না—এমন কাপড় বেষ্টিত শির।

মাথায় কাপড় বেষ্টিত বা পাগড়ি পরিহিত নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত মাথায় কাপড় বেষ্টিত তথা পাগড়ি পরিহিত নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, রোগাক্রান্ত হলে, কেশ বা চুল দেখা যায় মতো অনাবৃত করিয়ে দেশনা করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬৪৪. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ মস্তক অবগুণ্ঠিত তথা ঘোমটা পরিহিত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করতে লাগলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা,

আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ মস্তক অবগুণ্ঠিত তথা ঘোমটা পরিহিত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি মস্তক অবগুণ্ঠিত তথা ঘোমটা পরিহিত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা মস্তক অবগুণ্ঠিত তথা ঘোমটা পরিহিত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন ওগুণ্ঠিতসীসস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসেস্সামীতি সিক্খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : মস্তক অবগুণ্ঠিত তথা ঘোমটা পরিহিত নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

"অবগুণ্ঠিতসীসো" অর্থে বস্ত্রাবৃত বা বস্ত্র পরিহিত শির তথা মস্তক বলা হয়েছে।

মস্তক অবগুণ্ঠিত তথা ঘোমটা পরিহিত নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত মস্তক অবগুণ্ঠিত তথা ঘোমটা পরিহিত নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, অসুস্থ হলে, শির অনাবৃত করিয়ে দেশনা করলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬৪৫. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ভূমিতে বসে আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করতে লাগলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ ভূমিতে বসে

আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবেন?” অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি ভূমিতে বসে আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করছ? “হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।” এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা ভূমিতে বসে আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

“ন ছমাযং নিসীদিত্বা আসনে নিসিন্নস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসেস্সামীতি সিক্খা করণীযা”তি।

বঙ্গানুবাদ : ভূমিতে বসে আসনে উপবিষ্ট নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

ভূমিতে বসে আসনে উপবিষ্ট নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত ভূমিতে বসে আসনে উপবিষ্ট নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬৪৬. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ নিচু আসনে বসে উঁচু আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করতে লাগলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, “কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ নিচু আসনে বসে উঁচু আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবেন?” অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি নিচু আসনে বসে উঁচু আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা

করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা নিচু আসনে বসে উঁচু আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীত ফলই প্রসব করবে। ভগবান এভাবে বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ধর্মকথা উত্থাপনপূর্বক ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন :

৬৪৭. হে ভিক্ষুগণ, বহুকাল পূর্বে বারাণসিতে অন্যতর চণ্ডালের পত্নী গর্ভবতী হয়েছিল। অতঃপর হে ভিক্ষুগণ, সেই চণ্ডালের পত্নী সেই চণ্ডালকে বলল, "আর্যপুত্র, আমি গর্ভবতী হয়েছি, তাই আমার আম খেতে ইচ্ছা হচ্ছে।" "এখন আমের সময় নয়, তাই আম নেই।" "যদি আম না পাই, তাহলে কিন্তু আমি মরে যাব।" সে সময়ে রাজার আম্রবনে সারা বৎসর আম ধরত—এমন একটি বৃক্ষ ছিল। অতঃপর হে ভিক্ষুগণ, সেই চণ্ডাল যেখানে সেই আমগাছ সেখানে উপস্থিত হলো; উপস্থিত হয়ে সেই আমগাছে আরোহণ করে এক ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসে রইল।

অতঃপর হে ভিক্ষুগণ, রাজা পুরোহিত ব্রাহ্মণের সাথে যেখানে সেই আমগাছ সেখানে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে উঁচু আসনে বসে মন্ত্র শিক্ষা করতে লাগলেন। অতঃপর হে ভিক্ষুগণ, সেই চণ্ডালের মনে এই চিন্তা উদিত হলো : "এই রাজা তো দেখছি অধার্মিক, উঁচু আসনে বসেই মন্ত্র শিক্ষা করছেন, আর এই ব্রাহ্মণও তো দেখছি অধার্মিক, নিচু আসনে বসেই মন্ত্র শিক্ষা দিচ্ছেন, উপরন্তু আমিও তো অধার্মিক, স্ত্রীর কারণে রাজার আম গাছ হতে আম চুরি করছি।" এই ভেবে উপর থেকে ঝাপ্ দিয়ে ঠিক সেখানেই নেমে পড়ল এবং বলল :

"উভয়ে না জানেন অর্থ, ধর্মও না জানেন উভয়ে;
যিনি করেন মন্ত্র ভাষণ, যিনি করেন তা ধারণ।
সুস্বাদু মাংসেতে যদি উত্তম ভোজন;
ধর্মের বিনিময়ে লাভ হয়রে ব্রাহ্মণ।
উত্তম ধর্ম তারে কভূ নাহি বলি;
আর্যগণের প্রশংসিত যা, তারে ধর্ম বলি।
তবে দাও হে ব্রাহ্মণ, ধিক্কার তাহারে;
ধন-যশ লভিবে যে জন অধর্ম আচারে।
যে ধর্ম শিক্ষাতে হয়, বিনিপাত অপায়ে গমন;
শীঘ্র ত্যাজ ব্রাহ্মণ, কলসি যথা পাথরে ভেদন।

অতএব হে ভিক্ষুগণ, নিচু আসনে বসে উঁচু আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে মন্ত্র পাঠ করানো তখনও যখন একান্ত অশোভন। তাহলে বর্তমানেও কেন নিচু আসনে বসে উঁচু আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা অশোভন হবে না? হে ভিক্ষুগণ, এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীত ফলই প্রসব করবে। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন নীচ আসনে নিসীদিত্বা উচ্চে আসনে নিসিন্নস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসেস্সামীতি সিক্খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : নিচু আসনে বসে উঁচু আসনে উপবিষ্ট নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

নিচু আসনে বসে উঁচু আসনে উপবিষ্ট নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত নিচু আসনে বসে উঁচু আসনে উপবিষ্ট নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬৪৮. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ দাঁড়ানো অবস্থায় উপবিষ্ট ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করতে লাগলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ দাঁড়ানো অবস্থায় উপবিষ্ট ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি দাঁড়ানো অবস্থায় উপবিষ্ট ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা দাঁড়ানো অবস্থায় উপবিষ্ট ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে।

তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন ঠিতো নিসিন্নস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসেস্সামীতি সিক্খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : দাঁড়ানো অবস্থায় উপবিষ্ট নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

দাঁড়ানো অবস্থায় উপবিষ্ট নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত দাঁড়ানো অবস্থায় উপবিষ্ট নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬৪৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ পশ্চাতে গমনকালে সম্মুখে গমনরত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করতে লাগলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ পশ্চাতে গমনকালে সম্মুখে গমনরত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি পশ্চাতে গমনকালে সম্মুখে গমনরত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা পশ্চাতে গমনকালে সম্মুখে গমনরত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন পচ্ছতো গচ্ছন্তো পুরতো গচ্ছন্তস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসেস্সামীতি সিক্খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : পশ্চাতে গমনকালে সম্মুখে গমনরত নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

পশ্চাতে গমনকালে সম্মুখে গমনরত নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত পশ্চাতে গমনকালে সম্মুখে গমনরত নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[একাদশ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬৫০. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ উপপথে গমনকালে পথে গমনরত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করতে লাগলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ উপপথে গমনকালে পথে গমনরত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি উপপথে গমনকালে পথে গমনরত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা উপপথে গমনকালে পথে গমনরত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন উপ্পথেন গচ্ছন্তো পথেন গচ্ছন্তস্‌স অগিলানস্‌স ধম্মং দেসেস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : উপপথে গমনকালে পথে গমনরত নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

উপপথে গমনকালে পথে গমনরত নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত উপপথে গমনকালে পথে গমনরত নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো

অপরাধ হয় না।

[দ্বাদশতম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬৫১. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মল-মূত্র ত্যাগ করতে লাগলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মল-মূত্র ত্যাগ করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মল-মূত্র ত্যাগ করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মল-মূত্র ত্যাগ করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন ঠিতো অগিলানো উচ্চারং বা পস্সাবং বা করিস্সামীতি সিক্খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : নিরোগ অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মল-মূত্র ত্যাগ করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

নিরোগ অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মল-মূত্র ত্যাগ করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত নিরোগ অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মল-মূত্র ত্যাগ করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, কোনো অপরাধ হয় না এবং রোগীর, পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[ত্রয়োদশ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬৫২. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ সজীব উদ্ভিদে মল-মূত্র ও থুথু-

কফ ত্যাগ করতে লাগলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ সজীব উদ্ভিদে মল-মূত্র ও থুথু-কফ ত্যাগ করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি সজীব উদ্ভিদে মল-মূত্র ও থুথু-কফ ত্যাগ করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা সজীব উদ্ভিদে মল-মূত্র ও থুথু-কফ ত্যাগ করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন হরিতে অগিলানো উচ্চারং বা পস্‌সাবং বা খেলং বা করিস্‌সামীতি সিক্‌খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : নিরোগ অবস্থায় সজীব উদ্ভিদে মল-মূত্র বা থুথু-কফ ত্যাগ করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

নিরোগ অবস্থায় সজীব উদ্ভিদে মল-মূত্র ও থুথু-কফ ত্যাগ করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত নিরোগ অবস্থায় সজীব উদ্ভিদে মল-মূত্র ও থুথু-কফ ত্যাগ করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, অসুস্থ হলে, তৃণবিহীন স্থানে মল-মূত্রাদি ত্যাগ করলে, যদি তৃণাদিতে গড়িয়ে পড়ে এতেও কোনো অপরাধ হয় না এবং পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[চৌদ্দতম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬৫৩. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ জলে মল-মূত্র ও থুথু-কফ ত্যাগ করতে লাগলেন। এতে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্ট, সলজ্জ, সসঙ্কোচ ও শিক্ষাকামী, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ জলে মল-মূত্র ও থুথু, কফ ত্যাগ করবেন?" অতঃপর ভিক্ষুগণ তাদের বহু প্রকারে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ

কথা জানালেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা নাকি জলে মল-মূত্র ও থুথু-কফ ত্যাগ করছ? "হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।" এতে বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা জলে মল-মূত্র ও থুথু-কফ ত্যাগ করবে? এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন উদকে উচ্চারং বা পস্সবং বা খেলং বা করিস্সামীতি সিক্খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : জলে মল-মূত্র বা থুথু-কফ ত্যাগ করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

এভাবেই ভগবানকর্তৃক ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হলো।

৬৫৪. সে সময়ে অসুস্থ ভিক্ষুগণ জলে মল-মূত্র ও থুথু-কফ ত্যাগ করতে সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়লে, ভগবানকে এ কথা জানালেন। অতঃপর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, অসুস্থ অবস্থায় ভিক্ষু জলে মল-মূত্র ও থুথু-কপ্ ত্যাগ করবে। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"ন উদকে অগিলানো উচ্চারং বা পস্সবং বা খেলং বা করিস্সামীতি সিক্খা করণীযা"তি।

বঙ্গানুবাদ : নিরোগ অবস্থায় জলে মল-মূত্র বা থুথু-কফ ত্যাগ করব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

নিরোগ অবস্থায় জলে মল-মূত্র ও থুথু-কফ ত্যাগ করা উচিত নয়। যে কেউ অনাদরবশত নিরোগ অবস্থায় জলে মল-মূত্র বা থুথু-কফ ত্যাগ করলে, তার দুক্কট অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : চেতনা না থাকলে, বিস্মৃত হলে, না জানলে, অসুস্থ হলে, মল-মূত্রাদি স্থলে ত্যাগ করলে এবং পদহীনের, উন্মত্তের ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ হয় না।

[পঞ্চদশতম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[পাদুকা বর্গ সপ্তম]

হে ভিক্ষুগণ, সেখিয় ধর্মসমূহ আবৃত্তি (উদ্দেস) সমাপ্ত হলো। তাই আয়ুষ্মানগণকে জিজ্ঞাসা করছি, কেমন আপনারা পরিশুদ্ধ আছেন তো? দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করছি, কেমন আপনারা পরিশুদ্ধ আছেন তো? তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করছি, কেমন আপনারা পরিশুদ্ধ আছেন তো? আয়ুষ্মানগণ পরিশুদ্ধ আছেন বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এরূপ ধারণা করছি।

[সেখিয় সমাপ্ত]

[সেখিয় অধ্যায় সমাপ্ত]

৮. অধিকরণ সমথ

হে আয়ুষ্মানগণ, এখন সপ্ত অধিকরণ সমথ ধর্ম উদ্দেস (আবৃত্তি) আগত হচ্ছে :

৬৫৫. উৎপন্ন উৎপন্ন চতুর্বিধ অধিকরণ[১] (বিবাদ) সাম্য করার জন্যে এবং উপশম করার জন্যে (১) সম্মুখ বিনয় দেওয়া কর্তব্য, (২) স্মৃতি বিনয় দেওয়া কর্তব্য, (৩) অমূঢ় বিনয় দেওয়া কর্তব্য, (৪) প্রতিজ্ঞা করানো কর্তব্য, (৫) যেভূয়্যেসিকা তথা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত গ্রহণ করা কর্তব্য, (৬) তস্সপাপিযসিকা তথা দণ্ডদান কর্তব্য এবং (৭) তিণবিত্থারকো তথা তৃণাচ্ছাদন বিধি দেওয়া কর্তব্য।[২]

হে আয়ুষ্মানগণ, সপ্ত অধিকরণ সমথ ধর্ম আবৃত্তি সমাপ্ত হলো। তাই আয়ুষ্মানগণকে জিজ্ঞাসা করছি, কেমন আপনারা পরিশুদ্ধ আছেন তো? দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করছি, কেমন আপনারা পরিশুদ্ধ আছেন তো? তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করছি, কেমন আপনারা পরিশুদ্ধ আছেন তো? আয়ুষ্মানগণ পরিশুদ্ধ আছেন বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এরূপ ধারণা করছি।

[অধিকরণ সমথ সমাপ্ত]

হে আয়ুষ্মানগণ, নিদান আবৃত্তি সমাপ্ত হলো; চতুর্বিধ পারাজিকা ধর্ম আবৃত্তি সমাপ্ত হলো, ত্রয়োদশ সাংঘাদিশেষ ধর্ম আবৃত্তি সমাপ্ত হলো, দ্বিবিধ অনিয়ত ধর্ম আবৃত্তি সমাপ্ত হলো, ত্রিশটি নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় ধর্ম আবৃত্তি সমাপ্ত হলো, বিরানব্বইটি পাচিত্তিয় ধর্ম আবৃত্তি সমাপ্ত হলো, চতুর্বিধ প্রতিদেশনীয় ধর্ম আবৃত্তি সমাপ্ত হলো, সেখিয় ধর্মসমূহ আবৃত্তি সমাপ্ত হলো, সপ্ত অধিকরণ সমথ ধর্ম আবৃত্তি সমাপ্ত হলো।

এই সমস্ত সেই ভগবানের সূত্র হতে আগত এবং সূত্রান্তর্গত; যা প্রতি অর্ধমাসে আবৃত্তি করা হয়ে থাকে। তাই এতে সকলেই বাদ-বিসম্বাদবিহীন হয়ে একতাবদ্ধ হয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে শিক্ষা করা কর্তব্য।

[মহাবিভঙ্গ সমাপ্ত]

---

[১]. বিবাদ অধিকরণ, অনুবাদ অধিকরণ, আপত্তি অধিকরণ এবং কৃত্য অধিকরণ এই চতুর্বিধ অধিকরণ। (বিস্তৃতার্থ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

[২]. বিস্তৃতার্থ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্ট

চতুর্বিধ অধিকরণ বা অভিযোগ

১। বিবাদ অধিকরণ : ভিক্ষুগণ পরস্পর এই বলে বিবাদ করা; যথা : ইহা ধর্ম, ইহা অধর্ম; ইহা বিনয়, ইহা অবিনয়; ইহা তথাগত দ্বারা ভাষিত ও আলাপিত, ইহা তথাগতকর্তৃক ভাষিত ও আলাপিত নয়; ইহা তথাগতকর্তৃক আচরিত, ইহা তথাগতকর্তৃক আচরিত নয়; ইহা তথাগতকর্তৃক প্রজ্ঞাপিত, ইহা তথাগতকর্তৃক প্রজ্ঞাপিত নয়; ইহা আপত্তি, ইহা আপত্তি নয়; ইহা লঘু আপত্তি, ইহা গুরু আপত্তি; ইহা সাবশেষ আপত্তি, ইহা অনবশেষ আপত্তি; ইহা গুরুতর পারাজিকা, ইহা গুরুতর পারাজিকা নয়। উপরোক্ত আঠার প্রকার বিষয় (বত্থু) নিয়ে বিবাদকারী ভিক্ষুদের মধ্যে যেই ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বাদ-বিবাদ উৎপন্ন হয় এবং যেই বিরুদ্ধবাদ, অন্যথাবাদ, কটু-কর্কশ বাক্যাদি প্রয়োগ করা হয়, তাকে 'বিবাদ অধিকরণ' বলা হয়।

২। অনুবাদ অধিকরণ : শীলবিপত্তি, আচারবিপত্তি, দৃষ্টিবিপত্তি বা আজীব তথা জীবিকাবিপত্তির মাধ্যমে দোষারোপকারীদের যেই অনুবাদ, উপবাদ ও অনুল্লাপন—তাকেই 'অনুবাদ অধিকরণ' বলা হয়।

৩। আপত্তি অধিকরণ : পারাজিকা আপত্তিস্কন্ধ, সাংঘাদিশেষ আপত্তিস্কন্ধ, থুল্লচ্চয় আপত্তিস্কন্ধ, পাচিত্তিয় আপত্তিস্কন্ধ, প্রতিদেশনীয় আপত্তিস্কন্ধ, দুক্কট আপত্তিস্কন্ধ ও দুর্ভাষিত আপত্তিস্কন্ধ এই সপ্তবিধ আপত্তিস্কন্ধ তথা আপত্তিরাশিকে 'আপত্তি অধিকরণ' বলা হয়।

৪। কৃত্য অধিকরণ : সংঘের যেই কৃত্য করণীয় অপলোকন কর্ম তথা সংঘের সম্মতি নেওয়ার নিমিত্ত যথাসঙ্কল্পিত প্রস্তাবের যেই সূচনা কর্ম, জ্ঞাপ্তি কর্ম তথা সংঘের সম্মতি যাচাই করার নিমিত্ত প্রস্তাবনা জ্ঞাপন কর্ম, জ্ঞাপ্তি দ্বিতীয় কর্ম তথা সংঘের সম্মতি যাচাই করার নিমিত্ত তিনবার পর্যন্ত প্রস্তাবনা জ্ঞাপন কর্ম এবং জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্ম তথা উপস্থিত সমগ্র সংঘের রায় প্রদান কর্ম—এই চতুর্বিধ বিনয় কর্মকেই কৃত্য অধিকরণ বলা হয়।

সপ্ত অধিকরণ সমথ বা বিচার মীমাংসা

১। সম্মুখ বিনয় দেওয়া কর্তব্য : ভিক্ষুদের মধ্যে যেকোনো বিবাদ উৎপন্ন হলে, বাদী-বিবাদীকে সংঘের সম্মুখে উপস্থিত করায়ে, অভিযোগে বর্ণিত বিষয়ের উপর বিচারককর্তৃক জেরা তথা প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করার পর

আনুষ্ঠানিকভাবে রায় (বিচার সিদ্ধান্ত) ঘোষণা করতে হয়। তখন সংঘের সকল সভ্যগণের উপস্থিতি, তাঁদের মতামত যাচাই, বাদী-বিবাদীর উপস্থিতি, তাদের সাক্ষী-জেরাদি গ্রহণ এবং ধর্ম-বিনয়ানুসারে বিচার সিদ্ধান্ত প্রদান ইত্যাদি অঙ্গসমূহ পরিপূর্ণ থাকতে হয়।

২। স্মৃতি বিনয় দেওয়া কর্তব্য : অনুবাদ অধিকরণের মধ্যে কেউ অমূলকভাবে শীলবিপত্তি প্রভৃতির দ্বারা কোনো ভিক্ষুর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলে, সেই ভিক্ষু যদি পরিষ্কার স্মরণ করতে পারেন যে, তিনি এই জাতীয় অপরাধ কোন সময়ে করেননি। তার অপকট স্বীকারোক্তি এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যদি প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত ভিক্ষু সম্পূর্ণ নির্দোষ। এমতাবস্থায় বিচারকমণ্ডলীকর্তৃক তাকে নির্দোষ ঘোষণা করতে যেই কর্মবাক্য আবৃত্তি করতে হয়, তাকে 'স্মৃতি বিনয়' বলা হয়। অথবা কোনো বিষয়ে কোনো ভিক্ষু অমনোযোগী হলে সংঘকর্তৃক তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মনেযোগী হতে সাবধান করে দেওয়াকে 'স্মৃতি বিনয়' বলা হয়।

৩। অমূঢ় বিনয় দেওয়া কর্তব্য : কোনো ভিক্ষু উন্মাদ অবস্থায় শিক্ষাপদ লঙ্ঘনজনিত যে সকল অপরাধ করে থাকেন, সে সকল অপরাধে যদি কেউ তাকে অভিযুক্ত করে থাকে, সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় সংঘকর্তৃক তাকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জেনে নিতে হবে যে, তার সে সকল অপরাধ স্মরণ আছে কি না। যদি স্মরণ না থাকে, তখন তাকে সেই অভিযোগের দায় থেকে রেহাই দিতে কর্মবাক্য আবৃত্তির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক নির্দোষ ঘোষণাকে 'অমূঢ় বিনয়' বলা হয়। যদি উন্মাদ অবস্থায় কৃত অপরাধ স্বাভাবিক অবস্থায় স্মরণ করতে পারেন, তাহলে অপরাধ অনুযায়ী দণ্ডবিধান কর্তব্য।

৪। প্রতিজ্ঞা করানো কর্তব্য : এই বিচার পদ্ধতি হচ্ছে এমন কতগুলো অপরাধ, যেগুলো অভিযুক্তকে স্বাক্ষী প্রমাণ বা প্রশ্নোত্তর দ্বারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বিচারকমণ্ডলীর পক্ষে বেশ কঠিন। তখন অভিযুক্তকে শপথ বাক্যের মাধ্যমে তার দোষ অথবা নির্দোষ স্বীকার করাতে হয়। অভিযুক্তের স্বীকারোক্তির উপরই বিচারকমণ্ডলীকে তখন অপরাধ নির্ধারণ করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। যেমন, অভিযুক্তের স্বীকারোক্তির কার্যকারিতা থাকে, যদি তা ঘটনার সাথে সম্পর্কিত থাকে। আবার কোনো অভিযুক্ত পাচিত্তিয় পর্যায়ের অপরাধ করে, যদি ঠিক সেই মতেই স্বীকারোক্তি প্রদান করে তা যথার্থ। কিন্তু, পাচিত্তিয় অপরাধে অপরাধী হয়ে, যদি দুক্কট পর্যায়ে স্বীকারোক্তি প্রদান করে, তখন সেই স্বীকারোক্তির কার্যকারীতা থাকে না। একইভাবে পাচিত্তিয় অপরাধগ্রস্ত হয়ে, সাংঘাদিশেষ স্বীকারোক্তিও অকার্যকর হয়।

৫। যেভূয্যেসিকা তথা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত গ্রহণ করা কর্তব্য : এই বিচার পদ্ধতি হচ্ছে কোনো ভিক্ষুর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ধর্ম-বিনয়সম্মত সব ধরনের ন্যায় সঙ্গত উপায়ে সাবধান করার চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়ে যায় এবং যখন বাদী-বিবাদী, এমনকি বিচারকমণ্ডলী পর্যন্ত প্রবল বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে পড়েন; এমন এক সংকটময় অবস্থার প্রশমনে তখন উপস্থিত সকল সভ্যগণের মতামত যাচাইমূলক ভোট গ্রহণ করতে হয়। এভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতকে চূড়ান্ত রায় বা বিচার সিদ্ধান্ত বলে মেনে নিয়ে অভিযোগ ও বাদ-বিবাদের সমাধান করাকে 'যেভূয্যেসিকা তথা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত গ্রহণ' বলা হয়।

৬। তস্‌সপাপীযসিকা তথা দণ্ডদান কর্তব্য : এই বিচার পদ্ধতি হলো, অভিযুক্ত ভিক্ষুকে পূর্বে তৎকৃত অপরাধের বিচার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যদি করা থাকে এবং অভিযুক্ত ভিক্ষুও যদি সেই অপরাধের বিষয়ে স্বীকারোক্তি প্রদান করার পর তা পুনঃ প্রমাণের জন্যে আবেদন করেন, তখন তৎকৃত অপরাধকে পুনঃ স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। তার থেকে পুনঃ স্বীকারোক্তি আদায় করতে হয়। অতঃপর সংঘকর্তৃক তৎকৃত পূর্ব অপরাধের উপর আরোপিত দণ্ডের অনুকূলে আচরণ না করাহেতু পুনঃ আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্বারোপিত দণ্ডের সাথে অতিরিক্ত দণ্ডযোগ করে চূড়ান্ত রায়ের 'কর্মবাক্য' আবৃত্তি করতে হয়। এভাবে দণ্ডবিধানকে 'তস্‌সপাপীযসিকা তথা দণ্ডদান' বলা হয়।

৭। তিণবিত্থারকো তথা তৃণাচ্ছাদন বিধি দেওয়া কর্তব্য : এই বিচার পদ্ধতি তখনই প্রয়োগ করতে হয়, যখন বিবাদমান উভয়পক্ষ উপলব্ধি করে যে, তাদের বাকবিতণ্ডার ফলে উভয়ের মধ্যে শান্তি-সমঝোতা স্থাপনের পথে যথেষ্ট অপ্রয়োজনীয়, অযৌক্তিক, মূল্যহীন বিতণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। যদি তারা একে অন্যের দোষ নিয়ে এভাবে চর্চা করতে থাকে, তার ফল হবে বিরোধিতার মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া। এই সত্য উপলব্ধি করে, যদি উভয় পক্ষ শান্তি-সমঝোতা স্থাপনে সম্মত হয়, তখন সকল ভিক্ষুকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হতে হয়। অর্থকথামতে, সকল ভিক্ষুকে অবশ্যই সীমায় সমবেত হতে হবে। এমনকি চলনশক্তিরহিত, রোগগ্রস্ত দুর্বলকেও উপস্থিত করানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তখন সমগ্র সংঘ একমত হয়ে এমন একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে, অতীতের সমস্ত ভুল-ত্রুটি আপত্তি বিপত্তিকে বিসর্জন দিয়ে বর্তমানে উভয়পক্ষ যেই বিচার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, তাহাই সকলে মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন। অতঃপর উভয়পক্ষের

দুজন মনোনীত ভিক্ষু, স্বপক্ষের সমর্থকদের নিকট থেকে উক্ত সিদ্ধান্তের উপর সম্মতি আদায় করে নেবেন। এভাবে উভয়পক্ষ যখন প্রস্তুত হবেন, তখন উভয়পক্ষের প্রতিনিধি ভিক্ষুদ্বয় স্ব স্ব পক্ষের শান্তি সমঝোতামূলক অভিমতকে সমগ্র সংঘকর্তৃক পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তের অনুকূলে সমন্বয় সাধন করে, আনুষ্ঠানিক ঘোষণা (ঞত্তি দুতিযা কর্মবাক্য) দেবেন। এই বিচার পদ্ধতিকে 'তিণবিত্থারক তথা তৃণাচ্ছাদন বিধি' বলা হয়।

[বিনয়পিটকে পাচিত্তিয় সমাপ্ত]

বিনয়পিটকে

ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ

ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির
কর্তৃক অনূদিত

সূচিপত্র

বিনয়পিটকে ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ

ভূমিকা..৪৩৬
১. পারাজিকা খণ্ড ৪৪৯
১. প্রথম পারাজিকা ৪৪৯
২. দ্বিতীয় পারাজিকা.....................................৪৫৫
৩. তৃতীয় পারাজিকা.....................................৪৫৮
৪. চতুর্থ পারাজিকা ৪৬১
২. সংঘাদিশেষ বর্ণনা...৪৬৫
১. প্রথম সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ ৪৬৫
২. দ্বিতীয় সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ..........................৪৬৭
৩. তৃতীয় সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ...........................৪৭০
৪. চতুর্থ সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ ৪৭৫
৫. পঞ্চম সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ............................৪৭৭
৬. ষষ্ঠ সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ...............................৪৭৯
৭. সপ্তম সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ ৪৮১
৮. অষ্টম সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ ৪৮৫
৯. নবম সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ.............................৪৮৮
১০. দশম সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ ৪৯১

৩. নিস্সগ্গিয়-পাচিত্তিয় (বিসর্জন) আপত্তি পর্ব

১. পাত্র বর্গ ৪৯৭
১. প্রথম শিক্ষাপদ...৪৯৭
২. দ্বিতীয় শিক্ষাপদ ৫০০
৩. তৃতীয় শিক্ষাপদ ৫০৩
৪. চতুর্থ শিক্ষাপদ...৫০৬

৫. পঞ্চম শিক্ষাপদ ৫০৮
৬. ষষ্ঠ শিক্ষাপদ ৫১১
৭. সপ্তম শিক্ষাপদ..৫১৪
৮. অষ্টম শিক্ষাপদ ৫১৭
৯. নবম শিক্ষাপদ ৫২০
১০. দশম শিক্ষাপদ...৫২৩
১১. একাদশ শিক্ষাপদ...৫২৬
১২. দ্বাদশ শিক্ষাপদ ৫২৯

৪. পাচিত্তিয় খণ্ড

১. লসুন বর্গ ৫৩২
১. প্রথম শিক্ষাপদ...৫৩২
২. দ্বিতীয় শিক্ষাপদ ৫৩৪
৩. তৃতীয় শিক্ষাপদ ৫৩৫
৪. চতুর্থ শিক্ষাপদ...৫৩৫
৫. পঞ্চম শিক্ষাপদ..৫৩৬
৬. ষষ্ঠ শিক্ষাপদ..৫৩৮
৭. সপ্তম শিক্ষাপদ...৫৩৯
৮. অষ্টম শিক্ষাপদ ৫৪০
৯. নবম শিক্ষাপদ ৫৪২
১০. দশম শিক্ষাপদ...৫৪৩
২. অন্ধকার বর্গ..৫৪৪
১. প্রথম শিক্ষাপদ...৫৪৪
২. দ্বিতীয় শিক্ষাপদ ৫৪৬
৩. তৃতীয় শিক্ষাপদ ৫৪৭
৪. চতুর্থ শিক্ষাপদ...৫৪৮
৫. পঞ্চম শিক্ষাপদ..৫৫০
৬. ষষ্ঠ শিক্ষাপদ..৫৫২
৭. সপ্তম শিক্ষাপদ...৫৫৩
৮. অষ্টম শিক্ষাপদ ৫৫৫
৯. নবম শিক্ষাপদ ৫৫৬
১০. দশম শিক্ষাপদ...৫৫৮

৩. নগ্ন বর্গ ৫৫৯
১. প্রথম শিক্ষাপদ..৫৫৯
২. দ্বিতীয় শিক্ষাপদ ৫৬০
৩. তৃতীয় শিক্ষাপদ ৫৬১
৪. চতুর্থ শিক্ষাপদ..৫৬৩
৫. পঞ্চম শিক্ষাপদ..৫৬৪
৬. ষষ্ঠ শিক্ষাপদ..৫৬৫
৭. সপ্তম শিক্ষাপদ..৫৬৬
৮. অষ্টম শিক্ষাপদ ৫৬৮
৯. নবম শিক্ষাপদ ৫৬৯
১০. দশম শিক্ষাপদ..৫৭০
৪. তুবট্ট বর্গ ৫৭২
১. প্রথম শিক্ষাপদ..৫৭২
২. দ্বিতীয় শিক্ষাপদ ৫৭৩
৩. তৃতীয় শিক্ষাপদ ৫৭৪
৪. চতুর্থ শিক্ষাপদ..৫৭৬
৫. পঞ্চম শিক্ষাপদ..৫৭৭
৬. ষষ্ঠ শিক্ষাপদ..৫৮০
৭. সপ্তম শিক্ষাপদ..৫৮২
৮. অষ্টম শিক্ষাপদ ৫৮৩
৯. নবম শিক্ষাপদ ৫৮৪
১০. দশম শিক্ষাপদ..৫৮৬
৫. চিত্রাগার বর্গ..৫৮৭
১. প্রথম শিক্ষাপদ..৫৮৭
২. দ্বিতীয় শিক্ষাপদ ৫৮৮
৩. তৃতীয় শিক্ষাপদ ৫৮৯
৪. চতুর্থ শিক্ষাপদ..৫৯০
৫. পঞ্চম শিক্ষাপদ..৫৯১
৬. ষষ্ঠ শিক্ষাপদ..৫৯২
৭. সপ্তম শিক্ষাপদ..৫৯৪
৮. অষ্টম শিক্ষাপদ ৫৯৫
৯. নবম শিক্ষাপদ ৫৯৬

১০. দশম শিক্ষাপদ ৫৯৭
৬. আরাম বর্গ ৫৯৮
১. প্রথম শিক্ষাপদ ৫৯৮
২. দ্বিতীয় শিক্ষাপদ ৬০১
৩. তৃতীয় শিক্ষাপদ ৬০২
৪. চতুর্থ শিক্ষাপদ ৬০৪
৫. পঞ্চম শিক্ষাপদ ৬০৬
৬. ষষ্ঠ শিক্ষাপদ ৬০৭
৭. সপ্তম শিক্ষাপদ ৬০৮
৮. অষ্টম শিক্ষাপদ ৬০৯
৯. নবম শিক্ষাপদ ৬১০
১০. দশম শিক্ষাপদ ৬১১
৭. গর্ভিণী বর্গ ৬১৩
১. প্রথম শিক্ষাপদ ৬১৩
২. দ্বিতীয় শিক্ষাপদ ৬১৪
৩. তৃতীয় শিক্ষাপদ ৬১৫
৪. চতুর্থ শিক্ষাপদ ৬১৭
৫. পঞ্চম শিক্ষাপদ ৬২০
৬. ষষ্ঠ শিক্ষাপদ ৬২১
৭. সপ্তম শিক্ষাপদ ৬২৪
৮. অষ্টম শিক্ষাপদ ৬২৬
৯. নবম শিক্ষাপদ ৬২৮
১০. দশম শিক্ষাপদ ৬২৯
৮. কুমারীভূত বর্গ ৬৩০
১. প্রথম শিক্ষাপদ ৬৩০
২. দ্বিতীয় শিক্ষাপদ ৬৩১
৩. তৃতীয় শিক্ষাপদ ৬৩৪
৪. চতুর্থ শিক্ষাপদ ৬৩৭
৫. পঞ্চম শিক্ষাপদ ৬৩৮
৬. ষষ্ঠ শিক্ষাপদ ৬৪০
৭. সপ্তম শিক্ষাপদ ৬৪১
৮. অষ্টম শিক্ষাপদ ৬৪৩

৯. নবম শিক্ষাপদ ৬৪৪
১০. দশম শিক্ষাপদ..৬৪৬
১১. একাদশ শিক্ষাপদ..৬৪৭
১২. দ্বাদশ শিক্ষাপদ ৬৪৮
১৩. ত্রয়োদশ শিক্ষাপদ..৬৪৯
৯. ছত্র-পাদুকা বর্গ.. ৬৫১
১. প্রথম শিক্ষাপদ.. ৬৫১
২. দ্বিতীয় শিক্ষাপদ ৬৫২
৩. তৃতীয় শিক্ষাপদ ৬৫৪
৪. চতুর্থ শিক্ষাপদ..৬৫৫
৫. পঞ্চম শিক্ষাপদ ৬৫৫
৬. ষষ্ঠ শিক্ষাপদ ৬৫৬
৭. সপ্তম শিক্ষাপদ..৬৫৭
৮-৯-১০. অষ্টম, নবম ও দশম শিক্ষাপদ ৬৫৮
১১. একাদশ শিক্ষাপদ..৬৬০
১২. দ্বাদশ শিক্ষাপদ ৬৬১
১৩. ত্রয়োদশ শিক্ষাপদ..৬৬২
৫. প্রতিদেশনীয় খণ্ড..৬৬৩
১. প্রথম প্রতিদেশনীয় শিক্ষাপদ ৬৬৩
২. দ্বিতীয়াদি প্রতিদেশনীয় শিক্ষাপদ ৬৬৫

৬. সেখিয়া খণ্ড

১. পরিমণ্ডল বর্গ..৬৬৭
৭. পাদুকা-বর্গ..৬৬৮
৭. অধিকরণ-সমথ..৬৭০

ভূমিকা

পুরো ৪টি বছরের অদম্য প্রয়াসের ফলশ্রুতিতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে বাংলা ভাষায় এই প্রথম মহান বিনয়পিটকের অন্তর্গত 'ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ' নামক পিটকাংশের মূল পালি গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ ও তার চূড়ান্ত সংশোধনী সমাপ্ত হলো। দুর্লভ আর্যপুরুষ পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ঐকান্তিক আগ্রহ ও নির্দেশে ২১ জুন ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে রাঙামাটি রাজবন বিহারে আমার অবস্থানকালে থাইল্যান্ডের বিশ্বখ্যাত 'মহিদোল ইউনির্ভাসিটির' প্রকাশিত CD Rom-এর প্রিন্ট হতে রোমান অক্ষরের পালি *ভিক্খুনী-বিভঙ্গ* অংশটি প্রথমে বাংলা অক্ষরে পরিবর্তনের কাজ শুরু করি। ৭ মে ফেব্রুয়ারি ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে এই অক্ষর পরিবর্তনের কাজ সমাপ্ত হয়। আমার এই শ্রমসাধ্য কাজটি সমাপ্তির পর জাপানের আইচি গাকুইন ইউনির্ভাসিটিতে গবেষণারত আমার শিষ্য ডক্টর জ্ঞানরত্ন থেরো প্রেরিত সমগ্র পালি ত্রিপিটকের একটি CD Rom আমার হাতে আসে। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ৮৪তম জন্মদিনের উপহারস্বরূপ তা আমি ভন্তেকে পূজা করি। এই CD Rom এর পালি অক্ষরগুলোও ছিল Roman Script-এ। বিশ্বখ্যাত ভারতীয় বিদর্শন আচার্য শ্রীসত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কা তাঁর বিশাল প্রতিষ্ঠান মহারাষ্ট্রের ইগতপুরীস্থ ধর্মগিরি বিদর্শন গবেষণা কেন্দ্র হতে সমগ্র ত্রিপিটক বিশ্বের ৫/৭টি ভাষায় ওয়েব সাইট-এর মাধ্যমে বিশ্বময় বিনামূল্যে বিতরণের মহান ধর্ম দায়িত্ব সমাধা করে বর্তমান বিশ্বে বিরল দৃষ্টান্তের অধিকারী হয়েছেন। ডক্টর জ্ঞানরত্ন থেরো সেই ওয়েবসাইট হতেই এই CD Rom সংগ্রহ করেন। রাঙামাটি রাজবন বিহারের ভিক্ষুসংঘ, তপনালো খীসা নামে এক কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে সেই CD Rom-এর হিন্দি অক্ষরের প্রোগ্রামটি বাংলা প্রোগামে পরিবর্তন করতে সফলজনকভাবে সক্ষম হন। ফলে কম্পিউটার হতে এখন সমগ্র ত্রিপিটক বাংলা অক্ষরে পালি ভাষায় সরাসরি লাভের পথ উন্মুক্ত হলো। বাংলাদেশের বুদ্ধধর্মে ইঞ্জিনিয়ার তপনালো খীসার এই অমূল্য অবদানের জন্যে তাকে জানাই আন্তরিক সাধুবাদ ও আশীর্বাদ। এই সৌভাগ্যটি ২০০১ খ্রিষ্টাব্দের প্রথমদিকে যদি হস্তগত হতো, তাহলে ভিক্খুনী-বিভঙ্গের পালি রোমান অক্ষরকে বাংলা অক্ষরে পরিবর্তনে পুরো একটি বছরের শ্রম এবং সময়ের ব্যয় থেকে রক্ষা পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব

হতো।

ভিক্‌খুনী-বিভঙ্গকে প্রথম দিকে ভিক্ষুণী-পাতিমোক্ষই মনে করতাম। কিন্তু, পরবর্তীকালে অনুবাদ করতে গিয়ে দেখলাম অনেক শিক্ষাপদের হদিস পাওয়া যাচ্ছে না তখন সন্দেহ হলো। মায়ানমারে অবস্থানকারী জনৈক বড়ুয়া ভিক্ষু শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে যখন রোমান অক্ষরে পালি ভিক্‌খুনী-পাতিমোক্‌খ ও তার ইংরেজি অনুবাদটি এনে দিলেন, তখনই ভ্রম অপসৃত হলো। ১১ মার্চ ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে ভিক্‌খুনী-বিভঙ্গের বাংলা অনুবাদের কাজ শুরু করি এবং ৪ঠা ডিসেম্বরে তা শেষ করি। এই অনুবাদকর্মে দেখা গেল ভিক্ষুণী-পাতিমোক্ষে উল্লেখিত শিক্ষাপদসমূহের সাথে ভিক্ষুণী-বিভঙ্গের শিক্ষাপদসমূহ সংখ্যার দিক থেকে অনেক গরমিল, এ সকল গরমিলে বুঝা গেল ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ কখনো ভিক্ষুণী-পাতিমোক্ষ নহে, ইহা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বিদ্যমান। বস্তুত ভিক্ষুণী-পাতিমোক্ষ, ভিক্ষু-পাতিমোক্ষের ন্যায় পরবর্তীকালের একটি সংগ্রহ গ্রন্থ। তাই এই গ্রন্থটি পাঁচখণ্ড বিনয়পিটকের অন্তর্ভুক্ত নহে। অন্যদিকে 'ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ' পাঁচ খণ্ড বিনয়পিটকের মধ্যে 'পারাজিকং এবং পাচিত্তিয়ং' নামে দুই বিনয়পিটকের অন্তর্গত। বিনয়পিটকে এই দুই গ্রন্থকে একসাথে 'উভতো বিভঙ্গ' বলা হয়। এই আলোচনা প্রসঙ্গে মহান ত্রিপিটকের অন্তর্গত বিনয়পিটকের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করি—

সমগ্র বিনয়পিটক পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত করে সংগৃহীত হয়েছিল খ্রি.পূ. ৩য় শতকে বিশ্বখ্যাত বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত তৃতীয় ধর্মসঙ্গায়নে। যথা : ১. পারাজিক, ২. পাচিত্তিয়, ৩. চূলবগ্‌গো, ৪. মহাবগ্‌গো, এবং ৫. পরিবারো।

উপরোক্ত পঞ্চ খণ্ডের বিনয়পিটককে আবারও সংক্ষিপ্ত করে বলা হয়েছে : পারাজিকং, পাচিত্তিয়ং-এর একক নাম 'উভতো বিভঙ্গ' চূলবগ্‌গো ও মহাবগ্‌গের একক নাম 'খন্ধকং' এবং পরিবার পাঠো।

উল্লেখিত পঞ্চ বিনয়খণ্ড হতে বিভিন্ন লক্ষ্যে আরও কিছু সংগ্রহ গ্রন্থ পরবর্তীকালে বিভিন্ন গবেষকগণ কর্তৃক রচনা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে :

১. পালিমুত্তক বিনয়বিনিচ্ছিয়ো সংগহো (ভদন্ত সারিপুত্র স্থবির)

২. পালিমুত্তক বিনয়বিনিচ্ছিয়ো সংগহো টীকা (ভদন্ত সারিপুত্র স্থবির)

৩. বিনয়লঙ্কার টীকা (শ্রীলংকার রত্নপুরা অরণ্যবাসী জনৈক ভিক্ষু মহোদয় কর্তৃক)

৪. বিনয়বিনিচ্ছয়ো (ভদন্ত বুদ্ধরক্ষিত স্থবির কর্তৃক)

৫. পাতিমোক্খং এবং

৬. খুদ্দসিক্খা-মূলসিক্খা (ভদন্ত ধর্মসিরি থেরো) এবং ইহার টীকা

৭. সুমঙ্গলপ্পসাদনী (ভদন্ত সজ্ঝরক্ষিত থেরো)

উল্লেখ্য যে, পাতিমোক্ষ সংগ্রহ গ্রন্থটির সংগ্রাহক কে, তাঁর কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। তবে, তার অট্ঠকথা ও টীকাকারের নাম পাওয়া গেছে।

৮. অট্ঠকথা : কঙ্খাবিতরণী (ভদন্ত বুদ্ধঘোষ থেরো)

৯. টীকা : বিনয়ত্থ মঞ্জুসা (ভদন্ত বুদ্ধনাগ থেরো)

১০. কঙ্খাবিতরণী অভিবনটীকা (ব্রহ্মদেশিয় জনৈক ভিক্ষু)

বিনয়পিটকের অপরাপর গ্রন্থাবলির উপর রচিত অট্ঠকথাসমূহ হলো :

১১. সামন্তপাসাদিকা (ভদন্ত বুদ্ধঘোষ থেরো) ইহার তিনখানা টীকাগ্রন্থ

১২. সারত্থদীপনী পঠমো ভাগো টীকা এবং তেরসকরণা দুতিয ভাগো টীকা (ভদন্ত সারিপুত্র স্থবির)

১৩. বিমতিবিনোদনী টীকা (ভদন্ত ধর্মপাল থেরো)

১৪. বজিরাবুদ্ধি টীকা (ভদন্ত বজিরারামা থেরো)

১৫. সামন্তপাসাদিকা যোজনা (ভদন্ত জগরো থেরো)

এবারে ভিক্ষুণী-বিভঙ্গের উপর বিশেষ কিছু আলোচনায় আসা যাক। ‘বিভঙ্গ’ শব্দের আভিধানিক অর্থ এখানে বিভাজন, বিশ্লেষণই অভিপ্রেত। দেখা গেছে ভগবান বুদ্ধ প্রজ্ঞাপিত বিনয়বিধানসমূহের যেগুলো পাতিমোক্ষ নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে, তৎসমূহের অধিকাংশের ধারক হচ্ছে ‘উভতো বিভঙ্গ’ নামক বিনয়পিটকীয় গ্রন্থ। এখানে ‘উভতো বিভঙ্গ’ বলতে ভিক্ষু-বিভঙ্গ এবং ভিক্ষুণী-বিভঙ্গকে বুঝায়। খুব সম্ভবত ভিক্ষু-পাতিমোক্ষ এবং ভিক্ষুণী-পাতিমোক্ষ নামক দুটি শব্দের জন্মও এই উভতো বিভঙ্গের ধারণা থেকে। এদিক থেকে উভতো বিভঙ্গ তথা ভিক্ষু-বিভঙ্গ ও ভিক্ষুণী-বিভঙ্গের জন্ম ইতিহাসকে পাতিমোক্ষ গ্রন্থের অগ্রে স্থান দেয়ার কথা। কিন্তু বিনয়পিটকীয় ‘মহাবগ্গো’ নামক গ্রন্থের ‘পাতিমোক্ষ-স্কন্ধে’ বুদ্ধ তথাগত যেখানে ভিক্ষুসংঘকে ‘পাতিমোক্ষ’ আবৃত্তির জন্যে প্রথম নির্দেশ প্রদান করেছেন তখনও বুদ্ধের শাসনে ভিক্ষুণীসংঘের জন্ম হয়নি। অতএব, বিনয়পিটকের প্রথম দুই গ্রন্থ ‘পারাজিক’ ও ‘পাচিত্তিয়’ তথা ‘উভতো বিভঙ্গে’র অস্তিত্বের প্রথম প্রকাশকাল খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে রাজা অজাতশত্রুর সময়ে অনুষ্ঠিত রাজগৃহের প্রথম সঙ্গায়ন কি না, তা গবেষণার বিষয়। আমরা জানি যে, এই প্রথম ধর্মসঙ্গায়নে ‘ত্রিপিটক’ নামক শব্দ বা ধারণার জন্ম হয়নি। তখন কেবল ‘ধম্মঞ্চ, বিনয়ঞ্চ সংগহো’ এই বাক্যটিই বার বার

উচ্চারিত হয়েছিল। 'তেপিটকং' তথা ত্রিপিটক শব্দের ব্যবহার শুরু হয়েছিল খ্রি.পূ. তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের সময়ে পাটলীপুত্রে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ধর্মসঙ্গায়নে। আর তখনই 'ধর্মবিনয়' নামের সমগ্র বুদ্ধবচনকে সুত্ত, বিনয় ও অভিধম্মো এই তিনটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করে ত্রিপিটক নামাকরণ করা হয়। এই শৃঙ্খলাবদ্ধ বিভাজনে বিনয়পিটক খণ্ডকেও নিশ্চয় সুবিভঙ্গ এবং সুবিন্যস্ত করা হয়েছিল। আর তারই ফলশ্রুতিতে বিনয়পিটকে সংগৃহীত বুদ্ধের প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদসমূহের মধ্যে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের শিক্ষাপদসমূহের মধ্যে পৃথকীকরণের প্রয়োজনও অনুভূত হয়ে থাকবে। 'ভিক্ষুণী-বিভঙ্গে'র জন্ম ইতিহাস তাই খ্রি.পূ. তৃতীয় শতকে বলে ধরে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত।

দেখা যায় ভিক্ষুণী-পাতিমোক্ষে মোট শিক্ষাপদ সংখ্যা ৩১১টি। আর ভিক্ষুণী-বিভঙ্গে শিক্ষাপদ সংখ্যা সর্বমোট ১৩৭টি। নিম্নের ছকটি হতে এই পার্থক্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদ্যমান তা সহজে বোধগম্য হবে :

শীল বা শিক্ষাপদ সমূহের নাম	ভিক্ষু-পাতিমোক্ষ	ভিক্ষুণী-পাতিমোক্ষ	ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ
১. পারাজিকা	৪	৮	৪
২. সংঘাদিসেস	১৩	১৭	১০
৩. অনিয়ত	২	নাই	নাই
৪. নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়	৩০	৩০	১২
৫. পাচিত্তিয়	৯২	১৬৬	৯৮
৬. পটিদেসনীয়	৪	৮	৪
৭. সেখিয়	৭৫	৭৫	২
৮. সপ্ত অধিকরণ সমথ	৭	৭	৭
	২২৭	৩১১	১৩৭

ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী-পাতিমোক্ষে যেখানে শুধুমাত্র শিক্ষাপদগুলো উল্লেখিত হয়েছে, উভয় বিভঙ্গে কিন্তু সেভাবে অতি সংক্ষেপে এ দায়িত্ব সারা হয়নি। দেখা গেছে বিভঙ্গে বিধৃত প্রত্যেকটি শিক্ষাপদের উৎপত্তি-কাহিনী যেমন আছে, সেই সাথে প্রতিটি শিক্ষাপদের প্রতিটি শব্দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও আছে। ফলে, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী-পাতিমোক্ষের চেয়ে উভয় বিভঙ্গের পঠন-পাঠন

ও বোধগম্যতা যেমন সহজ, তেমনি আকর্ষণীয়ও বটে।

ভিক্ষুণী-বিভঙ্গে ১নং পরিচ্ছেদের প্রথম পারাজিকা বর্ণনায় দেখা যায়, দুটি পারাজিকার বর্ণনাকে খণ্ডিতাকারে স্থান দেওয়া হয়েছে। ভিক্ষুণী-পাতিমোক্ষে উল্লেখিত ১নং পারাজিকা 'মেথুনধম্ম সিক্খাপদং' এবং ৫নং পারাজিকা 'উব্‌ভজানুমণ্ডলিকা সিক্খাপদং'—এ দুইকে এক করে ফেলা হয়েছে ভিক্ষুণী-বিভঙ্গের পারাজিকা বর্ণনায়। দেখা যায়, মৈথুন সেবন বিষয় পারাজিকা অপরাধের উৎপত্তি বর্ণনা যেখানে সমাপ্ত হয়েছে; তদ্দূর পর্যন্ত প্রথম পারাজিকা হতে গ্রহণ করা হয়েছে। অতঃপর শিক্ষাপদ প্রজ্ঞপ্তি স্থাপন হতে শুরু করে 'অনাপত্তি' বর্ণনাংশ পর্যন্ত সংযুক্ত করা হয়েছে ভিক্ষুণী-পাতিমোক্ষের ৫নং পারাজিকা বর্ণনা হতে। 'ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ' গ্রন্থটির মধ্যে এমন বৈসাদৃশ্য আরও বহু ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হয়।

ভিক্ষুণী-বিভঙ্গের ৩নং পরিচ্ছেদে '... কায়েন কায় পটিবদ্ধং আমসতি, আপত্তি থুল্লচ্চয়স্‌স' এখানে কায়ের দ্বারা আসক্ত দেহের স্পর্শে 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হয়; কথাটির মধ্যে 'কায়ের দ্বারা' বলতে 'অনাসক্ত দেহের দ্বারা' বুঝানো হয়েছে। এমন অনেক অনোল্লেখিত বিষয় অনুবাদক মূল গ্রন্থের পূর্বাপর বর্ণনার আলোকে বুঝে নিতে হয়েছে, ভিক্ষুণী-বিভঙ্গের এ অনুবাদকর্ম অগ্রসর করাতে গিয়ে।

একইভাবে ৩নং এর একই পরিচ্ছেদে 'কায়পটিবদ্ধেন কায়পটিবদ্ধং আমসতি আপত্তি দুক্কটস্‌স' অর্থে, 'আসক্ত দেহের সাথে, আসক্ত দেহের স্পর্শে দুক্কট অপরাধ হবে' এই বাক্যে উল্লেখিত 'দুক্কট' নামক অপরাধটি পূর্বে উল্লেখিত 'থুল্লচ্চয়' অপরাধের চেয়ে বহুলাংশে লঘুতর অপরাধ; অথচ এখানে সংগঠিত অপরাধের ঘটনাচিত্র সাধারণ বিবেচনায় সম্পূর্ণ বিপরীত কথাই বলবে। কারণ, অনাসক্ত চিত্তসম্পন্ন দেহের সাথে, আসক্ত চিত্তসম্পন্ন দেহের স্পর্শে যেখানে থুল্লচ্চয় অপরাধ বলা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আসক্ত চিত্তসম্পন্ন দেহের সাথে, আসক্ত দেহের স্পর্শে কি করে 'দুক্কট' অপরাধের মতো এত লঘু অপরাধ বিবেচ্য হতে পারে?

এই বিতর্কের সমাধান কল্পেই, অনুবাদকর্মে মূল পালিগ্রন্থে বর্ণিত গুরু থেকে লঘু অপরাধের ক্রম অনুসারে আমি কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুবাদ করতে বাধ্য হয়েছি 'আসক্ত দেহের সাথে, অনাসক্ত দেহের স্পর্শে দুক্কট অপরাধ হয়'। পাঠক সমাজের সাধারণ বিবেচনার কথা মনে রেখে, অনুবাদকর্মে আমার এই অনিচ্ছাকৃত স্বাধীনতা গ্রহণের জন্য সকলের ক্ষমা সুন্দর বিবেচনা কামনা করছি।

৮৫নং পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে, 'কাল-চীবর অধিষ্ঠান করে ভাগ করতে শুরু করলে', 'দুক্কট' আপত্তি হয়। ভাগ করা সমাপ্ত হয়ে গেলে 'নিস্‌সগ্‌গিয়' হয়। তখন তা সংঘ, গণ অথবা একজন ভিক্ষুণীর নিকটে হলেও বিসর্জন করতে হবে।' সেই নিস্‌সগ্‌গিয় অপরাধ মুক্তির জন্যে যেই বিধান অতঃপর প্রদত্ত হলো, সেখানে কিন্তু বলা হচ্ছে অন্য কথা। যেমন :

'হে আর্য, আমার দ্বারা অকাল-চীবরকে কাল-চীবররূপে অধিষ্ঠানপূর্বক ভাগ করাতে, তা নিস্‌সগ্‌গিয় পাচিত্তিয় অপরাধপ্রাপ্ত হওয়ায়, আমি সংঘকে তা ত্যাগ করছি।'

এ ধরনের বর্ণনায় বিভ্রান্তির জন্ম দেবে এ জন্যে যে, 'কাল-চীবর' হচ্ছে কঠিন চীবর লাভকারীর জন্যে কঠিন চীবরের সাথে লাভ করা চীবরসহ পরবর্তী হেমন্ত ঋতুর চার মাসকালের মধ্যে লব্ধ চীবরসমূহ। অপরদিকে কঠিন চীবর-অলাভীর জন্যে কঠিন চীবর মাস ব্যতীত বছরের অবশিষ্ট ১১ মাসে প্রাপ্ত যেকোনো চীবরই 'কাল-চীবর' নামে খ্যাত। এই 'কাল-চীবর' নামক বস্ত্র যিনি লাভ করেন তা সংঘের অধিকারভুক্ত নহে, একান্ত ব্যক্তিগত সম্পদ। তাই কাল-চীবর অন্য ভিক্ষুণীকে ভাগ করে দিতে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। উপরোক্ত সময়সীমার বাইরে লব্ধ চীবর 'অকাল-চীবর' নামে পরিচিত। এই চীবরগুলো ব্যক্তিগত নহে বলে সংঘের অপরাপর ভিক্ষুণীদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হয়।

কিন্তু ৮৩নং পরিচ্ছেদে বর্ণিত সমস্যাটি হলো অকাল-চীবরকে কাল-চীবর হিসেবে অধিষ্ঠান করে ভাগ করে দেয়ার কারণে। প্রদত্ত বিধানে সেই সমস্যারই সমাধান দেয়া হলো, ৮৫নং-এ উল্লেখিত সমস্যার সমাধান নহে। এই ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ গ্রন্থে এমন অসামঞ্জস্যতা ও বিভ্রান্তি বহু স্থানে পরিলক্ষিত হয়। তাই পাঠককে পূর্বাপর বিষয়ের প্রতি সজাগ থেকেই অর্থ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৮৬নং হতে পরবর্তী কয়েকটি অনাপত্তি-বিষয়ক পরিচ্ছেদে 'বিঞ্ঞূ দুতিয়া' নামক একটি শব্দের ব্যবহার আছে। এই শব্দটির আভিধানিক অর্থ বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায়। তা হলো 'বিঞ্ঞূ দুতিয়া হোতি, অরহোপেক্খা অঞ্ঞাবিহিতা'। অর্থাৎ বিজ্ঞতায় দুয়ের যেকোনো একটি; হয় অর্হৎ অথবা অর্হত্ত্বে উন্নীত হতে জ্ঞানের প্রস্তুতিতে যিনি (অঞ্ঞাবিহিতা) আছেন। আভিধানিক এরূপ ব্যাখ্যার আলোকেই 'অঞ্ঞা+বিহিতা' এ দুই ভগ্নাংশের একযোগে অর্থ করতে হয়েছে 'অনাগামী' স্তরের জ্ঞানসম্পন্নতা।

ভিক্ষুণী-বিভঙ্গের অনুবাদের সময়ে মূল পালিতে ব্যবহৃত অনেক

অপরিচিত শব্দের অর্থ উদ্ধারে যখনই বিভিন্ন অভিধানের শরণাপন্ন হয়েছি, দেখেছি শব্দটির প্রয়োজনীয় কোনো অর্থ অভিধানে নেই, এমনকি শব্দটিও নেই। ফলে ঘটনার পূর্বাপর বর্ণনার ভাব-সঙ্গতির প্রতি লক্ষ রেখে ব্যাকরণিক অভিজ্ঞতার আলোকে, আমাকেই প্রায় সময় আনুবাদিক অর্থ নির্ধারণ করতে হয়েছে। 'মহাসতিপট্‌ঠান সুত্ত অট্‌ঠকথা' থেকে শুরু করে এ যাবত মূল পালি গ্রন্থের বাংলা যত অনুবাদ আমার দ্বারা হয়েছে, তাদের প্রত্যেকটিতে ঠিক এভাবেই আমাকে সমস্যার সমাধান দিতে হয়েছে।

ভিক্ষুণী-বিভঙ্গের 'পাচিত্তিয়' অপরাধ পর্বই বলতে গেলে পুরো গ্রন্থের অর্ধেকের বেশি দখল করেছে। অথচ ভিক্ষুণী-পাতিমোক্ষের ১৬৬টি পাচিত্তিয় শিক্ষাপদের মধ্যে মাত্র ৯৮টি শিক্ষাপদের বর্ণনা রয়েছে এই ভিক্ষুণী-বিভঙ্গের মধ্যে। এই পাচিত্তিয় পর্বের অনুবাদ করতে গিয়ে মনে হলো, এতে বুদ্ধকালীন ভিক্ষুণীসংঘ, ভিক্ষুসংঘ এবং তৎসংশ্লিষ্ট জনসমাজের এক মনোরম ছবি বার বার ফুটে উঠেছে এই ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ গ্রন্থে। তদুপরি, মহান বুদ্ধ প্রবর্তিত ভিক্ষুণীসংঘের দৈনন্দিন জীবনাচার ও তাদের পারস্পরিক মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য-অকর্তব্যাদি বিষয়ে এই পাচিত্তিয় পর্বের মানবিক চিত্র অত্যন্ত প্রাণবন্তভাবে বিধৃত। নিম্নে তাদেরই কয়েকটির শুধুমাত্র ইঙ্গিতধর্মী বাক্যাংশ তুলে ধরা হলো। পাঠক প্রয়োজনবোধে পরিচ্ছেদের প্রদত্ত সংখ্যায় গ্রন্থের মূল বর্ণনাংশে গিয়ে বিস্তারিত জানতে সক্ষম হবেন। এগুলো নিম্নরূপ :

১৯৯নং পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, কোনো ভিক্ষুণী কোনো গৃহীঘরে গিয়ে গৃহকর্তার অনুমতি নিয়েই কোনো আসনে বসতে হবে। আবার চলে আসার সময়ে গৃহকর্তাকে জানিয়েই প্রস্থান করতে হবে। অন্যথায় পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।

২১৯নং পরিচ্ছেদে নিজেকে বা পরকে ক্রোধবশে নিরয় বা ব্রহ্মচর্য দ্বারা অভিশাপ বাক্য উচ্চারণ না করার নির্দেশ আছে। এই নির্দেশ লঙ্ঘনে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২৩৭নং পরিচ্ছেদে অন্যের কাজ সম্পাদনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা যথাসময়ে সম্পাদন করার নির্দেশ আছে। যদি তা যথাসময়ে নিজে বা অপরকে দিয়ে সম্পাদন করা না হয় তাতে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২৪৭নং পরিচ্ছেদে সব্রহ্মচারিণীদের কোনো দ্রব্য বা চীবর বিনা অনুমতিতে যদি ব্যবহার করা হয় তাতে পাচিত্তিয় অপরাধ হবে বলা হয়েছে।

২৫২নং পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, যদি কোনো ভিক্ষুণী, অন্য কোনোজনের

লাভ-সৎকারের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, তাহলে সেই ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।

২৮৮নং পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, যদি কোন ভিক্ষুণী, ইচ্ছাপূর্বক কোনো সব্রহ্মচারিণীর অশান্তি-উপদ্রব সৃষ্টি করতে বিরূপ সমালোচনা করে থাকে, তাহলে সেই ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।

২৯১নং পরিচ্ছেদে অসুস্থা ব্রহ্মচারিণীদের প্রতি সেবাযত্নের উদাসীনতায় পাচিত্তিয় অপরাধের উল্লেখ আছে।

২৯৭নং পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, যদি কোনো ভিক্ষুণী, অন্য কোনো শীলব্রতা, লজ্জাবতী ভিক্ষুণীকে অসন্তুষ্টা, কোপিতা হয়ে কক্ষ হতে জোড়পূর্বক বের করে দেয়, সেই ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩১৮নং পরিচ্ছেদে বুদ্ধ বহুজনের হিতার্থে কল্যাণার্থে ধর্মপ্রচারকে বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যে ভিক্ষুণীসংঘকে নির্দেশ দিলেন, যদি কোনো ভিক্ষুণী বর্ষাব্রতের পূর্বের তিন মাস এবং পরের তিন মাস সুস্থ ও সক্ষম অবস্থায় কমপক্ষে ৫/৬ যোজন দূরত্ব পর্যন্ত ধর্মপ্রচারে বিচরণ না করেন, তাহলে সেই ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।

৩২২নং পরিচ্ছেদে দেখা যায় বুদ্ধ ভিক্ষুণীদেরকে রাজপ্রাসাদ, চিত্রালয়, আরাম, উদ্যান বা পুষ্করিণী জাতীয় কোনো কিছু স্থান শুধুমাত্র দর্শন উপভোগের জন্য যেতে নিষেধ করেছেন। যেহেতু সেখানে লোকে ক্রীড়া করে এবং নারী-পুরুষে রমনে উৎসাহিত থাকে।

৩৩০নং পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে ভিক্ষুণীরা বিলাসবহুল সোফা বা আসন্দি ও পালঙ্ক ব্যবহার করতে পারবেন না। তেমন কোনো আসন যদি ব্যবহার করতে হয়, তাহলে চেয়ারের পা কেটে এবং পালঙ্কের লোমাদি তুলে ফেলেই ব্যবহার করতে হয়। এই নির্দেশ লঙ্ঘনে পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।

৩৩৫নং পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, কোনো ভিক্ষুণী গৃহীকাজে সহায়তা বা অংশগ্রহণ করা উচিত নহে। কারণ, এতে প্রব্রজিতের গারবতা ও মহনীয়তা ক্ষুণ্ন হয়। ভিক্ষুণী এ ধরনের কাজ করলে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।

৩৩৪নং পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, কোনো গৃহী বা ভিন্ন মতবাদীকে কোনো ভিক্ষুণী নিজ হাতে কোনো খাদ্যভোজ্য দিতে পারবেন না। কারণ প্রব্রজিতাগণ গৃহীসমাজ হতে দান প্রাপ্ত হয় তাদের শীল-সমাধি-প্রজ্ঞাগুণ বিমণ্ডিত শ্রেষ্ঠ জীবনাচারের মাধ্যমে। সেই প্রব্রজিতাগণ গৃহীগণকে শিক্ষকের আসনে বসে তাদেরকে ধর্মদান জ্ঞানদানের মতো শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট দানই বিতরণ করবেন। খাদ্যভোজ্য হচ্ছে সাধারণ দান। গতানুগতিক দান

প্রব্রজিতা ইচ্ছা করলে এমন দান অন্য কোনো অনুপসম্পন্ন বা সেবকের মাধ্যমে প্রদান করলে, আপন শ্রেষ্ঠত্ব-মহত্ত্ব অক্ষুণ্ন থাকে সেই দানগ্রহীতার কাছে।

৩৬২নং পরিচ্ছেদে ভিক্ষুণীদেরকে গৃহীজীবনের উপযোগী কোনো অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণ বা শিক্ষাদানে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এতে লোভ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয়ের কোনো জ্ঞান বা উপায় নেই। তাই ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ তেমন বিদ্যাই শিক্ষা গ্রহণ করবে, যার দ্বারা নিজের ও পরের লোভ-দ্বেষ ও মোহক্ষয়ের সহায় হয়।

৩৭৫নং পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, অপরের মঙ্গলকামী হয়ে যদি সেই ব্যক্তির প্রতি নিন্দা বা আক্রোশবাক্য প্রয়োগ করা হয়, তাতে কোনো অপরাধ হয় না। অন্যথায় এ জাতীয় বাক্য প্রয়োগে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩৮৯নং পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে ভিক্ষুণীরা একে অন্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ মাৎসর্যপরায়ণ হয়ে গৃহী বা দাতাকুলের নিকটে কোনো প্রকার নিন্দা বা কুৎসা রটনা করলে সেই ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।

উপরোক্ত প্রকারের আরও অনেক সদুপদেশ দ্বারা ভিক্ষুণী-বিভঙ্গের পাচিত্তিয় পর্ব পরিপূর্ণ। ৪২২নং শিক্ষাপদসহ আরও বেশ কিছু শিক্ষাপদে 'সিক্‌খামনা বুট্‌ঠাপেন্তি' এবং ৪৬৪নং সহ বেশ কয়েকটি শিক্ষাপদে 'কুমারীভূতা বুট্‌ঠাপেন্তি' এই দ্বিবিধ বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়। এখানে শিক্ষামনা বলতে ছয়ধর্মে বা ছয়টি শীলসংযমতা অনুশীলনে দু-বছরকাল জীবন যাপনকারী এবং 'কুমারীভূতা' বলতে শ্রামণেরী বলা হয়েছে। অথচ উভয় ক্ষেত্রে 'বুট্‌ঠাপেন্তি' বলতে উপসম্পদা দানের কথা বলা হয়েছে। ফলে ইহাই স্পষ্ট হয় যে ভিক্ষুণীদের ক্ষেত্রে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদার মধ্যে কোনো ইতরবিশেষ নেই। তবে শুধু একটি ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান আছে; তা হলো 'শিক্ষামনার' উপসম্পদা হবে গৃহীজীবনে ১২ বছরের পরিপূর্ণতায়; আর 'কুমারীভূতার' উপসম্পদা হবে ২০ বছরের পূর্ণতায়।

৪৮১নং পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে কোনো ভিক্ষুণী তার উপসম্পন্ন জীবনে ১২ বছর পূর্ণতাপ্রাপ্ত না হলে কোনোজনকে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা দিতে পারবে না। আবার ৪৮৫নং-এ স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, শুধু ১২ বছরের পূর্ণতা, তার এ ক্ষমতা লাভের মাপকাঠি নহে। তিনি এ সময়ে আচার্যা, উপাধ্যায়ার যোগ্যতাসম্পন্না হয়েছেন কি না, তা ভিক্ষুণীসংঘ কর্তৃক অবশ্যই পরীক্ষা অনুমোদনের অনুমোদনের উপর নির্ভর করবে। কোনো ভিক্ষুণী ১২ বছরের পূর্ণতাসম্পন্না, ধর্মবিনয়ে অভিজ্ঞা এবং পাপে লজ্জা-ভয়সম্পন্না এ গুণাবলির

অধিকারী হলেই, সেই ভিক্ষুণীকে সংঘ উপরোক্ত ক্ষমতা প্রদান করতে পারে, অন্যথায় নহে।

৫১১নং পরিচ্ছেদে 'শিক্ষামনা'কে উপসম্পদা দানে ভিক্ষুসংঘের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখিত হলো। অথচ তার আগে আর কোথাও এ শর্তটির উল্লেখ নেই। কিন্তু ভিক্ষুণী-বিভঙ্গের প্রতিটি শিক্ষাপদ ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হয়েছে, শুধুমাত্র ভিক্ষুদেরকে সম্বোধন করে করে। অপরদিকে ভিক্ষুণীরাও তাদের কোনো অভিযোগ সরাসরি বুদ্ধকে করতে দেখা যায় না। তারা ভিক্ষুদের নিকটে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুগণই সেই বিষয়টি বুদ্ধকে অবগত করাতেন, চূড়ান্ত সমাধানের জন্যে।

৫৫৭নং পরিচ্ছেদে শিক্ষাপদের ব্যাখ্যায় দেখা যায় শিক্ষামনাদের জন্য ছয়শীল এবং শ্রামণীদের জন্যে দশশীলের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু গৃহী পঞ্চশীল বা অষ্টাঙ্গ শীলের কোনো উল্লেখ এ গ্রন্থে নেই। তবে সুত্রাপিটকের মহা-আটানাটিয় সুত্রে পঞ্চশীলের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ গ্রন্থে উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার পর এখন, এ গ্রন্থ অনুবাদকর্মের কিছু শেষ কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে নানা দুর্বিষহ কারণে অতিষ্ট হয়ে সমতলের ভিক্ষু-গৃহী সান্নিধ্য ত্যাগ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সান্নিধ্যে চলে যাই। তথায় এই মহাপুরুষের উৎসাহ-প্রেরণা ও স্নেহ-অনুকম্পা না পেলে পালিভাষা চর্চায় আমার কোনো বিচরণ হতো কি না সন্দেহ। অথচ বহু দুঃখ-কষ্ট বরণের মাধ্যমেই শ্রীলংকায় দীর্ঘ চার বছর অবস্থানের ফলশ্রুতিতে আমার পালিভাষা জ্ঞান যৎসামান্য অর্জিত হয়েছিল। মহাপুরুষ বনভন্তের ঐকান্তিক আগ্রহ ও আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে আমার দ্বারা এ যাবৎ মহাসতিপট্ঠান সুত্ত অট্ঠকথা, বুদ্ধগুণগাথাবলীসহ যেই চারটি গ্রন্থ পালি থেকে বাংলায় অনূদিত হলো তার মধ্যে ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ ও ভিক্ষুণী-পাতিমোক্ষ অন্যতম। উল্লেখ্য যে, পূর্বোক্ত ৪টি গ্রন্থের ৩টি বাংলা-ভারতে বাংলায় প্রথম অনূদিত গ্রন্থ। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের বক্তব্য এই : বাংলাদেশে অনেক শিক্ষিতা মহিলা ভদন্ত মহোদয়ের কাছে ভিক্ষুণী-প্রব্রজ্যা গ্রহণের আবেদন নিবেদন করছেন বহুদিন যাবৎ। ভন্তে বলেন, ভারত বাংলায় এখন কোনো ভিক্ষুণী-পাতিমোক্ষ বাংলায় নেই। বহুকাল আগে ব্রিটিশ যুগে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর আশুতোষ মুখপাধ্যায়ের বোন কমলাদেবী ভিক্ষুণী-পাতিমোক্ষ একবার বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন বলে শোনা যায়। কিন্তু তার কোনো কপি এ যাবৎ তিনি দেখেননি। তাই ভন্তে বলেন, ভিক্ষুণী-পাতিমোক্ষ না

দেখে, না জেনে, কী করে ভিক্ষুণী হওয়া সম্ভব? প্রজ্ঞাবংশ, তুমি এ কাজটি আমাকে করে দাও। দেখা যাক, এ পাতিমোক্ষ পড়ে কোনো মহিলা ভিক্ষুণী হওয়ার উৎসাহ দেখায় কি না। মহাপুরুষের এ আদেশকে আশীর্বাদস্বরূপ গ্রহণ করে, প্রতিদিন তাঁকে আমার হৃদয়ের বন্দনাস্বরূপ নিবেদন করি আমার দৈনিক অনুবাদকর্মের শ্রমরাশি। আমার এই পুণ্য, এ জীবনেই আমার যাবতীয় দুঃখের অবসানের শক্তিদান করুন; ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা ও কামনা। যতদিন এই পঞ্চস্কন্ধের বন্ধনে আবদ্ধ আছি ততদিন যেন মারের শতসহস্র বিঘ্নকে অতিক্রমে এই দেহমনে অমিত শক্তির অধিকারী হই, এই প্রার্থনা করি।

পরিশেষে, রাজবন বিহার ভিক্ষুসংঘের কাছে এবং প্রিয় অন্তেবাসীগণের কাছে সকৃতজ্ঞ আশীর্বাদ জানাচ্ছি আমার এই অনুবাদকর্মে তাঁদের যাবতীয় সহযোগিতার জন্য। মহাচার্য ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাথেরোর চরণে কৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করছি, তৎঅনূদিত ভিক্ষু-পাতিমোক্ষের সহায়তা ক্ষেত্রবিশেষে গ্রহণের জন্যে। বুদ্ধের ধর্মরাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হোক! পূজ্য বনভন্তে নিরোগ দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হয়ে এ দেশের সম্বুদ্ধ শাসনের মহাকল্যাণ সাধন করুন! এই প্রার্থনায়—

২৫৪৮ বুদ্ধবর্ষের
২৩ আগষ্ট ২০০৪ খ্রি.
গহিরা মহাশশ্মান ভাবনা কেন্দ্র
রাউজান, চট্টগ্রাম

ইতি
প্রণত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির
অধ্যক্ষ, বিশ্বশান্তি প্যাগোডা

"সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার"

ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ

১. পারাজিকা খণ্ড

১. প্রথম পারাজিকা[১]

১. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত বিহারে অবস্থান করছিলেন। এ সময় সাল্‌হো মিগারনত্তা নামে এক ব্যক্তি ভিক্ষুণীসংঘের জন্যে বিহার তৈরি করে দিতে ইচ্ছুক হলেন। তিনি ভিক্ষুণীদের নিকটে গিয়ে বললেন, আর্যাগণ, আমি ভিক্ষুণীসংঘের জন্যে বিহার তৈরি করে দিতে ইচ্ছা করি। একজন কর্মী ভিক্ষুণীকে আমার সহায়তায় প্রদান করুন। সে সময়ে নন্দা, নন্দাবতী, সুন্দরীনন্দা এবং স্থূলানন্দা নামে চার বোন ভিক্ষুণীদের নিকটে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে ভিক্ষুণী সুন্দরীনন্দা তরুণ প্রব্রজিতা, অভিরূপ সৌন্দর্যসম্পন্না, দর্শনে প্রসাদ উৎপন্নকারিণী, পণ্ডিত, মেধাবিনী, ভাষণে দক্ষতাসম্পন্না, সমস্যার সমাধানে ক্ষিপ্র-বুদ্ধিসম্পন্না এবং অনলস গুণসম্পন্না ছিলেন। ইহা করা দরকার, উহার সমাধান দরকার—এভাবে সারাক্ষণ তিনি ব্যস্ত থাকতেন। ভিক্ষুণীসংঘ সেই সুন্দরীনন্দাকেই সাল্‌হো মিগারনত্তার কাজে সহায়তাকারিণীরূপে মনোনীত করলেন। তখন থেকে ভিক্ষুণী সুন্দরীনন্দা প্রায় সময় সাল্‌হো মিগারনত্তার আবাসে গিয়ে—আমাকে বাসী দেন, কুড়াল দেন, কুটারি দেন, কোদাল দেন, রন্দা দেন—এভাবে নানা দ্রব্য চাইতে লাগলেন। সাল্‌হো মিগারনত্তাও সেই ভিক্ষুণী উপস্থায়কের নিকটে এ-কথা সে-কথা জিজ্ঞাসার্থে প্রায় সময় যাতায়াত করতে লাগলেন।

১। 'পারাজিকা' এই অর্থে শিক্ষাপদ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের গুরুতর অপরাধ। এই অপরাধে তারা দীক্ষিত-জীবনে মৃত বলে গণ্য হয়।

এভাবে বার বার দর্শন সন্দর্শনের দ্বারা উভয়ে পরস্পরের প্রতি প্রতিবদ্ধচিত্ত (আসক্ত) সম্পন্ন হয়ে গেলেন। কিন্তু সাল্হো মিগারনত্তা ভিক্ষুণী সুন্দরীনন্দার সাথে কামসংসর্গের কোনো সুযোগ না পেয়ে একদিন সুন্দরীনন্দাসহ ভিক্ষুণীসংঘকে নিজ গৃহে অন্নদানের আয়োজন করলেন। ভোজন নিমিত্তে আসন প্রস্তুত করা হলো; সুন্দরীনন্দা হতে জ্যেষ্ঠতর ভিক্ষুণীদের আসন একপাশে এবং নবীনতর ভিক্ষুণীদের আসন একপাশে। আর সুন্দরীনন্দার আসন একটু তফাতে আচ্ছাদিত স্থানে এমনভাবে করা হলো যাতে প্রবীণ ভিক্ষুণীগণ ধারণা করতে পারে, সুন্দরীনন্দা নবীন ভিক্ষুণীদের সাথেই বসেছে; আর নবীন ভিক্ষুণীরা ধারণা করতে পারে যে, তিনি প্রবীণ ভিক্ষুণীদের সাথেই বসেছেন। অতঃপর সাল্হো মিগারনত্তা ভিক্ষুণীসংঘকে ভোজনের সময় জানিয়ে বললেন, আর্যাগণ, ভোজনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।

সুন্দরীনন্দা ভিক্ষুণী ভাবলেন, সাল্হো মিগারনত্তা অত বেশি শ্রদ্ধায় ভিক্ষুণীসংঘকে ভোজনে আমন্ত্রণ করেননি। তিনি আমাকে দূষণে ইচ্ছুক। যদি আমি যাই, তাহলে আমার উচ্চশব্দ হতে পারে। তাই অন্তেবাসী (শিষ্যা) ভিক্ষুণীকে ডেকে বললেন, আর্যে, যাও, আমার জন্যে ভোজন নিয়ে আস। কেহ আমার কথা জানতে চাইলে অসুস্থা বলে জানাবে। 'হ্যাঁ আর্যা' বলে সেই ভিক্ষুণী সুন্দরীনন্দা ভিক্ষুণীকে সম্মতি জানালেন। সে সময়ে সাল্হো মিগারনত্তা গৃহের বহির্দ্বারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষুণীদের জিজ্ঞাসা করছিলেন, আর্যাগণ, সুন্দরীনন্দা কোথায়? ইহা শুনে সুন্দরীনন্দার অন্তেবাসী ভিক্ষুণী সাল্হো মিগারনত্তাকে বললেন, "বন্ধু, তিনি অসুস্থা হয়েছেন; আমি পিণ্ডপাত নিয়ে যাব।"

অতঃপর সাল্হো মিগারনত্তা ভাবলো, আমি তো আর্যা সুন্দরীনন্দার কারণেই ভিক্ষুণীসংঘকে ভোজনে আমন্ত্রণ করেছি। অতএব, মানুষদের ডেকে ভিক্ষুণীসংঘকে পরিবেশন করতে বলে, যেখানে ভিক্ষুণীনিবাস তথায় উপস্থিত হলেন। সে সময়ে সুন্দরীনন্দা ভিক্ষুণী সাল্হো মিগারনত্তার কথা ভাবতে ভাবতে (পটিমানেতি) ভিক্ষুণীনিবাসের ফটকের বাইরে (বহারাম কোট্ঠকে) দাঁড়িয়ে ছিলেন। সুন্দরীনন্দা ভিক্ষুণী এক সময় দূর হতে সাল্হো মিগারনত্তাকে আসতে দেখলেন। দেখে কক্ষে প্রবেশ করে আপাদমস্তক আবৃত করে মঞ্চে শুয়ে থাকলেন। সাল্হো মিগারনত্তা সুন্দরীনন্দা ভিক্ষুণীর নিকটে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন; আর্যার কী অসুবিধা যে, মঞ্চে শুয়ে আছেন? বন্ধু, আমার এমন ইচ্ছা

হয়েছে যে, যা ইচ্ছাযোগ্য নহে। আর্যা, আমিও বা কেন এমন ইচ্ছা করব না? অথচ আপনাকে দূষিত করতে ইচ্ছা হলেও সুযোগ পাইনি। কামরাগে উভয়ে নিমজ্জিত (অবস্‌সুতো অবস্‌সুতায়) হয়ে সুন্দরীনন্দা ভিক্ষুণীর সাথে মিগারনত্তা সে কামরাগে দেহসম্ভোগে উভয়ে সমর্পিত হলো।

সে সময়ে জরা-দুর্বল, চলৎশক্তি রহিত এক ভিক্ষুণী সুন্দরীনন্দার অনতিদূরে শুয়েছিলেন। সেই ভিক্ষুণী সাল্‌হো মিগারনত্তা ও সুন্দরীনন্দাকে গড়াগড়ি ও কামসম্ভোগ করতে দেখে মহাসোরগোল শুরু করলেন; নিন্দা-দুর্নাম রটনা করতে লাগলেন এই বলে : "এটা কেমন আচরণ! কেন আর্যা সুন্দরীনন্দা কামরাগে নিমজ্জিত হয়ে পুরুষের সাথে কায়সংসর্গে লিপ্ত হলো?

অতঃপর সেই ভিক্ষুণীগণকে এ বিষয় জানালেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টা, লজ্জাশীলা, অনুসন্ধিৎসু, শিক্ষাকামী তারাও ইহা শুনে নিন্দা, আন্দোলন করতে লাগলেন। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ বিষয় অবগত করালেন। ভিক্ষুগণ, ইহা অবগত হয়ে আন্দোলন, নিন্দা ও দুর্নাম শুরু করলেন এই বলে, "ইহা কেমন আচরণ! কী করে কামরাগে নিমজ্জিত ভিক্ষুণী সুন্দরীনন্দা, পুরুষের সাথে কায়সংসর্গে লিপ্ত হলো?"

অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। তখন ভগবান এ সূত্রে, এই অপরাধে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করায়ে ভিক্ষুগণকে পুনঃ জিজ্ঞাসা করলেন, "ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী সুন্দরীনন্দা কামরাগে নিমজ্জিত হয়ে পুরুষের সাথে কায়সংসর্গ করেছে?" হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য।

বুদ্ধ ভগবান এই বলে ভর্ৎসনা করলেন, "সুন্দরীনন্দা ভিক্ষুণীর পক্ষে, ভিক্ষুগণ, ইহা অত্যন্ত অনুপযুক্ত, অননুকূল, অশোভনীয়, অশ্রমণোচিত, অগ্রহণযোগ্য এবং অকার্যকৃত হয়েছে। ভিক্ষুগণ, ইহা কী করে সম্ভব যে, সুন্দরীনন্দা ভিক্ষুণী কাম-নিমজ্জিতা হয়ে পুরুষের সাথে কামসংসর্গে লিপ্ত হতে পারে? ভিক্ষুগণ, ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। অধিকন্তু, হে ভিক্ষুগণ, ইহা অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং প্রসন্নদের একাংশের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে।"

অতঃপর ভগবান ভিক্ষুণী সুন্দরীনন্দাকে ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সংঘপ্রিয়তা

এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকূল আচরণ করে তেমনভাবে ধর্মদেশনা করার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব, যা দশবিধ অর্থবশে সংঘের সুষ্ঠুতা, সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে, দুর্মুখা, দুঃশ্চারিত্রা ভিক্ষুণীদের নিগ্রহের জন্যে এবং সুশীল ভিক্ষুণীদের সুখে অবস্থানের জন্যে বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে দমনের জন্যে, ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তি প্রতিহত করার জন্যে, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি :

২. "যদি কোনো ভিক্ষুণী কামরাগে নিমজ্জিতা হয়ে কোনো পুরুষকে নাভির নিম্নভাগ হতে হাঁটুর উপরিভাগ পর্যন্ত স্পর্শ করতে দেয় বা নাড়াচাড়া করতে দেয়, রোমাঞ্চিত হয় মত স্পর্শ করতে দেয় বা ঊরুর অগ্রভাগ কোলে নিয়ে মর্দন করতে দেয়; ইহাতে উক্ত ভিক্ষুণীর পারাজিকা হবে এবং অন্য ভিক্ষুণীদের সাথে বসবাসে অযোগ্য হবে নাভি হতে জানুর উপরিভাগ স্পর্শ করানোর কারণে।"

৩. 'যা পনাতি' বলতে যা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ অবস্থানকারী, যথাগোচর, স্থবিরা, নবাগত, অথবা মধ্যমা ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী সীমাসম্মুতিপ্রাপ্ত ভিক্ষুণী, প্রতিজ্ঞা দ্বারা ভিক্ষুণী এবং 'এসো ভিক্ষুণী,' এরূপ আহ্বান দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমোদিতা ভিক্ষুণী, ত্রিশরণ গমন দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুণী, ভদ্রা ভিক্ষুণী (অভিজাত কুলাগত), স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভিক্ষুণী (উম্মাদ বা স্মৃতি বিভ্রমের পর স্বাভাবিক অবস্থায়), অর্হত্ত্ব ব্যতীত মার্গফল লাভের মাধ্যমে শৈখ্য সম্মুতিপ্রাপ্তির মাধ্যমে ভিক্ষুণী, অশৈখ্য বা অর্হত্ত্ব মার্গফল লাভের মাধ্যমে ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নে নিঃসন্দেহ হয়ে প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়। এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক উপর্যুক্ত জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'অবস্সুতা' অর্থে অধীর আগ্রহে অপেক্ষাবতী, অন্যের প্রতি প্রতিবদ্ধ-

চিত্ততা। অতএব, 'অবস্‌সুতা' বলতে অন্যের প্রতি প্রতিবদ্ধচিত্ত হয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষাবতী বুঝায়।

'পুরিস পুগ্গলো' অর্থে মনুষ্য জাতীয় পুরুষকে বুঝায়; যক্ষ, প্রেত বা পশুপক্ষী জাতীয় পুরুষ যারা বিজ্ঞতার বলে বা কামচিত্তে কায়সংসর্গ করতে সক্ষম তাদেরকে বুঝাবে না।

'অধক্‌খন্তি' বলতে নাভির নিচে বুঝায়।

'উব্‌ভ জানুমণ্ডলন্তি'—হাঁটুর উপরিভাগ বুঝায়।

'আমসনং' অর্থে স্পর্শ করা।

'পরামসনং' অর্থে গভীর আসক্তির সাথে স্পর্শ করা, যাতে দেহ রোমাঞ্চিত হয়।

'পটিপীলনং বা সাদিযেয্যাতি' অর্থে অঙ্গ গ্রহণ করে পুনঃপুন মর্দন করা।

'অযম্পী'তি' অর্থে পূর্বোক্ত কারণসমূহ বুঝায়।

'পারাজিকো হোতি'—পুরুষের মস্তক ছিন্ন হলে তা দেহের সঙ্গে বেঁধে দিলেও জীবন রক্ষা যেমন অসম্ভব; একইভাবে কোনো ভিক্ষুণী কাম-উন্মত্ত হয়ে কোনো পুরুষকে নাভির নিম্নভাগ হতে হাঁটুর উপরিভাগ পর্যন্ত স্থানে যদি স্পর্শ করতে দেয় অথবা নাড়াচড়া করতে দেয়, রোমাঞ্চিত হয় মতো স্পর্শ করতে দেয়; তাতে সে অশ্রমণী হয়, অশাক্যধীতা হয়। এই অর্থে পরাজিত বা পারাজিকা বলা হয়।

'অসংবাসো' অর্থে সংবাসাতি অর্থাৎ একই বিনয়কর্মে, একই কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা সমশিক্ষা বা ধর্মবিনয় শিক্ষাচার বুঝায়। পারাজিকা অপরাধীর সাথে সে সকল বর্জন বুঝায়।

৪. কামরাগে নিমজ্জিত হয়ে উভয়ের নাভি হতে হাঁটুর উপরিভাগ পর্যন্ত স্থানে দেহের সাথে দেহের স্পর্শে পারাজিকা আপত্তি হয়। (বর্ণিত স্থানে) অনাসক্ত দেহদ্বারা আসক্ত দেহকে স্পর্শ করলে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। (বর্ণিত স্থানে) আসক্ত দেহদ্বারা অনাসক্ত দেহকে স্পর্শ করলে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। (বর্ণিত স্থানে) অনাসক্ত দেহদ্বারা আসক্ত দেহকে স্পর্শ করলে দুক্কট আপত্তি হয়। (বর্ণিত স্থানে) মৃতদ্বারা আসক্ত দেহকে স্পর্শ করলে দুক্কট আপত্তি হয়। (বর্ণিত স্থানে) মৃতকে মৃতদ্বারা আসক্ত চিত্তে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়।

৫. আসক্ত চিত্তে কণ্ঠীহাড়ের উপরিভাগ এবং হাঁটুর নিম্নভাগে দেহদ্বারা দেহের স্পর্শে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। (বর্ণিত স্থানে) অনাসক্ত দেহদ্বারা

আসক্ত দেহকে স্পর্শ করলে দুক্কট আপত্তি হয়। (বর্ণিত স্থানে) আসক্ত দেহদ্বারা অনাসক্ত দেহকে স্পর্শ করলে দুক্কট আপত্তি হয়। আসক্ত দেহদ্বারা আসক্ত দেহকে স্পর্শ করলে দুক্কট আপত্তি হয়। আসক্ত চিত্তে মৃতদ্বারা দেহকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। আসক্ত চিত্তে মৃতদ্বারা মৃতকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়।

আসক্ত চিত্তে একপাশে কণ্ঠীহাড়ের নিম্নভাগ এবং অপরপাশে হাঁটুর উপরিভাগে একসাথে দেহদ্বারা দেহের স্পর্শ করালে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। বর্ণিত অংশে অনাসক্ত দেহদ্বারা আসক্ত দেহকে স্পর্শ করলে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত অংশে আসক্ত দেহদ্বারা দেহকে স্পর্শ করালে দুক্কট অপরাধ হয়। বর্ণিত স্থানে আসক্ত দেহদ্বারা আসক্ত দেহকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত স্থানে মৃতদ্বারা আসক্ত দেহকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত স্থানে মৃতদ্বারা আসক্ত দেহকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। আসক্ত চিত্তে বর্ণিত স্থানে মৃতদ্বারা মৃতকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়।

কণ্ঠীহাড়ের উপরিভাগ এবং হাঁটুর নিম্নভাগ স্থানে দেহদ্বারা দেহকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত স্থানে দেহদ্বারা আসক্ত দেহকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত স্থানে আসক্ত দেহদ্বারা আসক্ত দেহকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত স্থানে মৃতদ্বারা দেহকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত স্থানে মৃতদ্বারা আসক্ত দেহ স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত স্থানে আসক্ত চিত্তে মৃতদ্বারা মৃতকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়।

৬. আসক্ত চিত্তে যক্ষ, প্রেত, পণ্ডক, তির্যক বা মানুষের কণ্ঠীহাড়ের নিচে এবং হাঁটুর উপরিভাগ এই উভয় অংশে দেহের সাথে দেহের স্পর্শ করালে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। বর্ণিত অংশে অনাসক্ত দেহদ্বারা আসক্ত দেহকে স্পর্শ করলে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত অংশে আসক্ত দেহদ্বারা দেহকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত অংশে মৃতদ্বারা দেহকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত স্থানে আসক্তচিত্তে মৃতদ্বারা মৃতকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়।

৭. কণ্ঠীহাড়ের উপরে এবং হাঁটুর নিচে দেহের সাথে দেহের স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত স্থানে দেহের দ্বারা আসক্ত দেহকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত স্থানে আসক্ত দেহের দ্বারা দেহকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত স্থানে আসক্ত দেহদ্বারা আসক্ত দেহকে

স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত স্থানে মৃতের সাথে দেহকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত স্থানে মৃতের সাথে আসক্ত দেহকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়। বর্ণিত স্থানে আসক্ত চিত্তে মৃতের সাথে মৃতদেহকে স্পর্শ করালে দুক্কট আপত্তি হয়।

কণ্ঠীহাড়ের নিচে এবং হাঁটুর উপরে এই দুই অংশে একসাথে দেহের সাথে দেহ আসক্ত চিত্তে স্পর্শ দ্বারা দুক্কট আপত্তি হয়। অনাসক্ত দেহ দ্বারা আসক্ত স্পর্শে দুক্কট আপত্তি হয়। আসক্ত দেহ দ্বারা দেহকে স্পর্শে দুক্কট আপত্তি হয়। আসক্ত দেহ দ্বারা দেহ অনাসক্তকে স্পর্শে দুক্কট আপত্তি হয়। মৃতদ্বারা আসক্ত দেহকে স্পর্শে দুক্কট আপত্তি হয়। মৃতদ্বারা আসক্তকে স্পর্শে দুক্কট আপত্তি হয়। মৃতদ্বারা মৃতকে স্পর্শে দুক্কট আপত্তি হয়।

কণ্ঠীহাড়ের উপরে এবং হাঁটুর নিচে দেহ দ্বারা দেহকে স্পর্শে দুক্কট আপত্তি হয়। দেহ দ্বারা আসক্ত দেহকে স্পর্শে দুক্কট আপত্তি হয়। আসক্ত দেহ দ্বারা অনাসক্ত দেহকে স্পর্শে দুক্কট আপত্তি হয়। আসক্ত দেহ দ্বারা আসক্ত দেহকে স্পর্শে দুক্কট আপত্তি হয়। মৃতদ্বারা দেহকে স্পর্শে দুক্কট আপত্তি হয়। মৃতদ্বারা দেহাসক্তকে স্পর্শে দুক্কট আপত্তি হয়। মৃত দ্বারা মৃতকে স্পর্শে দুক্কট আপত্তি হয়।

৮. **অনাপত্তি :** অনিচ্ছাকৃতভাবে করলে, বিস্মৃতিতে, না জেনে করলে, অসম্মতিতে করলে, উন্মাদ অবস্থায় করলে, ক্ষিপ্তচিত্তে করলে, বেদনার কারণে করলে এবং আদিকর্মিক হলে।

[প্রথম পারাজিকা সমাপ্ত]

২. দ্বিতীয় পারাজিকা

৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন সুন্দরীনন্দা ভিক্ষুণী সাল্হো মিগারনত্তা কর্তৃক গর্ভবতী হলো। গর্ভের প্রাথমিক অবস্থা গোপন ছিল। গর্ভ পরিপক্ব হলে চীবর ত্যাগ করে প্রসব করল। ভিক্ষুণীরা স্থুলানন্দা ভিক্ষুণীকে জানালেন; হে আর্যা, সুন্দরীনন্দা কামসম্ভোগ করে অচিরেই প্রসব করল। তিনি কি ভিক্ষুণী অবস্থায় গর্ভবতী হয়েছেন? হ্যাঁ আর্যা, তা-ই মনে হয়। তাহলে আর্যা; আপনি পারাজিকা ধর্ম জেনেও কেন এতদিন নিজেও ভর্ৎসনা করলে না, গণ বা সংঘকেও অবগত করালেন না? আর্যাগণ, আমি এজন্যে বলিনি যে, তার দুর্নাম আমাদেরও দুর্নাম; তার অকীর্তি

আমাদেরও অকীর্তি; তার অপবাদ আমাদেরও অপবাদ; তার অলাভ, আমাদেরও অলাভ। কেন আর্যাগণ, নিজেদের দুর্নাম, নিজেদের অকীর্তি, নিজেদের অপবাদ, নিজেদের ক্ষতিকর বিষয় অপরকে প্রকাশ করব?

যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু,... তাঁরা আন্দোলন, নিন্দা অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগলেন এই বলে যে, আর্যা স্থূলনন্দা কেন ভিক্ষুণীর পারাজিকা আপত্তি অবগত হয়ে নিজেও ভর্ৎসনা করলেন না, গণ বা সংঘকেও জ্ঞাত করালেন না? ভিক্ষুণীগণ ভিক্ষুগণকে এ বিষয় জানালে ভিক্ষুগণ, তা ভগবানকে জানালেন।

তখন ভগবান এই হেতুতে, এই উপলক্ষে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করায়ে ধর্মদেশনাচ্ছলে ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন : ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী স্থূলনন্দা পারাজিকাপ্রাপ্তির বিষয় অবগত হয়েও নিজেও সেই ভিক্ষুণীকে ভর্ৎসনা করল না, ভিক্ষুদেরকেও জানাল না? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান বললেন, তা নিতান্ত গর্হিত। এ কেমন কথা? ভিক্ষুগণ, ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু, হে ভিক্ষুগণ, ইহা অপ্রসন্নদের অসন্তোষ বৃদ্ধি এবং প্রসন্নদের কারো কারো মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির সহায়ক হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। ভিক্ষুগণ, এ কারণে আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রদান করছি :

১০. “যে ভিক্ষুণী অন্য ভিক্ষুণীর পারাজিকা অপরাধপ্রাপ্তি জ্ঞাত হয়েও যদি নিজে তাকে তিরস্কার না করে, অথবা ভিক্ষুগণকে তা এভাবে অবগত না করায়, সে স্বলিঙ্গে স্থিতা অবস্থায় বা কালগত বা সে নিজে স্বেচ্ছায় অথবা পরের দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত (পারাজিকাগ্রস্ত)। অথবা সে পরে যদি বলে, আর্যাগণ, আমি সেই ভিক্ষুণী সম্পর্কে অন্য ভিক্ষুণীদের বলেছি সেই ভগিনীর এরূপ অবস্থা হয়েছে। এভাবে নিজে যদি তাকে সরাসরি অভিযোগ না করে, অথবা ভিক্ষুগণকে তা সরাসরি জ্ঞাত না করায়; তাতেও সেই ভিক্ষুণীর পারাজিকা হয়। তখন সে গোপন রাখার অপরাধে ভিক্ষুণীসংঘের সাথে সংবাস বর্জিত হয়।”

১১. ‘যা পনাতি’ বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

‘ভিক্‌খুনীতি’ বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

‘জানাতি’ বলতে নিজে প্রত্যক্ষভাবে জানা, অন্যের দ্বারা অবগত হওয়া অথবা অপরাধী নিজে এসে জ্ঞাত করানো বুঝায়।

'পারাজিকং ধম্মং অজ্ঝাপন্নন্তি' বলতে আট প্রকাশ পারাজিকার মধ্যে যেকোনোটি দ্বারা অপরাধী হওয়া বুঝায়।

'নব অত্তনা পটিচোদেয্যাতি' বলতে নিজে সরাসরি আপত্তি উত্থাপন না করা বুঝায়।

'ন গণস্স আরোচেয্যাতি' বলতে অন্য ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুণীদের নিকটে অভিযোগ না করা বুঝায়।

'যদা চ সা ঠিতা বা অস্সতি' এই বাক্যে 'ঠিতা' বলতে স্বলিঙ্গে স্থিত অবস্থা বুঝায়।

'চচুতা' বলতে মরণপ্রাপ্তি বুঝায়।

'নসিতা' বলতে নিজে স্বজ্ঞানে, অথবা মতিভ্রম হয়ে, অথবা অন্যের দ্বারা জোরপূর্বক কামসেবন বা বিনষ্টা বুঝায়। 'অবসটা' অর্থে তৈর্থিক আশ্রমে প্রস্থান বুঝায়। সেই ভিক্ষুণী পরে এরূপ যদি বলে, আর্যাগণ, আমি অন্যকে সেই ভিক্ষুণী সম্পর্কে বলেছি যে, এই ভগিনীর অবস্থা এরূপ, এরূপ।

'নো চ খো অত্তনা পটিচোদেস্সন্তি' অর্থে নিজে সরাসরি অভিযোগ করেনি।

'ন গণস্স আরোচেস্সন্তি' অর্থে অন্যান্য ভিক্ষুণীদেরকে প্রকাশ না করা।

'অযম্পীতি' বলতে পূর্বাপর প্রসঙ্গ বুঝায়।

'পারাজিকা হোতি' বলতে হরিদ্রভাব প্রাপ্ত ঝরাপাতা পুনঃ সবুজভাব প্রাপ্তি যেমন অসম্ভব, একইভাবে অন্য ভিক্ষুণী পারাজিকা প্রাপ্ত হয়েছে জেনেও কোনো ভিক্ষুণী যদি এরূপ সিদ্ধান্ত নেয় যে, "এ বিষয়ে আমি নিজেও তাকে তিরস্কার করব না, অন্য ভিক্ষুণীদেরকেও তা জানাবো না"; এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সাথেই সেই ভিক্ষুণী অশ্রমণী, অশাক্যকন্যা বলে গণ্য হয় এবং সে পারাজিকা অপরাধে অপরাধী হয়।

'অসংবাসতি' অর্থে সংবাস অর্থে একই কর্মবাক্য, একই উদ্দেস, সমশিক্ষা প্রাপ্তি বুঝায়। পারাজিকাপ্রাপ্তির পর এ সকল ধর্মবিনয়-কর্ম তার সাথে আর না করাকে 'অসংবাসো' বলে।

১২. অনাপত্তি : আমি এ বিষয় প্রকাশ করলে সংঘের মধ্যে ভেদ, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ হতে পারে, এই ভয়ে না বলা; অথবা সংঘভেদের কারণ বা সংঘভেদ হতে পারে এই ভয়ে না বলা; এই হিংস্র, ক্রুদ্ধা আমার জীবনহানি ঘটাতে পারে বা ব্রহ্মচর্যের অন্তরায় ঘটাতে পারে এই

ভয়ে না বলা; অন্য ধর্মানুজীবী ভিক্ষুণীরা তা দেখেননি, এ কারণে না বলা; ইহা তার নিজস্ব দুষ্কর্ম, তার ফল তাকেই ভোগ করতে হবে, এরূপ কর্মস্বকীয়তা জ্ঞানে গোপন রাখার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও না বলা; পাগল বলে না বলা এবং আদিকর্মী হওয়ায় বুদ্ধের শিক্ষাপদ তখনো প্রজ্ঞাপ্ত হয়নি বিধায় না বলা।

[দ্বিতীয় পারাজিকা সমাপ্ত]

৩. তৃতীয় পারাজিকা

৩. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন পূর্বে গন্ধবাদী বলে খ্যাত অরিষ্ট নামে এক ভিক্ষু, সমগ্র সংঘ কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত (বর্জিত) দণ্ডপ্রাপ্ত হলেও ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা তার অনুবর্তিনী হয়ে চলতে লাগলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু (শীলবান), তাঁরা ভিক্ষুণী স্থূলনন্দার এই আচরণে আন্দোলন, নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন; আর্যা স্থূলনন্দার ইহা কেমন আচরণ? পূর্বের গন্ধবাদী অরিষ্ট ভিক্ষুকে সংঘ যেখানে উৎক্ষিপ্ত দণ্ড দিলেন, আর্যা কেন তার অনুবর্তিনী হচ্ছেন? অতঃপর সেই ভিক্ষুণীরা তা ভিক্ষুগণকে জানালেন। আর ভিক্ষুরা তা ভগবানকে জানালেন।

তখন ভগবান এই কারণে, এই উপলক্ষে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করায়ে ধর্মদেশনার পর ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, পূর্বের গন্ধবাদী অরিষ্ট নামক যে ভিক্ষুকে সংঘ কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত দণ্ড প্রদত্ত হয়েছে, ভিক্ষুণী স্থূলনন্দা এখন সেই ভিক্ষুর অনুবর্তিনী হয়ে চলছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান বললেন, ইহা অত্যন্ত অন্যায়। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণী স্থূলনন্দার ইহা কেমন আচরণ যে, সংঘ কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত এই ভিক্ষুর সে অনুবর্তিনী হচ্ছে? ভিক্ষুগণ, ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন, কিংবা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। অধিকন্তু হে ভিক্ষুগণ, তার এই আচরণ অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং প্রসন্নদের কারো কারো মনে বিরূপভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১৪. "সমগ্র সংঘদ্বারা ধর্মবিনয়-সম্মতভাবে উৎক্ষিপ্ত, অথচ এখনো ধর্মবিনয় নামক শাস্তার শাসনের অনাদরকারী, এখনো সংশোধনহীন,

এবং ধর্মবিনয় রক্ষায় অসহযোগী; তেমন ভিক্ষুর অনুবর্তিনী যদি কোনো ভিক্ষুণী হয়ে থাকে, তখন সেই ভিক্ষুণীকে অপরাপর ভিক্ষুণীরা এরূপ বলতে হবে : হে আর্যা, সমগ্র ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক ধর্মবিনয়-সম্মতভাবে উৎক্ষিপ্ত সেই ভিক্ষু এখনো শাস্তার শাসনের অনাদরকারী, অপরাধের সংশোধনহীন, ধর্মবিনয় রক্ষায় অসহযোগী; এমন ভিক্ষুর অনুবর্তিনী হবেন না। ভিক্ষুণীগণ দ্বারা এভাবে বলা সত্ত্বেও উক্ত ভিক্ষুণী সেই ভিক্ষুকে ত্যাগ না করলে; সেই ভিক্ষুণীকে তিনবার সমনুভাষণ দানকালে নিবৃত্ত হলে ভালো। অন্যথায় উৎক্ষিপ্তানুবর্তিনী ভিক্ষুণীর পারাজিকা হবে; এবং সে সংঘের সাথে সংবাস বর্জিত হবে।”

১৫. ‘যা পনাতি’ বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

‘ভিক্খুনীতি’ বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

‘সমগ্গো’ অর্থে একই সীমায় ধর্মবিনয়াদি কর্ম সম্পাদনকারী সংঘভুক্ত বুঝায়।

‘উক্খিত্তো’ অর্থে স্বকৃত অপরাধ অদর্শনহেতু অপ্রতিকারহেতু বা মিথ্যাদৃষ্টি অপরিত্যাগহেতু উৎক্ষিপ্ত দণ্ডপ্রাপ্ত হওয়া।

‘ধম্মেন বিনযেনতি’ অর্থে ধর্মদ্বারা, বিনয়দ্বারা।

‘সত্থুসাসনাতি’ মার জয়কারীর উপদেশকে, বুদ্ধের উপদেশকে।

‘অনাদরো’ অর্থে সংঘ বা ব্যক্তি কর্তৃক অগ্রাহ্য করা।

‘অপ্পটিকারো’ অর্থে অপরাধ স্মরণ না করা, প্রতিকার না করা।

‘অকতসহাযো’ অর্থে একই সীমাভুক্ত বা একই নিকায়ভুক্ত ভিক্ষু যার সাথে কোনো সহায়তামূলক সম্পর্ক না রাখা বুঝায়।

‘তমনুবত্তেয্যাতি’ বলতে তার যেই দৃষ্টি, যেই বিশ্বাস, যেই রুচি; তার সেই দৃষ্টি, সেই বিশ্বাস ও সেই রুচিসম্পন্ন হওয়া বুঝায়।

‘সা ভিক্খুণীতি’ বলতে সেই উৎক্ষিপ্ত দণ্ডপ্রাপ্ত ভিক্ষুর অনুবর্তিনীকে বুঝানো হচ্ছে।

‘ভিক্খুনীহি’তি বলতে অপরাপর ভিক্ষুণীগণ। যা দেখা যাচ্ছে, যা শুনা যাচ্ছে, সে-সকল উল্লেখপূর্বক বলতে হবে : “হে আর্যা, ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মতভাবে বুদ্ধশাসনের প্রতি অনাদরকারী, অপরাধ অপ্রতিকারকারী যেই ভিক্ষুকে সমগ্র সংঘ কর্তৃক সকল প্রকারের সহায়তা বর্জন করা হয়েছে; সেই ভিক্ষুরা অনুবর্তিনী হবে না”। এভাবে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার তাকে বলতে হবে। ইহাতে যদি সেই ভিক্ষুণী উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষুকে

ত্যাগ করে, তবে ভালো; যদি ত্যাগ না করে তখন তার দুক্কট আপত্তি হবে। ভিক্ষুদের উপদেশবাক্য শ্রবণে মুখে কিছু না বললেও দুক্কট আপত্তি হবে।

তখন সেই ভিক্ষুণীকে 'সংঘের মধ্যে টেনে এনে পুনঃ বলতে হবে, "হে আর্যা, সমগ্র সংঘ কর্তৃক ধর্মবিনয় সম্মতভাবে উৎক্ষিপ্ত, শাস্তা শাসনের অনাদরকারী, অপরাধ অপ্রতিকারকারী, আমাদের সহায়তা বর্জিত শ্রমণ-ভিক্ষুর আপনি অনুবর্তিনী হবেন না।" এভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয়বার বলতে হবে। তাতে সে নিজ অভিমত ত্যাগ করলে ভালো, না হলে তার দুক্কট আপত্তি হবে।

সেই ভিক্ষুণীকে সমনুভাষণ দিতে হবে। এভাবে সেই সমনুভাষণ দেয়া কর্তৃব্য। সামর্থ্যবান ভিক্ষুণী সংঘকে এভাবে জ্ঞাত করাবে :

১৬. **প্রজ্ঞপ্তি :** মাননীয়া আর্যা সংঘ, শ্রবণ করুন। এই (অমুক) ভিক্ষুণী, শাস্তার শাসনকে অনাদরকারী, অপরাধ অপ্রতিকারকারী, ধর্মবিনয় সুরক্ষায় অসহায়তাকারী ভিক্ষু; যিনি সমগ্র সংঘ কর্তৃক যথাধর্ম, যথাবিনয় মতে উৎক্ষিপ্ত হয়েছেন; সেই ভিক্ষুর অনুবর্তিনী হয়েছেন। তিনি তার মত পরিত্যাগ করছেন না। (অমুক) ভিক্ষুণী, তার অভিমত অপরিত্যাগহেতু মাননীয়া সংঘ, যদি উপযুক্ত সময় বলে বিবেচনা করেন, তাহলে মাননীয়া সংঘ তাকে সমনুভাষণ দিতে পারেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ : মাননীয়া আর্যা সংঘ, শাস্তার শাসনকে অনাদরকারী, অপরাধ অপ্রতিকারকারী, ধর্মবিনয় সুরক্ষায় অসহায়তাকারী ভিক্ষু; যিনি সমগ্র সংঘ কর্তৃক ধর্মবিনয়সম্মতভাবে উৎক্ষিপ্ত হয়েছেন; (অমুক) ভিক্ষুণী সেই ভিক্ষুর অনুবর্তিনী হয়েছেন। তিনি নিজ অভিমত পরিত্যাগ করছেন না। তিনি নিজ অভিমত পরিত্যাগ না করায় সংঘ তাকে সমনুভাষণ দিচ্ছেন। যেই আর্যা তা সমর্থন করেন তিনি নীরব থাকবেন। যিনি অসমর্থন করেন, তিনি স্ব অভিমত বলতে পারেন। (দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার এরূপ বলছি)।

ধারণা : সংঘ কর্তৃক সমনুভাষণ হলো অমুক ভিক্ষুণী স্ব অভিমত ত্যাগ না করায়। মাননীয়া সংঘ সকলেই এতে একমত বিধায় নীরব আছেন; ইহা আমি ধারণা করছি।

প্রজ্ঞপ্তি অবসানে দুক্কট আপত্তি হয়। দুইবার কর্মবাক্য পাঠ (অনুশ্রাবণ) শেষে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। কর্মবাক্য পাঠের সমাপ্তিতে পারাজিকা প্রাপ্ত হয়।

'অযম্পীতি' বলতে পূর্বাপর প্রসঙ্গ বুঝায়। 'পারাজিকা হোতীতি' বলতে বিশাল প্রস্তরখণ্ড দ্বিখণ্ডিত হলে জোড়া লাগানো যেমন অসম্ভব; তৃতীয়বার সমনুভাষণপ্রাপ্ত ভিক্ষুণীও অনুরূপভাবে অগ্রহণযোগ্যা, অশ্রমণী হয়, অশাক্য কন্যাতে পরিণত হয়। 'সংবাসতি' অর্থে একই সাথে ধর্মবিনয় কর্ম সম্পাদন, এক সাথে আবৃত্তি, একই শিক্ষাকে বুঝায়। তার সাথে এগুলো আর না করাকে 'অসংবাসতি' বলে।

১৭. 'ধর্ম্মসম্মত কর্মে, অধর্মকর্ম বলে ধারণা অপরিত্যাগে পারাজিকা আপত্তি হয়। ধর্মসম্মত কর্মবিধানসমূহ ভুলে যাওয়া-হেতু নিজ অভিমত অপরিত্যাগেও পারাজিকা অপরাধ হয়। ধর্মবিরুদ্ধ কর্মকে ধর্মসম্মত কর্ম বলে ধারণাতে দুক্কট আপত্তি হয়। ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম বলতে যা বুঝায় তা ভুলে যাওয়াতে দুক্কট আপত্তি হয়। অধর্মকর্মকে অধর্মকর্ম ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়।

১৮. **অনাপত্তি :** সমনুভাষণ শেষ না হতেই ভুল অভিমত পরিত্যাগ করলে, উন্মাদ হলে এবং বুদ্ধ কর্তৃক শিক্ষাপদ প্রজ্ঞপ্তির আগে হলে।

[তৃতীয় পারাজিকা সমাপ্ত]

----ঃ০ঃ----

৪. চতুর্থ পারাজিকা

১৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথিপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীগণ কামাসক্ত পুরুষদের হাত ধারণ করতো, সজ্ঘাটির কোনা ধারণ করে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতো, বাক্যালাপ করে পুরুষের সংকেতে গমন করে, আড়ালে প্রবেশ করে অধর্ম সেবনার্থে দেহদান করতো।

যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, বিরাগপ্রবণ তারা... এতে আন্দোলন, নিন্দা আর এভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন : "এ কেমন কথা! ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীগণ কী করে কামাসক্ত পুরুষের হাত ধরে, সজ্ঘাটির কোনা ধারণ করে, ঠাঁই দাঁড়িয়ে থেকে বাক্যালাপ করে, আগুবাড়ায়ে আনছে, পুরুষের সংকেতে গমন করে, আচ্ছাদনের আড়ালে অনুপ্রবেশ করে দেহদান করছে অসদ্ধর্ম সেবনার্থে?

ভিক্ষুণীগণ তা ভিক্ষুগণকে জানালে, ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় নিবেদন করলেন। ইহা শুনে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি

সত্য যে, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা কামাসক্ত হয়ে কামাসক্ত পুরুষের হাত ধরছে, সজ্ঘাটির কোনা ধারণ করছে, একস্থানে দাঁড়িয়ে থাকছে, বাক্যালাপ করছে, সংকেতে গমন করছে, পুরুষকে আগুবাড়ায়ে নিয়ে আসছে, আচ্ছাদন আড়ালে অনুপ্রবেশ করে দেহ-দান করছে, এমনতরো অসদ্ধর্ম প্রতিসেবনার্থে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য।

বুদ্ধ ভগবান বললেন, ইহা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। হে ভিক্ষুগণ, এ কেমন আচরণ! ষড়বর্গীয়া কামাসক্ত ভিক্ষুণীরা কী করে কামাসক্ত পুরুষের হাত ধরছে, সজ্ঘাটির কোনা ধারণ করছে, একস্থানে ঠাঁই দাঁড়িয়ে কথা বলছে, সংকেত স্থানে গমন করছে, পুরুষকে আগুবাড়িয়ে আনছে, আচ্ছাদন আড়ালে অনুপ্রবেশ করছে, দেহ-দান করছে এমন অসদ্ধর্ম প্রতিসেবনার্থে? ভিক্ষুগণ, ইহা কখনোই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উল্লেখ করছি :

২০. "যেই ভিক্ষুণী কামাসক্ত হয়ে, কামাসক্ত পুরুষের হাত ধারণ করবে, সজ্ঘাটির কোনা ধারণ করবে, একস্থানে ঠাঁই দাঁড়াবে, কথা বলবে, সংকেতে গমন করবে, পুরুষকে আগুবাড়ায়ে আনবে, আচ্ছাদনের আড়ালে অনুপ্রবেশ করে কামসম্ভোগের মতো অসদ্ধর্মার্থে দেহদান করবে; তাতে তার পারাজিকা হবে এবং সে সংবাস বর্জিত হবে; অষ্টবত্থু অনুসারে।"

২১. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'অবস্সুতা' অর্থে গভীরভাবে আসক্ত, প্রতিবদ্ধচিত্তে অপেক্ষবতী বুঝায়।

'পুরিসপুগ্গলো' বলতে মনুষ্য জাতীয় পুরুষকে বুঝায়; যেজন বিজ্ঞতা বলে কামসম্ভোগে সক্ষম। যক্ষ, প্রেত বা তির্যক শ্রেণির পুরুষকে এখানে 'অবস্সুতা' অর্থে বুঝাচ্ছে না।

'হত্থগহণ বা সাদিযেয্যাতি' অর্থে কামচিত্তে হাতের নখাগ্র পর্যন্ত ধারণ বুঝায়।

'এতস্‌স অসধম্মস্‌স সেবনাত্থায' অর্থে কামাস্বাদ উপভোগের জন্যে নাভি হতে হাঁটুর উপরিভাগ পর্যন্ত স্থান স্পর্শ বুঝায়।

'সাদিযতি' অর্থে কামাস্বাদ উপভোগ করা বুঝায়।

'আপত্তি থুল্লচ্চয়স্‌স' থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়।

'সঙ্ঘাটি কন্ন গহণং বা সাদিযেয্যাতি' বলতে এরূপ অসদ্ধর্ম সেবনার্থে বস্ত্রাবরণ খুলে ফেলা ও স্পর্শ করাতে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়।

'সন্তিট্‌ঠেয্য' বলতে এমন অসদ্ধর্ম প্রতিসেবনার্থে হস্তপাশে গিয়ে দাঁড়ালে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়।

'সল্লপেয্যবা'তি বলতে এমন অসদ্ধর্ম প্রতিসেবনার্থে পুরুষের হস্তপাশে গিয়ে দাঁড়ালে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়।

'সংকেতং বা গচ্ছেয্যাতি' বলতে এমন অসদ্ধর্ম সেবনার্থে পুরুষের সাথে সুযোগ স্থলে গমনকালে প্রতিপদক্ষেপে পদক্ষেপে দুক্কট আপত্তি হয়। আর পুরুষের হস্তপাশে উপস্থিত হওয়া মাত্রই থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়।

'পুরিসস্‌স বা অব্‌ভাগমণ সাদিযেয্যা'তি বলতে এমন অসদ্ধর্ম সেবনার্থে পুরুষকে আগুবাড়ায়ে আনা বা আহ্বান করায় দুক্কট আপত্তি হয়। হাতের পাশে উপস্থিত হওয়া মাত্রেই থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়।

'ছন্নং বা অনুপবিসেয্যাতি' বলতে এমন অসদ্ধর্ম প্রতিসেবনার্থে যেকোনো প্রতিচ্ছন্ন স্থানে প্রবেশ মাত্র থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়।

'কায়ং বা তদত্থায় উপসংহরেয্যা'তি অর্থে এমন অসদ্ধর্ম প্রতিসেবনার্থে পুরুষের হস্তপাশে স্থিত হয়ে বস্ত্রাদি খুলে দেহদানের প্রস্তুতিতে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়।

'অযম্পীতি' অর্থে পূর্বাপর বিবরণ বুঝায়।

'পারাজিকা হোতীতি' বলতে তালবৃক্ষের মস্তক ছিন্ন হলে যেমন পুনরোদ্গম, পুনঃ বৃদ্ধির সম্ভাবনা আর থাকে না; অনুরূপভাবে ভিক্ষুণী কর্তৃক অষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হলে অশ্রমণী হয়, অশাক্য কন্যাতে পরিণত হয়। তাই ইহাকে পারাজিকা বলে উক্ত হয়েছে।

'অসংবাসাতি' বলতে একই কর্মবাক্য, একই উদ্দেস, একই শিক্ষাকে সংবাস বুঝায়। পারাজিকা অপরাধগ্রস্তের সাথে এ সকল সম্পর্ক বর্জন করাকে অসংবাসাতি বলে।

২২. **অনাপত্তি :** অনিচ্ছাকৃতভাবে করলে, স্মৃতিবিভ্রম-হেতু, না জেনে করলে, উপভোগার্থে না হলে, পুরুষ নহে মনে করে করলে, কামাসক্তিবিহীন চিত্তে করলে, উন্মাদ অবস্থায় করলে, ক্ষিপ্ত চিত্তে করলে,

রুগ্ন অবস্থায় করলে এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে।

[চতুর্থ পারাজিকা সমাপ্ত]

আর্যাগণের আটটি পারাজিকাধর্মের আবৃত্তি করা হলো। কোনো ভিক্ষুণী এ সকল পারাজিকাধর্মের যেকোনোটির দ্বারা অপরাধী যদি হয়ে থাকে, সেই ভিক্ষুণী অন্যান্য ভিক্ষুণীদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক হতে বর্জিত হয়। তার সম্পর্কে পূর্বাপর একই কথা প্রযোজ্য। তাই আর্যাগণকে জিজ্ঞাসা করছি, কেমন, আপনারা পরিশুদ্ধা আছেন তো? দ্বিতীয়বারও জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা পরিশুদ্ধা আছেন তো? তৃতীয়বারও জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা পরিশুদ্ধা আছেন তো? আর্যাগণ, পরিশুদ্ধা আছেন বলেই নীরব আছেন; ইহাই আমি ধারণা করছি।

[বি.দ্র. অবশিষ্ট চারটি পারাজিকা ভিক্ষু-বিভঙ্গে উল্লিখিত ভিক্ষুদের চার পারাজিকাকে ধরা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে ভিক্ষুণী-প্রাতিমোক্ষে উল্লিখিত প্রথম পারাজিকা এবং পঞ্চম পারাজিকাকে খণ্ডিতাকারে এই ভিক্ষুণী-বিভঙ্গের মূল পালিতে এক করে ফেলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এই অনুবাদের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।]

[ভিক্ষুণী-বিভঙ্গে পারাজিকা বর্ণনা সমাপ্ত]

২. সংঘাদিশেষ বর্ণনা

১. প্রথম সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ

মাননীয়া আর্যাগণ, এখন সতেরো প্রকার সংঘাদিশেষ ধর্মের বর্ণনা করা হচ্ছে :

২৩. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে (বিহারে) অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈক উপাসক ভিক্ষুণীসংঘকে একটি আশ্রয়শালা দান দিয়ে কালগত হলেন। তাঁর দুই পুত্র ছিল। তাদের একজন ছিল বুদ্ধশাসনের প্রতি অশ্রদ্ধ, অপ্রসন্ন; আর অপরজন ছিল শ্রদ্ধ ও প্রসন্ন। তারা উভয়ে পৈতৃক সম্পদ বিভাজন করল। অতঃপর সেই অশ্রদ্ধ, অপ্রসন্নজন শ্রদ্ধ, প্রসন্নকে বলল, আমাদের আশ্রয়শালাটি ভাগ করব। এরূপ বললে শ্রদ্ধ-প্রসন্নজন অশ্রদ্ধ-অপ্রসন্নকে বলল, আর্য, এমন বলবেন না। আমাদের পিতা তা ভিক্ষুণীসংঘকে দান করেছেন। দ্বিতীয়বারও অশ্রদ্ধ, অপ্রসন্ন সেই শ্রদ্ধ, প্রসন্নকে বলল, আমাদের আশ্রয়শালাটি ভাগ করব। আর শ্রদ্ধ, প্রসন্নকে অশ্রদ্ধ-অপ্রসন্নকে বললেন, না আর্য; আমাদের পিতা দ্বারা তা ভিক্ষুণীসংঘকে প্রদত্ত হয়েছে। তৃতীয়বারও অশ্রদ্ধ, অপ্রসন্ন সেই শ্রদ্ধ, প্রসন্নকে আশ্রয়শালাটি ভাগ করতে বলল। তখন শ্রদ্ধ, প্রসন্নজন বলল যদি আমি তা লাভ করি তাহলে আমি ভিক্ষুণীসংঘকে তা দান করব। তখন সেই অশ্রদ্ধ, অপ্রসন্ন বলল; তাহলে ভাগ করব। পৈতৃক সম্পদ ভাগ করতে গিয়ে অশ্রদ্ধ, অপ্রসন্নই তা প্রাপ্ত হলো। অতঃপর সেই অশ্রদ্ধ, অপ্রসন্ন ভিক্ষুণীদের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আর্যাগণ, আপনারা আমার শালা হতে বের হয়ে যান। এরূপ বলাতে স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী সেই পুরুষকে বললেন, "হে ভদ্র, এরূপ বলবেন না। ইহা আপনার পিতা কর্তৃক ভিক্ষুণীসংঘকে প্রদত্ত। ইহা প্রদত্ত হয়েছে কি হয়নি, তা মহামাত্য থেকে বার্তাবাহক দ্বারা জিজ্ঞাসা করা হলো। মহামাত্য ইহা শুনে বললেন, 'কোন আর্যা জানে যে ইহা ভিক্ষুণীসংঘকে প্রদত্ত?' মহামাত্য এরূপ বললে ভিক্ষুণী স্থূলনন্দা সেই মহামাত্যকে বললেন, "হে ভদ্র, আপনি কি দেখেননি বা শুনেননি যে, সাক্ষী রেখেই এই দান প্রদত্ত হয়েছে?" অতঃপর সেই মহামাত্য স্বীকার করে বললেন, হ্যাঁ আর্যে, ইহা সত্য যে, আমি শুনেছি সেই আশ্রয়শালা ভিক্ষুণীসংঘকে প্রদত্ত হয়েছে। ইহা বলাতে সেই পুরুষ পরাজিত হয়ে আন্দোলন, নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে

লাগলো, “এই মুণ্ডিকা শ্রামণী নহে, এক হীনা মহিলা। ইহা কেমন কথা! আমার পর্ণশালাটি যে কেড়েই নিল? স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী মহামাত্যকে এ বিষয় জানালেন। মহামাত্য সেই পুরুষটিকে দণ্ডিত করলেন। এতে সেই দণ্ডিত পুরুষ ভিক্ষুণী আবাসের অদূরে আজীবকদের জন্যে বিশ্রামশালা করে দিয়ে ভিক্ষুণীদের উত্যক্ত করতে তাদের প্ররোচিত করল। আজীবকগণ তখন এভাবে বলতে শুরু করলেন, ‘এই ভিক্ষুণীরা খুব বেশি কথা বলেন’। স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী মহামাত্যকে ইহা জানালেন। মহামাত্য সেই পুরুষকে বন্দী করালেন। এতে জনগণ আন্দোলন, নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, “এ কেমন কথা! ভিক্ষুণী আশ্রয়শালা প্রথমে কেড়ে নিল, দ্বিতীয়ত দণ্ডিত করালো, তৃতীয়ত বন্দী করালো। এখন মনে হয় হত্যা করাবে।”

ভিক্ষুণীরা জনগণের এ সকল আন্দোলন, নিন্দা ও ক্ষোভ শুনতে পেলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও এজন্যে আন্দোলন, নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন : এ কেমন কথা! আর্যা স্থূলানন্দা যে এখন কলহকারিণী, ঈর্ষাপরায়ণা হয়ে বিচরণ করছেন।

অতঃপর সেই ভিক্ষুণীগণ এ সকল বিষয় ভিক্ষুগণকে জানালেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলে, ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা ঈর্ষাপরায়ণা হয়ে বিচরণ করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান বললেন, ইহা নিতান্ত গর্হিত। কী করে হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা ঈর্ষাপরায়ণা হয়ে চলতে পারে? ভিক্ষুগণ, ইহা অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন, বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। অধিকন্তু এতে অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে বিপরীতভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। হে ভিক্ষুগণ, তাহলে ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করছি :

২৪. “যে ভিক্ষুণী গৃহপতি, গৃহপতিপুত্র, দাস, কর্মচারী বা সর্বশেষ পর্যায়ে অশ্রমণ-পরিব্রাজকের সাথে মামলায় বাদিনী হয়ে অবস্থান করবে; সেই ভিক্ষুণী সংঘাদিশেষ নামক প্রথম ধর্মাপন্ন অপরাধ প্রাপ্ত হয়ে সাময়িক বর্জিতা হবে।”

২৫. ‘যা পনাতি’ বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

‘ভিক্‌খুনীতি’ বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা

উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'উসুয্যবাদিকা' অর্থে হিংসা করা, ঈর্ষা করা ইত্যাদি বুঝালেও এখানে অট্টকারিকা বা মামলাকারিণী বুঝায়।

'গহপতি' বলতে যেজন গৃহবাসী, তথা স্ত্রী-পুত্রসেবীকে বুঝায়।

'গহপতি পুত্তো' বলতে যেজন অন্যের পুত্র বা ভাই।

'দাসো' বলতে নীচকুলে জন্ম এবং ধনী কর্তৃক টাকা দিয়ে ক্রীত ব্যক্তি। 'কম্মকারো' বলতে চাকর, আহরণকারী বুঝায়।

'সমণপরিব্বাজকে' বলতে ভিক্ষু, শিক্ষার্থী, শ্রমণ, শ্রামণেরী ব্যতীত যেকোনো পরিব্রাজক বা অন্য মতাবলম্বী বুঝায়।

'অট্টং করিস্সামীতি' বলতে মামলা বা অভিযোগ করব' এই বলে দ্বিতীয়বার প্রচেষ্টায় গমন করলে দুক্কটাপত্তি হয়। একবার এ বিষয়ে অন্যকে প্রকাশ করলে দুক্কট, দ্বিতীয়বার প্রকাশ করলে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। মামলা করার সমাপ্তিতে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়।

প্রথম অপরাধসহ ভূমি-সংক্রান্ত ভিক্ষুণীদের যে-সকল ক্ষুদ্র শিক্ষাপদ আছে অসমনুভাষণ-হেতু সেগুলো লজ্ঘনজনিত আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

'নিস্সারনীযন্তি' বলতে সংঘ হতে পৃথক অবস্থান বা বহিষ্কৃত হওয়া। 'সংঘাদিসেসেতি' বলতে সংঘ তার অপরাধ মুক্তির জন্যে 'মানত্তদণ্ড' প্রদান করবেন, 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' দেবেন এবং পুনঃ সংঘে 'আহ্বান' করবেন। এই দণ্ডসমূহ একজন বা কয়েকজন ভিক্ষুণী দিতে পারেন না; সংঘকেই দিতে হয় বলে 'সংঘাদিশেষ' বলা হয়। সে জাতীয় দণ্ডকর্মের আওতাভুক্ত অপরাধসমূহকেও তাই 'সংঘাদিশেষ আপত্তি' নামে অভিহিত করা হয়।

২৬. **অনাপত্তি :** অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানুষেরা যদি টেনে নিয়ে যায়, নিরাপত্তার কারণে যদি যায়, অন্যের উদ্দেশ্যে যদি প্রয়াস গ্রহণ করে, উন্মাদ হয়ে করলে, আদিকর্মীক হলে।

[প্রথম সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

২. দ্বিতীয় সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ

২৭. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন বৈশালীর জনৈক লিচ্ছবির স্ত্রী ব্যাভিচারিণী হয়ে উঠেছিল। সেই লিচ্ছবি তাকে বললেন, "আমাকে তোমার অনিষ্ট করতে দিও না, তুমি এই অধর্ম হতে বিরত হওয়াই

উত্তম। এরূপ বলা হলেও সেই নারী তা কানে নিল না। সে সময়ে বৈশালীর লিচ্ছবিরা কোনো এক কার্য উপলক্ষে একত্রিত হয়েছিলেন। সেই লিচ্ছবি তথায় সমবেত লিচ্ছবিগণকে বললেন, আমার এক স্ত্রী আর্যা সম্পর্কে আপনারা জানেন? কী নাম সেই আর্যার? আমার সেই আর্যা ব্যাভিচারিণী। তাকে আমি হত্যা করব, আপনাদের জানিয়ে রাখলাম। সেই স্ত্রী জানতে পারল যে, তার স্বামী নাকি তাকে হত্যা করতে ইচ্ছুক। মূল্যবান দ্রব্যসমূহ নিয়ে সে তখন শ্রাবস্তীতে গমন করে তৈর্থিকদের নিকটে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করল। তারা তাকে প্রব্রজিত করতে ইচ্ছা করলেন না। অতঃপর সে ভিক্ষুণীদের নিকটে উপস্থিত হয়ে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করল। ভিক্ষুণীগণও তাকে প্রব্রজিত করতে ইচ্ছা করলেন না। অবশেষে সে ভিক্ষুণী স্থূলনন্দাকে তার সাথে নিয়ে আসা মূল্যবান দ্রব্যগুলো দেখায়ে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করল। ভিক্ষুণী স্থূলনন্দা সেই মূল্যবান দ্রব্যগুলো নিয়ে তাকে প্রব্রজ্যা দান করলেন। এদিকে সেই লিচ্ছবি তার স্ত্রীকে অনুসন্ধান করতে করতে শ্রাবস্তীতে গমন করলেন এবং ভিক্ষুণীদের মাঝে তাকে প্রব্রজিতা দেখে, যথায় রাজা প্রসেনজিৎ তথায় উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে রাজা প্রসেনজিৎ কোসলকে এরূপ বললেন, "হে দেবে, আমার স্ত্রী মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী চুরি করে নিয়ে শ্রাবস্তীতে যে এসেছে তা আপনি জানেন কি? ভদ্র, তাহলে তার অনুসন্ধান করতে ঘোষণা দেব। হে দেব, তাকে ভিক্ষুণীদের মাঝে প্রব্রজিত দেখেছি। হে ভদ্র, যদি সে ভিক্ষুণীদের মাঝে প্রব্রজিতা হয়, তাহলে সে কিছুমাত্র লাভ করতে পারবে না। এই সুব্যাখ্যাত ধর্মে দুঃখের অন্তসাধনের জন্যই ব্রহ্মচর্য আচরণ করে।"

অতঃপর সেই লিচ্ছবি এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন : এ কেমন কথা, ভিক্ষুণীরা চৌরিদেরও যে প্রব্রজিতা করেন? ভিক্ষুণীরা লিচ্ছবির এই নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের বিষয় জানলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন : কেমন করে আর্যা স্থূলনন্দা চৌরিকেও প্রব্রজ্যা দান করলেন? অতঃপর সেই ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ বিষয় জানালেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে বিষয়টি নিবেদন করলে, ভগবান ভিক্ষুদের আহ্বান করে জানতে চাইলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে ভিক্ষুণী স্থূলনন্দা চৌরিদেরও প্রব্রজ্যা দান করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা অত্যন্ত গর্হিত। হে ভিক্ষুগণ, কী করে ভিক্ষুণী স্থূলনন্দা চৌরিকে প্রব্রজ্যা দান করল? হে ভিক্ষুগণ, ইহা অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং

প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করছি :

২৮. **"যেই ভিক্ষুণী নিজেও জানে এবং অন্যেও জানে যে প্রব্রজ্যা প্রার্থিনী চৌরি। তার বিষয়ে রাজা, সংঘ, গণ, ব্যক্তি বা সৈনিকের নিকটে বিনা জিজ্ঞাসায় প্রব্রজ্যা প্রদান করলে, সেই ভিক্ষুণী প্রথম ধর্মাপন্ন সংঘাদিশেষ অপরাধ প্রাপ্ত হয়ে সংঘ হতে সাময়িক বহিষ্কারযোগ্যা হবে।"**

২৯. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'জানাতি' বলতে নিজে জ্ঞাত হওয়া, বা অন্যে জানা, বা নিজে অন্যকে প্রকাশ করা বুঝায়।

'চোরী' বলতে পঞ্চমাসা (মুদ্রা) বা তার ঊর্ধ্বে বা সমমূল্যের কোনো দ্রব্য চৌর্যচিত্তে কোনো মহিলা কর্তৃক গ্রহণকে চোরী বলা হয়।

'বজ্ঝা' বলতে যা করলে বধ-বন্ধনাদি দণ্ডপ্রাপ্ত হতে হয়।

'বিদিতা' অর্থে অন্যান্য মানুষেরা জানে যে, এই ব্যক্তি বধ-বন্ধনাদি দণ্ডপ্রাপ্তা, দণ্ডযোগ্যা অপরাধী।

'অনপলোকেত্বা' বলতে জিজ্ঞাসা বা অনুসন্ধান না করা।

'রাজা' বলতে যেখানে যেই রাজার শাসন বলবৎ তথায় সেই রাজাকে জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য।

'সংঘো' বলতে ভিক্ষুণীসংঘকে বুঝাচ্ছে। সেই ভিক্ষুণীসংঘকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

'পূগো' বলতে সামাজিক সংঘ বুঝায়। সেই সামাজিক সংঘকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

'সেনি' বলতে যে সৈনিকদের যতদূর দখলে থাকে তথায় তাদের থেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

'কপ্প' তথা উপযুক্ততা যাচাইয়ের অন্যান্য বিষয় যথাযথ সমাধা করতে হবে। এখানে 'কপ্প' বলতে পূর্বতীর্থিয়দের নিকট প্রব্রজিত ছিল কি না, অথবা ভিক্ষুণীদের মধ্যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিল কি না এ দুই বিষয়ে

যাচাই করাতে হবে। গণ বা আচার্যার পাত্র, চীবরাদি ভাণ্ড অন্যায়ভাবে গ্রহণ করেছে কি না অনুসন্ধান করতে হবে। এ সকল কর্তব্য সমাধা না করে, 'তাকে প্রব্রজিত করব' এই সংকল্পে সীমায় উপস্থিত করলে দুক্কট আপত্তি হয়। প্রজ্ঞপ্তি স্থাপন করলে দুক্কট হয়। দুইবার কর্মবাক্যে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। কর্মবাক্য সমাপ্তিতে উপাধ্যায়ের সংঘাদিশেষ আপত্তি এবং গণপূরকগণ ও আচার্যার দুক্কট আপত্তি হয়।

'অযম্পীতি' বলতে পূর্বে উল্লিখিত মতে প্রথমাপত্তিসহ ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ লঙ্ঘনের আপত্তি প্রাপ্ত হয়, অসমনুভাষণ সত্ত্বেও।

'নিস্‌সারনীযন্তি' বলতে সংঘ হতে অপসারণ বুঝায়।

'সংঘাদিসেসো' বলতে সংঘাদিশেষ অপরাধগ্রস্তকে সেই অপরাধ মুক্তিতে সংঘ কর্তৃক মানত্ত দেওয়া, মূলেপ্রতিকর্ষণ দেওয়া এবং আহ্বান করা। এই অপরাধ মুক্তির সমাধান কোনো ভিক্ষুণী একা দিতে পারে না, সংঘকেই দিতে হয় বলে সংঘাদিশেষ নামে খ্যাত হয়েছে।

৩০. চৌরি বা চোরি বলে ধারণায় প্রব্রজ্যা দান করলে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়। চৌরি কি না তা অনুসন্ধান করতে ভুলে গিয়ে প্রব্রজ্যা দান করলে দুক্কট আপত্তি হয়। চৌরিকে অচৌরি ধারণায় প্রব্রজ্যা দানে কোনো অপরাধ হয় না। অচৌরিকে চৌরি ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। অচৌরি কি না তা অনুসন্ধানে ভুলে গেলে দুক্কট অপরাধ হয়। অচৌরিকে অচৌরি ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৩১. **অনাপত্তি :** না জেনে প্রব্রজ্যাদানে, অনুসন্ধান করে প্রব্রজ্যাদানে, 'কপ্প' কর্ম সম্পাদন করে প্রব্রজ্যা দানে, উন্মাদ হয়ে প্রব্রজ্যা দান করলে এবং প্রথম অপরাধকারী হলে।

[দ্বিতীয় সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৩. তৃতীয় সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ

৩২. বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ভদ্রাকপিলানীর অন্তেবাসিনী, ভিক্ষুণীদের সাথে ঝগড়া করে একাকী জ্ঞাতিকুলে চলে গিয়েছিলেন। ভদ্রাকপিলানী সেই ভিক্ষুণীকে না দেখে ভিক্ষুণীদের জিজ্ঞাসা করলেন, "এই ভিক্ষুণীকে কেন দেখতে পাচ্ছি না?" আর্যে, ভিক্ষুণীদের সাথে ঝগড়া করে চলে গেছে তাই দেখতে পাচ্ছেন না। মাতাগণ, অমুক গ্রামের জ্ঞাতিকুলে গিয়ে খোঁজ কর তো। ভিক্ষুণীরা তথায় গমন করে সেই ভিক্ষুণীকে দেখতে পেয়ে বললেন,

"আর্যে, কেন আপনি একাকী আসলেন? কোনো প্রকারে দূষিত হননি তো? অদূষিত আছি আর্যে।

যে-সকল ভিক্ষুণীগণ অল্পেচ্ছু তারা এতে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "এ কেমন কথা! ভিক্ষুণী কেন একাকী গ্রামান্তরে যাচ্ছে? ভিক্ষুণীরা ইহা ভিক্ষুদেরকে জানালেন। ভিক্ষুগণ তা ভগবানের নিকট নিবেদন করলেন। ভগবান ভিক্ষুগণের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী একাকী গ্রামান্তরে গমন করছে? হ্যাঁ, ভগবান তা সত্য। ইহা অত্যন্ত অন্যায়। হে ভিক্ষুগণ, কেন ভিক্ষুণী একাকী গ্রামান্তরে যাবে? ভিক্ষুগণ, ইহা কখনো অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করছি :

"যেই ভিক্ষুণী একাকী গ্রামান্তরে গমন করে, সেই ভিক্ষুণী তৎমুহূর্তেই সংঘাদিশেষ আপত্তিগ্রস্ত হয়ে নিস্‌সারণীয় দণ্ডযোগ্যা হবে।"

এভাবে ভগবান ভিক্ষুণীদের জন্যে এখানে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করলেন।

৩৩. সে সময়ে দুই ভিক্ষুণী সাকেত হতে শ্রাবস্তীর পথে যাচ্ছিলেন। মাঝপথে নদী পার হতে হয়। সেই ভিক্ষুণীদ্বয় নৌ-চালকের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আবুসো, আমাদের পার করে দিলে অতি উত্তম হয়। না, আর্যে, উভয়কে এক সাথে পার করাতে পারবো না। এক একজন করে পার হউন। উত্তীর্ণকারী উত্তীর্ণাকে দূষিত করল, অনুত্তীর্ণাকে অনুত্তীর্ণ দূষিত করল। পরে দুজন একত্রিত হলে পরস্পর জানতে চাইলেন, আর্যা, আপনাকে দূষিত করা হয়েছে কি? আর্যে, দূষিত হয়েছি। আমিও আর্যা, দূষিত হয়েছি।

অতঃপর সেই ভিক্ষুণীদ্বয় শ্রাবস্তীতে গমন করে ভিক্ষুণীদের তা জানালেন। অনাসক্ত ভিক্ষুণীগণ ইহা শুনে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, "কেন ভিক্ষুণী একাকী নদী পার হতে গেলো? ভিক্ষুণীরা এ বিষয় ভিক্ষুগণকে জানালে তাঁরা ভগবানকে ইহা নিবেদন করলেন। ভগবান ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা একা নদী পার হচ্ছে? তা সত্য, ভগবান। ইহা

অত্যন্ত অন্যায়। হে ভিক্ষুগণ, ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"কোনো ভিক্ষুণী যদি একা গ্রামান্তরে যায় বা একা নদী পার হয়, তাতে সেই ভিক্ষুণী তৎক্ষণাৎ সংঘাদিশেষ প্রাপ্ত হয়ে প্রথমে নিস্‌সারণীয় দণ্ডযোগ্যা হবে।"

এখানে ভিক্ষুণীদের জন্যে এভাবে শিক্ষাপদ ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হলো।

৩৪. সে সময়ে কতিপয় ভিক্ষুণী কোশল জনপদ হতে শ্রাবস্তীতে গমনপথে সন্ধ্যায় এক গ্রামে উপস্থিত হলেন। তাদের মধ্যে এক ভিক্ষুণী ছিলেন অভিরূপা সুন্দরী, দর্শনীয়া এবং প্রসাদিকা। এক পুরুষ তাঁকে দেখে প্রতিবদ্ধচিত্ত (আসক্ত) হলো। তখন সে অন্য ভিক্ষুণীদের জন্যে এক স্থানে থাকার ব্যবস্থা করে, সুন্দরী ভিক্ষুণীর জন্যে অন্যত্র ব্যবস্থা করল। এই ব্যবস্থায় ভিক্ষুণী সন্দিগ্ধ হয়ে ভাবলেন, "এই পুরুষ যদি রাতে আসে, তাহলে আমার অনর্থ ঘটাতে পারে।" তখন ভিক্ষুণীদের কিছু না বলে অন্য একটি গৃহে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

অতঃপর সেই পুরুষ রাতে আগমন করে এই ভিক্ষুণীকে না দেখে ভাবল, নিশ্চয় এই ভিক্ষুণী অন্য পুরুষের সাথে চলে গেছে। সেই ভিক্ষুণী রাত অতিক্রম করে ভিক্ষুণীদের নিকট উপস্থিত হলে ভিক্ষুণীরা বললেন, হে আর্যা, কেন তুমি পুরুষের সাথে বেরিয়ে গেলে? না, আর্যে, আমি পুরুষের সাথে যাইনি। ভিক্ষুণীরা তা অন্য ভিক্ষুণীদের জানালে, অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরা এই নিয়ে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, " কেন ভিক্ষুণী রাতে একাকী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের তা জানালেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলে, ভগবান ভিক্ষুদের থেকে জানতে চাইলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা রাতে একা ঘর থেকে বাইরে যায়? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায়। কেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীরা রাতে একাকী ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে? ভিক্ষুগণ, ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের

অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যেই ভিক্ষুণী একা গ্রামান্তরে যাবে, বা একা নদী পার হবে, অথবা রাতে একা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে, সে তৎক্ষণাৎ সংঘাদিশেষ আপত্তিগ্রস্ত হয়ে নিস্‌সারণীয় দণ্ডযোগ্যা হবে।"

ভগবান কর্তৃক এখানে এভাবেই ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হলো।

৩৫. সে সময়ে কিছু ভিক্ষুণী কোশল জনপদ হতে শ্রাবস্তীগামী পথে যাচ্ছিলেন। তাদের মধ্যে এক ভিক্ষুণী বাহ্যপীড়ায় আক্রান্ত হওয়াতে ঘন ঘন মলত্যাগহেতু একাকী পেছনে আসছিলেন। মানুষেরা সেই ভিক্ষুণীকে দূষিত করল। অতঃপর সেই ভিক্ষুণী পূর্বগামী ভিক্ষুণীদের সাথে মিলিত হলে, ভিক্ষুণীরা বললেন, "কেন আর্যা, সঙ্গীদের ত্যাগ করে একাকী থেকে গেলেন? প্রদুষ্ট হননি তো? আর্যা, আমাকে দূষিত করা হয়েছে। ইহা শুনে যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, তাঁরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন আর ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, কেন ভিক্ষুণী সঙ্গীদের ত্যাগ করে একাকীনি পেছনে থেকে যায়? ভিক্ষুণীরা তা ভিক্ষুদের জানালেন। ভিক্ষুরা ভগবানকে এ বিষয় নিবেদন করলেন। ভগবান ভিক্ষুদের নিকট জানতে চাইলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা সঙ্গীদের ত্যাগ করে একাকী পেছনে আসতে গিয়ে দূষিত হচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা অত্যন্ত অন্যায়। কেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীরা সঙ্গীদের ত্যাগ করে পেছনে একাকী আসতে গিয়ে দূষিত হচ্ছে? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের এই আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩৬. **"যেই ভিক্ষুণী একাকী গ্রামান্তরে গমন করবে, বা একাকী নদী পার হবে অথবা রাতে একাকী গৃহ থেকে বের হবে, অথবা একাকী সঙ্গীদের ব্যতীত মলমূত্র ত্যাগে যাবে, সেই ভিক্ষুণী তৎক্ষণাৎ সংঘাদিশেষ**

আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে নিস্‌সারণীয় দণ্ডযোগ্যা হবে।"

৩৭. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'একা বা গামন্তরং গচ্ছেয্যাতি' বলতে সীমারেখাযুক্ত গ্রামের সীমা অতিক্রম করে প্রথম পদক্ষেপ অতিক্রমক্ষণেই থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। দ্বিতীয় পদক্ষেপ অতিক্রমে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়। সীমারেখাবিহীন গ্রামের উপচার (গ্রামের শেষপ্রান্ত) থেকে প্রথম পদ অতিক্রমে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। দ্বিতীয় পদক্ষেপ অতিক্রমে সংঘাদিশেষ হয়।

'একা বা নদীপারং গচ্ছেয্যাতি' এখানে নদী বলতে ত্রিমণ্ডল (হস্ত, জঙ্ঘা, গ্রীবামণ্ডল) আচ্ছাদিত অবস্থায় যেই জলস্রোত পায়ে পার হতে গিয়ে অন্তর্বাস ভিজে যায়। এমন নদী পার হতে একাকী প্রথম পদক্ষেপ দেওয়া মাত্র থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। দ্বিতীয় পদক্ষেপ অতিক্রমে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়।

'একা বা রত্তিং বিপ্পবাসেয্যাতি' এখানে একাকী অরুণোদয় মুহূর্তসহ হাতের পাশে অবস্থিত দ্বিতীয় কোনো ভিক্ষুণীকে ত্যাগে উদ্যত হলেই থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। আর ত্যাগক্ষণেই সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়। সঙ্গীদের ত্যাগ করে গৃহরক্ষককে না বলে, দ্বিতীয়জন ভিক্ষুণীর দৃষ্টির বাইরে বা শ্রবণের বাইরে যাওয়ার উপক্রমক্ষণেই থুল্লচ্চয় অপরাধ হয়। সীমা অতিক্রম হলেই সংঘাদিশেষ হয়।

'অযম্পী'তি বলতে পূর্বে বর্ণিত মতে বুঝায়। প্রথম অপরাধ ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র যাবতীয় আপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হয়, সমনুভাষণ না করা হলেও।

'নিস্‌সারনীযন্তি' বলতে সংঘ হতে অপসারণ করা।

'সংঘাদিসেসো' বলতে পূর্ব বর্ণনামতে সংঘ কর্তৃক প্রদত্ত মানত্ত, মূলেপ্রতিকর্ষণ ও আহ্বান—এই তিন বিনয়কর্মকে সংঘাদিশেষ বলে।

৩৮. **অনাপত্তি :** দ্বিতীয় কোনো ভিক্ষুণী সাথে থাকলে, প্রব্রজ্যা ত্যাগের জন্যে করলে, মৃত্যুবরণ কারণে অথবা বিপদে পড়ে, উন্মাদের কারণে এবং আদিকর্মীকের।

[তৃতীয় সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৪. চতুর্থ সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ

৩৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন চণ্ডকালী নামে এক ভিক্ষুণী ভেদসৃষ্টিকারিণী, কলহকারিণী, বিবাদকারিণী, তুচ্ছবাক্যভাষিণী এবং সংঘকে নিত্য অভিযোগকারিণী ছিলেন। ভিক্ষুণী স্থূলনন্দা তার এ সকল অপকর্মকে সব সময় প্রশ্রয় দিতেন। এক সময় স্থূলনন্দা ভিক্ষুণী কোনো এক কার্য উপলক্ষে দূরবর্তী স্থানে গিয়েছিলেন। সংঘ এই সুযোগে চণ্ডকালী ভিক্ষুণীকে তার দোষ অদর্শনহেতু উৎক্ষেপনীয় দণ্ড প্রদান করলেন। স্থূলনন্দা কার্য শেষে শ্রাবস্তীতে ফিরে আসছে, তা দূর হতে দেখে চণ্ডকালী ভিক্ষুণী তার বসার আসন প্রস্তুত করলেন না, পা ধোয়ার জল, পা রাখার পিঁড়ি, পা মোছার থলি যথাস্থানে রাখলেন না; পানীয় বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন না। এতে স্থূলনন্দা ভিক্ষুণী চণ্ডকালীকে বললেন, "আর্যে, আমাকে আসতে দেখেও কেন বসার আসন প্রজ্ঞাপ্ত করলে না; পাদোদক দিলে না; পাদপীঠ, পাদথলিক যথাস্থানে রাখলে না; আগুবাড়ায়ে পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ করলে না; পানীয় প্রয়োজন কি না তাও জিজ্ঞাসা করলে না? হে আর্যা, এমন আচরণ করলে তো, তুমি অনাথ হয়ে যাবে। কেন তুমি নিরাশ্রয় হতে চাচ্ছ?

আর্যে, এই ভিক্ষুণীরা আমাকে এখন নিরাশ্রয় করেছেন। তারা এখন অপ্রজ্ঞাপিত বিষয়ের প্রবর্তন করছেন। দোষ অদর্শনহেতু তারা আমাকে উৎক্ষেপন দণ্ড প্রদান করেছেন। তারা বলেন যে স্থূলনন্দা ভিক্ষুণী মূর্খা, অদক্ষা। কর্ম, কর্মদোষ, কর্মবিপত্তি, কর্মসম্পত্তি—এ সকল বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। আমরা জানি কর্ম, কর্মদোষ, কর্মবিপত্তি ও কর্মসম্পত্তি কাকে বলে। স্থূলনন্দা বললেন, আমি কখনো কি যা করা অনুচিত তা করেছি? অথবা যা করা উচিত তার বিরুদ্ধে কিছু করেছি? ভিক্ষুণীসংঘ তো খুব দ্রুত সমবেত হয়ে চণ্ডকালী ভিক্ষুণীকে দোষারোপ করেছেন। এই বিতণ্ডায় যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, কেন আর্যা স্থূলনন্দা ধর্মের দ্বারা, বিনয়ের দ্বারা, শাস্তার অনুশাসনের স্বপক্ষে না দাঁড়ায়ে, কারক সংঘকে না জানায়ে, গণ (দল বা গ্রুপ) হতে মতামত না দিয়ে, সমগ্র সংঘ কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষুণীর দণ্ড প্রত্যাহার করল?

ভিক্ষুণীরা ইহা ভিক্ষুগণকে জানালেন। ভিক্ষুরা তা ভগবানকে নিবেদন করলে, ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী

স্থূলনন্দা সমগ্র সংঘ কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষুণীকে ধর্ম, বিনয় ও শাস্তাশাসনের পক্ষে না দাঁড়ায়ে, কারক সংঘের অজ্ঞাতে, গণের মতামত না নিয়ে সেই উৎক্ষিপ্ত দণ্ডের প্রত্যাহার করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য।

ইহা খুবই অন্যায়। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণী স্থূলনন্দা কেমন করে সমগ্র সংঘের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষুণীকে ধর্ম, বিনয় ও শাস্তাশাসনের পক্ষে না দাঁড়ায়ে, কারক সংঘের অজ্ঞাতে, গণের মতামত না নিয়ে প্রদত্ত দণ্ড অপসারণ করালো? ভিক্ষুগণ, ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৪০. **"সমগ্র সংঘের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষুণীকে যেই ভিক্ষুণী ধর্মবিনয় ও শাস্তাশাসনের পক্ষভুক্ত না হয়ে, কারক সংঘের অজ্ঞাতে এবং গণের মতামত না নিয়ে দণ্ড প্রত্যাহার করে; সেই ভিক্ষুণী তৎক্ষণাৎ সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে নিস্‌সারণীয় দণ্ডযোগ্যা হবে।"**

৪১. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'সমগ্গো' অর্থে যেই সংঘ একই সীমায় স্থিত এবং একই ধর্মবিনয়ের অধীন।

'উক্‌খিত্তা' বলতে অপরাধ অদর্শনহেতু বা অপ্রতিকারহেতু, বা মিথ্যাদৃষ্টি অপরিত্যাগহেতু, সংঘ কর্তৃক উৎক্ষেপনীয় দণ্ড প্রাপ্তা।

'ধম্মেন, বিনয়েনাতি' বলতে ধর্মের দ্বারা, বিনয়ের দ্বারা।

'সত্থুসাসনেনাতি' বলতে জিনশাসনের দ্বারা, বুদ্ধশাসনের দ্বারা।

'অনপলোকেত্বা কারক সংঘেন্তি' বলতে বিনয়কর্মকারক সংঘকে জিজ্ঞাসা বা গ্রাহ্য না করে।

'অনঞ্ঞায গণস্‌স ছন্দন্তি' বলতে গণপূরক ভিক্ষুণীর/ভিক্ষুণীগণের (ভিক্ষুণীসংঘের?) মতামত না জেনে।

'ওসারেস্‌সামীতি' অর্থাৎ অপসারণ করব এই চেতনায় যখন গণের অনুসন্ধান করে সীমায় সমবেত করায়, তখন দুক্কট আপত্তি হয়। প্রজ্ঞপ্তি স্থাপন করলে দুক্কট আপত্তি হয়। দুবার কর্মবাক্য পাঠে (অনুশ্রাবণে)

থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়; এবং কর্মবাক্যের অবসানে (ধারণায়) সংঘাদিশেষ হয়।

'অযম্পীতি' বলতে পূর্বে বর্ণিত বিষয়ানুসারে। প্রথম অপরাধী হতে ভিক্ষুণীদের ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদসমূহ লঙ্ঘনে সমনুভাষণ নামক বিনয় কর্তব্য সমাধা না করলেও প্রাপ্ত অপরাধকে বুঝায়।

'নিস্‌সারনীযন্তি' বলতে সংঘ হতে সাময়িকভাবে অপসারণ বা বের করে দেয়া।

'সংঘাদিসেসোতি' বলতে সংঘ কর্তৃক মানত্ত, মূলেপ্রতিকর্ষণ ও আহ্বান এই বিধিমতে প্রদত্ত দণ্ডবিধানকে সংঘাদিশেষ বলে।

৪২. ধর্মানুসারে কৃতকর্মকে ধর্মকর্ম ধারণায় অন্যায়ভাবে অপসারণে সংঘাদিশেষ অপরাধ হয়। ধর্মকর্মের বিধান ভুলে গিয়ে অপসারণে সংঘাদিশেষ অপরাধ হয়। বিনয়বিরুদ্ধ কর্মকে বিনয়সম্মত ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। বিনয়বিরুদ্ধ কর্মকে বিনয়বিরুদ্ধ ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়।

৪৩. **অনাপত্তি :** বিনয়-কর্মকারক সংঘ হতে অনুমতি নিয়ে দণ্ড অপসারণ করলে, গণের ইচ্ছা অবগত হয়ে দণ্ড অপসারণ করলে, বিনয়-কর্মকারক সংঘ অনুপস্থিতহেতু অপসারিত হলে, ব্রত পালনের কারণে দণ্ড অপসারণে, উন্মাদগ্রস্ত হওয়ায় অপসারিত করলে এবং বুদ্ধসময়ে প্রথম অপরাধকারী হলে।

[চতুর্থ সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫. পঞ্চম সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ

৪৪. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন সুন্দরীনন্দা ভিক্ষুণী ছিলেন অপূর্ব রূপসম্পন্না, দর্শনীয়া এবং প্রসাদিকা। কলুষচিত্তের মানুষেরা ভোজনার্থী হিসেবে সুন্দরীনন্দাকে দেখে, পরস্পর আসক্তচিত্তবশে আগুবাড়ায়ে ভোজনাদি দান দিত। সুন্দরীনন্দাও যা লাভ করতো সব খেতেন। অন্যান্য ভিক্ষুণীরা ইচ্ছানুরূপ লাভ করতেন না।

যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পে তুষ্ট তারা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন যে, আর্যা সুন্দরীনন্দার এ কেমন আচরণ! কেন তিনি আসক্তচিত্তসম্পন্না হয়ে আসক্ত পুরুষদের হাত থেকে খাদ্য-ভোজ্য গ্রহণ করে খাচ্ছেন, পরিভোগ করছেন?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে তা জানালেন। ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন

করলেন। ভগবান ভিক্ষুদের থেকে জানতে চাইলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী সুন্দরীনন্দা আসক্তচিত্ত সম্পন্না হয়ে আসক্ত পুরুষদের হাত থেকে খাদ্য-ভোজ্য গ্রহণ করে[১] খায় ও ভোজন করে? ভিক্ষুগণ, তার এই আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করছি :

৪৫. "যেই ভিক্ষুণী আসক্ত হয়ে আসক্ত পুরুষের হাত থেকে খাদ্য-ভোজ্য নিজ হাতে প্রতিগ্রহণ করে খাবে এবং ভোজন করবে; সেই ভিক্ষুণীর তৎক্ষণাৎ সংঘাদিশেষ আপত্তিগ্রস্ত হয়ে নিস্‌সারণীয় দণ্ডযোগ্যা হবে।"

৪৬. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'অবস্‌সুতা' অর্থে আবেগাসক্ত চিত্তে অপেক্ষবতী।

'অবস্‌সুতো' অর্থে আবেগাসক্ত চিত্তে অপেক্ষমান পুরুষ।

'পুরিস-পুগ্গলো' অর্থে মনুষ্য জাতীয় পুরুষই বুঝায়; যক্ষ, প্রেত বা তির্যগ্‌জাতীয় নহে; যারা বিজ্ঞতার দ্বারা কামসম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম।

'ভোজনীযং' হলো কুলকুচার খাদ্যকণা ব্যতীত অবশিষ্ট পঞ্চবিধ খাদ্য।

'ভোজনীযং' অর্থে ভাত, মিষ্টান্ন, ছাতু, মৎস্য ও মাংস—এই পঞ্চবিধ ভোজন। খাবো, ভোজন করব—এই চিত্তে প্রতিগ্রহণে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। প্রতি গ্রাসে গ্রাসে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়।

'অযম্পি' বলতে পূর্বাপর বর্ণনামতে; প্রথমাপত্তিসহ অসমনুভাষণ না করা সত্ত্বেও ভিক্ষুণীদের প্রাপ্ত অপরাপর ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ লঙ্ঘনজনিত অপরাধ বুঝায়।

---

[১]। তা খাচ্ছে, পরিভোগ করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায়। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণী সুন্দরীনন্দা কেমন যে, নিজে আসক্তা হয়ে, আসক্ত পুরুষদের হাত থেকে খাদ্য-ভোজ্য গ্রহণ করে।

'নিস্‌সারনীযন্তি' অর্থে সংঘ হতে অপসারণ।

'সংঘাদিসেসোতি' অর্থে মানত্ত, মূলেপ্রতিকর্ষণ ও আহ্বান এ বিধিমতে অপরাধ মুক্তির আওতাভুক্ত অপরাধসমূহ বুঝায়। খাদ্যকণা দূর করতে গৃহীত কুলকুচার জল গ্রহণে দুক্কট অপরাধ হয়।

৪৭. কামাসক্ত চিত্তে, 'একবার মাত্র খাবো, ভোজন করব' এরূপ ইচ্ছায় গ্রহণে দুক্কট আপত্তি হয়। প্রতি গ্রাস গলাধকরণে একটি একটি করে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। কুলকুচার জল মুখে গ্রহণে দুক্কট আপত্তি হয়। যক্ষ, প্রেত, পণ্ডক বা তির্যক, মনুষ্য জাতীয় এবং ভিক্ষুণী উভয়পক্ষ কামাসক্ত হলে 'খাবো, ভোজন করব' চিত্তে ভিক্ষুণী হাতে গ্রহণক্ষণে দুক্কট আপত্তি হয়। প্রতি গ্রাসে গ্রাসে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। শুধুমাত্র ভিক্ষুণী কামাসক্ত চিত্তসম্পন্না হয়ে 'খাবো, ভোজন করব' ইচ্ছায় হাতে গ্রহণক্ষণে দুক্কট আপত্তি হয় এবং তখন প্রতি গ্রাসে গ্রাসে দুক্কট আপত্তি হয়। কুলকুচা মুখে গ্রহণে দুক্কট আপত্তি হয়।

৪৮. **অনাপত্তি :** উভয়ে অনাসক্তচিত্ত হলে, অনাসক্তচিত্ত বলে ধারণায় গ্রহণ করলে, উন্মাদ হলে এবং প্রথম অপরাধী হলে।

[পঞ্চম সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬. ষষ্ঠ সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ

৪৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণী সুন্দরীনন্দা ছিলেন অতিশয় সুন্দরী, দর্শনীয়া এবং প্রসাদনীয়া। মানুষেরা ভোজন দানের সময়ে সুন্দরীনন্দা ভিক্ষুণীকে দেখে, এগিয়ে গিয়ে ভোজনাদি দান করতো। সুন্দরীনন্দা লজ্জা ও সন্দেহবশত তা গ্রহণ করতেন না। অন্যান্য ভিক্ষুণীরা সুন্দরীনন্দাকে বলল, "আর্যে, কেন দান গ্রহণ করছেন না? আর্যা মনে হয় কামাসক্ত হয়েছেন। আর্যে, আপনি কি আসক্ত হয়েছেন? না আর্যা আমার আসক্তি হয়নি। আর্যাগণ, তবে ওই পুরুষ মানুষটি আসক্ত, বা অনাসক্ত এই সন্দেহ করছি। হে আর্যা, যদি আপনি অনাসক্ত হয়ে থাকেন তাহলে এই পুরুষ খাদ্য-ভোজ্য যা দিচ্ছে তা আপনি স্বহস্তে প্রতিগ্রহণ করে খেতে পারেন। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরা ইহা শুনে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন। ভিক্ষুণীরা এসব বিষয় ভিক্ষুগণকে জানালেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলে ভগবান জানতে চাইলেন, "হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা এরূপ

বলছে, "পুরুষ মানুষটি আসক্ত বা অনাসক্ত এতে কী আসে যায়? তুমি যদি নিজে অনাসক্ত হও তাহলে এসো আর্যা; এই পুরুষ খাদ্য বা ভোজ্য যা দেন তা স্বহস্তে প্রতিগ্রহণ করে খাও আর ভোজন কর।" হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য। ভগবান বললেন, ইহা খুবই অন্যায়। ভিক্ষুগণ, ইহা কেমন কথা! ভিক্ষুণীরা এরূপ বলবে যে, "আর্যে, এতে কী আসে যায়, পুরুষটি আসক্ত বা অনাসক্ত? তুমি যদি অনাসক্ত হও, তাহলে এসো আর্যা, পুরুষটি খাদ্য বা ভোজ্য যা দেয় তা তুমি নিজ হাতে গ্রহণ করে খাও আর ভোজন করো।"

ভিক্ষুগণ, ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৫০. **"যেই ভিক্ষুণী এরূপ বলবে : হে আর্যা, পুরুষটি আসক্ত বা অনাসক্ত এতে কী আসে যায়? যদি তুমি অনাসক্ত হও, তবে এসো আর্যা, পুরুষটি খাদ্য বা ভোজ্য যা দেয় তা স্বহস্তে গ্রহণ করে খাও বা ভোজন কর। এভাবে প্ররোচিত করলে দুক্কট আপত্তি হবে। তাঁর কথায় অপর ভিক্ষুণী 'খাবো, ভোজন করব' এই ইচ্ছায় গ্রহণ করলে দুক্কট আপত্তি হবে। প্রতি গ্রাসে গ্রাসে থুল্লচ্চয় আপত্তি হবে। ভোজনের সমাপ্তিতে সংঘাদিশেষ আপত্তি হবে।"**

৫১. 'অযম্পিতি' বলতে পূর্বে প্রদত্ত বর্ণনামতে প্রথম আপত্তি হতে ভিক্ষুণীদের পারাজিকা ও সংঘাদিশেষ ব্যতীত অপর ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ লঙ্ঘনে সমনুভাষণ না দেওয়া সত্ত্বেও প্রাপ্ত অপরাধ।

'নিস্‌সারণীযতি' বলতে সংঘ হতে অপসারণ।

'সজ্ঘাদিসেসোতি' বলতে মানত্ত, মূলেপ্রতিকর্ষণ এবং আহ্বানক্রমে অপরাধ মুক্তির আওতাভুক্ত শিক্ষাপদসমূহ বুঝায়। মুখে কুলকুচা গ্রহণে প্ররোচিত করলে দুক্কট আপত্তি হয়। তার বাক্যে 'খাবো, ভোজন করব' এরূপ ইচ্ছায় গ্রহণ করলে দুক্কট আপত্তি হয়।

৫২. যক্ষ, প্রেত, পণ্ডক, তির্যক বা মনুষ্যের মধ্যে যেকোনো আসক্ত চিত্তসম্পন্ন হতে, নিজ হাতে খাদ্য-ভোজ্য গ্রহণ করো, খাও, ভোজন করো, এই বলে প্ররোচিত করলে দুক্কট আপত্তি হয়। একইভাবে প্রতি

গ্রাসে গ্রাসে দুক্কট আপত্তি হয়। ভোজনের অবসানে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। কুলকুচা গ্রহণে প্ররোচিত করলে দুক্কট আপত্তি হয়। তার প্ররোচনায় 'খাবো, ভোজন করব' এই ইচ্ছায় প্রতিগ্রহণে দুক্কট আপত্তি হয়।

৫৩. **অনাপত্তি :** অনাসক্ত বলে জানতে পারলে, প্ররোচনায় উৎসাহিত হয়ে গ্রহণ না করলে, প্ররোচণায় কুল-গৌরববশত গ্রহণ না করলে, উন্মাদকে প্ররোচিত করলে এবং আদিকর্মীকের (প্রথম অপরাধকারীর) অপরাধ হয় না।

[ষষ্ঠ সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৭. সপ্তম সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ

৫৪. সে সময়ে ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণী চণ্ডকালী ভিক্ষুণীদের সাথে ঝগড়া করে কুপিত এবং অনিষ্টকামী হয়ে এরূপ বলতে লাগলেন : "আমি বুদ্ধের নিন্দা করছি না, ধর্মের নিন্দা করছি না, সংঘের নিন্দা করছি না, শিক্ষাপদের নিন্দা করছি না; কিন্তু এই শ্রামণীগণ এমন কেন? যে-সকল শ্রামণী শাক্যধীতা, লজ্জাশীলা, ঔৎসুক্যা, শিক্ষাকামী তদের সাথেই আমি ব্রহ্মচর্য যাপন করব।"

যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টচিত্তা, তাঁরা ভিক্ষুণী চণ্ডকালীর এসব মন্তব্যে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে তা জানালেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় নিবেদন করতে গেলে ভগবান জানতে চাইলেন, "ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী চণ্ডকালী কুপিতা, অনর্থকামীতা হয়ে এরূপ বলছে, 'আমি বুদ্ধের, ধর্মের, সংঘের ও শিক্ষাপদের নিন্দা করছি না। কিন্তু এই শ্রামণীরা এমন কেন? যে-সকল শাক্যধীতা শ্রামণেরী শান্ত, লজ্জাশীলা, ঔৎসুক্যপরায়ণা এবং শিক্ষাকামী; আমি তাদের সাথেই ব্রহ্মচর্য যাপন করব?"

হ্যাঁ, ভগবান, তা সত্য। ভিক্ষুগণ, ইহা খুবই অন্যায়। কেন ভিক্ষুণী চণ্ডকালী কুপিতা, অনর্থকামী হয়ে এরূপ বলছে? ভিক্ষুগণ ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ

উদ্দেস করছি :

৫৫. “যে ভিক্ষুণী কুপিতা, অসন্তুষ্টা হয়ে এরূপ বলবে : ‘আমি বুদ্ধের নিন্দা করছি না, ধর্মের নিন্দা করছি না, সংঘের নিন্দা করছি না, বা শিক্ষাপদের নিন্দা করছি না। কিন্তু এ শ্রামণেরীগণ এমন কেন? যে-সকল শাক্যধীতা শ্রামণেরী শান্ত, লজ্জাশীলা ঔৎসুক্যপরায়ণা এবং শিক্ষাকামী; আমি তাঁদের সাথেই ব্রহ্মচর্য আচরণ করব’; সেই ভিক্ষুণীকে ভিক্ষুণীরা এভাবেই বলতে হবে, ‘হে আর্যা, কুপিতা, অসন্তুষ্টা হয়ে আপনি এরূপ বলবেন না : আমি বুদ্ধের নিন্দা করছি না, ধর্মের নিন্দা করছি না, সংঘের নিন্দা করছি না, শিক্ষাপদের নিন্দা করছি না। কিন্তু এই শ্রামণেরীগণ এমন কেন? যে-সকল শাক্যধীতা শ্রামণেরী শান্ত, লজ্জাশীলা, ঔৎসুক্যপরায়ণা, শিক্ষাকামী আমি তাঁদের সাথেই ব্রহ্মচর্য আচরণ করব।’ তার এ বাক্যে তাকে বলতে হবে : না, আর্যে, এই সুব্যাখ্যাত ধর্মে অভিরমিত হউন, উত্তমভাবে ব্রহ্মচর্য আচরণ করুন। সম্যকভাবে দুঃখের অন্তসাধন করুন।’ ভিক্ষুণীদের দ্বারা এরূপ বলাতে সেই ভিক্ষুণী যদি পরিবর্তন না হয়, তখন তাকে ভিক্ষুণীরা দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও একইভাবে সমনুভাষণ দিতে হবে। যদি তাতে সে তার অভিমত পরিত্যাগ করে তো, ভালো। না করলে সেই ভিক্ষুণী তৃতীয় সমণুভাষণান্তে নিস্‌সারণীয় দণ্ডপ্রাপ্ত হবে এবং তার সংঘাদিশেষ আপত্তি হবে।”

৫৬. ‘যা পনাতি’ বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

‘ভিক্‌খুনীতি’ বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

‘কুপিতা অনত্তমনাতি’ বলতে অসন্তুষ্টিতা, আহতচিত্ততা, মানসিক প্রতিবন্ধকতা বুঝায়।

‘এবং বদেয্যাতি’ বলতে বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ ও বুদ্ধ প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদসমূহের নিন্দা না করেও কিছু শ্রামণেরী তথা ভিক্ষুণীদের অনাচারের নিন্দা করে যখন বলে থাকে, যে-সকল ভিক্ষুণী শাক্যকন্যা শান্তশীলা, লজ্জাশীলা, ঔৎসুক্যবতী এবং শিক্ষাকামী তাদের সাথে’ ব্রহ্মচর্য আচরণ করব—এই ইচ্ছা বুঝায়।

‘সা ভিক্‌খুনীতি’—যেই ভিক্ষুণী এরূপ বাদিনী।

‘ভিক্‌খুনীহিতি’ বলতে অন্যান্য ভিক্ষুণী যা দেখা যায়, যা শুনা যায় তাই বলা কর্তব্য; যেমন, “না, আর্যে, কুপিতা ও অসন্তুষ্টি হয়ে এমন বলা

উচিত নহে যে, 'বুদ্ধকে নিন্দা করছি না, ধর্মকে নিন্দা করছি না, সংঘকে নিন্দা করছি না, শিক্ষাপদকেও নিন্দা করছি না। কিন্তু, এই শ্রামণেরীগণ এমন কেন? যে-সকল শাক্যকন্যা শ্রামণেরী শান্তশীলা, লজ্জাবতী, ঔৎসুক্যপরায়ণা এবং শিক্ষাকামী তাদের সাথেই আমি ব্রহ্মচর্যাচরণ করব।' হে আর্যে, এ সকল না বলে, উপরন্তু এই সুব্যাখ্যাত ধর্মে অভিরমিত হও! সম্যকভাবে দুঃখের অন্তসাধন করতে ব্রহ্মচর্য আচরণ করো। এভাবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার বলা কর্তব্য। তাতে যদি সে স্ব-মত ত্যাগ করে ভালো। অন্যথায় তার দুক্কট আপত্তি হবে। ভিক্ষুণীরা শুনেও যদি উপর্যুক্তভাবে না বলে, তাদের দুক্কট আপত্তি হবে। তাই সেই ভিক্ষুণীকে সংঘ মধ্যে টেনে এনে বলতে হবে : "না, আর্যে, কুপিতা, অসন্তুষ্টা হয়ে এমন বলা উচিত নহে যে, "আমি বুদ্ধের নিন্দা, ধর্মের নিন্দা, সংঘের নিন্দা বা শিক্ষাপদের নিন্দা করছি না। কিন্তু, এই শ্রামণেরীদের আচরণ এমন কেন? আমি সে-সকল শাক্যকন্যা শ্রামণেরীদের সাথেই ব্রহ্মচর্য আচরণ করব, যারা শান্তশীলা, লজ্জাশীলা, ঔৎসুক্যবতী এবং শিক্ষাকামী।" হে আর্যে, এই সুব্যাখ্যাত ধর্মে অভিরমিত হউন। সম্যকভাবে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য ব্রহ্মচর্য আচরণ করুন।"

দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপ বলতে হবে। তাতে স্ব-অভিমত ত্যাগ করে তো ভালো; অন্যথায় দুক্কট আপত্তি হবে।

সেই ভিক্ষুণীকে তখন সমনুভাষণ দিতে হবে। ভিক্ষুগণ, এভাবেই তা দেয়া কর্তব্য;

দক্ষ ভিক্ষুণী অনুমতিক্রমে সংঘকে তখন জ্ঞাত করাতে হবে :

৫৭. **প্রজ্ঞপ্তি :** মাননীয়া আর্যা সংঘ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন! এই অমুক ভিক্ষুণী কুপিতা, অসন্তুষ্টিচিত্তা হয়ে এরূপ বলছেন, "আমি বুদ্ধকে, ধর্মকে, সংঘকে বা শিক্ষাপদকে নিন্দা করছি না। কিন্তু, এই শ্রামণেরীগণের সাথেই ব্রহ্মচর্য আচরণ করব, যারা শান্তশীলা, লজ্জাবতী, ঔৎসুক্যপরায়ণা এবং শিক্ষাকামী। তিনি নিজের এই মন্তব্য পরিত্যাগ করছেন না। যদি মাননীয়া সংঘ উপযুক্ত সময় বলে বিবেচনা করেন, তাহলে এই অমুক ভিক্ষুণীকে সমনুভাষণ দেয়া যেতে পারে। ইহাই জ্ঞাতব্য।

অনুশ্রাবণ : আর্যা সংঘ শ্রবণ করুন। এই অমুক ভিক্ষুণী কুপিতা অসন্তুষ্টা হয়ে এরূপ বলছেন যে, "আমি বুদ্ধকে, ধর্মকে সংঘকে বা

শিক্ষাপদকে নিন্দা করছি না। কিন্তু এই শ্রামণেরীগণ এমন কেন? আমি সে-সকল শাক্যকন্যা শ্রামণেরীদের সাথেই ব্রহ্মচর্য আচরণ করব, যারা শান্তশীলা, লজ্জাশীলা, ঔৎসুক্যা, এবং শিক্ষাকামা।” তিনি নিজ অভিমত ত্যাগ করছেন না। সংঘ এই নামীয় ভিক্ষুণীকে স্বমত ত্যাগ না করার কারণে সমনুভাষণ দিচ্ছেন। যেই আর্যা ইহা সমর্থন করেন তিনি নীরব থাকুন। যিনি অসমর্থন করেন তিনি নিজ অভিমত বলতে পারেন।

(দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপ বলছি)

ধারণা : মাননীয়া সংঘ কর্তৃক সমনুভাষণ প্রদত্ত হলো; সেই ভিক্ষুণী স্বমত ত্যাগ না করা-হেতু সমগ্র সংঘ এতে সম্মত বিধায় নীরব আছেন। আমি এরূপই ধারণা করছি।

(দ্বিতীয়, তৃতীয়বার বলতে হবে)।

প্রজ্ঞপ্তি পাঠের অবসানে দুক্কট আপত্তি হয়। দুইবার কর্মবাক্য তথা অনুশ্রাবণের অবসানে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। কর্মবাক্য অবসানে সংঘাদিশেষ হয়। সংঘাদিশেষ অপরাধ পূর্বে প্রাপ্ত অবস্থায় থাকলে বর্তমানে প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনে শুধু দুক্কট হয়। দুইবার কর্মবাক্য পাঠের দ্বারা থুল্লচ্চয় আপত্তি অতিক্রম হয়ে যায়, তথা প্রশমিত হয়।

‘অযস্পী’তি বলতে পূর্বে বর্ণিত মতে বুঝায়।

‘যাবততিযক’ন্তি বলতে যখন তৃতীয় সমনুভাষণ প্রাপ্ত হয়, তখন অপরাপর ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদসমূহ লঙ্ঘন আপত্তি দণ্ডমুক্তি সেই সাথে হয় না।

‘নিস্‌সারনীযন্তি’ বলতে সংঘ হতে অপসারণ বুঝায়।

‘সংঘাদিসেসো’তি বলতে মানত্ত, মূলেপ্রতিকর্ষণ এবং আহ্বান এই দণ্ডবিধির আওতাভুক্ত অপরাধ বুঝায়।

৫৮. ধর্মত বিনয়কর্মকে ধর্মসম্মত ধারণায় মত অপরিত্যাগে সংঘাদিশেষ হয়। ধর্মবিনয় বিধির অজ্ঞতায় মত অপরিত্যাগে সংঘদিশেষ হয়। ধর্মসম্মত দণ্ডকে অধর্মত বলে ধারণায় মত অপরিত্যাগে সংঘাদিশেষ হয়। অধর্মত দণ্ডকে ধর্মসম্মত ধারণায় দুক্কট হয়। ন্যায়বিরুদ্ধ দণ্ড কী তা না জেনে থাকলে দুক্কট আপত্তি হয়। ন্যায়বিরুদ্ধ দণ্ডকে ন্যায়বিরুদ্ধ ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়।

৫৯. অনাপত্তি : সমনুভাষণ না করলে, ভ্রান্ত মত পরিত্যাগ করলে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মী হলে ক্ষমাযোগ্য বলে গণ্য করা যায়।

[সপ্তম সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৮. অষ্টম সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ

৬০. সে সময় বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন চণ্ডকালী ভিক্ষুণী কোনো এক বিচার সাব্যস্তের সিদ্ধান্তে আপন অভিমত টিকাতে না পেরে, কুপিতা, অসন্তুষ্টা হয়ে, এরূপ বলতে লাগলেন, ভিক্ষুণীরা খেয়াল-খুশির অনুসারী, ভিক্ষুণীরা দ্বেষ-চিত্তানুসারী, ভিক্ষুণীরা মোহ-চিত্তানুসারী, ভিক্ষুণীরা ভয়-ভীতির বশবর্তী।

যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, অনাসক্ত, তারা ইহা শুনে নিন্দা, আন্দোলন, ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন; কেন আর্যা চণ্ডকালী বিচার সিদ্ধান্তে আপন অভিমত টিকাতে না পেরে কুপিতা, অসন্তুষ্টা হয়ে ভিক্ষুণীদের ছন্দগামী, দ্বেষগামী, মোহগামী, ভয়গামী—এসব বলে নিন্দা করছেন?

ভিক্ষুণীরা তা ভিক্ষুদের জানালে তাঁরা তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান জানতে চাইলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী চণ্ডকালী কোনো এক অপরাধের বিচার সিদ্ধান্তে আপন অভিমত অগ্রাহ্য হওয়াতে কুপিতা, অসন্তুষ্টা হয়ে এরূপ বলছে; ভিক্ষুণীরা ছন্দগামিনী, দ্বেষগামিনী, মোহগামিনী, ভয়গামিনী ইত্যাদি? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা অত্যন্ত অশোভনীয়। হে ভিক্ষুগণ, ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৬১. "যেই ভিক্ষুণী কোনো বিচার সিদ্ধান্তে আপন অভিমত অগ্রাহ্য হলে, সেই সিদ্ধান্তে কুপিতা অসন্তুষ্টা হয়ে এরূপ যদি বলে, ভিক্ষুণীরা ছন্দগামিনী, ভিক্ষুণীরা দ্বেষগামিনী, ভিক্ষুণীরা মোহগামিনী, ভিক্ষুণীরা ভয়গামিনী ইত্যাদি; সেই ভিক্ষুণীকে অন্যান্য ভিক্ষুণীরা এরূপ বলতে হবে :

"হে আর্যা, কোনো বিচার সিদ্ধান্তে আপন অভিমত অগ্রাহ্য হওয়াতে কুপিতা, অসন্তুষ্টা হয়ে এমন বলা উচিত নহে যে, ভিক্ষুণীরা ছন্দগামিনী, ভিক্ষুণীরা দ্বেষগামিনী, ভিক্ষুণীরা মোহগামিনী, ভয়গামিনী। বরঞ্চ আর্যা, নিজেই ছন্দগামিনী, দ্বেষগামিনী, মোহগামিনী, ভয়গামিনী হতে পারেন।"

সেই ভিক্ষুণীকে এরূপ বলার পরেও যদি তার ভ্রান্ত অভিমত ত্যাগ না করে, তাহলে তাকে ভিক্ষুণীরা সেই অভিমত ত্যাগে তৃতীয়বার পর্যন্ত সমনুভাষণ দেবে। তাতে সে তার ভ্রান্ত অভিমত ত্যাগ করলে ভালো। না করলে তৃতীয়বার সমনুভাষণের সমাপ্তিতে তৎমুহূর্তে তার সংঘাদিশেষ আপত্তি হবে এবং সংঘ হতে সাময়িক অপসারিত হবে।"

৬২. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'কিস্মিঞ্চিদেব অধিকরণেতি' বলতে চার প্রকার অধিকরণ; যথা : বিবাদ অধিকরণ, অনুবাদ অধিকরণ, আপত্তি অধিকরণ, কৃত্যাধিকরণ। 'পচ্ছাকতা' অর্থে অসন্তুষ্টিতা, আহতচিত্তা বা মানসিক অবসাদ বুঝায়। 'এবম বদেয্যাতি' বলতে ছন্দগামিনী, দ্বেষগামিনী মোহগামিনী, ভয়গামিনী ইত্যাদি প্রকারে অভিযোগ বুঝায়।

'সা ভিক্‌খুনীতি' বলতে যেই ভিক্ষুণী এরূপ মতবাদী।

'ভিক্‌খুনীহিতি' অর্থে অন্যান্য ভিক্ষুণী দ্বারা যা দেখা যায়, যা শুনা যায় তা এভাবে বলা কর্তব্য :

"হে আর্যা, কোনো বিচার সিদ্ধান্তে স্ব-অভিমত প্রত্যাখ্যাত হলে তাতে কুপিতা, অসন্তুষ্টা হয়ে এরূপ বলা উচিত নহে যে, ভিক্ষুণীরা ছন্দগামিনী (ইচ্ছার বশবর্তী), দ্বেষগামিনী (বিদ্বেষের বশবর্তী), মোহগামিনী (ন্যায়-অন্যায় বিচারশক্তিহীন), ভয়গামিনী (বলবানের পক্ষভুক্ত হওয়া)। হে আর্যা, আপনি নিজেই এখন ছন্দগামিনী, দ্বেষগামিনী, মোহগামিনী এবং ভয়গামিনী হয়েছেন।"

এভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয়বার বলতে হবে। যদি তাতে নিজের ভ্রান্ত অভিমত ত্যাগ করে তবে ভালো; ত্যাগ না করলে দুক্কট আপত্তি হবে। কোনো ভিক্ষুণীর অন্যায় সমালোচনা শুনেও তাকে এভাবে বলা না হলে শ্রবণকারীদের দুক্কট আপত্তি হবে। সেই ভিক্ষুণীকে সংঘের মধ্যে টেনে নিয়ে বলতে হবে :

"হে আর্যে, বিচার সিদ্ধান্তে স্ব-অভিমত প্রত্যাখ্যাত হয়ে কুপিতা, অসন্তুষ্টা হয়ে এমন বলা উচিত নহে যে, ভিক্ষুণীরা ছন্দগামিনী, ভিক্ষুণীরা দ্বেষগামিনী, ভিক্ষুণীরা মোহগামিনী, ভিক্ষুণীরা ভয়গামিনী। আর্যা নিজেই এখন ছন্দগামিনী, দ্বেষগামিনী, মোহগামিনী, ভয়গামিনী হয়েছেন।"

এভাবে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার বলতে হবে। তাতে যদি নিজ ভ্রান্ত

অভিমত ত্যাগ করে তো ভালো; না করলে দুক্কট আপত্তি হবে।

সেই ভিক্ষুণীকে তখন সমনুভাষণ দেয়া কর্তব্য। এভাবেই তা বলতে হবে (দক্ষ, সামর্থ ভিক্ষুণী সংঘের অনুমোদনক্রমে বলবে):

৬৩. **প্রজ্ঞপ্তি :** মাননীয় আর্যা সংঘ, আমার বক্তব্য শুনুন! এই অমুক ভিক্ষুণী বিচার সিদ্ধান্তে স্ব-অভিমত প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় কুপিতা, অসন্তুষ্টা হয়ে এরূপ বলছে : ভিক্ষুণীরা ছন্দগামিনী, ভিক্ষুণীরা দ্বেষগামিনী, ভিক্ষুণীরা মোহগামিনী, ভিক্ষুণীরা ভয়গামিনী। সে নিজের অভিমত ত্যাগ করছে না। যদি সংঘ উপযুক্ত সময় বলে মনে করেন যে, সেই ভিক্ষুণীকে সমনুভাষণ দেয়া, তা করতে পারেন। ইহাই জ্ঞাতব্য।

অনুশ্রাবণ : মাননীয় আর্যাগণ, আমার কথা শ্রবণ করুন! এই অমুক ভিক্ষুণী বিচার সিদ্ধান্তে স্ব-অভিমত প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় কুপিতা, অসন্তুষ্টা হয়ে বলছে যে, ভিক্ষুণীরা ছন্দগামিনী, দ্বেষগামিনী, মোহগামিনী, ভয়গামিনী। সে তার এই অভিমত ত্যাগ করছে না। তার এই ভ্রান্ত অভিমত ত্যাগ করতে সংঘ তাকে সমনুভাষণ দিয়েছেন। যেই আর্যাগণ অমুক ভিক্ষুণীকে ভ্রান্ত মত পরিত্যাগে সমনুভাষণ দান সমর্থন করেন তারা নীরব থাকুন; যারা সমর্থন না করেন তাঁরা স্বমত ব্যক্ত করুন।

(দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপ বলতে হবে)।

ধারণা : অমুক ভিক্ষুণী তার ভ্রান্তমত পরিত্যাগ না করায়, সংঘ দ্বারা সমনুভাষিত হয়েছে। সমগ্র সংঘ এতে একমত; আমি এই ধারণা পোষণ করছি। (দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার)।

এখানে প্রজ্ঞপ্তি স্থাপন অবসানে সেই ভিক্ষুণীর দুক্কট আপত্তি হবে। দুইবার কর্মবাক্য পাঠ অবসানে থুল্লচ্চয় আপত্তি হবে। তৃতীয় কর্মবাক্য পাঠ অবসানে সংঘাদিশেষ আপত্তি হবে। সংঘাদিশেষ অপরাধ ইতিপূর্বে প্রাপ্ত হয়ে থাকলে বর্তমানে শুধুমাত্র প্রজ্ঞপ্তিজনিত দুক্কট অপরাধই প্রযোজ্য। তখন দুইবার কর্মবাক্য পাঠজনিত থুল্লচ্চয় অপরাধও প্রশমিত থাকে।

'অযম্পীতি' বলতে পূর্ববর্ণিত বিষয়সমূহ।

'যাব ততিযকন্তি' বলতে অন্যান্য ক্ষুদ্র শিক্ষাপদ ব্যতীত তৃতীয় সমনুভাষণপ্রাপ্তি পর্যন্ত বুঝায়।

'নিস্‌সারনীযন্তি' বলতে সংঘ হতে অপসারণ বুঝায়।

'সংঘাদিসেসোতি' বলতে অপরাধ মুক্তিতে মানত্ত, মূলেপ্রতিকর্ষণ এবং আহ্বান—এই বিধিক্রমের আওতাভুক্ত অপরাধসমূহ বুঝায়।

৬৪. ধর্মানুসারে গৃহীত সিদ্ধান্ত, ধর্মসম্মত ধারণা সত্ত্বেও ভ্রান্তমত অপরিত্যাগে সংঘাদিশেষ হয়। ধর্মানুসারে করছে চেতনায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বিস্মৃত হয়ে ভ্রান্ত মত অপরিত্যাগে সংঘাদিশেষ হয়। অধর্মানুসারে প্রদত্ত দণ্ডকে ধর্মত ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। অধর্মত দণ্ডকর্মের বিধান বিস্মৃত হয়ে দুক্কট আপত্তি হয়। অধর্মত দণ্ডকর্মকে অধর্মত বলে ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়।

৬৫. **অনাপত্তি :** সমনুভাষণ দান না হলে, ভ্রান্ত অভিমত ত্যাগ করলে, উন্মাদ হলে এবং সর্বপ্রথম অপরাধকারীর ক্ষমাযোগ্য বলে গণ্য হয়।

[অষ্টম সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৯. নবম সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ

৬৬. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন স্থূলনন্দা ভিক্ষুণীর আশ্রয়ে অবস্থানকারী ভিক্ষুণীরা সংশ্লিষ্টা হয়ে অবস্থান করে পাপাচারী, পাপ-শব্দী, পাপ অভিযুক্তা, ভিক্ষুণীসংঘকে উপহাসকারী, পরস্পরের দোষ আচ্ছাদনকারিণী হয়ে উঠেছিল। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, অনাসক্ত তারা এ জন্যে আন্দোলন, নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন : এ ভিক্ষুণীরা কেমন যে, তারা এমনভাবে সংশ্লিষ্টা হয়ে, পাপাচারী হয়ে, পাপশব্দী হয়ে, পাপ অভিযুক্তা হয়ে, ভিক্ষুণীসংঘকে উপহাসকারী হয়ে, একে অন্যের দোষকে আচ্ছাদনকারী হয়ে অবস্থান করছেন?

ভিক্ষুণীরা এ সকল বিষয় ভিক্ষুদের জানালেন। ভিক্ষুরা তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে ভিক্ষুণীরা সংশ্লিষ্টা হয়ে অবস্থান করে পাপাচারী, পাপশব্দী, পাপ অভিযুক্তা, ভিক্ষুণীসংঘকে উপহাসকারী এবং একে অন্যের দোষ আচ্ছাদনকারী হচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায়, অশোভন। ভিক্ষুগণ, কী করে ভিক্ষুণীরা এমন অনাচারী হতে পারে? ভিক্ষুগণ, ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৬৭. "কোনো ভিক্ষুণীরা যদি সংশ্লিষ্টা হয়ে অবস্থান করে পাপাচারী, পাপশব্দী, পাপ অভিযুক্তা, ভিক্ষুণীসংঘকে উপহাসকারী এবং একে অন্যের দোষ প্রতিচ্ছাদনকারী হয়; তখন তাদেরকে অন্য ভিক্ষুণীরা এভাবে বলতে হবে : "হে ভগিনীগণ, আপনারা খুবই সংশ্লিষ্টা হয়ে অবস্থান করছেন, পাপাচারী হয়েছেন, পাপশব্দী হয়েছেন, পাপ অভিযুক্তা হয়েছেন, ভিক্ষুণীসংঘকে উপহাসকারী এবং একে অন্যের দোষ আচ্ছাদনকারী হয়েছেন? ভগিনীগণকে সংঘ বলছেন, আপনারা একাকীত্ব গ্রহণ করুন এবং নির্জনতাপরায়ণা হউন।"

ভিক্ষুণীদের দ্বারা এভাবে সেই ভিক্ষুণীগণকে বলাতেও কোনো পরিবর্তন না দেখলে, তাদেরকে তৃতীয়বার পর্যন্ত সমনুভাষণ দান কর্তব্য। তাদের সেই অসদাচরণ পরিত্যাগের জন্যে। এতে পরিবর্তন হলে ভালো; অন্যথায় সেই ভিক্ষুণীরা তৃতীয় নিস্‌সারণীয়ধর্মে পতিত হয়ে সংঘাদিশেষ প্রাপ্ত হবে।

৬৮. 'ভিক্‌খুনিযো পনেবাতি' বলতে উপসম্পন্নাদের বুঝায়।

'সংসট্‌ঠা বিহরন্তি' বলতে অশোভনীয়ভাবে কায়িক, বাচনিক-সংশ্লিষ্টা হয়ে অবস্থান করা বুঝায়।

'পাপচারাতি' বলতে পাপমূলক আচরণ দ্বারা আবিষ্টতা।

'পাপসদ্দাতি' বলতে পাপকর্মের দ্বারা দুর্নাম উৎপত্তি।

'পাপসিলোকেতি' বলতে পাপময় মিথ্যাজীবিকায় জীবনযাপন করা।

'ভিক্‌খুনীসঙ্ঘস্‌স বিহেসিকাতি' বলতে পরস্পর দোষ করে একে অন্যকে দোষ দেয়া।

'বজ্জপটিচ্ছাদিকাতি' পরস্পরের দোষ আচ্ছাদন করা।

'তা ভিক্‌খুনিযোতি' বলতে যে-সকল ভিক্ষুণসংশ্লিষ্টা। 'ভিক্‌খুনীহিতি' অন্যান্য ভিক্ষুণীগণ যা দেখে, যা শুনে তাই বলা কর্তব্য। যেমন, "ভগিনীগণ অত্যন্ত সংশ্লিষ্টা হয়ে অবস্থান করছেন, পাপাচারী হয়েছেন, পাপশব্দী হয়েছেন, পাপ অভিযুক্তা হয়েছেন, ভিক্ষুণীসংঘকে উপহাসকারী হয়েছেন, পরস্পরের দোষ আচ্ছাদনকারী হয়েছেন। আর্যাগণ, একাকীত্ব গ্রহণ করুন, নির্জনতা গ্রহণ করুন। ভগিনীগণ সংঘ এরূপই বলছেন।" দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপ বলা কর্তব্য। এতে যদি পরিত্যাগ করে ভালো। যদি পরিত্যাগ না করে তাহলে দুক্কট আপত্তি হবে। তাদের দোষ শুনেও না বললে শ্রোতাদের দুক্কট আপত্তি হবে। তখন সেই ভিক্ষুণীদের টেনে সংঘের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বলতে হবে :

"ভগিনীরা অত্যন্ত সংশ্লিষ্টা হয়ে অবস্থান করছেন, আপনারা পাপাচারী হয়েছেন, আপনাদের পাপের কথা শোনা যাচ্ছে, আপনারা পাপ অভিযোগকারী হয়েছেন, আপনারা ভিক্ষুণীসংঘকে উপহাসকারী হয়েছেন, এবং পরস্পরের দোষ গোপনকারী হয়েছেন। ভগিনীগণ, সংঘ বলছেন আপনারা একাকীত্ব গ্রহণ করুন, নির্জনতা গ্রহণ করুন।"

দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপ বলা কর্তব্য। এতে যদি দোষ পরিত্যাগ করে ভালো; না করলে দুক্কট আপত্তি হবে।

সেই ভিক্ষুণীদেরকে তখন সমনুভাষণ দান কর্তব্য। এভাবেই সেই সমনুভাষণ দিতে হবে :

সংঘের অনুমোদনক্রমে দক্ষ, সামর্থ ভিক্ষু সংঘকে জ্ঞাত করতে হবে :

৬৯. **প্রজ্ঞপ্তি :** মাননীয়া আর্যা সংঘ, আমার বক্তব্য শুনুন! অমুক অমুক ভিক্ষুণীগণ অতিশয় সংশ্লিষ্টা, পাপাচারী, পাপশব্দী, পাপ অভিযুক্তা, ভিক্ষুণীসংঘকে উপহাসকারী, পরস্পরের দোষ গোপনকারী হয়ে অবস্থান করছে। তাদের এই অনাচার তারা ত্যাগ করছে না। সংঘ যদি সঠিক সময় বলে মনে করেন, অমুক অমুক ভিক্ষুণীদেরকে তাদের দোষ পরিত্যাগে সমনুভাষণ দিতে পারেন। ইহাই জ্ঞাতব্য।

অনুশ্রাবণ : মাননীয়া আর্যা সংঘ, আমার বক্তব্য শুনুন। অমুক অমুক ভিক্ষুণীগণ অত্যন্ত সংশ্লিষ্টা হয়ে, পাপাচারী হয়ে, পাপশব্দী হয়ে, পাপ-অভিযুক্তা হয়ে, ভিক্ষুণীসংঘকে উপহাসকারী হয়ে, পরস্পরের দোষ গোপনকারী হয়ে অবস্থান করছে। তাদের এই অনাচার তারা ত্যাগ করছে না। সংঘ অমুক অমুক ভিক্ষুণীকে অনাচার অপরিত্যাগে সমনুভাষণ দিচ্ছেন। যে-সকল আর্যাগণ এই ভিক্ষুণীগণকে তাদের অনাচার ত্যাগে সমনুভাষণ দেয়া উচিত মনে করেন, তাঁরা নীরব থাকুন; আর যে সকল আর্যা দ্বিমত পোষণ করেন তাঁরা নিজ অভিমত ব্যক্ত করুন।

(দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও বলছি...।)

ধারণা : সংঘ কর্তৃক অমুক অমুক ভিক্ষুণীকে তাদের অনাচার অপরিত্যাগে সমনুভাষণ দেয়া হলো। সমগ্র সংঘ তা সমর্থন করেন তাই নীরব আছেন। আমি এরূপ ধারণা করছি।

প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট আপত্তি। দুইবার কর্মবাক্য পাঠ অবসানে থুল্লচ্চয় এবং তৃতীয় কর্মবাক্য পাঠ অবসানে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়। সংঘাদিশেষ পূর্বে প্রাপ্ত হলে বর্তমানে শুধু প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনজনিত দুক্কট

আপত্তি হবে। কিন্তু অপরদিকে দুইবার কর্মবাক্য পাঠজনিত থুল্লচ্চয় আপত্তি প্রশমিত হবে। দুই বা তিনজনকে একসাথে সমনুভাষণ দেওয়া যাবে। তদতিরিক্ত একসাথে সমনুভাষণ দেয়া যাবে না।

'ইমাপি ভিক্‌খুনিয়োতি' বলতে পূর্বে বর্ণিতানুরূপ দশবিধ ভিক্ষুণী।

'যাব ততিযকন্তি' বলতে তৃতীয়বার সমনুভাষণ না পাওয়া পর্যন্ত। এতে অন্যান্য ক্ষুদ্র শিক্ষাপদ লঙ্ঘনাদি বিষয় সম্পৃক্ত নহে।

'নিস্‌সারনীয়ন্তি' বলতে সংঘ হতে সাময়িক অপসারিত করা।

'সংঘাদিসেসোতি'অর্থে অপরাধমুক্তিতে মানত্ত, মূলেপ্রতিকর্ষণ ও আহ্বানবিধির আওতাভুক্ত অপরাধ বুঝায়।

৭০. ধর্মসম্মত কর্মকে ধর্মসম্মত ধারণা সত্ত্বেও দোষ ত্যাগ না করলে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়। ধর্মসম্মত বিধিবিধান ভুলে যাওয়াতে ও দোষ অপরিত্যাগে সংঘাদিশেষ হয়। ধর্মসম্মত কর্মকে অধর্মত ধারণায় দোষ অপরিত্যাগে সংঘাদিশেষ হয়। অধর্মত-কর্মকে ধর্মসম্মত ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। কী হলে অধর্মত হয় তা ভুলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। অধর্মকর্মকে অধর্মকর্ম ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়।

৭১. **অনাপত্তি :** সমনুভাষণ না দিলে, অনাচার ত্যাগ করলে, উন্মাদ হলে, ক্ষিপ্তচিত্ত হলে, বেদনার্ত হলে, এবং আদিকর্মিক হলে কোনো দোষ হয় না বলে গণ্য করা যায়।

[নবম সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

১০. দশম সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ

সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন স্থূলনন্দা ভিক্ষুণী সংঘ কর্তৃক সমানুভাষিত ভিক্ষুণীদের বলতে লাগলেন :

"আর্যাগণ, আপনারা সংশ্লিষ্টা হয়ে বিহার করুন। আপনারা পৃথকভাবে অবস্থান করবেন না। সংঘের অন্য ভিক্ষুণীরাও আছেন, যারা এরূপ আচার, এরূপ শব্দ, এরূপ অভিযুক্তা, ভিক্ষুণীসংঘকে উপহাসকারী এবং পরস্পরের দোষ গোপনকারী। সংঘ তাদের কিছুই বলেন না। সংঘের মধ্যে আপনারা নিরীহ, দুর্বলা। তাই সংঘের কোনো সমালোচনা না করলেও, কোনো ক্ষতি না করলেও, সংঘের প্রতি কোনো ঘৃণাভাব পোষণ না করলেও আপনাদের এরূপ বলা হচ্ছে : ভগিনীগণ, কেন সংশ্লিষ্টা হয়ে, পাপাচারা, পাপশব্দা, পাপ-অভিযুক্তা, সংঘকে

উপহাসকারী, পরস্পরের দোষ গোপনকারী হয়ে অবস্থান করছেন? ভগিনীগণ সংঘ বলছেন যে, আপনারা একাকীত্ব প্রিয় হউন, নির্জনতা প্রিয় হউন!”

যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টা তারা ভিক্ষুণী স্থূলনন্দার এ সকল বাক্যে নিন্দা আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন : আর্যা স্থূলনন্দার এ কেমন আচরণ? সংঘ কর্তৃক সমানুভাষিতা ভিক্ষুণীদের কেন এরূপ বলছেন যে, “আর্যাগণ, আপনারা সংশ্লিষ্টা হয়ে অবস্থান করুন; বিচ্ছিন্নভাবে থাকবেন না...। সংঘের মধ্যে অন্য ভিক্ষুণীরাও আছেন যাদের আচার, শব্দ, অভিযোগ অনুরূপ, তারাও সংঘকে উপহাস করেন, পরস্পরের দোষ গোপন করেন। কিন্তু সংঘ তো তাদের কিছুই বলেন না।... ”

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের তা জানালেন। ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী স্থূলনন্দা এমন করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায়। হে ভিক্ষুগণ, তার এই আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৭৩. **“যে ভিক্ষুণী এরূপ বলবে যে, ‘আর্যাগণ, আপনারা সংশ্লিষ্টা হয়ে অবস্থান করুন; বিচ্ছিন্না হয়ে থাকবেন না। সংঘে অন্যান্য ভিক্ষুণীরাও তো এভাবেই চলে, এভাবেই তাদের নিয়ে অপকীর্তি আছে, তাদের বিষয়েও নানা পাপ অভিযোগ আছে, তারাও সংঘকে উপহাস করে, এবং পরস্পরের দোষ গোপন করে। কিন্তু সংঘ তাদের বিষয়ে কিছুই বলেন না। আপনারা নিরীহা, দুর্বলা বিধায় সংঘের কোনো সমালোচনা, কোনো ক্ষতি, কোনো ঘৃণাভাব পোষণ না করলেও আপনাদেরকে এরূপ বলা হচ্ছে : ‘ভগিনীগণ, আপনারা কেন সংশ্লিষ্টা হয়ে অবস্থান করছেন? আপনারা পাপাচারী, পাপশব্দী, পাপ অভিযুক্তা, ভিক্ষুণীসংঘকে উপহাসকারী এবং পরস্পরের দোষ গোপনকারী হয়েছেন। ভগিনীগণ, সংঘ বলছেন, আপনারা একাকীত্বপ্রিয় হউন, নির্জনতাপ্রিয় হউন।”**

সেই ভিক্ষুণীকে অন্যান্য ভিক্ষুণীরা তখন এভাবেই বলতে হবে, “না,

আর্যে, এমন কথা বলবেন না যে, আর্যাগণ, আপনারা সংশ্লিষ্টা হয়ে থাকুন; একাকী হয়ে থাকবেন না। সংঘে অন্য ভিক্ষুণীরাও আছেন, যারা এভাবে চলেন, এমন অপকীর্তি তাদেরও আছে, এমন পাপ অভিযোগও আছে। তারাও ভিক্ষুণীসংঘকে উপহাস করেন এবং পরস্পরের পাপ গোপন করেন। সংঘ তাদের বিষয়ে কিছুই বলেন না।"

উক্ত ভিক্ষুণীকে সংঘ কর্তৃক এভাবে বলার পরও যদি তার অভিমত দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে থাকে; তৃতীয়বার পর্যন্ত তাকে সমনুভাষণ দেয়া কর্তব্য, তার ভ্রান্ত অভিমত পরিত্যাগের জন্যে। এতে পরিত্যাগ করলে ভালো; না করলে সেই ভিক্ষুণী তৃতীয় ধর্ম নিস্‌সারণীয় দণ্ডপ্রাপ্ত হবে এবং তার সংঘাদিশেষ আপত্তি হবে।

৭৪. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'এবমবদেয্যাতি' বলতে 'হে আর্যাগণ, আপনারা সংশ্লিষ্টা হয়েই থাকুন। আপনারা একাকী থাকবেন না!... ইত্যাদি প্রকারে অন্যায়ভাবে প্ররোচিত করা।

'সা ভিক্‌খুনীতি' বলতে যেই ভিক্ষুণী এরূপ বলে সেই জন।

'ভিক্‌খুনীহীতি' বলতে অন্যান্য ভিক্ষুণীরা।

'তুমহেযেব সংঘো উঞ্‌ঞাযাতি' বলতে ক্ষুব্ধ হয়ে অবজ্ঞার সাথে ব্যবহার করা এবং অখ্যাতি প্রচার করা।

'বেভস্‌সাতি' অর্থে গল্প গুজব বা নিরর্থক কথাবার্তা।

'দুব্বল্যাতি' অর্থে সামর্থহীন।

'এবমাহ' বলতে এরূপ শুনেছি, যেমন : ভগিনীগণ নাকি সংশ্লিষ্টা হয়ে অবস্থানকারী, পাপাচারী, পাপশব্দী, পাপ-অভিযুক্তা, ভিক্ষুণীসংঘকে উপহাসকারী, পরস্পরের দোষ গোপনকারী। আর সংঘ কর্তৃক উপদেশ হলো ভগিনীগণ একাকীত্বপ্রিয় হউন! নির্জনতাপ্রিয় হউন ইত্যাদি।

'সা ভিক্‌খুনীতি' বলতে যেই ভিক্ষুণী এরূপ ভ্রান্ত মতবাদী।

'ভিক্‌খুনীহিতি' বলতে অন্যান্য ভিক্ষুণীগণ। তারা যা দেখবেন, যা শুনবেন তা-ই বলা কর্তব্য। এভাবেই তা বলতে হবে :

"না আর্যে, এমন বলবেন না যে, আর্যাগণ সংশ্লিষ্টা হয়ে বিহার করুন; বিচ্ছিন্না হয়ে থাকবেন না...। বলুন যে, ভগিনীগণ সংঘের ইহাই অভিমত—আপনারা একাকীত্বপ্রিয় হউন! নির্জনতাপ্রিয় হউন!"

তাতে তার ভ্রান্ত অভিমত ত্যাগ করলে ভালো; যদি ত্যাগ না করেন তখন দুক্কট অপরাধ হবে। শুনেও মত পরিবর্তন চেষ্টা না করলে দুক্কট আপত্তি হয়। তখন সেই ভিক্ষুণীকে সংঘের মাঝে টেনে এনে বলতে হবে :

"না আর্যে, এমন বলবেন না যে, 'আর্যাগণ, সংশ্লিষ্টা হয়ে বিহার করুন, বিচ্ছিন্না হয়ে থাকবেন না...। বলুন যে, ভগিনীগণ, সংঘের এই অভিমত, আপনারা একাকীত্বপ্রিয় হউন, নির্জনতাপ্রিয় হউন! এভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও বলা কর্তব্য। তাতে নিজ ভ্রান্ত মত পরিত্যাগ করলে ভালো। যদি পরিত্যাগ না করেন, তখন তার দুক্কট আপত্তি হবে।

সেই ভিক্ষুণীকে সমনুভাষণ দান কর্তব্য। এভাবেই তা দিতে হবে :

দক্ষ ও সামর্থ ভিক্ষুণী সংঘের অনুমোদনক্রমে প্রজ্ঞাপিত করবে :

৭৫. **প্রজ্ঞপ্তি :** মাননীয়া আর্যা সংঘ, আমার কথা শ্রবণ করুন। এই অমুক ভিক্ষুণী, সংঘকর্তৃক সমনুভাষিত ভিক্ষুণীগণকে বলছে যে, আর্যাগণ, আপনারা সংশ্লিষ্টা হয়েই অবস্থান করুন, বিচ্ছিন্না হয়ে থাকবেন না। সংঘে অন্য ভিক্ষুণীরাও এভাবেই চলেন, তাদের সম্পর্কেও এ জাতীয় দুর্নাম আছে, এরূপ অভিযোগ আছে। তারাও ভিক্ষুণীসংঘকে উপহাস করেন এবং পরস্পরের পাপ গোপন করেন। অথচ সংঘ তাদের কিছুই বলেন না। সংঘ আপনাদের একান্ত নিরীহ, দুর্বলা দেখেই অবজ্ঞাবশে এ সকল দুর্নাম রটাচ্ছেন এবং বলছেন, "ভগিনীগণ, নাকি সংশ্লিষ্টা হয়ে অবস্থান করছেন, পাপাচারী হয়েছেন। আপনাদের সম্পর্কে দুর্নাম হচ্ছে, অভিযোগ হচ্ছে। আপনারা ভিক্ষুণীসংঘকে উপহাস করেন এবং পরস্পরের পাপ গোপন করেন। ভগিনীগণ, আপনারা একাকত্বিপ্রিয় হউন, নির্জনতাপ্রিয় হউন—ইহাই সংঘের অভিমত, ইত্যাদি।"

সেই তার এই ভ্রান্ত অভিমত ত্যাগ করছে না। যদি সংঘের উপযুক্ত সময় প্রাপ্ত হয়েছে বলে মনে হয়, সংঘ অমুক ভিক্ষুণীকে তার ভ্রান্ত মত পরিত্যাগে সমনুভাষণ দিতে পারেন।

অনুশ্রাবণ : মাননীয়া আর্যা সংঘ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন! এই অমুক ভিক্ষুণী সংঘ কর্তৃক সমনুভাষিত ভিক্ষুণীদের এরূপ বলছে, "আর্যাগণ, আপনারা সংশ্লিষ্টা হয়েই বিহার করুন, বিচ্ছিন্না হয়ে থাকবেন না। সংঘে অন্য ভিক্ষুণীরাও এভাবেই চলেন, তাদের সম্পর্কেও এ জাতীয় দুর্নাম আছে, এরূপ অভিযোগ আছে। তারাও ভিক্ষুণীসংঘকে উপহাস করেন এবং পরস্পরের পাপ গোপন করেন। অথচ সংঘ তাদের

কিছুই বলেন না। সংঘ আপনাদেরকে একান্ত নিরীহ, দুর্বলা দেখেই অবজ্ঞাবশে দুর্নাম রটায়ে বলছেন :

"ভগিনীগণ, নাকি সংশ্লিষ্টা হয়ে অবস্থান করছেন, পাপাচারী হয়েছেন। আপনাদের সম্পর্কে দুর্নাম হচ্ছে, অভিযোগ হচ্ছে। আপনারা ভিক্ষুণীসংঘকে উপহাস করেন এবং পরস্পরের পাপ গোপন করেন। ভগিনীগণ, আপনারা একাকীত্বপ্রিয় হউন, নির্জনতাপ্রিয় হউন, ইহাই সংঘের অভিমত।"

সে তার এই ভ্রান্ত অভিমত ত্যাগ করছে না। সংঘ অমুক ভিক্ষুণীকে তার ভ্রান্ত অভিমত পরিত্যাগ না করাহেতু সমনুভাষণ দিচ্ছেন। যে-সকল আর্যা অমুক ভিক্ষুণীকে তার ভ্রান্ত অভিমত পরিত্যাগে সমনুভাষণ দান উচিত মনে করেন তাঁরা নীরব থাকুন; যারা উচিত মনে না করেন তারা নিজ অভিমত প্রকাশ করুন।

(দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার এরূপ বলছি)

ধারণা : অমুক ভিক্ষুণী তার ভ্রান্ত অভিমত পরিত্যাগ না করার কারণে সংঘ কর্তৃক সে সমনুভাষিত হলো। সমগ্র সংঘ তা উচিত মনে করেন বলেই নীরব আছেন, ইহাই আমি ধারণা করছি।

প্রজ্ঞপ্তি স্থাপন সমাপ্তিতে দুক্কট আপত্তি হয়। দুইবার পুনঃশ্রবণ (কর্মবাক্য) সমাপ্তিতে থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়। তৃতীয়বার পুনঃশ্রবণের অবসানে সংঘাদিশেষ হয়। পূর্বে সংঘাদিশেষ হয়ে থাকলে শুধু প্রজ্ঞপ্তিজনিত দুক্কট আপত্তি হয় এবং দুইবার কর্মবাক্যজনিত থুল্লচ্চয় আপত্তি প্রশমিত হয়।

'অযম্পীতি' বলতে পূর্বে বর্ণিত বিষয়ানুরূপ বুঝায়।

'যাব ততিযকন্তি' বলতে যাবৎ তৃতীয়বার সমনুভাষণ প্রাপ্ত না হয়। এখানে অপরাপর ক্ষুদ্র শিক্ষাপদ লঙ্ঘন অপরাধ ব্যতীত বুঝাবে।

'নিস্‌সারণীযন্তি' বলতে সংঘ হতে বর্জিতা হওয়া।

'সংঘাদিসেসোতি' বলতে যেই অপরাধের জন্যে মানত্ত দেয়া হয়, মূলেপ্রতিকর্ষণ করা হয় এবং আহ্বান করা হয়।

'ন সম্বহুলা' বলতে এসব কর্ম একজন ভিক্ষুণী দ্বারা সম্ভব নহে বলেই সংঘাদিশেষ বলা হয়। অধিকন্তু, এই বিনয়কর্ম স্বনিকায়ভুক্ত ভিক্ষুণীসংঘকে নিয়েই করতে হয় বিধায় সংঘাদিশেষ।

৭৬. ধর্মত-কর্মে অধর্মত বলে ধারণায়, ভ্রান্ত অভিমত অপরিত্যাগে সংঘাদিশেষ হয়। ধর্মত-কর্ম সম্পর্কে বিস্মৃত হয়ে অভিমত অপরিত্যাগে

সংঘাদিশেষ হয়। অধর্মত-কর্মকে ধর্মসম্মত বলে ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। অধর্মত-কর্ম বিধানের বিস্মৃতিতে দুক্কট আপত্তি হয়। ধর্মত-কর্মকে অধর্মত বলে ধারণায় ভ্রান্ত অভিমত অপরিত্যাগে দুক্কট আপত্তি হয়।

৭৭. **অনাপত্তি :** সমনুভাষণ দেয়া না হলে, ভ্রান্ত মত ত্যাগ করলে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মীক হলে ক্ষমাযোগ্য বলে গণ্য করা হয়।

[দশম সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

মাননীয় আর্যাগণ, সতেরো প্রকার সংঘাদিশেষ ধর্মের উদ্দেস করা হলো। প্রথম নয়টি লঙ্ঘনক্ষণেই সংঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। অবশিষ্ট আটটিতে তৃতীয় সমনুভাষণের অবসান হলেই সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়ে থাকে। যেই ভিক্ষুণী এ সকল সংঘাদিশেষ আপত্তিসমূহের এক বা একাধিক প্রাপ্ত হয়ে থাকে, তাকে উভয় সংঘের (ভিক্ষু-ভিক্ষুণী) নিকট এক পক্ষকাল করে (১৫ দিন) মানত্ত পালন করতে হবে। মানত্ত অবসানে যেখানে বিশজন ভিক্ষুণী আছেন তথায় উপস্থিত হয়ে সেই সংঘের নিকট আহ্বান প্রার্থনা করতে হবে। এই আহ্বানে বিশজনের মধ্যের ঊনিশজনের উপস্থিতিতেও যদি আহ্বানকর্ম সম্পাদিত হয়, তাতে উক্ত ভিক্ষুণীর আহ্বান অকৃতই থেকে যায়। এমন আহ্বানকারী ভিক্ষুণীগণ অন্যায়কর্মই করে থাকেন। এই বিনয়কর্মে এ সকল জ্ঞাত থাকা কর্তব্য।

তাই আর্যাগণকে জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা পরিশুদ্ধা আছেন তো? দ্বিতীয়বারও জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা পরিশুদ্ধা আছেন তো? তৃতীয়বারও জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা পরিশুদ্ধা আছেন তো? পরিশুদ্ধা আছেন বলেই সকলে নীরব আছেন; আমি এরূপ ধারণা করছি।

[বি. দ্র. অপর সাতটি সংঘাদিশেষ বিনয়পিটকের অন্যত্র পাওয়া যাবে]

[সপ্তদশ পর্ব সমাপ্ত]

[ভিক্ষুণী-বিভঙ্গে সংঘাদিশেষ বর্ণনা সমাপ্ত]

৩. নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় (বিসর্জন) আপত্তি পর্ব

১. পাত্র বর্গ

১. প্রথম শিক্ষাপদ

মাননীয়া আর্যাগণ, ত্রিশ প্রকার নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়-ধর্মের উদ্দেস শুরু হচ্ছে :

৭৮. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা বহুপাত্র সঞ্চয় করে রাখতেন। জনগণ বিহার দর্শনে পরিভ্রমণকালে এগুলো দেখে এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন যে, ভিক্ষুণীরা কেন বহুপাত্র সঞ্চয় করে রাখতে শুরু করেছেন? তারা কি পাত্রের ব্যবসা করতে হাড়ি-পাতিলের দোকান খুলে বসেছেন?

জনগণের এ সকল নিন্দাবাদ, আন্দোলন ও ক্ষোভের কথা ভিক্ষুণীরা শুনতে পেলেন। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরা বলতে লাগলেন, এ কেমন কথা যে, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা বহুপাত্র সঞ্চয় করে রাখছেন? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ বিষয় জ্ঞাত করালে ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান তখন জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা বহুপাত্র সঞ্চয় করে রাখছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য।

ভগবান অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, ইহা কেমন কথা যে, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা পাত্র সঞ্চয় করে রাখছে? ভিক্ষুগণ, তাদের এই আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৭৯. **"যেই ভিক্ষুণী পাত্র সঞ্চয় করে রাখবে তার নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

৮০. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'পত্তো' বলতে দ্বিবিধ পাত্র; যথা : মাটির পাত্র ও লৌহপাত্র। তন্মধ্যে আকার ভেদে পাত্র তিন প্রকার; যথা : বৃহৎ পাত্র, মধ্যম পাত্র এবং ছোটো পাত্র। "উক্কট্ঠো' বা বৃহৎ পাত্রের অর্ধেকমাত্র অন্ন-ব্যঞ্জন গ্রহণ করা যায়। তন্মধ্যে চারি ভাগ খাদ্য এবং তদুপযোগী ব্যঞ্জন। মধ্যম পাত্রে একনালি (১৩$^{১}/_{৩}$ মুষ্টি চাউলের পরিমাণ) ভোজন গ্রহণ করা যায়। তন্মধ্যে চারি ভাগ খাদ্য এবং তদুপযোগী ব্যঞ্জন, ইহাই নিয়ম। 'ওমকো' বলতে ক্ষুদ্রপাত্রে পরিপূর্ণভাবে ভোজন গ্রহণ করা যায়। তন্মধ্যে চার ভাগ খাদ্য এবং তদুপযোগী ব্যঞ্জন, ইহাই বিধি। ইহাদের মধ্যে বৃহৎ পাত্র (উক্কট্ঠো এবং ক্ষুদ্রপাত্র (ওমকো) অপাত্র হিসেবে গণ্য। 'সন্নিচ্চয় করেয্যাতি' বলতে অধিষ্ঠান অথচ, বিকল্প না করলে নিস্সগ্গিয়তে পরিণত হওয়া। সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই এই নিস্সগ্গিয় হয়ে থাকে। তাই সংঘ, গণ (দুই বা তিনজন) অথবা একজন ভিক্ষুণীকে এগুলো এভাবে বিসর্জন দিতে হবে :

তিনজন ভিক্ষুণী সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গকে একাংশ করে বৃদ্ধ ভিক্ষুণীদের পায়ে বন্দনাপূর্বক উক্কুটিক হয়ে হাত জোড় করে বসে এভাবেই বলবে :

"এই আর্যার পাত্র রাত্রি অতিক্রান্তজনিত নিস্সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তাই ইহা সংঘের নিকট পরিত্যাগ করছি।"

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। সংঘের অনুমোদনে সামর্থ্যবান ভিক্ষুণী আপত্তি প্রতিগ্রহণ করে এভাবেই বিসর্জিত পাত্র আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুণীকে প্রদান করতে হবে :

"মাননীয় আর্যা সংঘ, আমার বক্তব্য শুনুন। এই পাত্র অমুক ভিক্ষুণীর নিকটে নিস্সগ্গিয় হওয়াতে সংঘের নিকটে বিসর্জিত হয়। যদি সংঘ উপযুক্ত কাল বিবেচনা করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ অমুক ভিক্ষুণীকে তা পুনঃ দিতে পারেন।"

তিনজন ভিক্ষুণী অতঃপর কিছু ভিক্ষুণীদের নিকটে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুণীদের পদ-বন্দনার পর উৎকুটিকভাবে বসে হাত জোড় করে এভাবে বলতে হবে :

"এই আর্যার পাত্র রাত্রি অতিক্রমের কারণে নিস্সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। ইহা আমরা আর্যাকে পুনঃ ত্যাগ করছি।"

পাত্র ত্যাগের পর আপত্তি দেশনা করবে। অতঃপর সংঘের অনুমোদিত সক্ষম ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করে বিসর্জিত পাত্র এভাবেই

দেবে :

"মাননীয় আর্যাগণ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন! এই পাত্র অমুক ভিক্ষুণীর নিকট নিস্সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় আর্যাগণের নিকটে তা বিসর্জিত হয়েছে। যদি আর্যাগণ সঠিক সময় বলে বিবেচনা করেন, তবে এই পাত্র অমুক ভিক্ষুণীকে দিতে পারেন।"

তিন ভিক্ষুণী তখন একজন ভিক্ষুণীর নিকটে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে করজোড়ে এভাবেই বলতে হবে :

"এই আর্যার পাত্র রাত্রি অতিক্রান্তে নিস্সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। এখন আর্যার নিকট আমরা ইহা ত্যাগ কারছি।"

এভাবে ত্যাগ করে আপত্তি দেশনা করতে হবে। তিন ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করবে। অতঃপর ত্যাগকৃত পাত্র এভাবেই দিতে হবে :

"এই পাত্র আর্যাকে দিচ্ছি।" (তিনবার)

৮১. 'রত্তি অতিক্কন্তে' বলতে রাত অতিক্রান্ত হয়েছে এরূপ ধারণা মাত্রেই নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হবে। রাত অতিক্রান্ত হলো কি না তা ভুলে গেলেও নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হবে। রাত অতিক্রম হলেও হয়নি বলে ধারণা সত্ত্বেও নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হবে। রাত অতিক্রান্ত অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠানকৃত বলে ধারণায়ও নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। অবিকপ্পনে বিকপ্পনকৃত ধারণায়ও নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। অবিসর্জনে বিসর্জিত হয়েছে ধারণায় নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। অনিষ্টে নষ্ট, নষ্টে-অনিষ্ট, ভঙ্গে-অভঙ্গ, অভঙ্গে-ভঙ্গ, অলুপ্তে-লুপ্ত বলে ধারণায় নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।

'নিস্সগ্গিযং' আপত্তিগ্রস্ত পাত্র বিসর্জন না করে ব্যবহার করলে দুক্কট অপরাধ হয়। রাত্রি অতিক্রান্তে, অতিক্রান্ত হয়েছে ধারণা উৎপত্তি ক্ষণেই দুক্কট অপরাধ হয়। রাত অতিক্রান্ত হলো কি না তা ভুলে গেলেও দুক্কট অপরাধ হয়। রাত অতিক্রান্তে, অতিক্রম হয়নি ধারণায় অপরাধ মুক্ত থাকা যায়।

৮২. **অনাপত্তি :** সূর্যের অন্তিম মুহূর্তে অধিষ্ঠান করলে, বিকপ্পন করলে, নিক্ষেপ করলে; নষ্ট হলে, বিনষ্ট হলে, ভঙ্গ হলে, ছিন্ন না করে গ্রহণ করলে, বিশ্বাস করে গ্রহণ করলে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিক হলে ক্ষমাযোগ্য বলে গণ্য করা যায়।

সে সময়ে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীগণ বিসর্জিত পাত্র ফেরত দিলেন না। ভগবানকে এ বিষয় নিবেদন করলে ভগবান বললেন, "ভিক্ষুগণ, বিসর্জিত পাত্র ভিক্ষুণীরা না দিয়ে পারবে না। যে দেবে না, তার দুক্কট

অপরাধ হবে।”

[প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

২. দ্বিতীয় শিক্ষাপদ

২. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈক ভিক্ষুণীরা গ্রাম্য আবাসে বর্ষা যাপন করে শ্রাবস্তীতে আগমন করলেন। ব্রতসম্পন্না, ঈর্যাপথসম্পন্না, দুর্বর্ণা, জীর্ণ চীবরসম্পন্না এই ভিক্ষুণীদের দেখে উপাসকগণ ভাবলেন, “এই ভিক্ষুণীগণ অচিরেই বস্ত্রহীনা হয়ে পড়বে। তাদেরকে অকাল-চীবর (কঠিন চীবর মাসের পরে প্রাপ্ত) দান করব।”

ভিক্ষুণী স্থূলনন্দা লোভের বশে বস্ত্রগুলো নিয়ে অধিষ্ঠানের পর এই বলে ভাগ করে ফেললেন যে, “আমরা এগুলোকে কঠিন চীবর মাসে প্রাপ্ত চীবর হিসেবে (কাল-চীবর) কঠিনের উপযোগী করব”। উপাসকগণ সেই ভিক্ষুণীদের দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, “আর্যাগণ, চীবর লাভ করেছেন তো? না, উপাসক; চীবর পাইনি। আর্যা স্থূলনন্দা এগুলো কাল-চীবর হিসেবে কঠিনের উপযোগী করতে অধিষ্ঠান করে ভাগ করে ফেলেছেন। ইহা শুনে উপাসকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, “ইহা কেমন কথা! আর্যা স্থূলানন্দা কী করে অকাল-চীবরকে কাল-চীবর হিসেবে অধিষ্ঠান করে ভাগ করে দিলেন?”

ভিক্ষুণীগণ, সেই উপাসকগণের এই নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের বিষয় শুনতে পেলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন...। ভিক্ষুণীরা তা ভিক্ষুদের জানালেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় নিবেদন করলে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী অকাল-চীবরকে কাল-চীবর করে ফেলেছে, এবং অধিষ্ঠান করে ভাগ করে ফেলেছে?” হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রদান করব :

৮৪. **“যেই ভিক্ষুণী অকাল-চীবরকে কাল-চীবরে পরিণত করে এবং অধিষ্ঠানপূর্বক ভাগ করে ফেলে, তার নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হবে।”**

৮৫. ‘যা পনাতি’ বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

‘ভিক্‌খুনীতি’ বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

‘অকাল-চীবর’ বলতে যিনি কঠিন চীবর লাভ করেননি তাঁর জন্যে চীবর মাস ব্যতীত **১১** মাস এবং যিনি কঠিন চীবর লাভ করেছেন তার জন্যে চীবর মাসসহ হেমন্ত-ঋতুর চার মাস বাদে বছরের বাকি সাত মাসকে অকাল-চীবর মাস বলে। এ সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত চীবরকে অকাল-চীবর বলে। ‘কাল-চীবর’ অধিষ্ঠান করে ভাগ করতে শুরু করলে দুক্কট আপত্তি হয়। ভাগ করা সমাপ্ত হয়ে গেলে নিস্‌সগ্গিয় হয়। তখন তা সংঘ, গণ, অথবা একজন ভিক্ষুণীর নিকটে হলেও বিসর্জন করতে হয়। ভিক্ষুগণ, এভাবেই তা করতে হবে :

“হে আর্যা, আমার দ্বারা অকাল-চীবরকে কাল-চীবররূপে অধিষ্ঠানপূর্বক ভাগ করাতে; তা নিস্‌সগ্গিয় প্রাপ্ত হওয়ায়, আমি সংঘকে তা ত্যাগ করছি।”

তিনজন ভিক্ষুণী সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গকে একাংশ করে বৃদ্ধ ভিক্ষুণীদের পায়ে বন্দনাপূর্বক উক্কুটিক হয়ে হাত জোড় করে বসে এভাবেই বলবে :

“এই আর্যার অকাল-চীবরকে কাল-চীবররূপে অধিষ্ঠানপূর্বক ভাগ করাতে, তা নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তাই ইহা সংঘের নিকট পরিত্যাগ করছি।”

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। সংঘের অনুমোদনে সামর্থ্যবান ভিক্ষুণী আপত্তি প্রতিগ্রহণ করে এভাবেই বিসর্জিত অকাল-চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুণীকে প্রদান করতে হবে :

“মাননীয়া আর্যা সংঘ, আমার বক্তব্য শুনুন। এই অকাল-চীবর অমুক ভিক্ষুণীর নিকটে নিস্‌সগ্গিয় হওয়াতে সংঘের নিকটে বিসর্জিত হয়। যদি সংঘ উপযুক্ত কাল বিবেচনা করেন তাহলে মাননীয়া সংঘ অমুক ভিক্ষুণীকে তা পুনঃ দিতে পারেন।”

তিনজন ভিক্ষুণী অতঃপর কিছু ভিক্ষুণীদের নিকটে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুণীদের পদ বন্দনার পর উৎকুটিকভাবে বসে হাত জোড় করে এভাবে বলতে হবে :

"এই আর্যার অকাল-চীবরকে কাল-চীবররূপে অধিষ্ঠানপূর্বক ভাগ করাতে, তা নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। ইহা আমরা আর্যাকে পুনঃ ত্যাগ করছি।"

অকাল-চীবর ত্যাগের পর আপত্তি দেশনা করবে। অতঃপর সংঘের অনুমোদিত সক্ষম ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করে বিসর্জিত অকাল-চীবর এভাবেই দেবে :

"মাননীয়া আর্যাগণ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন; এই অকাল-চীবর অমুক ভিক্ষুণীর নিকট নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় আর্যাগণের নিকটে তা বিসর্জিত হয়েছে। যদি আর্যাগণ সঠিক সময় বলে বিবেচনা করেন, তবে এই অকাল-চীবর অমুক ভিক্ষুণীকে দিতে পারেন।"

তিন ভিক্ষুণী তখন একজন ভিক্ষুণীর নিকটে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে করজোড়ে এভাবেই বলতে হবে :

"এই আর্যার অকাল-চীবরকে কাল-চীবররূপে অধিষ্ঠানপূর্বক ভাগ করাতে, তা নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। এখন আর্যার নিকট আমরা ইহা ত্যাগ করছি।"

এভাবে ত্যাগ করে আপত্তি দেশনা করতে হবে। তিন ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করবে। অতঃপর ত্যাগকৃত অকাল-চীবর এভাবেই দিতে হবে :

"এই অকাল-চীবর আর্যাকে দিচ্ছি।" (তিনবার)

৮৬. (১) অকাল-চীবরকে অকাল-চীবর ধারণা থাকা সত্ত্বেও কাল-চীবর হিসেবে অধিষ্ঠান করে ভাগ করলে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। (২) অকাল-চীবরকে ভুলবশত কাল-চীবররূপে অধিষ্ঠান করে ভাগ করে দিলে তা নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। (৩) অকাল-চীবরকে কাল-চীবর ধারণায়, কাল-চীবর হিসেবে অধিষ্ঠান করে ভাগ করে দিলে তা নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। (৪) কাল-চীবরকে অকাল-চীবর ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। (৫) কাল-চীবর কি না তা ভুলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। (৬) কাল-চীবরকে কাল-চীবর ধারণায় কোনো দোষ নেই।

৮৭. **অনাপত্তি :** অকাল-চীবরকে অকাল-চীবর ধারণায় ভাগ করলে, কাল-চীবরকে কাল-চীবর ধারণায় ভাগ করলে, উন্মাদ হলে, আদিকর্মিক হলে ক্ষমার যোগ্য বলে গণ্য করা হয়।

[দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৩. তৃতীয় শিক্ষাপদ

৮৮. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন স্থূলনন্দা ভিক্ষুণী অন্য এক ভিক্ষুণীর সাথে চীবর পরিবর্তন করে ব্যবহার করছিলেন। একদিন সেই ভিক্ষুণী উক্ত চীবর তুলে রাখলেন, স্থূলনন্দা ভিক্ষুণী সেই ভিক্ষুণীকে বললেন, "হে আর্যা, সেদিন যেই চীবরটি আমার সাথে পরিবর্তন করেছিলেন তা কোথায়? তখন সেই ভিক্ষুণী চীবরটি এনে স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে দেখালেন। ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা তখন বললেন, হে আর্যা, তোমার চীবর তুমি নাও, আমার চীবর আমাকে দাও। আমারটা আমার থাক, তোমারটা তোমারই থাক। এই বলে সে নিজেরটা জোর করে ছিনিয়ে নিল। অতঃপর সেই ভিক্ষুণী অন্যান্য ভিক্ষুণীদের তা জানালেন।

যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, তারা এ ঘটনা অবগত হয়ে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, "এ কেমন আচরণ? কেন আর্যা স্থূলানন্দা এক ভিক্ষুণীর সাথে চীবর পরিবর্তন করে তা পুনঃ ছিনিয়ে নিলেন?"

অতঃপর সেই ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে তা জানালে ভিক্ষুগণ ভগবানকে বিষয়টি নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা এক ভিক্ষুণীর সাথে চীবর পরিবর্তন করে পুনঃ তা ছিনিয়ে নিয়েছে? হ্যাঁ প্রভু, তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন এবং ভিক্ষুদের বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার ইহা কেমন আচরণ? ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করব :

৮৯. **"যেই ভিক্ষুণী অন্য ভিক্ষুণীর সাথে চীবর পরিবর্তন করে, পরে বলে যে, হে আর্যা, তোমার চীবর ফিরায়ে লও, আমার চীবর আমাকে দাও। তোমারটা তোমার থাক, আমারটা আমারই থাক। আমার চীবর নিয়ে আস। এই বলে পরে নিজে জোর করে ছিনিয়ে নেয়, অথবা অন্যের দ্বারা ছিনায়ে নেয়, তখন তার সেই চীবর নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়।"**

৯০. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'ভিক্‌খুনিযা সদ্ধিন্তি' বলতে অন্যান্য ভিক্ষুণীদের সাথে।

'চীবরং' বলতে ছয় প্রকার চীবরের (পূর্বে বর্ণিত) যেকোনো একটি, যা যেই পর্যন্ত বিকপ্পনযোগ্য অবস্থায় থাকে।

'পরিবট্টেত্বা'তি বলতে অল্পের সাথে বহু, অথবা বহুর সাথে অল্পের বিনিময়।

'অচ্ছিন্দেয্যাতি' বলতে নিজের জন্য ছিনিয়ে নিলে নিস্‌সগ্গিয় হয়।

'অচ্ছিন্দাপেয্যাতি' বলতে অন্যকে ছিনিয়ে আনতে নির্দেশ দিলে দুক্কট আপত্তি হয়। পুনঃ নির্দেশে ছিনিয়ে আনলে নিস্‌সগ্গিয় হয়। তখন সংঘ, গণ অথবা এক ভিক্ষুণীর নিকট ওই চীবর বিসর্জন দিতে হয়। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই বিসর্জনের নিয়ম :

"এই আর্যা, এই চীবর অন্য ভিক্ষুণীর সাথে পরিবর্তন করে ছিনিয়ে আনাতে নিস্‌সগ্গিয় প্রাপ্ত হয়েছে। তাই আমি ইহা সংঘের নিকট বিসর্জন দিচ্ছি।"

তিনজন ভিক্ষুণী সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গকে একাংশ করে বৃদ্ধ ভিক্ষুণীদের পায়ে বন্দনাপূর্বক উক্কুটিক হয়ে হাত জোড় করে বসে এভাবেই বলবে :

"এই আর্যার চীবর অন্য ভিক্ষুণীর সাথে পরিবর্তন করে ছিনিয়ে আনাতে নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তাই ইহা সংঘের নিকট পরিত্যাগ করছি।"

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। সংঘের অনুমোদন সামর্থ্যবান ভিক্ষুণী আপত্তি প্রতিগ্রহণ করে এভাবেই বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুণীকে প্রদান করতে হবে :

"মাননীয়া আর্যা সংঘ, আমার বক্তব্য শুনুন। এই চীবর অমুক ভিক্ষুণীর নিকটে নিস্‌সগ্গিয় হওয়াতে সংঘের নিকটে বিসর্জিত হয়। যদি সংঘ উপযুক্ত কাল বিবেচনা করেন তাহলে মাননীয়া সংঘ অমুক ভিক্ষুণীকে তা পুনঃ দিতে পারেন।"

তিনজন ভিক্ষুণী অতঃপর কিছু ভিক্ষুণীদের নিকটে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুণীদের পদ বন্দনার পর উৎকুটিকভাবে বসে হাত জোড় করে এভাবে বলতে হবে :

"এই আর্যার চীবর অন্য ভিক্ষুণীর সাথে পরিবর্তন করে ছিনিয়ে

আনাতে নিস্সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। ইহা আমরা আর্যাকে পুনঃ ত্যাগ করছি।”

চীবর ত্যাগের পর আপত্তি দেশনা করবে। অতঃপর সংঘের অনুমোদিত সক্ষম ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করে বিসর্জিত চীবর এভাবেই দেবে :

“মাননীয়া আর্যাগণ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন; এই চীবর অমুক ভিক্ষুণীর নিকট নিস্সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় আর্যাগণের নিকটে তা বিসর্জিত হয়েছে। যদি আর্যাগণ সঠিক সময় বলে বিবেচনা করেন, তবে এই চীবর অমুক ভিক্ষুণীকে দিতে পারেন।”

তিন ভিক্ষুণী তখন একজন ভিক্ষুণীর নিকটে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে করজোড়ে এভাবেই বলতে হবে :

“এই আর্যার চীবর অন্য ভিক্ষুণীর সাথে পরিবর্তন করে ছিনিয়ে আনাতে নিস্সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। এখন আর্যার নিকট আমরা ইহা ত্যাগ করছি।”

এভাবে ত্যাগ করে আপত্তি দেশনা করতে হবে। তিন ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করবে। অতঃপর ত্যাগকৃত চীবর এভাবেই দিতে হবে :

“এই চীবর আর্যাকে দিচ্ছি।” (তিনবার)

৯১. উপসম্পন্নাকে উপসম্পন্না সংজ্ঞায় চীবর বিনিময় করে, নিজে বা অপরকে দিয়ে ছিনায়ে নিলে নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। ‘উপসম্পন্না’, এ কথা ভুলে গিয়ে চীবর বিনিময় করে তা নিজে বা অন্যের দ্বারা ছিনিয়ে নিলেও নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। চীবর ব্যতীত অন্য দ্রব্য বিনিময় করে নিজে বা অন্যের দ্বারা ছিনায়ে নিলে দুক্কট আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নাকে উপসম্পন্না ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। ‘উপসম্পন্না’ এ কথা ভুলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নাকে অনুপসম্পন্না ধারণায় ছিনিয়ে নিলেও দুক্কট আপত্তি হয়।

৯২. অনাপত্তি : ভিক্ষুণী নিজে ফেরত দিলে, নিজে নিজে বিসর্জন দিলে, তা গ্রহণে, উন্মাদ হলে, আদিকর্মিক হলে ক্ষমাযোগ্য বলে গণ্য হয়।

[তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৪. চতুর্থ শিক্ষাপদ

৯৩. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার পীড়া হলো। একজন উপাসক যেখানে ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আর্যার কি অসুখ হয়েছে? কী আহার করছেন? উপাসক, ঘৃতই আমার উপকারী। তখন সেই উপাসক ঘরে গিয়ে টাকা এনে এক দোকান হতে ঘৃত সংগ্রহ করে স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে দিলেন। তখন স্থূলানন্দা বললেন, উপাসক, ঘৃতদ্বারা আমার তেমন উপকার হবে না মনে হয়; তৈলই আমার উপকারী। উপাসক তখন দোকানীর নিকট গিয়ে বললেন, আর্যার নাকি ঘৃতদ্বারা কোনো কাজ হবে না, তৈল দ্বারাই উপকার হবে। অতএব, ফেরত নিয়ে তৈলই আমাকে দেন। দোকানী তখন বললেন, হে আর্যা, বিক্রিত মাল যদি পুনঃ গ্রহণ করি, তাহলে কবে আমার মাল বিক্রি হবে? ঘৃতের দ্বারা ঘৃতই ক্রয় বিক্রয় হয়, তেল ক্রয় করে নিয়ে যান। তখন সেই উপাসক নিন্দা, আন্দোলন, ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, "আর্যা স্থূলানন্দার এ কেমন আচরণ? একটির কথা বলে, আবার অন্যটি কেন চায়?"

উপাসকের এই নিন্দাবাদ অন্য ভিক্ষুণীরা শুনলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, তারাও ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার এই আচরণে, নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে ভিক্ষুগণকে তা জানালেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ সকল বিষয় নিবেদন করলে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা একটি আনতে বলে, পুনঃ অন্যটির কথা বলছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করব :

৯৪. "যেই ভিক্ষুণী প্রথমে এক দ্রব্যের কথা বলে, পরে অন্য দ্রব্য চায়; তখন সেই দ্রব্য নিস্সগ্গিয় হয়ে তার ব্যবহার অযোগ্য হবে।"

৯৫. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'অঞ্ঞং বিঞ্ঞাপেয্যাতি' বলতে একটি বাদ দিয়ে অন্য একটি নির্দেশ করা। এরূপ বাক্য প্রয়োগ ক্ষণেই দুক্কট হয়, বস্তুটি পেলেই তা নিস্সগ্গিয় হয়। তখন প্রাপ্ত দ্রব্য সংঘ, গণ বা একজন ভিক্ষুণীর নিকট ত্যাগ করতে হয়।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই তা ত্যাগ করতে হয় : "এই আর্যা, প্রথমে একটির কথা বলে পুনঃ অন্যটি নির্দেশ করায় প্রাপ্ত দ্রব্য নিস্সগ্গিয় প্রাপ্ত হয়েছে। তাই আমি ইহা সংঘের নিকট পরিত্যাগ করছি।"

তিনজন ভিক্ষুণী সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গকে একাংশ করে বৃদ্ধ ভিক্ষুণীদের পায়ে বন্দনাপূর্বক উক্কুটিক হয়ে হাত জোড় করে বসে এভাবেই বলবে :

"এই আর্যার প্রথমে একটির কথা বলে পুনঃ অন্যটি নির্দেশ করায় প্রাপ্ত দ্রব্য নিস্সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তাই ইহা সংঘের নিকট পরিত্যাগ করছি।"

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। সংঘের অনুমোদনে সামর্থ্যবান ভিক্ষুণী আপত্তি প্রতিগ্রহণে করে এভাবেই বিসর্জিত দ্রব্য আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুণীকে প্রদান করতে হবে :

"মাননীয়া আর্যা সংঘ, আমার বক্তব্য শুনুন। এই দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীর নিকটে নিস্সগ্গিয় হওয়াতে সংঘের নিকটে বিসর্জিত হয়। যদি সংঘ উপযুক্ত কাল বিবেচনা করেন, তাহলে মাননীয়া সংঘ অমুক ভিক্ষুণীকে তা পুনঃ দিতে পারেন।"

তিনজন ভিক্ষুণী অতঃপর কিছু ভিক্ষুণীদের নিকটে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুণীদের পদবন্দনার পর উৎকুটিকভাবে বসে হাত জোড় করে এভাবে বলতে হবে :

"এই আর্যার প্রথমে একটির কথা বলে পুনঃ অন্যটি নির্দেশ করায় প্রাপ্ত দ্রব্য নিস্সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। ইহা আমরা আর্যাকে পুনঃ ত্যাগ করছি।"

দ্রব্য ত্যাগের পর আপত্তি দেশনা করবে। অতঃপর সংঘের অনুমোদিত সক্ষম ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করে বিসর্জিত দ্রব্য এভাবেই দেবে :

"মাননীয়া আর্যাগণ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন; এই দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীর নিকট নিস্সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় আর্যাগণের নিকটে তা বিসর্জিত হয়েছে। যদি আর্যাগণ সঠিক সময় বলে বিবেচনা করেন, তবে

এই দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীকে দিতে পারেন।”

তিন ভিক্ষুণী তখন একজন ভিক্ষুণীর নিকটে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে করজোড়ে এভাবেই বলতে হবে :

“এই আর্যার প্রথমে একটির কথা বলে পুনঃ অন্যটি নির্দেশ করায় প্রাপ্ত দ্রব্য নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। এখন আর্যার নিকট আমরা ইহা ত্যাগ করছি।”

এভাবে ত্যাগ করে আপত্তি দেশনা করতে হবে। তিন ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করবে। অতঃপর ত্যাগকৃত দ্রব্য এভাবেই দিতে হবে “এই দ্রব্য আর্যাকে দিচ্ছি।” (তিনবার)

৯৬. অন্যকে, অন্য বলে ধারণায়; সেই অন্যটি চেয়ে নিলে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। ‘অন্যটি’ বলে ভুলে গিয়ে, তা চেয়ে নিলেও নিস্‌সগ্গিয় হয়। অন্যটিতে অন্য বলে ধারণায় চেয়ে নিলে, তা নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। অন্যটি নহে, অথচ তাকে অন্য বলে ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। অন্যটি নহে; ইহা ভুলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। যা অন্যটি নহে, তাকে অন্যটি নহে ধারণায় কোনো আপত্তি হয় না।

৯৭. **অনাপত্তি :** জ্ঞাতির নিকট চাইলে, অন্যের জন্যে চাইলে, উপকারিতা প্রদর্শন করে চাইলে, উন্মাদ অবস্থায় চাইলে এবং আদিকর্মিক হলে ক্ষমাযোগ্য বলে গণ্য হয়।

[চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫. পঞ্চম শিক্ষাপদ

৯৮. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীর অসুখ হলো। জনৈক উপাসক স্থূলানন্দার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আর্যার স্বস্তিবোধ হচ্ছে তো? দিন ভালো যাচ্ছে তো? না উপাসক, আমার স্বস্তিবোধ হচ্ছে না, দিনও ভালো যাচ্ছে না। আর্যা, আমি অমুক দোকানীর ঘরে টাকা দিয়ে যাবো; আপনার যা ইচ্ছে তা সেখান থেকে সংগ্রহ করবেন। স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী তার এক শিক্ষামনাকে ডেকে এনে বললেন, হে ভিক্ষার্থিনী, যাও অমুক দোকানীর ঘরে প্রদত্ত টাকার পরিমাণ তেল সংগ্রহ করে আন। অতঃপর সেই শিক্ষার্থিনী দোকানীর ঘর হতে তৈল সংগ্রহ করে স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে দিল। তখন স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী বললেন, “না হে শিক্ষার্থিনী তৈল দিয়ে কাজ হবে না। আমার ঘৃতেরই প্রয়োজন।”

তখন শিক্ষার্থিনী দোকানীর নিকট উপস্থিত হয়ে সেই দোকানীকে বললেন, 'ভাই, আর্যার নাকি তৈলের প্রয়োজন নেই, ঘৃতই প্রয়োজন। এই তৈল ফেরত নিন, ঘৃতই আমাকে দিন।' আর্যার নিকট বিক্রিত দ্রব্য যদি আমি পুনঃ ফেরত নিই, তাহলে কবে আমি আমার দ্রব্য বিক্রি করব? তৈল ক্রয় করেছ, তা-ই নিয়ে যাও। ঘৃত ক্রয়ের মূল্য সংগ্রহ করো। তখন ঘৃত নিতে পারবে। সেই শিক্ষার্থিনী ইহা শুনে, কাঁদতে কাঁদতে দাঁড়িয়ে রইলো। ভিক্ষুণীগণ তাকে এমন অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, হে শিক্ষার্থিনী, কেন কাঁদছ? তখন সে ভিক্ষুণীদেরকে সবিস্তারে ঘটনা জানাল। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, তারা ইহাতে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ইহা কেমন কথা! আর্যা স্থূলানন্দা কেন একবার একটি বিনিময় করে, পুনঃ অন্যটি বিনিময়ের কথা বলে থাকেন?

তারা ভিক্ষুগণকে এ বিষয় জানালেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, "ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা, প্রথমে একটি আনতে বলে, পরে অন্যটির কথা বলে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করে ভিক্ষুদের বললেন, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার ইহা কেমন আচরণ? কেন সে একবার একটি বিনিময় করে, পুনঃ অন্যটি বিনিময় করতে চায়? ভিক্ষুগণ, ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৯৯. "যেই ভিক্ষুণী একটি বিনিময় করে, তার পরিবর্তে অন্যটি বিনিময় করতে চাইবে তার নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হবে।"

১০০. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'অঞ্ঞং চেতাপেত্বাতি' বলতে যেকোনো দ্রব্যের বিনিময় করতে গিয়ে তা বাদ দিয়ে অন্য একটি বিনিময় করতে চাওয়া। এরূপ প্রয়োগ ক্ষণেই দুক্কট আপত্তি হয়। দ্রব্যটি লাভ করলে তা নিস্সগ্গিয় হয়। এমন দ্রব্য বিসর্জন কর্তব্য। এভাবেই তা বিসর্জন করতে হবে :

"এই আর্যা একটা বিনিময় করতে গিয়ে, অন্যটা বিনিময় করাতে তা নিস্‌সগ্গিয় প্রাপ্ত হয়েছে। ইহা আমি সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

তিনজন ভিক্ষুণী সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গকে একাংশ করে বৃদ্ধ ভিক্ষুণীদের পায়ে বন্দনাপূর্বক উক্কুটিক হয়ে হাত জোড় করে বসে এভাবেই বলবে :

"এই আর্যার একটা বিনিময় করতে গিয়ে, অন্যটা বিনিময় করাতে তা নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তাই ইহা সংঘের নিকট পরিত্যাগ করছি।"

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। সংঘের অনুমোদনে সামর্থ্যবান ভিক্ষুণী আপত্তি প্রতিগ্রহণ করে এভাবেই বিসর্জিত দ্রব্য আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুণীকে প্রদান করতে হবে :

"মাননীয়া আর্যা সংঘ, আমার বক্তব্য শুনুন এই দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীর নিকটে নিস্‌সগ্গিয় হওয়াতে সংঘের নিকটে বিসর্জিত হয়। যদি সংঘ উপযুক্ত কাল বিবেচনা করেন তাহলে মাননীয়া সংঘ অমুক ভিক্ষুণীকে তা পুনঃ দিতে পারেন।"

তিনজন ভিক্ষুণী অতঃপর কিছু ভিক্ষুণীদের নিকটে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুণীদের পদ বন্দনার পর উৎকুটিকভাবে বসে হাত জোড় করে এভাবে বলতে হবে :

"এই আর্যার একটা বিনিময় করতে গিয়ে, অন্যটা বিনিময় করাতে; তা নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। ইহা আমরা আর্যাকে পুনঃ ত্যাগ করছি।"

দ্রব্য ত্যাগের পর আপত্তি দেশনা করবে। অতঃপর সংঘের অনুমোদিত সক্ষম ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করে বিসর্জিত দ্রব্য এভাবেই দেবে

"মাননীয়া আর্যাগণ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন। এই দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীর নিকট নিস্‌সগ্গিয় আপত্তিপ্রাপ্ত হওয়ায় আর্যাগণের নিকটে তা বিসর্জিত হয়েছে। যদি আর্যাগণ সঠিক সময় বলে বিবেচনা করেন, তবে এই দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীকে দিতে পারেন।"

তিন ভিক্ষুণী তখন একজন ভিক্ষুণীর নিকটে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে করজোড়ে এভাবেই বলতে হবে :

"এই আর্যার একটা বিনিময় করতে গিয়ে, অন্যটা বিনিময় করাতে তা নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। এখন আর্যার নিকট আমরা ইহা ত্যাগ

করছি।”

এভাবে ত্যাগ করে আপত্তি দেশনা করতে হবে। তিনজন ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করবে। অতঃপর ত্যাগকৃত দ্রব্য এভাবেই দিতে হবে : “এই দ্রব্য আর্যাকে দিচ্ছি।” (তিনবার)

১০১. অন্যটিতে অন্যটি বলে ধারণায়, অন্যটির বিনিময়ে নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। ‘ইহা অন্যটি’ এ বিষয় ভুলে গিয়েও অন্যটি বিনিময় করলে নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। অন্যটিতে, অন্যটি নহে ধারণায়; অন্যটির বিনিময়ে নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। অন্যকে অন্য বলে ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। ‘অন্যটি নহে’, এ বিষয় ভুলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। যা অন্যটি নহে, তাতে অন্যটি নহে ধারণায় কোনো আপত্তি হয় না।

১০২. অনাপত্তি : জ্ঞাতিজনের সাথে বিনিময়ে, অন্যের জন্যে বিনিময় করলে, সুফল প্রদর্শন করে বিনিময়ে, উন্মাদগ্রস্ত অবস্থায় বিনিময়ে এবং আদিকর্মিক হলে ক্ষমাযোগ্য বলে গণ্য হয়।

[পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬. ষষ্ঠ শিক্ষাপদ

১০৩. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন উপাসকগণ ভিক্ষুণীসংঘের চীবরের জন্যে চাঁদা সংগ্রহ করে এক প্রবারণা উদ্‌যাপনকারী ভিক্ষুণীর ঘরে বস্ত্র দ্রব্যাদি রেখে ভিক্ষুণীদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আর্যাগণ, অমুক প্রবারিকার কক্ষে চীবর তৈরির জন্যে বস্ত্র দ্রব্যাদি রাখা হয়েছে। সেখান হতে চীবর নিয়ে বন্টন করুন। ভিক্ষুণীরা সেই দ্রব্যাদি দ্বারা ভৈষজ্য বিনিময় করে নিজেরা পরিভোগ করে ফেললেন। উপাসকগণ তা অবগত হয়ে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ইহা কেমন কথা? ভিক্ষুণীরা এক উদ্দেশ্যে সংঘকে প্রদত্ত দ্রব্য, কি করে অন্য উদ্দেশ্যে বিনিময় করে ফেললেন? ভিক্ষুণীরা সেই উপাসকগণের এই নিন্দা, আন্দোলন আর ক্ষোভের কথা জানতে পারলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও এজন্যে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ভিক্ষুণীদের ইহা কেমন আচরণ? কী করে তারা এক উদ্দেশ্যে সংঘকে প্রদত্ত দ্রব্য অন্য উদ্দেশ্যে বিনিময় করে ফেললেন? তাঁরা ভিক্ষুগণকে তা জানালেন। ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলে, ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীগণ সংঘকে

এই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য, অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য।

ভগবান অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করব :

১০৪. “যেই ভিক্ষুণী অন্যের দ্বারা সংঘকে এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য, অন্য উদ্দেশ্যে বিনিময় করে নিজে ব্যবহার করতে চায়, তা নিস্‌সগ্গিয় হয়।”

১০৫. ‘যা পনাতি’ বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

‘ভিক্‌খুনীতি’ বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

‘অঞ্ঞদত্থিকেন পরিক্‌খারেন’ বলতে অন্য উদ্দেশ্যে অন্যের দ্বারা প্রদত্ত দ্রব্য।

‘সাঙ্ঘিকেন’ বলতে শুধুমাত্র সংঘ উদ্দেশ্যেই, কোনো গণ (গ্রুপ বা পর্ষদ) বা এক ভিক্ষুণীর উদ্দেশ্যেই নহে।

‘অঞ্ঞংচেতপেয্যাতি’ বলতে যেই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত, তা বাদ দিয়ে অন্য উদ্দেশ্যে পরিবর্তন করা। এরূপ উদ্যোগক্ষণেই দুক্কট আপত্তি হয়। পরিবর্তন সম্পন্ন হলেই নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। তখন সংঘ, গণ বা একজন ভিক্ষুণীর নিকট তা ত্যাগ করতে হবে। এভাবেই তা ত্যাগ করতে হয় :

“এই আর্যা এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সাংঘিক দ্রব্য, অন্য উদ্দেশ্যে বিনিময় করাতে তা নিস্‌সগ্গিয় হয়েছে। আমি ইহা সংঘের নিকট ত্যাগ করছি।”

তিনজন ভিক্ষুণী সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গকে একাংশ করে বৃদ্ধ ভিক্ষুণীদের পায়ে বন্দনাপূর্বক উক্কুটিক হয়ে হাত জোড় করে বসে এভাবেই বলবে :

“এই আর্যার এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সাংঘিক দ্রব্য, অন্য উদ্দেশ্যে বিনিময় করাতে তা নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তাই ইহা সংঘের নিকট পরিত্যাগ করছি।”

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। সংঘের অনুমোদনে সামর্থ্যবান ভিক্ষুণী আপত্তি প্রতিগ্রহণ করে এভাবেই বিসর্জিত সাংঘিক দ্রব্য আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুণীকে প্রদান করতে হবে :

"মাননীয়া আর্যা সংঘ, আমার বক্তব্য শুনুন। এই সাংঘিক দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীর নিকটে নিস্‌সগ্গিয় হওয়াতে সংঘের নিকটে বিসর্জিত হয়। যদি সংঘ উপযুক্ত কাল বিবেচনা করেন তাহলে মাননীয়া সংঘ অমুক ভিক্ষুণীকে তা পুনঃ দিতে পারেন।"

তিনজন ভিক্ষুণী অতঃপর কিছু ভিক্ষুণীদের নিকটে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুণীদের পদ বন্দনার পর উৎকুটিকভাবে বসে হাত জোড় করে এভাবে বলতে হবে :

"এই আর্যার এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সাংঘিক দ্রব্য, অন্য উদ্দেশ্যে বিনিময় করাতে তা নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। ইহা আমরা আর্যাকে পুনঃ ত্যাগ করছি।"

সাংঘিক দ্রব্য ত্যাগের পর আপত্তি দেশনা করবে। অতঃপর সংঘের অনুমোদিত সক্ষম ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করে বিসর্জিত সাংঘিক দ্রব্য এভাবেই দেবে :

"মাননীয়া আর্যাগণ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন; এই সাংঘিক দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীর নিকট নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় আর্যাগণের নিকটে তা বিসর্জিত হয়েছে। যদি আর্যাগণ সঠিক সময় বলে বিবেচনা করেন, তবে এই সাংঘিক দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীকে দিতে পারেন।"

তিনজন ভিক্ষুণী তখন একজন ভিক্ষুণীর নিকটে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে করজোড়ে এভাবেই বলতে হবে :

"এই আর্যার এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সাংঘিক দ্রব্য, অন্য উদ্দেশ্যে বিনিময় করাতে তা নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। এখন আর্যার নিকট আমরা ইহা ত্যাগ করছি।"

এভাবে ত্যাগ করে আপত্তি দেশনা করতে হবে। তিনজন ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করবে। অতঃপর ত্যাগকৃত সাংঘিক দ্রব্য এভাবেই দিতে হবে :

"এই সাংঘিক দ্রব্য আর্যাকে দিচ্ছি।" (তিনবার)

১০৬. অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্তকে, অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বলে ধারণায়, অন্য কাজে ব্যবহার করলে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত

বলে ভুলে গিয়ে, অন্য কাজে ব্যবহার করলেও নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্তকে, অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বলে ধারণা থাকা সত্ত্বেও, অন্য কাজে ব্যবহার দ্বারা নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হলে; বিনিময়ের মাধ্যমে লব্ধ দ্রব্য যথানিয়মে বিনয়কর্মাদি সম্পাদন করতে হবে। অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্তকে অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বলে ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। 'অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এ কথা ভুলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্তকে, অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নহে ধারণায়, কোনো আপত্তি হয় না।

১০৭. **অনাপত্তি :** অর্হতের দ্বারা যদি পরিবর্তন করে, দ্রব্যের দাতা বা গ্রহীতার অনুমতিক্রমে পরিবর্তন করা হলে, বিপদে পড়ে পরিবর্তন করলে, উন্মাদ হয়ে করলে, আদিকর্মিক হলে ক্ষমাযোগ্য বলে গণ্য করা যায়।

[ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৭. সপ্তম শিক্ষাপদ

১০৮. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন উপাসকগণ ভিক্ষুণীসংঘের চীবরের জন্যে চাঁদা সংগ্রহ করে বর্ষাব্রত উদ্‌যাপনকারী এক ভিক্ষুণীর কক্ষে দ্রব্যসমূহ রেখে ভিক্ষুণীদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, অমুক আর্যার পবারিক কক্ষে চীবরের দ্রব্যাদি রাখা হয়েছে। সেখান থেকে চীবর নিয়ে বন্টন করুন। ভিক্ষুণীরা নিজেই যাচঞা করে সেই দ্রব্যাদির দ্বারা ভৈষজ্য বিনিময় করে পরিভোগ করে ফেললেন। উপাসকগণ তা জানতে পেরে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ইহা কেমন কথা! এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সাংঘিক দ্রব্য ভিক্ষুণীরা কী করে অন্য উদ্দেশ্যে নিজে যাচঞা করে পরিবর্তনপূর্বক ব্যবহার করল?

ভিক্ষুণীরা সেই উপাসকগণের এই নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভের বিষয় জানলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, তারাও এতে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এ কেমন কথা? কী করে ভিক্ষুণীরা সংঘের উদ্দেশ্যে এক কাজে প্রদত্ত দ্রব্য নিজে যাচঞা করে তা অন্য দ্রব্যে পরিবর্তন ও ব্যবহার করতে পারে? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ বিষয় জানালে, ভিক্ষুগণ তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা এক উদ্দেশ্যে সংঘকে প্রদত্ত দ্রব্য নিজে যাচঞা করে পরিবর্তন করে অন্য উদ্দেশ্যে

ব্যবহার করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায় বলে ভগবান অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কেমন কথা? কেন ভিক্ষুণীরা সংঘের জন্যে এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য, অন্য উদ্দেশ্যে নিজে যাচঞা করে বিনিময় করবে? ভিক্ষুগণ, ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কেনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করব :

১০৯. **"যেই ভিক্ষুণী সংঘের উদ্দেশ্যে, এক অর্থে প্রদত্ত দ্রব্য, অন্য উদ্দেশ্যে নিজে যাচঞা করে অন্য উদ্দেশ্যে পরিবর্তন করলে সেই দ্রব্য নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হবে।"**

১১০. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'অঞ্ঞদত্থিকেন পারিক্খারেন' বলতে অন্য উদ্দেশ্যে, অন্য অর্থে প্রদত্ত।

'সঙ্ঘিকেনতি' বলতে সংঘের প্রয়োজনে, কিন্তু গণ বা এক ভিক্ষুণীর প্রয়োজন নহে।

'সঞ্ঞাচিকেন' বলতে স্বয়ং যাচঞা করে।

'অঞ্ঞং চেতাপেয্যাতি' বলতে যেই অর্থে প্রদত্ত বা বাদ দিয়ে, অন্য একটিতে বিনিময় করা। এরূপ উদ্যোগ গ্রহণ ক্ষণেই দুক্কট আপত্তি হয়। দ্রব্য লাভ করলেই নিস্সগ্গিয় হয়। তখন তা সংঘ, গণ অথবা একজন ভিক্ষুণীর নিকট ত্যাগ করতে হবে। ভিক্ষুগণ, এভাবেই ত্যাগ করতে হয় (সংঘ, গণ বা এক ভিক্ষুণীর নিকট গিয়ে, ভিক্ষুণী দ্রব্যটি হাতে নিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে সংঘের সম্মুখে উৎকুটিকভাবে বসে বলবেন) :

"আর্যাগণ, আমার এই দ্রব্যটি এক অর্থে সংঘকে প্রদত্ত; কিন্তু অন্য উদ্দেশ্যে স্বয়ং যাচঞা করে পরিবর্তন করায় নিস্সগ্গিয় হয়েছে। তাই ইহা আমি সংঘকে ত্যাগ করছি।"

তিনজন ভিক্ষুণী সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গকে একাংশ করে বৃদ্ধ ভিক্ষুণীদের পায়ে বন্দনাপূর্বক উক্কুটিক হয়ে হাত জোড় করে বসে এভাবেই বলবে :

"এই আর্যার এই দ্রব্যটি এক অর্থে সংঘকে প্রদত্ত; কিন্তু অন্য উদ্দেশ্যে স্বয়ং যাচঞা করে পরিবর্তন করায় নিস্সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তাই ইহা সংঘের নিকট পরিত্যাগ করছি।"

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। সংঘের অনুমোদনে সামর্থ্যবান ভিক্ষুণী আপত্তি প্রতিগ্রহণ করে এভাবেই বিসর্জিত দ্রব্য আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুণীকে প্রদান করতে হবে :

"মাননীয়া আর্যা সংঘ, আমার বক্তব্য শুনুন। এই দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীর নিকটে নিস্সগ্গিয় হওয়াতে সংঘের নিকটে বিসর্জিত হয়। যদি সংঘ উপযুক্ত কাল বিবেচনা করেন তাহলে মাননীয়া সংঘ অমুক ভিক্ষুণীকে তা পুনঃ দিতে পারেন।"

তিনজন ভিক্ষুণী অতঃপর কিছু ভিক্ষুণীদের নিকটে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুণীদের পাদ-বন্দনার পর উৎকুটিকভাবে বসে হাত জোড় করে এভাবে বলতে হবে :

"এই আর্যার এই দ্রব্যটি এক অর্থে সংঘকে প্রদত্ত; কিন্তু অন্য উদ্দেশ্যে স্বয়ং যাচঞা করে পরিবর্তন করায় নিস্সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। ইহা আমরা আর্যাকে পুনঃ ত্যাগ করছি।"

দ্রব্য ত্যাগের পর আপত্তি দেশনা করবে। অতঃপর সংঘের অনুমোদিত সক্ষম ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করে বিসর্জিত দ্রব্য এভাবেই দেবে :

"মাননীয়া আর্যাগণ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন। এই দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীর নিকট নিস্সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় আর্যাগণের নিকটে তা বিসর্জিত হয়েছে। যদি আর্যাগণ সঠিক সময় বলে বিবেচনা করেন, তবে এই দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীকে দিতে পারেন।"

তিন ভিক্ষুণী তখন একজন ভিক্ষুণীর নিকটে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে করজোড়ে এভাবেই বলতে হবে :

"এই আর্যার এই দ্রব্যটি এক অর্থে সংঘকে প্রদত্ত; কিন্তু অন্য উদ্দেশ্যে স্বয়ং যাচঞা করে পরিবর্তন করায় নিস্সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। এখন আর্যার নিকট আমরা ইহা ত্যাগ করছি।"

এভাবে ত্যাগ করে আপত্তি দেশনা করতে হবে। তিন ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করবে। অতঃপর ত্যাগকৃত দ্রব্য এভাবেই দিতে হবে :

"এই দ্রব্য আর্যাকে দিচ্ছি।" (তিনবার)

১১১. এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্যকে অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বলে ধারণায়

অন্য দ্রব্য বিনিময় করলে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। 'এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য' ইহা জেনেও ভুলে গিয়ে, অন্যটির সাথে বিনিময় করলে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্যকে অন্য উদ্দেশ্যে নহে বলে ধারণায়, অন্য একটির সাথে বিনিময় করলে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। এরূপ নিস্‌সগ্গিয় দ্রব্য যথাবিধান মতে ব্যবহার কর্তব্য। অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্তকে অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নহে বলে ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। অন্য উদ্দেশ্যে বা নিজের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ইহা ভুলে গেলে দুক্কট হয়। অন্য উদ্দেশ্যে যা প্রদত্ত নহে, তাকে অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নহে ধারণায় অপরাধ নেই।

১১২. **অনাপত্তি :** অবশিষ্ট দ্বারা পরিবর্তনে, দাতার অনুমতিসাপেক্ষে পরিবর্তনে, বিপদকালে পরিবর্তনে, উন্মাদের পরিবর্তনে এবং আদিকর্মী হলে ক্ষমাযোগ্য বলে গণ্য হয়।

[সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৮. অষ্টম শিক্ষাপদ

১১৩. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন এক গ্রামপ্রধান প্রদত্ত পরিবেনের আবাসিক ভিক্ষুণীদের যাগুর অভাব দেখা দিল। গ্রামপ্রধান চাঁদা সংগ্রহ করে এক দোকানীর ঘরে দ্রব্যাদি (চাঁদা) রেখে ভিক্ষুণীদের নিকটে গিয়ে বললেন, আর্যাগণ, অমুক দোকানীর ঘরে যাগুর প্রয়োজনীয় দ্রব্য রাখা হয়েছে। সেখান থেকে চাউলাদি আনয়ন করায়ে যাগু তৈরি করে পরিভোগ করুন। ভিক্ষুণীরা সেই যাগু দ্রব্যের পরিবর্তে ভৈষজ্য (মধু, ঘৃত, মাখন, তৈল, গুড়) এনে পরিভোগ করলেন। গ্রামপ্রধান তা জানতে পেরে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ইহা কেমন কথা! কী করে ভিক্ষুণীরা মহাজনগণ দ্বারা এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য, অন্য উদ্দেশ্যে বিনিময় করলেন? তাঁর এই নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ ভিক্ষুণীরা জ্ঞাত হলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও এজন্যে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে তা জানালে ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় নিবেদন করলেন। তখন ভগবান জানতে চাইলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কী সত্য যে, ভিক্ষুণীরা মহাজনগণ কর্তৃক এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য, অন্য উদ্দেশ্যে বিনিময় করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায়। হে ভিক্ষুগণ, কী করে

ভিক্ষুণীরা মহাজনতা কর্তৃক এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য, অন্য উদ্দেশ্যে বিনিময় করতে পারে? ভিক্ষুগণ, ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করব :

১১৪. "যেই ভিক্ষুণী মহাজনতা কর্তৃক এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য পরের দ্বারা পরিবর্তন করাবে তাতে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হবে।"

১১৫. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'অঞ্ঞদত্থিকেন পরিক্কারেন অঞ্ঞুদ্দিসিকেনাতি' বলতে এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার বুঝায়।

'মহাজনিকেনা'তি' বলতে জনগণ কর্তৃক গণ তথা তিনজন ভিক্ষুণীর জন্যে প্রদত্ত, কিন্তু এক ভিক্ষুণীর জন্যে নহে।

'অঞ্ঞং চেতাপেয্যাতি' বলতে ইহা যেই প্রয়োজনে প্রদত্ত তা বাদ দিয়ে পরের দ্বারা অন্যটি বিনিময় করা। এরূপ উদ্যোগ গ্রহণক্ষণে দুক্কট হয় এবং পরিবর্তিত দ্রব্য লাভ ক্ষণে নিস্‌সগ্গিয় হয়। তখন ইহা সংঘ, গণ, অথবা একজন ভিক্ষুণীর নিকটে বিসর্জন দিতে হয়। ভিক্ষুগণ, এভাবেই বিসর্জন কর্তব্য : নিস্‌সগ্গিয় প্রাপ্তা ভিক্ষুণী উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে সংঘের নিকট উপস্থিত দ্রব্যটি হাতে নিয়ে উৎকুটিকভাবে বসে বলতে হবে :

"মাননীয়া আর্যাগণ, আমার এই দ্রব্য জনগণ কর্তৃক এক কারণে প্রদত্ত অন্য উদ্দেশ্যে পরের দ্বারা পরিবর্তন করায় আমার পক্ষে পরিত্যাগযোগ্য (নিস্‌সগ্গিয়) দ্রব্যে পরিণত হয়েছে। তাই ইহা সংঘ ক্ষেত্রে পরিত্যাগ করছি।"

তিনজন ভিক্ষুণী সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গকে একাংশ করে বৃদ্ধ ভিক্ষুণীদের পায়ে বন্দনাপূর্বক উক্কুটিক হয়ে হাত জোড় করে বসে এভাবেই বলবে :

"এই আর্যার এই দ্রব্য জনগণ কর্তৃক এক কারণে প্রদত্ত অন্য উদ্দেশ্যে

পরের দ্বারা পরিবর্তন করায় নিস্সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তাই ইহা সংঘের নিকট পরিত্যাগ করছি।"

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। সংঘের অনুমোদনে সামর্থ্যবান ভিক্ষুণী আপত্তি প্রতিগ্রহণ করে এভাবেই বিসর্জিত দ্রব্য আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুণীকে প্রদান করতে হবে :

"মাননীয়া আর্যা সংঘ, আমার বক্তব্য শুনুন। এই দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীর নিকটে নিস্সগ্গিয় হওয়াতে সংঘের নিকটে বিসর্জিত হয়। যদি সংঘ উপযুক্ত কাল বিবেচনা করেন তাহলে মাননীয়া সংঘ অমুক ভিক্ষুণীকে তা পুনঃ দিতে পারেন।"

তিনজন ভিক্ষুণী অতঃপর কিছু ভিক্ষুণীদের নিকটে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুণীদের পাদ বন্দনার পর উৎকুটিকভাবে বসে হাত জোড় করে এভাবে বলতে হবে :

"এই আর্যার এই দ্রব্য জনগণ কর্তৃক এক কারণে প্রদত্ত অন্য উদ্দেশ্যে পরের দ্বারা পরিবর্তন করায় নিস্সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। ইহা আমরা আর্যাকে পুনঃ ত্যাগ করছি।"

দ্রব্য ত্যাগের পর আপত্তি দেশনা করবে। অতঃপর সংঘের অনুমোদিত সক্ষম ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করে বিসর্জিত দ্রব্য এভাবেই দেবে :

"মাননীয়া আর্যাগণ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন; এই দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীর নিকট নিস্সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় আর্যাগণের নিকটে তা বিসর্জিত হয়েছে। যদি আর্যাগণ সঠিক সময় বলে বিবেচনা করেন, তবে এই দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীকে দিতে পারেন।"

তিন ভিক্ষুণী তখন একজন ভিক্ষুণীর নিকটে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে করজোড়ে এভাবেই বলতে হবে :

"এই আর্যার এই দ্রব্য জনগণ কর্তৃক এক কারণে প্রদত্ত অন্য উদ্দেশ্যে পরের দ্বারা পরিবর্তন করায় নিস্সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। এখন আর্যার নিকট আমরা ইহা ত্যাগ করছি।"

এভাবে ত্যাগ করে আপত্তি দেশনা করতে হবে। তিন ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করবে। অতঃপর ত্যাগকৃত দ্রব্য এভাবেই দিতে হবে :

"এই দ্রব্য আর্যাকে দিচ্ছি।" (তিনবার)

১১৬. এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্যকে, সেই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বলে জেনেও অন্য একটিতে পরিবর্তন করলে নিস্সগ্গিয় হবে। যে উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তা

জানেন, কিন্তু ভুলে গিয়ে অন্য একটিতে পরিবর্তন করলেও নিস্‌সগ্গিয় হয়। যে উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য, সেই উদ্দেশ্যে নহে ধারণায়, অন্য একটিতে পরিবর্তন করলেও নিস্‌সগ্গিয় হয়।

এরূপ নিস্‌সগ্গিয় প্রাপ্ত দ্রব্য যথানিয়মে পরিভোগ করতে হবে। এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বলে মনে করলে দুক্কট আপত্তি হয়। 'সেই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত' ইহা ভুলে যাওয়াতেও দুক্কট আপত্তি হয়। অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্তকে অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ধারণায় কোনো দোষ হয় না।

১১৭. অনাপত্তি : অবশিষ্ট দ্বারা পরিবর্তন করলে, দাতার অনুমতি নিয়ে পরিবর্তন করলে, বিপদে পড়ে পরিবর্তন করলে, উন্মাদ অবস্থায় পরিবর্তন করলে এবং বুদ্ধ সময়ে প্রথম পরিবর্তনকারী হলে ক্ষমাযোগ্য বলে গণ্য হয়।

[অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৯. নবম শিক্ষাপদ

১১৮. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈক গ্রামপ্রধানের পরিবেনস্থ ভিক্ষুণীদের যাগুর অভাব হলো। তাই গ্রামপ্রধান চাঁদা সংগ্রহ করে ভিক্ষুণীদের যাগুর জন্যে এক দোকানীর ঘরে প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলো রেখে ভিক্ষুণীদের গিয়ে বললেন, "আর্যাগণ, অমুক দোকানীর ঘরে যাগুর জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলো রাখা হয়েছে। সেখান থেকে চাউলাদি গ্রহণ করে যাগু তৈরি করে পরিভোগ করুন। ভিক্ষুণীগণ সেই দ্রব্যের বিনিময়ে, ঘৃত, মধু, তৈলাদি ভৈষজ্য স্বয়ং নিজেরা চেয়ে নিয়ে পরিভোগ করলেন। গ্রামপ্রধান ইহা অবগত হয়ে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ইহা কেমন কথা! জনগণ দ্বারা এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য ভিক্ষুণীরা কী করে জেনেশুনে স্বয়ং নিজেরা অন্য উদ্দেশ্যে পরিবর্তন করবেন?"

ভিক্ষুণীরা সেই গ্রামপ্রধানের এই ক্ষোভ, আন্দোলন ও নিন্দার কথা শুনতে পেলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও ইহা শুনে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ইহা কেমন কথা? ভিক্ষুণীরা কী করে জনগণ কর্তৃক এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য জেনেশুনে স্বয়ং নিজেরা অন্য উদ্দেশ্যে পরিবর্তন করে ব্যবহার করলেন? ভিক্ষুণীরা

বিষয়টি ভিক্ষুদেরকে বললেন, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা জনগণ কর্তৃক এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য, জেনেশুনে স্বয়ং নিজেরা অন্য উদ্দেশ্যে পরিবর্তন করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান এজন্যে খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, ইহা কেমন কথা! হে ভিক্ষুগণ, কী করে ভিক্ষুণীরা মহাজনতা দ্বারা এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য, জেনেশুনে স্বয়ং নিজেরা অন্য উদ্দেশ্যে পরিবর্তন, ব্যবহার করতে পারে? ভিক্ষুগণ, ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১১৯. **"যেই ভিক্ষুণী মহাজনতা দ্বারা এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য স্বয়ং নিজে অন্য উদ্দেশ্যে পরিবর্তন করবে তার নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হবে।"**

১২০. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'অঞ্ঞদত্থিকেন পরিক্খারেন অঞ্ঞুদ্দিসিকেনাতি' বলতে অন্য অর্থে বা কারণে প্রদত্ত দ্রব্য আর এক উদ্দেশ্যে ব্যবহার।

'মহাজনিকেনাতি' বলতে নিজেই যাচঞা করে।

'অঞ্ঞং চেতাপেয্যাতি' বলতে যে জন্যে প্রদত্ত তা বাদ দিয়ে অন্যটিতে পরিবর্তন করা। এরূপ উদ্দেশ্যে গ্রহণক্ষণেই দুক্কট আপত্তি হয়। দ্রব্য গ্রহণ করা মাত্রই নিস্সগ্গিয় হয়। তখন তা সংঘ, গণ অথবা একজন ভিক্ষুণীকে বিসর্জন দিতে হবে। হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই বিসর্জন করা কর্তব্য :

"মাননীয়া আর্যাগণ, আমার এই দ্রব্য মহাজনতা দ্বারা এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হলেও অন্য উদ্দেশ্যে নিজে যাচঞা করে পরিবর্তন করায় নিস্সগ্গিয় অপরাধ হয়েছে। তাই ইহা আমি সংঘের নিকট বিসর্জন দিচ্ছি।"

তিনজন ভিক্ষুণী সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গকে একাংশ করে বৃদ্ধ ভিক্ষুণীদের পায়ে বন্দনাপূর্বক উৎকুটিক হয়ে হাত জোড় করে বসে এভাবেই বলবে :

"এই আর্যার এই দ্রব্য মহাজনতা দ্বারা এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হলেও অন্য উদ্দেশ্যে নিজে যাচঞা করে পরিবর্তন করায় নিস্সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তাই ইহা সংঘের নিকট পরিত্যাগ করছি।"

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। সংঘের অনুমোদনে সামর্থ্যবান ভিক্ষুণী আপত্তি প্রতিগ্রহণ করে এভাবেই বিসর্জিত দ্রব্য আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুণীকে প্রদান করতে হবে :

"মাননীয়া আর্যা সংঘ, আমার বক্তব্য শুনুন। এই দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীর নিকটে নিস্সগ্গিয় হওয়াতে সংঘের নিকটে বিসর্জিত হয়। যদি সংঘ উপযুক্ত কাল বিবেচনা করেন তাহলে মাননীয়া সংঘ অমুক ভিক্ষুণীকে তা পুনঃ দিতে পারেন।"

তিনজন ভিক্ষুণী অতঃপর কিছু ভিক্ষুণীদের নিকটে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুণীদের পদ বন্দনার পর উৎকুটিকভাবে বসে হাত জোড় করে এভাবে বলতে হবে :

"এই আর্যার এই দ্রব্য মহাজনতা দ্বারা এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হলেও অন্য উদ্দেশ্যে নিজে যাচঞা করে পরিবর্তন করায় নিস্সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। ইহা আমরা আর্যাকে পুনঃ ত্যাগ করছি।"

দ্রব্য ত্যাগের পর আপত্তি দেশনা করবে। অতঃপর সংঘের অনুমোদিত সক্ষম ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করে বিসর্জিত দ্রব্য এভাবেই দেবে :

'মাননীয়া আর্যাগণ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন। এই পাত্র অমুক ভিক্ষুণীর নিকট নিস্সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় আর্যাগণের নিকটে তা বিসর্জিত হয়েছে। যদি আর্যাগণ সঠিক সময় বলে বিবেচনা করেন, তবে এই দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীকে দিতে পারেন।"

তিন ভিক্ষুণী তখন একজন ভিক্ষুণীর নিকটে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে করজোড়ে এভাবেই বলতে হবে :

"এই আর্যার এই দ্রব্য মহাজনতা দ্বারা এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হলেও অন্য উদ্দেশ্যে নিজে যাচঞা করে পরিবর্তন করায় নিস্সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। এখন আর্যার নিকট আমরা ইহা ত্যাগ করছি।"

এভাবে ত্যাগ করে আপত্তি দেশনা করতে হবে। তিন ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করবে। অতঃপর ত্যাগকৃত দ্রব্য এভাবেই দিতে হবে : "এই দ্রব্য আর্যাকে দিচ্ছি।" (তিনবার)

১২১. এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বস্তুকে, সেই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বস্তু বলে

জেনেও পরিবর্তন করলে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত, ইহা জেনেও ভুলে গিয়ে পরিবর্তন করলে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্তকে, সেই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নহে ধারণায় পরিবর্তন করলেও নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। সেরূপ নিস্‌সগ্গিয় দোষ প্রাপ্ত দ্রব্য পূর্বোক্ত কর্মবাক্য নিয়মে পরিভোগ করা কর্তব্য। অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নহে, এমন দ্রব্যকে, অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ধারণায়ও দুক্কট অপরাধ হয়। অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ইহা জানা সত্ত্বেও, ভুলবশত পরিবর্তনে দুক্কট অপরাধ হয়। অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত, অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ধারণায় কোনো দোষ নেই।

১২২. **অনাপত্তি :** অবশিষ্ট দ্বারা পরিবর্তনে, দাতার অনুমতি দিয়ে পরিবর্তনে, বিপদে পড়ে পরিবর্তনে, উন্মাদ অবস্থায় পরিবর্তনে এবং বুদ্ধকালীন প্রথম অপরাধকারীর পরিবর্তনে কৃত অপরাধ ক্ষমাযোগ্য বলে গণ্য হয়।

[নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

১০. দশম শিক্ষাপদ

১২৩. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী বহুশ্রুতা, দক্ষ আবৃত্তিকারিণী এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মকথিকা ছিলেন। বহু মানুষ স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে শ্রদ্ধা, সমীহ করতেন। একদিন স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী পরিবেন ঝাঁট দিচ্ছিলেন। লোকেরা তখন স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে বললেন, আর্যা, কেন আপনি পরিবেণ ঝাঁট দিচ্ছেন? উপাসকগণ, আমার দায়কও নেই, সেবকও নেই। ইহা শুনে সেই লোকেরা চাঁদা সংগ্রহ করে স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীর পরিবেণের জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ে আসলেন। স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী সেই দ্রব্য দ্বারা স্বয়ং যাচঞা করে গুড়, মধু, মাখনাদি ভৈষজ্য পরিভোগ করলেন। লোকেরা তা জানতে পেরে আন্দোলন, নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এ কেমন কথা! আর্যা স্থূলানন্দা এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য অন্য উদ্দেশ্যে নিজেই যাচঞা করে পরিবর্তন করে, এককভাবে কী করে পরিভোগ করলেন?

জনগণের এই নিন্দা, আন্দোলন আর ক্ষোভের কথা ভিক্ষুণীরা শুনলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও একইভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করে ইহা ভিক্ষুসংঘকে জানালেন। ভিক্ষুরা ভগবানকে বিষয়টি নিবেদন

করলে ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা এক উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে পরিবর্তন করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা অত্যন্ত অন্যায় উল্লেখ করে বুদ্ধ ভগবান নিন্দা করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কেমন কথা যে, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য নিজে যাচঞা করে ব্যক্তিগতভাবে অন্য উদ্দেশ্যে তা পরিবর্তন করবে? ভিক্ষুগণ, ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১২৪. "যেই ভিক্ষুণী এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য, অন্য উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে নিজে যাচঞা করে যদি পরিবর্তন করে, তার নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হবে।"

১২৫. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'অঞ্‌ঞদত্থিকেন পরিক্‌খারেন উদ্দিসিকেনাতি' বলতে অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত।

'পুগ্গলিকেনাতি' বলতে সংঘ বা গণের জন্যে নহে, শুধু এক ভিক্ষুণীর জন্যে।

'সঞ্‌ঞচিকেনাতি' স্বয়ং যাচঞা করে।

'অঞ্‌ঞং চেতাপেয্যাতি' বলতে যেই জন্যে প্রদত্ত তা বাদ দিয়ে অন্য কাজে পরিবর্তন করা। এরূপ উদ্যোগ গ্রহণক্ষণেই দুক্কট আপত্তি হয়। পরিবর্তিত দ্রব্যটি গ্রহণক্ষণেই নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। তখন দ্রব্যটি সংঘকে বা তিনজন অথবা একজন ভিক্ষুণীর নিকট ত্যাগ করতে হয়। হে ভিক্ষুগণ, এভাবে তা ত্যাগ করতে হবে : (সেই ভিক্ষুণী দ্রব্যটি নিয়ে ভিক্ষুণীদের নিকটে উপস্থিত হয়ে বলবে)

"হে আর্যাগণ, এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এই দ্রব্য আমি নিজে যাচঞা করে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহারে পরিবর্তন করেছি বিধায় তা নিস্‌সগ্গিয় দোষযুক্ত হয়েছে। তাই আমি ইহা সংঘের নিকট ত্যাগ করছি।"

তিনজন ভিক্ষুণী সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গকে একাংশ করে বৃদ্ধ ভিক্ষুণীদের পায়ে বন্দনাপূর্বক উৎকুটিক হয়ে হাত জোড় করে বসে এভাবেই বলবে :

"এই আর্যার এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এই দ্রব্য আর্যা নিজে যাচঞা করে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহারে পরিবর্তন করেছেন বিধায় তা নিস্সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তাই ইহা সংঘের নিকট পরিত্যাগ করছি।"

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। সংঘের অনুমোদনে সামর্থ্যবান ভিক্ষুণী আপত্তি প্রতিগ্রহণ করে এভাবেই বিসর্জিত দ্রব্য আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুণীকে প্রদান করতে হবে :

"মাননীয়া আর্যা সংঘ, আমার বক্তব্য শুনুন। এই দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীর নিকটে নিস্সগ্গিয় হওয়াতে সংঘের নিকটে বিসর্জিত হয়। যদি সংঘ উপযুক্ত কাল বিবেচনা করেন তাহলে মাননীয়া সংঘ অমুক ভিক্ষুণীকে তা পুনঃ দিতে পারেন।"

তিনজন ভিক্ষুণী অতঃপর কিছু ভিক্ষুণীদের পদ বন্দনার পর উৎকুটিকভাবে বসে হাত জোড় করে এভাবে বলতে হবে :

"এই আর্যার এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এই দ্রব্য আর্যা নিজে যাচঞা করে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহারে পরিবর্তন করেছেন বিধায় তা নিস্সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। ইহা আমরা আর্যাকে পুনঃ ত্যাগ করছি।"

দ্রব্য ত্যাগের পর আপত্তি দেশনা করবে। অতঃপর সংঘের অনুমোদিত সক্ষম ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করে বিসর্জিত দ্রব্য এভাবেই দেবে :

"মাননীয়া আর্যাগণ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন। এই দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীর নিকট নিস্সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় আর্যাগণের নিকটে তা বিসর্জিত হয়েছে। যদি আর্যাগণ সঠিক সময় বলে বিবেচনা করেন, তবে এই দ্রব্য অমুক ভিক্ষুণীকে দিতে পারেন।"

তিন ভিক্ষুণী তখন একজন ভিক্ষুণীর নিকটে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে করজোড়ে এভাবেই বলতে হবে :

"এই আর্যার এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এই দ্রব্য আর্যা নিজে যাচঞা করে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহারে পরিবর্তন করেছেন বিধায় তা নিস্সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। এখন আর্যার নিকট আমরা ইহা ত্যাগ

করছি।”

এভাবে ত্যাগ করে আপত্তি দেশনা করতে হবে। তিন ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করবে। অতঃপর ত্যাগকৃত দ্রব্য এভাবেই দিতে হবে :

“এই দ্রব্য আর্যাকে দিচ্ছি।” (তিনবার)

১২৬. যেই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সেই উদ্দেশ্যে জেনেও অন্য উদ্দেশ্যে পরিবর্তন করলে নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। যেই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তা জেনেও ভুলবশত পরিবর্তন করলে, তা নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। যেই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তা অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ধারণায় পরিবর্তন করলে, তা নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। নিস্সগ্গিয়প্রাপ্ত দ্রব্য যথানিয়মে দোষমুক্ত করা কর্তব্য। অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্তকে আর এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত, ইহা ভুলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্তকে অন্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ধারণায়, কোনো দোষ হয় না।

১২৭. অনাপত্তি : অবশিষ্ট পরিবর্তনে, বা স্বামীর (মালিকের) অনুমতি নিয়ে পরিবর্তনে, বিপদে পড়ে পরিবর্তনে, উন্মাদ অবস্থায় পরিবর্তনে এবং আদিকর্মির পরিবর্তনে অপরাধ ক্ষমাযোগ্য বলে গণ্য হয়।

[দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

১১. একাদশ শিক্ষাপদ

১২৮. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন তখন স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী ছিলেন বহুশ্রুতা, দেশিকা, বিশারদা এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মকথিকা। একদিন শীতকালে রাজা প্রসেনজিৎ কোশল শীতকালীন মহার্ঘ কম্বল পরিধান করে স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী যেখানে অবস্থান করেন তথায় উপস্থিত হয়ে উপবেশন করলেন। স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী রাজা প্রসেনজিৎ কোশলকে ধর্মকথায় সহমত পোষণ করালেন, একাত্ম করালেন, গ্রহণে সম্মত করালেন, উদ্বুদ্ধ করালেন, সমুত্তেজিত করালেন, উৎফুল্ল করালেন।

রাজা প্রসেনজিৎ কোশল স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীর ধর্মকথায় এভাবে একাত্ম, উদ্বুদ্ধ, সমুত্তেজিত ও উৎফুল্ল হয়ে তাঁকে বললেন, “আর্যা, আমাকে বলুন, আপনার কিছু প্রয়োজন আছে কি?” তখন ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা বললেন, মহারাজ, আপনি যদি কিছু দিতে ইচ্ছা করেন, তবে আপনার কম্বলখানাই দিন।”

অতঃপর রাজা প্রসেনজিৎ কোশল স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে কম্বলখানা দিয়ে আসন হতে উঠে, স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণপূর্বক চলে গেলেন। লোকেরা ইহা জানতে পেরে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, "এই ভিক্ষুণীর তৃষ্ণা অত্যন্ত বিশাল, সন্তুষ্টি বলে তার কিছু নেই। এ কেমন আচরণ! রাজার কম্বলখানাই চেয়ে নিলেন?"

অন্যান্য ভিক্ষুণীরা জনগণের এই নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের বিষয় অবগত হলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, "এ কেমন আচরণ আর্যা স্থূলানন্দার? তিনি কেমন করে রাজার কম্বল চেয়ে নিলেন?" ভিক্ষুণীরা বিষয়টা ভিক্ষুগণকে জানালেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলে, ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, তা কি সত্য। হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায়, অশোভন, হে ভিক্ষুগণ, তার এই আচরণে কখনই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১২৯. "শীতকালীন মোটা বস্ত্র যাচঞাকারিণী, মাত্র ষোল কাহন (টাকা) পরিমাণ বস্ত্রই যাচঞা করতে পারবে। তার চেয়ে বেশি যাচঞা করলে, দুক্কট; এবং সেই বস্তু গ্রহণক্ষণেই নিস্সগ্গিয় হবে।"

১৩০. 'গরুপাবুরণং' অর্থে শীতকালীন মোটাবস্ত্র।

'চেতাপেয্যাতি' অর্থে নিজে যাচঞা করা।

'চতুক্কংসপরমং চেতাপেতব্বন্তি' বলতে সর্বমোট মূল্য ষোল কাহন পরিমাণ চাওয়া যায়।

'ততো চে উত্তরি চেতাপেয্যাতি' বলতে তদপেক্ষা বেশি চাইলে, চাওয়া মাত্রই দুক্কট আপত্তি হয়; হাতে গ্রহণক্ষণেই নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। তখন সংঘ, গণ অথবা একজন ভিক্ষুণীর নিকট অবশ্যই সেই দ্রব্য পরিত্যাগ করতে হয়।

এভাবে নিস্সগ্গিয় প্রাপ্ত বস্ত্র সংঘের নিকট, অথবা গণ, অথবা একজন মাত্র ভিক্ষুণীর নিকটে পরিত্যাগ করতে হবে। এভাবেই সেই বিসর্জন কর্ম

সম্পাদন করতে হবে :

"হে আর্যা, এই শীতকালীন মোটাবস্ত্র ষোল কাহনের অতিরিক্ত হয়েছে তা নিজে যাচঞা করায় নিস্‌সগ্গিয় প্রাপ্ত হয়েছে। তাই ইহা আমি সংঘের নিকটে পরিত্যাগ করছি।"

তিনজন ভিক্ষুণী সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গকে একাংশ করে বৃদ্ধ ভিক্ষুণীদের পায়ে বন্দনাপূর্বক উৎকুটিক হয়ে হাত জোড় করে বসে এভাবেই বলবে :

"এই আর্যার এই শীতকালীন মোটাবস্ত্র ষোল কাহনের অতিরিক্ত হয়েছে তা নিজে যাচঞা করায় নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তাই ইহা সংঘের নিকট পরিত্যাগ করছি।"

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। সংঘের অনুমোদনে সামর্থ্যবান ভিক্ষুণী আপত্তি প্রতিগ্রহণ করে এভাবেই বিসর্জিত শীতকালীন মোটাবস্ত্র আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুণীকে প্রদান করতে হবে :

"মাননীয়া আর্যা সংঘ, আমার বক্তব্য শুনুন। এই মোটা কম্বল অমুক ভিক্ষুণীর নিকটে নিস্‌সগ্গিয় হওয়াতে সংঘের নিকটে বিসর্জিত হয়। যদি সংঘ উপযুক্ত কাল বিবেচনা করেন তাহলে মাননীয়া সংঘ অমুক ভিক্ষুণীকে তা পুনঃ দিতে পারেন।"

তিনজন ভিক্ষুণী অতঃপর কিছু ভিক্ষুণীদের নিকটে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুণীদের পদ বন্দনার পর উৎকুটিকভাবে বসে হাত জোড় করে এভাবে বলতে হবে :

"এই আর্যার এই শীতকালীন মোটাবস্ত্র ষোল কাহনের অতিরিক্ত হয়েছে তা নিজে যাচঞা করায় নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। ইহা আমরা আর্যাকে পুনঃ ত্যাগ করছি।"

শীতকালীন মোটাবস্ত্র ত্যাগের পর আপত্তি দেশনা করবে। অতঃপর সংঘের অনুমোদিত সক্ষম ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করে বিসর্জিত শীতকালীন মোটাবস্ত্র এভাবেই দেবে :

"মাননীয়া আর্যাগণ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন; এই শীতকালীন মোটাবস্ত্র অমুক ভিক্ষুণীর নিকট নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় আর্যাগণের নিকটে তা বিসর্জিত হয়েছে। যদি আর্যাগণ সঠিক সময় বলে বিবেচনা করেন, তবে এই শীতকালীন মোটাবস্ত্র অমুক ভিক্ষুণীকে দিতে পারেন।"

তিন ভিক্ষুণী তখন একজন ভিক্ষুণীর নিকটে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ

একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে করজোড়ে এভাবেই বলতে হবে :

"এই আর্যার এই শীতকালীন মোটাবস্ত্র ষোল কাহনের অতিরিক্ত হয়েছে তা নিজে যাচঞা করায় নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। এখন আর্যার নিকট আমরা ইহা ত্যাগ করছি।"

এভাবে ত্যাগ করে আপত্তি দেশনা করতে হবে। তিন ভিক্ষুণী আপত্তি গ্রহণ করবে। অতঃপর ত্যাগকৃত শীতকালীন মোটাবস্ত্র এভাবেই দিতে হবে :

"এই শীতকালীন মোটাবস্ত্র আর্যাকে দিচ্ছি।" (তিনবার)

১৩১. ষোল কাহনের অতিরিক্ত মূল্যের দ্রব্য নিজে যাচঞা করলে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। নিজে যাচঞা করা দ্রব্য ষোল কাহনের অতিরিক্ত যে হয়ে যাচ্ছে, তা ভুলে গিয়ে নিজে যাচঞা করায় নিস্‌সগ্গিয় হয়। ষোল কাহনের কম নিজে যাচঞা করলে দুক্কট আপত্তি হয়। ষোল কাহনের কম আছে এমন মূল্য সঠিক ধারণায় কোনো আপত্তি হয় না।

১৩২. অনাপত্তি : ষোল কাহনের পরিপূর্ণ কিন্তু স্বয়ং যাচঞায়, ষোল কাহন থেকে কম যাচঞায়, জ্ঞাতিগণকে সন্তুষ্ট করতে গ্রহণে, অজ্ঞাতির জন্যে গ্রহণে, নিজের ধনে লব্ধ মহার্ঘ দ্রব্য, নিজে ইচ্ছুক হয়ে অল্পমাত্র গ্রহণে; উন্মাদ অবস্থায় গ্রহণে, আদিকর্মিকের গ্রহণে।

[একাদশ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

১২. দ্বাদশ শিক্ষাপদ

১৩৩. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী ছিলেন বহুশ্রুতা, আবৃত্তিকারিণী, বিশারদা এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মকথিকা। এক গরমের দিনে রাজা প্রসেনজিৎ কোশল মহার্ঘ ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করে ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার দর্শনে গমন করলেন। তিনি ভিক্ষুণী স্থূলানন্দাকে অভিবাদনপূর্বক উপবেশন করলে, স্থূলানন্দা ধর্মকথায় রাজা প্রসেনজিৎ কোশলকে সহমত পোষণ করায়ে, গ্রহণ করায়ে সমুত্তেজিত, উৎফুল্ল করলেন। তখন রাজা প্রসেনজিৎ কোশল স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী দ্বারা সহমত পোষণ করে, আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে, সমুত্তেজিত ও উৎফুল্ল হয়ে ভিক্ষুণী স্থূলানন্দাকে বললেন, আর্যার কোনো কিছু প্রয়োজন আছে কি? যদি মহারাজের দিতে ইচ্ছা হয়, তাহলে এই হালকা বস্ত্রটিই প্রদান করুন। তখন রাজা প্রসেনজিত ভিক্ষুণী স্থূলানন্দাকে সেই ক্ষৌমবস্ত্রখানা দান

করে, অভিবাদন এবং প্রদক্ষিণপূর্বক প্রস্থান করলেন। লোকেরা ইহা জানতে পেরে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, "এই ভিক্ষুণী বড়ই লোভী; কিছুতেই তার তৃপ্তি নেই। এ কেমন কথা! রাজা ক্ষৌমবস্ত্রখানা যাচঞা করে নিয়ে নিলেন?"

ভিক্ষুণীগণ, জনগণের এই নিন্দাবাদ শুনতে পেলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, তুষ্টা তারাও এতে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, "আর্যা স্থূলানন্দার এ কেমন আচরণ? কী করে তিনি রাজার ক্ষৌমবস্ত্র যাচঞা করে নিলেন? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে বিষয়টি জানালে ভিক্ষুরা তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান জানতে চাইলেন, সত্যই কি ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা রাজা প্রসেনজিৎ হতে নিজেই ক্ষৌমবস্ত্র চেয়ে নিয়েছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা খুবই গর্হিত আচরণ। হে ভিক্ষুগণ, এই আচরণে কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি :

১৩৪. "কোনো ভিক্ষুণী কোনো পাতলা আভরণ, যার সম্পূর্ণ মূল্য দশ কাহন, সেই পর্যন্ত নিজে যাচঞা করতে পারে। তদপেক্ষা বেশি যাচঞা করলে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হবে।"

১৩৫. 'লহু পাপুরণং' অর্থে যে-সকল গ্রীষ্মকালীন গাত্রাভরণ।

'চেতাপেয্যাতি' অর্থে নিজে যাচঞা করা।

'অড্‌ঢহেয্যকংসপরমং চেতাপেতব্বন্তি' বলতে সর্বমোট মূল্য দশ কাহন পরিমাণ চাওয়া যায়।

"ততো চে উত্তরি চেতাপেয্যাতি" বলতে তদপেক্ষা বেশি চাইলে, চাওয়া মাত্রই দুক্কট আপত্তি হয়; হাতে গ্রহণক্ষণেই নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় হয়। তখন সংঘ, গণ অথবা একজন ভিক্ষুণীর নিকট অবশ্যই সেই দ্রব্য পরিত্যাগ করতে হয়। ভিক্ষুগণ, এভাবেই তা পরিত্যাগ কর্তব্য :

"হে আর্যা, এই পাতলা বস্ত্র দশ কাহনের চেয়ে অধিক মূল্যের হওয়াতে নিস্‌সগ্গিয় প্রাপ্ত হয়েছে। তাই আমি সংঘে ত্যাগ করছি।" অতঃপর সংঘের একজন তা সংঘকে জ্ঞাত করাবে। সংঘ সেই পাতলা বস্ত্র পুনঃ যথানিয়মে উক্ত ভিক্ষুণীকে ফেরত দেবে।

১৩৬. দশ কাহনের অতিরিক্ত বস্তুকে অতিরিক্ত জেনেও গ্রহণ করলে নিস্সগ্গিয় হয়। দশ কাহনের অধিক মূল্যের ইহা জেনে ভুলবশত গ্রহণ করলেও নিস্সগ্গিয় হয়। দশ কাহনের চেয়ে বেশি মূল্যের বস্ত্রকে কম বলে ধারণায় গ্রহণ করলেও নিস্সগ্গিয় হয়। দশ কাহনের কম মূল্যের বস্ত্রকে বেশি ধারণায় গ্রহণ করলে দুক্কট আপত্তি হয়। দশ কাহনের কম এ কথা ভুলে গিয়ে গ্রহণ করলে দুক্কট আপত্তি হয়। দশ কাহনের কমকে, কম বলে ধারণায় কোনো দোষ নেই।

১৩৭. **অনাপত্তি :** দশ কাহনের পরিপূর্ণ মূল্যের বিনা যাচঞায় দান গ্রহণে, দশ কাহনের চেয়ে কম মূল্যের চাইলে, জ্ঞাতির সন্তোষার্থে, পরের জন্যে, নিজের ধন দ্বারা মহার্ঘ পাওয়ার ইচ্ছা করে, অল্পমাত্র গ্রহণে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের।

[দ্বাদশ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

আর্যাগণ, ত্রিশ প্রকাশ নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় ধর্ম বর্ণনা করা হলো। তাই আর্যাগণকে জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা পরিশুদ্ধ আছেন তো? দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা পরিশুদ্ধ আছেন তো? তৃতীয়বারও জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা পরিশুদ্ধ আছেন তো? আপনারা পরিশুদ্ধহেতু নিরবতা পালন করছেন, আমি এরূপই ধারণা করছি।

[বি.দ্র. নিস্সগ্গিয়-পাচিত্তিয় খণ্ডে উল্লিখিত ৩০টি শিক্ষাপদের মধ্যে ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ গ্রন্থে মাত্র ১২টির উল্লেখ আছে। অবশিষ্ট ১৮টি শিক্ষাপদ বিনয়পিটকের অন্যত্র দ্রষ্টব্য।]

[নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় সমাপ্ত]

৪. পাচিত্তিয় খণ্ড

১. লসুন বর্গ

১. প্রথম শিক্ষাপদ

আর্যাগণ, এখন একশত ছেষট্টি পাচিত্তিয় ধর্মের উদ্দেস করছি :

১৩৮. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন এক উপাসকের দ্বারা ভিক্ষুণীসংঘকে পর্যাপ্ত পরিমাণ লসুন দান করা হতো। যেই আর্যার লসুন প্রয়োজন তিনি বলতেন, 'আমি লসুন চাই'। নিত্য এরূপ বলাতে ক্ষেত্রপাল উপদ্রুত হয়ে ভিক্ষুণীরা আসলে একজনকে দুই তিন থলে ভর্তি করে দিত।

সে সময়ে শ্রাবস্তীতে এক উৎসব হচ্ছিল। তাতে লসুন সংকট দেখা দিল। ভিক্ষুণী উপাসকের নিকট গিয়ে বললেন, 'উপাসক, আমার লসুন প্রয়োজন। আর্যা, এখন লসুন ক্ষেত্রে সংকট দেখা দিয়েছে বিধায় দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী ক্ষেত্রে গমন করে, কিছুমাত্র না জানায়ে বহু লসুন নিয়ে গেলেন। ক্ষেত্রপাল এতে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলো "এরা কোন ধরনের ভিক্ষুণী! ক্ষেত্রে গমন করে কিছুমাত্র না জানিয়ে কেন এত লসুন নিয়ে যাবে?"

ভিক্ষুণীরা ক্ষেত্রপালের এই নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের বিষয় জানতে পারলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, তারাও এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, আর্যা স্থূলানন্দার এ কেমন আচরণ? কেন তিনি কিছুমাত্র না জানিয়ে এত লসুন নিয়ে আসলেন? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ বিষয়ে অভিযোগ করলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান ইহা জেনে জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী ক্ষেত্রপালকে কিছুমাত্র না জানায়ে বহু লসুন নিয়ে এসেছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায়। হে ভিক্ষুগণ, কিছুতেই ইহা অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে।

অতঃপর ভগবান ভিক্ষুণী স্থূলানন্দাকে বিভিন্নভাবে ভর্ৎসনা করে ভিক্ষুগণকে ন্যায়ের অনুকূলে ধর্মকথা বলার পর, ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ, এই স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী অতীতে এক ব্রাহ্মণের স্ত্রী ছিল।

সেই ব্রাহ্মণীর কন্যা ছিল বর্তমানের নন্দা, নন্দাবতী এবং

সুন্দরীনন্দা। অতঃপর হে ভিক্ষুগণ, সেই ব্রাহ্মণ মৃত্যুবরণ করে এক হংসীর গর্ভে জন্ম নিল। তার সর্বদেহ সুবর্ণপালকে আচ্ছাদিত ছিল। সে তাদেরকে এক একটি করে পালক দিতে গিয়ে হংসরাজ নিষ্পালক হয়ে গেল। পরে যেই পালক পুনঃ গজিয়ে উঠলো সেগুলো ছিল সাদা। হে ভিক্ষুগণ, এই স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী অতি লোভে তখন স্বর্ণ হারায়ে এখন লসুন আহরণ করছে।

যা পাও তুষ্ট হও, পাপ হয় অতি লোভে,
হংসরাজের সুবর্ণ পালক, নিঃশেষ হলো যেইভাবে।

অতঃপর ভগবান স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে অনেক পর্যায়ে ভর্ৎসনা করলেন। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১৩৯. "যে ভিক্ষুণী লসুন খাবে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"

১৪০. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'লসুনং' বলতে মগধরাজ্যে জাত ওষুধশ্রেণির বিশেষ উদ্ভিদ বুঝায়। 'আমি খাব' এরূপ ইচ্ছায় গ্রহণমাত্রই দুক্কট আপত্তি হয় এবং প্রতি গলাধঃকরণে এক একটি পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

১৪১. লসুনকে লসুন ধারণায় খেলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। 'ইহা লসুন' এটা জেনেও ভুলে গিয়ে খাওয়াতে পাচিত্তিয় হয়। লসুনকে অলসুন ধারণায় খেলে, দুক্কট আপত্তি হয়। অলসুনকে লসুন ধারণায় খেলে দুক্কট আপত্তি হয়। 'অলসুন' এই ধারণা ভুলে গিয়ে খাওয়াতে দুক্কট আপত্তি হয়। অলসুনকে অলসুন ধারণায় খাওয়াতে কোনো দোষ নেই।

১৪২. **অনাপত্তি :** পলণ্ডুক রোগে, গাত্র মালিশে, হরিতকির সাথে মিশ্রণে, পেঁয়াজের সাথে মিশ্রণে, সূপ-রান্নায়, মাংস রান্নায়, তৈলপাকে, খরার তাপ দগ্ধতায়, যাগু রান্নায়, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে ইহা ক্ষমাযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।

[প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

২. দ্বিতীয় শিক্ষাপদ

১৪৩. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা ঊরু ও বগল লোম মচন করায়ে অচিরাবতী নদীতে বেশ্যাদের সাথে নগ্নদেহে স্নান করতেন। বেশ্যারা এতে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলো এই বলে যে, কেন ভিক্ষুণীরা ঊরু ও বগল লোম মোচন করাচ্ছেন, যেভাবে কামভোগী গৃহিণীরা করে থাকেন?

ভিক্ষুণীরা বেশ্যাদের নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের কথা শুনতে পেলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও এজন্যে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এ কেমন কথা! ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা কী করে ঊরু ও বগলের লোম মোচন করাচ্ছেন?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের এ বিষয় জানালে, ভিক্ষুরা ভগবানের নিকট নিবেদন করলেন। ভগবান পুনঃ জানতে চাইলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা অত্যন্ত অশোভন হে ভিক্ষুগণ, এ কেমন কথা? কী করে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা ঊরুলোম, বাহুলোম মোচন করাচ্ছে? না ভিক্ষুগণ, ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১৪৪. "যেই ভিক্ষুণী ঊরু ও বাহুলোম মোচন করাবে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"

১৪৫. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'সম্বাধো' বলতে সংকীর্ণ স্থান তথা বগল ও মূত্রদ্বারে।

'সংহরাপেয্যাতি' বলতে একটি লোম মোচন করালে একটি পাচিত্তিয়, বহু লোম মোচন করালে বহু পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৪৬. অনাপত্তি : অসুস্থতার কারণে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের বেলায় কোনো দোষ নেই।

[দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৩. তৃতীয় শিক্ষাপদ

১৪৭. সে সময়ে বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন দুই ভিক্ষুণী ব্রহ্মচর্যে বিরক্ত এবং কামপীড়িত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করে পরস্পরে মর্দন ও চাপড়াচ্ছিলেন। ভিক্ষুণীরা সেই শব্দে দৌড়ে গিয়ে সেই ভিক্ষুণীদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে আর্যাগণ, আপনারা কোনো পুরুষকে নিয়ে দূষিত হচ্ছেন? না আর্যে, আমরা পুরুষ নিয়ে দূষিত হচ্ছি না। তারা ভিক্ষুণীদের ইহা জানালে, অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরা ইহা শুনে এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, এ কেমন ভিক্ষুণী? কী করে তারা পরস্পরে মর্দন, চাপড়ান করছে?

ভিক্ষুণীরা তা ভিক্ষুদের জানালেন। ভিক্ষুরা ভগবানকে বিষয়টা নিবেদন করলে, ভগবান পুনঃ জানতে চাইলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা খুবই অশোভন, হে ভিক্ষুগণ, এ কেমন কথা! কী করে ভিক্ষুণীরা কামরাগে পরস্পরে মর্দন ও চাপড়াতে পারে? না ভিক্ষুগণ, ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১৪৮. **"মর্দনে ও চাপড়ানে পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

১৪৯. 'তলঘাতকং' অর্থে সম্প্রহর্ষ তথা কামসুখ উৎপত্তি করতে এমনকি মূত্রপথে শাপলাপত্র দ্বারা আঘাত করলেও পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।

১৫০. **অনাপত্তি :** ব্যাধির কারণে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের দ্বারা হলে এমন অপরাধ ক্ষমাযোগ্য হয়।

[তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৪. চতুর্থ শিক্ষাপদ

১৫১. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈকা ঋতু বন্ধকারিণী ভিক্ষুণীদের নিকটে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করছিলেন। অন্য এক ভিক্ষুণী কামরাগে পীড়িতা হয়ে সেই ভিক্ষুণীর নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেন, আর্যার ঋতুস্রাব কি নিয়মিত

যাচ্ছে? কিভাবে আপনি তা ধারণ করেন? আর্যা, জতুমুষ্টি দ্বারা। আর্যা, এই জতুমুষ্টি কী জিনিস? তখন সেই ভিক্ষুণী জতুমুষ্টি এনে ধৌত করে ভুলে গিয়ে এক জায়গায় ফেলে রাখলেন। ভিক্ষুণীরা মক্ষিকা পরিবেষ্টিত এগুলো দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কাজ কে করেছে? আমি করেছি, এই বলে তিনি জানালেন। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরা এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এ কেমন কথা, কী করে ভিক্ষুণী জতুমুষ্টি ব্যবহার করতে পারে?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের তা জানালেন। ভিক্ষুগণ, এই বিষয় ভগবানকে নিবেদন করলে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভিক্ষুগণ, ইহা খুবই অশোভন। কী করে ভিক্ষুণীরা জতুমুষ্টি ব্যবহার করবে? ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১৫২. **“জতুমুষ্টি ব্যবহার করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।”**

১৫৩. ‘জতুমুষ্টি’ বলতে বৃক্ষের শক্ত লাভাময়, কাষ্ঠময়, ময়দাময় অথবা মৃত্তিকাময় পিণ্ড, যা সম্প্রহর্ষ তথা কামসুখ উৎপত্তিতে মূত্রদ্বারে ন্যূনতম শাপলাপত্র পরিমাণ প্রবেশ করালেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৫৪. **অনাপত্তি :** ব্যাধির কারণে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে এমন অপরাধ ক্ষমাযোগ্য হয়।

[চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫. পঞ্চম শিক্ষাপদ

১৫৫. সে সময়ে বুদ্ধ শাক্যরাজ্যে কপিলবাস্তুর নিগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন। তখন মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক বায়ুর নিম্নপ্রবাহের দিকে বসলেন। ভগবান তাঁকে সরায়ে ভিক্ষুণীদের দ্বারা ধোবন করালেন। অতঃপর মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে ধর্মকথায় সন্তোষিত, সমাদৃত, সমুত্তেজিত, সম্প্রহর্ষিত করলেন। গৌতমী ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে বিদায় নিলে, ভগবান এই সূত্রে, ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে ধর্মকথার পর বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদেরকে উদক-শুদ্ধি করতে হবে।"

সে সময়ে জনৈকা ভিক্ষুণী স্মরণ করলেন যে, ভগবান উদক-শুদ্ধির নির্দেশ দিয়েছেন। তাই তিনি এত বিশেষভাবে উদক-শুদ্ধি করলেন যে মূত্রদ্বারে বমন হলো। সেই ভিক্ষুণী অন্যান্যদের তা জানালেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা ইহা শুনে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ইহা কেমন কথা! কেন সেই ভিক্ষুণী অতি বেশি উদক-শুদ্ধি করতে গেল?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে তা জানালেন। ভিক্ষুরা ভগবানকে এ বিষয় নিবেদন করলে, ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভিক্ষুগণ, ইহা খুবই অশোভন। কেন ভিক্ষুণীরা এভাবে উদক-শুদ্ধি করবে? তাদের এই আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব উৎপত্তির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১৫৬. **"ভিক্ষুণীদের উদক-শুদ্ধি করার সময় আঙুলের দুই পর্ব পরিমাণ প্রবেশ করাতে পারবে। এই পরিমাণ অতিক্রমে পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

১৫৭. 'উদক-শুদ্ধি' বলতে মূত্রদ্বারে ধোবন বুঝায়।

'আদিয মানাযতি' বলতে ধোবনকালে।

'দ্বঙ্গুল পব্ব পরমং আদাতব্বন্তি' বলতে অঙ্গুলিসমূহের দুই পর্ব পরিমাণ গ্রহণ করা। তা অতিক্রমে কামসুখ উৎপত্তি করে বিধায় তৎ অতিরিক্ত কেশাগ্র পরিমাণ অতিক্রমেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৫৮. দুই আঙুল-পর্বের অতিরিক্ত ধারণায়, প্রবেশ করানোয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। দুই আঙুল-পর্বের অতিরিক্ত, ইহা ভুলে গিয়ে গ্রহণেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। দুই আঙুল-পর্বের অতিরিক্ত কিন্তু অতিরিক্ত নহে ধারণায় গ্রহণ করলেও পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। দুই আঙুল-পর্বের কম, কিন্তু অতিরিক্ত ধারণায় গ্রহণ করলে দুক্কট আপত্তি হয়। দুই আঙুল-পর্বের ধারণায় গ্রহণ করলে দুক্কট আপত্তি হয়। দুই আঙুল-পর্বের কম, কিন্তু তা ভুলে গিয়ে গ্রহণ করলেও দুক্কট আপত্তি হয়। দুই আঙুল-পর্বের কমকে কম বলে ধারণায়, গ্রহণে কোনো অপরাধ নেই।

১৫৯. **অনাপত্তি :** দুই আঙুল-পর্ব পরিমাণ প্রবেশ করানোয়, কম প্রবেশ করানোয়, ব্যাধির কারণে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে এমন দোষে কোনো অপরাধ নেই।

[পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬. ষষ্ঠ শিক্ষাপদ

১৬০. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন আরোহন্তা নামক মহা অমাত্য ভিক্ষুদের নিকটে এবং তাঁর স্ত্রী ভিক্ষুণীদের নিকটে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তখন সেই ভিক্ষু ভিক্ষুণীটির নিকটে ভোজন করতেন। ভোজনরত ভিক্ষুকে ভিক্ষুণীটি পানীয় পরিবেশন করতেন এবং পাখা করতে করতে, গৃহীকালের কথা বলে বলে উপহাস করতেন। এতে ভিক্ষুটি ভিক্ষুণীকে এই ব্যবহার হতে বিরত করার জন্য বলতেন, বোন এরূপ আচরণ করো না। হ্যাঁ, এখন ইহা শোভন নহে। এমন বলাতে ভিক্ষুণীটি ক্ষিপ্ত হয়ে বলতেন পূর্বে তুমি আমাকে এমন এমন করেছ, কিন্তু এখন সহ্য হচ্ছে না? এই বলে পানপাত্র হতে জল মাথায় ছিটিয়ে দিয়ে, ব্যঞ্জনী দ্বারা ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে প্রহার করলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এ ঘটনা জেনে এই বলে আন্দোলন, নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, এ কেমন কথা! কী করে ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে প্রহার করতে পারে?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে বিষয়টি জানালেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায় আচরণ। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের এরূপ আচরণে কিছুতেই অশ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না; অশ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা বৃদ্ধির কারণও হবে না। বরঞ্চ তার বিপরীতই হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১৬১. **"যে ভিক্ষুণী, ভোজনরত ভিক্ষুকে জল অথবা পাখা দ্বারা সেবা করবে, বা হস্তপাশে গিয়ে দাঁড়াবে সেই ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় আপত্তি হবে।"**

১৬২. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা

উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'ভিক্‌খুস্‌সাতি' বলতে উপসম্পদাপ্রাপ্ত।

'ভুঞ্জতস্‌সাতি' বলতে পঞ্চ ভোজনের মধ্যে যেকোনো ভোজ্যবস্তু ভোজনকালে।

'পানীয়ং' বলতে যত পানযোগ্য দ্রব্য।

'বিধুপনং' বলতে সকল প্রকার ব্যজনী।

'উপতিট্‌ঠেয্যাতি' বলতে হস্তপাশে দাঁড়ালে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

১৬৩. উপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় পানীয় বা ব্যজনী নিয়ে তাঁর হস্তপাশে উপস্থিত হলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। উপসম্পন্ন কি না, তা না জেনেও পানীয় বা ব্যজনী নিয়ে হস্তপাশে উপস্থিত হলে পচিত্তিয় আপত্তি হয়। উপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন সংজ্ঞায়, পানীয় বা ব্যজনী নিয়ে হস্তপাশে দাঁড়ালেও পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। উপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন সংজ্ঞায় পানীয় বা ব্যজনী নিয়ে হস্তপাশে দাঁড়ালে পাচিত্তিয় হয়। হস্তপাশের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালে দুক্কট আপত্তি হয়। খাদ্য খাইতেছে এমন অবস্থায় হস্তপাশে দাঁড়ালে, দুক্কট আপত্তি। অনুপসম্পন্ননের নিকট দাঁড়ালে দুক্কট। অনুপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন সংজ্ঞায় দাঁড়ালে দুক্কট আপত্তি। 'অনুপসম্পন্ন' এটি ভুলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন সংজ্ঞায় দুক্কট আপত্তি হয়।

১৬৪. অনাপত্তি : দিলে, দেওয়াইলে, অনুপসম্পন্নদের দ্বারা আনালে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে এমন দোষ ক্ষমাযোগ্য হয়।

[ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৭. সপ্তম শিক্ষাপদ

১৬৫. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা শস্য মৌসুমে কাঁচাধান্য চেয়ে নিয়ে, নগরের দিকে যাওয়ার সময়ে দ্বারপথে দুই আর্যা ভাগ করতে বাধা দিয়ে কেড়ে নিলেন। আবাসে উপস্থিত হয়ে সেই ভিক্ষুণীরা ঘটনাটি অন্যদের জানালে, অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরা নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে জানালে ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের এই আচরণ কিছুতেই অশ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা উৎপত্তি, অথবা শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা বৃদ্ধির

কারণ হবে না। অধিকন্তু অশ্রদ্ধাবানের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধার পরিহানী ঘটাবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। এ কারণেই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করিছঃ

১৬৬. **"যেই ভিক্ষুণী কাঁচাধান্য যাচঞা করে বা অন্যকে দিয়ে যাচঞা করায়ে ভাজে বা ভাজায়; খোলস নিজে ছড়ায় বা অন্যকে দিয়ে ছড়ায়; নিজে রান্না করে বা অন্যকে দিয়ে রান্না করায় বা ভোজন করে, সেই ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় হয়।"**

১৬৭. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'আমতধঞ্ঞ' বলতে শালী, বৃহী, যব, গোধূম, কাঁকন, বরক, কুদ্রসক ইত্যাদি বুঝায়।

'বিঞ্‌ঞাপেত্বা' বলতে নিজে যাচঞা করে।

'বিঞ্‌ঞাপাপেত্বা' বলতে অন্যকে দিয়ে পাক করানো। 'ভোজন করাবো' এই ইচ্ছায় গ্রহণ করলে দুক্কট আপত্তি, এবং প্রতি গ্রাসে গ্রাসে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

১৬৮. **অনাপত্তি :** দিলে, দেওয়াইলে, অনুপসম্পন্নদের জন্যে আনালে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে এমন দোষে কোনো অপরাধ নেই।

[সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৮. অষ্টম শিক্ষাপদ

১৬৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈক ব্রাহ্মণ রাজভৃত্যের পদ লাভ করে তৎঅর্জিত পারিশ্রমিক পাওয়ার উদ্দেশ্যে মস্তক ধৌত করে ভিক্ষুণীদের আবাস হতে রাজবাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। এক ভিক্ষুণী কটাহে মলত্যাগ করে আবর্জনাস্তূপে ফেলার সময়ে সেই ব্রাহ্মণের মাথায় গিয়ে পড়লো। এতে সেই ব্রাহ্মণ নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এই মুণ্ডা বহুগামী, নিকৃষ্টা, অশ্রমণী। না হয় কী করে সে আমার মাথায় বিষ্ঠা নিক্ষেপ করবে? এদের আবাস জ্বালিয়ে দেবো এই বলে মশাল জ্বালিয়ে ভিক্ষুণী আবাসে প্রবেশ করছিলেন। এক

উপাসক আবাস হতে বের হতে গিয়ে, এই ব্রাহ্মণকে মশাল হতে আবাসে প্রবেশ করতে দেখে, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মহাশয়, কী হেতু মশাল নিয়ে আপনি আবাসে প্রবেশ করছেন? এই নিকৃষ্টা মুণ্ডারা মলভাণ্ড আমার মাথায় নিক্ষেপ করেছে, আমি তাদের আবাস জ্বালিয়ে দেবো। মহাশয়, এই সহস্র মুদ্রা লাভ করে, আপনার পারিশ্রমিক আদায়ে গমন করা মঙ্গল। তখন সেই ব্রাহ্মণ মস্তক ধোবন করে রাজকুলে গমনপূর্বক তার পারিশ্রমিক সহস্র লাভ করলেন। সেই উপাসক ভিক্ষুণী নিবাসে প্রবেশপূর্বক ভিক্ষুণীদের এ ঘটনা জানায়ে, খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করলেন।

যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এ ঘটনায় আন্দোলন, নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এ কেমন কথা! ভিক্ষুণীরা কী করে মল আবর্জনাকে নিক্ষেপ করছে? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের তা জানালেন। ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলে, ভগবান বললেন, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের এই আচরণ খুবই অশোভন। ভিক্ষুগণ, তাদের এই আচরণ কিছুতেই অশ্রদ্ধাবানদের শ্রদ্ধা উৎপত্তি বা শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। বরঞ্চ তা অশ্রদ্ধাবানের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানের মনে বিরূপভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভৎর্সনা করে...। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের এই আচরণে, এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১৭০. "যেই ভিক্ষুণী মল বা প্রস্রাব অথবা আবর্জনা বা উচ্ছিষ্ট খাদ্য, আর্বজনাস্তূপে বা প্রাচীর সংলগ্নে নিক্ষেপ করবে বা নিক্ষেপ করাবে; তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"

১৭১. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'উচ্চারো' মল, 'পস্‌সাবো' মূত্র, 'সঙ্কারো' বলতে আবর্জনা, 'বিঘাসং' খাদ্য, অস্থি, বা উচ্ছিষ্ট জলকে বুঝায়। 'কুড়্ঢো' হলো ত্রিবিধ আবর্জনাস্তূপ, যথা- ইষ্টক, শীলা, কাষ্ঠ। 'পকারো' তিন প্রকার প্রাচীর; যথা- ইষ্টক-প্রাচীর, শীলা-প্রাচীর, কাষ্ঠপ্রাচীর।

'তিরোকুড়্ঢেয়্যাতি' বলতে আবর্জনাস্তূপের পারে, প্রাচীরের কিনারায়।

'ছড়্ঢেয়্যাতি' নিজে নিক্ষেপ করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

'ছড্ডেপেয়্যাতি' অন্য দ্বারা নিক্ষেপ করালেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

১৭২. **অনাপত্তি :** অবলোকনপূর্বক নিক্ষেপ করলে, ঝুলায়ে নিচে ফেললে, উন্মাদ অবস্থায় ফেললে এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে এমন দোষের কোনো অপরাধ নেই।

[অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৯. নবম শিক্ষাপদ

১৭৩. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈকা ব্রাহ্মণ ভিক্ষুণীদের সেবার জন্যে একটি ভুট্টা-ক্ষেত্র করেছিলেন। ভিক্ষুণীরা পায়খানা, প্রস্রাব, আবর্জনা, উচ্ছিষ্টগুলো সেই ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করতো। এতে ব্রাহ্মণ নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এগুলো কোন ধরনের ভিক্ষুণী? কেন তারা আমাদের যবক্ষেত্রে মল-মূত্র, ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ করে দূষিত করছে?

ভিক্ষুণীরা ব্রাহ্মণের এই নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের কথা শুনলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও একইভাবে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, কেন ভিক্ষুণীরা সজীব উদ্ভিদের উপর মল, মূত্র এবং ময়লা আবর্জনা ছড়াচ্ছে? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে তা জানালেন। ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলে, ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায়, হে ভিক্ষুগণ, এ কেমন কথা? কী করে ভিক্ষুণীরা সজীব উদ্ভিদের উপর মল-মূত্র, ময়লা, আবর্জনা নিক্ষেপ করতে পারে? হে ভিক্ষুগণ, তাদের এই আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। অধিকন্তু তার বিপরীত ভাবই সৃষ্টি করবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভৎর্সনা করে...। হে ভিক্ষুগণ, তাই আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১৭৪. **"যেই ভিক্ষুণী সজীব উদ্ভিদের উপর মল-মূত্র, ময়লা-আবর্জনা ত্যাগ করবে, অথবা ত্যাগ করাবে তার পাচিত্তিয় হবে।"**

১৭৫. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'উচ্চারো' হলো মল বা বিষ্ঠা, 'পস্সাবো' হলো প্রস্রাব, 'সঙ্কারং'

হলো আবর্জনা, ‘বিঘাসং’ হলো চর্বিত মাসংখণ্ড, অস্থিখণ্ড, এঁটো ইত্যাদি মিশ্রিত জল।

‘হরিত’ বলতে প্রথম ফসল এবং পরবর্তী ফসল, যা লোকে উপভোগ বা পরিভোগার্থে রোপন করে।

‘ছড্ঢেয়্যাতি’ বলতে নিজে ছড়ান বা নিক্ষেপ করলে পাচিত্তিয় হয়।

‘ছড্ঢপেয়্যাতি’ বলতে অন্যের দ্বারা ছড়াতে বাধ্য হলে দুক্কট আপত্তি হয়। নিজে এনে বহুজন দ্বারা ছড়ালে পাচিত্তিয় হয়।

১৭৬. সজীব উদ্ভিদকে সজীব সংজ্ঞায় ছড়ালে, বা অন্যকে দিয়ে ছড়ালে, পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। ‘ইহা সজীব’ এ কথা ভুলে গিয়ে ছড়ালে বা অন্যকে দিয়ে ছড়ালে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। সজীবকে সজীব নয় মনে করে নিজে ছড়ালে, বা অন্যকে দিয়ে ছড়ালে পাচিত্তিয় হয়। ‘সজীব নয়’ এমনকে সজীব সংজ্ঞায় দুক্কট আপত্তি হয়। ‘সজীব’ এ কথা ভুলে গিয়ে ছড়ালে দুক্কট আপত্তি হয়।

১৭৭. অনাপত্তি : দেখে-শুনে ছড়ালে, ক্ষেতের সীমানায় ছড়ালে, ক্ষেত্র অধিকারীর সম্মতিতে দেখে-শুনে ছড়ালে, উন্মাদ অবস্থায় ছড়ালে, এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে এ জাতীয় অপরাধ ক্ষমাযোগ্য হয়।

[নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

১০. দশম শিক্ষাপদ

১৭৮. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহের বেণুবনস্থ কলকন্দক নিবাপে অবস্থান করছিলেন। তখন রাজগৃহে পর্বত-চূড়ায় উৎসব হচ্ছিল। ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সেই উৎসব দর্শনে আগমন করলেন। ইহা দেখে মানুষ এই বলে নিন্দা আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন যে, এরা কেমন ভিক্ষুণী? কেন এভাবে নৃত্য-গীত-বাদ্য দর্শনে যাচ্ছে? মনে হচ্ছে যেন কামভোগী গৃহিণী! জনগণের এই নিন্দাবাক্য ভিক্ষুণীরা শুনলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন ষড়বর্গীয়ারা কেমন ভিক্ষুণী? কেন তারা নৃত্য-গীত, বাদ্য-বাজনা দেখতে যাবে? ভিক্ষুণীরা এ কথা ভিক্ষুদের জানালে ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। তখন ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায়। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। বরঞ্চ তার

বিপরীত হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভৎর্সনা করে...। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১৭৯. **"যেই ভিক্ষুণী নৃত্য-গীত, বাদ্য-বাজনা দেখতে যাবে; তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

১৮০. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'নচ্চং' বলতে যতপ্রকার নৃত্য।

'গীতং' বলতে যত প্রকার গীত।

'বাদিতং' বলতে যত প্রকার বাদ্য-বাজনা।

১৮১. এসব দর্শনে গমনকালে দুক্কট আপত্তি হয়। যেখানে দাঁড়ালে দর্শন ও শ্রবণ হয়; তথায় উপস্থিত হওয়া মাত্রই পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। দর্শনের সীমানা ত্যাগ করে পুনঃপুন দর্শন ও শ্রবণ করলেও পুনঃপুন পাচিত্তিয় হয়। দর্শনার্থে একাকী গমনকালে দুক্কট আপত্তি হয়। সেই স্থান ত্যাগ করে দর্শন শ্রবণ করলেও পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

১৮২. **অনাপত্তি :** ভিক্ষুণী নিবাসে অবস্থান থেকে দেখা বা শুনায়; কোনো ভিক্ষুণী দাঁড়ান বা উপবেশন অবকাশে আগমন করতে গিয়ে পথিমধ্যে নৃত্য-গীত, বাদ্য-বাজনা দর্শন, শ্রবণ করা হলে; স্মৃতি অনুশীলন করার সময়ে দর্শন, শ্রবণ হলে, আপদকালে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মির আপত্তি হয় না।

[দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[লসুন বর্গ প্রথম সমাপ্ত]

২. অন্ধকার বর্গ

১. প্রথম শিক্ষাপদ

১৮৩. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন ভদ্রাকপিলানীর অন্তেবাসী ভিক্ষুণীর জ্ঞাতি-পুরুষ কোনো কার্য উপলক্ষে শ্রাবস্তীতে আগমন করেছিলেন। ভিক্ষুণী সেই পুরুষের সাথে প্রদীপহীন রাতের অন্ধকারে একাকী অতি নিকটবর্তী হয়ে আলাপ করছিলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা ইহা দেখে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে

লাগলেন, এ কেমন ভিক্ষুণী? কেন সে রাতের অন্ধকারে একাকী প্রদীপহীন অবস্থায় পুরুষের সাথে এভাবে আলাপ করছে?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের তা জানালে তারা ভগবানের নিকট এ বিষয় নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা নিতান্ত অশোভন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের এরূপ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। বরঞ্চ তার বিপরীত হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভৎর্সনা করে...। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১৮৪. **"যেই ভিক্ষুণী রাতের অন্ধকারে প্রদীপহীন অবস্থায় কোনো পুরুষের নিকটে একাকী গিয়ে দাঁড়াবে অথবা আলাপ করবে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

১৮৫. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'রত্তন্ধকারেতি' বলতে সূর্যাস্তের পর।

'অপ্পদীপে' বলতে আলোকবিহীন অবস্থায়।

'পুরিসো' বলতে মনুষ্য জাতীয় পুরুষ; যক্ষ, প্রেত বা পশু-পক্ষী জাতীয় পুরুষ নহে; যাদের সাথে বোধগম্যতার বলে নিকটবর্তী হয়ে একত্রে আলাপ করা যায়।

'একেনকাতি' বলতে পুরুষ হউক বা ভিক্ষুণী হউক দুজনের যেকোনোজন অগ্রবর্তী হয়ে পরস্পর হাতের পাশে গেলে ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।

'সল্লপেয়্য' বলতে পুরুষের হস্তপাশে স্থিত হয়ে আলাপে পাচিত্তিয় হবে। হস্তপাশের বাইরে থেকে দাঁড়ালে অথবা আলাপ করলে দুক্কট আপত্তি হয়। যক্ষ প্রেত, নপুংসক বা তির্যগ্‌জাতীয়, কিন্তু মনুষ্যসংজ্ঞায় না হলে নিকটে যাওয়া বা আলাপে দুক্কট আপত্তি হয়।

১৮৬. **অনাপত্তি :** সেই ভিক্ষুণী চেতনায় দুই পর্যায়ের হলে, অর্থাৎ অর্হৎ বা অন্যতর অনাগামী পর্যায়ভুক্ত হয়ে পুরুষের হস্ত পাশে দাঁড়ালে বা আলাপ করলে কোনো অপরাধ হবে না। উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রেও কোনো অপরাধ নেই।

[প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

২. দ্বিতীয় শিক্ষাপদ

১৮৭. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন ভদ্রাকপিলানীর অন্তেবাসী ভিক্ষুণীর জ্ঞাতি পুরুষ, কোনো কার্য উপলক্ষে শ্রাবস্তীতে এসেছিলেন। ভগবান প্রদীপহীন রাতের অন্ধকারে কোনো পুরুষের সাথে একাকী দাঁড়ানো ও আলাপে বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন, এই ভেবে সেই পুরুষের সাথে আচ্ছন্ন স্থানে একাকী নিকটবর্তী হয়ে আলাপ করছিলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা ইহা দেখে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এ কেমন ভিক্ষুণী? কেন সে আচ্ছাদিত স্থানে পুরুষের সাথে একাকী এত কাছে গিয়ে আলাপ করছে? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে বিষয়টি জানালে ভিক্ষুরা তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী আচ্ছন্ন-অন্তরালে পুরুষের সাথে একাকী দাঁড়াচ্ছে আর আলাপ করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায়, অশোভন। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের এরূপ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১৮৮. "যেই ভিক্ষুণী আচ্ছাদিত স্থানে পুরুষের সাথে একাকী অবস্থান করবে বা আলাপ করবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"

১৮৯. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'পটিচ্ছন্নে' বলতে 'কুড্ড' তথা ডালপালার আচ্ছাদন, কবাট দরজার পাল্লা, কিলঙ্গ তথা পর্দা, সানিপাকারেণ তথা মোটা কাপড়ের দেয়াল, বৃক্ষ, স্তম্ভ বা প্রকোষ্ট যেকোনো প্রকার ঘেরা বা আচ্ছাদন বুঝায়।

'পুরিস' বলতে মনুষ্য জাতীয় পুরুষ যেজন বিজ্ঞতাবলে কথা বলতে উপস্থিত হতে সক্ষম; কিন্তু কোনো যক্ষ, প্রেত বা তির্যগ্‌জাতীয় পুরুষ নহে।

'একেনকাতি' পুরুষ বা ভিক্ষুণী যেকোনো একজন।

'সন্তিট্‌ঠেয়্য বাতি' বলতে পুরুষের হাতের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে বা

আলাপ করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হবে। হস্তপাশের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালে বা আলাপ করলে দুক্কট আপত্তি হয়। যক্ষ, প্রেত, পণ্ডক তথা অতিদুর্বল কৃশকায় ব্যক্তি বা মনুস্‌সবিগ্গহ তথা মানুষের অংশবিশেষ আকৃতিবিশিষ্ট পশুজাতীয়ের নিকটে গিয়ে দাঁড়ালে বা আলাপ করলে দুক্কট আপত্তি হয়।

১৯০. **অনাপত্তি :** যিনি বিজ্ঞতা বলে দুইয়ের এক, অর্হত্ত্ব বা অনাগামীতা স্তরে পৌঁছেছেন তেমন ভিক্ষুণী পুরুষের হস্তপাশে গিয়ে দাঁড়ালে বা কথা বললে, উন্মাদ অবস্থায় হলে এবং আদিকর্মিক হলে।

[দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৩. তৃতীয় শিক্ষাপদ

১৯১. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন ভদ্রাকপিলানীর অন্তেবাসী ভিক্ষুণীর এক জ্ঞাতি পুরুষ, কোনো কার্য উপলক্ষে শ্রাবস্তীতে এসেছিলেন। সেই ভিক্ষুণী ভাবলেন, ভগবান আচ্ছাদিত স্থানে পুরুষের সাথে একাকী দাঁড়াতে বা আলাপ করতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন। তাই তিনি উন্মুক্ত আকাশ তলে দাঁড়ায়ে জ্ঞাতিপুরুষের সাথে একাকী আলাপ করছিলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা ইহা দেখে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ইহা কেমন কথা? কী করে ভিক্ষুণী উন্মুক্ত স্থানে একাকী পুরুষের সাথে কথা বলতে পারে?

ভিক্ষুণীরা তা ভিক্ষুদেরকে জানালে, ভিক্ষুরা ভগবানকে বিষয়টি নিবেদন করলেন। তখন ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কী সত্য যে, ভিক্ষুণী পুরুষের সাথে একাকী উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়ায়ে আলাপ করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায়। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১৯২. **"যেই ভিক্ষুণী উন্মুক্ত স্থানে কোনো পুরুষের নিকটে একাকী গিয়ে দাঁড়াবে অথবা আলাপ করবে, সেই ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

১৯৩. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'অজ্ঝোকাসে' বৃক্ষ, স্তম্ভ, প্রকোষ্ঠ যেকোনো আচ্ছাদনই হউক না কেন এ সকল ব্যতীত খোলা আকাশতলে।

'পুরিস' বলতে মুনষ্যজাতীয় পুরুষ, কোনো যক্ষ, প্রেত, বা তির্যগ্‌জাতীয় নহে, যারা বিজ্ঞতা বলে কাছে গিয়ে দাঁড়ান বা আলাপে সক্ষম হবে।

'সদ্ধিন্তি' বলতে একসাথে।

'একেনেকাতি' পুরুষ হউক বা ভিক্ষুণী হউক যেকোনো জন।

'সন্তিট্‌ঠেয়্যাতি' পুরুষের হস্তপাশে গিয়ে দাঁড়ালে পাচিত্তিয় হবে।

'সল্লপেয়্য বাতি' বলতে পুরুষের হস্তপাশে গিয়ে আলাপ করলে পাচিত্তিয় হয়। হস্তপাশের বাইরে থেকে দাঁড়ানোয় এবং আলাপে দুক্কট আপত্তি হয়। যক্ষ, প্রেত, পণ্ডক, তির্যক এবং অর্ধাঙ্গ মানুষের সাথে দাঁড়ানো এবং আলাপে দুক্কট হয়।

১৯৪. অনাপত্তি : বিজ্ঞতায় দুয়ের অন্যতর, অর্হৎ বা অনাগামী পুদ্গল দাঁড়ালে বা আলাপ করলে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে দোষণীয় বলে গণ্য নহে।

[তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৪. চতুর্থ শিক্ষাপদ

১৯৫. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী রাস্তার পাশে ব্যূহ-চক্রের মধ্যস্থলে অতি আগ্রহের সাথে ফিসফিসিয়ে একাকী এক পুরুষের সাথে কথা বলছিলেন। দ্বিতীয় এক ভিক্ষুণী তাদেরকে মন্দকাজে প্ররোচিত করতে লাগলেন। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরা ইহা শুনে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ইহা কেমন কথা, আর্যা স্থূলানন্দা কেন পথপাশে যানবাহন রথব্যূহের অভ্যন্তরে একাকী পুরুষের সাথে গভীর আগ্রহে ফিসফিসিয়ে কথা বলেছেন; আর দ্বিতীয় ভিক্ষুণী তাতে কেন প্ররোচিত করেছে?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের তা জানালে, ভিক্ষুরা বিষয়টি ভগবানের কাছে নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা খুবই অশোভন আচরণ। হে ভিক্ষুগণ,

ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

১৯৬. "যেই ভিক্ষুণী পথপাশে রথের ব্যূহের বা মধ্যস্থলে কোনো পুরুষের সাথে একাকী গভীর আগ্রহে দাঁড়াবে, ফিসফিসিয়ে কথা বলবে; তার পাচিত্তিয় হবে। আর তাতে দ্বিতীয় প্ররোচণাদানকারী ভিক্ষুণীর 'দুক্কট' আপত্তি হবে।"

১৯৭. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'রথিয়া' বলতে রথ চলাচলের রাস্তা।

'ব্যূহ' বলতে যে স্থানে একটি মাত্র পথে আগমন নির্গমন করতে হয়।

'সিংঘাটকো' বলতে চারপাশে চতুভূর্জাকারে ঘেরামুক্ত স্থান।

'পুরিসো' অর্থে মনুষ্য জাতীয় পুরুষ; কিন্তু যক্ষ, প্রেত, তির্যক ইত্যাদি জাতীয়, যাদের বিজ্ঞতা বলে পাশে গিয়ে দাঁড়ানো বা আলাপে অক্ষম তাদের বুঝাবে।

'সদ্ধিন্তি' বলতে একসাথে। 'একেনেকাতি' বলতে পুরুষ হউক, ভিক্ষুণী হউক যেকোনো জন।

'সন্তিট্ঠিয়্যো' অর্থে পুরুষের হস্তপাশে দাঁড়ালে পাচিত্তিয় অপরাধ হবে। 'সল্লপেয়্যা বাতি' বলতে পুরুষের হস্তপাশে গিয়ে আলাপ করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।

'নিকণ্ণিকং বা জাপ্পেয়্যাতি' পুরুষের কানের নিকটে গিয়ে বলতে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

'দুতিয়িকং বা ভিক্খুনিং উয়্যোজিয়্যাতি' বলতে অনাচারে ইচ্ছুক দ্বিতীয়া কোনো ভিক্ষুণী এ বিষয়ে প্ররোচিত করলে তার দুক্কট আপরাধ হবে। দেখা বা শুনা আওতার মধ্যে থাকলে দুক্কট আপত্তি হবে। আওতা অতিক্রম করলে পাচিত্তিয় হবে। হস্তপাশ ত্যাগ করে দাঁড়ালে বা আলাপ করলে দুক্কট আপত্তি হবে। যক্ষ, প্রেত পণ্ডক, তির্যক বা মনুষ্য আকৃতির (অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক পশু) সাথে দাঁড়ালে বা আলাপ করলে দুক্কট আপত্তি হবে।

১৯৮. **অনাপত্তি :** যদি বিজ্ঞতার বলে অর্হৎ অথবা অনাগামীতালাভীর দাঁড়ানোয় এবং আলাপে, অনাচারের ইচ্ছায় না হলে, স্মৃতি করণীয় প্রদত্ত দ্বিতীয়া ভিক্ষুণী প্ররোচিত করলে, উন্মাদগ্রস্ত হলে, আদিকর্মিক হলে এমন দোষ ক্ষমাযোগ্য বলে বিবেচ্য।

[চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫. পঞ্চম শিক্ষাপদ

১৯৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈকা ভিক্ষুণী এক গৃহীকুলের নির্দিষ্ট দানগ্রহীতা এবং নিত্য অন্ন-ব্যঞ্জন গ্রহণকারিণী ছিলেন। একদিন তিনি পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান ও পাত্র গ্রহণ করে সেই গৃহীকুলে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আসনে উপবেশন করে গৃহ স্বামীকে না বলে চলে গেলেন। সেই গৃহীকুলের দাসী গৃহ সম্মার্জন করতে গিয়ে সেই আসনখানি ভাজনাদির অভ্যন্তরে রেখে দিয়েছিল। লোকেরা আসনটি দেখতে না পেয়ে ভিক্ষুণীটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আর্যা, আসনটি কোথায়? উপাসকগণ, আমিও তো আসনটি দেখছি না। না আর্যা, আসনটি দিয়ে দেন; এই বলে গাল-মন্দপূর্বক প্রতিদিনের অন্নদান বন্ধ করে দিল। সেই লোকেরা ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে একদিন ভাজনের ভেতরে আসনটি দেখতে পেল। তখন তারা অনুশোচনাগ্রস্ত হয়ে সেই ভিক্ষুণীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক নিত্য পিণ্ডদান প্রথা আবার চালু করলেন।

সেই ভিক্ষুণী তখন অন্যান্য ভিক্ষুণীদেরকে বিষয়টি অবগত করালেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা ইহা শুনে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, কেন সেই ভিক্ষুণী পূর্বাহ্নে পিণ্ডদাতাকুলে উপস্থিত হয়ে আসনে গিয়ে বসলো, অথচ গৃহস্বামীকে না বলে চলে আসলো? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে ইহা জানালে ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। তখন ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী পূর্বাহ্নে পিণ্ডদাতাকুলে উপস্থিত হয়ে, আসনে বসে, গৃহকর্তাকে না বলে প্রস্থান করেছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্যি।

ভিক্ষুগণ, ইহা খুবই অন্যায়। ভিক্ষুণীদের প্ররূপ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে।

ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২০০. **"যেই ভিক্ষুণী পূর্বাহ্নে পিণ্ডদাতাকুলে উপস্থিত হয়ে আসনে বসে, গৃহকর্তাকে না বলে প্রস্থান করবে, সেই ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।**

২০১. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'পুরেভত্তং' বলতে সূর্যোদয় থেকে যাবৎ মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত।

'কুলং' বলতে চারিটি কুল; যথা : ক্ষত্রিয়কুল, ব্রাহ্মণকুল, বণিককুল এবং শূদ্র বা সেবাদানকুল।

'উপসঙ্কমিত্বা' অর্থে তথায় গমন করে।

'আসনং' বলতে পালঙ্কের স্থানে।

'নিসীদিত্বা' বলতে তথায় উপবেশন কর।

'সামিকে অনাপুচ্ছা পক্কমিয়্যাতি' বলতে যেইজন সেই কুলের প্রধানত্ব প্রাপ্ত, তাকে না বলে গৃহছাউনি অতিক্রম করা মাত্রই পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।

২০২. বিনা জিজ্ঞাসাতে না বলা চেতনায় প্রস্থান দ্বারা পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। 'বলা হয়নি' এ কথা ভুলে গিয়ে প্রস্থান দ্বারাও পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। 'বলা হয়নি' এটা জেনেও প্রস্থান দ্বারা পাচিত্তিয় হয়। পালঙ্কের স্থানে না গিয়ে প্রস্থান দ্বারা দুক্কট আপত্তি হয়। 'বলা হয়েছে' অথচ 'বলা হয়নি' চেতনায় দুক্কট আপত্তি হয়। 'বলা হয়েছে' এটা ভুলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। 'বলা হয়েছে' বলে জেনে প্রস্থান করাতে কোনো অপরাধ নেই।

২০৩. **অনাপত্তি :** বলে প্রস্থান করলে, সরাতে অক্ষম হলে, রোগে, বিপদে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিক হলে এ অপরাধ ক্ষমাযোগ্য হয়।

[পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬. ষষ্ঠ শিক্ষাপদ

২০৪. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা বৈকালিক ভৈষজ্যদাতা গৃহে উপস্থিত হয়ে গৃহকর্তাকে জিজ্ঞাসা না করে পালঙ্কের উপরে বসে পড়লেন এবং শুয়ে পড়লেন। মানুষেরা লজ্জা-গৌরববশত স্থূলানন্দার এই আচরণে সম্মুখে কিছু না বললেও তারা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন যে, আর্যা স্থূলানন্দার ইহা কেমন আচরণ? কেন তিনি বিকালে ভৈষজ্যদাতার গৃহে গিয়ে গৃহকর্তাকে জিজ্ঞাসা না করেই পালঙ্কে বসেন, আর শয়ন করেন? ভিক্ষুণীরা সে-সকল মানুষের নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের বিষয় শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের তা জানালে ভিক্ষুরা ভগবানকে বিষয়টি নিবেদন করলেন। ভগবান ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য।

ভগবান ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার এই আচরণে খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, ইহা কেমন কথা? কেন ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা বিকালে ভৈষজ্য দাতাকুলে গিয়ে গৃহকর্তা অনুমতি ব্যতীত পালঙ্কে বসে ও শুয়ে পড়ে?

হে ভিক্ষুগণ, তার এই আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২০৫. **"যেই ভিক্ষুণী বৈকালিক ভৈষজ্য দাতাদের গৃহে উপস্থিত হয়ে গৃহকর্তার বিনানুমতিতে পালঙ্কের উপর বসবে অথবা শয়ন করবে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

২০৬. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'পচ্ছাভত্তং' বলতে মধ্যাহ্ন অতিক্রান্তে সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত।

'কুলং' বলতে চারিকুল; যথা : ক্ষত্রিয়কুল, ব্রাহ্মণকুল, বৈশ্যকুল এবং শূদ্রকুল।

'উপসঙ্কমিত্বা' বলতে তথায় গমনপূর্বক।

'সামিকে অনাপুচ্ছা' বলতে সেই পরিবারের লোকেরা যাকে প্রধান্য দেয় তাকে জিজ্ঞাসা না করে।

'আসনং' বলতে পালঙ্কের খালি স্থানে।

'অভিনিসীদেয়্যাতি' বলতে তথায় উপবেশনে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

'অভিনিপজ্জেয়্যা'তি বলতে তথায় শুয়ে পড়ায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২০৭. অজিজ্ঞাসায় 'অজিজ্ঞাসা' ধারণায় আসনে বসলে বা শয়ন করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অজিজ্ঞাসায় ভুলে গিয়ে আসনে বসলে বা শয়ন করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অজিজ্ঞাসায় জিজ্ঞাসিত ধারণায় আসনে বসলে বা উপবেশন করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। পালঙ্কের খালি স্থান ব্যতীত হলে দুক্কট অপরাধ হয়। জিজ্ঞাসিত অথচ অজিজ্ঞাসিত ধারণায় হলে দুক্কট অপরাধ হয়। জিজ্ঞাসায় কিন্তু তা ভুলে গিয়ে বসলে দুক্কট অপরাধ হয়। অনুমোদিতকে 'অনুমোদিত' চেতনায় বসলে বা শয়ন করলে কোনো অপরাধ নেই।

২০৮. **অনাপত্তি :** অনুমোদিত আসনের উপর বসলে বা উপরে শয়ন করলে বা সকলের বসার জন্যে নির্দিষ্টকৃত আসনে হলে, রোগের কারণে, বিপদকালে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে ইহা ক্ষমাযোগ্য হয়।

[ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৭. সপ্তম শিক্ষাপদ

২০৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈকা ভিক্ষুণী কোশল জনপদের শ্রাবস্তীতে গমনরত অবস্থায় সন্ধ্যায় একগ্রামে প্রবেশ করে এক ব্রাহ্মণগৃহে উপস্থিত হয়ে আশ্রয় চাইলেন। ব্রাহ্মণী ভিক্ষুণীকে বললেন, আর্যা, ব্রাহ্মণ না আসা পর্যন্ত আসুন এবং অবস্থান করুন। ভিক্ষুণী ব্রাহ্মণ না আসা পর্যন্ত একপাশে বিছানা বিছায়ে প্রথমে বসলেন, অতঃপর শুয়ে পড়লেন। এক সময়ে সেই ব্রাহ্মণ রাতে আগমন করে ব্রাহ্মণীকে এভাবে বললেন, এটি কে? আর্যা, ভিক্ষুণী। বের করো এই মুণ্ডাকে, অসতীকে, নিকৃষ্টাকে বের করে দাও।" এই বলে বের করায়ে দিলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুণী শ্রাবস্তীতে গমন করে ভিক্ষুণীদেরকে ঘটনা জানালেন। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরা ইহা শুনে তারাও নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন এই

বলে : "কেন এই ভিক্ষুণী বিকালে গৃহীর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে গৃহকর্তার বিনানুমতিতে শয্যা বিছায়ে বা অন্যের দ্বারা বিছায়ে উপবেশন করল, শয়ন করল?"

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের তা জানালে, ভিক্ষুরা ভগবানের নিকট এ বিষয় অভিযোগ করলেন। ভগবান বললেন ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের এরূপ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২১০. "যেই ভিক্ষুণী বিকালে গৃহীবাড়িতে উপস্থিত হয়ে গৃহকর্তার অনুমতি ব্যতীত শয্যা বিছাবে বা অন্যের দ্বারা বিছাবে এবং তাতে বসবে বা শয়ন করবে; তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"

২১১ 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'বিকালো' বলতে সূর্যের অস্তগমন হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত।

'কুলং' বলতে চারি কুল; যথা : ক্ষত্রিয়কুল, ব্রাহ্মণকুল, বৈশ্যকুল এবং শূদ্রকুল।

'উপসঙ্কমিত্বা' বলতে তথায় গমন করে।

'সামিকে অনাপুচ্ছাতি' বলতে যেই ব্যক্তি বাড়ির মনুষদের দ্বারা কর্তৃত্ব প্রাপ্ত, তার অনুমতি ব্যতীত।

'সেয়ং' বলতে সর্বনিম্ন পাতা বিছায়ে।

'সন্থরিত্বাতি' বলতে নিজে বিছানো।

'সন্থরাপেত্বা'তি' বলতে অন্যের দ্বারা বিছানো।

'অভিনিসীদেয়্যাতি' বলতে তার উপরে উপবেশনে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

'অভিনিপ্পজ্জেয়্যাতি' বলতে তার উপরে শয়ন করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২১২. অননুমতিতে অনুমতিপ্রাপ্ত ধারণায় শয্যা নিজে বিছায়ে বা অন্য

দ্বারা বিছায়ে তার উপরে বসলে বা শয়ন করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অনুমতি নিল কি না তা ভুলে গিয়ে শয্যা নিজে বিছায়ে বা অন্য দ্বারা বিছায়ে তার উপর বসলে বা শয়ন করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অনুমতি না নিয়েও অনুমতি নিয়েছে ধারণায় বিছানা নিজে বা অন্যের দ্বারা করায়ে তার উপর বসলে বা উপবেশন করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অনুমোদিতকে অননুমোদিত ধারণায় হলে দুক্কট আপত্তি হয়। অনুমতি পেয়েও তা ভুলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। অনুমোদিতকে অনুমোদিত ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

২১৩. **অনাপত্তি :** অনুমতিতে শয্যা নিজে পাতলে বা অন্যের দ্বারা পাতায়ে, তার উপর বসলে বা শয়ন করলে, রোগের কারণে, বিপদে পড়ে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে, কোনো অপরাধ হয় না।

[সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৮. অষ্টম শিক্ষাপদ

২১৪. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভদ্রাকপিলানীর এক অন্তেবাসী ভিক্ষুণী, ভদ্রাকপিলানীকে আন্তরিক সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। ভদ্রাকপিলানী ভিক্ষুণীদেরকে এরূপ বললেন, “আমার এই আর্যা ভিক্ষুণী, আমাকে আন্তরিক সেবা করছে। আমি তাকে এই চীবর দান করব। ইহা শুনে সেই ভিক্ষুণী পরবর্তীকালে অন্যায়ভাবে গ্রহণ, অন্যায়ভাবে ধারণ করে সেবাযত্ন করতে লাগলেন। তার ইচ্ছা, আর্যা আমাকে জানুক যে, আমি অমনযোগের সাথে সেবা করছি। আর্যা কেন আমাকে চীবরখানা দেখালেন না? তার এই আচরণ দেখে যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, “এ কেমন আচরণ এই ভিক্ষুণীর? কেন সে এমন অন্যায়ভাবে গ্রহণ, অন্যায়ভাবে ধারণ ও অপমানিত করছে?” ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান

এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২১৫. "যেই ভিক্ষুণী প্রদুষ্ট চিত্তে কোনো বিষয় ধারণ, প্রদুষ্ট চিত্তে কোনো বিষয় গ্রহণ করবে, অধিকন্তু অপমানিত করবে; তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"

২১৬. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'দুগ্গহিতেন' বলতে বিপরীতভাবে গ্রহণ। 'দূপধারিতেনাতি' বলতে বিপরীতভাবে ধারণ। 'পরন্তি' অধিকন্তু উপসম্পন্নকে অপমানিত করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২১৭. উপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন বলে ধারণায় অপমান করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। উপসম্পন্ন বলে ভুলে গিয়ে অপমানিত করলেও পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। উপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় অপমান করলেও পাচিত্তিয় হয়। অনুপসম্পন্নকে অপমান করলে দুক্কট আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় অপমান করলে দুক্কট আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নকে ভুলে অপমান দ্বারাও দুক্কট আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়।

২১৮. অনাপত্তি : উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে কোনো অপরাধ হয় না।

[অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৯. নবম শিক্ষাপদ

২১৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা নিজেদের দ্রব্য দেখতে না পেয়ে চণ্ডকালী ভিক্ষুণীকে বললেন, হে আর্যা, আমাদের দ্রব্যগুলো দেখেছেন কি? চণ্ডকালী ভিক্ষুণী এতে ক্ষোভ, আন্দোলন ও নিন্দা করে বলতে লাগলেন, "আমি নাকি চৌরি, আমার নাকি লজ্জা নেই। আর্যাগণ, নিজেদের দ্রব্য দেখতে না পেয়ে আমাকে বলতেছে, আমি তাদের দ্রব্যগুলো দেখেছি কি না। আর্যাগণ, আপনাদের দ্রব্যগুলো যদি আমি গ্রহণ করে থাকি, তাহলে আমি অশ্রমণী হই, আমার ব্রহ্মচর্য হতে চ্যুত

হই, আমি নিরয়ে উৎপন্ন হই। আমাকে বিনাদোষে দোষী যারা করবে, তারাও অশ্রমণী হউক, ব্রহ্মচর্য হতে চ্যুত হউক, নিরয়ে উৎপন্ন হউক।

যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা চণ্ডকালী ভিক্ষুণীর এ সকল পরুষ, আক্রোশবাক্যের নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, আর্যা চণ্ডকালীর এ কেমন আচরণ? কেন তিনি নিজেকেও পরকে ব্রহ্মচর্য নিয়ে এভাবে অভিশাপ দিচ্ছেন? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২২০. **"যেই ভিক্ষুণী নিজেকে বা পরকে নিরয় ও ব্রহ্মচর্য দ্বারা অভিশপ্ত করবে; তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

২২১. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

প্রথমে নিজেকে এবং পরে অন্য কোনো উপসম্পন্নকে নিরয় বা ব্রহ্মচর্য দ্বারা অভিশাপ দিলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২২২. উপসম্পন্নাকে উপসম্পন্না ধারণায় নিরয় বা ব্রহ্মচর্য দ্বারা অভিশাপ দিলে পাচিত্তিয় হয়। 'উপসম্পন্না' বলে ভুলে গিয়ে নিরয় বা ব্রহ্মচর্য দ্বারা অভিশাপ দিলে পাচিত্তিয় হয়। উপসম্পন্নাকে অনুপসম্পন্না ধারণায় নিরয় বা ব্রহ্মচর্য দ্বারা অভিশাপ দিলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তির্যগ্‌জাতীয় নামে, পরলোকগতের নামে বা মানুষের দুর্ভাগের নামে অভিশাপ দিলে দুক্কট আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নাকে অভিশাপ দিলে দুক্কট আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নাকে অনুসম্পন্না ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়।

২২৩. অনাপত্তি : শিক্ষাপদ তথা অর্থকে সম্মান করে, ধর্মকে গৌরব করে, অনুশাসনকে গৌরব করে অভিশাপে দোষ নেই, এবং উন্মাদ অবস্থায় ও আদিকর্মিকের অভিশাপে দোষ হয় না।

[নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

১০. দশম শিক্ষাপদ

২২৪. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন চণ্ডকালী ভিক্ষুণী, ভিক্ষুণীদের সাথে ঝগড়া করে নিজের মরণ কামনা করে করে রোদন করছিলেন। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরা ইহা শুনে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, আর্যা চণ্ডকালীর এ কেমন আচরণ? কেন তিনি নিজেকে হত করে করে রোদন করবেন?

ভিক্ষুণীরা এ বিষয়ে ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২২৫. **"যেই ভিক্ষুণী নিজের মরণ কামনা করে করে রোদন করবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

২২৬. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

নিজের মৃত্যু নিজে কামনা করে করে রোদন করাতে পাচিত্তিয় হয়। রোদন করে কিন্তু নিজের মৃত্যু কামনা না করলে দুক্কট হয়।

২২৭. **অনাপত্তি :** জ্ঞাতির দুর্ভাগ্যে, ভোগসম্পত্তির দুর্ভাগ্যে, রোগজনিত দুর্ভাগ্যে বা আহত হয়ে রোদনে, উন্মাদ অবস্থায় রোদনে, এবং আদিকর্মিকের অপরাধ হয় না।

[দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[অন্ধকার বর্গ দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. নগ্ন বর্গ

১. প্রথম শিক্ষাপদ

২২৮. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈকা ভিক্ষুণীরা অচিরাবতী নদীতে বেশ্যাদের সাথে একই স্নানঘাটে নগ্ন হয়ে স্নান করছিলেন। বেশ্যারা সেই ভিক্ষুণীদের উপহাস করে বলতে লাগলো, আর্যে, কী দরকার এমন যৌবনকালে এই ব্রহ্মচর্য আচরণের? এখন কামভোগ উচিত নহে কি? যখন বৃদ্ধা হবেন, তখন না হয় ব্রহ্মচর্য আচরণ করবেন? এভাবে আপনাদের উভয় অর্থ সাধিত হবে। ভিক্ষুণীরা বেশ্যাদের এ সকল পরিহাসে নীরব রইলেন। তারা ভিক্ষুণীদের আবাসে গিয়ে অন্য ভিক্ষুণীদের এ সকল কথা জানালেন। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের এ বিষয়ে অভিযোগ করলে তারা ভগবানকে বিষয়টি নিবেদন করলেন। ভগবান জানতে চাইলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য।

ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ খুবই অশভোনীয়। ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২২৯. **"যদি কোনো ভিক্ষুণী নগ্ন হয়ে স্নান করবে তার পাচিত্তিয় হবে।"**

২৩০. 'যা পনাতি' বলতে যা যেরূপ,... ইত্যাদি ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'নগ্গানহায়েয়্যাতি' বলতে বস্ত্রহীনা বা উত্তমভাবে অনাচ্ছাদিত হয়ে স্নানের প্রস্তুতিতে দুক্কট। স্নান সমাপনান্তে পাচিত্তিয় হয়।

২৩১. **অনাপত্তি :** চীবর ছিন্ন হলে বা নষ্ট হলে, বিপদে পড়ে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের অপরাধ নেই।

[প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

২. দ্বিতীয় শিক্ষাপদ

২৩২. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করেছিলেন। সে সময়ে ভগবান ভিক্ষুণীদের স্নানবস্ত্রের অনুমোদন দিয়েছিলেন। ভগবান স্নানবস্ত্রের অনুমোদন দিয়েছেন, এই বলে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা পরিমাপের বাইরে স্নানবস্ত্র ধারণ করে সামনে পেছনে টেনে টেনে বিচরণ করতে লাগলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা ইহা দেখে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, "ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা পরিমাপের বাইরে স্নানবস্ত্র ধারণ করছেন?

ভিক্ষুণীরা এ বিষয়ে ভিক্ষুদের নিকটে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুগণ তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ষড়বর্গীয়ারা পরিমাপের বাইরে স্নান বস্ত্র ধারণ করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ, তাদের এ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২৩৩. "স্নান-বস্ত্র করতে ইচ্ছুক ভিক্ষুণীকে তা প্রমাণ মতো করতে হবে। এই পরিমাপ হবে দৈর্ঘে সুগত বিঘতে চারি বিঘত এবং প্রস্থ দুই বিগত। এই পরিমাপ অতিক্রমে ছেদনযোগ্য পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"

২৩৪. "উদক-সাটিকা" বলতে স্নানের জন্যে ব্যবহার্য বস্ত্র।

'কারয়মানায়াতি' বলতে নিজে তৈরি করলে বা অন্যের দ্বারা করালে তা প্রমাণ মতো করতে হবে। সেই প্রমাণ হবে দৈর্ঘ সুগত বিঘতে চারি বিঘত, প্রস্থে দুই বিঘত। তা অতিক্রমপূর্বক করলে বা করালে প্রয়োগে প্রয়োগে দুক্কট অপরাধ হবে। বস্ত্রটি লাভ করার পর ছিন্ন করে, পাচিত্তিয় অপরাধের দেশনা করতে হবে।

২৩৫. নিজের জন্যে সমাপ্ত করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। নিজের জন্য অর্ধসমাপ্ত করে, পরের জন্যে সমাপ্ত করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। পরের জন্যে অর্ধসমাপ্ত করে পরের জন্যে সমাপ্ত করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অন্য উদ্দেশ্যে করলে বা করালে দুক্কট অপরাধ হয়।

২৩৬. **অনাপত্তি :** প্রমাণ মতো করলে, প্রমাণের চেয়ে কম করলে,

অন্যের দ্বারা করা হলে, প্রমাণ অতিক্রম যদি পর্দার জন্যে, দেয়ালের জন্যে, গোল বালিশের জন্যে, চৌকোনা বালিশের জন্যে করা হয়, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে অপরাধ হয় না।

[দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৩. তৃতীয় শিক্ষাপদ

২৩৭. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈকা ভিক্ষুণীর মূল্যবান বস্ত্রের কারণে চীবর তৈরিতে দুক্কট অপরাধ হলো। অপরাধ মুক্তির জন্যে ভিক্ষুণী ভাবলেন, চীবরের সেলাই খুলে ফেললে আর্যা স্থুলানন্দা কি তা সেলাই করতে পারবেন? হ্যাঁ আর্যা, আমি সেলাই করে দেবো। এরূপ বললে সেই ভিক্ষুণী নিজে সেলাই খুলে স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে চীবর সেলাই করতে বস্ত্রখানা দিলেন। স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী বহুবার সেলাই করে দেবো বললেও সেলাই করলেন না, এমনকি তজ্জন্যে উৎসাহও দেখালেন না। তখন সেই ভিক্ষুণী, অন্য ভিক্ষুণীদের তা জানালেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তাঁরা এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন : "আর্যা স্থূলানন্দার এ কেমন আচরণ? কেন তিনি ভিক্ষুণীর চীবর খুলে ফেলে সেলাই করে দেবেন বলেও সেলাই করছেন না, অথবা সেলাই এর জন্যে উৎসাহও দেখাচ্ছেন না?"

ভিক্ষুণীরা এ বিষয়ে ভিক্ষুদের অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা এক ভিক্ষুণীর চীবরের সেলাই খুলে ফেলে তা সেলাইও করেনি; এমনকি সেলাই এর জন্যে উদ্যোগও নেয়নি? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভিক্ষুগণ, ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২৩৮. **"যেই ভিক্ষুণী অন্যের চীবর নিজে সেলাই খুলে বা অন্যকে দিয়ে খোলায়ে, পরে বিঘ্ন সৃষ্টিকারিণী হয়ে নিজেও সেলাই করে দেয় না, বা অন্যকে দিয়ে সেলাই করিয়ে দিতে উদ্যোগীও হয় না, সে ভিক্ষুণীকে**

চার-পাঁচবার বলার পর তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"

২৩৯. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'ভিক্খুনীয়াতি' বলতে অন্যান্য ভিক্ষুণীর চীবরের যেকোনোটি।

'বিসিব্বেত্বাতি' বলতে নিজে সেলাই খুলে ফেলা।

'বিসিব্বত্বাতি' বলতে অন্যকে দিয়ে সেলাই খুলে ফেলা।

'সা পচ্ছা অন্তরায়িকিনীতি' বলতে বিঘ্ন সৃষ্টিতে অংশগ্রহণকারিণী হয়ে।

'নেব সিব্বেয়্যাতি' বলতে নিজে সেলাই না করে।

'ন সিব্বাপনায উস্সুক্কং করেয়্যাতি' সেলাই করতে অন্যকেও নিয়োজিত না করে।

'অঞ্ঞত্র চতুহ, পঞ্চাহাতি' বলতে চার-পাঁচবার বলার পরও রেখে দেয়া, উদ্দেশ্য নিজেও সেলাই করব না, অন্যকে দিয়েও সেলাই করাবো না—এই চেতনায় করা মাত্রই পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২৪০. উপসম্পন্নাকে উপসম্পন্না সংজ্ঞায় চীবরকে খুলে ফেলে বা খোলায়ে সে যদি পরবর্তীকালে অন্তরায়কারিণী হয়ে নিজেও সেলাই করে দেয় না, বা অন্যকে দিয়েও সেলাই করায়ে দিতে উৎসাহ দেখায় না; তখন চার-পাঁচবার প্রচেষ্টার পর অন্তরায়কারিণীর পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। তিনি উপসম্পন্না এটা ভুলে গিয়ে চীবরের সেলাই খুলে ফেলে বা ফেলায়ে; পরে অন্তরায়কারিণী হয়ে নিজেও সেলাই করে দেয় না, অন্যের দ্বারা সেলাই করাতে উৎসুক্য প্রকাশ করে না। এমন অন্তরায়কারিণীকে চার-পাঁচবার বলার পরে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অন্যের ব্যবহার্য বস্ত্রের সেলাই খুলে বা সেলাই খোলায়ে, সে যদি পরে অন্তরায়কারিণী হয়ে নিজেও সেলাই করে না, অন্যকেও সেলাই করতে উৎসাহিত করে না; তেমন অবস্থায় চার-পাঁচবার বলার পর তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নের চীবর বা অন্যের ব্যবহার্য বস্ত্রের সেলাই নিজে খুলে বা অপরকে দিয়ে খোলায়; সে পরে অন্তরায়কারিণী হয়ে নিজেও সেলাই করে না, অন্যের দ্বারা সেলাই করাতে উৎসাহও দেখায় না। তেমন অনুপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্ন এটা জেনেও পরে ভুলে গেলে দুক্কট অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়।

২৪১. **অনাপত্তি :** স্মৃতি অন্তরায়ে, অনুসন্ধান করেও পাওয়া না গেলে, চার-পাঁচবার বলার পরেও যদি করে দেয়, তাতে অপরাধ হয় না। রোগের কারণ, বিপদের কারণে, উন্মাদ অবস্থায়, এবং আদিকর্মিক হলে অপরাধ নেই।

[তৃতীয় শিক্ষাপদ]

৪. চতুর্থ শিক্ষাপদ

২৪২. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুণীদের হাতে সজ্ঘাটি-চীবর নিক্ষেপ করে শুধুমাত্র অন্তর্বাস ও বহির্বাস পরিধান করে জনপদ বিচরণে চলে যাচ্ছিলেন। ভিক্ষুণীরা তা রোদে শুকাতে দিতেন। ভিক্ষুণীরা বাইরে থেকে এসে সেই ভিক্ষুণীদের বললেন, 'আর্যে, কী হেতু চীবরগুলো নষ্ট হলো? এতে রক্ষাকারী ভিক্ষুণীরা অন্যান্য ভিক্ষুণীদের তা জানালেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এজন্যে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, কেন ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুণীদের হাতে সজ্ঘাটি-চীবর নিক্ষেপ করে শুধুমাত্র অন্তর্বাস ও বহির্বাস পরিধান করে জনপদ বিচরণে প্রস্থান করছেন? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের তা জানালে ভিক্ষুরা ভগবানকে ইহা নিবেদন করলেন। ভগবান তখন জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুণীদের হাতে সজ্ঘাটি-চীবর নিক্ষেপ করে শুধুমাত্র অন্তর্বাস ও বহির্বাস পরিধান করেই জনপদ বিচরণে চলে যাচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২৪৩. **"যেই ভিক্ষুণী সজ্ঘাটি-চীবর পাঁচ দিনের অতিরিক্ত হস্তপাশের বাইরে রাখবে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

২৪৪. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'পঞ্চাহিকং' অর্থে সজ্ঘাটি-চীবরকে পাঁচ দিনের অতিরিক্ত বাইরে রাখা;

যা পঞ্চম দিবস অতিক্রমে পাচিত্তিয় অপরাধ যুক্ত হয়।

২৪৫. পাঁচ দিনের অতিক্রমে অতিক্রান্ত ধারণায় পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। পাঁচ দিনের অতিক্রান্তে, অতিক্রম হয়নি ধারণায় পাচিত্তিয় হয়। পাঁচ দিন অনতিক্রান্তে অতিক্রম হয়েছে ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। পাঁচ দিন অনতিক্রান্তে অনতিক্রান্ত ধারণায় কোনো দোষ নেই।

২৪৬. **অনাপত্তি :** পঞ্চম দিবসে চীবরগুলো পরিধান, পারুপন করলে অথবা রোগীর জন্যে রোদে তপ্ত করতে দিলে কোনো দোষ হয় না। বিপদে পড়ে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মীর ক্ষেত্রে দোষ নেই।

[চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫. পঞ্চম শিক্ষাপদ

২৪৭. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈকা ভিক্ষুণী পিণ্ডচারণ সমাপ্ত করে ভেজাচীবর শুকাতে দিয়ে বিহারে প্রবেশ করলেন। অন্য এক ভিক্ষুণী সেই চীবর পরিধান করে গ্রামে পিণ্ডচারণে প্রবেশ করলেন। যার চীবর, সেই ভিক্ষুণী বিহার হতে বের হয়ে ভিক্ষুণীদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর্যাগণ, আমার চীবরখানা দেখেছেন কি?" ভিক্ষুণীরা বিষয়টি তাকে জানালেন। তখন ভিক্ষুণীটি নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এ কেমন ভিক্ষুণী? কেন আমাকে না বলে চীবর পরিধান করল?

অতঃপর সে অন্যান্য ভিক্ষুণীদের অভিযোগ করলে, যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও এতে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে সেই অভিযোগ উত্থাপন করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, "ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, এক ভিক্ষুণী, অন্য ভিক্ষুণীর চীবর জিজ্ঞাসা না করেই পরিধান করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভিক্ষুগণ, ইহা কেমন আচরণ? কেন এক ভিক্ষুণী অন্য ভিক্ষুণীর চীবর বিনা অনুমতিতে পরিধান করবে? ভিক্ষুণীদের এ আচরণে কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২৪৮. **"যেই ভিক্ষুণী অন্যের পঞ্চচীবরের যেকোনোটি বিনানুমতিতে**

ধারণ করবে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"

২৪৯. 'যা পনাতি' বলতে যা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'চীবর সঙ্কমনীয়ং' বলতে কোনো উপসম্পন্নার পঞ্চবিধ চীবরের অন্যতর চীবর তার বিনানুমতিতে পরিধান বা পারুপন করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

২৫০. উপসম্পন্নাকে উপসম্পন্না ধারণায় বিনানুমতিতে পঞ্চচীবরের যেকোনোটি ধারণে পাচিত্তিয় হয়। উপসম্পন্না এ কথা ভুলে গিয়ে পঞ্চচীবরের যেকোনোটি বিনানুমতিতে ধারণে পাচিত্তিয় হয়। উপসম্পন্নাকে অনুপসম্পন্না ধারণায় পঞ্চচীবরের যেকোনোটি বিনানুমতিতে পাচিত্তিয় হয়। অনুপসম্পন্নার পঞ্চচীবরের যেকোনোটি ধারণে দুক্কট আপত্তি হয়। 'অনুপসম্পন্না' এ কথা ভুলে গিয়ে ধারণে দুক্কট আপত্তি হয়। 'অনুপসম্পন্নাকে' অনুপসম্পন্না ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়।

২৫১. **অনাপত্তি :** সে নিজে দিলে, তাকে জিজ্ঞাসা করে পরিধান বা পারুপন করলে, নিজের চীবর চুরি হয়ে গেলে, বিপদে পড়লে, উন্মাদ অবস্থায় নিলে এবং আদিকর্মিক হলে অপরাধ ক্ষমাযোগ্য হয়।

[পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬. ষষ্ঠ শিক্ষাপদ

২৫২. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন নাকি ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার দায়ককুল স্থূলানন্দাকে বললেন, আর্যা, আমরা ভিক্ষুণীসংঘকে চীবর দান করব। তোমাদের অন্য বহু কৃত্য, বহু করণীয় আছে, এখন থাক এই বলে দান কার্যে বাঁধা দিলেন। ইতিমধ্যে সেই দায়ককুলের গৃহ অগ্নিদগ্ধ হলো। তাঁরা তখন এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন যে, আর্যা স্থূলানন্দার ইহা কেমন আচরণ? কেন তিনি আমাদের দান কর্মের অন্তরায় ঘটালেন? এখন আমরা ভোগসম্পত্তি হতেও বঞ্চিত হলাম, পুণ্যসম্পদ হতেও বঞ্চিত হলাম।

ভিক্ষুণীরা সেই লোকদের এই নিন্দাবাদ শুনতে পেলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এতে এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ

করতে লাগলেন যে, কেন আর্যা স্থূলানন্দাগণের (সংঘকে ব্যক্তিগতভাবে গণনা করা) চীবর লাভ অন্তরায় করবেন? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের অভিযোগ করলে ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। তখন ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দাগণের চীবর লাভে অন্তরায় করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার এ কেমন আচরণ? কেন সে গণের চীবর লাভে অন্তরায় করছে? হে ভিক্ষুগণ, তার এই আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২৫৩. **“যেই ভিক্ষুণী গণের চীবর লাভে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে, তার পাচিত্তিয় হবে।”**

২৫৪. ‘যা পনাতি’ বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

‘ভিক্‌খুনীতি’ বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

‘গণো’ বলতে ভিক্ষুণীসংঘকে বুঝানো হয়েছে। চীবর বলতে ছয় প্রকার চীবরের অন্যতর চীবর, যা বিকপ্পনের জন্যে উপস্থিত করার পরবর্তী অন্তরায় সৃষ্টি করা হউক। এ কথায় যদি বলে, এই চীবর দানও করতে পারি। এভাবে অন্তরায় সৃষ্টি করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। অন্যান্য দ্রব্যের জন্যে অন্তরায় সৃষ্টি করলে দুক্কট আপত্তি হয়। জনৈকা ভিক্ষুণীদের জন্য বা একজন নির্দিষ্ট ভিক্ষুণীর জন্যে অথবা অনুপসম্পন্নাদের জন্যে চীবর অথবা অন্য কোনো দ্রব্যের দানে অন্তরায় সৃষ্টি করলে দুক্কট অপরাধ হয়।

২৫৫. **অনাপত্তি :** গুণাগুণ প্রদর্শন করে বিরত করলে, উন্মাদ অবস্থায় করলে এবং আদিকর্মিক হলে এই দোষ ক্ষমাযোগ্য হয়।

[ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৭. সপ্তম শিক্ষাপদ

২৫৬. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীসংঘের অকাল-চীবর (কঠিন

চীবর লাভীর জন্যে ৬ মাস এবং অলাভীর জন্যে ১১ মাসকাল সময়ে লভ্য চীবর) লাভ হলো। ভিক্ষুণীসংঘ সেই চীবর ভাগ করতে সমবেত হলেন। সে সময়ে ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার অন্তেবাসিনী ভিক্ষুণীরা বিচ্ছিন্না হয়ে গিয়েছিলেন। স্থূলানন্দা সেই ভিক্ষুণীদের লক্ষ করে বললেন, আর্যাগণ, এই ভিক্ষুণীরা বিচ্ছিন্না প্রস্থানকারিণী; তাদেরকে চীবরের ভাগ দেবেন না। চীবর ভাগে বাধাগ্রস্ত ভিক্ষুণীরা তাদের চীবর ভাগ করতে না পেরে কিছুসংখ্যক চলে গেলেন। স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীর সাথে কিছুসংখ্যক থেকে ভিক্ষুণীদের দ্বারা সেই চীবর বিভাগ করালেন।

যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এ ঘটনায় নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, আর্যা স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীর এ কেমনতরো আচরণ? কেন তিনি ধর্মত চীবর বিভাজনে বাধার সৃষ্টি করবেন?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এজন্যে অভিযোগ করলে ভিক্ষুরা তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা ধর্মত চীবর বিভাজনে বাধা দিচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভিক্ষুগণ, ইহা খুবই অন্যায়। কেন ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা ধর্মত চীবর বিভাজনে বাধা দিচ্ছে? ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২৫৭. **"যেই ভিক্ষুণী ধর্মত চীবর বিভাজনে বাধা দেবে তার পাচিত্তিয় হবে।"**

২৫৮. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'ধম্মিকো' বলতে চীবর বিভাজনকালে ভিক্ষুণীসংঘের সকলে একমত হয়ে সমবেত হয়ে চীবর ভাগ করা।

'পটিবাহেয়্যাতি' হলো এই ভাবে ভাগ করো, এমন বলাতে বাধা দানে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

২৫৯. ধর্মতকে ধর্মত সংজ্ঞায় বাধা দানে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। ধর্মত-কৃত হচ্ছে এটা ভুলে গিয়ে বাধাদানে দুক্কট আপত্তি হয়। ধর্মতকে অধর্মত বলে ধারণায় বাধাদানে কোনো দোষ নেই। অধর্মতকে ধর্মত

ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। অধর্মতকে অধর্মত ধারণায় কোনো দোষ নেই।

২৬০. **অনাপত্তি :** উপকারিতা প্রদর্শন করে বাধাদানে, উন্মাদ অবস্থায় বাধাদানে এবং আদিকর্মিকের বেলায় কোনো দোষ নেই।

[সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৮. অষ্টম শিক্ষাপদ

২৬১. সে সময়ে ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা যারা নৃত্য করতো, যারা অন্যদের নৃত্য করাতো, যারা সংঘ-সংশ্লিষ্টা হয়ে অভিনয় করতো, কলসীঢোলক নিয়ে আমাদেরকে শ্রামণ্যচীবর দাও এই বলে পরিষদ পরিবৃত হয়ে গুণগান গাইতো, নিজে তাদেরকে চীবর দান করতো। কারণ, তারা এভাবে নিজে নৃত্য করে, অন্যকে দিয়ে নৃত্য করায়ে এবং কলসীঢোলক নিয়ে নৃত্যাভিনয় করে সংঘ-সংশ্লিষ্টা হয়ে ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার এই বলে গুনগাণ গাইতেন যে, আর্যা স্থূলানন্দা বহুশ্রুতা, ভাণিকা, বিশারদা, শ্রেষ্ঠ ধর্মকথিকা, দাতা এই আর্যা এবং কর্তা এই আর্যা।

যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তাঁরা নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, কেন আর্যা স্থূলানন্দা গৃহীগণকে শ্রামণের চীবর দিচ্ছেন? তাঁরা এ বিষয় ভিক্ষুদের মাধ্যমে ভগবানকে জানালে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন :

ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী গৃহীদেরকে শ্রমণবস্ত্র দিয়ে থাকে? ভগবান ইহা সত্য। খুবই গর্হিত এ কাজ হে ভিক্ষুগণ, স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী কী করে গৃহীদেরকে শ্রমণবস্ত্র দিতে পারবে? ইহা হে ভিক্ষুগণ; কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২৬২. **“যদি কোনো ভিক্ষুণী গৃহী অথবা পরিব্রাজক অথবা পরিব্রাজিকাকে শ্রমণবস্ত্র দান করে; তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।”**

২৬৩. ‘যা পনাতি’ বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'আগারিকো' বলতে যে গৃহে বাস করে।

'পরিব্বাজিকো' বলতে ভিক্ষু-শ্রামণ ব্যতীত যে-সকল পরিব্রাজক।

'পরিব্বাজিকো' বলতে ভিক্ষুণী ও শিক্ষাকামী শ্রামণেরী ব্যতীত যে-সকল পরিব্রাজিকা।

'সমণচীবরং' বলতে ভিক্ষু-শ্রামণদের কপ্পিয়কৃত তথা ব্যবহারযোগ্য বস্ত্র। এরূপ বস্ত্র দিলে পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।

২৬৪. **অনাপত্তি :** মাতাপিতাকে দিলে, সাময়িকভাবে ব্যবহারার্থে দিলে, উন্মাদগ্রস্ত অবস্থায় দিলে এবং আদিকর্মিক হলে এ জাতীয় অপরাধ ক্ষমাযোগ্য হয়।

[অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৯. নবম শিক্ষাপদ

২৬৫. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার সেবককুল স্থূলানন্দাকে বললেন, হে আর্যা, যদি আমরা সক্ষম হই, তাহলে ভিক্ষুণীসংঘকে চীবর দান করব। সে সময়ে বর্ষাব্রতপালনকারী ভিক্ষুণীগণ চীবর বণ্টন করতে সমবেত হয়েছিলেন। স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী সেই ভিক্ষুণীগণকে বললেন, আর্যাগণ, আপনারা আগমন করুন, ভিক্ষুণীসংঘের জন্যে চীবর উৎপন্ন হয়েছে। ভিক্ষুণীরা স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে বললেন, আর্যা সেই দায়ককুলে গিয়ে সে সম্পর্কে অবগত হউন। স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী যেখানে সেই দায়ককুল তথায় উপস্থিত হয়ে সেই মানুষদের সংঘক্ষেত্রে চীবরদানের জন্যে বললেন। সেবককুল তখন বললেন, বন্ধুগণ, ভিক্ষুণীসংঘকে চীবর দেয়া এখন সম্ভব নহে। স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী, সেই ভিক্ষুণী সংঘকে এ বিষয় জানালেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে সমালোচনা করতে লাগলেন এই বলে, আর্যা স্থূলানন্দা কেমন যে, তিনি দুর্বল (অনির্দিষ্ট) চীবর উৎপত্তিকে, চীবরপ্রাপ্তির উপযুক্ত সময় বলে মাত্রাতিরিক্ত ধারণা পোষণ করবেন?

তারা ভিক্ষুগণকে এ ঘটনা জানালে, ভিক্ষুগণ তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী

স্থূলানন্দা দুর্বল (অনির্দিষ্ট) চীবর উৎপত্তিকে চীবর লাভের উপযুক্ত সময় বলে মাত্রাতিরিক্ত ধারণা পোষণ করে? হ্যাঁ প্রভু, তা সত্য। বুদ্ধ ভগবান খুবই ভর্ৎসনা করে বললেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২৬৬. **"যেই ভিক্ষুণী দুর্বলচীবর উৎপত্তিকে, চীবর উৎপত্তির সময় বলে মাত্রাতিরিক্ত ধারণা পোষণ করবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

২৬৭. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'দুব্বল চীবরপচ্চসায়' বলতে যদি আমি সক্ষম হই তবেই দেব—এভাবে দানের বাক্য ভিন্ন হওয়া।

'চীবরকাল সময়ো' বলতে কঠিন চীবর লাভ না করলে বর্ষাবাসের পরের মাসে এবং কঠিন চীবর লাভ করলে বর্ষাব্রতের (প্রবারণার) পরবর্তী দিবস অতিক্রমে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। কঠিন চীবর কঠিনোদ্ধার দিবস অতিক্রমে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

২৬৮. দুর্বল-জীর্ণ-চীবরে, দুর্বল-চীবর বলে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও চীবরকাল অতিক্রমে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। দুর্বল-চীবর, কিন্তু তা ভুলে গিয়ে চীবরকাল অতিক্রমে দুক্কট আপত্তি হয়। দুর্বল-চীবরে অদুর্বল-চীবর ধারণায় চীবরকাল অতিক্রমে কোনো দোষ হয় না। অদুর্বল-চীবর এটি ভুলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। অদুর্বল-চীবরকে অদুর্বল ধারণায় কোনো দোষ হয় না।

২৬৯. **অনাপত্তি :** গুণ প্রদর্শন দ্বারা বিরত রাখলে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিকের।

[নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

১০. দশম শিক্ষাপদ

২৭০. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের প্রদত্ত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈক উপাসক সংঘের

উদ্দেশ্যে বিহার নির্মাণ করায়েছিলেন। তিনি সেই বিহারদান উৎসব উপলক্ষে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘের উদ্দেশ্যে অকাল-চীবর দান করতে ইচ্ছুক হলেন। সে সময়ে উভয় সংঘের কঠিন চীবর লাভ হচ্ছিল। এতে সেই উপাসক সংঘের নিকটে উপস্থিত হয়ে কঠিনোদ্ধারের জন্যে প্রার্থনা করলেন। ভগবানকে তা জানানো হলো। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন :

"ভিক্ষুগণ, আমি কঠিনোদ্ধারের অনুজ্ঞা করছি। ভিক্ষুগণ, এভাবেই কঠিনোদ্ধার করা কর্তব্য। দক্ষ ভিক্ষু সংঘকে এভাবে প্রজ্ঞাপিত করবে :

২৭১. **প্রজ্ঞপ্তি :** ভন্তে সংঘো, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন; যদি সংঘ উপযুক্ত সময় বলে মনে করেন, কঠিনোদ্ধার করতে পারেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ : ভন্তে সংঘো, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন; মাননীয় সংঘ কঠিনোদ্ধার করছেন। যিনি কঠিনোদ্ধার সমর্থন করেন, তিনি নীরব থাকুন; যিনি অসমর্থন করেন, তিনি আপন অভিমত ব্যক্ত করুন।

ধারণা : মাননীয় সংঘকর্তৃক কঠিন উদ্ধার করা হলো। সংঘ এতে সম্মত আছেন বলে মৌনতা অবলম্বন করেছেন; আমি এরূপই ধারণা করছি।

২৭২. অতঃপর সেই উপাসক ভিক্ষুণীসংঘের নিকটে উপস্থিত হয়ে কঠিনোদ্ধার প্রার্থনা করলেন। ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা এই ভেবে ফিরায়ে দিলেন, ভবিষ্যতে এ চীবর আমারই হবে। এতে সেই উপাসক এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন আমাকে কঠিনোদ্ধার করতে দিলেন না?

ভিক্ষুণীরা সেই উপাসকের এই নিন্দাবাদ শুনতে পেলেন। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরাও তখন এই বলে আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন যে, আর্যা স্থূলানন্দার ইহা কেমন আচরণ? কেন তিনি ন্যায়সঙ্গত কঠিনোদ্ধার ফিরায়ে দিলেন?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে তা জ্ঞাত করালে, ভিক্ষুগণ ভগবানকে বিষয়টি নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা ন্যায়সঙ্গত কঠিনোদ্ধারকে ফিরায়ে দিচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। না ভিক্ষুগণ, ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা

করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২৭৩. **"যেই ভিক্ষুণী ন্যায়সঙ্গত কঠিনোদ্ধারকে ফিরায়ে দেবে তার পাচিত্তিয় আপত্তি হবে।"**

২৭৪. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'ধম্মিকো' বলতে কঠিনোদ্ধারকালে সমগ্র ভিক্ষুণীসংঘ সমবেত হয়ে উদ্ধার করা।

'পটিবাহেয়্যাতি' বলতে এই কঠিন উদ্ধার কাজে বিনয়কর্ম সম্পাদনে প্রতিবন্ধকতা করা। এভাবে বাধা প্রদানে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

২৭৫. ধর্মতকে অধর্মত বলে জেনেও বাঁধা প্রদানে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। ধর্মতকে ভুলে গিয়ে বাঁধা প্রদানে দুক্কট আপত্তি হয়। ধর্মতকে অধর্মত মনে করে বাঁধাদানে অনাপত্তি। অধর্মতকে ভুলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। অধর্মতকে অধর্মত ধারণায় কোনো আপত্তি নেই।

২৭৬. **অনাপত্তি :** গুণ দর্শন করায়ে বাধাদানে, উন্মাদ অবস্থায়, এবং আদিকর্মিকের অপরাধ ক্ষমাযোগ্য হয়।

[দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[নাগবর্গ তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. তুবট্ট বর্গ

১. প্রথম শিক্ষাপদ

২৭৭. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা এক মঞ্চ দুইজনে ভাগ করে ব্যবহার করছিলেন। জনগণ বিহার দর্শনে বিচরণের সময়ে এসব দেখে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা দুইজনে একই মঞ্চ ব্যবহার করছেন? যেন কামভোগী গৃহী। ভিক্ষুণীরা সেই জনগণের এই নিন্দাবাদ শুনতে পেলেন। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরা ইহা শুনে, নিন্দা, আন্দোলন এং ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এ ভিক্ষুণীরা কেমন যে, দুইজন একই মঞ্চ ব্যবহার করছেন? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে তা জানালে, ভিক্ষুরা ভগবানকে

বিষয়টি নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা দুইজন এক মঞ্চ ব্যবহার করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা খুবই অশোভন। ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ, দুজন একই মঞ্চ ব্যবহার করবে? ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২৭৮. **"যেই ভিক্ষুণী দুইজন একই মঞ্চ ব্যবহার করবে তাদের পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

২৭৯. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'দ্বে এক মঞ্চে তুবট্টেয্যন্তি' বলতে একজন শায়িত থাকা অবস্থায়, অপরজন শয়ন করে। ইহাতে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। উভয়ে একই সময়ে শয়নেও পাচিত্তিয় হয়। উঠে গিয়ে পুনঃপুন শয়নে পুনঃপুন পাচিত্তিয় হয়।

২৮০. **অনাপত্তি :** একজন শায়িত অবস্থায় অপরজন বসে থাকলে, উভয়ে বসে থাকলে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিক হলে অপরাধ ক্ষমাযোগ্য হয়।

[প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

২. দ্বিতীয় শিক্ষাপদ

২৮১. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা দুজনে একই কার্পেট ও একই পোশাক ব্যবহার করছিলেন। মানুষেরা বিহার পরিভ্রমণে এসে তা দেখে এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, ভিক্ষুণীরা যেন কামভোগী গৃহী! কেন তারা দুজনে একই আস্তরণ, একই পোশাক ব্যবহার করছেন?

ভিক্ষুণীরা জনগণের এই নিন্দাবাদ শুনলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও এজন্যে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে তা জানালে, ভিক্ষুরা ভগবানকে

বিষয়টি নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যই কি ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীরা দুজনে একই আস্তরণ ও একই বস্ত্র ব্যবহার করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান বললেন, ইহা খুবই অশোভন। ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২৮২. "যেই ভিক্ষুণীরা একই আস্তরণ এবং একই বস্ত্র দুজনে ব্যবহার করবে; তাদের পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"

২৮৩. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'দ্বে একত্থরণ পাপুরণ তুবট্টেয়্যন্তি' বলতে এক অন্যের দিকে কার্পেট প্রসারিত করে দিয়ে বিছায়ে অথবা বস্ত্র গায়ে পারুপন করে অংশ, ভাগরূপে ব্যবহার দ্বারা পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

২৮৪. কার্পেটকে এবং বস্ত্রকে একটি বলে ধারণায় অংশ ভাগ করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। 'কার্পেট বা বস্ত্র একটি মাত্র' ইহা ভুলে গিয়েও অংশ ভাগ করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। একটি মাত্র কার্পেট বা বস্ত্রকে বহু কার্পেট বা বস্ত্র বলে ধারণায় অংশ ভাগ করলেও পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। একটি মাত্র কার্পেট এবং বহু বস্ত্রে দুক্কট আপত্তি হয়। বহু কার্পেট কিন্তু একটি মাত্র বস্ত্রে দুক্কট আপত্তি হয়। বহু কার্পেট ও বহুবস্ত্রকে একটি মাত্র কার্পেট বা একটি মাত্র বস্ত্র ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। বহু কার্পেট (আস্তরণ) ও বহু বস্ত্র, ইহা ভুলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। বহু কর্পেট ও বস্ত্রে বহু কার্পেট ও বস্ত্র ধারণায় দোষ নেই।

২৮৫. **অনাপত্তি :** বস্ত্রসমূহ দান করে শয়ন করলে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে দোষণীয় হয় না।

[দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৩. তৃতীয় শিক্ষাপদ

২৮৬. সে সময় বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা ছিলেন বহুশ্রুতা,

ভাণিকা, বিশারদা এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মকথিকা। ভদ্রাকপিলানীও ছিলেন বহুশ্রুতা, ভাণিকা, বিশারদা এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মকথিকা। কিন্তু আগন্তুকগণ উচ্চ সম্মানিতা আর্যা ভদ্রাকপিলানীকে প্রথমে পূজা, বন্দনা করে, পরে ভিক্ষুণী স্থূলানন্দাকে বন্দনা করতেন। ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা এতে ঈর্ষাকাতর হয়ে বলতে লাগলেন, তিনি নাকি অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টা, নির্জনতাপ্রিয়া, অসংশ্লিষ্টা। কিন্তু এখন দেখছি সচেতনবহুল, বিজ্ঞপ্তিবহুল হয়ে অবস্থানকারী। এই ভদ্রাকপিলানী চঙ্ক্রমণে, দাঁড়নে, উপবেশনে, এমনকি শায়িতা অবস্থায় পর্যন্ত উদ্দেস করেন, উদ্দেস করান, আবৃত্তি করেন।

যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, তারা ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার এ সকল নিন্দাবাক্য শুনে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, আর্যা স্থূলানন্দার এ কেমন আচরণ? কেন তিনি আর্যা ভদ্রাকপিলানীর সজ্ঞানে অশান্তি ঘটাচ্ছেন? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ বিষয় জানালে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যই কি ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা সজ্ঞানে ভদ্রাকপিলানীর অশান্তি ঘটাচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায়। হে ভিক্ষুগণ, কেন ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা সজ্ঞানে ভদ্রাকপিলানীর অশান্তি সৃষ্টি করছে? ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২৮৭. **“যেই ভিক্ষুণী সজ্ঞানে অন্য ভিক্ষুণীর অশান্তি সৃষ্টি করবে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।”**

২৮৮. ‘যা পনাতি’ বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

‘ভিক্‌খুনীতি’ বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

‘ভিক্‌খুনিয়াতি’ বলতে অন্য ভিক্ষুণীর।

‘সঞ্চিচ্চাতি’ বলতে জানে, বিশেষভাবে জানে, চিন্তা করে, নিরীক্ষণ করে, অতিক্রম করে।

‘অফাসু করেয়্যাতি’ বলতে ইহা দ্বারা ইহাকে বিরক্ত করব এই ভেবে অনুমতি না নিয়েই অগ্রভাগে চঙ্ক্রমণ করা, বা দাঁড়ানো, উপবেশন করা বা শয়ন করা, নির্দেশ করা বা নির্দেশ করানো বা আবৃত্তি করা ইত্যাদিতে

পাচিত্তিয় হয়।

২৮৯. উপসম্পন্নাকে উপসম্পন্না ধারণায় সজ্ঞানে বিরক্ত করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। তিনি উপসম্পন্না এ কথা ভুলে গিয়ে সজ্ঞানে বিরক্ত করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। উপসম্পন্নাকে অনুপসম্পন্না ধারণায় বিরক্ত করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নাকে উপসম্পন্না ধারণায় বিরক্ত করলে দুক্কট আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নাকে অনুপসম্পন্না ধারণায় বিরক্ত করলে দুক্কট আপত্তি হয়।

২৯০. **অনাপত্তি :** বিরক্তির উৎপাদন ইচ্ছা না থাকলে, জিজ্ঞাসা করে বা অনুমতি নিয়ে অগ্রভাগে চঙ্ক্রমণে, দাঁড়ানে, উপবেশনে, শয়নে, নির্দেশ দিলে, নির্দেশ দেয়ালে; আবৃত্তি করলে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিক হলে এমন অপরাধ ক্ষমাযোগ্য হয়।

[তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৪. চতুর্থ শিক্ষাপদ

২৯১. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী সব্রহ্মচারিণীদের দুঃখগ্রস্ত (রোগের) সময়ে কোনো সেবা-যত্ন করতেন না; এমনকি তজ্জন্যে কোনো উৎসুক্য প্রকাশ পর্যন্ত করতেন না। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, তারা এজন্যে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন; আর্যা স্থূলানন্দার এ কেমন আচরণ? কেন তিনি রুগ্নদের কোনো সেবা করেন না, এমনকি তজ্জন্যে উৎসাহও দেখান না?

ভিক্ষুণীরা বিষয়টি ভিক্ষুদেরকে জানালে ভিক্ষুরা তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা রুগ্ন সব্রহ্মচারিণীদের কোনো সেবা-যত্ন করে না; এমন কী এজন্যে কোনো ইচ্ছাও প্রকাশ করে না? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান ভৎর্সনা করে বললেন, ইহা কেমন আচরণ হে ভিক্ষুগণ,... এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভৎর্সনা করে...। এহেতু ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২৯২. **"যেই ভিক্ষুণী অসুস্থ সব্রহ্মচারিণীকে সেবা করবে না, বা সেবার জন্যে উৎসাহ দেখাবে না; তার পাচিত্তিয় হবে।"**

২৯৩. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'দুক্খিতা' বলতে অসুস্থা বুঝায়।

'সহজীবিনী' বলতে সহবিহারিণী বুঝায়।

'নেব উপট্ঠেয়্যাতি' বলতে বলতে নিজে সেবা না করা।

'ন উপট্ঠাপনায় উস্সুকং করেয়্যাতি' বলতে অন্যকেও নির্দেশ দিতে উৎসাহ বোধ না করা।

'নেব উপট্ঠে স্সামি, ন উপট্ঠাপনায় উস্সুক্কং করিস্সামি' অর্থাৎ আমি নিজেও সেবা করব না, অন্যজনকেও সেবার জন্য উৎসাহ দেবো না—এই মনোভাব নিয়ে বিষয়ান্তরে গমনক্ষণেই পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। অন্তেবাসিনী বা অনুপসম্পন্নের প্রতি সেবা নিজে না করলে, অন্যজনকেও নির্দেশ না দিলে দুক্কট আপত্তি হয়।

২৯৪. **অনাপত্তি :** স্মৃতি-বিভ্রমহেতু, অনুসন্ধান করেও কোনো জনকে না পেলে, নিজের অসুস্থতাবশত; বিপদে পড়ে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিক হলে।

[চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫. পঞ্চম শিক্ষাপদ

২৯৫. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভদ্রাকপিলানী সাকেতে বর্ষাবাস করছিলেন। তিনি কোনো এক প্রয়োজনে ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার নিকটে বার্তাবাহকের মাধ্যমে বললেন, যদি আর্যা স্থূলানন্দা আবাসকক্ষ দেন, তাহলে আমি শ্রাবস্তীতে যেতে পারি। স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী বললেন, আসুক, আমি দেবো। অতঃপর ভদ্রাকপিলানী সাকেত হতে শ্রাবস্তীতে আগমন করলেন। সে সময়ে স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী ছিলেন বহুশ্রুতা, ভাণিকা, বিশারদা এবং ধর্মদেশনায় ছিলেন শ্রেষ্ঠা। অপরদিকে ভদ্রাকপিলানীও ছিলেন বহুশ্রুতা, ভাণিকা, বিশারদা এবং ধর্মদেশনায় শ্রেষ্ঠা ও উচ্চতর সম্মানিতা। মানুষেরা এ কারণে প্রথমে আর্যা ভদ্রাকপিলানীকে পূজা, বন্দনা করে, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দাকে পূজা, বন্দনায় যেতেন।

স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী এতে ঈর্ষাকতর হলেন। ইনি নাকি অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টা, নির্জনতাপ্রিয়া, এবং অসংশ্লিষ্টা। কিন্তু এখন তো দেখছি তিনি সচেতন-বহুলা, বিজ্ঞপ্তিবহুলা হয়ে অবস্থান করছেন। এভাবে কুপিতা, অনিষ্টকামী

হয়ে, ভদ্রাকপিলানীকে আবাসটি হতে টেনে বের করে দিলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, তারা এতে নিন্দা আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, আর্যা স্থূলানন্দার এ কেমন আচরণ? কেন তিনি আর্যা ভদ্রাকপিলানীকে আবাস দিয়ে পুনঃ কুপিতা, অনিষ্টকামী হয়ে বের করে দেবে?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের বিষয়টি জানালেন ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী ভদ্রাকপিলানীকে বাসস্থান দিয়ে কুপিতা ও অনিষ্টকামী হয়ে কক্ষ থেকে বের করে দিয়েছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্যি। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার ইহা কেমন আচরণ? এ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু, হে ভিক্ষুগণ, ইহা অপ্রসন্নদের অসন্তোষ বৃদ্ধি এবং প্রসন্নদের কারো কারো মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির সহায়ক হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। ভিক্ষুগণ, এ কারণে আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

২৯৬. **"যেই ভিক্ষুণী কোনো ভিক্ষুণীকে বাসস্থান দিয়ে পরে কুপিতা, অনিষ্টকামী হয়ে নিজে বের করে দেবে, অথবা অন্যকে দিয়ে বের করায়ে দেবে, সেই ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

২৯৭. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'উপস্সযো' বলতে দরজাযুক্ত কক্ষ।

'দত্বাতি' বলতে নিজে দিয়ে।

'কুপিতা-অনত্তমনাতি' বলতে ক্রুদ্ধ ও লোভ-দ্বেষ-মোহের বশীভুত (খীলজাতা) হয়ে।

'নিক্কড্ডেয্যাতি' অর্থে উদরে ধরে পেছনের দিকে বের করে দিলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। পেছনের দিক ধরে সম্মুখের দিকে বের করে দিলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। একবার মাত্র প্রয়োগ দ্বারা একাধিক দ্বার অতিক্রম করলে পাচিত্তিয় হয়।

'নিক্কড্ঢয্যোতি' বলতে অন্যের দ্বারা বের করতে উদ্যোগী হলে দুক্কট আপত্তি হয়। স্বয়ং নিজে এনে একাধিক দ্বার অতিক্রম করালে পাচিত্তিয়

আপত্তি হয়।

২৯৮. উপসম্পন্নাকে উপসম্পন্না ধারণায় বাসস্থান দিয়ে কুপিতা, বিরূপমনা হয়ে নিজে বের করে দিলে, বা বের করায়ে দিলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। উপসম্পন্নাকে উপসম্পন্না কি না তা ভুলে গিয়ে বাসস্থান দেয়ার পর কুপিতা, বিরূপমনা হয়ে বের করে দিলে, বা বের করায়ে দিলে পচিত্তিয় আপত্তি হয়। উপসম্পন্নাকে অনুপসম্পন্না ধারণায় বাসস্থান দিয়ে কুপিতা, বিরূপমনা হয়ে বের করে দিলে, বা বের করায়ে দিলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। উপসম্পন্নাকে অনুপসম্পন্না ধারণায় বাসস্থান দিয়ে কুপিতা, বিরূপমনা হয়ে বের করে দিলে, বা বের করায়ে দিলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। তার দ্রব্যসামগ্রী বের করে বা করায়ে দিলে দুক্কট আপত্তি হয়। দরজা বিহীন অবস্থায় বের করে দিলে, বা বের করায়ে দিলে দুক্কট আপত্তি হয়। তার দ্রব্যসামগ্রী বের করে বা করায়ে দিলে দুক্কট আপত্তি হয়। অনুসম্পন্নাকে কবাটযুক্ত বা কবাটবিহীন আবাস হতে বের করে দিলে বা বের করায়ে দিলে দুক্কট আপত্তি হয়। তার দ্রব্যসামগ্রী বের করে দিলে বা বের করায়ে দিলে দুক্কট আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নাকে উপসম্পন্না ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নাকে উপসম্পন্না কি না তা ভুলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। অনুসম্পন্নাকে অনুপসম্পন্না ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়।

২৯৯. অনাপত্তি : ধর্মবিনয়ের প্রতি গৌরবহীন অলজ্জিনীকে বের করে দিলে বা দেয়ালে, তার দ্রব্যসামগ্রী বের করে দিলে বা দেয়ালে, উন্মাদকে বের করে দিলে বা দেয়ালে, তার দ্রব্য বের করে দিলে বা দেয়ালে, ভেদ সৃষ্টিকারিণীকে বের করে দিলে বা দেয়ালে, কলহকারিণীকে বের করে দিলে বা দেয়ালে, তুচ্ছ গল্পকারিণীকে বের করে দিলে বা দেয়ালে, সংঘের নিকটে নিত্য অভিযোগকারিণীকে বের করে দিলে বা দেয়ালে, তাদের সামগ্রীসমূহ বের করে দিলে বা দেয়ালে, অন্তেবাসিনী বা সহবিহারিণী অনুগতা না হওয়াতে বের করে দিলে বা দেয়ালে, তার সামগ্রী বের করে দিলে দেয়ালে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিক হলে এমন কর্ম অপরাধ বলে গণ্য হয় না।

[পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬. ষষ্ঠ শিক্ষাপদ

৩০০. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন চণ্ডকালী ভিক্ষুণী গৃহপতি ও গৃহপতি পুত্রদের সাথে সংশ্লিষ্টা হয়ে অবস্থান করছিলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, এতে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, আর্যা চণ্ডকালীর এ কেমন আচরণ? কেন তিনি গৃহপতি ও গৃহপতি পুত্রগণের সাথে এতবেশি সংশ্লিষ্টা হয়ে অবস্থান করছেন?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে অভিযোগ করলেন। ভিক্ষুরা ভগবানকে বিষয়টি নিবেদন করলে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন সত্যি কি ভিক্ষুগণ চণ্ডকালী ভিক্ষুণী গৃহপতি ও গৃহপতি পুত্রগণের সাথে সংশ্লিষ্টা হয়ে অবস্থান করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভিক্ষুগণ ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩০১. **‘যেই ভিক্ষুণী গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্রদের সাথে সংশ্লিষ্টা হয়ে অবস্থান করবে, সেই ভিক্ষুণীকে ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক এরূপ বলতে হবে :**

হে আর্যা, গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্রদের সাথে সংশ্লিষ্টা হয়ে থাকবে না। বিরাগী হউন, নির্জনপ্রিয়া হউন ভগিনী, ইহাই সংঘের উপদেশ।

ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক উক্ত ভিক্ষুণীকে এভাবে তিনবার ব্যক্ত হলে, তা যদি সেই ভিক্ষুণী মান্য করে তো ভালো। অন্যথায়, সেই ভিক্ষুণীকে সমনুভাষণ দানকালেও পূর্ব আচরণ ত্যাগ না করলে তার পাচিত্তিয় আপত্তি হবে।”

৩০২. ‘যা পনাতি’ বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

‘ভিক্খুনীতি’ বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

‘সংসট্‌ঠা’ বলতে অনভিপ্রেত কায়িক ও বাচনিক সর্ম্পক।

‘গৃহপতি’ বলতে যে জন গার্হস্থ্য জীবনে অবস্থান করেন।

‘গহপতিপুত্তো’ বলতে গৃহকর্তার পুত্র, ভ্রাতা ইত্যাদি।

‘সা ভিক্খুনীতি’ বলতে যে সংশ্লিষ্টা সেই ভিক্ষুণী।

‘ভিক্খুনীতি’ বলতে অন্যান্য ভিক্ষুণী যারা দেখে, যারা শুনে তারাই

বলা কর্তব্য, "না আর্যে, এমন সংশ্লিষ্টা হয়ে গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্রদের সাথে অবস্থান করতে নেই। ভগিনী, সংঘ বলছেন, আপনি বিরাগ ও বিবেকপ্রিয়া হউন।"

এভাবে দ্বিতীয়, এবং তৃতীয়বার বলতে হবে। এই সমনুভাষণ যদি তিনি গ্রহণ করেন ভালো। অন্যথায় তার পাচিত্তিয় আপত্তি হবে। ভিক্ষুণীর এমন আচরণ দেখে শুনে ও অন্য ভিক্ষুণীরা যদি এভাবে না বলেন, তাদের দুক্কট আপত্তি হবে। সেই ভিক্ষুণীকে টেনে সংঘের নিকট উপস্থিত করে, এরূপ বলা কর্তব্য : "আর্যে, আপনার উচিত নহে, গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্রদের সাথে এমন সংশ্লিষ্টা হয়ে অবস্থান করা। আপনি বিরাগী, নির্জনতাপ্রিয়া হয়েই অবস্থান করুন, ইহাই মাননীয় সংঘের উপদেশ। এভাবে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও বলা কর্তব্য। যদি এতে তিনি এ বদভ্যাস ত্যাগ করেন ভালো যদি ত্যাগ না করেন, তাহলে তার পাচিত্তিয় আপত্তি হবে।

সেই ভিক্ষুণীকে সমনুভাষণ দান কর্তব্য। এভাবেই ভিক্ষুগণ, সেই সমনুভাষণ দিতে হবে :

দক্ষ সামর্থ্যবান ভিক্ষু সংঘের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে, সংঘকে জ্ঞাত করাবে :

৩০৩. **প্রজ্ঞপ্তি :** হে আর্যগণ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন; এই অমুক ভিক্ষুণী গৃহপতি ও গৃহপতি পুত্রদের সাথে সংশ্লিষ্টা হয়ে অবস্থান করেছেন। তিনি তার বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করছেন না। যদি সংঘ এখন যথার্থ সময় বলে বিবেচনা করেন যে, এই ভিক্ষুণীকে তার বদভ্যাস পরিত্যাগে সমনুভাষণ দান করা, তা সম্পাদন করা হউক। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ : মাননীয়া আর্য সংঘ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন; এই অমুক ভিক্ষুণী গৃহপতি ও গৃহপতি পুত্রদের সাথে সংশ্লিষ্টা হয়ে অবস্থান করছেন। তিনি তার বদ্ অভ্যাস পরিত্যাগ করছেন না। সংঘ এই ভিক্ষুণীকে সমনুভাষণ দিচ্ছেন। যেই আর্যাগণ ইহা সমর্থন করেন তারা নীরব থাকুন। যারা অসমর্থন করেন, তারা আপন বক্তব্য বলুন।

(দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার এরূপ বলতে হবে)

ধারণা : অমুক ভিক্ষুণী তার বদ্ অভ্যাস পরিত্যাগ না করায়, মাননীয়া সংঘ কর্তৃক সমনুভাষিতা হলেন। সমগ্র সংঘ এতে সম্মত বলে নীরব আছেন। আমি এরূপই ধারণা করছি।

প্রজ্ঞপ্তির সমাপ্তিতে সেই ভিক্ষুণীর দুক্কট অপরাধ হবে। দুইবার কর্মবাক্যের সমাপ্তিতে দুক্কট হবে। কর্মবাক্যের অবসানে পাচিত্তিয় আপত্তি হবে।

৩০৪. ন্যায়সঙ্গত বিচারকে, ন্যায়সঙ্গত ধারণায়; মন্দ আচরণ অপরিত্যাগে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। ন্যায়সঙ্গত বিচার নির্দেশকে ভুলে গিয়ে, মন্দ অপরিত্যাগে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। ন্যায়সঙ্গত বিচার নির্দেশকে ভুলে গিয়ে, মন্দ অপরিত্যাগে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। ন্যায়সঙ্গতকে অন্যায়সঙ্গত ধারণায়, মন্দ অপরিত্যাগে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। অন্যায়কে ন্যায়সঙ্গত ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। অন্যায্যকে ন্যায্য ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। অন্যায্য বলে জেনেও তা ভুলে গেলে দুক্কট হয়। অন্যায্যকে অন্যায্য ধারণায় অপরিত্যাগে দুক্কট আপত্তি হয়।

৩০৫. **অনাপত্তি :** অসমনুভাষণ হলে, পরিত্যাগ করলে, উন্মাদ হলে, আদিকর্মিক হলে অপরাধ ক্ষমাযোগ্য হয়।

৭. সপ্তম শিক্ষাপদ

৩০৬. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন আন্তঃরাজ্য শঙ্কা ও ভয়যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ভিক্ষুণীরা শস্ত্র (ছুরিকা)-বিহীন অবস্থায় ধর্মপ্রচারে বিচরণ করছিলেন। ধূর্তগণ ভিক্ষুণীদের দূষিত (বলাৎকার) করছিল। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন; এরা কেমন ভিক্ষুণী? কেন তারা আন্তঃরাজ্য আশঙ্কাসংকুল, ভয়সংকুল হওয়া সত্ত্বেও শস্ত্রবিহীন অবস্থায় ধর্মপ্রচারে বিচরণ করছেন।

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুগণ তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান জানতে চাইলেন, সত্যিই কি ভিক্ষুগণ, আন্তঃরাষ্ট্র বিপদসংকুল, ভয়সংকুল হওয়া সত্ত্বেও ভিক্ষুণীরা শস্ত্রবিহীন অবস্থায় ধর্মদেশনায় বিরচণ করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায়। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩০৭. **"যেই ভিক্ষুণী আন্তঃরাজ্য বিপদ ও ভয়সংকুল হওয়া সত্ত্বেও শস্ত্রবিহীন অবস্থায় ধর্মপ্রচারে বিচরণ করবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

৩০৮. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'অন্তোরট্ঠে যেই রাজ্যে অবস্থান করে সেই রাজ্যের ভেতর।

'সসঙ্কং' বলতে যেই পথে চোরগণের প্রবেশের সুযোগ দেখা যায়, ভাত-রান্নার সুযোগ দেখা যায়, দাঁড়ানোর সুযোগ দেখা যায়, বসে থাকার সুযোগ দেখা যায়, পড়ে থাকার সুযোগ দেখা যায়।

'সপ্পটিভয়ং' অর্থে যেই পথে চোরগণের দ্বারা হত মানুষ দেখা যায়, লুণ্ঠিতা দেখা যায়, প্রহারে আহত দেখা যায়।

'অসত্থিকা' বলতে শস্ত্র (ছুরিকা)-বিহীন হয়ে।

'চারিকং চরেয়্যাতি' বলতে মোরগ ডাকার সময় থেকে গ্রামে ও গ্রামান্তরে পরিভ্রমণে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। উক্ত অরণ্যমধ্যে আগমনকালে প্রতি অর্ধযোজনে পাচিত্তিয় হয়।

৩০৯. **অনাপত্তি :** ছুরিকা সাথে নিয়ে গেলে, অর্হত্ত্বলাভী হয়ে নির্ভয়ে গমন করলে, বিপদে পড়ে গেলে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিক হলে এ অপরাধ ক্ষমাযোগ্য হয়।

[সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৮. অষ্টম শিক্ষাপদ

৩১০. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন বহির্রাজ্যে বিপদ ও ভয়সংকুল অবস্থায় ভিক্ষুণীরা শস্ত্রবিহীন হয়ে ধর্মপ্রচারে বিচরণ করছিলেন। ধূর্তরা ভিক্ষুণীদের দূষণ করছিল। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, "ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা বহির্রাষ্ট্রে বিপদ ও ভয়সংকুল অবস্থায় শস্ত্রবিহীনা হয়ে বিচরণ করছেন?"

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের এ বিষয়ে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন, সত্যই কি ভিক্ষুণীরা, বহির্রাজ্যে বিপদ ও ভয়সংকুল অবস্থায় শস্ত্রবিহীনা হয়ে বিচরণ করছে? হ্যাঁ ভগবান,

তা সত্য। ভিক্ষুগণ, ইহা খুবই অন্যায়। ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩১১. "যেই ভিক্ষুণী বহির্রাষ্ট্রে বিপদ ও ভয়সংকুল স্থানে শস্ত্রবিহীনা হয়ে চারিকায় বিরচণ করবে, তার পচিত্তিয় হবে।"

৩১২. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'তিরোরট্ঠেতি' বলতে যেই রাজ্যে অবস্থান করে সেই রাজ্য ব্যতীত অন্য রাজ্য।

'সসঙ্কং' বলতে সেই পথে যেখানে চোরেরা প্রবেশ করে থাকার সুযোগ দৃষ্ট হয়, ভোজনাদি করার সুযোগ দেখা যায়, দাঁড়ানোর সুযোগ দেখা যায়।

'সপ্পটিভয়ং' বলতে সেই পথে চোরগণ দ্বারা মানুষকে হত্যা হতে দেখা যায়, লুণ্ঠিত হতে দেখা যায়, প্রহারপ্রাপ্ত হতে দেখা যায়।

'অসত্থিকা' বলতে শস্ত্রহীন অবস্থায়।

'চারিকং চরেয়্যাতি' মোরগ ডাকার সময় হতে গ্রামের ভেতরে ও গ্রাম-গ্রামান্তরে গেলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। অরণ্যের মধ্য দিয়ে গমনকালে প্রতি অর্ধযোজনে, অর্ধযোজনে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

১১৩. **অনাপত্তি :** ছুরিকাসহ গমন করলে, অর্হত্ত্বহেতু নির্ভয়ে গমন করলে, বিপদে পড়ে গমন করলে, উন্মাদ ও আদিকর্মিক হলে অপরাধ ক্ষমাযোগ্য হয়।

[অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৯. নবম শিক্ষাপদ

৩১৪. সে সময়ে ভগবান রাজগৃহে বেণুবনে কলন্দক নিবাপে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা বর্ষাবাসের মধ্যে ধর্মপ্রচারে বিরচণ করছিলেন। জনগণ এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন, কেন ভিক্ষুণীরা বর্ষার ভেতরে চারিকায় বিচরণ করছেন? তারা

সবুজ তৃণাদি মর্দন করে, একেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবকে আঘাত করে, বহু ক্ষুদ্র প্রাণী পদাঘাতে মাটি হতে বের করে দিচ্ছেন।

ভিক্ষুণীরা জনসাধারণের এই নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের বিষয় শুনতে পেলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, কেন ভিক্ষুণীরা বর্ষার মধ্যে এভাবে চারিকায় বিরচণ করছেন?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জানতে চাইলেন, সত্য কি ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীরা বর্ষার মধ্যে ধর্মপ্রচারে বিচরণ করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্যি। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ, তাদের এহেন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩১৫. ' যে ভিক্ষুণী বর্ষার ভেতরে ধর্মপ্রচারে বিচরণ করবে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"

৩১৬. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'অন্তোবস্‌সন্তি' বলতে পূর্বের তিন মাস অথবা, পরের তিন মাস বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মাস।

'চারিকং চরেয়্যাতি' বলতে মোরগ ডাকার পর গ্রামে, অথবা গ্রাম হতে গ্রামান্তরে বিচরণে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

'আগমনকারী' অরণ্যে অতিক্রমকালে প্রতি অর্ধযোজনে পচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩১৭. **অনাপত্তি :** সপ্তাহকরণীয় কর্মবাক্য করে গেলে, কোনো প্রকার শারীরিক অসুবিধার কারণে গেলে, উন্মাদ ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে।

[নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

১০. দশম শিক্ষাপদ

৩১৮. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে কলন্দক নিবাপে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা বলতেন রাজগৃহের তথায় বর্ষা কাটাবো, তথায় হেমন্ত অতিবাহিত করব, তথায় গ্রীষ্ম যাপন করব ইত্যাদি। জনসাধারণ তাতে এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ভিক্ষুণীরা যেন জনাকীর্ণ, দিগ্‌ভ্রান্ত, তারা কোনো দিক পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছেন না। ভিক্ষুণীরা জনগণের নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের কথা শুনলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানের কাছে বিষয়টি নিবেদন করলে, ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন, করে ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, তাহলে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করব, যা দশবিধ অর্থবশে সংঘের শৃঙ্খলার জন্যে, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে, বিনয়ের প্রতি অনুগ্রহের জন্যে সহায়ক (প্রত্যয়) হবে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩১৯. **"যেই ভিক্ষুণী বর্ষাবাসের অবসানে ধর্মপ্রচারার্থে অন্তত পাঁচ, ছয় যোজন বিচরণ করবে না, তার পাচিত্তিয় আপত্তি হবে।"**

৩২০. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'বস্‌সংবুত্থা' বলতে বর্ষা পূর্বে তিন মাস অথবা পরের তিন মাস বলে উল্লিখিত হয়েছে।

'চারিকং ন পক্কমিস্‌সামি' বলতে কমপক্ষে পাঁচ ছয় যোজন এই ধুর (প্রতিপদা) লঙ্ঘনমাত্রই পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

৩২১. **অনাপত্তি :** স্মৃতি বিভ্রমহেতু, অনুসন্ধান করেও দ্বিতীয়া কোনো ভিক্ষুণীকে সঙ্গীরূপে না পাওয়াতে, অসুস্থতার কারণে, বিপদের কারণে, উন্মাদ ও আদিকর্মিক হলে এই দোষ ক্ষমাযোগ্য হয়।

[দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[তুবট্টবর্গ চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. চিত্রাগার বর্গ

১. প্রথম শিক্ষাপদ

৩২২. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে রাজা প্রসেনদি কোসলের প্রমোদ উদ্যানে, চিত্রগৃহে চিত্রাঙ্কন করা হয়েছিল। বহুলোক চিত্রগৃহ দর্শনে যাচ্ছিলেন। ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরাও সেই চিত্রগৃহ দর্শনে যাচ্ছিলেন। জনগণ তখন এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন। এগুলো কেমন ভিক্ষুণী যে চিত্রগৃহ দর্শনে যাচ্ছে? মনে হচ্ছে, এরা কামভোগী গৃহিণী! লোকের এই নিন্দাবাদ, আন্দোলন আর ক্ষোভের কথা ভিক্ষুণীরা শুনতে পেলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও এজন্যে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, কেন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা চিত্রগৃহ দর্শনে যাচ্ছেন?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে অভিযোগ করলেন। ভিক্ষুরা ভগবানকে বিষয়টি নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সত্যই কি চিত্রগৃহ দেখতে যাচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা খুবই অশোভন হে ভিক্ষুগণ, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? তাদের এ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩২৩. **“যেই ভিক্ষুণী রাজগৃহ, চিত্রগৃহ, আরাম, উদ্যান বা পুষ্করিণী দেখতে যাবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।”**

৩২৪. ‘যা পনাতি’ বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

‘ভিক্খুনীতি’ বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

‘রাজগারং’ বলতে যথায় রাজারা ক্রীড়া করে, রমন করে।

‘চিত্তাগারং’ বলতে যেখানে মানুষেরা ক্রীড়া করে, রমন করে।

‘উয্যানং’ বলতে যেখানে মানুষেরা ক্রীড়া করে, রমন করে।

‘পোক্খরণী’ বলতে যেখানে মানুষেরা ক্রীড়া করে, রমন করে।

৩২৫. দর্শনার্থে গমনকালে দুক্কট আপত্তি হয়। যেখানে দাঁড়ালে দেখা

যায়, সেখানে উপস্থিত হলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। দর্শনের সীমানা অতিক্রম করে, পুনঃপুন দর্শনে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। একবার মাত্র দর্শনার্থে গমনে দুক্কট, যেখানে দাঁড়ালে দেখা যায়, তথায় গিয়ে দাঁড়ালে পাচিত্তিয়, দর্শনের সীমানা অতিক্রমে পুনঃপুন দর্শনে পুনঃপুন পাচিত্তিয় হয়।

৩২৬. **অনাপত্তি :** ভিক্ষুণীর বাসস্থান থেকে দেখলে, যাওয়া আসার পথে দেখতে পেলে, স্মৃতিসহকারে গমনকালে দেখলে, বিপদে পড়ে, উন্মাদ হলে, এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে এ অপরাধ ক্ষমাযোগ্য হয়।

[প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

২. দ্বিতীয় শিক্ষাপদ

৩২৭. সে সময় বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা আসন্দি, পালঙ্ক এসব ব্যবহার করতেন। লোকেরা বিহার এলাকায় পরিভ্রমণকালে তা দেখতে পেয়ে এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, এরা কেমন ভিক্ষুণী? কেন তারা কামভোগী গৃহিণীদের ন্যায় আসন্দি, পালঙ্কাদি ব্যবহার করছেন? লোকের এ সকল নিন্দাবাক্য ভিক্ষুণীরা শুনলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, কেন ভিক্ষুণীরা আসন্দি, পালঙ্ক এ সকল ব্যবহার করছে?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলেন। ভিক্ষুরা ভগবানকে বিষয়টি নিবেদন করলে ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা আসন্দি, পালঙ্কাদি ব্যবহার করছে। হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা খুবই অশোভন হে ভিক্ষুগণ, কেন ভিক্ষুণীরা আসন্দি, পালস্কাদি ব্যবহার করছে? ভিক্ষুগণ, ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩২৮. **"যেই ভিক্ষুণী আসন্দি, পালঙ্ক ব্যবহার করবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

৩২৯. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'আসন্দি' অর্থে উচ্চতায় প্রমাণ অতিক্রান্ত শয্যা।

'পলঙ্কোতি' অর্থে সুদৃশ্য লোম দ্বারা তৈরি শয্যা।

'পরিভুঞ্জেয্যাতি' অর্থে তদুপারি উপবেশন করলে বা শয়ন করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

৩৩০. অনাপত্তি আসন্দির পায়া কেটে ব্যবহার করলে পালঙ্কের লোম উঠায়ে ব্যবহার করলে, উন্মাদ ও আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে এ অপরাধ ক্ষমাযোগ্য হয়।

[দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৩. তৃতীয় শিক্ষাপদ

৩৩১. সে সময় বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সুতো কাটছিলেন। লোকেরা বিহার পরিভ্রমণকালে তা দেখতে পেয়ে এই বলে নিন্দা, আন্দোলন আর ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন, এ সকল কেমন ভিক্ষুণী যে সুতো কাটছে? যেন কামভোগী গৃহিণী! ভিক্ষুণীরা লোকদের এ সকল নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও এজন্যে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা সুতো কাটছেন? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে বিষয়টি নিবেদন করলেন। ভিক্ষুগণ, ভগবানকে বিষয়টি নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সুতো কাটছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্যি। ইহা খুবই অশোভন। ভিক্ষুগণ, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের এহেন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩৩২. **"যেই ভিক্ষুণী সুতো কাটবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

৩৩৩. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা

উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'সুত্তং' বলতে ছয় প্রকার সুতো, যথা ক্ষৌম, কার্পাস, কাশীর তুলো, কম্বল, শন এবং মিশ্রিত।

'কন্তেয়্যাতি' বলতে নিজে কাটলে প্রয়োগে দুক্কট, চরকায় পাকানোয় (উজ্জবুজ্জেব) পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

৩৩৪. **অনাপত্তি :** কাটা সুতো কাটলে, উন্মাদ ও আদিকর্মিকের দোষ নেই।

[তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৪. চতুর্থ শিক্ষাপদ

৩৩৫. সে সময় বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা গৃহীদের কাজ করছিলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এরা কেমন ভিক্ষুণী? কেন তারা গৃহীদের কাজ করছে? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে তারা বিষয়টি ভগবানের নিকট নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্যি। ভিক্ষুগণ, ইহা খুবই অন্যায় ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ। এরা কেমন ভিক্ষুণী যে, গৃহীদের কাজ করবে? তাদের এ আচারণে হে ভিক্ষুগণ, কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩৩৬. **"যে ভিক্ষুণী গৃহীদের কাজ করবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

৩৩৭. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'গিহিবেয়্যবচ্চং' বলতে গৃহীদের যাগু, ভাত বা খাদ্য-দ্রব্যাদি রান্না করে দেয়া, কাপড়, পাগড়ি ইত্যাদি ধৌত করে দেয়াতে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

৩৩৮. **অনাপত্তি :** ভিক্ষু-ভিক্ষুণীসংঘের যাগু দানকালে, সংঘকে

ভাতদানে, চৈত্যপূজায় অথবা নিজের প্রয়োজনে যাগু, ভাত বা খাদ্য-দ্রব্যাদি রান্না করলে, কাপড় বেষ্টনী (পাগড়ি) ইত্যাদি ধৌত করলে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে দোষ হয় না।

[চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫. পঞ্চম শিক্ষাপদ

৩৩৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈকা ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, "হে আর্যা, এই অভিযোগের নিষ্পত্তি করুন।" স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী উত্তম প্রস্তাব বলে তা শ্রবণ করলেন কিন্তু অভিযোগটির কোনো প্রকার নিষ্পত্তি করলেন না; এমনকি নিষ্পত্তির জন্যে বিন্দুমাত্র উৎসুক্যও প্রকাশ করলেন না। তাতে সেই ভিক্ষুণী অন্যান্য ভিক্ষুণীগণকে বিষয়টি জানালেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এ কারণে এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, আর্যা স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীর এ কেমন আচরণ? কেন তিনি ভিক্ষুণীটির অভিযোগ উত্তম প্রস্তাব বলে গ্রহণ করা সত্ত্বেও তার কোনো উপশম করলেন না, এমনকি উপশমার্থে কোনো প্রকার উদ্যোগও নিলেন না?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে তারা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জানতে চাইলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য?... হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান এজন্যে ভর্ৎসনা করে বললেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩৪০. **"যেই ভিক্ষুণী, কোনো ভিক্ষুণী কর্তৃক 'হে আর্যা, এই অভিযোগটি উপশম করুন,' এভাবে আবেদনকৃত হয়ে, তা উত্তমরূপে শ্রবণ করেও পরবর্তীকালে সে অন্তরায়কারিণী হয়ে উপশম না করে, এমনকি উপশমার্থে কোনো প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ না করে, এতে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

৩৪১. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'অধিকরণং' অর্থে চারি প্রকার অধিকরণ; যথা : বিবাদ অভিযোগ, অনুবাদ অভিযোগ, আপত্তি অভিযোগ এবং কৃত্য অভিযোগ।

'এহেয়্য! ইমং অধিকরণং বূপসমেহীতি' বলতে হে আর্যা, এই অভিযোগটি বিনয়মতে সমাধা করুন।

'সা পচ্ছা অন্তরাযিকনীতি' বলতে কু-অভিপ্রায়ে পরে বিঘ্নকরিণী হওয়া।

'নেববূপসময়্যোতি' বলতে নিজে উপশম করে না।

'ন বূপসমায় উস্‌সুকং করেয়্যাতি' বিবাদ উপশমে অন্যকেও নিয়োগ করে না। আমি নিজেও সমাধা করব না, অন্যকেও সমাধা করতে দেবো না'—এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণক্ষণেই তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।

৩৪২. উপসম্পন্নাকে উপসম্পন্না ধারণায় অভিযোগ নিষ্পত্তি না করলে বা অন্যকে দিয়ে না করালে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উপসম্পন্নাকে উপসম্পনা বলে বিস্মৃত হয়ে অভিযোগের নিষ্পত্তি না করলে, বা অন্যের দ্বারাও না করালে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। উপসম্পন্নাকে অনুপসম্পন্না ধারণায় অভিযোগের নিষ্পত্তি নিজে না করলে বা অন্যকে দিয়েও না করালে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অনুপসম্পন্নার অভিযোগ নিষ্পত্তি নিজে নিষ্পত্তি না করলে বা অন্যকে দিয়েও নিষ্পত্তি না করালে দুক্কট আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নাকে উপসম্পন্না ধারণায় না করালে দুক্কট আপত্তি। অনুপসম্পন্না বলে ভুলে করলে দুক্কট আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নাকে অনুপসম্পন্না বলে ধারণায় করলে দুক্কট আপত্তি হয়।

৩৪৩. **অনাপত্তি :** বিস্মৃতির কারণে, সন্ধান করেও না পাওয়াতে, অসুস্থতার কারণে, বিপদে, উন্মাদ অবস্থায়, আদিকর্মিকের বেলায় দোষাবহ নহে।

[পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬. ষষ্ঠ শিক্ষাপদ

৩৪৪. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা নৃত্যকারীকে, নৃত্যকারকে, লাফদানকারীকে, মিথ্যাক্রন্দনকারীকে, ঢোল বাদককে স্বহস্তে খাদ্য-ভোজ্য দান করতেন। 'আমারদেরকে চমৎকার পরিবেশন

করলেন’ এই বলে প্রশংসা করতেন। নৃত্যকারীগণ, নৃত্যাকারকগণ, অভিনয়কারীগণ, বাদকগণও এই বলে আর্যা স্থূলানন্দার প্রশংসা করতো—আমাদের আর্যা স্থূলানন্দা বহুশ্রুতা, ধর্মদেশনায় শ্রেষ্ঠা, বিশারদা; আর্যা আপনি এই দেন, এই করেন ইত্যাদি।

যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এ সকল দেখে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, আর্যা স্থূলানন্দার এ কেমন আচরণ? কেন তিনি গৃহিণীদেরকে নিজ হাতে খাদ্য-ভোজ্য দিচ্ছেন? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এজন্যে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য?... হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভিক্ষুগণ, ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩৪৫. **“যেই ভিক্ষুণী গৃহী বা পরিব্রাজক, বা পরিব্রাজিকাকে নিজ হাতে খাদ্য-ভোজ্য দেবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।”**

৩৪৬. ‘যা পনাতি’ বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

‘ভিক্‌খুনীতি’ বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

‘আগারিকো’ অর্থে যেজন গৃহে বসতি করে।

‘পরিব্বাজকো’ বলতে ভিক্ষু-শ্রামণ ব্যতীত অপর সকল পরিব্রাজক।

‘পরবিব্বাজিকো’ বলতে ভিক্ষুণী শিক্ষামনা ও শ্রামণেরী ব্যতীত প্রব্রজিতগণ। ‘খাদনীয়ং’ বলতে কুলকুচাকে বাদে অবশিষ্ট যাবতীয় খাদ্য। ‘ভোজনীয়ং’ অর্থে পঞ্চভোজ্য; যথা : অন্ন, পিঠা, ছাতু, মাছ, মাংস ইত্যাদি।

‘দদেয়্যাতি’ অর্থে দেহ বা দেহসংযুক্ত কিছু দ্বারা পরিত্যাজ্য কোনো দ্রব্য দিলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। কুলকুচার জলদানে দুক্কট আপত্তি হয়।

৩৪৭. **অনাপত্তি :** নিজে না দিয়ে অন্যের দ্বারা দেওয়ালে, উপর থেকে নিচে ফেলা দ্বারা দিলে, বাইরে প্রলেপের জন্যে দিলে, উন্মাদ অবস্থায় দিলে এবং আদিকর্মিক হলে এ দোষ ক্ষমাযোগ্য হয়।

[ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৭. সপ্তম শিক্ষাপদ

৩৪৮. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী আবাসিকচীবর বিতরণ না করে নিজে ব্যবহার করছিলেন। ফলে অন্যান্য ঋতুমতী ভিক্ষুণীরা যথাসময়ে তা লাভ করতে পাচ্ছিলেন না। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন; আর্যা স্থূলানন্দার এ কেমন আচরণ? কেন তিনি আবাসিক-চীবর যথাসময়ে বিতরণ না করে পরিভোগ করছেন?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে সে নিয়ে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায় হে ভিক্ষুগণ, কেন স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী আবাসিক-চীবর পরিত্যাগ না করে পরিভোগ করবে? তার এ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩৪৯. "যেই ভিক্ষুণী আবাসিক-চীবর যথাসময়ে পরিত্যাগ না করে ব্যবহার করতে থাকবে; তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"

৩৫০. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'অবসথ চীবরং' অর্থে ঋতুমতী ভিক্ষুণীকে ব্যবহারে প্রদত্ত চীবর (আবাসিক-চীবর)।

'অনিসসজ্জিত্বা পরিভুঞ্জেয়্যাতি' বলতে দুই তিন রাত্রি পরিভোগান্তে চতুর্থ দিবসে ধৌত করে ভিক্ষুণী বা শিক্ষামানা অথবা শ্রামণেরীর নিকট পরিত্যাগ না করে ব্যবহার করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

৩৫১. অপরিত্যাগকে অপরিত্যক্ত বলে ধারণায় পরিভোগে পাচিত্তিয় হয়। অপরিত্যক্ত বলে ভুলে গিয়ে পরিভোগে পাচিত্তিয় হয়। পরিত্যক্তে অপরিত্যক্ত ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। পরিত্যক্ত কিনা ভুলে গিয়ে থাকলে দুক্কট। পরিত্যক্তকে পরিত্যক্ত ধারণায় কোনো দোষ নেই।

৩৫২. অনাপত্তি : ত্যাগ করে পুনঃ পরিভোগ করলে, পর্যায়ক্রমে পুনঃ

ব্যবহারে, অন্যান্য ভিক্ষুণীরা ঋতুমতী না থাকলে, জীর্ণচীবরের কারণে, নষ্টচীবরের কারণে, বিপদে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিক হলে কোনো দোষ নেই।

[সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৮. অষ্টম শিক্ষাপদ

৩৫৩. তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী ঋতুমতির চীবর বিতরণ দায়িত্ব ত্যাগ না করে চারিকায় চলে গেলেন। সে সময়ে স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী ছিলেন আবাসিক ভাণ্ড বিভাজক। ভিক্ষুণীরা বললেন, আর্যগণ, চলুন, আমরা দ্রব্য নিয়ে যাই। একাংশ ভিক্ষুণীরা বললেন, না আর্যে এভাবে আমরা নিয়ে যাবো না। যদি কিছু নষ্ট হয় তখন সকলে আমাদেরকে অভিযুক্ত করবেন। স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী আবাসে প্রত্যাবর্তন করে ভিক্ষুণীদের জিজ্ঞাসা করলেন, আর্যাগণ, ভাণ্ড কি নিয়ে গেছেন? না আর্যে আমরা নিইনি। স্থূলানন্দা ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, কেন ভিক্ষুণীরা প্রয়োজনে দ্রব্য বিভাগ করে নিয়ে গেলেন না? যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা বললেন, আর্যা স্থূলানন্দা আবাসিক ভাণ্ড বিতরণ দায়িত্ব ত্যাগ না করে কেন চলে গেলেন?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী আবাসিক দ্রব্য বিতরণ দায়িত্ব ত্যাগ না করেই বিচরণে চলে গেছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্যি। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দার এ কেমন আচরণ? কেন সে আবাসিক দ্রব্য বিতরণ দায়িত্ব ত্যাগ না করে চারিকায় চলে যায়? তার এই আচরণ, কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩৫৪. **"যেই ভিক্ষুণীরা আবাসের চাবি হস্তান্তর না করেই চারিকায় চলে যাবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

৩৫৫. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'আবসথো' বলতে দরজাবদ্ধ কক্ষ।

'অনিস্‌সজ্জিত্বা চারিকং পক্কমেয়্যাতি' বলতে ভিক্ষুণী বা শিক্ষামনা বা শ্রামণেরীকে চাবি হস্তান্তর না করে আবাসের চার দেয়াল অতিক্রমক্ষণেই পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। ঘেরাবিহীন আবাসের চালা অতিক্রমক্ষণেই পাচিত্তিয় হয়।

৩৫৬. হস্তান্তর করিনি এই সংজ্ঞায় চলে যাওয়াতে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। হস্তান্তর যে করা হয়নি, তা ভুলে চলে গেলেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। হস্তান্তর না করেও করেছি ধারণায় চলে গেলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। দরজাবিহীন আবাসের দায়িত্ব হস্তান্তর না করে চলে গেলে দুক্কট অপরাধ হয়। হস্তান্তর করেও করা হয়নি ধারণায় চলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। হস্তান্তর করে, করেছি ধারণায় চলে গেলে কোনো অপরাধ নেই।

৩৫৭. **অনাপত্তি :** হস্তান্তর করে চলে গেলে, স্মৃতি বিহ্বলতার কারণে খুঁজে না পেলে, রুগ্ন অবস্থায়, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের কোনো অপরাধ নেই।

[অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৯. নবম শিক্ষাপদ

৩৫৮. তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করেছিলেন। সে সময়ে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা প্রব্রজিতদের পক্ষে অশোভনীয়, অনর্থকর বিদ্যা শিক্ষা করছিলেন। জনগণ তাতে এই বলে নিন্দা, আন্দোলন, ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, এ কেমন কথা! ভিক্ষুণীরা কী করে এসব অশোভন, অনর্থকরবিদ্যা শিক্ষা করেন? ইহারা যেন কামভোগী গৃহিণী। ভিক্ষুণীরা জনগণের এ সকল নিন্দাবাক্য শুনলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা বলতে লাগলেন, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা কেন এ সকল অশোভনীয় বিদ্যাদি শিক্ষা করছেন?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন সত্য কি ভিক্ষুগণ, ষড়বর্গীয় ভিক্ষুণীরা তিরশ্চানবিদ্যা শিক্ষায় রত হচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই তিরস্কার করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, তাদের এ আচরণ

কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩৫৯. **"যেই ভিক্ষুণী বুদ্ধ শিক্ষার বর্হিভূত অনর্থকর তিরশ্চানবিদ্যা শিক্ষা করবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

৩৬০. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'তিরচ্ছান বিজ্জা' বলতে যে-সকল শিক্ষা বুদ্ধশাসন বহির্ভূত এবং অনর্থকারী।

'পরিয়াপুনেকয্যাতি' বলতে একপদ শিক্ষা, এই অর্থে প্রতি পদে পদে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩৬১. **অনাপত্তি :** পিটকীয় লেখা শিক্ষা করলে, ধারণী সংক্ষেত শিক্ষা করলে, আত্মরক্ষার্থে পরিত্রাণ সূত্রাদি শিক্ষা করলে, উন্মাদের শিক্ষায়, আদিকর্মিকের শিক্ষায় কোনো দোষ হয় না।

[নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

১০. দশম শিক্ষাপদ

৩৬২. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা তিরশ্চানবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। জনগণ এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন, এ কেমন ভিক্ষুণী, যারা এ সমস্ত বাজে বিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা ইচ্ছা করে? এ যেন কামভোগী গৃহিণীরা গৃহিণীদের সাথে বলে থাকে! ভিক্ষুণীরা লোকদের এ সকল নিন্দাবাক্য শুনে, অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরাও একইভাবে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, 'ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা এভাবে তিরশ্চানবিদ্যা নিয়ে কথা বলছেন? ইহা তো কামভোগী গৃহিণীদের জন্যেই শোভনীয়।

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জানতে চাইলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য

যে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুণীরা তিরশ্চানবিদ্যা নিয়ে বাক্যালাপ করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ, ষড়বর্গীয় ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩৬৩. **"যেই ভিক্ষুণী বুদ্ধশাসনের বহির্ভূত অনর্থকর তিরশ্চানবিদ্যা নিয়ে বাক্যালাপ করবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

৩৬৪. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'তিরচ্ছান বিজ্জা' বলতে যে-সকল শিক্ষা বুদ্ধশাসন-বহির্ভূত, অনর্থকর বিষয়।

'বাচেয়্যাতি' বলতে বাক্যের প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করলে, শব্দে শব্দে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। অক্ষরই যদি বলে, প্রতি অক্ষরে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

৩৬৫. **অনাপত্তি :** লেখা সম্পর্কে বললে, ধারণ সম্পর্কে বললে, আত্মরক্ষার্থে পরিত্রাণ বললে, উন্মাদ অবস্থায় বললে এবং আদিকর্মির ক্ষেত্রে কোনো অপরাধ হয় না।

[দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[চিত্রাগারবর্গ পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. আরাম বর্গ

১. প্রথম শিক্ষাপদ

৩৬৬. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন নাকি জনৈক ভিক্ষু গ্রাম্য আবাসে একচীবর পরিহিত অবস্থায় চীবর সেলাইকর্ম করছিলেন। এক ভিক্ষুণী পূর্ব-অনুমতি না নিয়েই আরামে প্রবেশ করে ভিক্ষুটি যেখানে, তথায় উপস্থিত হলেন। ভিক্ষুরা এতে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে

বলতে লাগলেন, এ কেমন ভিক্ষুণী! বিনা অনুমতিতে আরামে প্রবেশ করছে?

ভিক্ষুরা ভগবানকে এ বিষয় নিবেদন করলে, ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যই কি ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীরা বিনানুমতিতে আরামে প্রবেশ করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্যি। ভগবান এতে খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, এ কেমন ভিক্ষুণী! কেন বিনা জিজ্ঞাসায় আরামে প্রবেশ করছে? ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের এহেন আচরণ, কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

" যেই ভিক্ষুণী বিনানুমতিতে আরামে (ভিক্ষু-নিবাসে) প্রবেশ করবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"

এভাবেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হলো।

৩৬৭. সে সময়ে তিনজন ভিক্ষু তাঁদের আবাস ত্যাগ করেছিলেন। ভিক্ষুণীরা ভাবলেন, আর্যগণ, প্রস্থান করেছেন, আরামে আর আসবেন না। অপরদিকে ভিক্ষুত্রয় পুনরায় তাদের আবাসে প্রত্যাগমন করলেন। ভিক্ষুণীরা জানতে পারলেন যে, আর্যগণ ফিরে এসেছেন। তখন তারা অনুমতি নিয়ে আরামে প্রবেশ করে যেখানে ভিক্ষুত্রয় তথায় উপস্তিত হলেন। উপস্থিত হয়ে সেই ভিক্ষুগণকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে দাঁড়ালেন। দণ্ডায়মান ভিক্ষুণীদেরকে ভিক্ষুরা জিজ্ঞাসা করলেন, ভগিনিগণ, কী হেতু তোমরা আরাম সমার্জন করোনি, পানীয় ও ব্যবহার্য জল তুলে রাখনি? আর্যগণ, ভগবান কর্তৃক শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয়েছে যে, অনুমতি না নিয়ে আরামে প্রবেশ না করতে। তাই আমরা আসতে পারিনি। ভগবানকে এ বিষয় নিবেদন করা হলে, ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি জানাচ্ছি যে, ভিক্ষুগণ আরামে থাকলেই জিজ্ঞাসা করে আরামে প্রবেশ করতে হবে। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যেই ভিক্ষুণী আরামে ভিক্ষু থাকা অবস্থাতে বিনা জিজ্ঞাসায় আরামে প্রবেশ করে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"

এভাবেই ভগবান এখানে ভিক্ষুণীদের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত

করলেন।

৩৬৮. সে সময়ে সেই ভিক্ষুগণ তাদের আবাস হতে প্রস্থান করে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করলেন। আর্যেরা চলে গেছেন, এই মনে করে অনুমতি না নিয়েই আরামে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করেই তাদের মনে এই বিতর্ক দেখা দিল যে, ভগবান বলেছেন, ভিক্ষুহীন আরামেই বিনা জিজ্ঞাসায় প্রবেশ করা যায়। আমরা তো ভিক্ষু থাকা অবস্থায় বিনা অনুমতিতে আরামে প্রবেশ করলাম। এতে আমরা কি পাচিত্তিয় আপত্তিগ্রস্ত হইনি? ভগবানকে এ বিষয় নিবেদন করা হলো। তখন ভগবান বললেন, তাহলে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩৬৯. "যদি ভিক্ষুণী জানে যে আরামে ভিক্ষু আছে, তখন বিনানুমতিতে প্রবেশ করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"

৩৭০. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'জানং' অর্থে নিজে জানা, বা অন্যের দ্বারা তদ্বিষয়ে জানা, তাদের দ্বারা জানা।

'সভিক্খু' বলতে আরামে অথবা যেই বৃক্ষমূলে ভিক্ষু বাস করে।

'অনাপুচ্ছা আরামং পবিসেয়্যাতি' বলতে ভিক্ষু বা শ্রামণের অথবা আরাম সেবকের অনুমতি না নিয়ে ঘেরাবিশিষ্ট আরামের ঘেরা অতিক্রমে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩৭১. ভিক্ষু থাকলে আছে বলে ধারণায়, বিনা জিজ্ঞাসায় আরামে প্রবেশ দ্বারা পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ভিক্ষু আছে এটা ভুল গিয়ে বিনা জিজ্ঞাসায় আরামে প্রবেশ করলে দুক্কট আপত্তি হয়। ভিক্ষু আছে অথচ ভিক্ষু নেই ধারণায় বিনা জিজ্ঞাসায় আরামে প্রবেশে কোনো অপরাধ নেই। ভিক্ষু নেই, অথচ আছে ধারণায় প্রবেশে দুক্কট আপত্তি হয়। ভিক্ষু নেই এটা ভুলে গেলে দুক্কট অপরাধ হয়। ভিক্ষু নেইকে, নেই ধারণায় অপরাধ নেই।

৩৭২. অনাপত্তি : ভিক্ষু থাকলে জিজ্ঞাসা করে প্রবেশে, ভিক্ষু না থাকলে বিনা জিজ্ঞাসায় প্রবেশে, ভিক্ষু আছে কি না এ বিষয়ে অতি সতর্কতার সাথে গমনে, যেখানে ভিক্ষুণীরা সমবেত হয়েছেন, তথায় গমনে, আরামের মধ্য দিয়ে উন্মাদ অবস্থায় গমনে এবং আদিকর্মিকের

বেলায় কোনো দোষ নেই।

[প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

২. দ্বিতীয় শিক্ষাপদ

৩৭৩. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান বৈশালীর মহাবনে কূটাগার শালায় অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে আয়ুষ্মান উপালির উপাধ্যায় কপ্পিতক স্থবির শ্মশানে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের জ্যেষ্ঠজন কালগত হলেন। ষড়বর্গীয় ভিক্ষুণীরা সেই ভিক্ষুণীকে আয়ুষ্মান কপ্পিতকের বিহার সন্নিকটে গর্তে স্থাপন করে তদুপরি স্তূপ গড়লেন; আর সেই স্তূপে রোদন করতে লাগলেন। তাই আয়ুষ্মান কপ্পিতক সেই শব্দে উপদ্রুত হয়ে সেই স্তূপ ভেঙে বিলীন করে দিলেন। এই কপ্পিতকের দ্বারা আমাদের আর্যার স্তূপ বিলীন হলো। দেখা যাক তাকে শেষ করা যায় কিনা, এই নিয়ে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা মন্ত্রণা করলেন। অন্য এক ভিক্ষুণী আয়ুষ্মান উপালীকে ইহা জানালেন। আয়ুষ্মান উপালী আয়ুষ্মান কপ্পিতক থেরোকে বিষয়টি জ্ঞাত করালেন। অতঃপর আয়ুষ্মান কপ্পিতক বিহার হতে বের হয়ে, আলো নিভায়ে আত্ম গোপন করলেন। ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা যেখানে আয়ুষ্মান কপ্পিতকের বিহার তথায় উপস্থিত হয়ে পাথর ও লাঠি দ্বারা বিহারখানা পেটায়ে 'কপ্পিতক মরেছে' এই বলে প্রস্থান করল। রাতের অবসানে পূর্বাহ্ন সময়ে আয়ুষ্মান কপ্পিতক স্থবির পাত্র-চীবর গ্রহণ করে বৈশালীতে পিণ্ডচারণে প্রবেশ করলেন। ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা আয়ুষ্মান কপ্পিতককে পিণ্ডচারণরত অবস্থায় দেখতে পেয়ে বলতে লাগলেন, সেই কপ্পিতক তো এখনো বেঁচে আছে। কেহ নিশ্চয়ই আমাদের মন্ত্রণা ফাঁস করেছে। খোঁজ নিয়ে তারা জানতে পারলেন, উপালীর দ্বারাই নাকি আমাদের মন্ত্রণা ফাঁস হয়েছে। তখন তারা আয়ুষ্মান উপালীকে এই বলে আক্রোশ করতে লাগলেন, এই দুষ্ট, মেথর, নাপিত হীনজাতটাই আমাদের মন্ত্রণা ফাঁস করেছে।

যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, ষড়বর্গীয় ভিক্ষুণীরা কেমন যে, আর্য উপালীকে এভাবে আক্রোশ করছেন? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা উপালীকে আক্রোশ করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায়। হে ভিক্ষুগণ, কী করে ষড়বর্গীয়া

ভিক্ষুণীরা উপালীকে এভাবে আক্রোশ করতে পারে? তাদের এ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩৭৪. **"যেই ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে আক্রোশ বা ভয় উৎপাদক বাক্য বলবে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

৩৭৬. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'অক্কোসেয্য' বলতে দশবিধ আক্রোশ বাক্য; নিজে বা অন্যের দ্বারা আক্রোশ বাক্য ব্যবহারে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

'পরিভাসেয্য' বলতে ভয় উৎপাদক বাক্য দ্বারা পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩৭৬. উপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় আক্রোশ ও পরিভাষণ করলে পাচিত্তিয় হয়। উপসম্পন্ন এটা ভুলে গিয়ে আক্রোশ ও পরিভাষণ করলে পাচিত্তিয় হয়। উপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় আক্রোশ ও পরিভাষণ করলে পাচিত্তিয় হয়। অনুপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় আক্রোশ ও পরিভাষণ করলে দুক্কট আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নকে অনুসম্পন্ন ধারণায় আক্রোশ ও পরিভাষণ করলে দুক্কট অপরাধ হয়।

৩৭৭. **অনাপত্তি :** অর্থ বোধ্যগম্যতার জন্যে, ধর্ম বোধগম্যতার জন্যে, অনুশাসন অনুবর্তী করানোর জন্যে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের আক্রোশ ও পরিভাষণে কোনো আপত্তি নেই।

[দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৩. তৃতীয় শিক্ষাপদ

৩৭৮. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন চণ্ডকালী ভিক্ষুণী ভেদকারিণী, কলহকারিণী, বিবাদকারিণী, তুচ্ছকারিণী এবং সংঘে নিত্য অভিযোগকারিণী ছিলেন। স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী তার এ সকল কাজকে উপেক্ষা করতেন, প্রশ্রয় দিতেন।

সে সময়ে স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী ভ্রমণে গেলেন, কিছু করণীয় কাজে।

ভিক্ষুণীসংঘ ভাবলেন, স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী যেহেতু প্রস্থান করেছেন, ইহা আমাদের মোক্ষম সুযোগ। তাঁরা চণ্ডকালী ভিক্ষুণীকে দোষ অদর্শনে উৎক্ষেপনীয় দণ্ডে দণ্ডিত করলেন। স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী গ্রামান্তরে তার করণীয় সমাধা করে, শ্রাবস্তীতে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করলেন। চণ্ডকালী ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীকে আসতে দেখে বসার পিঁড়ি, পা মোচার থলি ফেলে দিলেন, আগুবাড়ায়ে পাত্র-চীবর গ্রহণ করলেন না, পানীয় প্রয়োজন কি না জিজ্ঞাসাও করলেন না।

স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী চণ্ডকালী ভিক্ষুণীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আর্যে, তুমি আমার আগমনকালে কেন বসার আসন বিছায়ে দিলে না, পা ধোয়ার জল দিলে না, পাদপীঠ, পাদকথলিক দিলে না, আগুবাড়ায়ে পাত্র-চীবর গ্রহণ করলে না, এমনকি পানীয় প্রয়োজন কি না জিজ্ঞাসাও করলে না? আর্যে, আমার এমন অবস্থা হয়েছে যে, এখন আমি অনাথা হয়ে গেছি। কেন আর্যা, তুমি অনাথা হয়েছ? আর্যে, এই ভিক্ষুণীরা আমাকে অনাথে পরিণত করেছে। তখন স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী বলতে লাগলেন, এই অল্পজ্ঞানীদের প্রবর্তনের কিছুই নেই যে, তারা আপত্তি অদর্শনে উৎক্ষেপন দণ্ড আরোপ করেছে। তারা মূর্খা, তারা অযোগ্যা, তারা জানে না কর্ম কী, কর্মদোষ কী, কর্মবিপত্তি কী, কর্মসম্প্রাপ্তিই বা কী? এভাবে চণ্ডকালীর কথায় ভিক্ষুণীগণকে স্থূলানন্দা পরিভাষণ করতে থাকলেন।

যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা স্থূলানন্দার এ সকল নিন্দাবাক্য ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করলেন। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যিই কি ভিক্ষুগণ, স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী চণ্ডকালীর কথায় ভিক্ষুণীগণকে পরিভাষণ করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীর এ কেমন আচরণ? কেন সে চণ্ডকালীর কথায় ভিক্ষুণীগণকে পরিভাষণ করছে? তার এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩৭৯. "যেই ভিক্ষুণী এভাবে গণকে "এরা মূর্খা, এরা অব্যক্তা; তারা জানে না কর্ম, কর্মদোষ, কর্মবিপত্তি, কর্মসম্পত্তিই বা কী"—এভাবে

পরিভাষণ করবে; তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"

৩৮০. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'চণ্ডিকতা' বলতে ক্রোধী বুঝায়।

'গণো' বলতে ভিক্ষুসংঘকে বুঝাবে।

'পরভাসেয়্যাতি' বলতে তারা মূর্খা, তারা অদক্ষা তারা জানে না কর্ম কী, কর্মদোষ কী, কর্মবিপত্তি কী, বা কর্মসম্পত্তি কী—এভাবে পরিভাষণ (গালমন্দ) দ্বারা পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অনির্দিষ্ট কোনো ভিক্ষুণীকে, অনুপসম্পন্নাকে পরিভাষণ করলে দুক্কট অপরাধ হয়।

৩৮১. **অনাপত্তি :** সদর্থের প্রতি গৌরববশত, ধর্মের প্রতি গৌরববশত, অনুশাসনের প্রতি সম্মানবশত, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের বেলায় এ দোষ ক্ষমাযোগ্য হয়।

[তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৪. চতুর্থ শিক্ষাপদ

৩৮২. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈক ব্রাহ্মণ ভিক্ষুণীদেরকে আমন্ত্রণ করে ভোজন দিচ্ছিলেন। ভোজনে প্রবারিত (প্রতিবন্ধকতাপ্রাপ্ত) হয়ে কিছু ভিক্ষুণী জ্ঞাতিকুলে গিয়ে ভোজন করলেন, কিছু ভিক্ষুণী পিণ্ডপাত নিয়ে চলে এলেন। এদিকে ব্রাহ্মণ তার প্রতিবেশীকে বললেন, ভিক্ষুণীগণ আমার দ্বারা পরিতৃপ্তভাবেই ভোজন করলেন। বললেন, মহাশয় আপনার ঘরে যারা আগে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন, তাদের কিছুতো আমাদের ঘরেই ভোজন করলেন, আর কেহ কেহ পিণ্ডপাত গ্রহণ করে চলে গেলেন।

অতঃপর সেই ব্রাহ্মণ এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, এরা কেমন ভিক্ষুণী? কেন তারা আমার ঘরে ভোজন করে আবার অন্যত্র ভোজন করছেন? আমি কি তাদের চাহিদামতো দান দিতে অক্ষম ছিলাম? ভিক্ষুণীরা ব্রাহ্মণের এ সকল নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের কথা জ্ঞাত হলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও ইহা শুনে নিন্দা করে বলতে লাগলেন, ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? ভোজনে প্রবারিত হয়ে কেন তারা অন্যত্র ভোজন করছেন?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এজন্যে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে

তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন। সত্যই কি ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীরা ভোজনে প্রবারিত হয়ে, আবার অন্যত্র ভোজন করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই তিরস্কার করে বললেন, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের এহেন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩৮৩. **"যেই ভিক্ষুণী নিমন্ত্রিতা বা প্রবারিতা হয়ে খাদ্য বা ভোজ্য খাবে বা ভোজন করবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

৩৮৪. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'নিমন্তিতা' বলতে পাঁচ প্রকার ভোজনে অন্যতর ভোজনে নিমন্ত্রিত।

'পবারিতা' বলতে আসন নিয়ে ভোজন করতে উপস্থিত , হস্তপাশে স্থিত থাকা বা উপস্থিত হওয়া, প্রতিমোক্ষ আবৃত্তি করতে উপস্থিত হওয়া।

'খাদনীয়ং' বলতে পাঁচ প্রকার খাদ্য; যথা : যাগু, যামকালিক, সপ্তাহকালিক, যাবজ্জীবিক এই চারটি বাদে অবশিষ্টকে খাদ্য বলে।

'ভোজনীয়ং' বলতে পঞ্চ ভোজন; যথা : অন্ন, পিঠা, ছাতু, মাছ ও মাংস এগুলোকে প্রবারিত হয়েও খাবো, ভোজন করব এরূপ বলাতে দুক্কট আপত্তি হয়। আর প্রতি গ্রাসে গ্রাসে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

৩৮৫. নিমন্ত্রিতা হয়ে নিমন্ত্রিত বলে ধারণায় খাদ্য বা ভোজ্য যদি খায় বা ভোজন করে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। নিমন্ত্রিত হয়ে তা ভুলে খাদ্য ভোজ্য খেলে বা ভোজন করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। যামকালিক, সপ্তাহকালিক, যাবজ্জীবিক দ্রব্য আহারার্থে গ্রহণ করলে দুক্কট আপত্তি হয়। এসব দ্রব্য প্রতি গ্রাসে গ্রাসেই দুক্কট অপরাধ বলে জ্ঞাতব্য।

৩৮৬. **অনাপত্তি :** অনিমন্ত্রিত হলে, প্রবারিত না হলে, যাগু পানে, নিমন্ত্রণকারীর অনুমতি সাপেক্ষে খেলে, যামকালিক, সপ্তাহকালিক, যাবজ্জীবিক ইত্যাদি যথাসময়-হেতু পরিভোগে, উন্মাদ অবস্থায়, এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে দোষাবহ নহে।

[চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫. পঞ্চম শিক্ষাপদ

৩৮৭. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈকা ভিক্ষুণী শ্রাবস্তীতে এক সরণিতে পিণ্ডচারণ করতে করতে এক দায়কগৃহে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে প্রদত্ত আসনে উপবেশন করলেন। অতঃপর সে গৃহের মানুষেরা ভিক্ষুণীকে ভোজন করায়ে বললেন, আর্যে, অন্য একজন ভিক্ষুণী আসতেছেন। কিন্তু ভিক্ষুণীটি বললেন, না উপাসক আমি তো তেমন কোনো ভিক্ষুণীর আগমন দেখছি না। সেই ভিক্ষুণীটি উপস্থিত হলে উপবিষ্টা ভিক্ষুণী বলতে শুরু করলেন, এ আর্যাকে দূরে রাখুন; সে মূর্খা, কুকুরী, চণ্ডা, বলিবর্দা, কর্দমা। তাকে দূরে রাখুন, আসতে দেবেন না।

সেই ভিক্ষুণী তখন অন্য একটি দায়ককুলে উপস্থিত হয়ে প্রদত্ত আসনে উপবেশন করলেন। অতঃপর সেই মানুষেরা উক্ত ভিক্ষুণীকে ভোজন করায়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আর্যা, কেন সেই ভিক্ষুণী আপনাকে আসতে দিলেন না? তখন ভিক্ষুণীটি সেই দায়কদেরকে ওই ভিক্ষুণীর বিষয় জ্ঞাত করালেন। ইহা শুনে লোকেরা এই বলে নিন্দা আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, এই ভিক্ষুণীটির এ কেমন কুল-কার্পণ্যতা? লোকের এই নিন্দাবাদ ক্রমে ভিক্ষুদের দ্বারা ভগবানের নিকট নিবেদিত হলো। ভগবান তখন জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী কুল কার্পণ্যতা প্রকাশ করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা খুবই অশোভন বলে ভগবান অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের এ কেমন কুলমাৎসর্যতা? তাদের এ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩৮৮. **"যেই ভিক্ষুণী কুল-মাৎসর্যা হবে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

৩৮৯. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'কুলং' বলতে চারি প্রকার কুল—ক্ষত্রিয়কুল, ব্রাহ্মণকুল, ব্যবসায়ীকুল এবং সেবাকর্মীকুল।

'মচ্ছরিণী' এই অগুণধারিণী ভিক্ষুণীরা তার লাভ-সৎকারপ্রাপ্ত গৃহে, যাতে অন্য কেহ গমন না করে তজ্জন্যে ভিক্ষুণীদের নিকট সেই কুলের দাতাদের অগুণ বর্ণনা করে, এবং দাতাকুলের নিকট ভিক্ষুণীদের অগুণ বর্ণনা করে। এমন অগুণ বর্ণনায় ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৩৯০. **অনাপত্তি :** কার্পণ্য-ঈর্ষাকাতর না হয়ে, যে-সকল উপদ্রব-কুলগৃহে সত্যিকার থাকে অথবা ভিক্ষুণীদের নিকটে সত্যিই থাকে, শুধু তাই ব্যক্ত করা, উন্মাদ হয়ে বলায় এবং আদিকর্মীর দোষে অপরাধ হয় না।

[পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬. ষষ্ঠ শিক্ষাপদ

৩৯১. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈকা ভিক্ষুণীরা গ্রামান্তরে বর্ষাবাসান্তে শ্রাবস্তীতে আগমন করলেন। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুণীদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আর্যাগণ, কোথায় বর্ষাবাস করছেন? কোনো উপদেশদাতা তথায় ছিলেন তো? না হে আর্যাগণ, তথায় কোনো ভিক্ষু ছিলেন না। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, এই বলে যে, ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা ভিক্ষুহীন আবাসে বর্ষাবাস করল?

বিষয়টি ক্রমে ভগবানের সমীপে উত্থাপিত হলে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুহীন আবাসে বর্ষাযাপন করেছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩৯২. **"যেই ভিক্ষুণী ভিক্ষুহীন আবাসে বর্ষাবাস করবে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

৩৯৩. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'অভিক্‌খুকো' বলতে যে আরামের মধ্যে উপদেশ, সহাবস্থান বা গমনে কোনো ভিক্ষুর পক্ষে সম্ভব না হওয়া। 'বর্ষাবাস করব' এ অভিপ্রায়ে শয়নাসন প্রস্তুত করা, পানীয় ও ব্যবহার্য জল আনয়ন করা, পরিবেণ সমার্জন করাতে দুক্কট আপত্তি হয়। অরুণোদয়ের সাথে সাথে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

৩৯৪. **অনাপত্তি :** বর্ষাবাসে আগত ভিক্ষু চলে গেলে, ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করলে বা কালগত হলে, অথবা পক্‌খসংকন্তে, বিপদে ও আদিকর্মিকের দোষ নেই।

[ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৭. সপ্তম শিক্ষাপদ

৩৯৫. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈকা ভিক্ষুণীরা গ্রাম্য আবাসে বর্ষাবাসান্তে শ্রাবস্তীতে আগমন করলেন। ভিক্ষুণীরা সেই ভিক্ষুণীদের জিজ্ঞাসা করলেন, আর্যাগণ, কোথায় বর্ষাযাপন করলেন? ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক প্রবারিতা হয়েছেন কি? না আর্যে, ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক প্রবারিতা হইনি। ইহা শুনে যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, তারা নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, কেন এই ভিক্ষুণীরা বর্ষাবাসান্তেও ভিক্ষুসংঘের নিকট প্রবারণা করলেন না?

বিষয়টি ক্রমান্বয়ে ভগবানের গোচরীভূত হলে, ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, কেন ভিক্ষুণীরা বর্ষাবাস সমাপ্ত করলেও ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক প্রাবরণা করল না? তাদের এই আচরণে কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৩৯৬. **"যেই ভিক্ষুণী বর্ষাবাস সমাপনান্তে উভয় সংঘ কর্তৃক দৃষ্ট, শ্রুত**

ও সন্দেহ এই তিন স্থানে প্রবারিত হবে না, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"

৩৯৭. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'বস্‌সং বুত্থ' বলতে বর্ষার পুর্বের তিন মাস, অথবা পরবর্তী তিন মাস ভিক্ষুসংঘ, ভিক্ষুণীসংঘ, এই উভয় সংঘ কর্তৃক দৃষ্ট, শ্রুত ও সন্দেহ এই ত্রিবিধ স্থানে যদি প্রবারিত না হয়, তাহলে ধুর নিক্ষিপ্তমাত্রই পাচিত্তিয় আপত্তি হবে।

৩৯৮. **অনাপত্তি :** বিস্মৃতিহেতু, অনুসন্ধানের পরেও লাভ না করলে, রোগের কারণ, বিপদে পড়ে, উন্মাদ হওয়াতে এবং প্রথম দোষকারীর কোনো অপরাধ নেই।

[সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৮. অষ্টম শিক্ষাপদ

৩৯৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শাক্যরাজ্যের কপিলবাস্তুর নিগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের আবাসে উপস্থিত হয়ে উপদেশ দান করতেন। ভিক্ষুণীরা ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের বললেন, আসুন আর্যাগণ, উপদেশ শুনতে যাবো। এ কথা শুনে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা বললেন, আর্যাগণ, আমরা এখন উপদেশ শুনতে যাবো না। আর্য ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা উপদেশ দানের জন্য এখানে আগমন করে আমাদের উপদেশ দান করবেন। যে ভিক্ষুণীরা অল্পেচ্ছু, তারা এতে এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা কেমন যে, তারা ভিক্ষুণীদের জন্যে সংঘ কর্তৃক নির্দিষ্ট উপদেশ দান সভায় যাচ্ছেন না?"

ভিক্ষুণীরা বিষয়টি নিয়ে ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সংঘ কর্তৃক নির্দিষ্ট ভিক্ষু হতে উপদেশ গ্রহণে যাচ্ছে না? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ করে প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে বা প্রসন্নদের শ্রদ্ধা বর্ধনে সহায়ক নহে। অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে

ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। এ কারণেই ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করছি :

৪০০. **"যেই ভিক্ষুণী উপদেশ গ্রহণে বা সংবাসে যাবে না সেই ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় হবে।"**

৪০১. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'ওবাদো' বলতে অষ্ট গুরুধর্মে উপদেশ বুঝায়।

'সংবাসো' বলতে একই বিনয়কর্ম, একই উদ্দেস এবং সমশিক্ষা বুঝায়। 'উপদেশ গ্রহণে বা সংবাসে গমন করব না' এরূপ চেতনায় অবস্থার পরিবর্তনক্ষণেই পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

৪০২. **অনাপত্তি :** বিস্মৃতিবশত, অনুসন্ধান করেও দ্বিতীয় কোনো ভিক্ষুণী না পাওয়াতে, অসুস্থতা কারণে, বিপদে পড়ে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে এমন অপরাধ ক্ষমাযোগ্য।

[অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৯. নবম শিক্ষাপদ

৪০৩. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিন্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা উপোসথ করে, তা জিজ্ঞাসা করতেন না; উপদেশ যাচঞা করতেন না। ভিক্ষুরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন আর ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন : "কেমনতরো ভিক্ষুণী তারা? কেন তারা উপোসথ করে জিজ্ঞাসা করেন না, উপদেশ প্রার্থনাও করেন না?" ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে বিষয়টি নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, তারা কেমনতরো ভিক্ষুণী? কেন তারা উপোসথ জিজ্ঞাসা করে না, উপদেশ যাচঞাও করে না? ভিক্ষুগণ! তাদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দস করছি :

৪০৪. **"প্রতি অর্ধমাসে ভিক্ষুণীগণকে ভিক্ষুসংঘ হতে দুইটি ধর্ম প্রত্যাশা করতে হবে : উপোসথ জিজ্ঞাসা এবং উপদেশ শ্রবণ। ইহার**

ব্যতিক্রমে পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।”

৪০৫. ’অন্বদ্ধমাসন্তি’ অর্থে প্রতি অর্ধমাসে তথা প্রতি উপোসথ দিবসে।

‘উপোসথো’ অর্থে দুই উপোসথ; যথা : চতুর্দশী এবং পঞ্চদশী।

‘ওবাদো’ অর্থে অষ্টবিধ গুরুধর্ম। উপোসথ করে জিজ্ঞাসা না করলে, উপদেশ যাচঞা না করলে, মত পরিবর্তনের ক্ষণেই পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪০৬. **অনাপত্তি :** বিস্মৃতির কারণে, অনুসন্ধান করেও দ্বিতীয় কোনো ভিক্ষুণী পাওয়া না গেলে, অসুস্থতাবশত বিপদে পড়ে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের দোষ হয় না।

[নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

১০. দশম শিক্ষাপদ

৪০৭. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈকা ভিক্ষুণীর পাছাভাগে ফোঁড়া (গণ্ড) হলে, এক পুরুষকে দিয়ে একাকী সেই ফোঁড়া ভেদন করছিলেন। এমতাবস্থায় সেই পুরুষটি ভিক্ষুণীকে দূষিত করতে উপক্রম করলে ভিক্ষুণী চিৎকার করলেন। এতে অন্যান্য ভিক্ষুণীরা দৌড়ে তথায় উপস্থিত হয়ে তার চিৎকারের কারণ জানতে চাইলেন। ভিক্ষুণী ঘটনা জানালে, যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন, ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, এই ভিক্ষুণী কেন পাছাজাত গণ্ডকে ভেদন করতে একাকিনী হয়ে পুরুষকে নিয়োজিত করল?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ নিয়ে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা জ্ঞাত করালেন। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকশ করে বললেন, এ কেমন ভিক্ষুণী যে, তার পাছাভাগে জাত গণ্ড, একাকিনী হয়ে পুরুষের দ্বারা ভেদন করাচ্ছে? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে তা জানালে, ভিক্ষুরা ভগবানকে বিষয়টি নিবেদন করলেন। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ; কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করব :

৪০৮. **“যেই ভিক্ষুণী পাছাভাগে জাত গণ্ড বা যেকোনো প্রকার ব্রণ ভিক্ষুণীসংঘ বা গণের অনুমতি ছাড়া একাকী কোনো পুরুষকে দিয়ে ভেদন, ফালন, ধোবন, আলিম্পন, বন্ধন বা মোচন করাবে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।”**

৪০৯. ‘যা পনাতি’ বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

‘ভিক্‌খুনীতি’ বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

‘পসাখং’ নাভির নিম্নভাগ হতে হাঁটুর উপরিভাগ পর্যন্ত।

‘জাতান্তি’ অর্থে জন্ম নেয়া।

‘গণ্ডো’ বলতে যেকোনো ফোঁড়া।

‘রুহিতং’ বলতে যেকোনো প্রকার ব্রণ।

‘অনপলোকেত্বা’ অর্থে বিনা জিজ্ঞাসায়।

‘সংঘো’ বলতে এখানে ভিক্ষুণীসংঘকে বলা হচ্ছে।

‘গণো’ বলতে এখানে যেকোনো ভিক্ষুণীদের বুঝাচ্ছে।

‘পুরিসো’ বলতে যারা বিজ্ঞতা বলে দূষিত করতে সক্ষম তেমন মনুষ্যজাতীয় পুরুষকে বুঝাচ্ছে; যক্ষ, প্রেত বা তির্যগ্‌জাতীয় নহে; যারা বিজ্ঞতা বলে দূষিত করতে সক্ষম।

‘সদ্ধিন্তি’ বলতে একত্রে।

‘একেনেকাতি’ বলতে পুরুষ হউক বা ভিক্ষুণী হউক।

৪১০. এদের যে কাউকে ভেদনের জন্যে আনয়নে দুক্কট অপরাধ এবং ভেদন করা হলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। ধোবনের জন্যে আনয়নে দুক্কট হয়; ধোবন শেষ হলে পাচিত্তিয় হয়। লেপনের জন্যে আনয়নে দুক্কট হয়; লেপন শেষ হলে পাচিত্তিয় হয়। বন্ধনের জন্যে আনয়নে দুক্কট হয়; বন্ধন শেষ হলে পাচিত্তিয় হয়। মোচনের জন্যে আনয়নে দুক্কট হয়; মোচন শেষ হলে পাচিত্তিয় হয়।

৪১১. **অনাপত্তি :** অনুমতি নিয়ে ভেদন করলে, ফালন করলে, ধোবন করলে, লেপন করলে, মোচন করলে, বিজ্ঞতায় দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত হলে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিক হলে দোষ হয় না।

[দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[আরামবর্গ ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. গর্ভিণী বর্গ

১. প্রথম শিক্ষাপদ

৪১২. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা গর্ভবতীকে উপসম্পদা দিচ্ছিলেন। তারা পিণ্ডচরণে গেলে লোকেরা উপহাস করে বলতে লাগলেন, ভিক্ষু কর্তৃক গর্ভপ্রাপ্ত আর্যাকে বেশি করে দাও। লোকেরা এভাবে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, ভিক্ষুণীরা কেমন যে, গর্ভিণীকেও উপসম্পদা দিচ্ছেন? ভিক্ষুণীরা জনগণের এই নিন্দাবাদ শুনতে পেলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, তারাও এভাবে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে তা জানালে, ভিক্ষুরা ভগবানকে বিষয়টি নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা গর্ভিণীকে উপসম্পদা দিচ্ছে? তাদের এ আচরণে হে ভিক্ষুগণ, কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন, বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধি হবে না। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৪১৩. **“যেই ভিক্ষুণী গর্ভিণীকে উপসম্পদা দেবে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।”**

৪১৪. ‘যা পনাতি’ বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

‘ভিক্খুনীতি’ বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

‘গব্ভিনী’ বলতে গর্ভে সত্ত্বধারণ বুঝায়।

‘বুট্ঠয়্যোতি’ বলতে উপসম্পদা দেয়া।

‘বুট্ঠাপেস্সামীতি’ উপসম্পদা দেবো এরূপ চেতনায় গণ বা আচার্যা কর্তৃক পাত্র-চীবরাদি সংগ্রহ করে, সীমায় সমবেত হলে দুক্কট অপরাধ হয়। প্রজ্ঞপ্তি স্থাপন এবং দুইবার কর্মবাক্য পাঠ করলে দুক্কট; কর্মবাক্য সমাপ্তিতে উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় হয়। গণ ও আচার্যার দুক্কট আপত্তি হয়।

৪১৫. গর্ভিণীকে গর্ভিণী ধারণায় উপসম্পদা দানে পাচিত্তিয় হয়। ‘গর্ভিণী’ কি না তা ভুলে গিয়ে উপসম্পদা দিলে দুক্কট হয়। গর্ভিণীকে

অগর্ভিণী ধারণায় উপসম্পদা দানে কোনো দোষ নেই। অগর্ভিণীকে গর্ভিণী ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। অগর্ভিণী কি না ভুলে গেলেও দুক্কট হয়। অগর্ভিণীকে অগর্ভিণী ধারণায় কোনো দোষ নেই।

৪১৬. **অনাপত্তি :** গর্ভিণীকে গর্ভিণী ধারণায়, অগর্ভিণীকে অগর্ভিণী ধারণায়, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের দোষ নেই।

[প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

২. দ্বিতীয় শিক্ষাপদ

৪১৭. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা দুগ্ধদাত্রী মাতা ও ধাত্রীকে উপসম্পদা দিচ্ছিলেন। তারা যখন পিণ্ডচারণে যায়, তখন লোকেরা উপহাস করে বলতে লাগলো, ওহে, আর্যাকে তার শিশুটির জন্যেও দাও, তিনি যে দুইজনের প্রার্থী।

ভিক্ষুণীরা জনগণের এই নিন্দাবাদ শুনছেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও একইভাবে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে তা জানালে, ভিক্ষুরা ভগবানকে বিষয়টি নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা দুগ্ধবতীদের এভাবে উপসম্পদা দিচ্ছে? ভিক্ষুগণ, তাদের এ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৪১৮. **"যেই ভিক্ষুণী দুগ্ধবতীকে উপসম্পদা দেবে তার পাচিত্তিয় হবে।"**

৪১৯. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'পায়ন্তী' বলতে মাতা বা দুগ্ধদাত্রী।

'বুট্‌ঠাপেয়্যাতি' বলতে উপসম্পদা দেয়া। উপসম্পদা দেবো এই

সিদ্ধান্তে গণ বা আচার্যা কর্তৃক পাত্র বা চীবর সংগ্রহ করলে দুক্কট আপত্তি হয়; সীমায় সমবেত হলে দুক্কট আপত্তি হয়; প্রজ্ঞপ্তি স্থাপন করলে দুক্কট হয়। দুইবার কর্মবাক্য পাঠে দুক্কট আপত্তি হয়। কর্মবাক্য পাঠ শেষ হলে উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় আপত্তি এবং গণ ও আচার্যার দুক্কট আপত্তি হয়।

৪২০. দুগ্ধবতীকে দুগ্ধবতী ধারণায় উপসম্পদা দানে পাচিত্তিয় হয়। 'দুগ্ধবতী' কি না তা ভুলে গিয়ে উপসম্পদা দিলে দুক্কট হয়। দুগ্ধবতীকে অদুগ্ধবতী ধারণায় উপসম্পদা দানে কোনো দোষ হয় না। অদুগ্ধবতীকে দুগ্ধবতী ধারণায় উপসম্পদা দানে দুক্কট আপত্তি হয়। অদুগ্ধবতী কি না ভুলে গেলেও দুক্কট হয়। অদুগ্ধবতীকে অদুগ্ধবতী ধারণায় কোনো দোষ নেই।

৪২১. **অনাপত্তি :** দুগ্ধবতীকে অদুগ্ধবতী ধারণায় উপসম্পদা দানে, অদুগ্ধবতীকে অদুগ্ধবতী ধারণায় উপসম্পদা দানে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের দোষ নেই।

[দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৩. তৃতীয় শিক্ষাপদ

৪২২. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা শিক্ষামনাদের ছয়ধর্ম দুই বৎসর যাবৎ শিক্ষা না দিয়েই উপসম্পদা দিচ্ছিলেন। ফলে তারা মূর্খা, অদক্ষা হয়ে যোগ্য-অযোগ্য হয়ে (কপ্পিয়-অকপ্পিয়) কী, এ বিষয়ে কিছু জানতে পারছিলেন না। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু, এ জন্যে তারা নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন যে, কী করে ভিক্ষুণীরা ছয়টি ধর্ম দুই বৎসর যাবৎ শিক্ষা না করে শিক্ষামনাদের উপসম্পদা দিচ্ছেন। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জানতে চাইলেন, ভিক্ষুগণ ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ইহা খুবই অন্যায় হে ভিক্ষুগণ, কি করে ভিক্ষুণীরা দুই বৎসর শিক্ষা না করা শিক্ষামনাদের উপসম্পদা দেবে? হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন, বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। এভাবে ধর্মদেশনার পর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, "ভিক্ষুগণ, আমি জানচ্ছি যে, শিক্ষামনাকে দুই বৎসর যাবৎ ছয়টি ধর্ম শিক্ষার্থে 'শিক্ষা

সম্মতি দান করতে হবে'। এভাবেই তা দেয়া কর্তব্য : সেই শিক্ষামনাকে সংঘ সমীপে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গকে একাংশ করে ভিক্ষুণীসংঘের পাদে বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে বসে করজোড়ে এরূপ বলতে হবে, 'হে আর্যাগণ, আমি অমুক শিক্ষামনা, অমুক আর্যার নিকট দুই বৎসর ছয়ধর্ম শিক্ষা করার জন্যে সংঘের নিকট শিক্ষা অনুমতি প্রার্থনা করছি।' দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার এভাবে যাচঞা করতে হবে। তখন দক্ষ ভিক্ষুণীসংঘ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে এভাবে প্রজ্ঞপ্তি স্থাপন করবে :

৪২৩. **প্রজ্ঞপ্তি :** মাননীয়া আর্যা সংঘ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই অমুক আর্যা, অমুক নামীয়া শিক্ষামনা হয়ে দুই বৎসর ছয়ধর্ম শিক্ষার জন্যে সংঘের নিকট শিক্ষা সম্মতি প্রার্থনা করছে। সংঘ যদি এই শিক্ষামনাকে অমুক আর্যার নিকটে দুই বৎসর ছয়ধর্ম শিক্ষার জন্যে সম্মতি দানে উপযুক্ত সময় বিবেচনা করেন, তা প্রদান করবেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ : আর্যা সংঘ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। অমুক এই আর্যা, অমুক আর্যার শিক্ষামনা হয়ে দুই বৎসর ছয়ধর্ম শিক্ষার্থে সংঘের সমীপে শিক্ষাসম্মতি প্রার্থনা করছে। সংঘ শিক্ষামনাকে দুই বৎসর ছয়টি ধর্ম শিক্ষার জন্যে শিক্ষাসম্মতি দিচ্ছেন। যেই আর্যার এতে সম্মতি আছেন, তিনি নীরবে থাকবেন। যার সম্মতি নেই তিনি নিজ অভিমত ব্যক্ত করবেন।

ধারণা : সংঘ কর্তৃক অমুক শিক্ষামনাকে দুই বৎসর ছয়টি ধর্ম শিক্ষার জন্যে সম্মতি দান করছেন। সংঘের সকলে তা সমর্থন করছেন বলে নীরব আছেন। আমি এরূপই ধারণা করছি।

৪২৪. সেই শিক্ষামনাকে তখন এ সকল বলাতে হবে : ১.'প্রাণীহত্যা হতে বিরতি'কে দুই বছরের জন্যে অলঙ্ঘনীয় শপথরূপে গ্রহণ করছি। ২. 'অদত্ত গ্রহণ বিরতি'কে দুই বছরের জন্যে অলঙ্ঘনীয় শপথরূপে গ্রহণ করছি। ৩. 'কামসংসর্গ বিরতি'কে দুই বছরের জন্যে অলঙ্ঘনীয় শপথরূপে গ্রহণ করছি। ৪. 'মিথ্যাকথা বিরতি'কে দুই বছরের জন্যে অলঙ্ঘনীয় শপথরূপে গ্রহণ করছি। ৫. 'সুরা মেরেয়, মদ্য এবং প্রমাদকর স্থান বর্জন'কে দুই বছরের জন্যে অলঙ্ঘনীয় শপথরূপে গ্রহণ করছি। ৬. 'বিকাল ভোজন বিরতি'কে দুই বছরের জন্যে অলঙ্ঘনীয় শপথরূপে গ্রহণ করছি।

অতঃপর ভগবান সেই ভিক্ষুণীদেরকে অনেক পর্যায়ে ভর্ৎসনা করলেন,

দুর্ভরতার জন্যে... । এবং ভিক্ষুগণকে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, এ কারণেই আমি ভিক্ষুণীদেরকে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করব :

৪২৫. **"যেই ভিক্ষুণী দুই বৎসর ছয়টি ধর্ম অশিক্ষাকামী শিক্ষামনাকে উপসম্পদা দেবে, তার পাচিত্তিয় হবে।"**

৪২৬. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'দ্বে বস্সানীতি' বলতে দুই বৎসর।

'অসিকখিত সিক্খা' বলতে শিক্ষাদান হীন, শিক্ষা দিলেও কোপিতা হয় এমন অবস্থা।

'বুট্ঠাপেয়্যাতি' বলতে উপসম্পদা বুঝায়। উপসম্পদা দেবো এমন সিদ্ধান্তে গণ বা আচার্যা কর্তৃক পাত্র-চীবর সংগ্রহ করা হলে দুক্কট, সীমায় সমবেত হলে দুক্কট হয়। প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট হয়। দুইবার কর্মবাক্য পাঠে দুক্কট হয়। কর্মবাক্য অবসানে উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় হয় এবং গণ ও আচার্যার দুক্কট আপত্তি হয়।

৪২৭. **অধর্মত :** কর্মকে ধর্মসম্মত ধারণায় উপসম্পদা দানে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। 'ধর্মসম্মত' কি না তা ভুলে গিয়ে উপসম্পদা দিলে পাচিত্তিয় হয়। ধর্মসম্মতকে অধর্মত বলে ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয় । অধর্মতকে ধর্মসম্মত ধারণায় দুক্কট হয়। অধর্মত করা হয়েছে এটা ভুলে গেলে দুক্কট হয়। অধর্মতকে অধর্মত ধারণায় দুক্কট হয়।

৪২৮. **অনাপত্তি :** দুই বৎসর ছয়ধর্ম শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষামনাকে উপসম্পদা দিলে, উন্মাদ অবস্থায় উপসম্পদা দিলে এবং আদিকর্মিকের দোষ গণ্য হয় না।

[তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৪. চতুর্থ শিক্ষাপদ

৪২৯. তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে দুই বৎসর ছয়ধর্ম শিক্ষায় শিক্ষিতাগণকে সংঘের অসম্মতিতে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা দিচ্ছিলেন। ভিক্ষুণীরা তাদেরকে যখন বললেন, হে শিক্ষামনা, ইহা জান, এটা দাও, ওটা আন, ইহা প্রয়োজন, ইহা কপ্পিয় (উপযুক্ত) করো। তারা এ সকল শুনে বলতে লাগলো, না আর্যে, আমরা শিক্ষামনা নহি, ভিক্ষুণী বলেই জানবেন। যে

সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেনা তারা ছয়ধর্ম দুই বছরের শিক্ষায় শিক্ষিতদের সংঘের অনুমতি বিনা উপসম্পদা দিচ্ছেন? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ নিয়ে অভিযোগ করলে ভিক্ষুগণ তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান, ইহা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কেমন আচরণ! কেন ভিক্ষুণীরা ছয়ধর্ম দুই বছরের শিক্ষায় শিক্ষিতদের সংঘের অনুমতি বিনা উপসম্পদা দিচ্ছে? ভিক্ষুগণ তাদের এ আচরণ কিছুতেই অশ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা উৎপাদনে বা শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। ভগবান ভর্ৎসনা পূর্বক ধর্মকথা বলে ভিক্ষুগণকে বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, দুই বৎসর ছয়ধর্ম শিক্ষায় শিক্ষিতগণকে উপসম্পদায় সম্মতি দান করবে। এভাবেই তা দেয়া কর্তব্য।

দুই বৎসর ছয়ধর্ম শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষার্থিনীদের প্রতি তিনজন সংঘের নিকট উপস্থিত করে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে ভিক্ষুণীদের পদে বন্দনাপূর্বক পদাগ্রে ভার রেখে করজোড়ে এভাবে বলাতে হবে :

"আর্যাগণ, আমরা অমুক অমুক নামীয় শিক্ষামনা দুই বৎসর ছয়ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ায় সংঘের নিকট উপসম্পদা প্রার্থনা করছি।"

[দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার একইভাবে যাচঞা করাতে হবে।]

দক্ষ ভিক্ষুণী সংঘসম্মতিতে সংঘকে এভাবে জ্ঞাত করাবে :

৪৩০. **প্রজ্ঞপ্তি :** আর্যা সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক অমুক নামের এই আর্যগণ দুই বৎসর ছয়ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ায় সংঘের নিকটে উপসম্পদা সম্মতি প্রার্থনা করছে। যদি সংঘ উপযুক্ত বিবেচনা করেন, অমুক নামীয় ছয়ধর্মে দুই বৎসর শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষামনাদেরকে উপসম্পদা সম্মতি দিতে পারেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ : আর্যা সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক অমুক নামের এই আর্যাগণ দুই বৎসর ছয়ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষামনা সংঘের নিকটে উপসম্পদা সম্মতি প্রার্থনা করছে। সংঘ অমুক অমুক নামীয় দুই বৎসর ছয়ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষামনাদের উপসম্পদা সম্মতি দিচ্ছেন। যেই আর্যা অমুক নামীয় শিক্ষামনাদের দুই বৎসর ছয় ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিতগণকে উপসম্পদা সম্মতি দানকে সমর্থন করেন,

তিনি নীরব থাকুন। যিনি সমর্থন করেন না তিনি নিজ অভিমত ব্যক্ত করুন।

ধারণা : সংঘ কর্তৃক ছয়ধর্মে দুই বছরের শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষামনাদের উপসম্পদা সম্মতি দেয়া হলো। মাননীয় সংঘ তা সমর্থন করেন বলে নীরব আছেন। আমি এরূপ ধারণা পোষণ করছি।

অতঃপর ভগবান, সেই ভিক্ষুণীদের অনেক প্রকারে ভর্ৎসনা করে, দুর্ভরতা, সুপোষতার প্রশংসা করে বললেন, ভিক্ষুগণ, এ কারণে আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেশ করব :

৪৩১. **"যেই ভিক্ষুণী দুই বৎসর ছয়ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষামানাদের সংঘের অসম্মতিতে উপসম্পদা দেবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

৪৩২. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'দ্বে বস্সানীতি' বলতে দুই বৎসর।

'অসিকখিত সিক্খা' বলতে শিক্ষাদান হীন, শিক্ষা দিলেও কোপিতা হয় এমন অবস্থা।

'বুট্ঠাপেয়্যাতি' বলতে উপসম্পদা বুঝায়। উপসম্পদা দেবো এমন সিদ্ধান্তে গণ বা আচার্যা কর্তৃক পাত্র-চীবর সংগ্রহ করা হলে দুক্কট, সীমায় সমবেত হলে দুক্কট হয়। প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট হয়। দুইবার কর্মবাক্য পাঠে দুক্কট হয়। কর্মবাক্য অবসানে উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় হয় এবং গণ ও আচার্যার দুক্কট আপত্তি হয়।

৪৩৩. ধর্মত-কর্মকে ধর্মত-কর্ম ধারণায় উপসম্পদা দানে পাচিত্তিয় হয়। ধর্মত-কর্ম কথাটি ভুলে গিয়ে উপসম্পদা দানে পাচিত্তিয় হয়। ধর্মত-কর্মকে অধর্মত-কর্ম ধারণায় উপসম্পদা দানে দুক্কট অপরাধ হয়। অধর্মত-কর্ম করা হয়েছে, এই কথাটি ভুলে গেলে দুক্কট হয়। অধর্মত-কর্মকে অধর্মত-কর্ম ধারণায় দুক্কট হয়।

৪৩৪. **নির্দোষিতা :** ছয়ধর্মে দুই বৎসর শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষার্থীকে সংঘের সম্মতিতে উপসম্পদা দিলে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের কোনো অপরাধ নেই।

[চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫. পঞ্চম শিক্ষাপদ

৪৩৫. তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ভিক্ষুণীরা পুরুষের আওতায় বারো বছরের কম বয়সীদের উপসম্পদা দিচ্ছিলেন। তারা শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, পিপাসা, ডংস, মশক, বায়ু-তাপ, সরীসৃপ সংস্পর্শ সহনে অক্ষম, দূরাদূরে গমনে অক্ষম, বাক্যালাপে অসংযত, প্রাণঘাতী শারিরীক দুঃখ বেদনা উৎপত্তিতে, এবং তীব্র-খরায় ধৈর্য ধারণে অক্ষম, কটু, অনাহুত অপ্রিয় বাক্য সহনে অক্ষম স্বভাবের হচ্ছে। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা গৃহীজীবনে বারো বছরের কম বয়সীকে উপসম্পদা দিচ্ছেন?... ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে তারা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন, সত্যই কি ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীরা গৃহীজীবনে বারো বছর অপূর্ণাকে উপসম্পদা দিচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্যি। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ, বারো বছরের কম হলে, তারা শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা-পিপাসা, ডংস-মশক, বায়ু-তাপ, সর্পাদির দংশন জ্বালা সহনে অক্ষম হয়; দূরাদূর গমনে, উৎপন্ন শারিরীক বেদনায়, প্রাণহরণকারী তীব্রখরা, অনাহুত অপ্রিয় কটুবাক্যাদি সহনে অক্ষম হয়। হে ভিক্ষুগণ, গৃহীজীবনে বারো বছর গতকারীর পক্ষে... (উপর্যুক্ত প্রতিকূলতা) সহনে সক্ষমতা জন্মে। ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ, কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন করবে না, প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধি করবে না। অধিকন্তু, এতে অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মধ্যে বিরূপভাব সৃষ্টি করবে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৪৩৬. **"যেই ভিক্ষুণী গৃহীজীবনে পুরুষের সান্নিধ্যে বারো বছরের কম অবস্থানকারিণীকে উপসম্পদা দেবে তার পাচিত্তিয় হবে।"**

৪৩৭. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'ঊনদ্বাদসবসস্া' বলতে বারো বছর বয়স প্রাপ্ত না হওয়া।

'গিহিগতা' অর্থে পুরুষ সান্নিধ্যে না থাকা।

'বুট্ঠাপেয্য' বলতে উপসম্পদা দান করা। 'উপসম্পদা দেবো' এমন

সিদ্ধান্তে গণ বা আচার্যা পাত্র বা চীবরের সন্ধান করলে, সীমায় সমবেত হলে দুক্কট অপরাধ হয়। দুইবার কর্মবাক্য পাঠে দুক্কট হয় এবং কর্মবাক্য পাঠ শেষে উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। গণ এবং আচার্যার দুক্কট অপরাধ হয়।

৪৩৮. বারো বছর অপূর্ণ এ ধারণায় উপসম্পদা দানে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। বারো বছর অপূর্ণ, এটা না জেনে উপসম্পদা দিলে দুক্কট অপরাধ হয়। বারো বছরের কমকে পরিপূর্ণ ধারণায় উপসম্পদা দিলে নির্দোষ হয়। বারো বছরের পূর্ণ আছে, কিন্তু তা না জেনে উপসম্পদা দিলে দুক্কট অপরাধ হয়। বারো বছর পূর্ণাকে পূর্ণা ধারণায় উপসম্পদা দিলে কোনো দোষ নেই।

৪৩৯. **নির্দোষিতা :** বারো বছর অপূর্ণাকে পূর্ণা ধারণায় উপসম্পদা দিলে, বারো বছর পূর্ণাকে পূর্ণা ধারণায় উপসম্পদা দিলে, উন্মাদ এবং আদিকর্মিক হলে ধর্তব্য নহে।

[পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬. ষষ্ঠ শিক্ষাপদ

৪৪০. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন গৃহীজীবনের পুরুষের আওতায় বারো বছর পরিপূর্ণতায় ছয়ধর্মে দুই বৎসর শিক্ষায় অশিক্ষিতাকে ভিক্ষুণীরা প্রব্রজ্যা দিচ্ছিলেন। তারা অদক্ষা, মূর্খা হচ্ছিলেন, জানতে পারছিলেন না কপ্পিয় কি, অকপ্পিয় কী। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এতে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা ছয়ধর্মে দুই বছরের শিক্ষায় অশিক্ষিত রেখেই কেবল গৃহীজীবনে পুরুষের আওতায় বারো বছরের পরিপূর্ণতায় প্রব্রজ্যা দিচ্ছেন?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা ছয়ধর্মে দুই বছরের শিক্ষা অসম্পূর্ণ রেখেই কেবল গৃহীজীবনে পুরুষের আওতায় বারো বছর পূর্ণ হলেই প্রব্রজ্যা দিচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। না ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। তাদের এ আচরণ তদ্বিপরীত ফলই প্রসব করবে।... এভাবে

ভগবান বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে ধর্মকথা উত্থাপনপূর্বক ভিক্ষুদের বললেন :

ভিক্ষুগণ, আমি এই আদেশ দিচ্ছি যে, গৃহীজীবনে পুরুষের আওতায় বারো বছরের পূর্ণতাকে দুই বৎসরকাল ছয়ধর্মে শিক্ষা গ্রহণের সম্মতি দিতে পারে। এভাবেই ভিক্ষুগণ সেই শিক্ষা সম্মতি দেওয়া কর্তব্য। গৃহীজীবনে বারো বছর বয়স্কাকে সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে ভিক্ষুণীদের পাদবন্দনা করে, উৎকুটিকভাবে উপবেশনপূর্বক করজোড়ে এভাবে বলতে হবে : হে আর্যাগণ, আমি অমুক আর্যা গৃহীজীবনে বারো বছরের পূর্ণতা প্রাপ্তা। আমি সংঘের সমীপে দুই বৎসরকাল ছয়ধর্মে শিক্ষা গ্রহণে সম্মতি প্রার্থনা করছি। (দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার এভাবে প্রার্থনা করতে হবে) অতঃপর দক্ষ-সক্ষম ভিক্ষুণী সংঘ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে সংঘকে জ্ঞাত করাতে হবে :

৪৪১. **প্রজ্ঞপ্তি :** মাননীয়া আর্যাগণ, আমার কথা শ্রবণ করুন। এই অমুক নামীয় আর্যার গৃহীজীবনে বারো বছর পূর্ণতাপ্রাপ্তা হয়ে সংঘের সমীপে দুই বৎসরকাল ছয়ধর্মের শিক্ষায় অনুমতি প্রার্থনা করছে। সংঘ যদি উপযুক্ত সময় বিবেচনা করেন, তাহলে এই অমুককে গৃহীজীবনে বারো বছরের পূর্ণতায় ছয়ধর্মে দুই বৎসরকাল শিক্ষা সম্মতি দান করা যেতে পারে। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ : মাননীয়া আর্যা সংঘ, আমার প্রতি মনযোগ দিন। এই অমুক নামীয়া আর্যা, গৃহীজীবনে পুরুষের আওতায় বারো বছর পূর্ণতায় সংঘ সমীপে ছয়ধর্মে দুই বৎসরকাল শিক্ষা সম্মতি প্রার্থনা করছে। সংঘ অমুক নামীয়া আর্যাকে গৃহীজীবনে পুরুষের আওতায় বারো বছরের পূর্ণতায় দুই বৎসর ছয়ধর্মে শিক্ষা গ্রহণের সম্মতি দিচ্ছেন। যেই আর্যাগণ এতে সম্মত আছেন, তারা নীরব থাকুন, যারা অসম্মত, তারা নিজ অভিমত ব্যক্ত করুন।

ধারণা : অমুক নামীয়া আর্যা, গৃহীজীবনে পুরুষের আওতায় বারো বছর পূর্ণতায় তাকে দুই বৎসর শিক্ষা সম্মতি দানে সমগ্র সংঘ সম্মত আছেন। তাই সকলে নীরব আছেন, আমি এরূপ ধারণা করছি।

গৃহীজীবনে পুরুষের বারো বছর পূর্ণতাপ্রাপ্ত সেই প্রার্থিনীকে এভাবে বলতে হবে :

১. প্রাণিহত্যা হতে বিরতিকে দুই বৎসরকাল অনতিক্রম্য ব্রতরূপে গ্রহণ করছি।

২. অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরতিকে দুই বৎসরকাল অনতিক্রম্য ব্রতরূপে গ্রহণ করছি।

৩. অব্রহ্মচর্য আচরণ হতে বিরতিকে দুই বৎসরকাল অনতিক্রম্য ব্রতরূপে গ্রহণ করছি।

৪. মিথ্যা কথন হতে বিরতিকে দুই বৎসরকাল অনতিক্রম্য ব্রতরূপে গ্রহণ করছি।

৫. সুরা, অহিফেন, মদ ইত্যাদি নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ এবং উক্ত প্রস্তুত করণ স্থানে গমন হতে বিরতিকে দুই বৎসরকাল অনতিক্রম্য ব্রতরূপে গ্রহণ করছি।

৬. বিকালে ভোজন হতে বিরতিকে দুই বৎসরকাল অনতিক্রম্য ব্রতরূপে গ্রহণ করছি।

অতঃপর ভগবান সেই ভিক্ষুণীগণকে নানাভাবে অপ্রশংসা করে দুর্ভরতার জন্যে নিন্দা এবং সুভরতা জন্যে প্রশংসা করে ভিক্ষুদের বললেন, হে ভিক্ষুগণ, এ কারণেই আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি :

৪৪২. **"যেই ভিক্ষুণী গৃহীজীবনে পুরুষের আওতায় বারো বছর অপূর্ণা, দুই বৎসরকাল ছয়ধর্মে অনুশীলনে অশিক্ষিতাকে প্রব্রজ্যা দেবে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

৪৪৩. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'পরিপুণ্ণা দ্বাদসবস্‌স' বলতে বারো বছর বয়স্কা।

'গিহিগতা' বলতে পুরুষের অধীনে থাকা বুঝায়।

'দ্বেবস্‌সানি' বলতে দুই বৎসরকাল।

'অসিক্‌খিত সিক্‌খা' বলতে শিক্ষাদান না করা, শিক্ষা দিলেও ক্ষুব্ধ হওয়া।

'বুট্‌ঠাপেয়্যাতি' বলতে প্রব্রজ্যা দেয়া। প্রব্রজ্যা দেবো, এই সিদ্ধান্তে গণ বা আচার্যা পাত্র বা চীবরের অন্বেষণ করলে, সীমায় সমবেত হলে দুক্কট আপত্তি হয়। প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট হয়। দুইবার কর্মবাক্য আবৃত্তিতে দুইটি দুক্কট হয়। কর্মবাক্য আবৃত্তির অবসানে উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। গণ এবং আচার্যার দুক্কট অপরাধ হয়।

৪৪৪. ধর্মত-কর্মকে ধর্মত-কর্ম ধারণায় প্রব্রজ্যা দানে পাচিত্তিয়

অপরাধ হয়। ধর্মত-কর্মকে ভুল করে প্রব্রজ্যা দানে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ধর্মত-কর্মকে অধর্মত ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। অধর্মত-কর্মকে ভুলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। অধর্মত-কর্মকে ধর্মত-কর্ম ধারণায় দুক্কট হয়।

৪৪৫. **নির্দোষিতা :** গৃহীজীবনে বারো বছর পূর্ণতা এবং দুই বৎসর ছয়ধর্মে সুশিক্ষিতকে প্রব্রজ্যা দানে কোনো অপরাধ হয় না।

[ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৭. সপ্তম শিক্ষাপদ

৪৪৬. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা গৃহীজীবনে পুরুষের আওতায় বারো বছরের পরিপূর্ণা, ছয়ধর্মে দুই বৎসর শিক্ষা গ্রহণকারী প্রার্থিনীকে সংঘের অসম্মতিতে দীক্ষা দিচ্ছিলেন। ভিক্ষুণীরা যখন তাদের বললেন, "হে শিক্ষামনা, তোমরা ইহা আন, ইহা দাও, ইহা জান, ইহা অর্থসম্পন্ন, ইহাকে সেবন উপযোগী করো"; তারা তখন এরূপ বলতো :

"হে আর্য্যা, আমরা শিক্ষার্থী নহি, ভিক্ষুণী বলেই জানবেন।" যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তাঁরা এ কারণে, এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন : ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা গৃহীজীবনে পুরুষের আওতায় বারো বছরের পূর্ণতায় এবং ছয়ধর্মে দুই বৎসর শিক্ষা সমাপ্তিতে সংঘের অনুমতি ব্যতীত প্রার্থিনীদের উপসম্পদা দিচ্ছেন?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের এ নিয়ে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা সংঘের অনুমতি না নিয়ে কেবল গৃহীজীবনে পুরুষের আওতায় বারো বছরের পূর্ণতায় এবং ছয়ধর্মে দুই বৎসর শিক্ষা গ্রহণ করলেই উপসম্পদা দিচ্ছে? হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য। বুদ্ধ ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তার সংঘের অনুমতি ছাড়াই, কেবল গৃহীজীবনে পুরুষের আওতায় বারো বছরের পূর্ণতায় এবং দুই বৎসর ছয়ধর্মে শিক্ষা সমাপ্তিতে উপসম্পদা দিচ্ছে? ভিক্ষুগণ, তাদের এই আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,...

বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। এভাবে, অসন্তোষ প্রকাশ করে, ধর্মকথা উত্থাপনপূর্বক ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি ইহা জানাচ্ছি যে, গৃহীজীবনে বারো বছর পূর্ণতায় দুই বৎসর কাল ছয়ধর্মের শিক্ষা সমাপ্তকারীকে এভাবেই উপসম্পদা সম্মতি দিতে হবে :

তাকে সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে ভিক্ষুণীদের পাদ বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে বসে করজোড়ে এভাবেই বলতে হবে :

"হে আর্যে, আমি অমুক, গৃহীজীবনে পুরুষের আওতায় বারো বছরের পূর্ণতায় এবং ছয়ধর্মে দুই বছরের শিক্ষা সমাপ্তিতে আর্যা সংঘের নিকটে উপসম্পদা সম্মতি প্রার্থনা করছি। (দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার এভাবে যাচঞা করতে হবে)।

অতঃপর দক্ষ ভিক্ষুণী সংঘের আদেশে এভাবে সংঘকে জ্ঞাত করতে হবে :

৪৪৭. **প্রজ্ঞপ্তি :** মাননীয়া আর্যা সংঘ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। অমুক আর্যার অমুক প্রার্থিনী গৃহীজীবনে পুরুষের আওতায় বারো বছরের পূর্ণতায় এবং দুই বৎসরকাল ছয়ধর্মের শিক্ষা সমাপ্তিতে সংঘের সমীপে উপসম্পদা সম্মতি প্রার্থনা করছে। সংঘ যদি উপযুক্ত সময় বলে বিবেচনা করেন, তাহলে তাকে উপসম্পদা সম্মতি দান করবেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ : আর্যা সংঘ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। অমুক আর্যার অমুক নামীয় প্রার্থিনী গৃহীজীবনে পুরুষের আওতায় বারো বছর পূর্ণতায় এবং দুই বৎসর ছয়ধর্মের শিক্ষা সমাপ্তিতে সংঘের সমীপে উপসম্পদা সম্মতি প্রার্থনা করছে। সংঘ অমুক আর্যার অমুক নামীয় উপসম্পদা প্রার্থিনীকে উপসম্পদার সম্মতি দিচ্ছেন। যে-সকল আর্যা এতে সম্মত আছেন তারা নীরব থাকবেন। যারা অসম্মত, তারা নিজ বক্তব্য প্রকাশ করবেন।

ধারণা : গৃহীজীবনে পুরুষের আওতায় বারো বছর পরিপূর্ণা, ছয়ধর্ম দুই বৎসর শিক্ষাকামী অমুককে সংঘ উপসম্পদার সম্মতি দিচ্ছেন। সংঘ এতে সম্মত বলে মৌন আছেন, আমি ইহাই ধারণা করছি।

অতঃপর ভগবান সেই ভিক্ষুণীদের প্রতি নানাভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করে দুর্ভরতার জন্যে নিন্দা এবং সুভরতার জন্য প্রশংসা করে বললেন, এ কারণেই ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস

করছি :

৪৪৮. **"যেই ভিক্ষুণী গৃহীজীবনে পুরুষের আওতায় বারো বছরের পূর্ণতায় এবং দুই বৎসর ছয়ধর্মে শিক্ষা সমাপ্ত সত্ত্বেও কোনো প্রার্থিনীকে সংঘের অসম্মতিতে উপসম্পদা দেবে তার পাচিত্তিয় হবে।"**

৪৪৯. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'পরিপুন্ন দ্বাদসবস্‌সা' বলতে বারো বছর প্রাপ্ত।

'গিহিগতা' বলতে পুরুষের আওতাধীন থাকা।

'দ্বেবস্‌সানী' বলতে দুই সংবৎসর।

'সিক্‌খিত সিক্‌খা' বলতে ছয়ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত।

'অসম্মতা' বলতে প্রজ্ঞপ্তি ও দ্বিতীয়া কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা সম্মতি প্রদত্ত না হওয়া।

'বুট্‌ঠাপেয়্যাতি' বলতে উপসম্পদা প্রদত্ত হওয়া। উপসম্পদা দেবো এই সিদ্ধান্তে গণ বা আচার্যা পাত্র বা চীবরের সন্ধান করা গেল, সীমায় সমবেত হলে দুক্কট অপরাধ হয়। প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট, দুইবার কর্মবাক্য পাঠে দুইটি দুক্কট। কর্মবাক্যের অবসানে উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় অপরাধ, গণ এবং আচার্যার দুক্কট অপরাধ হয়।

৪৫০. ধর্মত-কর্মকে ধর্মত-কর্ম ধারণায় উপসম্পদা দিলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়, ধর্মত-কর্মকে ভুলে উপসম্পদা দিলে পাচিত্তিয়। ধর্মত-কর্মকে অধর্মত-কর্ম ধারণায় উপসম্পদা দানে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অধর্মত-কর্মকে অধর্মত-কর্ম ধারণায় দুক্কট অপরাধ। অধর্মত-কর্মকে ভুলে করলে দুক্কট অপরাধ হয়। এবং অধর্মত-কর্মকে অধর্মত-কর্ম ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়।

৪৫১. **নির্দোষিতা :** পুরুষের আওতায় বারো বছর পরিপূর্ণকারী এবং ছয়ধর্মে দুই বৎসর শিক্ষাকামীকে সংঘসম্মতিতে উপসম্পদা দিলে, উন্মাদ হলে, এবং প্রথম অপরাধকারী হলে কোনো দোষ নেই।

[সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৮. অষ্টম শিক্ষাপদ

৪৫২. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী সহজীবিনীকে

উপসম্পদা দিয়ে দুই বৎসর যাবৎ আবৃত্তি, প্রশ্নজিজ্ঞাসা, উপদেশ, অনুশাসন ইত্যাদি দ্বারা নিজেও অনুগ্রহ করলেন না, অন্যের দ্বারাও অনুগৃহীত করালেন না। ফলে সে মূর্খ, অদক্ষতার কারণে উপযুক্ত, অনুপযুক্ত বলতে কিছুই জানতে পারল না। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন; আর্যা স্থূলানন্দার এ কেমন আচরণ? কেন তিনি সহজীবিনীকে উপসম্পদা দিয়ে দুই বৎসর যাবৎ নিজে অনুগ্রহ করলেন না, অপরকে দিয়েও অনুগ্রহ করালেন না?... বিষয়টি ভগবানের গোচরীভূত হলে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ, স্থূলানন্দার এ কেমন আচরণ?...। ভিক্ষুগণ, ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। এমন হলে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করব :

৪৫৩. **"যেই ভিক্ষুণী সহজীবিনীকে উপসম্পদা দান করে দুই বৎসর যাবৎ নিজে অনুগ্রহ করে না, এমনকি অন্যের দ্বারাও অনুগৃহীত করে না, সেই ভিক্ষুণীর পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

৪৫৪. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'সহজীবিনী' বলতে সহ অবস্থানকারিণী বুঝায়।

'বুট্ঠাপেত্বা' বলতে উপসম্পদা দিয়ে।

'দ্বে বস্সানীতি' বলতে দুই সংবৎসর।

'নেব অনুগ্গণহেয়্যাতি' বলতে উদ্দেস, পরিপ্রশ্ন, অনুশাসন ইত্যাদি দ্বারা নিজে অনুগ্রহ করা।

'ন অনুগ্গণ্হাপেয়্যাতি' বলতে অন্যের দ্বারাও অনুগৃহীত না করা। 'দুই বৎসর যাবৎ নিজেও অনুগ্রহ করব না, অন্যকে দিয়েও অনুগৃহীত করাবো না' এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ মাত্রই পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪৫৫. **নির্দোষিতা :** স্মৃতি বিভ্রমহেতু, সন্ধান করেও অন্য কোনো জনকে না পেলে, বিপদের কারণে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিক হলে।

[অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৯. নবম শিক্ষাপদ

৪৫৬. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা নির্ধারিত দুই বৎসর সময়কালে উপসম্পদার উপাধ্যায়কে বন্দনা, সেবা কিছুই করতো না। ফলে তারা অদক্ষা হতেন; কর্তব্য-অকর্তব্য কিছুই জানতেন না।

যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এজন্যে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা উপসম্পদার উপাধ্যায়কে দুই বৎসরকাল বন্দনা-সেবাদি করে না? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা উপসম্পদার উপাধ্যায়কে দুই বৎসরকাল বন্দনা-সেবা কিছুই করে না? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্যি। ভগবান এতে খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন,... ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে; অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৪৫৭. **"যেই ভিক্ষুণী উপসম্পদার উপাধ্যায়কে দুই বৎসরকাল নিজে সেবা-পূজা করবে না তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

৪৫৮. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'বুট্‌ঠাপিতন্তি' বলতে উপসম্পদাদাত্রী।

'পবত্তিনী' বলতে উপাধ্যায়াকে বুঝায়।

'দ্বে বস্‌সানীতি' বলতে দুই সংবৎসর।

'নানু বন্ধেয়্যাতি' বলতে নিজে স্বয়ং পূজা-বন্দনা না করা। নির্ধারিত 'দুই বৎসর সেবা পূজা করব না' এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণক্ষণেই পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪৫৯. **নির্দোষিতা :** উপাধ্যায়া মূর্খাহেতু, শীল-বিনয়ের প্রতি অগৌরবকারিণী তথা অলজ্জী হলে, অসুস্থতার কারণে, বিপদে পড়ে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিক হলে।

[নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

১০. দশম শিক্ষাপদ

৪৬০. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী সহজীবিনীকে উপসম্পদা দানের পর শিক্ষাগুরুর দায়িত্ব গ্রহণ নিজেও করেন না, অপরকেও করতে দেন না। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরা এ কারণে এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, আর্যা স্থূলানন্দার এ কেমন আচরণ? কেন তিনি সহজীবিনীকে উপসম্পদা দানের পর নিজেও তাদের শিক্ষাগুরুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন না, এবং অন্যকেও করতে দেন না? এই ভিক্ষুণীরা কি গুরুগ্রহণ না করেই চলে যান?... ভগবান এ বিষয় জ্ঞাত হয়ে ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী জিজ্ঞাসা এবং উত্তর দানের পর, নব উপসম্পন্নাদের জন্যে নিজেও গুরুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন না, এবং অন্যকেও গ্রহণ করতে দেন না? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্যি। ভগবান এতে খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন,... ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৪৬১. **"যেই ভিক্ষুণী সহজীবিনীকে উপসম্পদা দিয়ে নিজেও তার শিক্ষাগরুর দায়িত্ব গ্রহণ করবে না এবং অপরকেও সে দায়িত্ব না দিয়ে কমপক্ষে পাঁচ ছয় যোজন গমন করবে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

৪৬২. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'সহজীবিনীং' বলতে সহবিহারিণীকে বুঝায়।

'বুট্‌ঠাপেত্বা' বলতে উপসম্পদা প্রদান করা।

নেববূপকারসেয্যাতি' বলতে অপরকেও গ্রহণ না করানো।

'ন বূপকাসেয়্যাতি' অর্থে নিজে গ্রহণ না করা।

'ন বূপকাসাপেয়্যাতি' বলতে অপরকেও গ্রহণ করতে না দেয়া। আমি নিজেও গ্রহণ করব না, অপরকেও গ্রহণ করতে দেব না, এই সিদ্ধান্তে কমপক্ষে পাঁচ-ছয় যোজন অতিক্রমক্ষণেই পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪৬৩. **নির্দোষিতা :** স্মৃতি বিভ্রমহেতু, অনুসন্ধান করেও দ্বিতীয় কোনো ভিক্ষুণী পাওয়া না গেলে, বিপদের কারণে এবং উন্মাদ হলে।

[দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[গর্ভিণীবর্গ সপ্তম সমাপ্ত]

৮. কুমারীভূত বর্গ

১. প্রথম শিক্ষাপদ

৪৬৪. তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ভিক্ষুণীরা বিশ বছরের কম বয়সী কুমারীদের উপসম্পদা দিচ্ছিলেন। এতে তারা শীত-উষ্ণ, ক্ষুধা-পিপাসা, ডংস-মশক, বায়ু-তাপ, সরীসৃপ-সংস্পর্শ সহনে অক্ষম, বাক্যালাপে, শারীরিক দুঃখ-বেদনা উৎপত্তিতে, প্রাণঘাতী তীব্র খরায় ধৈর্য ধারণে অক্ষম; কটু, অনাহুত, অপ্রিয়বাক্য সহনে অক্ষম স্বভাবের হচ্ছিল।

যে ভিক্ষুণীরা অল্পেচ্ছু তারা এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা বিশ বছরের কম বয়সিনীকে উপসম্পদা দিচ্ছেন?... বিষয়টি ভগবানের গোচরীভূত হলে, ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা বিশ বছরের কম বয়সীকে উপসম্পদা দিচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্যি। ভিক্ষুগণ, বিশ বছরের কম বয়সী কুমারীরা শীত-উষ্ণ সহনে অক্ষম... কটু, অনাহুত, প্রাণঘাতী, অপ্রিয়বাক্য সহনে অক্ষম হয়। হে ভিক্ষুগণ, তারা বিশ বছর বয়সী হলে, ক্ষমাশীল হয়, শীত-উষ্ণ-ক্ষুধা-পিপাসা সহনশীল হয়,... প্রাণঘাতী পরিস্থিতি মোকাবেলায় সক্ষম জাতীয় হয়। কিন্তু ভিক্ষুণীদের বর্তমান আচরণ, হে ভিক্ষুগণ, কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের শ্রদ্ধা বর্ধনে সহায়ক নহে। ভগবান এভাবে বহু ভর্ৎসনা করে...। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৪৬৫. **"যেই ভিক্ষুণী বিশ বছরের কম বয়সী কুমারীকে উপসম্পদা দেবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

৪৬৬. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'ঊনবীসতিবস্‌সা' বলতে বিশ বছর অপ্রাপ্ত।

'কুমারীভূতা' বলতে শ্রামণেরী বুঝায়।

'বুট্‌ঠাপেয়্যাতি' বলতে উপসম্পদা দিলে। 'উপসম্পদা দেবো' এই সিদ্ধান্তে গণ বা আচার্যা কর্তৃক পাত্র বা চীবরের অনুসন্ধান করলে, অথবা সীমাতে সমবেত হলে, দুক্কট অপরাধ হয়। দুইবার প্রজ্ঞপ্তি এবং দুইবার কর্মবাক্য পাঠ করলে দুইটি দুক্কট অপরাধ হয়। কর্মবাক্যের অবসানে উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় এবং গণ ও আচার্যার দুক্কট অপরাধ হয়।

৪৬৭. বিশ বছরের কম বয়সীকে কম বয়সী বলে ধারণায় উপসম্পদা দিলে পাচিত্তিয় হয়। বিশ বছরের কম বয়সী, এটা ভুলে গিয়ে উপসম্পদা দিলে দুক্কট অপরাধ হয়। বিশ বছরের কমকে বিশ বছর পরিপূর্ণা ধারণায় উপসম্পদা দিলে অপরাধ হয় না। বিশ বছর পরিপূর্ণাকে অপূর্ণা ধারণায় উপসম্পদা দিলে দুক্কট আপত্তি হয়। বিশ বছরের পরিপূর্ণা এ কথা ভুলে গিয়ে উপসম্পদা দিলে দুক্কট অপরাধ হয়। পরিপূর্ণাকে পরিপূর্ণা বলে ধারণায় উপসম্পদা দিলে কোনো দোষ নেই।

৪৬৮. **নির্দোষিতা :** বিশ বছরের কমকে বিশ বছর পরিপূর্ণা ধারণায় উপসম্পদা দিলে, বিশ বছর পূর্ণাকে পূর্ণা ধারণায় উপসম্পদা দিলে, উন্মাদ হলে এবং নিষেধাজ্ঞার পূর্বে হলে।

[প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

২. দ্বিতীয় শিক্ষাপদ

৪৬৯. তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ভিক্ষুণীরা বিশ বছরের পূর্ণবয়স্কা শ্রামণেরীকে দুই বৎসরকাল ছয়ধর্মে শিক্ষা না দিয়েই উপসম্পদা দিচ্ছিলেন। ফলে তারা মূর্খা, অদক্ষা-হেতু জানতে পারল না কোনটা কপ্পিয়, কোনটা অকপ্পিয়। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এ নিয়ে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা বিশ বছর পরিপূর্ণা শ্রামণেরীকে দুই বৎসরকাল ছয়ধর্মে শিক্ষা না দিয়ে উপসম্পদা দিচ্ছেন?... ভগবানের নিকটে বিষয়টি গোচরীভূত হলে, ভগবান ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন; ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, বিশ বছর পরিপূর্ণা শ্রামণেরীকে ছয়ধর্মে অশিক্ষিত রেখেই, ভিক্ষুণীরা তাদেরকে উপসম্পদা প্রদান করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান এজন্যে খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন,... ভিক্ষুগণ,

ভিক্ষুণীদের এই আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক হবে না। অধিকন্তু, এতে অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে বিরূপভাবের জন্ম দেবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। এভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান জানালেন; ভিক্ষুগণ, আমি জানাচ্ছি যে, আঠারো বছর বয়স্কা শ্রামণেরীকে দুই বৎসরকাল ছয়ধর্মে শিক্ষা দিতে হবে। এভাবেই সেই শিক্ষাদান সম্মতি দিতে হবে :

সেই আঠারো বছরের শ্রামণেরীকে সংঘের নিকটে উপস্থিত হয়ে, উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে ভিক্ষুণীদের পাদ বন্দনাপূর্বক উৎকুটিত আসনে উপবেশন করে করজোড়ে এরূপ বাক্যে বলতে হবে :

"হে আর্যাগণ, আমরা অমুক নামীয়া আর্যার শিক্ষা, অমুক অমুক নামীয়া আঠারো কুমারীভূত হয়ে সংঘের নিকটে ছয়ধর্মে দুই বৎসরকাল শিক্ষা সম্মতি যাচঞা করছি :

[দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও অনুরূপভাবে যাচঞা করা কর্তব্য]

অতঃপর সংঘসম্মতিতে দক্ষ ভিক্ষুণী কর্তৃক সংঘকে বিষয়টি এভাবে জ্ঞাত করাতে হবে :

৪৭০. **প্রজ্ঞপ্তি :** মাননীয় আর্যা সংঘ, আমার বক্তব্য শুনুন। অমুক, অমুক নামীয়া আঠারো বছরের কুমারীভূতা সংঘের নিকটে ছয়ধর্মে দুই বৎসরকাল শিক্ষা গ্রহণের সম্মতি প্রার্থনা করছে। যদি সংঘ অমুক অমুক আর্যা আঠারো বছরের কুমারীভূতা কর্তৃক দুই বৎসরকাল ছয়ধর্মে শিক্ষা সম্মতি প্রার্থনাকে উপযুক্ত সময় বলে বিবেচনা করেন, তাহলে সংঘ আঠারো বছরের অমুক অমুক কুমারীভূতাকে ছয়ধর্মে দুই বৎসরকাল শিক্ষা সম্মতি দিতে পারেন ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ : মাননীয়া আর্যা সংঘ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই অমুক অমুক নামীয় আর্যা আঠারো বছরের কুমারীভূতা হয়ে সংঘের নিকটে দুই বৎসরকাল ছয়ধর্মে শিক্ষা গ্রহণের সম্মতি প্রার্থনা করছে। আঠারো বছরের কুমারীভূতাকে ছয়ধর্মে দুই বৎসরকাল শিক্ষা সম্মতি প্রদান করাকে সংঘ যথার্থ সময় বলে বিবেচনা করে অনুমতি দিচ্ছেন। যেই আর্যা... ইহা সমর্থন করেন তিনি মৌন থাকবেন। যিনি সমর্থন করেন না; তিনি নিজ অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন।

ধারণা : মাননীয়া সংঘ কর্তৃক অমুক অমুক নামীয়া আঠারো বছরের

কুমারীভূতাকে ছয়ধর্মে দুই বৎসরকাল শিক্ষা গ্রহণে সম্মতি প্রদান করা হলো। সমগ্র সংঘ ইহা সমর্থন করেন বিধায় মৌন আছেন; আমি এরূপই ধারণা করছি।

অতঃপর সেই আঠারো বছরের কুমারীভূতাকে এরূপই বলতে হবে :

১. আমি দুই বছরের জন্যে প্রাণী হিংসা হতে বিরতি এই অনতিক্রম্য ব্রত গ্রহণ করছি।
২. আমি দুই বছরের জন্যে 'অদত্ত গ্রহণ হতে বিরতি' এই অনতিক্রম্য ব্রত গ্রহণ করছি।
৩. আমি দুই বছরের জন্যে 'অব্রহ্মচর্য আচরণ হতে বিরতি' এই অনতিক্রম্য ব্রত গ্রহণ করছি।
৪. আমি দুই বছরের জন্যে 'মিথ্যা কথন হতে বিরতি' এই অনতিক্রম্য ব্রত গ্রহণ করছি।
৫. আমি দুই বছরের জন্যে 'সুরা, গাঁজা-আফিম ও মদসহ প্রমত্তকর স্থানে গমন বিরতি' এই অনতিক্রম্য ব্রত গ্রহণ করছি।
৬. আমি দুই বছরের জন্যে 'মধ্যাহ্নের পরে ভোজন বিরতি' এই অনতিক্রম্য ব্রত গ্রহণ করছি।

অতঃপর ভগাবন ভিক্ষুগণকে অনেক প্রকারে দুর্ভরতার দোষ এবং সুপোষতার গুণ বর্ণনা করে ভিক্ষুগণকে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, এ কারণেই আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৪৭১. "যেই ভিক্ষুণী বিশ বছর পরিপূর্ণা কুমারীভূতাকে দুই বৎসরকাল ছয়ধর্মের শিক্ষায় অশিক্ষিত রেখে উপসম্পদা দেবে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"

৪৭২. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'পরিপুণ্ন বীসতি বস্সা' বলতে বিশ বছর-প্রাপ্তা।

'কুমারীভুতা' বলতে শ্রামণেরীকে বুঝায়।

'দ্বে বস্সানীতি বলতে দুই সংবৎসর।

'অসিক্খিতা সিক্খা' বলতে শিক্ষা না দেয়া, শিক্ষা দিলে কূপিতা হওয়া বুঝায়।

'বুট্ঠাপেয়্যাতি' বলতে উপসম্পদা দেয়া। উপসম্পদা দেবো, এই সিদ্ধান্তে গণ বা আচার্য কর্তৃক পাত্র বা চীবরের অনুসন্ধান বা সীমায়

সমবেত হওয়ায় দুক্কট অপরাধ হয়। প্রজ্ঞপ্তিতে দুক্কট। দুইবার কর্মবাক্য পাঠে দুইটি দুক্কট হয়। কর্মবাক্য পাঠ অবসানে তথা ধারণায় উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় অপরাধ এবং গণ ও আচার্যার দুক্কট অপরাধ হয়।

৪৭৩. ধর্মত ধারণায় উপসম্পদা দিলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। ধর্মত-কর্মকে ভুলে উপসম্পদা দিলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। ধর্মত-কর্মকে অধর্মত-কর্ম ধারণায় উপসম্পদা দিলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। অধর্মত-কর্মে ধর্মত-কর্ম ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। অধর্মত-কর্ম যে হচ্ছে তা ভুলে দুক্কট আপত্তি হয়। অধর্মত-কর্মে অধর্মত-কর্ম ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়।

৪৭৪. **নির্দোষিতা :** বিশবর্ষ পরিপূর্ণা কুমারীভূতা হয়ে, দুই বৎসরকাল ছয়ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পর উপসম্পদা গ্রহণ করলে, উন্মাদ হলে, আদিকর্মিক হলে।

[দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৩. তৃতীয় শিক্ষাপদ

৪৭৫. তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ভিক্ষুণীরা বিশ বছর পরিপূর্ণা এবং ছয়ধর্মে দুই বৎসর শিক্ষাপ্রাপ্তা কুমারীভূতা (শ্রামণেরী)-কে সংঘের সম্মতি ব্যতীত উপসম্পদা দিচ্ছিলেন। অন্য ভিক্ষুণীরা এভাবে যখন বলছিলেন, এই যে শিক্ষামনা, ইহা কি জান? এটা দাও তো, ওটা আন, এটা ব্যবহার উপযোগী করে দাও, ইহা দ্বারাই যথার্থ হয়, ওটা দ্বারা হয় না। তখন তারা বলতে লাগলো, না আর্যে, আমরা শিক্ষামনা নহি, আমরা ভিক্ষুণী।

অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণী যারা, তারা তখন এই বলে নিন্দা, আন্দোলন আর ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, তারা কেমন ভিক্ষুণী। কেন তারা বিশ বছর পরিপূর্ণা শ্রামণেরীকে ছয়ধর্মে দুই বৎসরকাল শিক্ষা দিয়ে সংঘের সম্মতি বিনা উপসম্পদা দিচ্ছেন? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের নিকটে এ নিয়ে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, বিশ বছর পরিপূর্ণা শ্রামণেরীকে ছয়ধর্মের দুই বৎসরকাল শিক্ষা দিয়ে ভিক্ষুণীরা সংঘসম্মতি ব্যতীত উপসম্পদা দিচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্যি। ভগবান এতে খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ?... তাদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির

সহায়ক হবে না। অধিকন্তু তার বিপরীতই হবে। এভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করে, ধর্মকথা উত্থাপনপূর্বক ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন :

"ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি যে, পরিপূর্ণা বিশ বছরের কুমারীভূতা ছয়ধর্মে দুই বৎসরকাল শিক্ষায় শিক্ষিতাকে সংঘ উপসম্পদা দিতে হবে।"

এভাবেই সেই অনুমতি দেয়া কর্তব্য—সেই বিশ বছর পরিপূর্ণা কুমারীভূতাকে দুই বৎসরকাল ছয়ধর্মে শিক্ষা গ্রহণের পর সংঘের নিকটে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে ভিক্ষুণীদের পাদ বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে করজোড়ে এভাবে বলতে হবেই মাননীয়া আর্যাগণ, আমি অমুক হই। অমুক নামীয়া আর্যার নিকটে ছয়ধর্মে দুই বৎসর শিক্ষায় শিক্ষিত বিশ বছর পরিপূর্ণা কুমারীভূতা হয়ে উপসম্পদার জন্যে সংঘের নিকট সম্মতি প্রার্থনা করছি।

[দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও একইভাবে প্রার্থনা কর্তব্য]

অতঃপর সংঘ আদিষ্ট দক্ষ সামর্থা ভিক্ষুণী সংঘকে এভাবে জ্ঞাত করাবে :

৪৭৬. **প্রজ্ঞপ্তি :** মাননীয়া আর্যা সংঘ, আমার বক্তব্য শুনুন। এই অমুক বিশ বছর পরিপূর্ণা কুমারীভূতা (শ্রামেণেরী), অমুক নামের আর্যার নিকটে দুই বৎসরকাল ছয় ধর্মের শিক্ষা গ্রহণের সমাপ্তিতে সংঘের নিকটে উপসম্পদা গ্রহণ সম্মতি প্রার্থনা করছে। যদি সংঘ সেই বিশ বছর পরিপূর্ণা ছয়ধর্মে দুই বৎসরকাল শিক্ষিতা কুমারীভূতাকে উপসম্পদার অনুমতি দানে উপযুক্ত কাল বলে বিবেচনা করেন, তাহলে উপসম্পদা গ্রহণে অনুমতি দিতে পারেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ : মাননীয়া আর্যা সংঘ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই অমুক নামীয়া বিশ বছর পরিপূর্ণা কুমারীভূতা, অমুক আর্যার নিকটে দুই বৎসর কাল ছয়ধর্মে শিক্ষিতা হয়ে সংঘের নিকটে উপসম্পদা সম্মতি প্রার্থনা করছে। মাননীয়া সংঘ, সেই বিশ বছর পরিপূর্ণা, ছয়ধর্মে দুই বৎসরকাল শিক্ষিতা কুমারীভূতাকে উপসম্পদা সম্মতি দান করা যেই আর্যা সঠিক মনে করেন তিনি নীরব থাকুন; যিনি সঠিক মনে না করেন তিনি নিজ বক্তব্য ভাষায় ব্যক্ত করুন।

ধারণা : অমুক নামীয়া বিশ বছর পরিপূর্ণা, ছয়ধর্মে দুইবছরের শিক্ষিতাকে মাননীয়া সংঘ কর্তৃক উপসম্পদা সম্মতি দানকে যথাযথ

বিবেচনা করেন বিধায় সংঘ মৌন আছেন; আমি এরূপই ধারণা করছি।

অতঃপর ভগবান সেই ভিক্ষুণীদের এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। ভিক্ষুগণকে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, এ কারণেই আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করব :

৪৭৭. **"যেই ভিক্ষুণী বিশ বছর পরিপূর্ণা, দুই বছর ছয়ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত কুমারীভুতাকে সংঘের সম্মতি ব্যতীত উপসম্পদা দান করবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

৪৭৮. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'পরিপুন্না বীসতিবস্‌সা' বলতে বিশ বছর বয়স প্রাপ্তি।

'কুমারীভূতা' বলতে শ্রামণেরী বুঝায়।

'দ্বে বস্‌সানীতি' বলতে দুই সংবৎসর।

'সিক্‌খিত সিক্‌খা' বলতে ছয়ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া।

'অসম্মতা' বলতে দুইবার প্রজ্ঞপ্তি কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদা দেয়া। 'উপসম্পদা দেবো' এরূপ সিদ্ধান্তে গণ বা আচার্যা কর্তৃক, পাত্র বা চীবরের অনুসন্ধান করা হলে, অথবা সীমায় সমবেত হলে দুক্কট আপত্তি হয়। প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট হয়। দুইবার কর্মবাক্য আবৃত্তিতে দুক্কট হয়। কর্মবাক্যের অবসানে উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় আপত্তি হয় এবং গণ ও আচার্যার দুক্কট অপরাধ হয়।

৪৭৯. ধর্মত-কর্মকে ধর্মত-কর্ম বলে ধারণায় উপসম্পদা দানে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। ধর্মত-কর্মকে ভুলে উপসম্পদা দানে পাচিত্তিয় হয়। ধর্মত-কর্মে অধর্মত-কর্ম ধারণায় উপসম্পদা দানে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। ভুলে অধর্মত-কর্মে দুক্কট আপত্তি হয়। অধর্মত-কর্মকে অধর্মত-কর্ম ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়।

৪৮০. **নির্দোষিতা :** বিশ বছর পরিপূর্ণা, দুই বৎসরকাল ছয়ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিতা কুমারীভূতাকে সংঘের সম্মতিতে উপসম্পদা দিলে, উন্মাদগ্রস্ত অবস্থায় হলে এবং প্রথম দোষকারী হলে।

[তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৪. চতুর্থ শিক্ষাপদ

৪৮১. তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ভিক্ষুণীজীবনে বারো বছরের কম হয়েও সহবিহারিণীকে উপসম্পদা দিচ্ছিলেন। ফলে তারা মূর্খা অদক্ষা-হেতু জানতে পারছে না কপ্পিয় কী, অকপ্পিয় কী। তাদের সহবিহারিণীগণও হয়ে পড়েছেন মূর্খা, অদক্ষা। তারা বুঝতে পারছেন না কর্তব্য-অকর্তব্য কী। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এ নিয়ে নিন্দা, আন্দোলন, ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা ভিক্ষুণীত্বে বারো বছর কম হয়েও সহবিহারিণীকে উপসম্পদা দিচ্ছেন? তারা ভিক্ষুগণকে এ বিষয় অভিযোগ করলে ভিক্ষুরা ভগবানকে তা জানালেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা বারো বছরের কম বয়সী হয়েও সহবিহারিণীকে উপসম্পদা দিচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্যি। ভগবান তাতে খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললে, কেন ভিক্ষুণীরা বারো বছরের কম বয়সী হয়েও উপসম্পদা দিচ্ছে? তাদের এ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৪৮২. **“যেই ভিক্ষুণী উপসম্পদায় বারো বছর পূর্ণ না হতে অন্যকে উপসম্পদা প্রদান করবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।”**

৪৮৩. ‘যা পনাতি’ বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

‘ভিক্খুনীতি’ বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

বারো বছর তথা ‘ঊনদ্বাদস বস্সা’ বলতে বারো বছর পূর্ণ না হওয়া। (ভিক্ষুণীজীবনে বারো বছর পূর্ণ না হওয়া)।

‘বুট্ঠাপেয়্যাতি’ বলতে উপসম্পদা দান করলে, ‘উপসম্পদা দান করব’ এই সিদ্ধান্তে গণ বা আচার্যা পাত্র বা চীবরকে অনুসন্ধান করলে, অথবা সীমায় সমবেত হলে দুক্কট আপত্তি হয়। প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট। দুইবার কর্মবাক্য আবৃত্তিতে দুইবার দুক্কট হয়। কর্মবাক্যের অবসানে উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় অপরাধ হয় এবং গণ ও আচার্যার দুক্কট অপরাধ হয়।

৪৮৪. **অপরাধহীনতা :** বারো বছর পরিপূর্ণা হয়ে উপসম্পদা দিলে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিক হলে।

[চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫. পঞ্চম শিক্ষাপদ

৪৮৫. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা উপসম্পদা বারো বছর পরিপূর্ণা হয়ে সংঘের অসম্মতিতে উপসম্পদা দিচ্ছিলেন। সেই উপসম্পদা দাতারা মূর্খা, অদক্ষা হচ্ছিলেন। তারা জানছিলেন না কপ্পিয় কী, অকপ্পিয় কী। ফলে তাদের সহবিহারিণীগণও হচ্ছিলেন মূর্খা, অদক্ষা। তারা জানতে পারছিলেন না কপ্পিয় কী, অকপ্পিয় (যোগ্য-অযোগ্য) কী। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন ভিক্ষুণীরা কেমন যে, তারা বারো বছর পূর্ণা হলেও, সংঘের অসম্মতিতে উপসম্পদা দিচ্ছেন? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা বারো বছর পূর্ণা হলেও সংঘের অসম্মতিতে উপসম্পদা দিচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন,... ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের এই আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক হবে না। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। এভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করে ধর্মপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করে ভিক্ষুগণকে আমন্ত্রণ জানালেন। বললেন, "ভিক্ষুগণ আমি জানাচ্ছি যে, বারো বছর পরিপূর্ণা ভিক্ষুণীকে উপসম্পদা সম্মতি দিতে হয়। এভাবেই তা দেয়া কর্তব্য, সেই বারো বছর পরিপূর্ণা ভিক্ষুণী, সংঘের সমীপে উপস্থিত হয়ে চীবর একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুণীদের পাদ-বন্দনাপূর্বক উৎকুটিক আসনে বসবে। অতঃপর করজোড়ে এই বাক্য বলবে :

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অমুক নামীয়া ভিক্ষুণী বারো বছর পরিপূর্ণা, সংঘের সমীপে উপসম্পদা সম্মতি প্রার্থনা করছি।"

[দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও অনুরূপ বলতে হবে]

সেই ভিক্ষুণীকে সংঘ কর্তৃক যাচাই করতে হবে প্রার্থিনী (ধর্মবিনয়) দক্ষা এবং লজ্জিনী কি না। যদি মূর্খা এবং অলজ্জিনী হয় (উপসম্পদা

সম্মতি) না দেয়া উচিত। যদি দক্ষা হয়, কিন্তু অলজ্জিনী হয়, সম্মতি না দেয়া কর্তব্য। যদি প্রার্থিনী দক্ষা এবং লজ্জিনী হয়, তবেই উপসম্পদা দানের সম্মতি প্রদান কর্তব্য।

ভিক্ষুগণ, এভাবেই সেই সম্মতি প্রদান করতে হবে :

"দক্ষা ভিক্ষুণী সংঘ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে সংঘকে এভাবে জ্ঞাত করাতে হবে :

৪৮৬. **প্রজ্ঞপ্তি :** মাননীয়া আর্যা সংঘ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই অমুক নামীয়া বারো বছর পরিপূর্ণা ভিক্ষুণী সংঘের সমীপে উপসম্পদা প্রদানের সম্মতি প্রার্থনা করছেন। সংঘ যদি অমুক নামীয়া বারো বছর পরিপূর্ণা ভিক্ষুণীকে উপসম্পদার অনুমতি দান যথার্থ বলে বিবেচনা করেন, তবে সম্মতি দিতে পারেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ : মাননীয়া আর্যা, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। অমুক নামীয়া বারো বছর পরিপূর্ণা ভিক্ষুণী সংঘ সমীপে উপসম্পদা সম্মতি প্রার্থনা করছে। সংঘ অমুক নামীয়া বারো বছর পরিপূর্ণা ভিক্ষুণীকে উপসম্পদা সম্মতি দিচ্ছেন। যেই আর্যা এতে সম্মত আছেন, তিনি মৌন থাকুন, যিনি অসম্মত তিনি নিজ বক্তব্য ভাষায় ব্যক্ত করুন।

ধারণা : বারো বছর পরিপূর্ণা অমুক নামীয়া ভিক্ষুণীকে উপসম্পদা দানে সমগ্র সংঘ সম্মত আছেন বিধায় সকলেই মৌন আছেন, আমি এরূপ ধারণা করছি।

অতঃপর ভগবান, সেই ভিক্ষুণীদেরকে ভগবান বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৪৮৭. **"যেই ভিক্ষুণী (তার উপসম্পদা জীবনে) দ্বাদশ বছর পরিপূর্ণা হয়েও সংঘের অসম্মতিতে উপসম্পদা দেবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

৪৮৮. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'পরিপুন্ন দ্বাদস বস্সা' বলতে বারো বর্ষাপ্রাপ্তা।

'অসম্মতা' বলতে প্রজ্ঞপ্তি ও দুইবার কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা দানের সম্মতি প্রদত্ত না হওয়া।

'বুট্ঠাপেয়্যাতি' বলতে উপসম্পদা প্রদান।

'বুট্‌ঠাপেস্‌সামীতি' এ সিদ্ধান্তে গণ বা আচার্যা কর্তৃক পাত্র বা চীবর অনুসন্ধান করলে বা সীমায় সমবেত হলে দুক্কট অপরাধ হয়। প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট। দুইবার কর্মবাক্য আবৃত্তি দ্বারা দুইটি দুক্কট। কর্মবাক্যের অবসানে উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় অপরাধ হয় এবং গণ ও আচার্যার দুক্কট অপরাধ হয়।

৪৮৯. ধর্মকর্মকে ধর্মকর্ম ধারণায় উপসম্পদা দানে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ধর্মকর্মে ভুল করে উপসম্পদায় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ধর্মকর্মে অধর্মকর্ম ধারণায় উপসম্পদা দানে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। অধর্মকর্মকে ধর্মকর্ম ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। ভুলে অধর্মকর্মে দুক্কট অপরাধ হয়। অধর্মকর্মকে অধর্মকর্ম ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়।

৪৯০. **অপরাধহীনতা :** বারো বছর পূর্ণতায় সংঘসম্মতিতে উপসম্পদা দিলে, উন্মাদ হলে, আদিকর্মিক হলে।

[পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬. ষষ্ঠ শিক্ষাপদ

৪৯১. তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে চণ্ডকালী ভিক্ষুণী, ভিক্ষুণীসংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উপসম্পদা দানের সম্মতি প্রার্থনা করলেন। ভিক্ষুণীসংঘ চণ্ডকালী ভিক্ষুণীকে পরীক্ষা করে বললেন, আর্যা, উপসম্পদা দানে আপাতত বিরত থাকুন। এই বলে উপসম্পদা দানের অনুমতি দিলেন না। চণ্ডকালী ভিক্ষুণী 'সাধু!' বলে তা মেনে নিলেন। এ সময়ে ভিক্ষুণীসংঘ, অপর এক ভিক্ষুণীকে উপসম্পদা সম্মতি প্রদান করলেন। এতে চণ্ডকালী ভিক্ষুণী ক্ষোভ, নিন্দা, আন্দোলন করে বলতে লাগলেন, "আমি কি মূর্খা, আমি কি অলজ্জিনী, সংঘ অন্য ভিক্ষুণীদের উপসম্পদা সম্মতি দিতে পারে, অথচ আমাকে পারলেন না?"

যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু... তারা ইহা শুনে আন্দোলন, নিন্দা, ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এই আর্যা চণ্ডকালী কেমন যে, তিনি 'উপসম্পদা দানে এখন বিরত থাকুন' এরূপ বাক্যকে সাধু বলে মেনে নিলেও পাছে নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করছেন?... ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, চন্ডকালী ভিক্ষুণীকে সংঘ কর্তৃক, 'আর্যে, উপসম্পদা দানে আপাতত বিরত থাকুন' এরূপ বাক্যকে

উত্তম বলে গ্রহণ করে, পাছে নিন্দা বাক্য প্রয়োগ করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ, চন্ডকালী ভিক্ষুণীর এ কেমন আচরণ যে, 'আর্যা আপাতত উপসম্পদা দানে বিরত থাকুন' সংঘের এই বাক্যকে সাধু বলে গ্রহণ করেও পাছে নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করছে?' না ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক নহে। অধিকন্তু, এতে অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে বিরূপ ভাবের জন্ম দেবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করব :

৪৯২. **"যেই ভিক্ষুণী, 'আর্যা, উপসম্পদা দানে আপাতত বিরত থাকুন' সংঘের এই বাক্য সাধু বলে গ্রহণ করেও পাছে নিন্দা করে থাকে; তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

৪৯৩. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'অলন্তাব তে অয়্যে বুট্‌ঠাপিতেনতি' বলতে সেই আর্যা, উপসম্পদা দানে আপাতত বিরত থাকুন, বুঝায়। 'সাধু!' বলে সম্মতি দিয়ে পাছে নিন্দা করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৪৯৪. **অপরাধহীনতা :** স্বভাববশে, প্রবল আবেগবশে, দ্বেষ, মোহ, ভয় ইত্যাদি বশে নিন্দা করলে, উন্মাদ অবস্থায় করলে এবং আদিকর্মিক হলে।

[ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৭. সপ্তম শিক্ষাপদ

৪৯৫. তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তী জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে জনৈকা শিক্ষামনা স্থূলনন্দা ভিক্ষুণীর নিকট উপস্থিত হয়ে উপসম্পদা প্রার্থনা করল। স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী সেই শিক্ষামনাকে বললেন, যদি তুমি আমাকে চীবর দাও, তাহলে উপসম্পদা দেবো; এই বলে উপসম্পদা দিলেন না, উপসম্পদাদানের জন্যে অন্যকোনো জনকেও উৎসাহিত করলেন না। অতঃপর সেই শিক্ষামনা, ভিক্ষুণীগণকে এ কথা জানালো। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু... তারা

এজন্যে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, আর্যা স্থূলানন্দা কেন শিক্ষামনাকে এরূপ বলতেছেন যে, 'যদি তুমি আমাকে চীবর দাও, তাহলেই উপসম্পদা দেবো? এরূপ বলে নিজেও উপসম্পদা দিলেন না; উপসম্পদার জন্যে অন্যকেও উৎসাহিত করলেন না। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী শিক্ষামনাকে বলেছে যে, যদি তুমি আমাকে চীবর দিতে পার, তবে আমি উপসম্পদা দেবো। এরূপ বলে উপসম্পদাও দেয়নি, উপসম্পদার জন্যে উৎসাহও দেখায়নি? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ, স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীর এ কেমন আচরণ? কেন সে শিক্ষামানাকে বলল, যদি তুমি আমাকে চীবর দিতে পার তাহলে উপসম্পদা দান করব? এই বলে সে নিজেও উপসম্পদা দেয় না, উপসম্পদা দানে উৎসাহও দেখায় না? ভিক্ষুগণ, তার এই আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক হবে না। অধিকন্তু, এতে অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে বিরূপভাবের জন্ম দেবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। এই কারণেই ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৪৯৬. **"যেই ভিক্ষুণী কোনো শিক্ষামানাকে বলবে যে, যদি আর্যা তুমি আমাকে চীবর দাও, তবেই আমি উপসম্পদা দেবো। এরূপ বলে সে যদি পাছে অন্তরায়কারিণী হয়ে উপসম্পদা দেয় না, এমনকি উপসম্পদা দানে উৎসাহ দেখায় না, তাহলে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

৪৯৭. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'সিক্‌খামানা' বলতে দুই বৎসরকাল ছয়ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত বা অনুশীলনকারী।

'সচে মে ত্বং অয়্যে চীবরং দস্‌সসি এবাহন্তং বুট্‌ঠাপেস্‌সামীতি' অর্থে আর্যে, যদি তুমি আমাকে চীবর দাও, তাহলে উপসম্পদা দেবো।

'নেব বুট্‌ঠাপেয্যাতি' অর্থে নিজে উপসম্পদা না দেয়া।

'ন বুট্‌ঠাপনায় উপস্‌সক্কং করেয়্যাতি' অর্থে অন্যকে আনয়ন করে

হলেও উপসম্পদার ব্যবস্থা না করা। আমি নিজেও উপসম্পদা দেব না, অন্যকে দিয়ে উপসম্পদার ব্যবস্থাও করাবো না এই সিদ্ধান্ত গ্রহণক্ষণেই পাচিত্তিয় হয়।

৪৯৮. **অপরাধহীনতা :** স্মৃতি বিভ্রমহেতু, অনুসন্ধান করেও লাভ না করা, রোগের কারণে, বিপদের কারণে, উন্মাদহেতু এবং আদিকর্মিক হলে।

[সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৮. অষ্টম শিক্ষাপদ

৪৯৯. তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে জনৈকা শিক্ষামানা স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীর নিকটে উপস্থিত হয়ে উপসম্পদাপ্রার্থিনী হলে, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা বললেন, আর্যে, যদি তুমি দুই বৎসরকাল আমার সেবা করো, তবেই তোমাকে উপসম্পদা দেবো। এরূপ বলে নিজেও উপসম্পদা দিলেন না, অন্যের দ্বারা উপসম্পদা দানেও উৎসাহ গ্রহণ করলেন না। শিক্ষামানাটি তখন ভিক্ষুণীদেরকে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে, অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীগণ এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, কেন আর্যা স্থূলানন্দা, উপসম্পদাপ্রার্থিনীকে বললেন, আর্যা, যদি তুমি দুই বছর আমার সেবা করো, তবেই উপসম্পদা দেবো। এরূপ বলে কেন তিনি নিজেও উপসম্পদা দিলেন না, অন্যকেও উপসম্পদা দানে উৎসাহিত করলেন না?

ভিক্ষুণীরা এ বিষয়ে ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা উপসম্পদাকামী শিক্ষামানাকে দুই বৎসরকাল তাকে সেবা করার শর্তে নিজেও উপসম্পদা দিল না, অন্যের দ্বারা উপসম্পদা দানেও উৎসাহ গ্রহণ করল না? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য।... ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, তার এই আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক হবে না। অধিকন্তু, এতে অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে বিরূপভাবের জন্ম দেবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৫০০. **"যেই ভিক্ষুণী শিক্ষামানাকে বলে যে, হে আর্যে, যদি তুমি দুই**

বৎসরকাল আমাকে সেবা করো, তাহলেই তোমাকে উপসম্পদা দেবো। এরূপ বলে পাছে অন্তরায়কারিণী হয়ে নিজেও উপসম্পদা দেয় না, অন্যকে উপসম্পদা দানে ঔৎসুক্যও দেখায় না। তখন তার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।"

৫০১. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'সিক্‌খামানা' দুই বৎসরকাল ছয়ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত।

'সচে মং ত্বং অয়্যে দ্বে বস্‌সানি অনুবন্ধিবস্‌সমীতি' বলতে দুই বৎসর সেবা করা।

'এবাহন্তং বুট্‌ঠাপেস্‌সামীতি' বলতে এমন হলে উপসম্পদা দেবো। 'সাপচ্ছা অন্তরাযিকিনীতি' বলতে অসৎ উদ্দেশ্যে বিঘ্নসৃষ্টিকারিণী।

'নেববুট্‌ঠাপেয়্যাতি' বলতে স্বয়ং উপসম্পদা না দেয়া।

'নবুট্‌ঠাপনায় উস্‌সুক্কং করেয়্যাতি' অন্যকেও আনয়ন না করা। নিজেও উপসম্পদা দেবো না, অন্যে উপসম্পদা দানেও উৎসাহিত করব না, এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণক্ষণেই পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

৫০২. **অপরাধহীনতা :** স্মৃতি বিভ্রমহেতু, অনুসন্ধান করেও অন্য কোনো জনকে না পেলে, রোগের কারণে, বিপদের, উন্মাদগ্রস্ততায় এবং আদিকর্মিক হলে।

[অষ্টম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৯. নবম শিক্ষাপদ

৫০৩. তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে স্থুলানন্দা ভিক্ষুণী পুরুষ-সংশ্লিষ্টা, কুমার-সংশ্লিষ্টা, ক্রোধী এবং পরের দুঃখ উৎপত্তিকারিণী চণ্ডকালী শিক্ষামানাকে উপসম্পদা দিলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা এ কারণে নিন্দা আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, কেন আর্যা স্থুলানন্দা পুরুষ-সংশ্লিষ্টা, কুমার-সংশ্লিষ্টা, ক্রোধী, পরের দুঃখ সৃষ্টিকারিণী চণ্ডকালী শিক্ষামানাকে উপসম্পদা দিলেন?

ভিক্ষুণীরা এ বিষয়ে ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে ভিক্ষুগণ তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন কি ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণী স্থুলানন্দা পুরুষ-সংশ্লিষ্টা, কুমার-সংশ্লিষ্টা, ক্রোধী, পরের দুঃখ

সৃষ্টিকারিণী চণ্ডকালী শিক্ষামানাকে উপসম্পদা দিয়েছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্যি। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ এ কেমন আচরণ? ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা কেন সেই... চণ্ডকালী শিক্ষামানাকে উপসম্পদা দিল? ভিক্ষুগণ, তার এই আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক হবে না। অধিকন্তু, এতে অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে বিরূপভাবের জন্ম দেবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। এ কারণেই ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৫০৪. **“যেই ভিক্ষুণী পুরুষ-সংশ্লিষ্টা, কুমার-সংশ্লিষ্টা, ক্রোধী, অপরের শোক উৎপাদনকারিণী শিক্ষামানাকে উপসম্পদা দেবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।”**

৫০৫. ‘যা পনাতি’ বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

‘ভিক্‌খুনীতি’ বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

‘পুরিসো’ বলতে বিশ বছর বয়স্ক ব্যক্তি।

‘কুমারকো’ বলতে বিশ বছর অপ্রাপ্ত।

‘সংসট্‌ঠো’ বলতে অশোভনভাবে কায়িক-বাচনিক সংশ্লিষ্টতা।

‘চণ্ডী’ বলতে ক্রোধী বুঝায়।

‘সোকবস্‌সং’ বলতে পরকে দুঃখ দিয়ে শোক-তাপ উৎপন্ন করা।

‘সিক্‌খামানা’ বলতে ছয়ধর্মে দুই বৎসরকাল শিক্ষাপ্রাপ্ত।

‘বুট্‌ঠাপেয়্যাতি’ উপসম্পদা দেয়া। উপসম্পদা দেবো এই সিদ্ধান্তে গণ বা আচার্যাকে সন্ধানে, পাত্র বা চীবর সন্ধানে; অথবা সীমায় সমবেত হলে দুক্কট আপত্তি হয়। প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট হয়। দুইবার কর্মবাচা আবৃত্তিতে দুইটি দুক্কট হয়। কর্মবাক্যের অবসানে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৫০৬. **অপরাধহীনতা :** না জেনে উপসম্পদা দিলে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে।

[নবম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

১০. দশম শিক্ষাপদ

৫০৭. তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী, মাতাপিতা কর্তৃক, স্বামী কর্তৃক অনুমতিহীন শ্রামণেরী শিক্ষামানাকে উপসম্পদা দিচ্ছিলেন। এতে স্বামী ও মাতাপিতারা এই বলে নিন্দা, ক্ষোভ ও আন্দোলন করছিলেন :

“আর্যা স্থূলানন্দা কেমন যে, তিনি আমাদের অনুমতিহীন শ্রামণেরীকে উপসম্পদা দিচ্ছেন? ভিক্ষুণীরা স্বামী ও মাতাপিতাদের এই নিন্দা, ক্ষোভ ও আন্দোলনের কথা শুনতে পেলেন। যে-সকল ভিক্ষুণীরা অল্পেচ্ছু তারাও ইহা অবগত হয়ে নিন্দা, ক্ষোভ ও আন্দোলন করতে লাগলেন, কেন আর্যা স্থূলানন্দা স্বামী ও মাতাপিতাদের বিনানুমতিতে শিক্ষামানা শ্রামণেরীকে উপসম্পদা দিচ্ছেন?

ভিক্ষুণীরা এ বিষয়ে ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে ভিক্ষুরা তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যই কি ভিক্ষুগণ, স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী, স্বামী ও মাতাপিতাদের অনুমতি ব্যতীত শিক্ষামানাকে উপসম্পদা দিচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ, স্থূলানন্দা ভিক্ষুণীর এ কেমন আচরণ? কেন সে স্বামী ও মাতাপিতাদের অনুমতি ছাড়া শিক্ষামানাকে উপসম্পদা দিচ্ছে? ভিক্ষুগণ, তার এই আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক হবে না। অধিকন্তু, এতে অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে বিরূপভাবের জন্ম দেবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। ভিক্ষুগণ, তাই আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৫০৮. **“যেই ভিক্ষুণী মাতাপিতা বা স্বামীর অনুমতি ব্যতীত শিক্ষামনাকে উপসম্পদা দেবে, তার পাচিত্তিয় হবে।”**

৫০৯. ‘যা পনাতি’ বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

‘ভিক্‌খুনীতি’ বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

‘মাতাপিতারো’ বলতে জনক-জননী বুঝায়।

‘সামিকো’ বলতে অভিভাবক স্থানীয়কে পরিগ্রহণ করা হয়েছে।

‘অননুঞ্‌ঞাতাতি’ বলতে বিনা জিজ্ঞাসায়।

'সিক্‌খামানং' বলতে দুই বৎসরকাল ছয়ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত।

'বুট্‌ঠাপেয়্যাতি' বলতে উপসম্পদা দেয়া। উপসম্পদা দেবো এরূপ সিদ্ধান্তে গণ বা আচার্যাকে অনুসন্ধান বা পাত্র বা চীবরের অনুসন্ধান করলে বা সীমায় সমবেত হলে দুক্কট অপরাধ হয়। প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট। দুইবার কর্মবাক্য আবৃত্তি দ্বারা দুইটি দুক্কট হয়। কর্মবাক্যের অবসানে উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় অপরাধ এবং গণ বা আচার্যার দুক্কট অপরাধ হয়।

৫১০. **নির্দোষিতা :** না জেনে উপসম্পদা দিলে, সম্মতি নিয়ে উপসম্পদা দিলে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিক হলে।

[দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

১১. একাদশ শিক্ষাপদ

৫১১. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে কলন্দক নিবাপে অবস্থান করছিলেন। তখন স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী পারিবাসিক ব্রত গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে শিক্ষামানাকে উপসম্পদা দেবো, এই উদ্দেশ্যে স্থবির ভিক্ষুগণকে সমবেত করালেন। প্রচুর খাদ্য ভোজ্যের আয়োজন দেখে স্থবির ভিক্ষুগণ বললেন, আর্যা, আপনার দ্বারা পরিবাস ব্রতের ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে বিধায় আমরা এই শিক্ষামানাকে উপসম্পদা দিতে পারবো না। স্থূলানন্দা ভিক্ষুণী স্থবিরগণকে যেতে দিয়ে (প্রত্যাখ্যান করে) দেবদত্ত, কোকালিক, কটমোরক তিষ্য, খণ্ডদেবীর পুত্র, সমুদ্রদত্ত প্রমুখকে সমবেত করে শিক্ষামানাকে উপসম্পদা দিলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা... এ কারণে নিন্দা, ক্ষোভ ও আন্দোলন প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, আর্যা স্থূলানন্দা কেমন যে, তিনি পারিবাসিক ব্রত গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে শিক্ষামানাকে উপসম্পদা দিলেন?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী স্থূলানন্দা পরিবাস গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে শিক্ষামানাকে উপসম্পদা দিচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্যি। না ভিক্ষুগণ, তার এ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক হবে না। অধিকন্তু, এতে অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে বিরূপভাবের জন্ম দেবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত

হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদের উদ্দেস করব :

৫১২. **"যেই ভিক্ষুণী পারিবাসিক ছন্দ দান (ইচ্ছা প্রকাশ) করে, শিক্ষামনাকে উপসম্পদা দেবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

৫১৩. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'পারিবাসিক ছন্দ দানেনাতি' বলতে পরিবাস গ্রহণের ইচ্ছা পরিষদকে জ্ঞাত করানো।

'সিক্‌খামানা' অর্থে দুই বৎসরকাল ছয়ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত।

'বুট্‌ঠাপেয়্যাতি' বলতে উপসম্পদা দেয়া। উপসম্পদা দেবো, এই সিদ্ধান্তে গন বা আচার্যকে অন্বেষণ বা, পাত্র-চীবর অন্বেষণ করলে, অথবা সীমায় সমবেত হলে দুক্কট আপত্তি হয়। প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট হয়। দুইবার কর্মবাক্যের আবৃত্তিতে দুইবার দুক্কট হয়। কর্মবাক্যের অবসানে উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। এবং গণ বা আচার্যার দুক্কট হয়।

৫১৪. **অপরাধহীনতা :** উপসম্পদার উদ্দেশ্যে সমবেত নহে এমন পরিষদ কর্তৃক উপসম্পদা দানে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিকের।

[একাদশ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

১২. দ্বাদশ শিক্ষাপদ

৫১৫. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা আবাসিক সুযোগ-সুবিধা ছাড়া প্রতিবছর উপসম্পদা দিচ্ছিলেন। লোকেরা এজন্যে নিন্দা, ক্ষোভ ও আন্দোলন করে বলতে লাগলেন, ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা আবাসিক সুযোগ-সুবিধা ব্যতীত প্রতিবছর উপসম্পদা দিচ্ছেন? ভিক্ষুণীরা জনগণের এই নিন্দা, ক্ষোভ ও আন্দোলন অবগত হলে, অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরাও একইভাবে নিন্দা আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন।

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুগণ তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণীরা প্রতিবছর আবাসিক সুযোগ ব্যতীত উপসম্পদা

দিচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, কেন ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীরা প্রতিবছর এভাবে উপসম্পদা দিচ্ছে? হে ভিক্ষুগণ, তাদের এ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক হবে না। অধিকন্তু, এতে অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে বিরূপভাবের জন্ম দেবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৫১৬. "যেই ভিক্ষুণী আবাসিক সুযোগ-সুবিধা ব্যতীত অনুবৎসর উপসম্পদা দেবে তার পাচিত্তিয় হবে।"

৫১৭. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'অনুবস্‌সন্তি' অর্থে প্রতিবছর।

'বুট্‌ঠাপেয়্যাতি' বলতে উপসম্পদা দেয়া। 'উপসম্পদা দেবো', এই সিদ্ধান্তে গণ বা আচার্যাকে অনুসন্ধান বা পাত্র-চীবর অনুসন্ধান করলে অথবা সীমায় সমবেত হলে দুক্কট আপত্তি হয়। প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনে দুক্কট হয়। দুইবার কর্মবাক্য আবৃত্তিতে দুইটি দুক্কট। কর্মবাক্যের অবসানে উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় আপত্তি হয়; গণ এবং আচার্যার দুক্কট আপত্তি হয়।

৫১৮. **অপরাধহীনতা :** একবছর পর পর উপসম্পদা দানে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিক হলে।

[দ্বাদশ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

১৩. ত্রয়োদশ শিক্ষাপদ

৫১৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভিক্ষুণীরা একই বয়সী দুইজনকে একসাথে উপসম্পদা দিচ্ছিলেন। তাদের কোনো আবাসিক সুযোগও থাকলো না। জনগণ এজন্যে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, কেন ভিক্ষুণীরা আবাসিক সুযোগ ব্যতীত একই বয়সী দুইজনকে একসাথে উপসম্পদা দিচ্ছেন? জনগণের এই নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের কথা ভিক্ষুণীরা শুনতে পেলেন। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরাও এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে

লাগলেন,...।

ভিক্ষুণীরা এ বিষয়ে ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে ভিক্ষুগণ ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, সত্যই কি ভিক্ষুণীরা একই বয়সী দুইজনকে একসাথে উপসম্পদা দিচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্যি। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, কেন ভিক্ষুণীরা সমবয়সী দুইজনকে একসাথে উপসম্পদা দিচ্ছে? হে ভিক্ষুগণ, তাদের এ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক হবে না। অধিকন্তু, এতে অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে বিরূপভাবের জন্ম দেবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৫২০. **"যেই ভিক্ষুণী সমবয়সীকে একসাথে উপসম্পদা দেবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

৫২১. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'একং বস্‌সন্তি' বলতে একই বয়সী।

'দ্বেবুট্‌ঠাপেয্যাতি' বলতে দুইজনকে একসাথে উপসম্পদা দান। দুইজনকে একসাথে উপসম্পদা দেবো, এই সিদ্ধান্তে গণ বা আচার্যা অনুসন্ধান বা পাত্র-চীবরের অনুসন্ধান করলে, অথবা সীমায় সমবেত হলে দুক্কট আপত্তি হয়। প্রজ্ঞপ্তি স্থাপনে একটি দুক্কট, দুইবার কর্মবাক্য আবৃত্তিতে দুইটি দুক্কট হয়। কর্মবাক্যের অবসানে উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় আপত্তি, গণ এবং আচার্যার দুক্কট আপত্তি হয়।

৫২২. **অপরাধহীনতা :** এক জনের পর একজনকে উপসম্পদা দিলে, উন্মাদগ্রস্ত হলে, আদিকর্মিক হলে।

[ত্রয়োদশ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[কুমারীভূত বর্গ অষ্টম সমাপ্ত]

৯. ছত্র-পাদুকা বর্গ

১. প্রথম শিক্ষাপদ

৫২৩. তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা ছত্র ধারণ করছিলেন। জনগণ এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এরা কেমন ভিক্ষুণী, যে ছত্র-পাদুকা ধারণ করছে? যেন কামভোগী গৃহিণী। ভিক্ষুণীরা সেই জনগণের এই নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের কথা শুনতে পেলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা কেন ছত্র-পাদুকা ধারণ করছে?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ বিষয় অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। তখন ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা ছত্র-পাদুকা ধারণ করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কেমন কথা যে, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা ছত্র-পাদুকা ধারণ করবে? তাদের এ আচরণ, হে ভিক্ষুগণ, কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন, বা প্রসন্নদের শ্রদ্ধা বর্ধনে সহায়ক নহে। অধিকন্তু এতে অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের শ্রদ্ধাহানীর কারণ হবে। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করছি।"যেই ভিক্ষুণী ছাতা-পাদুকা ধারণ করবে, তার পাচিত্তিয় হবে।"

৫২৪. সে সময়ে জনৈকা ভিক্ষুণী অসুস্থ হলেন। ছত্র এবং পাদুকা ধারণ বিনা তা স্বস্তি বোধ হচ্ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় আবেদন করলে, ভগবান বললেন,... ভিক্ষুগণ, আমি এই অনুজ্ঞা করছি যে, অসুস্থা ভিক্ষুণী ছত্র এবং পাদুকা ধারণ করতে পারবে। তাই ভিক্ষুগণ আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৫২৫. "যেই ভিক্ষুণী নিরোগী হয়ে ছত্র এবং পাদুকা ধারণ করবে তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"

৫২৬. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'অগিলানা' বলতে ছাতা এবং পাদুকা ধারণ না করলে যার স্বস্তি বোধ

হয় না।

'গিলানা' বলতে ছত্র-পাদুকা ধারণ না করলে যার অস্বস্তি বোধ হয়।

'ছাতা' বলতে তিন প্রকার ছাতা; যথা : শ্বেতছত্র, গাছের বাকল বা আঁশ নির্মিত মোটা কাপড়ের ছাতা, পাতা দ্বারা তৈরি ছাতা, গোলাকৃতির যেকোনো বৃহদাকার টুপি।

'ধারেয়্যাতি' বলতে নিজে যদি ধারণ করে, তাহলে পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।

৫২৭. নিরোগী হয়ে নিরোগী ধারণায় ছাতা পাদুকা ধারণে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। নিরোগী হয়ে ভুলক্রমে ছত্র-পাদুকা ধারণে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ছাতা ধারণ করে কিন্তু তখন পাদুকা ধারণ না করলে দুক্কট অপরাধ হয়। পাদুকা ধারণ করে কিন্তু ছাতা ধারণ না করলে দুক্কট অপরাধ হয়। রোগীকে নিরোগী ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। রোগী কি না ভুলে গেলে দুক্কট আপত্তি হয়। রোগীকে রোগী ধারণায় কোনো দোষ নেই।

৫২৮. **নির্দোষিতা :** অসুস্থাবস্থায় বিহারে ও বিহার সীমানায় ছাতা পাদুকা ধারণ করলে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিক হলে।

[প্রথম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

২. দ্বিতীয় শিক্ষাপদ

৫২৯. তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিন্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন। জনগণ এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এগুলো কেমন ভিক্ষুণী যে, গাড়িতে করে যাচ্ছে? যেন কামভোগী গৃহিণী! ভিক্ষুণীরা জনগণের এই নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের কথা শুনতে পেলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, কেন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা গাড়িতে গমন করছেন?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে তারা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা গাড়িতে করে যাচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, এ কেমন কথা ভিক্ষুগণ, কেন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা গাড়িতে গমন করবে? ভিক্ষুগণ, তাদের এ

আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক হবে না। অধিকন্তু, এতে অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে বিরূপভাবের জন্ম দেবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। এ কারণেই ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যেই ভিক্ষুণী গাড়িতে গমন করবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"

ভিক্ষুণীদের জন্যে বুদ্ধের এখন থেকে এমন শিক্ষাপদই প্রজ্ঞাপিত হলো।

৫৩০. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষুণী অসুস্থা হলেন। তিনি পদগমনে সক্ষম হলেন না। ভগবানকে এ বিষয় জানানো হলে, ভগবান বললেন :

"ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি রোগী ভিক্ষুণীর জন্যে গাড়িতে গমন বিধেয়। তাই ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৫৩১. **"যেই ভিক্ষুণী অসুস্থা নহে, তার গাড়িতে গমন পাচিত্তিয় হবে।"**

৫৩২. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'অগিলানা' অর্থে পায়ে গমনে সক্ষম।

'গিলানা' অর্থে পায়ে গমনে অক্ষম।

'যানং' বলতে বাহন; যথা : রথ, শকট, সন্দমানিকা (দুইয়ের অধিক ঘোড়াযুক্ত বৃহদাকার রথ), পাল্কি, পাটকী (রিক্সা জাতীয় গাড়ি)।

'যায়েয়্যাতি' বলতে নিজেই ইচ্ছাকৃতভাবে গেলে পাচিত্তিয় অপরাধ।

৫৩৩. নিরোগী যদি নিরোগী ধারণায় গাড়িতে গমন করে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। নিরোগী হয়েও ভুলক্রমে গাড়িতে গমনে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। নিরোগী হয়েও রোগী ধারণায় দুক্কট অপরাধ হয়। রোগী হয়েও ভুলক্রমে হলে দুক্কট অপরাধ হয়। নিরোগী হয়ে রোগী বলে ধারণায় নির্দোষ হয়।

৫৩৪. **অপরাধহীনতা :** অসুস্থাতায়, বিপদে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিক হলে।

[দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৩. তৃতীয় শিক্ষাপদ

৫৩৫. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈকা ভিক্ষুণী জনৈকা মহিলার কুলুপিকা ছিলেন। একদিন সেই মহিলা ভিক্ষুণীকে বললেন, হে আর্যা, এই কোমরবন্ধ অমুক নামক মহিলাকে দেবেন। সেই ভিক্ষুণী ভাবলেন, যদি ইহা আমি পাত্রের ভেতর নিয়ে গমন করি, অসুবিধা হতে পারে। এই ভেবে তা কোমরে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে সুতো ছিঁড়ে তা ছড়িয়ে পড়লে, মানুষেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, এগুলো কোন ধরনের ভিক্ষুণী যে, কোমরবন্ধনী ধারণ করছে? যেন কামভোগী গৃহিণী।

জনসাধারণের এই নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের কথা ভিক্ষুণীরা শুনতে পেলেন। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরাও এই বলে নিন্দা আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন যে, কেন ভিক্ষুণীরা কোমরবন্ধ ধারণ করবে?...। তারা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যই কি ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীরা কোমরবন্ধ ধারণ করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, তারা কেমন ভিক্ষুণী যে, কটিসুতা ধারণ করবে?

ভিক্ষুণীগণ তাদের এ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক হবে না। অধিকন্তু, এতে অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে বিরূপভাবের জন্ম দেবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৫৩৬. **“ যেই ভিক্ষুণী কটিবন্ধ ধারণ করবে তার পাচিত্তিয় হবে।”**

৫৩৭. ‘যা পনাতি’ বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

‘ভিক্খুনীতি’ বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত। ‘সংঘাণি’ বলতে যেকোনো প্রকার কটিবস্ত্র। ‘ধারেয়্যাতি’ বলতে নিজে নিজেই ধারণ করাতে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৫৩৮. **অপরাধহীনতা :** রোগের কারণে কটিসুতো ধারণ করলে, উন্মাদ হলে, এবং আদিকর্মিকের।

[তৃতীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৪. চতুর্থ শিক্ষাপদ

৫৩৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা স্ত্রীর অলংকার পরিধান করতে লাগলেন। জনসাধারণ নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এগুলো কেমন ভিক্ষুণী যে, স্ত্রীর অলংকার পরিধান করছে? যেন কামভোগী গৃহিণী! ভিক্ষুণীরা জনগণের এই নিন্দা, আন্দোলন ক্ষোভের বিষয় শুনতে পেলেন। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরাও এই বলে নিন্দা, আন্দোলন ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা কেমন যে, তারা স্ত্রীর অলংকার পরিধান করছে?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা স্ত্রীর অলংকার ধারণ করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্যি। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা কেমন যে, তারা স্ত্রীর অলংকার ধারণ করছে? ভিক্ষুগণ, ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের শ্রদ্ধা বর্ধনের কারণ নহে।... তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৫৪০. **"যেই ভিক্ষুণী স্ত্রী অলংকার ধারণ করবে তার পাচিত্তিয় হবে।"**

৫৪১. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'ইত্থালঙ্কারো' বলতে মস্তকে, গলায়, হাতে, কোমরের অলংকার।

'ধারেয়্যাতি' বলতে নিজে ধারণ করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৫৪২. **অপরাধহীনতা :** রোগের কারণ, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে।

[চতুর্থ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৫. পঞ্চম শিক্ষাপদ

৫৪৩. তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সুগন্ধিচূর্ণ দ্বারা স্নান করছিলেন। লোকেরা এতে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এগুলো কেমন ভিক্ষুণী যে, সুগন্ধিচূর্ণ দ্বারা স্নান করছে?

যেন কামভোগী গৃহিণী! ভিক্ষুণীরা লোকের এই নিন্দা আন্দালন ও ক্ষোভের কথা শুনতে গেলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও বলতে লাগলেন, কেন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সুগন্ধিচূর্ণ দ্বারা স্নান করবে?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সুগন্ধিচূর্ণ দ্বারা স্নান করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্যি। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের এ কেমন আচরণ? কেন তারা সুগন্ধিচূর্ণ দ্বারা স্নান করছে? ভিক্ষুগণ, তাদের এ আচরণে কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে হবে না এবং প্রসন্নদের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি ঘটবে না...। তাই ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৫৪৪. **"যেই ভিক্ষুণী সুগন্ধিচূর্ণ দ্বারা স্নান করবে তার পাচিত্তিয় হবে।"**

৫৪৫. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'গন্ধো' বলতে যেকোনো সুগন্ধ দ্রব্য।

'বণ্ণকেন' বলতে যেকোনো চূর্ণ বা সাবান-পাউডার।

'নহায়েয়্যাতি' স্নানের প্রয়োগে দুক্কট অপরাধ, স্নান সমাপ্তিতে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৫৪৬. **অপরাধহীনতা :** রোগের কারণে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিকের।

[পঞ্চম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৬. ষষ্ঠ শিক্ষাপদ

৫৪৭. তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সুরভিত তিল পিষে তৎদ্বারা স্নান করছিলেন। লোকেরা এই বলে নিন্দা, আন্দোলন, ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, এগুলো কেমন ভিক্ষুণী যে, সুরভিত তিল পিষ্টক দ্বারা স্নান করছে? যেন কামভোগী গৃহিণী। লোকদের এই নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের বিষয় ভিক্ষুণীরা শুনলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও নিন্দা আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন,

ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের ইহা কেমন আচরণ? কেন তারা সুগন্ধ তিল পিষ্টক দ্বারা স্নান করছে?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সুরভিত তিল পিষ্টক দ্বারা স্নান করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং বললেন, ভিক্ষুগণ, কেন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সুরভিত তিল পিষ্টক স্নান করবে? তাদের এই আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা আনয়ন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। অধিকন্তু কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথা ভাব সৃষ্টির কারণ হবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৫৪৮. **“যেই ভিক্ষুণী সুরভিত তিল পিষ্টক দ্বারা স্নান করবে, তার পাচিত্তিয় হবে।”**

৫৪৯. ‘যা পনাতি’ বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

‘ভিক্খুনীতি’ বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

‘বাসিতকং’ বলতে সমুদয় সুরভিত দ্রব্য।

‘পিঞ্ঞাতকং’ বলতে তিল পিষ্টক বুঝায়।

‘নহায়তি’ বলতে স্নান করার সময়ে দুক্কট হয়। স্নানের অবসানে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৫৫০. **অপরাধহীনতা :** রোগের কারণে নির্দোষ তিল পিষ্টক দ্বারা স্নান করলে, উন্মাদ হলে, আদিকর্মিক হলে।

[ষষ্ঠ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৭. সপ্তম শিক্ষাপদ

৫৫১. তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীকে লেপন, মর্দন করছিলেন। মানুষেরা বিহার ভ্রমণে ঘুরাফেরার সময়ে এ সকল দেখে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এগুলো কেমন ভিক্ষুণী যে একে অন্যেকে লেপন, মর্দন করছে? যেন কামভোগী গৃহিণী।

ভিক্ষুণীরা লোকদের এ সকল নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের কথা

শুনতে পেলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও এজন্যে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এ ভিক্ষুণীরা কেমন যে, একে অন্যকে লেপন, মর্দন করছে? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ভিক্ষুগণ ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীকে লেপন, মর্দন করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। বললেন, ভিক্ষুগণ, তারা কেমন ভিক্ষুণী যে, ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীকে লেপন, মর্দন করছে? হে ভিক্ষুগণ, তাদের এ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক হবে না। অধিকন্তু, এতে অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে বিরূপভাবের জন্ম দেবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৫৫২. **"যেই ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীকে লেপন, মর্দন করবে তার পাচিত্তিয় হবে।"**

৫৫৩. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'ভিক্‌খুনীয়াতি' বলতে অন্য ভিক্ষুণীর। লেপন করলে বা করালে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। মর্দন করলে বা করালে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৫৫৪. **নির্দোষিতা :** অসুস্থ হলে, বিপদে পড়লে, উন্মাদ হলে, আদিকর্মিক হলে।

[সপ্তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

৮-৯-১০. অষ্টম, নবম ও দশম শিক্ষাপদ

৫৫৫. তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ভিক্ষুণীরা শিক্ষামানাদের দ্বারা স্বগাত্রে (১) লেপন, পরিমর্দন করছিল...। (২) শ্রামণেরী দ্বারা লেপন, পরিমর্দন করছিলেন।...। (৩) গৃহিণীর দ্বারা লেপন, পরিমর্দন করছিলেন।...।

লোকেরা বিহার দর্শনে ঘুরাফেরা করার সময়ে এ সকল দেখে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন যে, এগুলো কেমন ভিক্ষুণী যে, শিক্ষামানা, শ্রামণেরী, গৃহিণী দ্বারা লেপন, পরিমর্দন

করাচ্ছেন? যেন কামভোগী গৃহিণী!

ভিক্ষুণীরা জনগণের এ সকল নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন যে, এগুলো কেমন ভিক্ষুণী যে, শিক্ষামান, শ্রামণেরী, গৃহিণী দ্বারা স্বগাত্র লেপন, পরিমর্দন করাচ্ছে? ভিক্ষুণীরা এ বিষয় ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে ভিক্ষুগণ তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলে, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে ভিক্ষুণীরা শিক্ষামানা দ্বারা... শ্রামণেরী দ্বারা... গৃহিণী দ্বারা স্বগাত্রে লেপন, পরিমর্দন করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্যি। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ, তাদের এ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বর্ধনে সহায়ক হবে না। অধিকন্তু, এতে অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে বিরূপভাবের জন্ম দেবে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৫৫৬. **"যেই ভিক্ষুণী শিক্ষামানা দ্বারা..., শ্রামণেরী দ্বারা..., গৃহিণী দ্বারা স্বগাত্রে লেপন, পরিমর্দন করাবে তার পাচিত্তিয় হবে।"**

৫৫৭. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'সিক্খামানা' বলতে দুই বৎসরকাল ছয়ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত।

'সামণেরী' বলতে দশ শিক্ষাপদ গ্রহণকারিণী।

'গিহিণী' বলতে গৃহে বসবাসকারিণী। লেপন করলে বা করালে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। পরিমর্দন করলে বা করালে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৫৫৮. **অপরাধহীনতা :** রোগের কারণে, বিপদে পড়ে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিক হলে।

[অষ্টম, নবম ও দশম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

১১. একাদশ শিক্ষাপদ

৫৫৯. তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ভিক্ষুণীরা অনুমতি না নিয়েই ভিক্ষুদের সম্মুখের আসনে বসতেন। ভিক্ষুরা এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এগুলো কেমন ভিক্ষুণী? কী করে তারা বিনা জিজ্ঞাসায় আসনে উপবেশন করছেন? ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলে, ভগবান বললেন, সত্যই কি ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীরা বিনা জিজ্ঞাসায় ভিক্ষুদের সম্মুখে আসনে উপবেশন করে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, তারা কেমন ভিক্ষুণী যে, জিজ্ঞাসা না করেই ভিক্ষুদের সামনে আসনে বসে? না ভিক্ষুগণ, তাদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের শ্রদ্ধা বৃদ্ধির সহায়ক নহে...। এ হেতু ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করব :

৫৬০. **"যেই ভিক্ষুণী ভিক্ষুর সম্মুখে বিনা জিজ্ঞাসায় আসনে উপবেশন করবে, তার পাচিত্তিয় অপরাধ হবে।"**

৫৬১. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'ভিক্খুস্স পুরাতোতি' বলতে উপসম্পন্নের সম্মুখে।

'অনাপুচ্ছাতি' বলতে দাঁড়ায়ে অপেক্ষা না করে।

'আসনে নিসীদেয়্যাতি' বলতে কমপক্ষে ভূমির উপর বসলেও পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

৫৬২. অজিজ্ঞাসিতকে জিজ্ঞাসিত ধারণায় আসনে বসলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। অজিজ্ঞাসিত কিন্তু ভুলে আসনে উপবেশনেও পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। অজিজ্ঞাসিত হয়েও জিজ্ঞাসিত ধারণায় আসনে বসলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। জিজ্ঞাসিত কিন্তু অজিজ্ঞাসিত ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। জিজ্ঞাসিত কিন্তু তা ভুলে গিয়ে উপবেশনে দুক্কট আপত্তি হয়। জিজ্ঞাসিত হয়ে জিজ্ঞাসিত হয়েছে ধারণায় কোনো দোষ নেই।

৫৬৩. **অপরাধহীনতা :** অজিজ্ঞাসিত হয়ে আসনে বসলে, রোগের কারণে, বিপদে পড়ে, উন্মাদ অবস্থায়, এবং আদিকর্মিক হলে।

[একাদশ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

১২. দ্বাদশ শিক্ষাপদ

৫৬৪. তখন বুদ্ধ ভগবান জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ভিক্ষুণীরা অবকাশ না নিয়ে ভিক্ষুগণকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। ভিক্ষুগণ এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এগুলো কেমন ভিক্ষুণী যে, অবকাশ না নিয়েই ভিক্ষুগণকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন? ভিক্ষুগণ, ভগবানকে এ বিষয় নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন, সত্যই কি ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীরা অবকাশ না নিয়েই ভিক্ষুদেরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের এমন আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের শ্রদ্ধা বর্ধনে সহায়ক নহে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৫৬৫. **"যেই ভিক্ষুণী অবকাশ না নিয়ে ভিক্ষুকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে, তার পাচিত্তিয় হবে।"**

৫৬৬. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'অনোকাসকতান্তি' বলতে জিজ্ঞাসা না করে।

'ভিক্‌খুন্তি' বলতে উপসম্পন্ন বুঝায়।

'পঞ্‌হং পুচ্ছেয়্যাতি' বলতে সূত্রান্তে অবকাশ প্রার্থনা করে বিনয় বা অভিধর্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। বিনয়ের জন্যে অবকাশ করায়ে সুত্তান্ত বা অভিধর্মে প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। অভিধর্মের জন্য অবকাশ করায়ে সুত্তান্তের উপর বা বিনয়ের উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

৫৬৭. বিনা জিজ্ঞাসিতকে বিনা জিজ্ঞাসিত ধারণায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসাতে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। বিনা জিজ্ঞাসায় এটা ভুলে গিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। বিনা জিজ্ঞাসিত অথচ জিজ্ঞাসিত ধারণায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। জিজ্ঞাসিত অথচ অজিজ্ঞাসিত ধারণায় দুক্কট আপত্তি হয়। জিজ্ঞাসিতকে জিজ্ঞাসিত ধারণায় কোনো দোষ নেই।

৫৬৮. **অপরাধহীনতা :** অবকাশ করায়ে জিজ্ঞাসা করলে, উদ্দেশ্যহীনভাবে অবকাশ করায়ে যত্রতত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসাতে, উন্মাদ

অবস্থায় এবং আদিকর্মিক হলে।

[দ্বাদশ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

১৩. ত্রয়োদশ শিক্ষাপদ

৫৬৯. তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে জনৈকা ভিক্ষুণী বক্ষবন্ধনী বিহীনা অবস্থায় পিণ্ডচারণে গ্রামে প্রবেশ করলেন। ফলে পথে বায়ুতাড়িত হয়ে সঙ্ঘাটি উৎক্ষিপ্ত হতে থাকলো। লোকেরা উৎকুটিক হয়ে বসে বলতে লাগলো, আর্যার দেহ-পেট ভারি সুন্দর। সেই ভিক্ষুণী লোকদের দ্বারা অপদস্থ হয়েও নীরব থাকলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুণী আবাসে ফিরে গিয়ে ভিক্ষুণীদের এ বিষয় ব্যক্ত করলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারা ইহা শুনে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এই ভিক্ষুণী কেন বক্ষ-বন্ধন ব্যতীত গ্রামে প্রবেশ করল?

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, সত্যই কি ভিক্ষুণী বক্ষ-বন্ধন ব্যতীত গ্রামে প্রবেশ করে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ভিক্ষুগণ, ইহা কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের শ্রদ্ধা বর্ধনে সহায়ক নহে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। এ কারণেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৫৭০. **“যেই ভিক্ষুণী বক্ষ-বন্ধনী ব্যতীত গ্রামে প্রবেশ করবে, তার পাচিত্তিয় হবে।”**

৫৭১. ‘যা পনাতি’ বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

‘ভিক্খুনীতি’ বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

‘অসংকিচ্ছকাতি’ বলতে বক্ষবন্ধনী ব্যতীত।

‘সংকিচ্ছকং’ বলতে স্কন্ধের নিম্ন হতে নাভির উপরিভাগ পর্যন্ত আচ্ছাদনী বুঝায়।

‘গামং পরিস্যোতি’ বলতে চতুর্দিকের গ্রামসীমায় পরিখা বা চিহ্ন অতিক্রম পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। সীমাচিহ্নবিহীন গ্রামের উপাচারে উপস্থিত হওয়াতে পাচিত্তিয় আপত্তি হয়।

৫৭২. **অপরাধহীনতা :** চীবর ছিন্নভিন্ন হলে, নষ্টচীবর হলে, রোগ

হলে, বিস্মৃতিবশত, অজ্ঞতাবশত, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিক হলে।

[ত্রয়োদশ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[ছত্র-পাদুকাবর্গ নবম সমাপ্ত]

আর্যাগণ, একশত ছেষট্টিসংখ্যক পাচিত্তিয় ধর্মের উদ্দেস করা হলো। তত্র আর্যাগণকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তাতে পরিশুদ্ধ আছেন তো? দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, তাতে পরিশুদ্ধ আছেন তো? তৃতীয়বারও জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, তাতে পরিশুদ্ধ আছেন তো? আর্যাগণ পরিশুদ্ধ আছেন বিধায় মৌন আছেন; আমি এরূপই ধারণা করছি। [অবশিষ্ট ৬৮টি শিক্ষাপদ বিনয়পিটকের অন্যত্র বিদ্যমান]

[পাচিত্তিয় খণ্ড সমাপ্ত]

৫. প্রতিদেশনীয় খণ্ড

১. প্রথম প্রতিদেশনীয় শিক্ষাপদ

আর্যাগণ, এখন অষ্ট পটিদেসনীয় ধর্মের উদ্দেস উপস্থিত হচ্ছে:

৫৭৩. তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা ঘৃত চেয়ে নিয়ে ভোজন করতেন। লোকেরা এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এগুলো কেমন ভিক্ষুণী যে, ঘৃত চেয়ে নিয়ে ভোজন করছেন? কোনোটা পরিপূর্ণ মনঃপূত নহে, কোনোটা উত্তম রুচিকর নহে—এমন ভাব প্রব্রজিতদের যোগ্য কি?

ভিক্ষুণীরা লোকদের এ সকল নিন্দাবাক্য শুনে অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরাও নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা কেমন যে, তারা চেয়ে নিয়ে ঘৃত ভোজন করছে? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ নিয়ে অভিযোগ করলে ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সত্যই কি চেয়ে নিয়ে ঘৃত ভোজন করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্যি। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ, ষড়বর্গীয়ারা কেমন ভিক্ষুণী যে, চেয়ে নিয়ে ঘৃত ভোজন করবে? তাদের এ আচরণ হে ভিক্ষুগণ, কিছুতেই

অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের শ্রদ্ধা বর্ধনে সহায়ক নহে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করব :

"যেই ভিক্ষুণী ঘৃত চেয়ে নিয়ে ভোজন করবে, তাকে প্রতিদেশনা করতে হবে। তিনজন ভিক্ষুণীর নিকট তাকে বলতে হবে, আর্যা, আমার গর্হিতকর কার্য হয়েছে যা অনুচিত এবং প্রতিদেশনাযোগ্য তা আমি প্রতিদেশনা (প্রকাশ) করছি।"

ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুণীদের জন্যে এভাবেই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হলো।

৫৭৪. সে সময়ে ভিক্ষুণীরা অসুস্থ হলেন। রোগে আক্রান্ত ভিক্ষুণী, অসুস্থা ভিক্ষুণীকে বললেন, আর্যা কেমন সুস্থ আছেন তো? দিন কেমন যাচ্ছে? আর্যা পূর্বে আমরা ঘৃত চেয়ে ভোজন করেছি। তা আমাদের পক্ষে সুবিধে ছিল। এখন ভগবান বারণ করেছেন। তাই সন্দেহবশে চাইতে পারছি না। ফলে আমাদের স্বস্তি হচ্ছে না। ভগবানকে এ বিষয় নিবেদন করলে ভগবান বললেন, "ভিক্ষুগণ, আমি জানাচ্ছি যে, অসুস্থা ভিক্ষুণী ঘৃত চেয়ে নিয়ে ভোজন করুক। ভিক্ষুগণ, এ কারণেই আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করছি :

৫৭৫. **"যেই ভিক্ষুণী অসুস্থা না হয়ে চেয়ে নিয়ে ঘৃত ভোজন করবে। সে প্রতিদেশনা করবে। তিনজন ভিক্ষুণীর নিকটে গিয়ে বলবে, আর্যা, আমি অসপ্রায়, প্রতিদেশনাযোগ্য, ধর্মে প্রদুষ্ট হয়েছি। তা প্রতিদেশনা করছি।"**

৫৭৬. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'গিলানা' বলতে যার ঘৃত বিনা স্বস্তিবোধ হয় না। ঘৃত বলতে গব্যঘৃত, ছাগঘৃত, মহিষঘৃত অথবা যাদের মাংস খাদ্য উপযোগী তাদের থেকে প্রাপ্ত ঘৃত। অসুস্থা না হয়ে নিজের রুচিকরবশে যাচঞা করলে প্রয়োগে দুক্কট হয়। 'লাভ করলে ভোজন করব' এই চিত্তে গ্রহণ করলে দুক্কট আপত্তি হয়। প্রতি গ্রাসে গ্রাসে প্রতিদেশনীয় আপত্তি হয়।

৫৭৭. সুস্থা হয়ে সুস্থা ধারণায় ঘৃত চেয়ে নিয়ে ভোজন করলে প্রতিদেশনীয় আপত্তি হয়। সুস্থা এ কথা ভুলে গিয়ে চেয়ে নিয়ে ভোজন করলে প্রতিদেশনীয় আপত্তি হয়। সুস্থা যদি অসুস্থা ধারণায় ঘৃত চেয়ে

নিয়ে ভোজন করলে প্রতিদেশনীয় আপত্তি হয়। অসুস্থা যদি নিজেকে সুস্থা ধারণা করে যাচঞা করলে দুক্কট আপত্তি হয়। আমি অসুস্থা, এ কথা ভুলে গিয়ে যাচঞা করলে দুক্কট আপত্তি হয়। অসুস্থা নিজকে অসুস্থা ধারণায় যাচঞা করলে কোনো দোষ নেই।

৫৭৮. **নির্দোষিতা :** রোগী সেবায় দুর্বল হয়ে নিরোগী যদি যাচঞা করে ভোজন করে, রোগীর অব্যবহার্য ভোজন করলে, জ্ঞাতিগণ হতে চেয়ে নিয়ে ভোজন করলে, ভোজনে প্রবারিত হয়ে বৈকালিক ভৈষজ্যরূপে ভোজন করলে, অন্যের জন্যে যাচঞা করলে, নিজের প্রাপ্ত দান সেবক হতে যাচঞা করে ভোজন করলে, উন্মাদ অবস্থায় যাচঞা করে ভোজন করলে, এবং আদিকর্মিক হলে।

[প্রথম প্রতিদেশনীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

২. দ্বিতীয়াদি প্রতিদেশনীয় শিক্ষাপদ

৫৭৯. তখন বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা তৈল যাচঞা করে ভোজন করছিলেন, মধু যাচঞা করে ভোজন করছিলেন, গুড় যাচঞা করে ভোজন করছিলেন, মৎস্য যাচঞা করে ভোজন করছিলেন, দুগ্ধ যাচঞা করে ভোজন করছিলেন, দধি যাচঞা করে ভোজন করছিলেন। জনগণ এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এগুলো কেমন ভিক্ষুণী যে, তৈল... দধি যাচঞা করে ভোজন করছে? এদের কিছু প্রিয় হয়, কিছু অপ্রিয় হয়, কিছু উত্তম, কিছু অরুচিকর হয়।

জনগণের এই নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভের কথা ভিক্ষুণীরা শুনতে পেলেন। যে-সকল ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারাও নিন্দা, আন্দোলন, ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, কেন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা তৈল... দধি যাচঞা করে ভোজন করছেন? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা তৈল, মধু, গুড়, মাছ, মাংস, দুধ, দই যাচঞা করে ভোজন করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্যি। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা কেমন যে, তারা তৈল, মধু, গুড়, মাছ, মাংস, দুধ, দই যাচঞা করে ভোজন করছে? না ভিক্ষুগণ, তাদের এ আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের শ্রদ্ধা বর্ধনে সহায়ক নহে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের

জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"যেই ভিক্ষুণী তৈল, মধু, গুড়, মাছ, মাংস, দুধ, দধি যাচঞা করে ভোজন করবে, তাকে প্রতিদেশনা করা কর্তব্য। তাকে তিনজন ভিক্ষুণীর নিকটে গিয়ে বলতে হবে, আর্যে, আমি গর্হিতধর্মে পতিত হয়েছি, যা অসপ্রায় এবং প্রতিদেশনাযোগ্য। তা প্রতিদেশন করছি।"

ভগবান ভিক্ষুণীদের জন্যে এভাবেই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করছেন।

৫৮০. সে সময়ে ভিক্ষুণীদের রোগ হচ্ছিল। রোগে পচন ধরা ভিক্ষুণীরা অসুস্থা ভিক্ষুণীদের বললেন, আর্যা, কেমন আছেন? দিন কেমন কাটছে? আর্যা, পূর্বে, আমরা দধি যাচঞা করে ভোজন করতাম। তাতে আমাদের স্বস্তি লাভ হতো। এখন ভগবান বারণ করেছেন। সন্দেহের কারণে যাচঞা করিনি। তাই স্বস্তি পাচ্ছি না। ভগবানকে এ বিষয় জানানো হলো। ভগবান বললেন :

"ভিক্ষুগণ, আমি জানাচ্ছি যে, রোগের জন্যে ভিক্ষুণীরা দধি যাচঞা করে ভোজন করুক। ভিক্ষুগণ, এ কারণে ভিক্ষুণীদের জন্যে আমি শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

৫৮১. **"যেই ভিক্ষুণী রোগের জন্যে ব্যতীত দধি যাচঞা করে খাবে তার প্রতিদেশনা কর্তব্য। তিনজন ভিক্ষুণীকে গিয়ে বলতে হবে, আর্যাগণ, আমি গর্হিতধর্ম আচরণ করেছি, যা অসপ্রায় প্রতিদেশনার যোগ্য তা প্রতিদেশনা করছি।"**

৫৮২. 'যা পনাতি' বলতে যাহা... ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

'ভিক্খুনীতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী... জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীই অভিপ্রেত।

'অগিলানা' বলতে যার বিনা দধিতে স্বস্তি লাভ হয়।

'গিলানা' বলতে দধি ছাড়া যার স্বস্তি লাভ হয় না।

'তেলং' বলতে তিলের তেল, সরিষার তেল, মধুক তেল, এরণ্ড তেল এবং বসা (চর্বি) তেল। 'মধু' বলতে মক্ষিকার মধু। 'ফানিতং' বলতে ইক্ষু হতে বের করা। 'মচ্ছো' বলতে জলের মৎস্য। 'মংসং' বলতে যেসকলের মাংস ব্যবহারযোগ্য তাদের মাংস। 'খীরং' বলতে গাভীর দুধ, বা ছাগলের দুধ বা মহিষের দুধ ইত্যাদি যেসকলের মাংস ব্যবহারযোগ্য সেসকলের দুধ। 'দধি' বলতে পূর্বোক্ত সকলের দধি।

নিরোগী হয়ে নিজের জন্যে নিজে যাচঞা করলে, নির্দেশ ক্ষণে 'দুক্কট

লাভ করে ভোজন করব’ এই ইচ্ছায় গ্রহণ ক্ষণে দুক্কট আপত্তি। প্রতি গ্রাসে গ্রাসে প্রতিদেশনীয় আপত্তি হয়।

৫৮৩. নিরোগী যদি নিরোগী ধারণায় দধি যাচঞ্ঞা করে ভোজন করে তাতে প্রতিদেশনীয় আপত্তি হয়। নিরোগী যদি ভুল করে দধি যাচঞ্ঞা করে ভোজন করে, প্রতিদেশনীয় আপত্তি হয়। নিরোগী যদি রোগী ধারণায় দধি যাচঞ্ঞা করে ভোজন করে, প্রতিদেশনীয় আপত্তি হয়। রোগী যদি নিরোগী ধারণায় করে দুক্কট আপত্তি হয়। রোগী যদি ভুলে গিয়ে যাচঞ্ঞা করে দুক্কট হয়। রোগী রোগীর ধারণায় কোনো দোষ নেই।

৫৮৪. **নির্দোষিতা :** রোগী রুগ্ন হয়ে যাচঞ্ঞা করার পর নিরোগী অবস্থায় ভোজন করলে, রোগীর ভুক্তাবশেষ ভোজন করলে, জ্ঞাতি হতে যাচঞ্ঞা করলে, অন্যের জন্যে যাচঞ্ঞা করলে, নিজের ধন দ্বারা লাভ করলে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিক হলে।

[অষ্টম প্রতিদেশনীয় শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

আর্যাগণ অষ্ট প্রতিদেশনীয় ধর্ম উদ্দেস করা হলো। তাই আর্যাগণকে জিজ্ঞাসা করছি কেমন, পরিশুদ্ধ আছেন তো? দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও জিজ্ঞাসা করছি পরিশুদ্ধ আছেন তো? পরিশুদ্ধহেতু আর্যাগণ নীরব আছেন। আমি এরূপ ধারণা করছি।

[বি. দ্র. অবশিষ্ট ৪টি প্রতিদেসনীয় বিনয়পিটকের অন্যত্র বিদ্যমান]

[প্রতিদেশনীয় খণ্ড সমাপ্ত]

৬. সেখিয়া খণ্ড

১. পরিমণ্ডল বর্গ

আর্যাগণ, এখানে সেখিয়া ধর্মের উদ্দেস আগত হচ্ছে।

৫৮৫. বুদ্ধ ভগবান তখন শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সামনে পেছনে ঝুলায়ে চীবর পরিধান করতেন। লোকেরা নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এ কেমন ভিক্ষুণী যে, সামনে পেছনে ঝুলায়ে কাপড় পরিধান করছে? যেন কামভোগী গৃহিণী!

ভিক্ষুণীরা জনগণের এই নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন। যে-সকল

ভিক্ষুণী অল্পেচ্ছু তারও নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন কেন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সামনে পেছনে ঝুলায়ে চীবর পরিধান করে? ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সামনে পেছনে ঝুলায়ে চীবর পরিধান করে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্যি। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা কি করে এভাবে সামনে পেছনে ঝুলায়ে চীবর পরিধান করবে? তাদের এমন আচরণ, হে ভিক্ষুগণ, কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের শ্রদ্ধা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

“পরিমণ্ডলাকারে চীবর পরিধান করব, এই শিক্ষা করণীয়।”

পরিমণ্ডালাকারে চীবর পরিধান বলতে, নাভিমণ্ডল, জানুমণ্ডল, আচ্ছাদন করে। যেজন এই শিক্ষাপদ অনাদর করে সামনে পেছনে ঝুলায়ে চীবর পরিধান করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

অপরাধহীনতা : অজ্ঞতাবশত বিস্মৃতিবশত, না জেনে, অসুস্থতাবশত, বিপদের কারণে, উন্মাদ অবস্থায় এবং আদিকর্মিক হলে।

৭. পাদুকা-বর্গ

৫৮৬. বুদ্ধ ভগবান তখন শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা জলে মলত্যাগ করছিলেন, প্রস্রাব করছিলেন, থুথু ফেলছিলেন। লোকেরা এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, এগুলো কেমন ভিক্ষুণী যে, জলে পায়খানা-প্রস্রাব করছে, থুথু ফেলছে? যেন কামভোগী গৃহিণী!

ভিক্ষুণীরা জনগণের এই নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ বিষয় শুনতে পেলেন। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণীরাও এ কারণে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা কেমন যে, জলে মল-মূত্র ত্যাগ করছেন, থুথু নিক্ষেপ করছেন?

ভিক্ষুণীরা এ বিষয়ে ভিক্ষুগণকে অভিযোগ করলে, ভিক্ষুরা ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যই কি

ভিক্ষুগণ, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা জলে মল-মূত্র ও থুথু ত্যাগ করছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্যি। ভগবান খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, ভিক্ষুগণ, ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীদের ইহা কেমন আচরণ? কী করে তারা জলে মল-মূত্র, থুথু ত্যাগ করছে? তাদের এমন আচরণ, হে ভিক্ষুগণ, কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের শ্রদ্ধা বর্ধনে সহায়ক নহে। ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে ভর্ৎসনা করে চপলতা,... বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"জলে মল, মূত্র বা থুথু ফেলবো না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।"

ভগবান দ্বারা এখানে এভাবেই ভিক্ষুণীদের জন্যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয়েছে।

সে সময়ে অসুস্থা ভিক্ষুণীরা জলে মল-মূত্র ও থুথু ত্যাগে সংকোচ বোধ করছিলেন। ভগবানকে তা জানানো হলো। ভগবান বললেন :

ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, অসুস্থা ভিক্ষুণীরা জলে মল, মূত্র বা থুথু ত্যাগ করুক। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুণীদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেস করছি :

"সুস্থাবস্থায় জলে, মল, মূত্র বা থুথু ত্যাগ করব না। এরূপ শিক্ষা করা একান্ত কর্তব্য।" (২)

সুস্থাবস্থায় জলে মল, মূত্র বা থুথু ত্যাগ করা উচিত নহে। যে এই শিক্ষাপদকে অনাদরহেতু জলে মল বা মূত্র বা থুথু ত্যাগ করবে, তার দুক্কট অপরাধ হবে।

অপরাধহীনতা : অজ্ঞতাবশত, বিস্মৃতিবশত না জেনে, অসুস্থতাহেতু, স্থলে করতে গিয়ে জলে গড়িয়ে পড়লে, বিপদে পড়ে, উন্মাদ হলে, ক্ষিপ্তচিত্তবশত, বেদনাবশত এবং আদিকর্মিক হলে।

[১৫তম শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

[পাদুকা-বর্গ সপ্তম সমাপ্ত]

আর্যাগণ সেখিয় ধর্ম উদ্দেস করা হলো। তাই আর্যাগণকে জিজ্ঞাসা করছি, পরিশুদ্ধা আছেন তো? দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করছি পরিশুদ্ধা আছেন তো? তৃতীয়বারও জিজ্ঞাসা করছি, পরিশুদ্ধা আছেন তো? পরিশুদ্ধাহেতু আর্যাগণ মৌন আছেন; আমি এরূপই ধারণা করছি।

[বি.দ্র. অবশিষ্ট ৭৩টি সেখিয়া বিনয়পিটকের অন্যত্র বিদ্যমান]

[সেখিয়া খণ্ড সমাপ্ত]

৭. অধিকরণ-সমথ

আর্যাগণ এখন সপ্ত অধিকরণ-শমথ ধর্মের উদ্দেস আগত হচ্ছে।

৫৮৭. উৎপন্ন, অনুৎপন্ন অভিযোগকে সমাধার জন্যে, বিরোধ উপশমের জন্যে-সম্মুখবিনয় দেয়া কর্তব্য, স্মৃতিবিনয় দেয়া কর্তব্য, অমূঢ়বিনয় দেয়া কর্তব্য, প্রতিজ্ঞা করানো কর্তব্য, যেভূয়্যসিকা বা সংখ্যাধিক্যের ভোট দ্বারা সমাধান কর্তব্য, তস্‌স পাপীয়সিক বা এই এই অপরাধে দোষী সাব্যস্তকরণের মাধ্যমে সমাধান কর্তব্য, তৃণাচ্ছাদন বা সমঝোতার মাধ্যম সমাধান কর্তব্য।

আর্যাগণ, অভিযোগ সমাধানের ৭টি উপায় উদ্দেস করা হলো। তাই আর্যাগণকে জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা পরিশুদ্ধা আছেন তো? দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করছি, পরিশুদ্ধা আছেন তো? তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা পরিশুদ্ধা আছেন তো? পরিশুদ্ধাহেতু আর্যাগণ মৌন আছেন, আমি এরূপ ধারণা করছি।

[অধিকরণ-সমথ সমাপ্ত]

[বি.দ্র. বিনয়পিটকের চূলবর্গসহ অন্যান্য বিনয়পিটকে সপ্ত অধিকরণ সমথ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।]

আর্যাগণ, নিদান উদ্দেস করা হয়েছে, অষ্ট পারাজিকা ধর্ম উদ্দেস করা হয়েছে, সতেরো সংঘাদিশেষ ধর্ম উদ্দেস করা হয়েছে, ত্রিশ নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় উদ্দেস করা হয়েছে, ছেষট্টি পাচিত্তিয় ধর্ম উদ্দেস করা হয়েছে, অষ্ট প্রতিদেশনীয় ধর্ম উদ্দেস করা হয়েছে, সেখিয় ধর্মের উদ্দেস করা হয়েছে, সপ্ত অধিকরণ সমথ ধর্ম উদ্দেস করা হয়েছে। ভগবান কর্তৃক সূত্রগত, সূত্র পরম্পরায় প্রতি-অর্ধমাসে এভাবে উদ্দেসরীতি প্রবর্তিত হয়েছে। তাই সকলে একতাবদ্ধ হয়ে, সমমনা হয়ে, অবিবাদী হয়ে এই রীতির শিক্ষা ও অনুশীলন কর্তব্য।

[বিনয়পিটকে ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ সমাপ্ত]

সাধু! সাধু! সাধু!

----ঃ০ঃ----

বিনয়পিটকে

মহাবর্গ

"বুদ্ধের অভিযান"
সংকলিতা এবং নালন্দা-বিদ্যাভবনের
অন্যতম আচার্য
প্রজ্ঞানন্দ স্থবির
অনূদিত

কম্পোজ : শ্রীমৎ সুধর্মানন্দ ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

প্রথম প্রকাশ : ২৪৮০ বুদ্ধাব্দ; ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দ

প্রথম প্রকাশক : শ্রীঅধর লাল বড়ুয়া
৬/এ, নিউ বউবাজার লেন,
কলিকাতা

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল বড়ুয়া মহাশয়
ও তদীয় সহধর্মিণী
শ্রীমতি রূপসীবালা বড়ুয়া মহাশয়ার
অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত

উৎসর্গ

শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির
পিতৃব্য মহোদয়ের শ্রীকরকমলে—
দেব, শিশুকাল হইতে সযত্নে ও সস্নেহে
আপনি আমার মানস-উদ্যানে যে প্রসূন
ফুটাইবার জন্য অপরিসীম চেষ্টা
করিয়া আসিয়াছেন, সেই উদ্যানেই
প্রস্ফুটিত এই প্রসূন আপনারই
করে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন
স্বরূপ অর্পণ করিলাম।

ইতি
সেবক
প্রজ্ঞানন্দ

সূচিপত্র

বিনয়পিটকে মহাবর্গ

মুখবন্ধ ৬৭৮
প্রকাশকের নিবেদন ৬৮২
১. মহাস্কন্ধ ৬৮৭
বুদ্ধত্ব লাভ ও প্রথম যাত্রা ৬৮৭
উরুবেলায় ঋদ্ধি প্রদর্শন ৭১৪
সহবিহারী ও উপাধ্যায়ের ব্রত ৭৩৫
উপসম্পদা ও প্রব্রজ্যা-বিধি ৭৫৯
দণ্ডকর্ম-কথা ৭৮২
উপসম্পদা-বিধি ৭৯৬
২. উপোসথ-স্কন্ধ ৮০৮
প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি ৮০৮
উপোসথ কেন্দ্রের সীমা ও উপোসথের সংখ্যা ৮১৪
প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি এবং পূর্বকৃত্য ৮২৩
অসাধারণাবস্থায় উপোসথ ৮৩৩
কোনো ভিক্ষুর অনুপস্থিতিতে কৃত ৮৪৬
নীতিবিরুদ্ধ উপোসথ ৮৪৬
উপোসথের কাল, স্থান এবং ব্যক্তি সম্বন্ধে নিয়ম ৮৬৯
৩. বর্ষোপনায়ক-স্কন্ধ ৮৭৬
বর্ষাবাস-বিধান এবং তাহার সময় ৮৭৬
বর্ষাভ্যন্তরে সপ্তাহের নিমিত্ত বহির্গমন ৮৭৮
বর্ষাবাস করিবার স্থান ৮৮৯
স্থান পরিবর্তনে দোষী এবং নির্দোষী ৮৯৭
৪. প্রবারণা-স্কন্ধ ৯০৫

প্রবারণার স্থান, কাল এবং ব্যক্তি সম্বন্ধে নিয়ম ৯০৫
কোনো ভিক্ষুর অনুপস্থিতিতে কৃত নীতিবিরুদ্ধ প্রবারণা ৯১৫
অসাধারণাবস্থায় প্রবারণা ৯১৬
প্রবারণা স্থগিত করা ৯১৯
প্রবারণার তিথি বৃদ্ধি করা ৯৩১
৫. চর্ম-স্কন্ধ ৯৩৪
উপানৎ সম্বন্ধে নিয়ম ৯৩৪
যান, মঞ্চ এবং চৌকি সম্বন্ধে নিয়ম ৯৫২
মধ্যদেশের বাহিরে বিশেষ বিধান ৯৫৬
৬. ভৈষজ্য-স্কন্ধ ৯৬৩
ভৈষজ্য এবং তাহার প্রস্তুত-প্রণালি ৯৬৩
স্বেদ মোচন এবং শস্ত্র চিকিৎসা ৯৭৪
আরামে দ্রব্যাদি রাখা ৯৭৯
অভক্ষ্য মাংস ৯৯২
সংঘারামে দ্রব্য রাখিবার স্থান ১০১৯
গোরস এবং ফলরসের বিধান ১০২২
৭. কঠিন-স্কন্ধ ১০৩৯
কঠিন চীবরের বিধান ১০৩৯
কঠিন চীবরের প্রতিবন্ধক ১০৫৯
৮. চীবর-স্কন্ধ ১০৬১
বিধিসম্মত চীবর এবং তাহার প্রভেদ ১০৬১
চীবর রঞ্জনাদি করা ১০৮৪
চীবর ছেদন, সংখ্যা এবং জীর্ণ সংস্কার ১০৮৬
অন্যান্য বস্ত্র এবং চীবর সম্বন্ধে বিধান ১০৯৭
চীবর ভাগ করা ১১০৩
রোগীর পরিচর্যা এবং মৃতের দায়ভাগ ১১০৭
চীবরের বস্ত্র এবং রং ১১১১
চীবর দান এবং চীবর বাহক ১১১৫
৯. চম্পেয়্য-স্কন্ধ ১১১৯
কর্ম ও অকর্ম ১১১৯
পাঁচ প্রকার সংঘ এবং তাহার অধিকার ১১৩১
কোনটি ধর্মসম্মত এবং কোনটি ধর্মবিরুদ্ধ? ১১৪০

ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম............ ১১৪৫
ন্যায়বিরুদ্ধ দণ্ড প্রত্যাহার............ ১১৫৫
ন্যায়বিরুদ্ধ দণ্ড-সংশোধন............ ১১৬২
ন্যায়বিরুদ্ধ দণ্ড-প্রত্যাহার সংশোধন............ ১১৬৫
১০. কৌশাম্বী-স্কন্ধ............ ১১৭০
ভিক্ষুসংঘের মধ্যে কলহ............ ১১৭০
অধর্মবাদী এবং ধর্মবাদী............ ১১৯২
সংঘ-সম্মেলন............ ১১৯৫
উপযুক্ত বিনয়ধরের প্রশংসা............ ১১৯৮

মুখবন্ধ

মহাবর্গ পালি বিনয়পিটকের অন্যতম বিশিষ্ট গ্রন্থ। ইহা দশ পরিচ্ছেদে বিভক্ত, প্রত্যেক পরিচ্ছেদ খন্ধক, স্কন্ধ বা খন্ধ নামে প্রসিদ্ধ। এই দশ স্কন্ধের প্রত্যেকটির আয়তন তুলনায় বৃহৎ বলিয়া সমগ্র গ্রন্থ *মহাবর্গ* নামে অভিহিত। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তন দ্বাদশ স্কন্ধে *চূলবগ্গ* বা ক্ষুদ্রবর্গ নামক বিনয়পিটকের অপর একটি গ্রন্থ বিভক্ত। মহাবর্গের দশ স্কন্ধ এবং ক্ষুদ্রবর্গের দ্বাদশ স্কন্ধ একত্রে দ্বাবিংশতি স্কন্ধ। মহাবর্গ এবং ক্ষুদ্রবর্গ এই দুই গ্রন্থে বিনয়-নিদান উপস্থাপিত করা হইয়াছে। খন্ধকগুলি এমনভাবে সজ্জিত করা হইয়াছে যাহাতে ভগবান বুদ্ধের বুদ্ধত্বলাভ হইতে দ্বিতীয় সঙ্গীতি পর্যন্ত বৌদ্ধসংঘের ধারাবাহিক বিবরণ নির্দেশ করা চলে। ভগবান বুদ্ধের বুদ্ধত্বলাভ হইতেই বৌদ্ধ ইতিহাসের সূত্রপাত হয়। কাজেই মহাবর্গে বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে ভগবান বুদ্ধের জীবনের কোনো ঘটনা উল্লেখিত হয় নাই। যেভাবে ক্রমে সংঘের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ের বিধানগুলি প্রবর্তিত ও পরিবর্তিত হয় তাহা অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। নিষ্প্রয়োজনে কোনো অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করা হয় নাই। এই বিনয়-বিধানগুলি ভিক্ষুসংঘের পক্ষে এবং প্রকারান্তরে সভ্য সমাজের পক্ষে কত উপযোগী তাহা পাঠক নিজে বিচার করিবেন। গ্রন্থের বিশদ পরিচয় অধ্যাপক শ্রীযুত বেণীমাধব বড়ুয়া সঙ্কলিত 'বৌদ্ধ-গ্রন্থ-কোষের' পিটক গ্রন্থাবলীতে পাঠক পাইবেন। আমার পক্ষে ইহা বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, মহাবর্গ বিবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ একটি অমূল্য বৌদ্ধগ্রন্থ। ইহাতে প্রাচীন ভারতের নাগরিক ও সামাজিক বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বুদ্ধধর্মাবলম্বীদিগের পক্ষে মহাবর্গ একটি অমূল্য রত্ন যাহার সহিত পরিচিত হইতে না পারিলে ভিক্ষুজীবনের বৈশিষ্ট্য এবং ভগবান বুদ্ধের অতুলনীয় কৃতিত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিতে হয়।

বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ পূর্বে হয় নাই। ইহাই প্রথম অনুবাদ। বৎসরকাল পূর্বে হিন্দী ভাষায় পণ্ডিতপ্রবর ভিক্ষু রাহুল সাঙ্কৃত্যায়ন ইহার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। আমি যে-প্রণালি অবলম্বনে বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছি তাহা পাঠকের জানা আবশ্যক। ইংরেজি এবং

অন্যান্য ভাষায় যে সকল অনুবাদ ইতোপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে আমি উহাদের বিশেষ সাহায্য অবলম্বন করি নাই। পালি মূলগ্রন্থ, আচার্য বুদ্ধঘোষ কৃত অর্থকথা এবং সারার্থদীপনী ও বিমতিবিনোদনী প্রভৃতি টীকা পুনঃপুন পর্যালোচনা করিয়া এবং প্রতিপদে পালি মূলের সহিত বাংলা ভাষার উপযোগিতা বিচার করিয়া গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছি। অনুবাদে মূলের শব্দ ও অর্থ যথাসম্ভব অক্ষুণ্ন রাখিয়া এবং বাঙ্গালি পাঠকের উপযোগী করিয়া সরলভাবে বুদ্ধবচন উপস্থিত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। অযথা পাদটীকা বাড়াইয়া গ্রন্থের কলেবর বর্ধিত করি নাই। যাহাতে বুদ্ধবচন আমার ত্রুটিতে কোনো অংশে বিকৃত না হয় তদ্বিষয়ে সতর্ক হইয়া চলিয়াছি। অনুবাদকার্যে অনুবাদকের দায়িত্ব অনেক। এই দায়িত্ব আমার পক্ষে গুরুতর হইত না যদি বাংলা শব্দগুলি পালি শব্দের প্রকৃত অর্থদ্যোতক হইত। তদুপরি মূলে বহু পারিভাষিক শব্দ আছে যাহার প্রতিশব্দ বাংলায় পাওয়া যায় না। যে-স্থলে কাছাকাছি কোনো প্রতিশব্দ পাওয়া যায় নাই সে-স্থলে মূল পালি শব্দ রাখিয়া পাদটীকা ও বন্ধনীর মধ্যে উহার অর্থ নির্দেশ করিয়াছি। এই দায়িত্ব সম্পাদনে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি তাহা সহৃদয় পাঠকেরই বিবেচ্য। বোধ সৌকর্যার্থ পরিচ্ছেদগুলি যথাসম্ভব বিভক্ত করিয়াছি। আশা করি, পাঠক সহজে বিধানগুলির মর্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন। অনুবাদের শেষভাগে যথারীতি শব্দসূচি প্রদত্ত হইয়াছে। নামসূচি সাধারণ শব্দসূচি হইতে পৃথকভাবে রাখিয়াছি।

গ্রন্থ-সন্নিবিষ্ট গাথাসমূহের পদ্যানুবাদই প্রদত্ত হইয়াছে। বস্তুত এই পদ্যানুবাদ অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুত বেণীমাধব বড়ুয়া এমএ, ডি-লিট (লন্ডন) মহাশয় হইতেই গ্রহণ করিয়াছি। অনুবাদকার্যের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত তিনি আমার সহায়তা করিয়াছেন এবং পরস্পর আলোচনা দ্বারা আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থ প্রচারে তাহার বিশেষ অনুরাগ না থাকিলে তিনি কিছুতেই এরূপ ধৈর্য ও অক্লান্ত উদ্যমের পরিচয় দিতে পারিতেন না। আমার এই প্রচেষ্টায় পরম শ্রদ্ধাভাজন স্থানীয় নালন্দা-বিদ্যাভবনের উপাধ্যায় শ্রীমৎ বংশদীপ মহাস্থবির মহোদয় বিশেষ উৎসাহদানে আমাকে চিরবাধিত করিয়াছেন। তাহার অকৃত্রিম স্নেহ এবং পবিত্র সাহচর্য না পাইলে এই গ্রন্থের অনুবাদ এত সত্বর সমাপ্ত করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। **যোগেন্দ্র-রূপসীবালা** ত্রিপিটক ট্রাষ্টের সম্পাদক শ্রীযুত অধরলাল বড়ুয়া মহাশয় অনুক্ষণ তাহার সহৃদয়তা, সৌজন্য এবং কর্মতৎপরতার দ্বারা গ্রন্থের পরিশোধন ও মুদ্রণকার্যের পথ সুগম করিয়াছেন।

যখন যে বিষয়ের অভাব হইয়াছে তিনি ট্রাস্টের পক্ষ হইতে তাহা সত্বর পূর্ণ করিয়াছেন। আমি তাহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

পরিশেষে অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার শ্রদ্ধাবান উপাসক শ্রীযুত যোগেন্দ্রলাল বড়ুয়া ও তাহার সহধর্মিণী শ্রীমতি রূপসীবালা বড়ুয়া বাংলা অক্ষরে ও ভাষায় পালি ত্রিপিটক প্রচারের জন্য অকাতরে অর্থদান করিয়া বঙ্গীয় পাঠকসমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তাহারা দানের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন তাহা জগতে বিরল। এই অনুবাদে তাহাদের উভয়ের হৃদয় প্রীত হইলে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

নালন্দা-বিদ্যাভবন
কলিকাতা
মাঘীপূর্ণিমা, ২৪৮০ বুদ্ধাব্দ

ইতি—
প্রজ্ঞানন্দ স্থবির

প্রকাশকের নিবেদন

ত্রিপিটক গ্রন্থ অমূল্য রত্নের আকর। তথাগত ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ ভাষিত বাণী ইহার ভিত্তি। ভগবান বুদ্ধ আর্যভূমি ভারতবর্ষের অন্তর্গত কপিলবাস্তু রাজ্যের পূত চরিত্র রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র কুমার সিদ্ধার্থরূপে খ্রি. পূ. ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। জগতের প্রাণিগণের দুঃখ বিমোচনের জন্য, জন্ম, জরা, মরণদুঃখের অন্তসাধনের জন্য এবং জীবগণের মুক্তির জন্য ঊনত্রিংশবর্ষ বয়সে তিনি কপিলবাস্তু রাজ্যের স্বর্ণ সিংহাসন উপেক্ষা করিয়া, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, পরিজনবর্গ এবং সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া, সত্যের সন্ধানে, সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের তৎকালীন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গুরুদিগের শিক্ষা ও নীতিতে সত্যের সন্ধান না পাওয়ায় তিনি গয়াধামের উরুবেলায় ছয় বৎসর ব্যাপিয়া কঠোর সমাধির পর বোধিবৃক্ষমূলে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সম্যক সম্বোধি বা সর্বজ্ঞতা লাভ করেন। পঞ্চত্রিংশ বৎসর বয়সে আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদাবে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়া তিনি তাহার লব্ধ সত্য জগতে প্রথম প্রচার করেন। অশীতিবর্ষ বয়স পর্যন্ত তিনি আর্যাবর্তের নানা স্থানে সশিষ্য পর্যটন ও প্রচার করিয়া আর্যভূমিতে সদ্ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অশীতিবর্ষ বয়সে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে কুশীনগরে ভগবান বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। সম্যকসম্বোধি লাভের পর হইতে পরিনির্বাণ পর্যন্ত ৪৫ বৎসর ব্যাপিয়া ভগবান বুদ্ধ বিভিন্ন স্থানে ও আরামে যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা, ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত ও পূর্ববৃত্তান্তসহ যেই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাই ত্রিপিটক গ্রন্থ।

ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের অব্যবহিত পরেই অর্থাৎ তৎপরবর্তী সময়ে রাজগৃহে মগধরাজ অজাতশত্রুর সহায়তায়, অর্হৎ স্থবির মহাকাশ্যপের সভাপতিত্বে নির্বাচিত ৫০০ অর্হৎ ভিক্ষু সপ্তপর্ণী গুহাদ্বারে সমবেত হইয়া প্রথম এই গ্রন্থ সর্বপ্রথম সংগ্রহ ও আবৃত্তি করেন। তাহার প্রায় ১০০ বৎসর পর রাজা কালাশোকের সহায়তায় বৈশালীর বালুকারামে যশ স্থবিরের সভাপতিত্বে নির্বাচিত ৭০০ অর্হৎ ভিক্ষু সমবেত হইয়া দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে ধর্ম বিনয় করেন। ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের ২৩৬ তম বর্ষে জগদ্বরেণ্য পুণ্য

রাজা প্রিয়দর্শী অশোকের রাজত্বকালে, তাহারই উদ্যোগে পাটলী অশোকারামে উপস্থিত ৬০,০০০ ভিক্ষু হইতে নির্বাচিত ১০০০ অর্হৎ ভিক্ষু মৌদ্গালীপুত্র তিষ্য স্থবিরের সভাপতিত্বে তৃতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। বিভিন্নবাদী তীর্থিকগণের দ্বারা ইতিমধ্যে প্রক্ষিপ্ত অনাচারগুলিকে বর্জন করিয়া ত্রিপিটক শাস্ত্রকে পরিশুদ্ধ করা হয়। ইহার অব্যবহিত পরে সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র স্থবির অপর কয়েকজন ভিক্ষুসহ এই ত্রিপিটকের প্রতিলিপি সিংহল দ্বীপে লইয়া যান এবং সিংহলের তৎকালীন রাজা দেবপ্রিয় তিষ্যের সহায়তায় তথায় ইহা প্রচার করেন। বর্তমানে সিংহলে, ব্রহ্মদেশে ও শ্যামদেশে যে ত্রিপিটক প্রচলিত আছে ইহা তাহারই প্রতিলিপি। দুঃখের বিষয় এই ত্রিপিটক গ্রন্থ ঘটনাবিপর্যয়ে ইহার জন্মস্থান ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে এবং জাপান, কোরিয়া, চীনা, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, ইন্দোচীন, শ্যাম, ব্রহ্ম ও সিংহল প্রভৃতি দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তদ্দেশবাসীদিগকে শিক্ষায়, দীক্ষায়, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, শিল্প ও সভ্যতায় জগতের শীর্ষস্থানীয় করিয়াছে। ইউরোপীয় ও আমেরিকান পণ্ডিতমণ্ডলী ত্রিপিটক গ্রন্থ নিহিত রত্নরাজির বিষয় অবগত হইয়া ইহার মূল ও অনুবাদ নিজ নিজ ভাষায় প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু ভারতবাসী এই রত্ন আহরণে বঞ্চিত। ভারতীয় কোনো ভাষাতে বা অক্ষরে বর্তমানে সম্পূর্ণ মূল ত্রিপিটক গ্রন্থ নাই। সম্প্রতি সুধিগণের চেষ্টায় ত্রিপিটকান্তর্গত কয়েকটি গ্রন্থ বাঙ্গালা ও হিন্দী অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যামদেশাদির ন্যায় সম্পূর্ণ ত্রিপিটক গ্রন্থাবলি ভারতীয় কোনো ভাষায় বা অক্ষরে মুদ্রণের ব্যবস্থা এ পর্যন্ত হয় নাই। ব্রহ্মদেশ বাদ দিলে ভারতবর্ষে বর্তমানে ৪৩৮,৭৬৯জন বুদ্ধধর্মাবলম্বী আছেন। তৎমধ্যে ব্রহ্মদেশে ৩৩০,৫৬৩ জন। এই বাঙ্গালি বৌদ্ধেরাই বুদ্ধধর্মের জন্মস্থান ভারতবর্ষে এই ধর্মকে সজীব রাখিয়াছেন। সুতরাং ত্রিপিটক গ্রন্থ ভারতীয় ভাষাসমূহে বিশেষত বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত করিয়া প্রচার ও রক্ষা করা সম্বন্ধে তাহাদের দায়িত্ব অসীম। যদিও ত্রিপিটক গ্রন্থ ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে তথাপি এই গ্রন্থ অনেক নীতি এখনো ভারতীয় আর্যজাতির মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে। সম্রাট অশোকের সময়ে বুদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধনীতিসমূহ তৎকালীয় ভারতবাসীদিগকে নূতন চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। সেই প্রেরণায় স্মৃতি এখনো আর্যজাতিও জড়িত আছে। আর্যঋষিরাই তথাগত গৌতম বুদ্ধকে ভগবানের নবম অবতার বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তদ্ধেতু এই বৌদ্ধ গ্রন্থ ভারতীয় ভাষায় প্রকাশ ও সম্বন্ধে আর্য হিন্দুজাতির দায়িত্বও কম নহে। ত্রিপিটক গ্রন্থ পালি ভাষায় পরলোকগত

স্বনামধন্য সম্বুদ্ধাগম-চক্রবর্তী সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ভাষা শিক্ষা প্রবর্তন করিয়া ভারতবাসীকে হিতরত্ন আহরণের সুযোগ দিয়া ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গাক্ষরে বা ভারতীয় কোনো অক্ষরে মূল ত্রিপিটক না থাকায় তাহার সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইতেছে না।

ত্রিপিটক গ্রন্থাবলিকে কোনো সম্প্রদায় বিশেষের এক চেটিয়া সম্পত্তি বলিয়া মনে করা সমীচীন নহে। কারণ এই শাস্ত্র আর্যসত্য, সনাতন নীতি ও সর্বজনীন মৈত্রী প্রচার করিয়াছে। দ্বিসহস্র পাঁচশত বৎসর পূর্বের, ভারতবর্ষের সাহিত্য, দর্শন, রসায়ন, বিজ্ঞান, শিল্প, রাজনীতি ও সমাজনীতি ইত্যাদির নিখুঁত বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং ঐহিক ও পারত্রিক সুখ সম্পদের জন্য মানবজাতির মধ্যে সর্বজনীন মৈত্রী স্থাপনের জন্য এবং পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য এই শাস্ত্রনিহিত আর্যনীতির বহুল প্রচার যে কীরূপ বাঞ্ছনীয় তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্যে, ভারতীয় আর্য বৌদ্ধগণের বংশধর চট্টগ্রাম পাহাড়তলী নিবাসী অবসর প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত যোগেন্দ্রলাল বড়ুয়া মহোদয় ও তাহার সহধর্মিণী শ্রীমতী রূপসীবালা বড়ুয়া মহোদয়া আর্যসত্য পূর্ণ সদ্ধর্মের বহুল প্রচার মানসে, ত্রিপিটক গ্রন্থের মূল বঙ্গাক্ষরে ও তাহার বঙ্গানুবাদ মুদ্রণের ও প্রকাশের জন্য দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই কার্যের শৃঙ্খলা বিধান ও স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য "যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ত্রিপিটক ফান্ড" নামে একটি ফান্ড গঠন করিয়া উক্ত টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত করিয়াছেন এবং উক্ত ফান্ডের কার্য পরিচালনের জন্য একটি ট্রাষ্টি বোর্ড গঠন করিয়াছেন। ট্রাস্ট বোর্ডের কার্য যাহাতে পুরুষানুক্রমে অব্যাহতভাবে চলিতে পারে তাহার বিধানও করা হইয়াছে।

এই ফান্ড হইতে প্রথমত ত্রিপিটকের মূল বঙ্গাক্ষরে ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা হইবে। তৎপরে সম্ভব হইলে ত্রিপিটকের অর্থকথা, বুদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় অন্যান্য গ্রন্থ ও অন্যান্য ভাষায় ত্রিপিটক প্রকাশ করা হইবে। গ্রন্থাবলীর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত, মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যয়ভার ফান্ড হইতে দেওয়া হইবে। ব্যয়ের হিসাবে গ্রন্থের মূল্য নির্ধারণ করা হইবে এবং প্রকাশিত গ্রন্থ বিক্রয়লব্ধ অর্থ ফান্ডে জমা হইবে। এইরূপে ফান্ড এবং ট্রাস্ট বোর্ডের কার্য অব্যাহতভাবে চলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ত্রিপিটক গ্রন্থ বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম এই তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগে পৃথক পৃথক অনেকগুলি গ্রন্থ রহিয়াছে। তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত

হইল।

বিনয়পিটক : ১। পারাজিক, ২। পাচিত্তিয়, ৩। মহাবগ্গো, ৪। চূলবগ্গো, ৫। পরিবার পাঠো।

সূত্রপিটক : ১। দীঘনিকায়ো, ২। মজ্ঝিমনিকায়ো, ৩। সংযুক্তনিকায়ো, ৪। অঙ্গুত্তরনিকায়ো, ৫। খুদ্দকনিকায়ো :— (১) খুদ্দক পাঠো, (২) ধম্মপদং, (৩) উদানং, (৪) ইতিবুত্তক (৫) সুত্তনিপাতো, (৬) বিমানবত্থু (৭) পেতবত্থু, (৮) থেরগাথা, (৯) থেরীগাথা (১০) জাতকং, (১১) চূলনিদ্দেসো, (১২) মহানিদ্দেসো, (১৩) অপাদানং (১৪) বুদ্ধবংসো, (১৫) চরিয়াপিটকং, (১৬) পটিসম্ভিদামগ্গো।

অভিধর্মপিটক : ১। ধম্মসঙ্গনি, ২। বিভঙ্গো, ৩। কথাবত্থু, ৪। ধাতুকথা, ৫। পুগ্গলপঞ্ঞত্তি, ৬। যমকং, ৭। পট্‌ঠানং।

ত্রিপিটকের আকার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে কিছু আভাস পাওয়া যাইবে। শ্যামদেশ হইতে শ্যামী অক্ষরে মুদ্রিত মূল ত্রিপিটক রয়েল আকারের বহির ৪৫ খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডে গড়ে প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা করিয়া আছে। বিনয়পিটক ৮ খণ্ডে ৩২৭২ পৃষ্ঠা, অভিধর্মপিটক ১২ খণ্ডে ৫৪৭২ পৃষ্ঠা ও সূত্রপিটক ২৫ খণ্ডে ১১১৩৬ পৃষ্ঠা মোট ১৯৮৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ত্রিপিটকের মূল প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার বঙ্গানুবাদও ৪৫ খণ্ড হইবে। ট্রাস্ট বোর্ড স্থির করিয়াছেন যে এই ফান্ড হইতে প্রকাশিত ত্রিপিটকও রয়েল আকারের হইবে এবং মূল ও বঙ্গানুবাদ পৃথক পৃথকভাবে প্রকাশিত হইবে। সুতরাং এরূপ বৃহৎ গ্রন্থের মূল ও বঙ্গানুবাদের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত, মুদ্রণ ও প্রকাশ করা কীরূপ দুরূহ ও গুরুতর ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়। এই কার্যের সাফল্যের জন্য আমাদের ভরসা সর্বোপরি ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ ও তৎপরে পালি ভাষা ও বঙ্গভাষাবিদ সুধীবৃন্দ।

ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পালি অধ্যাপক ডক্তর শ্রীযুত বেণীমাধব বড়ুয়া এমএ, ডি-লিট (লন্ডন) মহাশয় এবং শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ মহাস্থবির প্রমুখ ভিক্ষুগণ এই গ্রন্থের মূল ও বঙ্গানুবাদের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই কার্য সম্পাদনের জন্য তাহারা একটি সম্পাদকীয় সমিতি গঠন করিয়াছেন। কার্য সাফল্যমণ্ডিত হইলে তাহাদের নাম বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে ও বঙ্গভাষাভাষী জনগণের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ড. বড়ুয়া ও শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ মহাস্থবির মহোদয়গণ এ পর্যন্ত অতি কঠোর পরিশ্রম, অসম্ভব ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সহিত

এই দুরূহ ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন, তাহাদের এই নিঃস্বার্থপরতামূলক কার্যের জন্য ট্রাস্ট বোর্ড তাহাদের প্রতি প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

ইতি—

৬/এ, নিউ বউবাজার লেন
কলিকাতা।
১৭ ফাল্গুন
২৪৮০ বুদ্ধাব্দ
১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দ

শ্রীঅধর লাল বড়ুয়া
সম্পাদক, ট্রাস্ট বোর্ড
যোগেন্দ্র-রূপসীবালা
ত্রিপিটক ফান্ড

বিনয়পিটকে

মহাবর্গ

১. মহাস্কন্ধ[১]

বুদ্ধত্ব লাভ ও প্রথম যাত্রা

[স্থান : উরুবেলা]

১. বোধি-কথা

তখন বুদ্ধ ভগবান সবেমাত্র বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া উরুবেলায়[২] অবস্থান করিতেছিলেন, নৈরঞ্জনা নদীতীরে বোধিবৃক্ষমূলে[৩]। অনন্তর ভগবান বোধিতরুমূলে সপ্তাহকাল একাসনে ধ্যানপদ্মাসনে বিমুক্তিসুখ অনুভব করিতেছিলেন। ভগবান রাত্রির প্রথম যামে প্রতীত্যসমুৎপাদ-তত্ত্ব অনুলোম-

---

[১]। তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত মূল সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের বিনয়-বস্তুতে ইহা প্রব্রজ্যা-বস্তু নামে অভিহিত।

[২]। উরুবেলা অর্থে মহাবেলা, বৃহৎ বালুকারাশি অথবা উরু অর্থ বালুকা, বেলা অর্থ মর্যাদা (সীমা), বেলাতিক্রম করিয়া স্তূপাকার উরু (বালুকা)। অতীতকালে বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে দশসহস্র কুলপুত্র-তাপস প্রব্রজ্যাবলম্বন করিয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতেন। এক দিবস তাহারা সকলে সমবেত হইয়া এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন : ‘কায়িক এবং বাচনিক অপরাধ সকলের গোচরীভূত হয়; কিন্তু মানসিক অপরাধ অপরের নিকট দুর্জ্ঞেয়। যিনি কাম-বিতর্ক (কাম বিষয়ে চিন্তা), ব্যাপাদ-বিতর্ক (পরের অহিত কামনা) এবং বিহিংসা-বিতর্ক (পরপীড়নেচ্ছা) চিন্তা করিবেন তিনি নিজেকে নিজে ধিক্কার দিয়া পাত্রে করিয়া বালুকা আহরণ করিয়া এইস্থানে আকীর্ণ করুন। ইহা তাহার পক্ষে দণ্ডকর্ম (শাস্তি) হইবে।’ সেই হইতে যাঁহাদের মনে তাদৃশ বিতর্ক জাগিত তাহারা তথায় পাত্রে করিয়া বালুকা আকীর্ণ করিতেন। এরূপে তথায় ক্রমে ক্রমে প্রভূত বালুকারাশি সঞ্চিত হইয়াছিল। পরে জনসাধারণ তাহা চৈত্যস্থানে পরিণত করিয়াছিলেন। কালক্রমে এইস্থান উরুবেলা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।—সম-পাসা।

[৩]। বোধি অর্থ চতুর্মার্গ সম্বন্ধে জ্ঞান। ভগবান বুদ্ধ ওই বৃক্ষমূলে বোধিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহা বোধিবৃক্ষ নামে অভিহিত হয়।—সম-পাসা।

প্রতিলোমভাবে, উৎপত্তি ও নিরোধবশে, স্বমনে আনুপূর্বিক পর্যালোচনা করিলেন :

অবিদ্যা-প্রত্যয় হইতে সংস্কার, সংস্কার-প্রত্যয় হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান-প্রত্যয় হইতে নামরূপ, নামরূপ-প্রত্যয় হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন-প্রত্যয় হইতে স্পর্শ, স্পর্শ-প্রত্যয় হইতে বেদনা, বেদনা-প্রত্যয় হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা-প্রত্যয় হইতে উপাদান, উপাদান-প্রত্যয় হইতে ভব, ভব-প্রত্যয় হইতে জন্ম, জন্ম-প্রত্যয় হইতে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্য উৎপন্ন হয়। এইরূপে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের সমুদয় (উৎপত্তি) হয়।

নিঃশেষে সেই অবিদ্যার নিরোধে সংস্কার-নিরোধ, সংস্কার-নিরোধে বিজ্ঞান-নিরোধ, বিজ্ঞান-নিরোধে নামরূপ-নিরোধ, নামরূপ-নিরোধে ষড়ায়তন-নিরোধ, ষড়ায়তন-নিরোধে স্পর্শ-নিরোধ, স্পর্শ-নিরোধে বেদনা-নিরোধ, বেদনা-নিরোধে তৃষ্ণা-নিরোধ, তৃষ্ণা-নিরোধে উপাদান-নিরোধ, উপাদান-নিরোধে ভব-নিরোধ, ভব-নিরোধে জন্ম-নিরোধ, জন্ম-নিরোধে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যের নিরোধ হয়। এইরূপে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।

এই তত্ত্বার্থ বিদিত হইয়া ভগবান সেই শুভক্ষণে আবেগপূর্ণ এই উদান-গাথা উচ্চারণ করিলেন :

"সমুদিত যবে ধর্ম, জ্ঞানের বিষয়,
বীর্যবান, ধ্যানরত ব্রাহ্মণের হয়,
দূরে যায় সর্ব শঙ্কা,—সকল সংশয়,
জানে যাহে হেতু-বশে ধর্ম সমুদয়।"[১]

ভগবান পুনরায় রাত্রির মধ্যম যামে প্রতীত্যসমুৎপাদ-তত্ত্ব অনুলোম-প্রতিলোমভাবে, উৎপত্তি ও নিরোধবশে, স্বমনে আনুপূর্বিক পর্যালোচনা করিলেন :

অবিদ্যা-প্রত্যয় হইতে সংস্কার, সংস্কার-প্রত্যয় হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান-প্রত্যয় হইতে নামরূপ ইত্যাদি।—এইরূপে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের সমুদয় (উৎপত্তি) হয়।

নিঃশেষে সেই অবিদ্যার নিরোধে সংস্কার-নিরোধ, সংস্কার-নিরোধে বিজ্ঞান-নিরোধ, বিজ্ঞান-নিরোধে নামরূপ-নিরোধ, ইত্যাদি।—এইরূপেই সমগ্র দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।

---

[১]। পদ্যানুবাদসমূহ ডক্টর বড়ুয়া হইতে গৃহীত হইয়াছে।

এই তত্ত্বার্থ বিদিত হইয়া ভগবান সেই শুভক্ষণে আবেগপূর্ণ এই উদান-গাথা উচ্চারণ করিলেন :

"সমুদিত যবে ধর্ম্ম, জ্ঞানের বিষয়,
বীর্যবান, ধ্যানরত ব্রাহ্মণের হয়,
দূরে যায় সর্ব শঙ্কা,—সকল সংশয়,
জানে যাহে হেতু-ক্ষয়ে প্রত্যয়ের ক্ষয়।"

ভগবান পুনরায় রাত্রির শেষ যামে প্রতীত্যসমুৎপাদ-তত্ত্ব অনুলোম-প্রতিলোমভাবে, উৎপত্তি ও নিরোধবশে, স্বমনে আনুপূর্বিক পর্যালোচনা করিলেন :

অবিদ্যা-প্রত্যয় হইতে সংস্কার, সংস্কার-প্রত্যয় হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান-প্রত্যয় হইতে নামরূপ ইত্যাদি।—এইরূপে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের সমুদয় (উৎপত্তি) হয়।

নিঃশেষে সেই অবিদ্যার নিরোধে সংস্কার-নিরোধ, সংস্কার-নিরোধে বিজ্ঞান-নিরোধ, বিজ্ঞান-নিরোধে নামরূপ-নিরোধ, ইত্যাদি।—এইরূপেই সমগ্র দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।

এই তত্ত্বার্থ বিদিত হইয়া ভগবান সেই শুভক্ষণে আবেগপূর্ণ এই উদান-গাথা উচ্চারণ করিলেন :

"সমুদিত যবে ধর্ম্ম, জ্ঞানের বিষয়,
বীর্যবান, ধ্যানরত ব্রাহ্মণের হয়,
রহে বীর মারসৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া,
অংশুমালী যথা অন্তরীক্ষ উদ্ভাসিয়া[১]।"

॥ বোধি-কথা সমাপ্ত ॥ ১

---

[১]। ভগবান বৈশাখী পূর্ণিমা রজনীর প্রথম যামে পূর্বনিবাসানুস্মৃতি (জাতিস্মর) জ্ঞান লাভ করিলেন, মধ্যম যামে দিব্যনেত্র লাভ করিলেন এবং অন্তিম যামে প্রতীত্যসমুৎপাদ-তত্ত্ব অনুলোম-প্রতিলোমভাবে স্বমনে আনুপূর্বিক পর্যালোচনা করিয়া অরুণোদয়ের সময় সম্যক সম্বোধি (সর্বজ্ঞতা) লাভ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই অরুণোদয় হইল। ভগবান সেই দিবস সেই আসনেই অতিবাহিত করিয়া প্রতিপদ রাত্রির ত্রিবিধ যামে এরূপ পর্যালোচনা করিয়া আবেগপূর্ণ এই উদান গাথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

২. অজপাল-কথা

ভগবান সপ্তাহ গতে সেই সমাধি হইতে উঠিয়া অজপাল-ন্যগ্রোধ তরুমূলে[১] উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানেও সপ্তাহকাল একাসনে, ধ্যানপদ্মাসনে, বিমুক্তিসুখ অনুভব করিতেছিলেন। তখন 'হুহুঙ্ক' জাতীয়[২] জনৈক ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া তিনি প্রীত্যালাপচ্ছলে ভগবানের সহিত কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া একান্তে দাঁড়াইলেন। একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানকে কহিলেন, "হে গৌতম, কীসে ব্রাহ্মণ হয়, ব্রাহ্মণ-করণীয় ধর্ম কী কী?"

ভগবান ইহা বিদিত হইয়া সেই শুভক্ষণে আবেগপূর্ণ এই উদান-গাথা উচ্চারণ করিলেন :

"বাহিত সকল পাপ ব্রাহ্মণ সেজন,
নাহি 'হুহুঙ্কার' মুখে, সংযত জীবন,
নিষ্কষায়, নাহি মল, স্বভাব নির্মল,
বেদান্তগ, ব্রহ্মচর্য হয়েছে সফল,
ন্যায়ধর্মে ব্রহ্মবাদ বলে সে ব্রাহ্মণ,
জগতে কোথাও যার নাহিক স্খলন।"

॥ অজপাল ন্যগ্রোধ-কথা সমাপ্ত ॥ ২

৩. মুচলিন্দ-কথা

ভগবান সপ্তাহ গতে সেই সমাধি হইতে উঠিয়া 'মুচলিন্দ'[৩] তরুমূলে উপস্থিত হইলেন এবং তথায়ও সপ্তাহকাল একাসনে, ধ্যানপদ্মাসনে, বিমুক্তিসুখ অনুভব করিতেছিলেন। সেই সময় মহা অকালমেঘ উত্থিত হইল। সপ্তাহ ব্যাপিয়া বৃষ্টি-বাদল, শীতল হাওয়া ও দুর্দিন[৪]। মুচলিন্দ (মুচকুন্দ) নাগরাজ স্বীয় ভবন হইতে বাহির হইলেন। ভগবানের দেহ স্বীয় সপ্ত

---

[১]। এই ন্যগ্রোধ তরুছায়ায় অজপালকগণ বিশ্রাম করিত বলিয়া তাহার নাম হইয়াছিল অজপাল ন্যাগ্রোধ।

[২]। তিনি অহংকার এবং ক্রোধবশত হু-হুং রব করিয়া বিচরণ করিতেন। এই হেতু সাধারণ্যে তিনি 'হুহুঙ্ক' জাতীয় নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।—সম-পাসা।

[৩]। সংস্কৃতে মুচকুন্দ।

[৪]। গ্রীষ্মঋতুর অন্তিম মাসে এই মেঘের সঞ্চার হইয়াছিল। এই সময়ের বৃষ্টি সপ্তাহ পর্যন্ত অবিরল ধারায় বর্ষিত হইয়াছিল। এই সপ্তাহব্যাপী বৃষ্টি-জল মিশ্রিত শীতল বায়ু চতুর্দিকে প্রবাহিত হওয়ায় দুর্দিন নামে উক্ত হইয়াছে।—সম-পাসা।

দেহকুণ্ডলে বেষ্টিত করিয়া, ভগবানের শিরোপরি ফণা বিস্তৃত করিয়া রহিলেন, উদ্দেশ্য যাহাতে ভগবান শীতোষ্ণক্লিষ্ট অথবা দংশ, মশক, বাতাতপ ও সরীসৃপ দ্বারা স্পৃষ্ট না হন। সপ্তাহ গতে মুচলিন্দ নাগরাজ আকাশ মেঘ-মুক্ত দেখিয়া, ভগবানের দেহ হইতে স্বীয় দেহবেষ্টন অপসারিত করিয়া, নাগবেশ পরিহারপূর্বক মানবরূপ ধারণ করিয়া ভগবানের পুরোভাগে কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবানকে প্রণতি জ্ঞাপনের ভাবে দাঁড়াইলেন। ভগবান তাহা বিদিত হইয়া সেই শুভক্ষণে আবেগপূর্ণ এই উদান-গাথা উচ্চারণ করিলেন :

“বিবেক-বৈরাগ্য সুখে তুষ্ট যার মন,
বহুশ্রুত ধর্মে, লভে জ্ঞান-দরশন।
অহিংসা অক্রোধ সুখ, হিংসায় সংযম,
বিশ্বে বিরাগতা সুখ, কাম-অতিক্রম।
‘অস্মি’, ‘আছি’, ‘আমি’, এই মান-অতিমান,
অস্মিতার জয়ে সুখ পরম মহান।”

॥ মুচলিন্দ-কথা সমাপ্ত ॥ ৩

৪. রাজায়তন-কথা

সপ্তাহ গতে ভগবান সেই সমাধি হইতে উঠিয়া মুচলিন্দমূল হইতে রাজায়তনমূলে উপস্থিত হইলেন এবং সেই স্থানেও সপ্তাহকাল একাসনে ধ্যানপদ্মাসনে বিমুক্তি-সুখ অনুভব করিতেছিলেন। তখন ত্রপুষ ও ভল্লিক নামে দুই জন বণিক উৎকল হইতে সেই স্থান দিয়া দীর্ঘপথ পর্যটন করিতেছিলেন। তাহাদের জ্ঞাতি-সলোহিত দেবতা তাহাদিগকে কহিলেন, “মারিষ, ভগবান বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া রাজায়তনমূলে অবস্থান করিতেছেন। আপনারা তাহাকে ‘মন্থ’[১] ও ‘মধুপিণ্ড’[২] দানে পূজা করুন। তাহা আপনাদের দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হইবে।” অনন্তর তাহারা ‘মন্থ’ ও ‘মধুপিণ্ড’ হস্তে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। একান্তে দাঁড়াইয়া তাহারা ভগবানকে কহিলেন, “প্রভো, আপনি আমাদের ‘মন্থ’ ও ‘মধুপিণ্ড’ গ্রহণ করুন, যেন ইহা আমাদের দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হয়।”

ভগবান ভাবিলেন, “তথাগত স্বহস্তে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না; আমি ‘মন্থ’

১। শক্তু (ভাজা যব ও ছোলা প্রভৃতির গুঁড়া)।
২। চর্বি, মধু ও গুড় সংমিশ্রিত শক্তুর লাড়ু।

ও 'মধুপিণ্ড' কীসে গ্রহণ করিব?" তখন চারি লোকপাল মহারাজা স্বচিত্তে ভগবানের চিত্ত-পরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া চতুর্দিক হইতে চারিটি শিলাপাত্র ভগবানের নিকট উপস্থিত করিয়া কহিলেন, "প্রভো, ইহাতে 'মন্থ' ও 'মধুপিণ্ড' গ্রহণ করুন।"

ভগবান সেই মহার্ঘ শিলাপাত্রের প্রত্যেকটিতে[১] 'মন্থ' ও 'মধুপিণ্ড' গ্রহণ করিয়া ভোজন করিলেন। বণিকদ্বয় ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, আমরা উভয়ে ভগবানের শরণাগত এবং তদুপদিষ্ট ধর্মের শরণাগত হইতেছি, ভগবান আমাদিগকে আজ হইতে আমরণ শরণাগত উপাসক বলিয়া অবধারণ করুন।"

তাহারা জগতে সর্বপ্রথম দ্বিবাচিক উপাসক হইয়াছিলেন[২]।

রাজায়তন-কথা সমাপ্ত ॥ ৪

৫. ব্রহ্মার যাচঞা-কথা

তদনন্তর সপ্তাহ গতে ভগবান সমাধি হইতে উঠিয়া রাজায়তন-মূল হইতে পুনরায় অজপাল-ন্যগ্রোধ তরুমূলে গমন করিলেন। তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। নিভৃতে ধ্যানাবিষ্ট অবস্থায় তাহার মনে এই বিতর্ক উৎপন্ন হইল : "আমি গম্ভীর, দুর্দর্শ (দুরধিগম্য), দুরনুবোধ্য, শান্ত, প্রণীত, তর্কাতীত, নিপুণ, পণ্ডিত-বেদনীয় ধর্ম আয়ত্ত করিয়াছি। জনসাধারণ আলয়ারাম,

---

[১]। ভগবানের অধিষ্ঠান প্রভাবে চারিটি পাত্রই একটিতে পরিণত হইয়াছিল।—সম-পাসা।

[২]। ভগবান এইভাবে প্রতিপদ (বৈশাখী পূর্ণিমার দ্বিতীয় দিবস) রাত্রিতে স্বমনে পর্যালোচনা করিয়া (১) বোধিবৃক্ষের নিচে সপ্তাহকাল একাসনে উপবিষ্ট রহিলেন। অষ্টম দিবসে সমাধি হইতে উঠিয়া (২) বজ্রাসনের কিঞ্চিৎ পূর্বোত্তর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া বজ্রাসন এবং বোধিবৃক্ষের দিকে অনিমেষ নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া সপ্তাহ অতিবাহিত করিলেন। এই স্থানের নাম হইল অনিমেষ-চৈত্য। পুনরায় (৩) বজ্রাসন এবং স্থিত (অনিমেষ-চৈত্যের) স্থানের মধ্যস্থলে পূর্ব হইতে পশ্চিমে বিস্তৃত রত্নচঙ্ক্রমে (রত্নময় পাদচারণের স্থানে) পাদচারণ করিয়া সপ্তাহ অতিবাহিত করিলেন। এই স্থানের নাম হইল রত্নচঙ্ক্রম-চৈত্য। উহার পশ্চিমাংশে দেবগণ কর্তৃক নির্মিত। (৪) রত্নঘরে একাসনে বসিয়া স্বমনে অভিধর্ম পর্যালোচনা করিয়া সপ্তাহ অতিবাহিত করিলেন। এই স্থানের নাম হইল রত্নঘর-চৈত্য। ভগবান এইভাবে বোধিবৃক্ষের পার্শ্বে চারি সপ্তাহ অতিবাহিত করিলেন। পঞ্চম সপ্তাহে বোধিবৃক্ষের পূর্বাংশে অবস্থিত (৫) অজপাল-ন্যগ্রোধ তরুমূলে গমন করিয়া সপ্তাহ অতিবাহিত করিলেন। অতঃপর মহাবোধির পূর্বকোণায় অবস্থিত (৬) মুচলিন্দ তরুমূলে যাইয়া সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়া (৭) সেই মুচলিন্দ বৃক্ষমূলের দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থিত রাজায়তন বৃক্ষমূলে যাইয়া সপ্তাহ অতিবাহিত করিলেন।—সম-পাসা।

আলয়রত, আলয়সম্মোদিত[১]। তাহাদের পক্ষে ইদপ্রত্যয়তা প্রতীত্যসমুৎপাদ, এই তত্ত্বস্থান দর্শন করা দুষ্কর। তাহাদের পক্ষে সর্বসংস্কার-শমথ, সর্বউপাধি-মুক্ত, তৃষ্ণাক্ষয়, রাগবিহীনতা, এই তত্ত্বস্থান দর্শন করা আরও দুষ্কর। যদি আমি ধর্ম উপদেশ করি এবং অপরে তাহা বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে তাহা আমার পক্ষে ক্লেশ ও বিরক্তির কারণ হইবে।" তখন তাহার মুখ হইতে অশ্রুতপূর্ব এই আশ্চর্য গাথাগুলি উচ্চারিত হইয়াছিল :

"কষ্টে যাহা অধিগত প্রকাশে কী কাজ,
রাগ-দ্বেষপরায়ণ মানব-সমাজ।
রাগদ্বেষ অভিভূত, অজ্ঞান, অবোধ,
এই ধর্ম তাহাদের নহে সুখ-বোধ।
স্রোত-প্রতিকূলগামী নিপুণ, গভীর,—
দুরদশ, অতি সূক্ষ্ম, ধর্ম সুগভীর।
কেমনে দেখিবে তাহা রাগাসক্ত জন,
তমস্কন্ধে, অন্ধকারে আবৃত নয়ন।"

এই চিন্তা করিয়া ভগবান অনৌৎসুক্যের প্রতি তাহার চিত্ত নমিত করিলেন, ধর্মদেশনার প্রতি নহে। তখন 'সহম্পতি' ব্রহ্মা স্বচিত্তে ভগবানের চিত্ত-পরিবিতর্ক জানিয়া বলিয়া উঠিলেন, "অহো, বিশ্ব যে নাশ হইয়া যাইবে! অহো, জগৎ যে বিনষ্ট হইয়া যাইবে!! তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের চিত্ত যে ধর্মপ্রচারের পরিবর্তে অনৌৎসুক্যের প্রতি নমিত হইল!"

ইহা ভাবিয়া 'সহম্পতি'[২] (সো'হম্পতি, সো'হং স্বামী) ব্রহ্মা যেমন কোনো বলবান পুরুষ সংকুচিত বাহু প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে তেমনই ভাবে ব্রহ্মলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া ভগবানের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং উত্তরীয় একাংশে স্থাপন করিয়া দক্ষিণ জানুমণ্ডলে ভূমি স্পর্শ করিয়া এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবানকে কহিলেন :

"প্রভু তথাগত, আপনি ধর্ম উপদেশ করুন; সুগত, আপনি ধর্ম উপদেশ করুন। স্বল্পরজ জাতীয় জীব আছে, যাহারা ধর্ম শ্রবণ করিতে না পারিলে অধঃপতিত হইবে। ধর্মের রসগ্রাহী শ্রোতা অবশ্যই মিলিবে।" [ব্রহ্মা সহম্পতি এইভাবে তিনবার যাচঞা করিলেন, ভগবান তিনবার প্রত্যাখ্যান

১। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ এই পঞ্চকামভোগে রমিত, নিরত এবং প্রমুদিত।

২। 'সরাসরে লোপং' সূত্রানুসারে সো+অহং স্থলে স্বরবর্ণ পরে থাকাতে পূর্বস্বর লোপ পাইয়া 'সহং' হইয়াছে। পতি শব্দের অর্থ স্বামী।

করিলেন] ব্রহ্মা সহম্পতি পুনঃ ইহা বলিলেন। ইহা বলিয়া অতঃপর গাথায় প্রকাশ করিলেন :

"উদিত মগধে পূর্বে ধরম সমল,
নহে সুচিন্তিত তাহা, শুদ্ধ নিরমল।
উদ্ঘাটিত এবে জান অমৃতের দ্বার,
জন্ম-জরা-মৃত্যু হ'তে করিতে উদ্ধার।
সমুদিত ধর্ম হেথা শুদ্ধ সুবিমল,
সুচিন্তিত, শুন তাহা, শুভ্র নিরমল।
শৈলে স্থিত যথা কেহ দেখে জনতারে—
পর্বত-শিখর হ'তে নিম্নে চারি ধারে—
সেইরূপ, হে সুমেধ! করি আরোহণ
ধর্মময় প্রাসাদেতে কর বিলোকন
সর্বদর্শী! বীতশোক! শোকাকুল জনে
হের তুমি, চারিধারে রয়েছে কেমনে।
জন্ম-জরা-অভিভূত করিছে ক্রন্দন,
অজাতে অজরে তুমি পেয়েছ দর্শন।
উঠ বীর! জয়ী তুমি, বিজিত সংগ্রাম,
ঋণহীন সার্থবাহ তুমি গুণধাম।
বিচরণ কর লোকে তুমি ভগবান,
উপদেশ কর ধর্ম তব সুমহান,
অবশ্য মিলিবে শ্রোতা বহু জ্ঞানবান,
বুঝিতে পারিবে ধর্ম, হ'বে আগুয়ান।"

অনন্তর ভগবান ব্রহ্মার মনোভাব বিদিত হইয়া সর্বসত্ত্বের প্রতি কারুণ্যবশত বুদ্ধনেত্রে বিশ্ব বিলোকন করিতে গিয়া দেখিতে পারিলেন জীবের মধ্যে কেহ কেহ স্বল্পরজ, কেহ কেহ মহারজ, কেহ বা তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়, কেহ বা মৃদু-ইন্দ্রিয়, কেহ বা সুআকারবিশিষ্ট, কেহ বা কদাকার, কেহ বা সুবোধ, কেহ বা অবোধ, কেহ কেহ পরলোক ও পাপভয়দর্শী হইয়া অবস্থান করিতেছে, কেহ বা পরলোক ও পাপভয়দর্শী হইয়া অবস্থান করিতেছে না। যেমন উৎপল, পদ্ম অথবা পুণ্ডরীকের মধ্যে কোনো কোনো উৎপল, পদ্ম অথবা পুণ্ডরীক জলে উৎপন্ন হইয়া, জলে সংবর্ধিত হইয়া, জলাভ্যন্তরেই পোষিত হয়; কোনো কোনোটি জলে উৎপন্ন ও সংবর্ধিত হইয়া জলসীমায় স্থিত থাকে; আবার কোনো কোনোটি জলে উৎপন্ন ও সংবর্ধিত হইয়া, জল

হইতে অভ্যুত্থিত হইয়া, জলের সহিত লিপ্ত না হইয়াই অবস্থিত থাকে, তেমনই ভাবে ভগবান বুদ্ধ বিশ্ব বিলোকন করিয়া দেখিতে পাইলেন : জীবগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বল্পরজ, কেহ কেহ মহারজ, কেহ বা তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়, কেহ বা মৃদু-ইন্দ্রিয়, কেহ বা সুআকারবিশিষ্ট, কেহ বা কদাকার, কেহ বা সুবোধ, কেহ বা অবোধ, কেহ কেহ পরলোক ও পাপভয়দর্শী হইয়া অবস্থান করিতেছে, কেহ বা পরলোক ও পাপভয়দর্শী নহে। তাহা দেখিয়া ভগবান 'সহম্পতি' ব্রহ্মাকে গাথাযোগে কহিলেন :

"উদ্ঘাটিত জান তবে অমৃতের দ্বার,
জন্ম-জরা-মৃত্যু হ'তে করিতে উদ্ধার।
শ্রোতা যারা, শুনিবারে ব্যাকুল যাহারা,
শ্রদ্ধা প্রকাশিয়া ধর্ম শুনুক তাহারা।
কষ্ট জানি করি নাই, ব্রহ্মা! অস্বীকার
প্রচারিতে ধর্ম যাহা অভ্যস্ত আমার,—
বিশ্বের মনুজ-মাঝে করিতে প্রচার,
ধর্ম সুপ্রণীত যাহা অমৃতের দ্বার।"

॥ ব্রহ্মার যাচঞা-কথা সমাপ্ত ॥ ৫

'ভগবান ধর্ম প্রচার করিবেন বলিয়া আমাকে সম্মতি দিতেছেন' জানিয়া ব্রহ্মা সহম্পতি ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

৬. ধর্মচক্র প্রবর্তন

ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "আমি সর্বপ্রথম কাহার নিকট এই ধর্ম উপদেশ করিব, কেই বা তাহা বুঝিতে পারিবে?" পরক্ষণে তাহার মনে হইল, "কেন আরাঢ়কালাম তো দক্ষ, মেধাবী, সুপণ্ডিত, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সাধনায় রত এবং তাহার স্বভাব নির্মল। অতএব আমি সর্বপ্রথম তাহারই নিকট ধর্ম উপদেশ করিব, তিনি নিশ্চয় তাহা সত্বর বুঝিতে পারিবেন।"

তখন নেপথ্যে জনৈক দেবতা ভগবানকে জানাইলেন, "প্রভো, সপ্তাহকাল হইল আরাঢ়কালাম দেহত্যাগ করিয়াছেন।" ভগবানেরও জ্ঞান-দর্শন উৎপন্ন হইল, "সপ্তাহ পূর্বে আরাঢ়কালাম দেহত্যাগ করিয়াছেন।" ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল, "আরাঢ়কালাম মহাজ্ঞানী ছিলেন বটে; যদি তিনি এই ধর্ম শ্রবণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি তাহা সত্বর বুঝিতে পারিতেন।"

অতঃপর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল, "আমি কাহার নিকট সর্বপ্রথম এই ধর্ম উপদেশ করিব, কে এই ধর্ম সত্বর বুঝিতে পারিবে?" তখন তাহার মনে হইল, "রুদ্রক রামপুত্র তো দক্ষ, মেধাবী, সুপণ্ডিত, দীর্ঘকাল সাধনায় রত এবং স্বভাবে নির্মল। অতএব আমি তাহারই নিকট সর্বপ্রথম ধর্ম উপদেশ করিব, তিনি এই ধর্ম সত্বর বুঝিতে পারিবেন।" তখন নেপথ্যে জনৈক দেবতা তাহাকে জানাইলেন, "প্রভো, গতরাতে রুদ্রক রামপুত্র কালগত হইয়াছেন।" ভগবানেরও জ্ঞান-দর্শন উৎপন্ন হইল, "সত্যই রুদ্রক রামপুত্র গতরাত্রে কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন।" তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল, "রুদ্রক রামপুত্র মহাজ্ঞানী ছিলেন। যদি তিনি এই ধর্ম শ্রবণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি ইহা সত্বর বুঝিতে পারিতেন।"

পুনরায় তাহার মনে হইল, "আমি কাহার নিকট সর্বপ্রথম ধর্ম উপদেশ করিব, কেই বা এই ধর্ম সত্বর বুঝিতে পারিবে?" তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ আমার বহু-উপকারী। যখন আমি সাধনা-তৎপর ছিলাম তখন তাহারা নিকটে উপস্থিত থাকিয়া আমার পরিচর্যা করিয়াছিল; আমি সর্বপ্রথম তাহাদের নিকট ধর্ম উপদেশ করিব।" অতঃপর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "এখন পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ কোথায় অবস্থান করিতেছে?" ভগবান দিব্যনেত্রে, বিশুদ্ধ ও লোকাতীত দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন যে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ বারাণসীর সন্নিধানে ঋষিপতন-মৃগদাবে অবস্থান করিতেছে।

ভগবান উরুবেলায় যথারুচি অবস্থান করিয়া বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উপক নামক আজীবক দেখিতে পাইল যে ভগবান দীর্ঘপথযাত্রী হইয়া গয়া ও বোধিদ্রুমের মধ্যবর্তী স্থানে উপনীত হইয়াছেন। ভগবানকে দেখিয়া উপক কহিল, "এই যে দেখিতেছি তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাম সুবিমল হইয়াছে, তোমার দেহকান্তি যে পরিশুদ্ধ এবং সুপরিষ্কৃত হইয়াছে! বন্ধো, তুমি কাহার উদ্দেশে প্রব্রজিত হইয়াছ? কে বা তোমার শাস্তা? কোন ধর্মেই বা তোমার রুচি?" তদুত্তরে ভগবান উপক আজীবককে গাথাযোগে সম্বোধন করিয়া কহিলেন :

"সকলের বিভূ আমি, সর্ববিদ হয়েছি এখন,
কোনো ধর্মে নহি লিপ্ত, ছিন্ন মম সকল বন্ধন।
সর্বঞ্জহ সর্বত্যাগী, তৃষ্ণাক্ষয়ে বিমুক্ত-মানস,
নিজ অভিজ্ঞায় যদি সিদ্ধ আমি পূরিত-মানস।
বল তবে আজীবক! কারে আমি করিব উদ্দেশ,

স্বয়ম্ভূ হইয়া নিজে গুরুরূপে করিব নির্দেশ?
আচার্য নাহিক মোর, নাহি গুরু, নাহি উপাধ্যায়,
সদৃশ যে কেহ নাই, প্রতিদ্বন্দ্বী মম এ ধরায়।
আব্রহ্মভূবন-মাঝে কোথা আছে হেন কোনো জন,
প্রতিযোগী, প্রতিদ্বন্দ্বী, যুঝিবারে লোকাতীত রণ!
অর্হৎ আমি যে বিশ্বে, আমি হই শাস্তা অনুত্তর,
সম্যকসম্বুদ্ধ আমি, শীতিভূত, নির্বৃত অন্তর।
ধর্মচক্র প্রবর্তিতে চলিয়াছি কাশীর নগর,
অন্ধবিশ্বে বাজাইয়া অমৃতদুন্দুভি নিরন্তর।"

"বন্ধো, তুমি যেভাবে তোমার পরিচয় দিতেছ তাহাতে তুমি কি অনন্তজিন হইবার যোগ্য?"

ভগবান বলিলেন :

"জিন যাঁরা জয়ী তাঁরা, জিত-অরি যাঁরা রিপুঞ্জয়,
মাদৃশ যে জিন তাঁরা, সিদ্ধ,—করি আসবের ক্ষয়।
আছে যত পাপধর্ম, সব আমি করিয়াছি জয়,
তাই তো, উপক! তোমা দিই আমি জিন-পরিচয়।"

ভগবান এ কথা বলিলে 'বন্ধো, তাহা হইবে' বলিয়া উপক আজীবক মাথা নাড়িয়া উন্মার্গ অবলম্বনে প্রস্থান করিল!

[স্থান : বারাণসী]

ভগবান ক্রমাগত পর্যটন করিতে করিতে বারাণসী-সন্নিধানে ঋষিপতন-মৃগদাবে উপনীত হইলেন যেখানে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ অবস্থান করিতেছিলেন। পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ দূর হইতেই দেখিতে পাইলেন যে ভগবান আসিতেছেন। তিনি আসিতেছেন দেখিয়া তাহারা পরস্পর পরস্পরকে সতর্ক করিয়া রাখিলেন, "এই যে দ্রব্যবহুল, সাধনাভ্রষ্ট, বাহুল্যে প্রবৃত্ত শ্রমণ গৌতম আসিতেছেন! তাহাকে অভিবাদন করা হইবে না, তাহার সম্মানার্থ গাত্রোত্থান করা হইবে না এবং তাহার সংবর্ধনা করিয়া তাহার হস্ত হইতে পাত্র-চীবর গ্রহণ করা হইবে না, কেবলমাত্র আসন প্রস্তুত করিয়া রাখা হইবে। যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে তাহাতে উপবেশন করিতে পারিবেন।"

কিন্তু যেইমাত্র ভগবান পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের নিকটবর্তী হইলেন তখন তাহারা কেহ স্ব স্ব প্রতিজ্ঞা বজায় রাখিতে সমর্থ হইলেন না। তাহারা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া, ভগবানের দিকে অগ্রসর হইয়া একজন তাহার পাত্র-চীবর গ্রহণ করিলেন, একজন আসন নির্দিষ্ট করিয়া রাখিলেন,

একজন পাদোদক, পাদপীঠ ও পিঁড়ি প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। ভগবান নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিয়া ভগবান পাদ প্রক্ষালন করিলেন। তখন পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ ভগবানকে স্বনামে বন্ধু সম্বোধন করিয়া তাহার সহিত দোসরভাবে আচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে কহিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, স্বনামে বন্ধু সম্বোধন করিয়া তথাগতের সহিত আচরণ করিও না। তিনি যে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ! হে ভিক্ষুগণ, অবহিত হও, অমৃত অধিগত হইয়াছে, আমি অনুশাসন প্রদান করিতেছি, ধর্ম উপদেশ করিতেছি। তোমরা যেভাবে উপদিষ্ট হইবে সেভাবে প্রতিপন্ন হইলে অচিরে যেইজন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হয়, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য-পরিসমাপ্তি দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) অভিজ্ঞাদ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে পারিবে।"

তদুত্তরে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ ভগবানকে বলিলেন, "সে কি গৌতম, তুমি সেই কঠোর বিহার, কঠোর পন্থা, সেই দুষ্করচর্যা দ্বারা অতীন্দ্রিয় ধর্ম লাভ করিতে পারিলে না, আর্যজ্ঞান দর্শন লাভত দূরের কথা; আর এখন দ্রব্যবহুল, সাধনাভ্রষ্ট এবং বাহুল্যে প্রবৃত্ত হইয়া তুমি কি বলিতে চাও যে তুমি আর্য জ্ঞানদর্শন সহ অতীন্দ্রিয় ধর্ম আয়ত্ত করিতে পারিবে?" তদুত্তরে ভগবান কহিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তথাগত দ্রব্যবহুল, সাধনাভ্রষ্ট এবং বাহুল্যে প্রবৃত্ত নহেন, তিনি যে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ। তোমরা অবহিত হও, অমৃত অধিগত হইয়াছে, আমি অনুশাসন প্রদান করিতেছি, ধর্মোপদেশ দিতেছি। তোমরা যেভাবে উপদিষ্ট হইবে সেভাবে প্রতিপন্ন হইলে অচিরে যেইজন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হয় সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য-পরিসমাপ্তি দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞাদ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে পারিবে।"

পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার একই উক্তি করিলে ভগবান তাহাদিগকে কহিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি জান যে আমি পূর্বে নিজ সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলিয়াছি?"

"না, প্রভু, আপনি বলেন নাই।"

"হে ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, তোমরা অবহিত হও, অমৃত অধিগত হইয়াছে, আমি অনুশাসন প্রদান করিতেছি, ধর্ম উপদেশ দিতেছি। তোমরা যেভাবে উপদিষ্ট হইবে সেভাবে প্রতিপন্ন হইলে অচিরে যেইজন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হয় সেই

অনুত্তর ব্রহ্মচর্য-পরিসমাপ্তি দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞাদ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে পারিবে।”

ইহাতে ভগবান পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে বিষয়টি জানাইতে সমর্থ হইলেন। পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ ভগবানের উপদেশ শ্রবণেচ্ছু হইলেন, অবহিত হইলেন এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য চিত্ত উপস্থাপিত করিলেন।

ভগবান পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “হে ভিক্ষুগণ, প্রব্রজিত এই দুই-অন্ত অনুশীলন করিবে না—প্রথম, কামে কামসুখোদ্রেকের প্রতি আনুরক্তি যাহা হীন, গ্রাম্য, ইতরসাধারণের সেব্য, অনার্যজনোচিত ও অনর্থযুক্ত; দ্বিতীয়, আত্মনিগ্রহে আনুরক্তি যাহা দুঃখদায়ক, অনুৎকৃষ্ট ও অনর্থযুক্ত। হে ভিক্ষুগণ, এই দুই অন্তের অনুগামী না হইয়া তথাগত মধ্যম প্রতিপদ (মধ্যপন্থা) অভিসম্বোধিজ্ঞানে লাভ করিয়াছেন যাহা চক্ষুকরণী ও জ্ঞানকরণী এবং যাহা উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের অভিমুখে সংবর্তিত হয়। সেই মধ্যম প্রতিপদ কি, যাহা তথাগত অভিসম্বোধিজ্ঞানে লাভ করিয়াছেন, যাহা চক্ষুকরণী, জ্ঞানকরণী এবং যাহা উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ অভিমুখে সংবর্তিত হয়?[১] আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই সেই মধ্যম প্রতিপদ। অষ্টাঙ্গ যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই সেই মধ্যম প্রতিপদ যাহা তথাগত অভিসম্বোধিজ্ঞানে লাভ করিয়াছেন, যাহা চক্ষুকরণী, জ্ঞানকরণী এবং যাহা উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ অভিমুখে সংবর্তিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, জন্মদুঃখ, জরাদুঃখ, ব্যাধিদুঃখ, মরণদুঃখ, অপ্রিয়সংযোগ-দুঃখ, প্রিয়বিয়োগ-দুঃখ, ইপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি-দুঃখ। সংক্ষেপে পঞ্চ-উপাদান-স্কন্ধই দুঃখ। ইহাই ‘দুঃখ’ আর্য সত্য।

হে ভিক্ষুগণ, পুনর্ভব-সাধিকা নন্দিরাগ-সহগতা এবং তত্র-তত্র-গমনাভিলাষিণী এই যে তৃষ্ণা—কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা—ইহাই ‘দুঃখসমুদয়’ আর্যসত্য।

হে ভিক্ষুগণ, যাহা নিঃশেষে সেই তৃষ্ণার বিরাগ, সেই তৃষ্ণার নিরোধ, ত্যাগ ও বিসর্জন এবং তাহা হইতে অনালয়-মুক্তি—তাহাই ‘দুঃখনিরোধ’ আর্যসত্য।

হে ভিক্ষুগণ, আর্যাষ্টাঙ্গিক মার্গই ‘দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদ’ আর্যসত্য।

---

[১]। পরিচালিত করে।

অষ্টাঙ্গ যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি।

হে ভিক্ষুগণ, অশ্রুতপূর্ব ধর্মে 'ইহা দুঃখ আর্যসত্য'—আমার এইরূপ সুদৃষ্টি উৎপন্ন হয়, এইরূপে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও জ্ঞানালোক উৎপন্ন হয়। সেই দুঃখ পরিজ্ঞেয় এবং আমা কর্তৃক তাহা পরিজ্ঞাত হইয়াছে, অশ্রুতপূর্ব ধর্মে আমার এই সুদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও জ্ঞানালোক উৎপন্ন হইয়াছে।

হে ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখসমুদয় আর্যসত্য'—অশ্রুতপূর্ব ধর্মে আমার এইরূপ সুদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও জ্ঞানালোক উৎপন্ন হইয়াছে। সেই দুঃখসমুদয় পরিত্যাজ্য এবং তাহা আমা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে, অশ্রুতপূর্ব ধর্মে আমার এই সুদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও জ্ঞানালোক উৎপন্ন হইয়াছে।

হে ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখনিরোধ আর্যসত্য'—অশ্রুতপূর্ব ধর্মে আমার এইরূপ সুদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও জ্ঞানালোক উৎপন্ন হইয়াছে। সেই দুঃখনিরোধ সাক্ষাৎকরণীয় এবং তাহা আমা কর্তৃক সাক্ষাৎকৃত হইয়াছে, অশ্রুতপূর্ব ধর্মে আমার এই সুদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও জ্ঞানালোক উৎপন্ন হইয়াছে।

হে ভিক্ষুগণ, 'ইহা দুঃখনিরোধগামী' প্রতিপদ আর্যসত্য,—অশ্রুতপূর্ব ধর্মে আমার এইরূপ সুদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও জ্ঞানালোক উৎপন্ন হইয়াছে। সেই দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদ বর্ধনীয় এবং তাহা আমা কর্তৃক বর্ধিত হইয়াছে, অশ্রুতপূর্ব ধর্মে আমার এই সুদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও জ্ঞানালোক উৎপন্ন হইয়াছে।

হে ভিক্ষুগণ, যদবধি এই চতুরার্যসত্যে এই ত্রিপরিবর্ত দ্বাদশাকারবিশিষ্ট যথার্থ জ্ঞানদর্শন সুবিশুদ্ধ হয় নাই তদবধি কী দেবলোকে, কী মারলোকে, কী ব্রহ্মলোকে, কী শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে অনুত্তর সম্যকসম্বোধি লাভ করিয়াছি বলিয়া প্রকাশ করি নাই।

হে ভিক্ষুগণ, যখন চতুরার্য সত্যে ত্রিপরিবর্ত (সত্যজ্ঞান, কৃত্যজ্ঞান, কৃতজ্ঞান) দ্বাদশাকারবিশিষ্ট যথার্থ জ্ঞান সুবিশুদ্ধ হয় তখনই আমি দেবলোকে, মারলোকে, ব্রহ্মলোকে, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে অনুত্তর সম্যকসম্বোধি লাভ করিয়াছি বলিয়া প্রকাশ করি। তখন আমার এইরূপ জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয় : 'আমার বিমুক্তি অচলা, এই আমার শেষ জন্ম, এখন আর পুনর্জন্মের সম্ভাবনা নাই।'

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন। এই বিবৃতি প্রদানকালে আয়ুষ্মান কৌণ্ডিণ্যের বিরজ বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হয় : 'যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী (উৎপত্তিশীল) তৎসমস্তই নিরোধধর্মী (বিনাশশীল)।' পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ ভগবানের বাক্য সাদরে অনুমোদন করিলেন।

ভগবান কর্তৃক ধর্মচক্র প্রবর্তিত হইলে ভৌম্য (পৃথিবীস্থ) দেবগণ ঘোষণা করিলেন, "বারাণসীর উপকণ্ঠে ঋষিপতন-মৃগদাবে ভগবান যেই অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, দেব, মার কিংবা ব্রহ্মা, অথবা জগতে অপর কাহারও দ্বারা প্রতিহত হইতে পারে না।"

ভৌম্য দেবগণের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া চতুর্মহারাজিক দেবগণ, চতুর্মহারাজিক দেবগণের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ, ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া যাম দেবগণ, যাম দেবগণের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া তুষিত দেবগণ, তুষিত দেবগণের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া নির্মাণরতি দেবগণ, নির্মাণরতি দেবগণের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া পরনির্মিতবশবর্তী দেবগণ এবং পরনির্মিতবশবর্তী দেবগণের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মকায়িক দেবগণ একইরূপ ঘোষণা করিলেন।

এইরূপে সেই ক্ষণে সেই মুহূর্তে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত ঘোষণা অভ্যুত্থিত হইল, দশসহস্র চক্রবাল কম্পিত, সঙ্কম্পিত এবং সংবেপথমান হইল, জগতে দেবগণের দেবমহিমা, অতিক্রম করিয়া অপরিমিত উদার (বিপুল) দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হইল।

তখন ভগবান উদাত্তস্বরে ব্যক্ত করিলেন, "কৌণ্ডিণ্য সত্য জ্ঞাত হইয়াছে, কৌণ্ডিণ্য সত্য জ্ঞাত হইয়াছে!" এই হেতু আয়ুষ্মান কৌণ্ডিণ্য "জ্ঞাতকৌণ্ডিণ্য" নামে অভিহিত হইলেন।

৭. পঞ্চবর্গীয়ের দীক্ষা লাভ

তখন আয়ুষ্মান জ্ঞাতকৌণ্ডিণ্য ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম বিদিত হইয়া, ধর্মে প্রবিষ্ট হইয়া এবং সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া, আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, আমি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিব।"

ভগবান বলিলেন, "হে ভিক্ষু, এস; সু-আখ্যাত ধর্ম, ব্রহ্মচর্য আচরণ কর সম্যকভাবে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।" তাহাতেই আয়ুষ্মান কৌণ্ডিণ্যের উপসম্পদা লাভ হইল।

অতঃপর ভগবান অবশিষ্ট ভিক্ষুদিগকে ধর্ম উপদেশ ও ধর্মের অনুশাসন প্রদান করিলেন। ভগবান ধর্মপ্রসঙ্গে উপদেশ ও অনুশাসন প্রদান করিলে আয়ুষ্মান বাস্প ও আয়ুষ্মান ভদ্রিয়ের বিরজ ও বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল; 'যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।' তাহারা ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম বিদিত হইয়া, ধর্মে প্রবিষ্ট হইয়া এবং সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া, শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, আমরা ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিব।"

ভগবান বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, এস; সু-আখ্যাত ধর্ম, ব্রহ্মচর্য আচরণ কর সম্যকভাবে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।" তাহাতেই আয়ুষ্মান বাস্প ও আয়ুষ্মান ভদ্রিয়ের উপসম্পদা লাভ হইল।

ভগবান ভিক্ষুদের আহরিত ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া অবশিষ্ট ভিক্ষুদিগকে ধর্ম উপদেশ ও ধর্মের অনুশাসন প্রদান করিলেন। তিন ভিক্ষু ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, তাহাতে ছয়জন দিন যাপন করিতেন। ভগবান ধর্মপ্রসঙ্গে উপদেশ ও অনুশাসন প্রদান করিলে আয়ুষ্মান মহানাম ও আয়ুষ্মান অশ্বজিতের বিরজ ও বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল; 'যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।' তাহারা ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম বিদিত হইয়া, ধর্মে প্রবিষ্ট হইয়া এবং সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া, শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, আমরা ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিব।"

ভগবান বলিলেন, ভিক্ষুগণ, এস; সু-আখ্যাত ধর্ম, ব্রহ্মচর্য পালন কর সম্যকপ্রকারে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।" তাহাতেই আয়ুষ্মান মহানাম ও আয়ুষ্মান অশ্বজিতের উপসম্পদা লাভ হইল।

অতঃপর ভগবান পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, রূপ অনাত্মা, আত্মা নহে। যদি রূপ আত্মা হইত তবে তাহা পীড়ার কারণ হইত না এবং রূপে এইরূপ অধিকার লাভ করা যাইত—'আমার রূপ এইরূপ হউক', 'আমার রূপ এইরূপ না হউক।' যেহেতু রূপ আত্মা নহে তদ্ধেতু রূপ পীড়ার কারণ হইয়া থাকে এবং 'আমার রূপ এইরূপ হউক', 'এইরূপ না হউক' এই অধিকার লাভ হয় না।"

বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ।

"হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে কর—রূপ নিত্য কিংবা অনিত্য?"

"অনিত্য।"

"যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ কিংবা সুখ?"

"দুঃখ।"

"যাহা অনিত্য ও বিপরিণামী (পরিবর্তনশীল) তাহা কি তোমরা এইরূপ দেখিতে পার—'ইহা আমার', 'ইহা আমি', 'ইহাই আমার আত্মা' (নিজস্ব বস্তু)?"

"না, প্রভু, আমরা সেরূপ দেখিতে পারি না।"

বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ।

"হে ভিক্ষুগণ, তদ্ধেতু যাহা কিছু রূপ (রূপ নামধেয়) অতীত, অনাগত, প্রত্যুৎপন্ন বা আসন্ন, অধ্যাত্ম অথবা বাহ্য, স্থূল অথবা সূক্ষ্ম, হীন কিংবা উৎকৃষ্ট, যাহা দূরে অথবা যাহা নিকটে, এই যে সর্বরূপ তাহা আমার নহে, তাহা আমি নহি, তাহা আমার আত্মা নহে—বিষয়টি এইরূপে যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দেখিতে হইবে।"

বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ।

এইরূপে বিষয়টি দেখিলে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপে নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, সংজ্ঞায় নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, সংস্কারে নির্বেদ প্রাপ্ত হয় এবং বিজ্ঞানে নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, নির্বেদহেতু বীতরাগ হয়, বিরাগহেতু বিমুক্ত হয়, বিমুক্ত হইলে 'বিমুক্ত হইয়াছি' বলিয়া জ্ঞান হয়, 'জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে', ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে', 'করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে,' অতঃপর 'অত্র পুনরাগমন হইবে না' বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারে।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন।

এই বিবৃতি উচ্চারিত হইলে অনাসক্তিহেতু পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের চিত্ত আসব হইতে বিমুক্ত হইল।

সেই সময়ে জগতে মাত্র ছয়জন অর্হৎ হইয়াছিলেন।

॥ প্রথম ভণিতা সমাপ্ত ॥

৮. যশের প্রব্রজ্যা

সেই সময় বারাণসীতে যশ নামে উচ্চকুল-জাত সুকুমার শ্রেষ্ঠীপুত্র ছিলেন। তাহার তিনটি প্রাসাদ ছিল, একটি হেমন্তের উপযোগী, একটি গ্রীষ্মের উপযোগী, একটি বর্ষার উপযোগী। তিনি বর্ষার উপযোগী প্রাসাদে বর্ষার চারি মাস নিষ্পুরুষতূর্যে (নটী প্রভৃতি দ্বারা) পরিসেবিত হইয়া কখনো প্রাসাদ হইতে নিম্নে অবতরণ করিতেন না। তিনি একদিন পঞ্চকামগুণে

সমর্পিত, সমঙ্গীভূত (তন্ময়) এবং নারী-পরিসেবিত হইয়া সকলের পূর্বেই নিদ্রিত হইলেন। পরিজনগণও পরে নিদ্রিত হইল। সর্বরাত্রি তৈলপ্রদীপ জ্বলিতেছিল। অনন্তর কুলপুত্র যশ সকলের পূর্বে জাগিয়া দেখিতে পাইলেন যে তাহার পরিজনগণ নিদ্রা যাইতেছে : কাহারও কক্ষে বীণা, কাহারও কক্ষে মৃদঙ্গ, কাহারও কক্ষে 'আলম্বর'[১], কাহারও বিকীর্ণ কেশ, কাহারও মুখে লালা নিঃসৃত, কেহ বা প্রলাপ বকিতেছে, মনে হইল যেন হাতের কাছে শ্মশান। তাহা দেখিয়া পাপে আদীনব প্রাদুর্ভূত হইল এবং নির্বেদে চিত্ত সংস্থিত হইল। তখন কুলপুত্র যশ এই উদান (ভাবোক্তি) ব্যক্ত করিলেন, "এই যে বড় উপদ্রব! এই যে বড় উৎপাত!!"

কুলপুত্র যশ স্বর্ণপাদুকা পরিয়া গৃহদ্বারে আসিলেন, অদৃশ্যভাবে অমনুষ্যগণ (দেবগণ) দ্বারমুক্ত করিয়া দিলেন, যাহাতে আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইবার পক্ষে কেহ কুলপুত্র যশের অন্তরায় ঘটাইতে না পারে। অনন্তর কুলপুত্র যশ নগরদ্বারে উপনীত হইলেন, অমনুষ্যগণ সেইস্থানেও দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন, যাহাতে কেহ কুলপুত্র যশের প্রব্রজিত হইবার পথে অন্তরায় ঘটাইতে না পারে। কুলপুত্র যশ ঋষিপতন-মৃগদাবে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে ভগবান রাত্রি শেষে, অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া উন্মুক্ত স্থানে পাদচারণ করিতেছিলেন। তিনি দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে কুলপুত্র যশ তাহার দিকে আসিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া চঙ্ক্রম (পাদচারণ) হইতে নামিয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। কুলপুত্র যশ ভগবানের অদূরে থাকিয়া এই উদান (খেদোক্তি) ব্যক্ত করিলেন, 'এই যে বড় উপদ্রব, এই যে বড় উৎপাত!!'

ভগবান কহিলেন, "যশ, এইস্থান যে উপদ্রবরহিত ও উৎপাতশূন্য। এস যশ, তুমি বস, আমি তোমাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিব।" 'এইস্থান উপদ্রবরহিত ও উৎপাতশূন্য' ইহা শুনিয়া কুলপুত্র যশ হৃষ্ট ও উদগ্রচিত্ত (প্রফুল্ল) হইয়া স্বর্ণপাদুকা খুলিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট কুলপুত্র যশের নিকট ভগবান আনুপূর্বিক ধর্মকথা বলিতে লাগিলেন; যথা : দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। ভগবান কামের আদীনব (উপদ্রব), অবকার (জঞ্জাল) ও সংক্লেশ (মালিন্য) এবং নৈষ্ক্রম্যের আনিশংস (প্রত্যাশিত সুখদ ফল) প্রকাশ করিলেন। যখনই ভগবান জানিতে

---

[১]। বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

পারিলেন যে যশের চিত্ত কল্য (সুস্থ), মৃদু, নীবরণমুক্ত, উদগ্র (প্রফুল্ল) ও প্রসন্ন হইয়াছে, তখন তিনি বুদ্ধগণের সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্মদেশনা অভিব্যক্ত করিলেন; যথা : দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ ও দুঃখনিরোধের উপায়। যেমন শুদ্ধ ও কালিমারহিত বস্ত্র সম্যকভাবে রং প্রতিগ্রহণ করে, তেমনই ভাবে কুলপুত্র যশের সেই আসনে বিরজ, বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল : 'যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।'

৯. যশের পিতার দীক্ষা

কুলপুত্র যশের মাতা প্রাসাদে আরোহণ করিয়া যশকে দেখিতে না পাইয়া গৃহপতির নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, "গৃহপতি, তোমার পুত্র যশকে তো দেখিতেছি না!"

শ্রেষ্ঠী চতুর্দিকে অশ্বারোহী দূত পাঠাইয়া স্বয়ং ঋষিপতন-মৃগদাবে গমন করিলেন। তিনি স্বর্ণপাদুকার চিহ্ন দেখিতে পাইলেন; চিহ্ন দেখিয়া উহারই অনুগমন করিলেন। ভগবান দূর হইতেই দেখিতে পাইলেন শ্রেষ্ঠী তাহার দিকে আসিতেছেন; তিনি আসিতেছেন দেখিয়া ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল, 'আমি এমন এক ঋদ্ধিমায়া উৎপাদন করিব যাহাতে শ্রেষ্ঠী এইস্থানে উপবিষ্ট হইয়া এইস্থানে উপবিষ্ট কুলপুত্র যশকে দেখিতে পাইবেন না।' এই ভাবিয়া ভগবান সেইরূপ ঋদ্ধিমায়া সৃষ্টি করিলেন।

শ্রেষ্ঠী ধীরপদে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, আপনি কুলপুত্র যশকে দেখিয়াছেন কি?"

"গৃহপতি, তাহা জানিতে চাহিলে আপনি উপবেশন করুন। উপবেশন করিয়া আপনি অল্প সময়ের মধ্যে এখানে উপবিষ্ট কুলপুত্র যশকে দেখিতে পাইবেন।" 'সেখানে উপবিষ্ট হইয়া, সেখানে উপবিষ্ট পুত্রকে দেখিতে পাইবেন' জানিয়া, শ্রেষ্ঠী হৃষ্ট এবং উদগ্রচিত্ত হইয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। ভগবান একান্তে উপবিষ্ট শ্রেষ্ঠীকে দান-কথা, শীল-কথা ক্রমে আনুপূর্বিক ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন।... শ্রেষ্ঠী গৃহপতি শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, অতি সুন্দর, অতি মনোহর! যেমন কেহ উল্টানকে সোজা করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ প্রদর্শন করে, অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তুসমূহ) দেখিতে পায়, তেমনই ভাবে ভগবান বহু পর্যায়ে (বিবিধ উপায়ে) ধর্ম প্রকাশিত করিলেন। প্রভো, আমি ভগবানের শরণাগত হইতেছি,

ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হইতেছি, আজ হইতে আমরণ শরণাগত আমাকে উপাসকরূপে অবধারণ করুন।"

ইনিই জগতে সর্বপ্রথম 'ত্রিবাচিক'[১] উপাসক হইয়াছিলেন।

যখন ভগবান কুলপুত্র যশের পিতার নিকট ধর্মদেশনা করিতেছিলেন তখন যথাদৃষ্ট ও যথাবিদিত জ্ঞানভূমি পর্যবেক্ষণ করিবার ফলে কুলপুত্র যশের চিত্ত অনাসক্ত হইয়া আসব হইতে বিমুক্ত হইল। তখন ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "যখন আমি কুলপুত্র যশের পিতার নিকট ধর্মদেশনা করিতেছিলাম, তখন যথাদৃষ্ট এবং যথাবিদিত জ্ঞানভূমি পর্যবেক্ষণ করিবার ফলে যশের চিত্ত অনাসক্ত হইয়া আসব হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। এখন কুলপুত্র যশের পক্ষে হীনস্তরে আবর্তিত হইয়া, পূর্বের ন্যায় আগারভুক্ত থাকিয়া কাম উপভোগ করা সম্ভব নহে। অতএব আমি এখন সেই ঋদ্ধিমায়া স্থগিত করিব।" এই ভাবিয়া ভগবান সেই ঋদ্ধিমায়া স্থগিত করিলেন।

শ্রেষ্ঠী গৃহপতি সেইস্থানে উপবিষ্ট পুত্রকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইয়া তিনি কুলপুত্র যশকে কহিলেন, "বৎস, তোমার মাতা শোকাকুলা হইয়া তোমার জন্য বিলাপ করিতেছে, তুমি তোমার মাতার জীবন দান কর!" তখন যশ ভগবানের মুখপানে চাহিলেন। ভগবান শ্রেষ্ঠীকে কহিলেন, "গৃহপতি, কুলপুত্র যশ শৈক্ষ্যের (শিশিক্ষুর) জ্ঞানে, শৈক্ষ্যের দর্শনে ধর্ম দর্শন করিয়াছে, যেমন স্বয়ং তাহা আপনি দর্শন করিয়াছেন। যথাদৃষ্ট ও যথাবিদিত জ্ঞানভূমি দর্শন করিবার ফলে তাহার চিত্ত অনাসক্ত হইয়া আসব হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। আপনি কি মনে করেন যে, আর তাহার পক্ষে হীনস্তরে আবর্তিত হইয়া, পূর্বের ন্যায় আগারভুক্ত থাকিয়া কাম উপভোগ করা সম্ভব?" "না, প্রভু। তাহা আর সম্ভব নহে।"

"গৃহপতি, কুলপুত্র যশ শৈক্ষ্যের জ্ঞানে, শৈক্ষ্যের দর্শনে ধর্ম দর্শন করিয়াছে, যেমন স্বয়ং তাহা আপনি দর্শন করিয়াছেন। যথাদৃষ্ট ও যথাবিদিত জ্ঞানভূমি দর্শন করিবার ফলে তাহার চিত্ত অনাসক্ত হইয়া আসব হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। এখন তাহার পক্ষে হীনস্তরে আবর্তিত হইয়া, পূর্বের ন্যায় আগারভুক্ত থাকিয়া কাম উপভোগ করা সম্ভব নহে।"

"প্রভো, কুলপুত্র যশের পক্ষে মহালাভ, সুলব্ধ সৌভাগ্য যে, তাহার চিত্ত অনাসক্ত হইয়া আসব হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। প্রভো, কুলপুত্র যশকে আপনার অনুগামী শ্রমণরূপে অদ্যই লইয়া আমার গৃহে অন্ন ভোজন করিতে

---

[১]। বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘের শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সম্মত হউন।” ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

অতঃপর শ্রেষ্ঠী ভগবান সম্মত হইয়াছেন জানিয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাহাকে পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্বে রাখিয়া ধীরপদে প্রস্থান করিলেন। শ্রেষ্ঠী প্রস্থান করিলে অনতিবিলম্বে কুলপুত্র যশ ভগবানকে কহিলেন, “প্রভো, আমি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে পারিব কি?”

ভগবান কহিলেন, “তবে এস ভিক্ষু, ধর্ম সু-আখ্যাত, ব্রহ্মচর্য আচরণ কর সম্যকভাবে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।”

তাহাই আয়ুষ্মান যশের উপসম্পদার পক্ষে যথেষ্ট হইল। সেই সময় (তখন পর্যন্ত) জগতে মাত্র সাত জন অর্হৎ হইয়াছিলেন।

॥ যশের প্রব্রজ্যা সমাপ্ত ॥

১০. যশের চারি গৃহী সহায়ের প্রব্রজ্যা

ভগবান পূর্বাহ্নে বহির্গমনবাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া, যশকে অনুগামী শ্রমণরূপে লইয়া গৃহপতির গৃহে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান যশের মাতা এবং পূর্ব সম্বন্ধে তাহার বিবাহিতা পত্নী ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। ভগবান তাহাদের নিকট আনুপূর্বিক ধর্মকথা বলিতে লাগিলেন; যথা : দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। ভগবান কামের আদীনব (উপদ্রব), অবকার (জঞ্জাল) ও সংক্লেশ (মালিন্য) এবং নৈষ্ক্রম্যের আনিশংস (প্রত্যাশিত সুখদ ফল) প্রকাশ করিলেন। যখনই ভগবান জানিতে পারিলেন যে, তাহাদের চিত্ত কল্য (সুস্থ), মৃদু, নীবরণমুক্ত, উদগ্র ও প্রসন্ন হইয়াছে, তখন তিনি বুদ্ধগণের সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্মদেশনা অভিব্যক্ত করিলেন; যথা : দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ ও দুঃখনিরোধের উপায়। যেমন শুদ্ধ ও কালিমারহিত বস্ত্র সম্যকভাবে রং প্রতিগ্রহণ করে, তেমনই তাহাদের সেই আসনে বিরজ, বিমল ধর্ম-চক্ষু উৎপন্ন হইল : ‘যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।’ তাহারা ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম বিদিত হইয়া, ধর্মে প্রবিষ্ট হইয়া, সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া এবং শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন, “প্রভো, অতি সুন্দর! অতি মনোহর! যেমন কেহ উল্টানকে সোজা করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ প্রদর্শন করে, অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাহাতে

চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তুসমূহ) দেখিতে পায়; তেমনভাবে ভগবান বহু পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত করিলেন। প্রভো, আমরা ভগবানের শরণাগতা হইতেছি, ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘের শরণাগতা হইতেছি, আজ হইতে আমরণ আমাদিগকে উপাসিকারূপে অবধারণ করুন।"[১] তাহারাই সর্বপ্রথম 'ত্রিবাচিকা' উপাসিকা হইয়াছিলেন।

আয়ুষ্মান যশের মাতা, পিতা এবং পূর্ব সম্বন্ধে বিবাহিতা পত্নী ভগবান ও আয়ুষ্মান যশকে স্বহস্তে, আরও দিতে সম্পূর্ণরূপে বারণ না করা পর্যন্ত, খাদ্য-ভোজ্য দানে সন্তৃপ্ত করিলেন। ভুক্তাবসানে যখন ভগবান ভোজন-পাত্র হইতে হস্ত অপসারিত করিলেন, তখন তাহারা সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান যশের মাতা, পিতা এবং পূর্ব সম্বন্ধে তাহার বিবাহিতা পত্নীকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ করিয়া, সন্দৃপ্ত করিয়া, সমুত্তেজিত করিয়া এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

বারাণসীর শ্রেষ্ঠী ও অনুশ্রেষ্ঠীকুলের সন্তান বিমল, সুবাহু, পূর্ণজিৎ ও গবম্পতি—আয়ুষ্মান যশের এই চারিজন গৃহী সহায় শুনিতে পাইলেন যে, কুলপুত্র যশ কেশশ্মশ্রু মুণ্ডিত করিয়া, কষায়বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া তাহাদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : সেই ধর্মবিনয় এবং সেই প্রব্রজ্যা অবর (নগণ্য) হইতে পারে না যাহাতে কুলপুত্র যশ কেশশ্মশ্রু মুণ্ডিত করিয়া এবং কষায়বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছেন। তাহারা আয়ুষ্মান যশের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান যশকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। আয়ুষ্মান যশ তাহাদিগকে লইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া আয়ুষ্মান যশ ভগবানকে কহিলেন, "ইহারা, বিমল, সুবাহু, পূর্ণজিৎ ও গবম্পতি, আমার চারিজন গৃহী সহায়, যাহারা বারাণসীর শ্রেষ্ঠী ও অনুশ্রেষ্ঠী কুলের সন্তান। ভগবান ইহাদিগকে উপদেশ ও অনুশাসন প্রদান করুন।" ভগবান তাহাদের নিকট আনুপূর্বিক ধর্মকথা বলিতে লাগিলেন; যথা : দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। ভগবান কামের আদীনব, অবকার ও সংক্লেশ এবং নৈষ্ক্রম্যের আনিশংস প্রকাশ করিলেন। যখনই ভগবান জানিতে পারিলেন যে, তাহাদের

---

[১]। নারীজাতির মধ্যে ইঁহারাই সর্বপ্রথম বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘের শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চিত্ত কল্য, মৃদু, নীবরণমুক্ত, উদগ্র ও প্রসন্ন হইয়াছে, তখন তিনি বুদ্ধগণের সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্মদেশনা অভিব্যক্ত করিলেন; যথা : দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ ও দুঃখনিরোধের উপায়। যেমন শুদ্ধ ও কালিমারহিত বস্ত্র সম্যকভাবে রং প্রতিগ্রহণ করে, তেমনই তাহাদের সেই আসনে বিরজ, বিমল ধর্ম-চক্ষু উৎপন্ন হইল : 'যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।' তাহারা ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম বিদিত হইয়া, ধর্মে প্রবিষ্ট হইয়া, সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া এবং শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, আমরা ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিব।"

ভগবান বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, এস; সু-আখ্যাত ধর্ম, ব্রহ্মচর্য পালন কর সম্যকভাবে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।" তাহাতেই সেই আয়ুষ্মানগণের উপসম্পদা লাভ হইল। অনন্তর ভগবান তাহাদিগকে ধর্মকথায় উপদেশ অনুশাসন প্রদান করিলেন। তাহারা ভগবান কর্তৃক ধর্মকথায় উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হইলে অনাসক্তিহেতু তাহাদের চিত্ত আসব হইতে বিমুক্ত হইল। সেই সময় (তখন পর্যন্ত) জগতে মাত্র এগারোজন অর্হৎ হইয়াছিলেন।

॥ যশের চারি গৃহী সহায়ের প্রব্রজ্যা সমাপ্ত ॥

১১. যশের অপর পঞ্চাশ গৃহী সহায়ের কথা

জনপদবাসী প্রাচীন ও অপ্রাচীন কুলের সন্তান আয়ুষ্মান যশের অপর পঞ্চাশজন গৃহী সহায় শুনিতে পাইলেন যে, কুলপুত্র যশ কেশশ্মশ্রু মুণ্ডিত করিয়া, কষায়বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া তাহাদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : সেই ধর্মবিনয় এবং প্রব্রজ্যা অবর হইতে পারে না যাহাতে কুলপুত্র যশ কেশশ্মশ্রু মুণ্ডিত করিয়া এবং কষায়বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছেন।... সেই সময় (তখন পর্যন্ত) জগতে মাত্র একষট্টি জন অর্হৎ হইয়াছিলেন।

অনন্তর ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, দিব্য এবং মানুষ সর্বপাশ হইতে আমি মুক্ত হইয়াছি, তোমরাও দিব্য এবং মানুষ সর্বপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছ। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা দিকে দিকে বিচরণ কর, বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, জগতের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য, দেবতা ও মনুষ্যের অর্থ-হিত-সুখের জন্য; কিন্তু দুইজন একপথে যাইও না। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা ধর্মদেশনা কর, যাহার আদিতে

কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং পর্যবসানে বা অন্তে কল্যাণ; এবং অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত, সমগ্র পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত কর। অল্পরজজাতীয় সত্ত্বগণ আছে যাহারা ধর্ম শ্রবণ করিতে না পারিলে পরিহীন হইবে, ধর্মের তত্ত্বজ্ঞাতা অবশ্যই মিলিবে। হে ভিক্ষুগণ, আমিও ধর্মদেশনার জন্য উরুবেলার সেনানীগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিব।”

॥ যশের অপর পঞ্চাশ গৃহী সহায়ের কথা সমাপ্ত ॥

১২. মার-কথা

তখন পাপাত্মা মার ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে সম্বোধন করিয়া গাথাযোগে বলিল :

“দিব্য ও মানুষ, ভবে আছে যত পাশ,
সর্বপাশে বদ্ধ তুমি বৃথা মুক্তি-আশ।
যে বন্ধনে বদ্ধ তুমি সে মহা বন্ধন,
আমা হতে মুক্ত তুমি হবে না শ্রমণ।”
“দিব্য ও মানুষ, ভবে আছে যত পাশ,
সর্বপাশ-মুক্ত আমি, ছিন্ন সর্ব পাশ।
সকল বন্ধন-মুক্ত, স্খলিত বন্ধন,
রে অন্তক! হত তুমি, নিহত এখন।”
“অন্তরীক্ষচর পাশ, করে মনে বিচরণ,
বাঁধিব তাহাতে, মুক্ত হবে না শ্রমণ।”
“রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শ যা’ পঞ্চম,
পঞ্চকামগুণ যাহা অতি মনোরম।
নাহি ছন্দ তাহে মম, বীতছন্দ মন,
রে অন্তক! হত তুমি, নিহত এখন।”

‘ভগবান দেখিতেছি আমাকে জানিতে পারিয়াছেন, সুগত দেখিতেছি আমাকে জানিতে পারিয়াছেন’, ইহা বুঝিতে পারিয়া মার দুঃখী ও দুর্মনা হইয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইল।

॥ মার-কথা সমাপ্ত ॥

১৩. ত্রিশরণ দানে উপসম্পদা-কথা

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ নানাদিক ও নানা-জনপদ হইতে প্রব্রজ্যাপ্রার্থী ও উপসম্পদা প্রার্থী বহুলোক আনিতেছিলেন, উদ্দেশ্য ভগবান স্বয়ং তাহাদিগকে

প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করিবেন। তাহাতে ভিক্ষুগণ নিজে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রব্রজ্যাপ্রার্থী ও উপসম্পদাপ্রার্থী ব্যক্তিগণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিলেন। একদিন ভগবান নির্জনে, ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার অবস্থায় তাহার চিত্তে এই পরিবিতর্ক উৎপন্ন হইল : "এখন ভিক্ষুগণ নানাদিক ও নানা-জনপদ হইতে প্রব্রজ্যাপ্রার্থী ও উপসম্পদাপ্রার্থী বহুলোক আনিতেছে; উদ্দেশ্য ভগবান স্বয়ং তাহাদিগকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করিবেন। তাহাতে ভিক্ষুগণ নিজে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রব্রজ্যাপ্রার্থী ও উপসম্পদাপ্রার্থী ব্যক্তিগণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। অতএব আমি ভিক্ষুদিগকে এই বলিয়া অনুজ্ঞা প্রদান করিব : "হে ভিক্ষুগণ, এখন হইতে যেই যেই দিকে যাও সেই সেই দিকে সেই সেই জনপদে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান কর।"

অনন্তর ভগবান সায়াহ্নে সমাধি হইতে উঠিয়া এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ধর্মকথা বলিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি নির্জনে ধ্যানমগ্ন থাকিবার সময় আমার চিত্তে এই পরিবিতর্ক উৎপন্ন হইয়াছিল—এখন ভিক্ষুগণ নানাদিক ও নানা-জনপদ হইতে প্রব্রজ্যাপ্রার্থী ও উপসম্পদাপ্রার্থী বহুলোক আনিতেছে, উদ্দেশ্য ভগবান স্বয়ং তাহাদিগকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করিবেন। তাহাতে ভিক্ষুগণ নিজে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রব্রজ্যাপ্রার্থী ও উপসম্পদাপ্রার্থী ব্যক্তিগণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। অতএব আমি ভিক্ষুদিগকে এই বলিয়া অনুজ্ঞা প্রদান করিব : হে ভিক্ষুগণ, এখন হইতে যেই যেই দিকে যাও সেই সেই দিকে সেই সেই জনপদে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান কর। হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি—"তোমরা এখন হইতে যেই যেই দিকে গমন কর সেই সেই দিকে সেই সেই জনপদে নিজেই প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান কর।" এইভাবেই প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করিতে হইবে। সর্বপ্রথমে কেশশ্মশ্রু মুণ্ডিত[১] করাইয়া, কষায়বস্ত্রে প্রার্থীকে আচ্ছাদিত করিয়া, একাংশ আবৃত

---

[১]। যদি উপযুক্ত এবং বিখ্যাত কুলপুত্র প্রব্রজ্যাপ্রার্থী হয় তাহা হইলে স্বীয় কার্য স্থগিত রাখিয়া স্বয়ং প্রব্রজ্যা দান করিতে হইবে। 'মৃত্তিকা লইয়া যাইয়া, স্নান করিয়া, কেশ ভিজাইয়া আইস' এইরূপ বলিয়া একাকী পাঠাইতে পারিবে না। প্রব্রজ্যার্থীগণ প্রথম প্রব্রজ্যার জন্য বড় উৎসাহিত হয় কিন্তু যখন কষায়বস্ত্র ও কেশমুণ্ডনের অস্ত্র দেখে তখন ভয়ে পলাইয়া যায়, এই হেতু উপাধ্যায়কে স্বয়ংই প্রব্রজ্যার্থীকে সঙ্গে লইয়া স্নানঘাটে যাইতে হইবে। প্রব্রজ্যার্থীর বয়স অত্যল্প না হইলে 'স্নান কর' বলিতে হইবে। তাহার কেশ নিজেই মৃত্তিকা মাখিয়া ধুইতে হইবে। অত্যল্পবয়স্ক বালককে স্বয়ং জলে নামিয়া গোময় ও মৃত্তিকা দ্বারা দেহ রগ্‌ড়াইয়া স্নান করাইতে হইবে। যদি তাহার নিকট খোস কিংবা পাঁচড়া

করিবার ভাবে উত্তরাসঙ্গ (উত্তরীয় বস্ত্র) পরিহিত করাইয়া, সমবেত ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করাইয়া, উৎকুটিক (পদাগ্রে ভার দিয়া) বসাইয়া, হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করাইয়া, তাহাকে বলিবে, "তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে বল—আমি বুদ্ধের শরণাগত হইতেছি, ধর্মের শরণাগত হইতেছি, সংঘের শরণাগত হইতেছি।" [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এইরূপ]। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি—"তোমরা এই ত্রিশরণ দ্বারা প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান কর।"

॥ ত্রিশরণ দানে উপসম্পদা-কথা সমাপ্ত ॥

১৪. ভদ্রবর্গীয় সহায়দের কথা

অনন্তর ভগবান বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, যোনিশ মনস্কার[১] ও সম্যকপ্রধান[২] দ্বারা আমি অনুত্তর বিমুক্তি লাভ করিয়াছি, অনুত্তর বিমুক্তি সাক্ষাৎকার (প্রত্যক্ষ) করিয়াছি। তোমরাও তদ্দ্বারা অনুত্তর বিমুক্তি লাভ কর, অনুত্তর বিমুক্তি সাক্ষাৎকার কর।"

তখন পাপাত্মা মার ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে সম্বোধন করিয়া গাথাযোগে বলিল :

"দিব্য ও মানুষ, ভবে আছে যত পাশ,
মারপাশে বদ্ধ তুমি, বৃথা মুক্তি-আশ।
যে বন্ধনে বদ্ধ তুমি সে মহা বন্ধন,
আমা হতে মুক্ত তুমি হবে না শ্রমণ।"<br>"দিব্য ও মানুষ, ভবে আছে যত পাশ,
মার-পাশমুক্ত আমি, ছিন্ন মারপাশ।
মারের বন্ধনমুক্ত, স্খলিত বন্ধন,
রে অন্তক! হত তুমি, নিহত এখন।"

'ভগবান দেখিতেছি আমাকে জানিতে পারিয়াছেন, সুগত দেখিতেছি আমাকে জানিতে পারিয়াছেন।' ইহা উপলব্ধি করিয়া পাপাত্মা মার দুঃখী ও

থাকে তাহা হইলে মাতার ন্যায় ঘৃণা না করিয়া উত্তমরূপে হস্তপদ ও মস্তকাদি সর্বাঙ্গ রগ্‌ড়াইয়া স্নান করাইতে হইবে। এইরূপ স্নেহ প্রদর্শনে কুলপুত্রগণ আচার্য, উপাধ্যায় এবং বুদ্ধশাসনের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়ে, গৃহীত্ব কামনা করে না। সম-পাসা।

[১]। জ্ঞানবশে অনিত্যাদিতে মনোনিবেশ করা;

[২]। সম্যক বীর্য।

দুর্মনা হইয়া তথা হইতে অন্তর্ধান করিল।

ভগবান বারাণসীতে যথারুচি অবস্থান করিয়া উরুবেলা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর ভগবান গমনমার্গ হইতে অবতরণ করিয়া এক বনখণ্ডে উপনীত হইলেন, উপনীত হইয়া ওই বনখণ্ডে প্রবেশ করিয়া এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। সেই সময়ে ত্রিশজন সহায় সস্ত্রীক সেই বনখণ্ডে প্রমোদবিহারে আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একজনের পত্নী ছিল না, তাহার জন্য এক বারাঙ্গনা আনীত হইয়াছিল। যখন তাহারা প্রমত্তভাবে প্রমোদবিহারে রত ছিলেন তখন ওই বারাঙ্গনা তাহাদের বস্ত্রভাণ্ড লইয়া পলায়ন করিল। তাহারা তাহাদের বন্ধুর সেবার জন্য ওই স্ত্রীলোকের অন্বেষণে বনখণ্ডে বিচরণ করিতে করিতে ভগবানকে এক বৃক্ষমূলে সমাসীন দেখিতে পাইলেন, দেখিতে পাইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে বলিলেন, "প্রভো, আপনি কি এই স্থানে কোনো স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইয়াছেন?"

"কুমারগণ, স্ত্রীলোকে তোমাদের কী প্রয়োজন?"

"প্রভো, আমরা ত্রিশজন ভদ্রবর্গীয় সহায় সস্ত্রীক এই বনখণ্ডে প্রমোদবিহারে আসিয়াছিলাম। আমাদের মধ্যে মাত্র একজনের পত্নী ছিল না, তাহার জন্য এক বারাঙ্গনা আনীত হইয়াছিল। যখন আমরা প্রমত্তভাবে প্রমোদে রত ছিলাম তখন সে আমাদের বস্ত্রভাণ্ড লইয়া পলায়ন করিয়াছে। আমরা বন্ধুর সেবার জন্য ওই স্ত্রীলোকের অন্বেষণে এই বনখণ্ডে বিচরণ করিতেছি।"

"কুমারগণ, তোমরা কি মনে কর—তোমাদের পক্ষে এই স্ত্রীলোক অন্বেষণ করা শ্রেয়স্কর কিংবা আত্মানুসন্ধান শ্রেয়স্কর?"

"প্রভো, যাহা আত্মানুসন্ধান তাহাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়।"

"কুমারগণ, তোমরা উপবেশন কর, আমি তোমাদের নিকট ধর্মোপদেশ প্রদান করিব।"

'যথা আজ্ঞা, প্রভু!' বলিয়া ভদ্রিয়বর্গীয় সহায়গণ ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন, ভগবান তাহাদের নিকট আনুপূর্বিক ধর্মকথা বলিতে লাগিলেন; যথা : দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। ভগবান কামের আদীনব, অবকার, সংক্লেশ এবং নৈষ্ক্রম্যের আনিশংস প্রকাশ করিলেন। যখনই ভগবান জানিতে পারিলেন যে, তাহাদের চিত্ত কল্য, মৃদু, নীবরণমুক্ত, উদগ্র ও প্রসন্ন হইয়াছে, তখন তিনি বুদ্ধগণের সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্মদেশনা অভিব্যক্ত করিলেন; যথা : দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ

ও দুঃখনিরোধের উপায়। যেমন শুদ্ধ ও কালিমারহিত বস্ত্র সম্যকভাবে রং প্রতিগ্রহণ করে, তেমনই তাহাদের সেই আসনে বিরজ, বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল—'যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।' তাহারা ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম বিদিত হইয়া, ধর্মে প্রবিষ্ট হইয়া এবং সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া, শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, আমরা ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিব।"

ভগবান কহিলেন, "ভিক্ষুগণ, এস, ধর্ম সু-আখ্যাত ধর্ম, ব্রহ্মচর্য আচরণ কর সম্যকভাবে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।" তাহাতেই সেই আয়ুষ্মানগণের উপসম্পদা লাভ হইল।

॥ ভদ্রবর্গীয় সহায়দের কথা সমাপ্ত ॥

॥ দ্বিতীয় ভণিতা সমাপ্ত ॥

[স্থান : উরুবেলা]

উরুবেলায় ঋদ্ধি প্রদর্শন

১৫. উরুবেল কাশ্যপ-কথা

ভগবান ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিতে করিতে যথাসময়ে উরুবেলায় উপনীত হইলেন। সেই সময়ে উরুবেলায় তিনজন জটিল বাস করিতেন। তাহাদের নাম—উরুবেল-কাশ্যপ, নদী-কাশ্যপ এবং গয়া-কাশ্যপ। তন্মধ্যে উরুবেল-কাশ্যপ পঞ্চশত জটিলের নায়ক, বিনায়ক, অগ্র, প্রমুখ ও প্রমুখ্য ছিলেন। নদীকাশ্যপ তিনশত জটিলের নায়ক, বিনায়ক, অগ্র, প্রমুখ ও প্রমুখ্য ছিলেন, এবং গয়া-কাশ্যপ দুইশত জটিলের নায়ক, বিনায়ক, অগ্র, প্রমুখ ও প্রমুখ্য ছিলেন। ভগবান জটিল উরুবেল-কাশ্যপের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া উরুবেল-কাশ্যপকে কহিলেন, "কাশ্যপ যদি তোমার অসুবিধা না হয় তবে আমি একরাত্রি তোমার অগ্ন্যাগারে (অগ্নিশালায়) বাস করিব।"

"মহাশ্রমণ, আমার কোনো অসুবিধা হইবে না; কিন্তু এই স্থানে এক প্রচণ্ড ঋদ্ধিমায়াসম্পন্ন আশীবিষ, ঘোরবিষ নাগরাজ বাস করে, সে যেন তোমাকে ব্যথিত না করে।" দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও ভগবান তাহাই জানাইলেন এবং উরুবেল-কাশ্যপও তাহাই উত্তর করিলেন। ভগবান কহিলেন, "নিশ্চয় নাগরাজ আমাকে ব্যথিত করিবে না; অতএব তুমি আমায় তোমার অগ্ন্যাগারে থাকিবার অনুমতি দাও।"

"মহাশ্রমণ, তুমি যথাসুখে থাক।"

১নং প্রতিহার্য (ঋদ্ধিক্রিয়া)—ভগবান জটিলের অগ্ন্যাগারে প্রবেশ করিয়া, তৃণাসন পাতিয়া উহাতে ঋজুকায়ে পরিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া, পদ্মাসন করিয়া আসীন হইলেন। ভগবান অগ্ন্যাগারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া, সেই নাগ দুঃখী দুর্মনা হইয়া নাসিকা হইতে ফোঁস ফোঁস শব্দে ধূম উদ্গীরণ করিতে লাগিল। তখন ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : এখন আমি এই নাগের দেহচ্ছবি, চর্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও অস্থিমজ্জা উপহত না করিয়া স্বতেজে উহার তেজ পর্যুদস্ত করিব। এই ভাবিয়া ভগবান তদনুযায়ী ঋদ্ধিমায়া নির্মাণ করিয়া ধূম উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন। নাগ ম্রক্ষ (ক্রোধ) বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রজ্জ্বলিত হইল। ভগবানও তেজধাতু সমাপন্ন হইয়া প্রজ্জ্বলিত হইলেন। উভয়ের জ্যোতি-প্রভাবে সেই অগ্ন্যাগার আদীপ্ত, সম্প্রজ্জ্বলিত, জ্যোতিভূত হইল। তখন জটিলগণ অগ্ন্যাগার পরিবেষ্টন করিয়া বলিতে লাগিলেন :

"আহা! এই মহানুভব পরম সুন্দর মহাশ্রমণ নাগ দ্বারা ব্যথিত হইতেছেন!"

ভগবান সেই রাত্রিশেষে নাগের দেহচ্ছবি, চর্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও অস্থিমজ্জা উপহত না করিয়া, স্বতেজে উহার তেজ পর্যুদস্ত করিয়া, উহাকে পাত্রে পুরিয়া জটিল উরুবেল-কাশ্যপকে দেখাইলেন, "কাশ্যপ, এই তোমার নাগ, যাহার তেজ আমার তেজে পর্যুদস্ত হইয়াছে।"

তখন উরুবেল-কাশ্যপের মনে এই চিন্তা হইল : "মহাঋদ্ধিসম্পন্ন, মহাঋদ্ধিশালী এই মহাশ্রমণ, যেহেতু তিনি স্বতেজে এই প্রচণ্ড ঋদ্ধিমায়াসম্পন্ন ঘোরবিষ আশীবিষ নাগরাজের তেজ পর্যুদস্ত করিতে পারিয়াছেন। তবে তিনি মাদৃশ অর্হৎ নিশ্চিত নহেন[১]।"

ভগবানের এইরূপ ঋদ্ধি-প্রতিহার্যে (ঋদ্ধি প্রদর্শনে) উরুবেল-কাশ্যপ অভিপ্রসন্ন হইয়া ভগবানকে কহিলেন, "মহাশ্রমণ, এই স্থানেই অবস্থান কর, আমি নিত্য আহার্যদানে তোমার সেবা করিব।"

২নং প্রতিহার্য—ভগবান জটিল উরুবেল-কাশ্যপের আশ্রমের অবিদূরে এক বনখণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন। চারি লোকপাল মহারাজা অতি মনোহর নিশীথে অতি মনোহর বর্ণে সমগ্র বনখণ্ড উদ্ভাসিত করিয়া ভগবানের নিকট

[১]। এই স্থানে মূল গ্রন্থে কতকগুলি গাথা আছে। তাহা পরে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বুদ্ধঘোষ লিখিয়াছেন। অতএব তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল না।

উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইলেন; দেখিতে যেন চারিদিকে চারি বৃহৎ অগ্নিস্কন্ধ। জটিল উরুবেল-কাশ্যপ সেই রাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন, "মহাশ্রমণ, এখন ভোজনের সময়, ভোজন প্রস্তুত হইয়াছে। মহাশ্রমণ, তাহারা কে যাহারা গত মনোহর নিশীথে মনোহর বর্ণে সমগ্র বনখণ্ড উদ্ভাসিত করিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন; উপস্থিত হইয়া তোমাকে অভিবাদন করিয়া চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, দেখিতে যেন চারিদিকে চারি বৃহৎ অগ্নিস্কন্ধ?"

"কাশ্যপ, তাহারা চারি লোকপাল মহারাজা, ধর্মশ্রবণের নিমিত্ত আসিয়াছিলেন।"

তখন উরুবেল-কাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন যে চারি লোকপাল মহারাজাই তাহার নিকট ধর্মশ্রবণ করিবার জন্য আগমন করেন। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।"

ভগবান উরুবেল-কাশ্যপের অন্ন ভোজন করিয়া ওই বনখণ্ডে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৩নং প্রতিহার্য—দেবরাজ শক্র অতি মনোহর নিশীথে অতি মনোহর বর্ণে সমগ্র বনখণ্ড উদ্ভাসিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন, দেখিতে যেন মহা অগ্নিস্কন্ধ যাহা বর্ণে ও আভায় পূর্ববর্ণিত অগ্নিস্কন্ধ হইতে অধিকতর দীপ্তিমান ও সৌষ্ঠববিশিষ্ট। জটিল উরুবেল-কাশ্যপ সেই রাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন, "মহাশ্রমণ, এখন ভোজনের সময়, ভোজন প্রস্তুত হইয়াছে। মহাশ্রমণ, তিনি কে যিনি গত মনোহর নিশীথে মনোহর বর্ণে সমগ্র বনখণ্ড উদ্ভাসিত করিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন; উপস্থিত হইয়া তোমাকে অভিবাদন করিয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। দেখিতে যেন মহা অগ্নিস্কন্ধ, যাহা বর্ণে ও আভায় পূর্ববর্ণিত অগ্নিস্কন্ধ হইতে অধিকতর দীপ্তিমান ও সৌষ্ঠববিশিষ্ট?"

"কাশ্যপ, ইনি দেবরাজ শক্র, ধর্মশ্রবণের নিমিত্ত আসিয়াছিলেন।"

তখন উরুবেল-কাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন যে দেবরাজ ইন্দ্র তাহার নিকট ধর্মশ্রবণ করিবার জন্য আগমন করেন। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।"

ভগবান উরুবেল-কাশ্যপের অন্ন ভোজন করিয়া ওই বনখণ্ডে অবস্থান

করিতে লাগিলেন।

৪নং প্রতিহার্য—ব্রহ্মা সহম্পতি অতি মনোহর নিশীথে অতি মনোহর বর্ণে সমগ্র বনখণ্ড উদ্ভাসিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন, দেখিতে যেন মহা অগ্নিস্কন্ধ যাহা বর্ণে ও আভায় পূর্ববর্ণিত অগ্নিস্কন্ধ হইতে অধিকতর দীপ্তিমান ও সৌষ্ঠববিশিষ্ট। জটিল উরুবেল-কাশ্যপ সেই রাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন, "মহাশ্রমণ, এখন ভোজনের সময়, ভোজন প্রস্তুত হইয়াছে। মহাশ্রমণ, তিনি কে যিনি গত মনোহর নিশীথে মনোহর বর্ণে সমগ্র বনখণ্ড উদ্ভাসিত করিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন; উপস্থিত হইয়া তোমাকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। দেখিতে যেন মহা অগ্নিস্কন্ধ, যাহা বর্ণে ও আভায় পূর্ববর্ণিত অগ্নিস্কন্ধ হইতে অধিকতর দীপ্তিমান ও সৌষ্ঠববিশিষ্ট?"

"কাশ্যপ, ইনি ব্রহ্মা সোহম্পতি, ধর্মশ্রবণের নিমিত্ত আসিয়াছিলেন।"

তখন উরুবেল-কাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন যে ব্রহ্মা সোহম্পতি তাহার নিকট ধর্ম শ্রবণ করিবার জন্য আগমন করেন। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।"

ভগবান উরুবেল-কাশ্যপের অন্ন ভোজন করিয়া ওই বনখণ্ডে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৫নং প্রতিহার্য—সেই সময়ে জটিল উরুবেল-কাশ্যপের আশ্রমে মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। অঙ্গ-মগধবাসী সকলে খাদ্য-ভোজ্য লইয়া উরুবেলা অভিমুখে যাত্রা করিতে অভিলাষী হইত। উরুবেল-কাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "এখন আমার মহাযজ্ঞ উপস্থিত হইয়াছে, অঙ্গ-মগধবাসী সকলে প্রচুর খাদ্য-ভোজ্য লইয়া যাত্রা করিবে। যদি মহাশ্রমণ এই জনতার মধ্যে ঋদ্ধিপ্রতিহার্য প্রদর্শন করেন তাহাতে তাহার লাভসৎকার অত্যধিক বর্ধিত হইবে এবং আমার লাভসৎকার হ্রাস পাইবে, মহাশ্রমণ আগামীকল্য আহারের জন্য এখানে না আসিলেই যেন ভালো হইত।"

ভগবান স্বচিত্তে জটিল উরুবেল-কাশ্যপের চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া, উত্তরকুরু গমন করিয়া, তথা হইতে ভিক্ষান্ন আহরণ করিয়া, অনবতপ্ত হ্রদে ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া ওইস্থানেই দিবাবিহার করিলেন। উরুবেল-কাশ্যপ সেই রাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন, "মহাশ্রমণ, আহারের সময় উপস্থিত,

ভোজন প্রস্তুত হইয়াছে। মহাশ্রমণ, গতকল্য আগমন হয় নাই কেন? আমরা কিন্তু ভাবিয়াছিলাম মহাশ্রমণ না আসিতেও পারেন, তবে আমরা তোমার খাদ্য-ভোজ্যের অংশ রাখিয়াছিলাম।”

“কাশ্যপ, তোমার মনে কি এইরূপ চিন্তা উদিত হইয়াছিল না ‘এখন আমার মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে। অঙ্গ-মগধবাসী সকলে প্রচুর খাদ্য-ভোজ্য লইয়া যাত্রা করিবে। যদি মহাশ্রমণ এই জনতার মধ্যে ঋদ্ধিপ্রতিহার্য প্রদর্শন করেন তাহাতে তাহার লাভসৎকার অত্যধিক বর্ধিত হইবে এবং আমার লাভসৎকার হ্রাস পাইবে, মহাশ্রমণ আগামীকল্য আহারের জন্য এখানে না আসিলেই যেন ভালো হইত।” কাশ্যপ, আমি স্বচিত্তে তোমার চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া, উত্তরকুরু গমন করিয়া, তথা হইতে ভিক্ষান্ন আহরণ করিয়া, অনবতপ্ত হ্রদে ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া, ওইস্থানেই দিবাবিহার করিয়াছিলাম।”

তখন উরুবেল-কাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন যে তিনি স্বচিত্তে পরচিত্ত জানিতে পারেন। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।”

ভগবান উরুবেল-কাশ্যপের অন্ন ভোজন করিয়া ওই বনখণ্ডে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৬নং প্রতিহার্য—সেই সময়ে ভগবান ধূলাধূসরিত পরিত্যক্ত (পাংশুকূল) বস্ত্র লাভ করিলেন। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : কোথায় আমি এই পাংশুকূল বস্ত্র ধৌত করিব? তখন দেবেন্দ্র শক্র স্বচিত্তে ভগবানের চিত্তবিতর্ক জানিতে পারিয়া পাণির দ্বারা এক পুষ্করিণী খনন করিয়া ভগবানকে কহিলেন, “প্রভো, এইখানেই আপনি পাংশুকূল বস্ত্র ধৌত করুন।” পুনরায় ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : কীসের উপর আমি এই পাংশুকূল বস্ত্র কাঁচিব? দেবেন্দ্র শক্র স্বচিত্তে ভগবানের চিত্তবিতর্ক জানিতে পারিয়া সেইস্থানে এক বৃহৎ শিলা স্থাপন করিয়া রাখিলেন এবং ভগবানকে কহিলেন, “প্রভো, আপনি ইহার উপর পাংশুকূল বস্ত্র কাঁচিতে পারেন।” পুনরায় ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : আমি কী অবলম্বনে পুষ্করিণীতে অবতরণ করিব? ককুধবৃক্ষবাসী দেবতা স্বচিত্তে ভগবানের চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া বৃক্ষশাখা অবনত করিলেন এবং ভগবানকে কহিলেন, “প্রভো, ইহা অবলম্বন করিয়া আপনি অবতরণ করুন।” পুনরায় ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : আমি কীসের উপর পাংশুকূল বস্ত্র প্রসারিত করিব? দেবেন্দ্র শক্র স্বচিত্তে ভগবানের চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া বৃহৎ

শিলা স্থাপন করিলেন এবং ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, আপনি এই শিলার উপর পাংশুকূল বস্ত্র প্রসারিত করুন।"

সেই রাত্রি অবসানে উরুবেল-কাশ্যপ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন, "মহাশ্রমণ, এখন ভোজনের সময়, ভোজন প্রস্তুত হইয়াছে। মহাশ্রমণ, যেখানে পূর্বে পুষ্করিণী ছিল না সেখানে পুষ্করিণী, যেখানে পূর্বে শিলা স্থাপিত ছিল না সেখানে শিলা স্থাপিত, পূর্বে যেই ককুধশাখা অবনত ছিল না তাহা এখন অবনত?"

"কাশ্যপ, আমি পাংশুকূল বস্ত্র লাভ করিয়াছিলাম। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল—কোথায় আমি এই পাংশুকূল বস্ত্র ধৌত করিব? দেবেন্দ্র শক্র স্বচিত্তে আমার চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া পাণির দ্বারা পুষ্করিণী খনন করিয়া আমাকে কহিলেন, প্রভো, আপনি এইস্থানেই পাংশুকূল বস্ত্র ধৌত করুন। অমনুষ্য পাণির দ্বারা খনিত এই পুষ্করিণী। পুনরায় আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : কীসের উপর আমি এই পাংশুকূল বস্ত্র কাঁচিব? দেবেন্দ্র শক্র স্বচিত্তে ভগবানের চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া সেইস্থানে এক বৃহৎ শিলা স্থাপন করিয়া রাখিলেন এবং আমাকে বলিলেন, প্রভো, আপনি ইহার উপর পাংশুকূল বস্ত্র কাঁচিতে পারেন। এই শিলা অমনুষ্য দ্বারা স্থাপিত। পুনরায় আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : আমি কী অবলম্বনে পুষ্করিণীতে অবতরণ করিব? ককুধবৃক্ষবাসী দেবতা স্বচিত্তে আমার চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া বৃক্ষশাখা অবনত করিলেন এবং আমাকে কহিলেন, প্রভো, ইহা অবলম্বন করিয়া আপনি অবতরণ করুন। এই অবনত ককুধবৃক্ষ। পুনরায় আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : আমি কীসের উপর পাংশুকূল বস্ত্র প্রসারিত করিব? দেবেন্দ্র শক্র স্বচিত্তে আমার চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া এক বৃহৎ শিলা স্থাপন করিয়া রাখিলেন এবং আমাকে কহিলেন, প্রভো, এইস্থানে পাংশুকূল প্রসারিত করুন। অমনুষ্য দ্বারা স্থাপিত এই শিলা।"

তখন জটিল উরুবেল-কাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন যে দেবেন্দ্র শক্রও তাহার পরিচর্যা করিতেছেন। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।"

ভগবান উরুবেল-কাশ্যপের অন্ন ভোজন করিয়া ওই বনখণ্ডে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৭নং প্রতিহার্য—জটিল উরুবেল-কাশ্যপ রাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন, "মহাশ্রমণ, এখন

ভোজনের সময়, আহার্য প্রস্তুত হইয়াছে।"

"কাশ্যপ চল, আমি আসিতেছি" এই বলিয়া ভগবান জটিলকে পূর্বে বিদায় করিয়া যেই জম্বুবৃক্ষের কারণ এই দ্বীপ জম্বুদ্বীপ নামে পরিচিত হইয়াছে, সেই বৃক্ষ হইতে ফল আহরণ করিয়া কাশ্যপের পূর্বেই অগ্ন্যাগারে সমাসীন হইলেন। জটিল দেখিতে পাইলেন যে, ভগবান পূর্ব হইতে অগ্ন্যাগারে সমাসীন আছেন। তাহাকে সমাসীন দেখিয়া তিনি কহিলেন, "মহাশ্রমণ, তুমি কোন পথে আসিলে? আমি তো তোমার পূর্বেই যাত্রা করিয়াছি; কিন্তু তুমি আমার পূর্বেই আসিয়া এই অগ্ন্যাগারে সমাসীন হইয়াছ।"

"কাশ্যপ, আমি তোমাকে পূর্বেই বিদায় করিয়া যেই জম্বুবৃক্ষের কারণ এই দ্বীপ জম্বুদ্বীপ নামে পরিচিত হইয়াছে সেই বৃক্ষ হইতে ফল আহরণ করিয়া তোমার পূর্বেই অগ্নিশালায় সমাসীন হইয়াছি। কাশ্যপ, যদি তুমি ইচ্ছা কর তবে এই বর্ণসম্পন্ন, রসসম্পন্ন ও গন্ধসম্পন্ন জম্বুফল খাইতে পার।"

"না, মহাশ্রমণ, তুমি আহরণ করিয়াছ তুমিই ইহা ভোগ কর।"

তখন জটিল উরুবেল-কাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন যে তিনি আমাকে পূর্বে বিদায় করিয়া যেই জম্বুবৃক্ষের কারণ এই দ্বীপ জম্বুদ্বীপ নামে পরিচিত হইয়াছে সেই বৃক্ষ হইতে ফল আহরণ করিয়া আমার পূর্বেই আসিয়া অগ্ন্যাগারে সমাসীন হইয়াছেন। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।"

ভগবান জটিল উরুবেল-কাশ্যপের অন্ন ভোজন করিয়া ওই বনখণ্ডে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৮, ৯ ও ১০নং প্রতিহার্য—জটিল উরুবেল-কাশ্যপ রাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন, "মহাশ্রমণ, এখন ভোজনের সময়, আহার্য প্রস্তুত হইয়াছে।"

"কাশ্যপ, চল, আমি আসিতেছি" এই বলিয়া ভগবান জটিলকে পূর্বে বিদায় করিয়া যেই জম্বুবৃক্ষের কারণ এই দ্বীপ জম্বুদ্বীপ নামে পরিচিত হইয়াছে তাহার অবিদূরে অবস্থিত আম্র, আমলকী এবং হরীতকী বৃক্ষ হইতে ফল আহরণ করিয়া কাশ্যপের পূর্বেই আসিয়া অগ্ন্যাগারে সমাসীন হইলেন। ইত্যাদি [পূর্ববৎ]

১১নং প্রতিহার্য—জটিল উরুবেল-কাশ্যপ রাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন, "মহাশ্রমণ,

এখন ভোজনের সময়, আহার্য প্রস্তুত হইয়াছে।"

"কাশ্যপ, চল, আমি আসিতেছি" এই বলিয়া ভগবান জটিলকে পূর্বে বিদায় করিয়া, ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে গমন করিয়া, পারিজাতপুষ্প সংগ্রহ করিয়া, কাশ্যপের পূর্বেই আসিয়া অগ্ন্যাগারে সমাসীন হইলেন। জটিল দেখিতে পাইলেন যে, ভগবান পূর্ব হইতে অগ্ন্যাগারে সমাসীন আছেন। তাহাকে সমাসীন দেখিয়া তিনি কহিলেন, "মহাশ্রমণ, তুমি কোন পথে আসিলে? আমি তো তোমার পূর্বেই যাত্রা করিয়াছি; কিন্তু তুমি আমার পূর্বেই আসিয়া এই অগ্ন্যাগারে সমাসীন হইয়াছ।"

"কাশ্যপ, আমি তোমাকে পূর্বেই বিদায় করিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে গমন করিয়া, পারিজাতপুষ্প সংগ্রহ করিয়া, তোমার পূর্বেই আসিয়া অগ্ন্যাগারে সমাসীন হইয়াছি। কাশ্যপ, ইহাই বর্ণসম্পন্ন, গন্ধসম্পন্ন, পারিজাতপুষ্প।"

তখন জটিল উরুবেল-কাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "মহাশ্রমণ এতঋদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন যে তিনি আমাকে পূর্বে বিদায় করিয়া, ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে গমন করিয়া, পারিজাতপুষ্প সংগ্রহ করিয়া, আমার পূর্বেই আসিয়া অগ্ন্যাগারে সমাসীন হইয়াছেন। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।"

১২নং প্রতিহার্য—সেই সময়ে জটিলগণ অগ্নির পরিচর্যাকল্পে কাষ্ঠ ফারিতে (চিরিতে) সমর্থ হইলেন না। তখন তাহাদের মনে হইল, নিশ্চয় মহাশ্রমণের ঋদ্ধিমায়া-প্রভাবে আমরা কাষ্ঠ ফারিতে পারিতেছি না।

ভগবান জটিল উরুবেল-কাশ্যপকে কহিলেন, "কাশ্যপ, আমি কি কাষ্ঠ ফারিব?" "মহাশ্রমণ, ফার দেখি।" ভগবান এক আঘাতেই পঞ্চশত কাষ্ঠ ফারিলেন।

তখন জটিল উরুবেল-কাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন যে তাহার প্রভাবে কাষ্ঠও ফারিয়া যাইতেছে। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।"

১৩নং প্রতিহার্য—সেই সময়ে জটিলগণ অগ্নির পরিচর্যাকল্পে অগ্নি জ্বালিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তাহাদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : নিশ্চয় ইহা মহাশ্রমণের ঋদ্ধিমায়া, যেই জন্য আমরা অগ্নি জ্বালিতে পারিতেছি না। তখন ভগবান জটিল উরুবেল-কাশ্যপকে কহিলেন, "কাশ্যপ, অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইবে কি?" "মহাশ্রমণ, অগ্নি প্রজ্বলিত করা হউক।" একসঙ্গেই পঞ্চশত অগ্নিকুণ্ড জ্বলিয়া উঠিল।

তখন জটিল উরুবেল-কাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন যে তাহার প্রভাবে অগ্নিও প্রজ্বলিত হইতেছে। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।”

১৪নং প্রতিহার্য—সেই সময়ে জটিলগণ অগ্নির পরিচর্যা করিয়া অগ্নি নির্বাপিত করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন জটিলদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : নিশ্চয় ইহা মহাশ্রমণের ঋদ্ধিমায়া, যেই জন্য আমরা অগ্নি নির্বাপিত করিতে পারিতেছি না। ভগবান জটিল উরুবেল-কাশ্যপকে কহিলেন, “কাশ্যপ, অগ্নি নির্বাপিত করা হইবে কি?” “মহাশ্রমণ, অগ্নি নির্বাপিত করা হউক।” একসঙ্গেই পঞ্চশত অগ্নিকুণ্ড নির্বাপিত হইল।

তখন জটিল উরুবেল-কাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন যে তাহার প্রভাবে অগ্নিও নির্বাপিত হইতেছে। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।”

১৫নং প্রতিহার্য—সেই সময়ে জটিলগণ শীত ও হেমন্ত রাত্রিতে, অন্তরাষ্টকে হিমপাত-সময়ে[১] নৈরঞ্জনা নদীতে ডুব দিতেন, ভাসিয়া উঠিতেন, এবং পুনঃপুন ডুবা-উঠা করিতেন। তখন ভগবান ঋদ্ধিবলে পঞ্চশত মালসা নির্মাণ করিয়া রাখিলেন, যাহাতে জটিলগণ জল হইতে উঠিয়া দেহ উত্তপ্ত করিতে পারিলেন। [পূর্ববৎ]

তখন জটিল উরুবেল-কাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন যে তাহার প্রভাবে এই মালসাসমূহ নির্মিত হইয়াছে। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।”

১৬নং প্রতিহার্য—সেই সময়ে মহা অকালমেঘ উত্থিত হইয়া প্রচুর বারি বর্ষিত হইল, মহা জলস্রোত সঞ্জাত হইল। যেখানে ভগবান অবস্থান করিতেছিলেন তাহা জলে ভরপুর হইল। তখন ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : ‘আমি চতুর্দিকের জলরাশি অপসারিত করিয়া মধ্যস্থলে ‘রেণুহত’ (ধূলিযুক্ত) ভূমিতে পাদচারণ করিব।’ এই ভাবিয়া ভগবান চতুর্দিক

---

[১]। বিনয়মতে সংবৎসর ঋতু তিনটি। তন্মধ্যে কার্তিকী পূর্ণিমার পর কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে ফাল্গুনী পূর্ণিমা পর্যন্ত চারিমাস হেমন্ত ঋতু নামে কথিত। মাঘমাসের শেষ চারি রাত্রি এবং ফাল্গুন মাসের প্রথম চারি রাত্রি ‘অন্তরাষ্টক’ বলিয়া অভিহিত হয়। এই সময়েই অধিক পরিমাণে হিমপাত হইয়া থাকে। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র (২-৪-১) মতে : হেমন্ত-শিশিরযোশ্চতুর্ণাম্ অষ্টমীসু অষ্টকাঃ। “হেমন্ত ও শীত ঋতুর চারি কৃষ্ণপক্ষের প্রথম অষ্ট তিথি লইয়াই অষ্টকা, যাহা পিতৃপুরুষের তর্পণের পক্ষে, গয়াকার্যের পক্ষে প্রশস্ত সময়।—বড়ুয়া, Gaya and Buddha Gaya, পৃষ্ঠা : ২৪৩।

হইতে জলরাশি অপসারিত করিয়া মধ্যে রেণুহত ভূমিতে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। 'মহাশ্রমণ জলে নিমগ্ন না হউক' এই উদ্দেশ্যে জটিল উরুবেলাকাশ্যপ নৌকা লইয়া বহুসংখ্যক জটিল সহ যেই স্থানে ভগবান অবস্থান করিতেছিলেন সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, ভগবান চতুর্দিকের জলরাশি অপসারিত করিয়া মধ্যস্থলে রেণুহত ভূমিতে পাদচারণ করিতেছেন। তাহা দেখিয়া তিনি ভগবানকে কহিলেন, "তুমিই কি মহাশ্রমণ?" "হ্যাঁ কাশ্যপ, আমি এই স্থানেই!" ভগবান এই বলিয়া আকাশে উত্থিত হইয়া নৌকায় অবতরণ করিলেন।

তখন উরুবেল-কাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "মহাশ্রমণ দিব্যশক্তি ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন, যেহেতু জলও তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায় নাই। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।"

অনন্তর ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : এই মোঘপুরুষ (মূর্খ) চিরকালই ভাবিবে, 'মহাশ্রমণ মহা দিব্যশক্তি ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন বটে, কিন্তু তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।' অতএব আমি এই জটিলের মধ্যে উদ্বেগ সঞ্চার করিব। এই ভাবিয়া তিনি উরুবেল-কাশ্যপকে কহিলেন, "কাশ্যপ, তুমি অর্হৎ নও, অর্হত্ত্ব-মার্গারূঢ়ও নও, তোমার সেই প্রতিপদও (পন্থাও) নাই যদ্দ্বারা তুমি অর্হৎ কিংবা অর্হত্ত্ব-মার্গারূঢ় হইতে পারে।"

তখন জটিল উরুবেল-কাশ্যপ ভগবানের পদে শির বিলুণ্ঠিত করিয়া ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, আমি আপনার নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে পারিব কি?"

"কাশ্যপ, তুমি যে পঞ্চশত জটিলের নায়ক, বিনায়ক, অগ্র, প্রমুখ, প্রমুখ্য। তাহাদের প্রতিও ফিরিয়া দেখ। তারপর তাহারা যাহা ভালো মনে করে, তাহাই করিবে।" তিনি জটিলের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া জটিলদিগকে কহিলেন, "আমি মহাশ্রমণের অধীনে ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তোমরা যাহা ভালো মনে কর তাহা কর।"

"আচার্য, আমরা তো চিরদিনই মহাশ্রমণে অভিপ্রসন্ন (শ্রদ্ধাবান) যদি আপনি তাহার অধীনে ব্রহ্মচর্য আচরণ করেন তাহা হইলে আমরা সকলেও তাহা করিব।" এই বলিয়া ওই জটিলগণ কেশ, জটা খারিভার এবং অগ্নিহোত্রের সামগ্রী জলে প্রবাহিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাহার পদে শির বিলুণ্ঠিত করিয়া কহিলেন, 'প্রভো, আমরা আপনার নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে পারিব কি?"

"ভিক্ষুগণ, এস; ধর্ম সু-আখ্যাত, ব্রহ্মচর্য আচরণ কর, সম্যকভাবে

দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।” তাহাতেই তাহাদের উপসম্পদা লাভ হইল।

জটিল নদীকাশ্যপ দেখিতে পাইলেন—কেশ, জটা, খারিভার এবং অগ্নিহোত্রের সামগ্রীনিচয় জলে ভাসিতেছে, তাহা দেখিয়া তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : ‘আশাকরি আমার ভ্রাতার কোনো বিপদ হয় নাই!’ এই ভাবিয়া তিনি জটিলগণকে পাঠাইয়া দিলেন—যাও, আমার ভ্রাতা কেমন আছেন গিয়া জান। তিনি স্বয়ং তিনশত জটিলসহ আয়ুষ্মান উরুবেল-কাশ্যপের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, “কাশ্যপ, ইহা কি তোমার পক্ষে শ্রেয়?”

“হ্যাঁ ভাই, ইহাই আমার পক্ষে শ্রেয়।”

তখন ওই জটিলগণও কেশ, জটা, খারিভার এবং অগ্নিহোত্রের সামগ্রীনিচয় জলে ভাসাইয়া দিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাহার পদে শির বিলুণ্ঠিত করিয়া কহিলেন, “প্রভো, আমরা আপনার নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে পারিব কি?”

“ভিক্ষুগণ, এস; ধর্ম সু-আখ্যাত, ব্রহ্মচর্য আচরণ কর, সম্যকভাবে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।” তাহাতেই তাহাদের উপসম্পদা লাভ হইল।

জটিল গয়াকাশ্যপ দেখিতে পাইলেন—কেশ, জটা, খারিভার এবং অগ্নিহোত্রের সামগ্রীনিচয় জলে ভাসিতেছে, তাহা দেখিয়া তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : ‘আশা করি আমার ভ্রাতার কোনো বিপদ হয় নাই!’ এই ভাবিয়া তিনি জটিলগণকে পাঠাইয়া দিলেন—যাও, আমার ভ্রাতা কেমন আছেন গিয়া জান। তিনি স্বয়ং দুইশত জটিলসহ আয়ুষ্মান উরুবেল-কাশ্যপের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, “কাশ্যপ, ইহা কি তোমার পক্ষে শ্রেয়?”

“হ্যাঁ ভাই, ইহাই আমার পক্ষে শ্রেয়।”

তখন ওই জটিলগণও কেশ, জটা, খারিভার এবং অগ্নিহোত্রের সামগ্রীনিচয় জলে ভাসাইয়া দিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাহার পদে শির বিলুণ্ঠিত করিয়া কহিলেন, “প্রভো, আমরা আপনার নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে পারিব কি?”

“ভিক্ষুগণ, এস; ধর্ম সু-আখ্যাত, ব্রহ্মচর্য আচরণ কর, সম্যকভাবে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।” তাহাতেই তাহাদের উপসম্পদা লাভ হইল।

[স্থান : গয়াশীর্ষ পর্বত]

১৬. আদীপ্ত-পর্যায়-দেশনা

ভগবান উরুবেলায় যথারুচি অবস্থান করিয়া গয়াশীর্ষ অভিমুখে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে এক বৃহৎ ভিক্ষুসংঘ—সহস্রসংখ্যক ভিক্ষু, যাহারা সকলেই পূর্বে জটিল ছিলেন। ভগবান সহস্র ভিক্ষুসহ গয়ায় গয়াশীর্ষ পর্বতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথায় তিনি ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে ভিক্ষুগণ, সমস্তই জ্বলিতেছে। সমস্ত কী কী? চক্ষু জ্বলিতেছে, রূপ জ্বলিতেছে, চক্ষু-বিজ্ঞান জ্বলিতেছে, চক্ষু-সংস্পর্শ জ্বলিতেছে এবং সংস্পর্শজ বেদনা—সুখবেদনা, দুঃখবেদনা কিংবা নাদুঃখ-নাসুখ বেদনা জ্বলিতেছে। কীসের দ্বারা জ্বলিতেছে? আমি বলি, রাগাগ্নিতে, দ্বেষাগ্নিতে, মোহাগ্নিতে জ্বলিতেছে! জন্মের কারণ, জরার কারণ, মৃত্যুর কারণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যের কারণ জ্বলিতেছে।

হে ভিক্ষুগণ, শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় এবং স্পর্শ, মন এবং ধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপ।

হে ভিক্ষুগণ, ইহা দেখিয়া শ্রুতবান আর্যশ্রাবক চক্ষুবিষয়ে, রূপে, চক্ষু-বিজ্ঞানে, চক্ষুসংস্পর্শে, চক্ষুসংস্পর্শজ সুখবেদনায়, দুঃখবেদনায় অথবা নাদুঃখ-নাসুখ বেদনায় নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। শ্রোত্রে, শব্দে, ঘ্রাণে গন্ধে, জিহ্বায়, রসে, কায়ে, স্পর্শে, মনে এবং ধর্মেও নির্বেদপ্রাপ্ত হয়। নির্বেদপ্রাপ্ত হইলে বীতরাগ হয়, বীতরাগ হইলে বিমুক্ত হয়, বিমুক্ত হইলে 'বিমুক্ত হইয়াছি' বলিয়া জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং সে প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারে—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য কৃত হইয়াছে, এবং অতঃপর আমাকে অত্র আসিতে হইবে না।'

এই বিবৃতি প্রদানকালে সহস্র ভিক্ষুর চিত্ত অনাসক্ত হইয়া আসব হইতে বিমুক্ত হইল।

॥ আদীপ্ত-পর্যায় সমাপ্ত ॥

॥ উরুবেল-প্রতিহার্য নামক তৃতীয় ভণিতা সমাপ্ত ॥

[স্থান : রাজগৃহ]

১৭. বিম্বিসারের দীক্ষা

ভগবান গয়াশীর্ষ পর্বতে যথারুচি অবস্থান করিয়া রাজগৃহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে বৃহৎ ভিক্ষুসংঘ—সহস্রসংখ্যক ভিক্ষু, যাহারা সকলে পূর্বে

জটিল ছিলেন। ভগবান ক্রমাগত পর্যটন করিয়া রাজগৃহে উপনীত হইলেন এবং তথায় যষ্ঠিবনোদ্যানে সুপ্রতিষ্ঠ-চৈত্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার শুনিতে পাইলেন যে, শাক্যকুল-প্রব্রজিত শ্রমণ গৌতম রাজগৃহে উপনীত হইয়া রাজগৃহ-সন্নিধানে যষ্ঠিবনোদ্যানে[১] সুপ্রতিষ্ঠ-চৈত্যে[২] অবস্থান করিতেছেন। তাহার এইরূপ কল্যাণ-কীর্তিশব্দ অভ্যুত্থিত হইয়াছে : 'তিনি ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর, দম্যপুরুষসারথি, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।' তিনি দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মালোক এবং দেবমনুষ্য, এই সর্বলোক স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তিনি ধর্মোপদেশ প্রদান করেন যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ ও অন্তে কল্যাণ। তিনি অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত, সমগ্র, পরিপূর্ণ এবং পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করেন। এইরূপ অর্হতের দর্শন লাভ করা উত্তম হইবে মনে করিয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার একলক্ষ বিশ হাজার মগধবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতি কর্তৃক পরিবৃত হইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাহাকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। ওই একলক্ষ বিশ হাজার ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণও কেহ ভগবানকে অভিবাদন করিয়া, কেহ বা তাহার সহিত প্রীত্যালাপ-প্রসঙ্গে কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া, কেহ বা কৃতাঞ্জলি হইয়া, কেহ বা ভগবানের নিকট নামগোত্রে আত্মপরিচয় দিয়া, আর কেহ বা মৌনভাব অবলম্বন করিয়া উপবেশন করিলেন। তখন একলক্ষ বিশ হাজার মগধবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহস্থগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'মহাশ্রমণই কী উরুবেল-কাশ্যপের অধীনে অথবা উরুবেল-কাশ্যপই মহাশ্রমণের অধীনে ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতেছেন?'

তখন ভগবান স্বচিত্তে তাহাদের চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া আয়ুষ্মান উরুবেল কাশ্যপকে গাথাযোগে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

"ওহে উরুবেলবাসি, কৃশতনু, জটিলের গুরু তুমি ছিলে,
বল তুমি কী দেখিয়া, হে কাশ্যপ, হে তপস্বি, অগ্নিরে ত্যজিলে?
জিজ্ঞাসি তোমারে, কহ এ বিষয়, জটিলের গুরু তুমি ছিলে,
কী কারণে অগ্নিহোত্র, অগ্নিচর্যা, ইষ্টযজ্ঞ, সকলি ত্যজিলে?"

---

[১]। তালোদ্যানে।
[২]। বটবৃক্ষমূলে।

কাশ্যপ—

"রূপে শব্দে আর রসে, সুবাখানে ইষ্টযজ্ঞে সুকামিনিগণ,
এই মল উপাধিতে, জানি তাই, যজ্ঞেহোত্রে রত নাহি মন।"

ভগবান—

"রূপে শব্দে আর রসে, হে কাশ্যপ, যদি হেথা রত নাহি মন,
তবে বল, হে কাশ্যপ, কোথা এবে, কোন লোকে রত তব মন?"

কাশ্যপ—

"হেরি সেই শান্তপদ, নিরুপাধি, কামমুক্ত, যাহা অকিঞ্চন,
অন্যথা যাহার নাই, ভুততা তথতা যাহা, অনন্যগমন।
সেই শান্তিপদে রত, নিরুপাধি, অনাসক্তি, যাহা অকিঞ্চন,
ইষ্টযজ্ঞে, অগ্নিহোত্রে, রূপে শব্দে আর রসে রত নাহি মন।"

অতঃপর আয়ুষ্মান উরুবেল-কাশ্যপ আসন হইতে উঠিয়া একাংশ আবৃত করিবার ভাবে উত্তরাসঙ্গ পরিধান করিয়া, ভগবানের পাদে শির বিলুণ্ঠিত করিয়া ভগবানকে তিনবার কহিলেন, "প্রভো, আপনি শাস্তা, আমি শ্রাবক।" তখন মগধবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণের মনে হইল : "কাশ্যপই মহাশ্রমণের অধীনে ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতেছেন।"

ভগবান স্বচিত্তে ওই মগধবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণের চিত্তপরিবিতর্ক জানিয়া তাহাদিগকে আনুপূর্বিক ধর্মকথা বলিতে লাগিলেন; যথা : দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। ভগবান কামের আদীনব, অবকার, সংক্লেশ এবং নৈষ্ক্রম্যের আনিশংস প্রকাশ করিলেন। যখন জানিতে পারিলেন যে, তাহাদের চিত্ত কল্য, মৃদু, নীবরণমুক্ত, উদগ্র (প্রফুল্ল) ও প্রসন্ন হইয়াছে, তখন তিনি বুদ্ধগণের সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্মদেশনা অভিব্যক্ত করিলেন; যথা : দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ ও দুঃখনিরোধের উপায়। যেমন শুদ্ধ ও কালিমারহিত বস্ত্র সম্যকভাবে রং প্রতিগ্রহণ করে, তেমনই রাজা বিম্বিসার প্রমুখ মগধবাসী একাদশ অযুত ব্রাহ্মণ গৃহস্থদের সেই আসনে বিরজ বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল : 'যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।' এক অযুত ব্যক্তি ভগবানের উপাসকত্ব গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানাইলেন।

তখন মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম বিদিত হইয়া, ধর্মে প্রবিষ্ট হইয়া এবং সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া, শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, কুমার অবস্থায় আমার পাঁচটি কামনা ছিল, তাহা এখন পূর্ণ হইল। প্রথম, আমি রাজ্যে অভিষিক্ত হইব; দ্বিতীয়, আমার রাজ্যে অর্হৎ

সম্যকসম্বুদ্ধ অবতীর্ণ হইবেন; তৃতীয়, আমি সেই ভগবানের পর্যুপাসনা করিব; চতুর্থ, ভগবান আমাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিবেন; পঞ্চম, আমি ভগবানের ধর্ম উপলব্ধি করিব। প্রভো, কুমার অবস্থায় আমার এই পঞ্চ কামনা ছিল যাহা এখন পূর্ণ হইয়াছে।

"প্রভো, অতি সুন্দর! অতি মনোহর! যেমন কেহ উল্টানকে সোজা করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ প্রদর্শন করে অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখিতে পায়, তেমনই ভাবে ভগবান বহু পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত করিলেন। প্রভো, আমি ভগবানের শরণাগত হইতেছি, ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হইতেছি, আজ হইতে আমরণ আমাকে উপাসকরূপে অবধারণ করুন। প্রভো, আগামীকল্যের জন্য ভগবান ভিক্ষুসংঘসহ আমার গৃহে অন্নভোজন করিতে সম্মত হউন।" ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

অতঃপর রাজা শ্রেণিক বিম্বিসার ভগবান সম্মত হইয়াছেন জানিয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাহাকে পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্বে রাখিয়া ধীরপদে প্রস্থান করিলেন। তিনি সেই রাত্রি অবসানে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করাইলেন। ভগবানকে সময় জানাইলেন, "প্রভো, এখন ভোজনের সময়, অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে।" ভগবান পূর্বাহ্নে বহির্গমনবাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে বৃহৎ ভিক্ষুসংঘ—সহস্রসংখ্যক ভিক্ষু, যাহারা সকলে পূর্বে জটিল ছিলেন।

তখন দেবেন্দ্র শক্র মনোহর মানবরূপ (তরুণ ব্রাহ্মণের রূপ) নির্মাণ করিয়া (গ্রহণ করিয়া) নিম্নোক্ত গাথাগুলি গীতস্বরে আবৃত্তি করিতে করিতে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন।

"দান্ত সঙ্গে দান্ত পূর্ব-জটিলের দল,
বিমুক্তের সঙ্গে যারা বিমুক্ত সকল।
সুবর্ণবিগ্রহরূপে হয়ে শোভমান,
রাজগৃহে প্রবেশিছে প্রভু ভগবান।
শান্ত সঙ্গে শান্ত পূর্ব-জটিলের দল,
বিমুক্তের সঙ্গে যারা বিমুক্ত সকল।
সুবর্ণবিগ্রহরূপে হয়ে শোভমান,
রাজগৃহে প্রবেশিছে প্রভু ভগবান।
মুক্ত সঙ্গে মুক্ত পূর্ব-জটিলের দল,
বিমুক্তের সঙ্গে যারা বিমুক্ত সকল।

সুবর্ণবিগ্রহরূপে হয়ে শোভমান,
রাজগৃহে প্রবেশিছে প্রভু ভগবান।
তীর্ণ সঙ্গে তীর্ণ পূর্ব-জটিলের দল,
বিমুক্তের সঙ্গে যারা বিমুক্ত সকল।
সুবর্ণবিগ্রহরূপে হয়ে শোভমান,
রাজগৃহে প্রবেশিছে প্রভু ভগবান।
দশআর্যবাসে বাস, দশবলধর,
দশধর্মবিদ, দশগুণে গুণধর।
দশশত-পরিবৃত শাস্তা সুমহান,
রাজগৃহে প্রবেশিছে প্রভু ভগবান।"

জনতা দেবেন্দ্র শক্রকে দেখিয়া বলিতে লাগিল : আহা, এই মানব (ব্রাহ্মণ যুবক) দেখিতে বড় সুন্দর! কী মনোহর! না জানি সে কাহার তনয়! তদুত্তরে দেবেন্দ্র ওই জনতাকে সম্বোধন করিয়া গাথাযোগে বলিলেন :

"যিনি ধীর শান্ত দান্ত সকল প্রকারে,
যিনি শুদ্ধ অদ্বিতীয় ধরার মাঝারে।
যিনি অরহৎ লোকে সুগত সুজন,
সেবক তাহার আমি নগণ্য ব্রাহ্মণ।"

অতঃপর ভগবান মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের গৃহে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুসংঘসহ নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে স্বহস্তে, আরও দিতে সম্পূর্ণরূপে বারণ না করা পর্যন্ত, খাদ্য ও ভোজ্য দানে সন্তৃপ্ত করিলেন। ভুক্তাবসানে ভগবান ভোজনপাত্র হইতে হস্ত অপসারিত করিলে সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "ভগবান কোথায় বাস করিবেন, তিনি এমন একস্থানে বাস করিবেন যাহা লোকালয় হইতে অতিদূরেও নহে, অতি নিকটেও নহে, যেখানে দর্শনকামী ব্যক্তিগণ সহজে গমনাগমন করিতে পারে, যাহা দিবাভাগে জনাকীর্ণ নহে, রাত্রিকালে নিঃশব্দ, নির্ঘোষ (কোলাহলরহিত), নির্জন, যাহা মনুষ্যের নিকট রহস্যোদ্দীপক এবং ধ্যানের পক্ষে উপযোগী।" আবার মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের মনে হইল—"এই বেণুবনোদ্যানই সেই স্থান, যাহা লোকালয় হইতে অতিদূরেও নহে, অতি নিকটেও নহে, যেখানে দর্শনকামী ব্যক্তিগণ সহজে গমনাগমন করিতে পারে, যাহা দিবাভাগে জনাকীর্ণ নহে, রাত্রিকালে নিঃশব্দ, নির্ঘোষ (কোলাহলরহিত), নির্জন, যাহা

মনুষ্যের নিকট রহস্যোদ্দীপক এবং ধ্যানের পক্ষে উপযোগী। অতএব আমি এই বেণুবনোদ্যান বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান করিব।" এই ভাবিয়া তিনি স্বর্ণভৃঙ্গার হস্তে গ্রহণ করিয়া যথারীতি জল ঢালিয়া ভগবানের নিকট উদ্যান অর্পণ করিলেন, "প্রভো, আমি এই বেণুবনোদ্যান বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান করিতেছি।" ভগবান সাদরে প্রদত্ত আরাম গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ভগবান মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ করিয়া, সন্দৃপ্ত করিয়া, সমুত্তেজিত করিয়া এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

ভগবান এই প্রসঙ্গে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া, ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি, তোমরা আরামে (বিহারে) বাস কর।"

১৮. সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়নের উপসম্পদা লাভ

সেই সময়ে সঞ্জয় পরিব্রাজক আড়াইশত পরিব্রাজক গঠিত বৃহৎ পারিষদসহ রাজগৃহে বাস করিতেন। সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়ন সঞ্জয় পরিব্রাজকের অধীনে ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতেন। তাহারা পরস্পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাহাদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম অমৃতপদ লাভ করিবেন তিনি অপরকে তাহা জানাইবেন। একদিন আয়ুষ্মান অশ্বজিৎ পূর্বাহ্নে বহির্গমনবাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া, ভিক্ষান্নের জন্য রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন। তাহার গমন, আলোকন, বিলোকন, সংকোচন ও প্রসারণ অতি সুন্দর। অধোদিকে তাহার দৃষ্টি বিন্যস্ত এবং তাহার ঈর্যাপথ (দেহের ভঙ্গি) সৌষ্ঠবযুক্ত। সারিপুত্র পরিব্রাজক দেখিতে পাইলেন যে, আয়ুষ্মান অশ্বজিৎ ভিক্ষান্নের জন্য রাজগৃহে বিচরণ করিতেছেন। তাহার গমন, আলোকন, বিলোকন, সংকোচন ও প্রসারণ অতি সুন্দর। অধোদিকে তাহার দৃষ্টি বিন্যস্ত এবং তাহার ঈর্যাপথ সৌষ্ঠবযুক্ত। তাহা দেখিয়া তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল, জগতে অর্হৎ বা অর্হত্ত্ব-মার্গারূঢ়দের মধ্যে এই ভিক্ষু অন্যতম। আমি তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিব, 'বন্ধো, তুমি কাহার উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হইয়াছ, কে তোমার শাস্তা, কোন ধর্মেই বা তোমার রুচি?' তখন আবার তাহার মনে হইল, 'এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার পক্ষে এখন অসময়, যেহেতু ভিক্ষু লোকালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করিতেছেন। অতএব আমি তাহার জানিত মুক্তিমার্গ জানিবার অভিপ্রায়ে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব।' অনন্তর আয়ুষ্মান অশ্বজিৎ রাজগৃহে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণ করিয়া,

ভিক্ষান্ন লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। সারিপুত্র পরিব্রাজক আয়ুষ্মান অশ্বজিতের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া প্রীত্যালাপচ্ছলে তাহার সহিত কুশল-প্রশ্ন বিনিময় করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন, একান্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া তিনি আয়ুষ্মান অশ্বজিৎকে কহিলেন, "বন্ধো, তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাম বিপ্রসন্ন (অনাবিল ও পরিশুদ্ধ হইয়াছে) এবং তোমার দেহচ্ছবি অতি পরিষ্কার। কাহার উদ্দেশ্যে তুমি প্রব্রজিত, কে-বা তোমার শাস্তা এবং কোন ধর্মেই বা তোমার রুচি?"

"বন্ধো, যেই মহাশ্রমণ শাক্যপুত্র এবং শাক্যকুল-প্রব্রজিত সেই ভগবানের উদ্দেশ্যেই আমি প্রব্রজিত, তিনি আমার শাস্তা এবং তাহার ধর্মেই আমার রুচি।"

"আপনার শাস্তা কোনো মতবাদী এবং কী-ই বা তিনি প্রচার করেন?"

"বন্ধো, আমি এই পথে নূতন পথিক, অচির-প্রব্রজিত, এই ধর্মবিনয়ে অধুনাগত, আমি তোমার নিকট বিস্তারিতভাবে ধর্ম উপদেশ করিতে সমর্থ নহি, তবে সংক্ষেপে ইহার মর্ম বলিতে পারি।"

তখন সারিপুত্র পরিব্রাজক আয়ুষ্মান অশ্বজিৎকে কহিলেন, বন্ধো, তাহাই হউক।

"অল্প বল কিংবা বল অধিক বচন,
কহ সার অর্থ, অর্থে মম প্রয়োজন,
অর্থ নিয়া কাজ মোর, অর্থে প্রয়োজন,
কী করিবে অর্থহীন অধিক ব্যঞ্জন?"

তখন আয়ুষ্মান অশ্বজিৎ সারিপুত্র পরিব্রাজকের নিকট এই ধর্মপর্যায় (ধর্মোক্তি) ব্যক্ত করিলেন :

"যে সব ধর্মের হয় হেতুতে উদ্ভব,
সুগত তাদের হেতু প্রকাশিল সব।
তাদের নিরোধ যাহা করিল বর্ণন,—
এই মতবাদী জান সে মহাশ্রমণ।"

এই ধর্মপর্যায় শ্রবণ করিলে সারিপুত্র পরিব্রাজকের বিরজ বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল : 'যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।'

"তাই যদি হয়, ধর্ম ইহা সুনিশ্চয়,
পেয়েছ পরম পদ, অশোক অব্যয়।
অদৃষ্ট আছিল চির, লোকের অজ্ঞাত,
যদিও খুঁজেছে নর বহু কল্প শত।"

অনন্তর সারিপুত্র পরিব্রাজক মৌদ্গাল্যায়ন পরিব্রাজকের নিকট উপস্থিত হইলেন। মৌদ্গাল্যায়ন দূর হইতেই দেখিতে পাইলেন যে, সারিপুত্র তাহার দিকে আসিতেছেন। তাহাকে আসিতে দেখিয়া তিনি তাহাকে কহিলেন, "সারিপুত্র, তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাম যে অতি প্রসন্ন ও পরিশুদ্ধ হইয়াছে, তোমার দেহচ্ছবি যে অতি পরিষ্কার হইয়াছে, তুমি কি অমৃতপদ লাভ করিয়াছ?"

"হ্যাঁ মৌদ্গাল্যায়ন, আমি অমৃতপদ লাভ করিয়াছি।"

"সারিপুত্র, কীরূপে তুমি তাহা লাভ করিলে?"

"মৌদ্গাল্যায়ন, আমি দেখিতে পাইলাম ভিক্ষু অশ্বজিৎ রাজগৃহে ভিক্ষাচর্যা করিতেছেন, তাহার গমন, আলোকন ও বিলোকন, সংকোচন ও প্রসারণ অতি সুন্দর। অধোদিকে তাহার দৃষ্টি বিন্যস্ত এবং তাহার ঈর্ষাপথ (দেহের ভঙ্গী) সৌষ্ঠবযুক্ত। তাহাকে দেখিয়া আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : জগতে অর্হৎ বা অর্হত্ত্ব-মার্গারূঢ়ের মধ্যে এই ভিক্ষু অন্যতম। অতএব আমি ইহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিব, 'বন্ধো, তুমি কাহার উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হইয়াছ, কে তোমার শাস্তা, কোন ধর্মেই বা তোমার রুচি?' তখন আবার আমার মনে হইল, 'এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পক্ষে এখন অসময়, যেহেতু ভিক্ষু লোকালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করিতেছেন! অতএব আমি তাহার জানিত মুক্তিমার্গ জানিবার অভিপ্রায়ে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব।' অনন্তর অশ্বজিৎ ভিক্ষু রাজগৃহে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণ করিয়া, ভিক্ষান্ন লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। আমি অশ্বজিৎ ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইলাম, উপস্থিত হইয়া প্রীত্যালাপচ্ছলে তাহার সহিত কুশল প্রশ্ন বিনিময় করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলাম, একান্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া আমি অশ্বজিৎ ভিক্ষুকে কহিলাম, 'বন্ধো, তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাম বিপ্রসন্ন ও পরিশুদ্ধ, তোমার দেহচ্ছবি অতি পরিষ্কার। তুমি কাহার উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত, কে-বা তোমার শাস্তা এবং কোন ধর্মেই বা তোমার রুচি?' 'বন্ধো, যে মহাশ্রমণ শাক্যপুত্র এবং শাক্যকুল প্রব্রজিত সেই ভগবানের উদ্দেশ্যেই আমি প্রব্রজিত, তিনি আমার শাস্তা এবং তাহার ধর্মেই বা আমার রুচি।' 'আপনার শাস্তা কী মতবাদী এবং কী-বা তিনি প্রচার করেন?' 'বন্ধো, আমি এই পথে নূতন পথিক, অচির-প্রব্রজিত, এই ধর্মবিনয় অধুনাগত, আমি তোমার নিকট বিস্তারিতভাবে ধর্ম উপদেশ করিতে সমর্থ নহি, তবে সংক্ষেপে ইহার মর্ম বলিতে পারি।'

"অল্প বল কিংবা বল অধিক বচন,
কহ সার অর্থ, অর্থে মম প্রয়োজন।

অর্থ নিয়া কাজ মোর, অর্থে প্রয়োজন,
কী করিবে অর্থহীন অধিক ব্যঞ্জন?”

তখন অশ্বজিৎ ভিক্ষু এই ধর্মপর্যায় (ধর্মোক্তি) ব্যক্ত করিলেন :

“যে সব ধর্মের হয় হেতুতে উদ্ভব,
সুগত তাদের হেতু প্রকাশিল সব।
তাদের নিরোধ যাহা করিল বর্ণন,—
এই মতবাদী জান সে মহাশ্রমণ।”

এই ধর্মপর্যায় (ধর্মতত্ত্ব) শ্রবণ করিলে মৌদ্গাল্যায়ন পরিব্রাজকের বিরজ বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল : ‘যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।’

“তাই যদি হয়, ধর্ম ইহা সুনিশ্চয়,
পেয়েছ পরম পদ অশোক অব্যয়।
অদৃষ্ট আছিল চির, লোকের অজ্ঞাত,
যদিও খুঁজেছে নর বহু কল্পশত।”

অনন্তর মৌদ্গাল্যায়ন সারিপুত্রকে কহিলেন, “সারিপুত্র, চল আমরা ভগবানের নিকট যাই, তিনিই তো আমাদের শাস্তা। এই যে আড়াইশত পরিব্রাজক আমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া এস্থানে বাস করিতেছে তাহাদের দিকেও ফিরিয়া দেখিব, তাহারা যাহা ভালো মনে করিবে তাহাই করিবে।” সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্যায়ন ওই পরিব্রাজকগণের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, “বন্ধুগণ, আমরা ভগবানের নিকট যাইতেছি, তিনিই আমাদের শাস্তা।”

“আমরা আপনাদের আশ্রয়ে আপনাদের মুখপানে তাকাইয়া এখানে আছি, যদি আপনারা মহাশ্রমণের অধীনে ব্রহ্মচর্য আচরণ করেন তবে আমরা সকলেও তাহাই করিব।”

অতঃপর সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্যায়ন সঞ্জয় পরিব্রাজকের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, পরিব্রাজক, আমরা ভগবানের নিকট যাইতেছি, তিনিই আমাদের শাস্তা।”

“তোমাদের যাইয়া কাজ নাই, তোমরা যাইও না, আমরা তিনজনেই এই পরিব্রাজকগণের পরিচালনা করিব।”

দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও সারিপুত্র এবং মৌদ্গাল্যায়ন তাহাই বলিলেন এবং সঞ্জয় পরিব্রাজকও তাহাই উত্তর করিলেন।

অনন্তর সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্যায়ন আড়াইশত পরিব্রাজককে লইয়া বেণুবনে উপস্থিত হইলেন। এদিকে সেইস্থানেই সঞ্জয় পরিব্রাজকের মুখ দিয়া

সদ্য রক্ত নির্গত হইল।

ভগবান দূর হইতেই দেখিতে পাইলেন যে, সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্যায়ন তাহার দিকে আসিতেছেন, তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, কোলিত এবং উপতিষ্য নামে তোমাদের ওই যে দুই সহায় আসিতেছে তাহারাই আমার অগ্রশ্রাবকযুগল, ভদ্রযুগল হইবে।"

যাহারা গভীর জ্ঞানবিষয়ে পারদর্শী হইয়া উপাধিক্ষয়ে অনুত্তর বিমুক্তি আয়ত্ত করিয়াছিলেন তাহারা বেণুবনে উপস্থিত হইবার পূর্বেই শাস্তা তাহাদের সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, কোলিত ও উপতিষ্য নামে তোমাদের ওই যে দুইজন সহায় আসিতেছে তাহারাই আমার অগ্রশ্রাবকযুগল, ভদ্রযুগল হইবে।"

সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্যায়ন ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানের চরণে শির বিলুণ্ঠিত করিয়া কহিলেন, "প্রভো, আমরা আপনার নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে ইচ্ছা করি।"

ভগবান কহিলেন, "ভিক্ষুগণ এস; সু-আখ্যাত ধর্ম, ব্রহ্মচর্য আচরণ কর, সম্যকভাবে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।" তাহাতেই তাহাদের উপসম্পদা লাভ হইল।

সেই সময়ে মগধের প্রসিদ্ধ ও অভিজাত কুলপুত্রগণ ভগবৎ শাসনে ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতেছেন দেখিয়া জনসাধারণ আন্দোলন করিতে, নিন্দা করিতে এবং সর্বত্র দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : "লোককে অপুত্রক করিবার জন্যই শ্রমণ গৌতম বদ্ধপরিকর, নারীর বৈধব্য সাধনের জন্যই শ্রমণ গৌতম বদ্ধপরিকর এবং কুলোচ্ছেদ করিবার জন্যই শ্রমণ গৌতম বদ্ধপরিকর। এইত সেদিন সহস্র জটিলকে স্বধর্মে দীক্ষিত করিলেন, এইত সেদিন সঞ্জয়ের দল হইতে আড়াইশত পরিব্রাজককে প্রব্রজিত করিলেন, আর এখন মগধের যত প্রসিদ্ধ ও অভিজাত কুলপুত্রগণ তাহার অধীনে ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতেছেন।" তাহারা বুদ্ধপ্রব্রজিত ভিক্ষুদিগকে দেখিয়া নিম্নগাথায় উত্তেজিত করিতে লাগিল :

"দেখি মোরা, সমাগত সে মহাশ্রমণ,
মগধের গিরিব্রজে, করিয়া হরণ
সঞ্জয়ের শিষ্য সবে, তবু তুষ্ট নন,
না জানি এবার কারে করিবে হরণ!"

ভিক্ষুগণ শুনিতে পাইলেন যে, জনসাধারণ এইরূপে আন্দোলন, নিন্দা এবং দুর্নাম প্রচার করিতেছে। তাহারা ভগবানের নিকট সেই বিষয় নিবেদন করিলেন। ভগবান কহিলেন, হে ভিক্ষুগণ, এই কোলাহল চিরদিন থাকিবে না, মাত্র সপ্তাহকাল থাকিবে, সপ্তাহগতে অন্তর্হিত হইবে। অতএব হে ভিক্ষুগণ, যাহারা উক্ত প্রকার গাথায় তোমাদিগকে উত্তেজিত করে তোমরা তাহাদিগকে নিম্নগাথায় প্রত্যুত্তর দিবে।

"সত্য বটে মহাবীর করেন হরণ,
সদ্ধর্মের বলে জয়ী তথাগত হন।
ধর্মের প্রভাবে যদি করেন হরণ,
বিদ্বানে অসূয়া তবে কর কী কারণ?"

সেই সময়ে জনসাধারণ ভিক্ষুগণকে দেখিয়া নিম্নোক্ত প্রকারে উত্তেজিত করিতে লাগিল :

"দেখি মোরা, সমাগত সে মহাশ্রমণ,
মগধের গিরিব্রজে, করিয়া হরণ
সঞ্জয়ের শিষ্য সবে, তবু তুষ্ট নন,
না জানি এবার কারে করিবে হরণ?"

ভিক্ষুগণ সেই জনসাধারণকে নিম্নোক্ত গাথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন :

"সত্য বটে মহাবীর করেন হরণ,
সদ্ধর্মের বলে জয়ী তথাগত হন।
ধর্মের প্রভাবে যদি করেন হরণ,
বিদ্বানে অসূয়া তবে কর কী কারণ?"

তখন জনসাধারণ বলিতে লাগিল, "ধর্মের প্রভাবেই নাকি শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ লোককে দলে নিয়া যাইতেছেন, অধর্মের দ্বারা নহে!" সত্য সত্যই এই কোলাহল সপ্তাহমাত্র ছিল, সপ্তাহগতে তাহা অন্তর্হিত হইল।

॥ চতুর্থ ভণিতা সমাপ্ত ॥

সহবিহারী ও উপাধ্যায়ের ব্রত

১. উপাধ্যায়ের ব্রত

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ উপাধ্যায় অভাবে, উপদেশ ও অনুশাসন অভাবে অশোভন-পরিহিত, অশোভন-আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হইয়া ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করিতেন। যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন

তাহাদের ভোজনের উপর, খাদ্য-ভোজ্য লেহ্যপেয়ের উপর, 'উত্তিট্‌ঠ'[১] পাত্র উপনমিত করিতেন। স্বয়ং অন্নব্যঞ্জন যাচঞা করিয়া ভোজন করিতেন। তাহারা ভোজনের সময়ও উচ্চশব্দ মহাশব্দ করিতেন। জনসাধারণ এ বিষয়ে আন্দোলন করিতে, নিন্দা করিতে এবং দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ অশোভন-পরিহিত, অশোভন-আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হইয়া ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করে, কেনই বা তাহারা যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাহাদের ভোজনের উপর, খাদ্য-ভোজ্য লেহ্যপেয়ের উপর 'উত্তিট্‌ঠ' পাত্র উপনমিত করে, কেনই বা স্বয়ং অন্নব্যঞ্জন যাচঞা করিয়া ভোজন করে, কেনই বা ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে, যেমন ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় ব্রাহ্মণেরা করিয়া থাকে?"

ভিক্ষুগণ শুনিতে পাইলেন যে, জনসাধারণ এইরূপ আন্দোলন, নিন্দা এবং দুর্নাম প্রচার করিতেছে। ভিক্ষুদের মধ্যে যাহারা অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টচিত্ত, লজ্জা-সংকোচশীল এবং শিশিক্ষু তাহারাও আন্দোলন করিতে, নিন্দা করিতে এবং প্রকাশ্যে আপত্তি করিতে লাগিলেন, "কেন ভিক্ষুগণ অশোভন-পরিহিত, অশোভন-আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হইয়া ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করে, কেনই বা তাহারা যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাহাদের ভোজনের উপর, খাদ্য-ভোজ্য লেহ্যপেয়ের উপর 'উত্তিট্‌ঠ' পাত্র উপনমিত করে, কেনই বা স্বয়ং অন্নব্যঞ্জন যাচঞা করিয়া ভোজন করে, কেনই বা ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে?" তখন তাহারা ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে (সম্বন্ধে) এবং এই প্রকরণে (প্রসঙ্গে) ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করাইয়া ওই ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি ভিক্ষু অশোভন-পরিহিত, অশোভন-আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হইয়া ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করে, সত্যই কি তাহারা যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাহাদের ভোজনের উপর, খাদ্য-ভোজ্য লেহ্যপেয়ের উপর 'উত্তিট্‌ঠ' পাত্র উপনমিত করে, সত্যই কি স্বয়ং অন্নব্যঞ্জন যাচঞা করিয়া ভোজন করে, সত্যই কি ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে?"

"ভগবান, তাহা সত্য।"

---

[১]। 'উত্তিট্‌ঠ' পাত্র অর্থ ভিক্ষাপাত্র। লোকেরা তাহা উচ্ছিষ্ট মনে করায় 'উত্তিট্‌ঠ' পাত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। অথবা উঠিয়া পাত্র উপনমিত করে এই অর্থও হয়।—সম-পাসা।

বুদ্ধ ভগবান তাহা অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, ওই মোঘপুরুষগণের (মূর্খদিগের) পক্ষে তাহা অননুরূপ, অননুযায়ী, অপ্রতিরূপ, অশ্রমণোচিত, অবিহিত এবং অকার্য হইয়াছে। কেন সেই মোঘপুরুষগণ অশোভন-পরিহিত, অশোভন-আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হইয়া ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করে, কেনই বা তাহারা যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাহাদের ভোজনের উপর, খাদ্য-ভোজ্য-লেহ্যপেয়ের উপর 'উত্তিট্ঠ' পাত্র উপনমিত করে, কেনই বা স্বয়ং অন্নব্যঞ্জন যাচঞা করিয়া ভোজন করে এবং কেনই বা ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে? হে ভিক্ষুগণ, তাহাদের কার্যে অপ্রসন্নদের (শ্রদ্ধাহীনের) মধ্যে প্রসাদ (শ্রদ্ধা) উৎপন্ন অথবা প্রসন্নদের প্রসাদ (শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা) বর্ধিত করিতে পারে না, বরং তাহাতে অপ্রসন্নের মধ্যে অধিকতর প্রসাদহীনতা এবং কোনো কোনো প্রসন্নের মধ্যে ভাবান্তর আনয়ন করিবে।"

ভগবান বিবিধ প্রকারে ওই ভিক্ষুগণের নিন্দা করিয়া, নানাভাবে দুর্ভরতা, দুষ্পোষতা, মহেচ্ছুতা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা, অলসতার অপযশ এবং বহু প্রকারে সুভরতা, সুপোষতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, ধূতব্রত, সল্লেখ,[১] প্রসন্নতা, নম্রতা এবং বীর্যারম্ভের (উদ্যমশীলতার) গুণ বর্ণনা করিয়া তদনুরূপ এবং তদনুযায়ী ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি উপাধ্যায় গ্রহণের অনুজ্ঞা দিতেছি। উপাধ্যায় সহবিহারীর প্রতি পুত্রচিত্ত (অপত্যস্নেহ) উপস্থাপিত করিবে, সহবিহারী উপাধ্যায়ের প্রতি পিতৃচিত্ত (বাৎসল্য) উপস্থাপিত করিবে। এইরূপে তাহারা পরস্পর সগৌরবে, সসম্ভ্রমে এবং সমজীবী হইয়া অবস্থান করিলে এই ধর্মবিনয়ে (শাসনে) বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি এবং বিপুলতা লাভ করিবে।

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে উপাধ্যায় গ্রহণ (স্বীকার) করিতে হইবে : উত্তরাসঙ্গ (উত্তরীয়) একাংশে স্থাপন করিয়া, পাদ-বন্দনা করিয়া, উৎকুটিকভাবে বসিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ বলিতে হইবে : "প্রভো, আপনি আমার উপাধ্যায় হউন, প্রভো, আপনি আমার উপাধ্যায় হউন, প্রভো, আপনি আমার উপাধ্যায় হউন।" উপাধ্যায় : 'সাধু', 'লঘু', 'সদুপায়', 'প্রতিরূপ', অথবা 'শোভনভাবে সম্পাদন কর' এই পঞ্চ উক্তির যেকোনোটি দ্বারা কায়বিজ্ঞপ্তি, বাকবিজ্ঞপ্তি অথবা কায় এবং বাকবিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিজ্ঞাপিত করিলে উপাধ্যায় গৃহীত হইয়া থাকে। উপাধ্যায় এইরূপ

---

[১]। তৃষ্ণাদির লঘুতা সম্পাদন।

কায়বিজ্ঞপ্তি, বাকবিজ্ঞপ্তি অথবা কায় এবং বাক দ্বারা বিজ্ঞাপিত না করিলে, উপাধ্যায় গৃহীত হয় না।

হে ভিক্ষুগণ, সহবিহারী উপাধ্যায়ে সম্যকভাবে অনুবর্তন করিবে। সম্যক অনুবর্তন করিবার নিয়ম এই : প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া, উপানহ (পাদুকা) খুলিয়া, উত্তরাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করিয়া, দন্তকাষ্ঠ প্রদান করিতে হইবে। মুখ ধুইবার জল প্রদান করিতে হইবে, আসন প্রস্তুত করিতে হইবে, যবাগূ প্রস্তুত হইলে পাত্র ধৌত করিয়া যবাগূ প্রদান করিতে হইবে, যবাগূ পান করিবার পর জল প্রদান করিয়া অবনতভাবে পাত্র গ্রহণ করিয়া, ঘর্ষণ না করিয়া, সুচারুরূপে ধৌত করিয়া, তাহা সযত্নে রাখিয়া দিতে হইবে। উপাধ্যায় আসন হইতে উঠিলে, আসন তুলিয়া রাখিতে হইবে। যদি সেই স্থান ময়লা হয়, তাহা হইলে ঝাঁট দিতে হইবে। যদি উপাধ্যায় গ্রামে প্রবেশেচ্ছু হন, তাহা হইলে পরিধেয় বসন প্রদান করিতে হইবে, পরিহিত বসন প্রতিগ্রহণ করিতে হইবে, কটিবন্ধ প্রদান করিতে হইবে, দুইটি চীবর একত্র করিয়া প্রদান করিতে হইবে, পাত্র ধৌত করিয়া সজল পাত্র প্রদান করিতে হইবে। যদি উপাধ্যায় তাহার অনুগামী শ্রমণ সঙ্গে রাখিতে আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা হইলে ত্রিমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া, মণ্ডলাকারে চীবর পরিধান করিবার পর কটিবন্ধ বাঁধিতে হইবে, দুইটি চীবর একত্র করিয়া, দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, গ্রন্থি বন্ধন করিয়া, ধৌত পাত্র গ্রহণ করিয়া, উপাধ্যায়ের অনুগামী শ্রমণ হইতে হইবে। নাতিদূরে গমন করিবে না, নাতিসমীপে গমন করিবে না। পাত্র পরিবর্তন[১] করিয়া প্রতিগ্রহণ করিতে হইবে। উপাধ্যায় কথা বলিবার সময় মাঝখানে কথা বলিতে পারিবে না। উপাধ্যায় আপত্তিজনকভাবে কথা বলিলে তাহাকে নিবারণ করিতে হইবে। ফিরিবার সময় পূর্বে আসিয়া আসন প্রস্তুত করিতে হইবে, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদ-কথলিক (পাদ রগড়াইবার পিঁড়ি) স্থাপন করিতে হইবে, সম্মুখে অগ্রসর হইয়া পাত্রচীবর প্রতিগ্রহণ করিতে হইবে, বাস পরিবর্তনের জন্য পরিধেয় বস্ত্র দিতে হইবে, পরিহিত বস্ত্র প্রতিগ্রহণ করিতে হইবে। যদি চীবর স্বেদসিক্ত হয়, তাহা হইলে মুহূর্তকাল উত্তাপে উত্তপ্ত করিতে হইবে, উত্তাপে অধিকক্ষণ চীবর ফেলিয়া রাখিতে পারিবে না, চীবর ভাঁজ করিতে হইবে, যাহাতে চীবর মাঝখানে ছিঁড়িয়া না যায় তেমনভাবে উহার কোণা চারি আঙ্গুল উপরে

---

[১]। পাত্র পরিবর্তন : উপাধ্যায় কর্তৃক লব্ধ যবাগূ বা অন্নে তাহার পাত্র গরম বা ভারী হইলে স্বীয় পাত্র তাহাকে দিয়া তাহার পাত্র স্বয়ং গ্রহণ করা।—সম-পাসা।

তুলিয়া ভাঁজ করিতে হইবে, কটিবন্ধ গুটাইয়া চীবরের ভাঁজের মধ্যস্থলে রাখিতে হইবে। যদি আহার্য প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং উপাধ্যায়ও ভোজন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে জলসহ আহার্য প্রদান করিতে হইবে। পানীয় সম্বন্ধে উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। ভোজনান্তে জল প্রদান করিয়া, অবনতভাবে পাত্র গ্রহণ করিয়া, ঘর্ষণ না করিয়া, সুচারুরূপে ধৌত করিয়া, মুছিয়া নির্জল করিবার পর মুহূর্তকাল উত্তাপে উত্তপ্ত করিতে হইবে। উত্তাপে অধিকক্ষণ পাত্র রাখিয়া দিতে পারিবে না। পাত্রচীবর রাখিয়া দিতে হইবে, পাত্র রাখিবার সময় এক হস্তে পাত্র ধারণ করিয়া অপর হস্তে মঞ্চ বা পীঠের নিম্নস্থান মুছিয়া পাত্র রাখিতে হইবে, ভূমিতে পাত্র ফেলিয়া রাখিতে পারিবে না। চীবর রাখিবার সময় এক হস্তে চীবর ধারণ করিয়া অন্য হস্তে চীবর রাখিবার বাঁশ বা রজ্জু মুছিয়া, চীবর মধ্যভাগ হইতে নিম্নপ্রান্ত পর্যন্ত এক হস্তে লম্বিত করিয়া, অপর হস্তে উপরাংশ বাঁকাইয়া, বংশদণ্ডে বা রজ্জুতে স্থাপন করিবে। উপাধ্যায় আসন হইতে উঠিবার পর আসন তুলিয়া রাখিবে, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদ-কথলিক সামলাইয়া রাখিবে। যদি সেইস্থানে ময়লা হয়, তাহা হইলে তথায় ঝাঁট দিতে হইবে। যদি উপাধ্যায় স্নান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে স্নানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি শীতল জলের প্রয়োজন হয়, শীতল জল দিতে হইবে, যদি উষ্ণ জলের প্রয়োজন হয়, উষ্ণ জল দিতে হইবে, যদি উপাধ্যায় স্নানাগারে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে চূর্ণ প্রস্তুত করিতে হইবে, মৃত্তিকা সিক্ত করিতে হইবে, স্নানাগারের পীঠ লইয়া উপাধ্যায়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া স্নানাগারের পীঠ (চৌকি) দিয়া, চীবর প্রতিগ্রহণ করিয়া একান্তে স্থাপন করিতে হইবে, চূর্ণ প্রদান করিতে হইবে, মৃত্তিকা প্রদান করিতে হইবে। যদি উপাধ্যায় ইচ্ছা করেন, স্নানাগারে প্রবেশ করিতে হইবে, প্রবেশ করিবার সময় মুখে মৃত্তিকা মাখিয়া, পুরোভাগ ও পশ্চাৎভাগ আচ্ছাদিত করিয়া স্নানাগারে প্রবেশ করিতে হইবে। স্থবির ভিক্ষুদের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি না করিয়া বসিতে হইবে, নূতন ভিক্ষুদিগকে আসনচ্যুত করিতে পারিবে না। স্নানাগারে উপাধ্যায়ের অঙ্গ মার্জন করিতে হইবে, স্নানাগার হইতে বাহির হইবার সময় স্নানাগারের পীঠ লইয়া পুরোভাগ ও পশ্চাৎভাগ আচ্ছাদিত করিয়া বাহির হইতে হইবে, জলদ্বারাও উপাধ্যায়ের অঙ্গসেবা করিতে হইবে, স্নানের পর প্রথমেই জল হইতে উঠিয়া নিজের দেহ জলরহিত করিয়া, পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিয়া, উপাধ্যায়ের দেহ হইতে জল মুছিতে হইবে, পরিধেয় বস্ত্র দিতে হইবে, সঙ্ঘাটি দিতে হইবে, স্নানাগারের পীঠ লইয়া প্রথমেই আসিয়া আসন প্রস্তুত করিতে হইবে,

পাদোদক, পাদপীঠ, পাদ-কথলিক (পাপোশ) স্থাপন করিতে হইবে। উপাধ্যায়কে জলপান করিবেন কি না জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, যদি পাঠ গ্রহণ করাইতে ইচ্ছা হয় তবে পাঠ গ্রহণ করাইতে হইবে, যদি পরিপ্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয় তবে পরিপ্রশ্ন করিতে হইবে। যেই বিহারে উপাধ্যায় অবস্থান করেন, যদি সেই বিহার ময়লা হয়, ইচ্ছা হইলে পরিষ্কার করিতে হইবে। বিহার পরিষ্কার করিবার সময় প্রথমে পাত্রচীবর বাহির করিয়া একান্তে রাখিতে হইবে, বসিবার প্রত্যাস্তরণ (চাদর) বাহির করিয়া একান্তে রাখিতে হইবে, মাদুর ও বালিশ বাহির করিয়া একান্তে রাখিতে হইবে, মঞ্চ নিচ করিয়া কপাটে না ঠেকাইয়া বাহির করিয়া একান্তে রাখিতে হইবে, পীঠ নিচ করিয়া কপাটে না ঠেকাইয়া বাহির করিয়া একান্তে রাখিতে হইবে, মঞ্চপদ বাহির করিয়া একান্তে রাখিতে হইবে, পিক্‌দানি (ডাবর) বাহির করিয়া একান্তে রাখিতে হইবে, ঠেস দিবার ফলক বাহির করিয়া একান্তে রাখিতে হইবে, ভূম্যাস্তরণ যেইস্থানে পাতা আছে সেইস্থান লক্ষ করিয়া বাহির করিয়া একান্তে রাখিতে হইবে। যদি বিহারে মাকড়সাদির জাল হয় তাহা হইলে প্রথমে ছাদের নিম্নাংশ হইতে বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে, আলোকসন্ধির (বাতায়নের) কোণা মুছিতে হইবে। যদি গৈরিক পরিকর্মকৃত ভিত্তিগাত্র ক্লেদাক্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া জল নিংড়াইয়া লইয়া মুছিতে হইবে, যদি কৃষ্ণবর্ণ মেঝে ক্লেদাক্ত হইয়া থাকে তবে ভিজা ন্যাকড়া নিংড়াইয়া মুছিতে হইবে। যদি মেঝে কাঁচা হয়, তাহা হইলে ধূলি নিবারণের জন্য জল ছিটাইয়া ঝাঁট দিতে হইবে, আবর্জনা বাছিয়া একান্তে ফেলিয়া দিতে হইবে। ভূম্যাস্তরণ (গালিচা) উত্তপ্ত করিয়া, পরিষ্কার করিয়া, ঝাড়িয়া, পুনরায় আনিয়া যথাস্থানে বিস্তৃত করিতে হইবে। মঞ্চপদ উত্তপ্ত করিয়া, মুছিয়া, পুনরায় আনিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিতে হইবে। মঞ্চ উত্তপ্ত করিয়া, পরিষ্কার করিয়া, ঝাড়িয়া, কপাটে না ঠেকাইয়া, অবনত ভাবে পুন আনিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিতে হইবে। পীঠ উত্তপ্ত করিয়া, পরিষ্কার করিয়া, ঝাড়িয়া, কপাটে না ঠেকাইয়া অবনতভাবে পুনঃ আনিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিতে হইবে। মাদুর ও বালিশ উত্তপ্ত করিয়া, পরিষ্কার করিয়া, ঝাড়িয়া, পুনরায় আনিয়া যথাস্থানে রাখিতে হইবে। বসিবার প্রত্যাস্তরণ উত্তপ্ত করিয়া, পরিষ্কার করিয়া, ঝাড়িয়া, পুনরায় আনিয়া, যথাস্থানে বিস্তারিত করিতে হইবে। পিকদানি উত্তপ্ত করিয়া, মুছিয়া, পুনরায় আনিয়া যথাস্থানে রাখিতে হইবে। ঠেস দিবার ফলক উত্তপ্ত করিয়া, মুছিয়া, পুনরায় আনিয়া যথাস্থানে রাখিতে হইবে। পাত্রচীবর রাখিতে হইবে। পাত্র রাখিবার সময় একহস্তে

পাত্র ধারণ করিয়া অপর হস্তে মঞ্চের নিম্নাংশ বা পীঠের নিম্নাংশ মুছিয়া পাত্র রাখিতে হইবে। ভূমিতে পাত্র রাখিতে পারিবে না। চীবর রাখিবার সময় এক হস্তে চীবর ধারণ করিয়া অন্য হস্তে চীবর রাখিবার বংশদণ্ড বা চীবর রাখিবার রজ্জু মুছিয়া, চীবর মধ্যভাগ হইতে নিম্নপ্রাপ্ত পর্যন্ত এক হস্তে লম্বিত করিয়া অপর হস্তে উপরাংশ বাঁকাইয়া বংশদণ্ডে বা রজ্জুতে স্থাপন করিবে।

যদি পূর্বদিক হইতে ধূলিযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হয় তবে পূর্বপার্শ্বের বাতায়ন বন্ধ করিতে হইবে। যদি পশ্চিমদিক্ হইতে ধূলিযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা হইলে পশ্চিম পার্শ্বের বাতায়ন বন্ধ করিতে হইবে। যদি উত্তরদিক হইতে ধূলিযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা হইলে উত্তর পার্শ্বের বাতায়ন বন্ধ করিতে হইবে। যদি দক্ষিণদিক হইতে ধূলিযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা হইলে দক্ষিণ পার্শ্বের বাতায়ন বন্ধ করিতে হইবে। যদি শীতকাল হয় তাহা হইলে দিবসে বাতায়ন উন্মুক্ত রাখিতে হইবে, রাত্রিতে বন্ধ রাখিতে হইবে। যদি গ্রীষ্মকাল হয় তাহা হইলে দিবসে বাতায়ন বন্ধ রাখিতে হইবে, রাত্রিতে উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। যদি অঙ্গনে আবর্জনা হয় তাহা হইলে অঙ্গনে ঝাঁট দিতে হইবে। যদি প্রকোষ্ঠে আবর্জনা হয় তাহা হইলে প্রকোষ্ঠে ঝাঁট দিতে হইবে। যদি উপস্থানশালায় (বৈঠকখানায়) আবর্জনা হয় তাহা হইলে উপস্থানশালায় ঝাঁট দিতে হইবে। যদি অগ্নিশালায় (পাকশালায়) আবর্জনা হয় তাহা হইলে অগ্নিশালায় ঝাঁট দিতে হইবে। যদি পাইখানায় আবর্জনা হয় তাহা হইলে পাইখানায় ঝাঁট দিতে হইবে। যদি পানীয় জল না থাকে তাহা হইলে তাহা উপস্থাপন করিতে হইবে। যদি পরিভোগ্য জল না থাকে তাহা হইলে তাহা উপস্থাপন (আনয়ন) করিতে হইবে। যদি আচমন-কুম্ভে জল না থাকে তাহা হইলে আচমন-কুম্ভে জল ঢালিতে হইবে। যদি উপাধ্যায়ের অনভিরতি (ব্রহ্মচর্য পালনে অনিচ্ছা) উৎপন্ন হয় তাহা হইলে সহবিহারী উক্ত বিষয় হইতে তাহাকে বিরত করিবে কিংবা করাইবে অথবা ধর্মকথা কহিবে। যদি উপাধ্যায়ের সন্দেহ উৎপন্ন হয় তাহা হইলে সহবিহারী তাহা নিরসন করিবে কিংবা করাইবে অথবা ধর্মকথা কহিবে। যদি উপাধ্যায়ের মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় তাহা হইলে সহবিহারী তাহা বিবেচনা করিবে কিংবা করাইবে অথবা ধর্মকথা কহিবে। যদি উপাধ্যায় পরিবাস[১]যোগ্য গুরুতর অপরাধ প্রাপ্ত হন তাহা হইলে সহবিহারী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিবে যাহাতে সংঘ উপাধ্যায়কে

---

[১]। চূলবগ্গের ২য় স্কন্ধ (পারিবাসিক স্কন্ধ) এবং ৩য় স্কন্ধ (সমুচ্চয় স্কন্ধ) দ্রষ্টব্য।

পরিবাস প্রদান করেন। যদি উপাধ্যায় মূলেপ্রতিকর্ষণ[১]যোগ্য অপরাধগ্রস্ত হন তাহা হইলে সহবিহারী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিবে যাহাতে সংঘ উপাধ্যায়কে মূলেপ্রতিকর্ষণ করেন। যদি উপাধ্যায় মানত্তযোগ্য হন তাহা হইলে সহবিহারী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিবে যাহাতে সংঘ উপাধ্যায়কে মানত্ত প্রদান করেন। যদি উপাধ্যায় আহ্বানযোগ্য হন তাহা হইলে সহবিহারী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিবে যাহাতে সংঘ উপাধ্যায়কে আহ্বান করেন। যদি সংঘ উপাধ্যায়ের 'তর্জনীয়', 'নির্যশ', 'প্রব্রাজনীয়', 'প্রতিস্মারণীয়' অথবা 'উৎক্ষেপনীয়' কর্ম (দণ্ড) বিধান করিতে অভিলাষী হন তাহা হইলে সহবিহারী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিবে যাহাতে সংঘ উপাধ্যায়ের প্রতি দণ্ড বিধান না করেন অথবা তাহা লঘুত্বে পরিণত করেন। যদি সংঘ তাহার প্রতি 'তর্জনীয়', 'নির্যশ', 'প্রব্রাজনীয়', 'প্রতিস্মারণীয়' অথবা 'উৎক্ষেপনীয়' দণ্ড বিধান করেন তাহা হইলে সহবিহারী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিবে যাহাতে উপাধ্যায় সম্যকভাবে অনুবর্তন করেন, মান ত্যাগ করেন, দণ্ডমুক্তির অনুরূপ আচরণ করেন এবং সংঘ সেই দণ্ড প্রত্যাহার করেন।

যদি উপাধ্যায়ের চীবর ধৌত করিবার যোগ্য হয় তাহা হইলে সহবিহারীকে তাহা ধৌত করিতে হইবে, অথবা যাহাতে ধৌত হয় তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য (ব্যগ্রতা) প্রকাশ করিতে হইবে। যদি উপাধ্যায়ের জন্য চীবর প্রস্তুত করিতে হয় তাহা হইলে সহবিহারীকে তাহা প্রস্তুত (সেলাই) করিয়া দিতে হইবে, অথবা যাহাতে তাহা প্রস্তুত হয় তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে হইবে। যদি উপাধ্যায়ের জন্য রং প্রস্তুত[২] করিতে হয় তাহা হইলে সহবিহারীকে তাহা প্রস্তুত করিতে হইবে, অথবা যাহাতে তাহা প্রস্তুত হয় তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে হইবে। যদি উপাধ্যায়ের চীবর রঞ্জিত করিতে হয় তাহা হইলে সহবিহারীকে তাহা রঞ্জিত করিতে হইবে অথবা যাহাতে তাহা রঞ্জিত হয় তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে হইব। চীবর রঞ্জিত করিবার সময় সম্যকভাবে 'উল্টাইয়া পাল্টাইয়া' (এপিট-ওপিট করিয়া) রঞ্জিত করিতে হইবে। যতক্ষণ চীবর হইতে বিন্দু বিন্দু রং ক্ষরণ বন্ধ না হইতেছে ততক্ষণ সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিতে পারিবে না; উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা না করিয়া অন্যকে ভিক্ষাপাত্র দিতে পারিবে না কিংবা অন্যের ভিক্ষাপাত্র প্রতিগ্রহণ করিতে পারিবে না; অন্যকে চীবর দিতে পারিবে না

---

[১]। চূলবগ্গের পারিবাসিক ও সমুচ্চয় স্কন্ধ দ্রষ্টব্য।

[২]। কাঠাল গাছ টুকরা টুকরা করিয়া সিদ্ধ করা।

কিংবা অন্যের চীবর প্রতিগ্রহণ করিতে পারিবে না; অন্যকে 'পরিক্খার' (ভিক্ষুর নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য)[১] দিতে পারিবে না কিংবা অন্যের 'পরিক্খার' প্রতিগ্রহণ করিতে পারিবে না; অন্যের কেশছেদন করিতে পারিবে না কিংবা অন্যের দ্বারা নিজের কেশছেদন করাইতে পারিবে না; অন্যের পরিকর্ম[২] করিতে পারিবে না কিংবা অন্যের দ্বারা নিজের পরিকর্ম করাইতে পারিবে না; অন্যের পরিচর্যা করিতে পারিবে না কিংবা অন্যের দ্বারা নিজের পরিচর্যা করাইতে পারিবে না; অন্যের অনুগামী শ্রমণ[৩] হইতে পারিবে না কিংবা অন্যকে নিজের অনুগামী শ্রমণ করিতে পারিবে না; অন্যের ভিক্ষান্ন আহরণ করিতে পারিবে না কিংবা অন্যের দ্বারা নিজের ভিক্ষান্ন আহরণ করাইতে পারিবে না; উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা না করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিতে পারিবে না, শ্মশানে গমন করিতে পারিবে না, কোনোদিকে যাইতে পারিবে না। যদি উপাধ্যায় পীড়িত হন, রোগমুক্তি আনয়নের জন্য যাবজ্জীবন তাহার পরিচর্যা করিতে হইবে।

॥ উপাধ্যায় ব্রত সমাপ্ত ॥

২. সহবিহারীর ব্রত

হে ভিক্ষুগণ, উপাধ্যায় সম্যকভাবে সহবিহারীর অনুবর্তী হইবেন। সম্যকভাবে অনুবর্তী হইবার নিয়ম এই : হে ভিক্ষুগণ, উপাধ্যায় সহবিহারীকে পাঠোদ্দেশ[৪], পরিপৃচ্ছা[৫], উপদেশ[৬], অনুশাসন[৭] দ্বারা উপকৃত ও অনুগৃহীত করিবেন। যদি উপাধ্যায়ের নিকট ভিক্ষাপাত্র থাকে এবং সহবিহারীর নিকট না থাকে তাহা হইলে উপাধ্যায় সহবিহারীকে ভিক্ষাপাত্র প্রদান করিবেন অথবা যাহাতে সহবিহারী পাত্র পাইতে পারে তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবেন। যদি উপাধ্যায়ের নিকট পরিধেয় চীবর থাকে এবং সহবিহারীর নিকট না থাকে, তাহা হইলে উপাধ্যায় সহবিহারীকে পরিধেয় চীবর প্রদান করিবেন অথবা যাহাতে সহবিহারী চীবর পাইতে পারে তদ্বিষয়ে

---

[১]। অন্তর্বাস, উত্তরাসঙ্গ, সঙ্ঘাটি, ভিক্ষাপাত্র, ক্ষুর, ছুঁচ, কটিবন্ধ এবং জলছাঁকনি।

[২]। দেহ রগড়াইয়া দেওয়া।

[৩]। পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করা।

[৪]। পালিবাচনা;

[৫]। পালিযা অত্থবণ্ণনা;

[৬]। অনোতিণ্ণে বত্থুস্মিং 'ইদং করোহি', 'ইদং মা করিত্থ'তি বচনং;

[৭]। পুনপ্পুন বচনং অনুসাসনি।—সম-পাসা।

ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবেন। যদি উপাধ্যায়ের নিকট 'পরিক্খার' থাকে এবং সহবিহারীর নিকট না থাকে তাহা হইলে উপাধ্যায় সহবিহারীকে 'পরিক্খার' প্রদান করিবেন অথবা যাহাতে সহবিহারী 'পরিক্খার' পাইতে পারে তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবেন। যদি সহবিহারী পীড়িত হয় তাহা হইলে উপাধ্যায় প্রত্যুষে উঠিয়া তাহাকে দন্তকাষ্ঠ প্রদান করিবেন, মুখোদক (আচমনের জল) প্রদান করিবেন, তাহার জন্য আসন প্রস্তুত করিবেন। [অবশিষ্টাংশ উপাধ্যায়-ব্রত সদৃশ।]

॥ সহবিহারীর-ব্রত সমাপ্ত ॥

৩. সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করিবার নিয়ম

১. (ক) সেই সময়ে সহবিহারী সম্যকভাবে উপাধ্যায়ের অনুবর্তী হইত না। ভিক্ষুদের মধ্যে যাহারা অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টচিত্ত, লজ্জা-সংকোচশীল এবং শিশিক্ষু তাহারা আন্দোলন[১] করিতে, নিন্দা[২] করিতে এবং প্রকাশ্যে আপত্তি[৩] করিতে লাগিলেন, "কেন সহবিহারীগণ সম্যকভাবে উপাধ্যায়গণের অনুবর্তী হইতেছে না?" তখন তাহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি সহবিহারীগণ সম্যকভাবে উপাধ্যায়গণের অনুবর্তী হইতেছে না?"

"হ্যাঁ ভগবান, তাহাই বটে।"... ভগবান উক্ত কার্যের নিন্দা করিয়া এবং ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, সহবিহারী সম্যকভাবে উপাধ্যায়ের অনুবর্তী না হইয়া চলিতে পারিবে না, যে সম্যকভাবে অনুবর্তী না হইবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

(খ) তথাপি তাহারা সম্যকভাবে অনুবর্তী হইল না। ভিক্ষুগণ এই বিষয় ভগবানকে জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি : যে সম্যকভাবে উপাধ্যায়ের অনুবর্তী হইবে না তাহাকে 'প্রণমিত' করিবে।"

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে 'প্রণমিত'[৪] করিতে হইবে। 'তোমাকে 'প্রণমিত' করিতেছি', 'তুমি এইস্থানে আসিও না', 'তোমার পাত্রচীবর ঘরের বাহির

---

[১]। উজ্ঝাযন্তি;

[২]। খীযন্তি,

[৩]। বিপাচেন্তি।

[৪]। সাময়িক দণ্ডদান;

কর’ অথবা ‘তুমি আমার পরিচর্যা করিও না।’ এইভাবে কায়ে (দেহসংকেতে), বাক্যে অথবা কায়ে এবং বাক্যে বিজ্ঞাপিত করিলে সহবিহারীকে ‘প্রণমিত’ করা হয়। কায়ে বিজ্ঞাপিত করে না, বাক্যে বিজ্ঞাপিত করে না, কায় এবং বাক্যে বিজ্ঞাপিত করে না, সেক্ষেত্রে সহবিহারী ‘প্রণমিত’ হইবে না।

২. (ক) সেই সময়ে সহবিহারী ‘প্রণমিত’ হইয়া ক্ষমা চাহিত না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) “হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা দিতেছি : ক্ষমা চাহিতে হইবে।”

(খ) তথাপি তাহারা ক্ষমা চাহিল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) “হে ভিক্ষুগণ, ‘প্রণমিত’ ভিক্ষু ক্ষমা না চাহিয়া পারিবে না, যে ক্ষমা চাহিবে না তাহার ‘দুক্কট’ অপরাধ[১] হইবে।”

৩. (ক) সেই সময়ে উপাধ্যায় ক্ষমা চাহিলে ক্ষমা দিলেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন! (ভগবান কহিলেন,) “হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি : উপাধ্যায়কে ক্ষমা করিতে হইবে।”

(খ) তথাপি উপাধ্যায় ক্ষমা করিলেন না। সহবিহারীগণ উপাধ্যায়ের নিকট হইতে প্রস্থান করিতে লাগিল, ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করিল, তীর্থিকগণের নিকট চলিয়া যাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) “হে ভিক্ষুগণ, উপাধ্যায় ক্ষমাপ্রার্থী সহবিহারীকে ক্ষমা না করিতে পারিবে না, যে ক্ষমা করিবে না তাহার ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।”

৪. (ক) সেই সময়ে উপাধ্যায় সম্যকভাবে অনুবর্তী সহবিহারীকে ‘প্রণমিত’ করিতে লাগিলেন অথচ সম্যকভাবে অননুবর্তী সহবিহারীকে ‘প্রণমিত’ করিলেন না। ভিক্ষুগণ, ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) “হে ভিক্ষুগণ, সম্যকভাবে অনুবর্তী সহবিহারীকে ‘প্রণমিত’ করিতে পারিবে না। যে ‘প্রণমিত’ করিবে তাহার ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে। হে ভিক্ষুগণ, সম্যকভাবে অননুবর্তী সহবিহারীকে ‘প্রণমিত’ না করিয়া পারিবে না, যে ‘প্রণমিত’ করিবে না তাহার ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।”

(খ) হে ভিক্ষুগণ, উপাধ্যায় পঞ্চাঙ্গ-বিকল সহবিহারীকে ‘প্রণমিত’ করিবে। পঞ্চাঙ্গ; যথা : (১) উপাধ্যায়ের প্রতি যাহার অধিকমাত্রায় প্রেম নাই; (২) অধিকমাত্রায় যাহার প্রসাদ (শ্রদ্ধা) নাই; (৩) যে অধিকমাত্রায় লজ্জাশীল নহে; (৪) যে অধিকমাত্রায় গৌরব পোষণ করে না; (৫) যে

---

[১]। ‘আপত্তি’।

অধিকমাত্রায় উপাধ্যায় সম্বন্ধে চিন্তা করে না। হে ভিক্ষুগণ, উপাধ্যায় এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করিবে।

(গ) হে ভিক্ষুগণ, উপাধ্যায় পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করিবে না। পঞ্চাঙ্গ; যথা : (১) উপাধ্যায়ের প্রতি যাহার অধিকমাত্রায় প্রেম আছে; (২) অধিকমাত্রায় যাহার প্রসাদ (শ্রদ্ধা) আছে; (৩) যে অধিকমাত্রায় লজ্জাশীল; (৪) যে অধিকমাত্রায় গৌরব পোষণ করে; (৫) যে অধিকমাত্রায় উপাধ্যায় সম্বন্ধে চিন্তা করে। হে ভিক্ষুগণ, উপাধ্যায় এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করিবে না।

(ঘ) হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গ-বিকল সহবিহারীকে প্রণমিত করা একান্ত কর্তব্য। পঞ্চাঙ্গ; যথা : (১) উপাধ্যায়ের প্রতি অধিকমাত্রায় যাহার প্রেম নাই; (২) অধিকমাত্রায় যাহার প্রসাদ নাই; (৩) যে অধিকমাত্রায় লজ্জাশীল নহে; (৪) যে অধিকমাত্রায় গৌরব পোষণ করে না; (৫) যে অধিকমাত্রায় উপাধ্যায় সম্বন্ধে চিন্তা করে না। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করা একান্ত কর্তব্য।

(ঙ) হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করা নিতান্ত অনুচিত। পঞ্চাঙ্গ; যথা : (১) উপাধ্যায়ের প্রতি যাহার অধিকমাত্রায় প্রেম আছে; (২) অধিকমাত্রায় যাহার প্রসাদ আছে; (৩) যে অধিকমাত্রায় লজ্জাশীল; (৪) যে অধিকমাত্রায় গৌরব পোষণ করে; (৫) যে উপাধ্যায় সম্বন্ধে অধিকমাত্রায় চিন্তা করে। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করা নিতান্ত অনুচিত।

(চ) হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গ-বিকল সহবিহারীকে 'প্রণমিত' না করিলে উপাধ্যায় দোষগ্রস্ত হইবে এবং 'প্রণমিত' করিলে দোষগ্রস্ত হইবে না। পঞ্চাঙ্গ; যথা : (১) উপাধ্যায়ের প্রতি অধিকমাত্রায় যাহার প্রেম নাই; (২) অধিকমাত্রায় যাহার প্রসাদ নাই; (৩) যে অধিকমাত্রায় লজ্জাশীল নহে; (৪) যে অধিকমাত্রায় গৌরব পোষণ করে না; (৫) যে উপাধ্যায় সম্বন্ধে অধিকমাত্রায় চিন্তা করে না। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল সহবিহারীকে 'প্রণমিত' না করিলে উপাধ্যায় দোষগ্রস্ত হইবে এবং 'প্রণমিত' করিলে দোষগ্রস্ত হইবে না।

(ছ) হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করিলে উপাধ্যায় দোষগ্রস্ত হইবে এবং প্রণমিত না করিলে দোষগ্রস্ত হইবে না। পঞ্চাঙ্গ; যথা : (১) উপাধ্যায়ের প্রতি যাহার অধিকমাত্রায় প্রেম আছে; (২) অধিকমাত্রায় যাহার প্রসাদ আছে; (৩) অধিকমাত্রায় যে লজ্জাশীল; (৪) যে অধিকমাত্রায়

গৌরব পোষণ করে; (৫) যে উপাধ্যায় সম্বন্ধে অধিকমাত্রায় চিন্তা করে। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করিলে উপাধ্যায় দোষগ্রস্ত হইবে এবং 'প্রণমিত' না করিলে দোষগ্রস্ত হইবে না[১]।

৪. ত্রিশরণ দানে প্রব্রজ্যা-বিধি প্রত্যাহার

সেই সময়ে (রাধ নামে) জনৈক ব্রাহ্মণ ভিক্ষুদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। ভিক্ষুগণ তাহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি ভিক্ষুদের নিকট প্রব্রজ্যা লাভ করিতে না পারিয়া কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ, পাণ্ডুরজাত হইলেন এবং তাহার গাত্রে শিরাসমূহ স্ফুট হইল। ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ, পাণ্ডুরজাত এবং শিরাজাল বিস্তৃত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন "হে ভিক্ষুগণ, এই ব্রাহ্মণ কেন কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ, পাণ্ডুরজাত হইয়াছে এবং কেনইবা তাহার গাত্রে শিরাসমূহ বিস্তৃত হইয়াছে?"

"প্রভো, এই ব্রাহ্মণ ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ভিক্ষুগণ তাহাকে প্রব্রজ্যা প্রদানে ইচ্ছা করেন নাই। ব্রাহ্মণ ভিক্ষুদের নিকট প্রব্রজ্যা লাভ করিতে না পারিয়া কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ, পাণ্ডুরজাত হইয়াছেন এবং তাহার গাত্রে শিরাজাল বিস্তৃত হইয়াছে।" অতঃপর ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :

"হে ভিক্ষুগণ, এই ব্রাহ্মণের 'অধিকার' (কৃত উপকার) কে স্মরণ কর?" আয়ুষ্মান সারিপুত্র কহিলেন, "প্রভো, তাহার কৃত উপকার আমি স্মরণ

---

[১]। যাহারা অননুবর্তী তাহারা 'চীবর রঞ্জিত করা' পর্যন্ত ব্রত সম্পাদন না করিলে উপাধ্যায়ের পরিহানি হয়, এই হেতু যে উক্ত ব্রত সম্পাদন না করিবে সে আশ্রয় মুক্ত হউক বা না হউক তাহার অপরাধই হইবে। 'কাহাকেও পাত্র দিবে না' এই হইতে আশ্রয় অমুক্ত সহবিহারীরই অপরাধ হয়, আশ্রয়মুক্তের অপরাধ হয় না। যদি সহবিহারী অনুবর্তী হয় কিন্তু উপাধ্যায় অনুবর্তী না হন তাহা হইলে উপাধ্যায়ের অপরাধ হয়। যদি উপাধ্যায় অনুবর্তী হন কিন্তু সহবিহারী অনুবর্তী না হয় তাহা হইলে সহবিহারীরই অপরাধ। যদি উপাধ্যায় বহু সহবিহারীর ব্রত (সেবা) গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাহারা ব্রতপূরণ না করিলে সকলের অপরাধ হয়। যদি উপাধ্যায় কহেন, 'আমার সেবক আছে তোমরা স্ব স্ব শিক্ষা এবং ধ্যানাদিতে উদ্যমশীল হও' তাহা হইলে সহবিহারীগণের অপরাধ হইবে না। যদি উপাধ্যায় সেবা গ্রহণ অগ্রহণ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হন, সহবিহারীও অনেক থাকে এবং তন্মধ্যে জনৈক ব্রত পূরক ভিক্ষু 'উপাধ্যায়ের কার্য আমি সমাধা করিব, আপনারা তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবেন না' এই বলিয়া ভার গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহার ভার গ্রহণ দিবস হইতে সমগ্র সহবিহারীরই অপরাধ হইবে না।—সম-পাসা।

করি।”

“সারিপুত্র, তুমি ব্রাহ্মণের কোন উপকার স্মরণ কর?”

“প্রভো, আমি একদিন রাজগৃহে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণ করিবার সময় এই ব্রাহ্মণ আমাকে এক চামচ ভিক্ষা প্রদান করাইয়াছিলেন। প্রভো, আমি ব্রাহ্মণের এই উপকার স্মরণ করিতেছি।”

“সাধু, সাধু, সারিপুত্র, সৎপুরুষগণ কৃতজ্ঞ ও কৃতবিদ হইয়া থাকেন। সারিপুত্র, তাহা হইলে তুমি এই ব্রাহ্মণকে প্রব্রজ্যা প্রদান কর, উপসম্পদা প্রদান কর।”

“প্রভো, আমি ব্রাহ্মণকে কীরূপে প্রব্রজ্যা প্রদান করিব এবং কীরূপেই বা উপসম্পদা প্রদান করিব?”

অনন্তর ভগবান ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি পূর্বে ত্রিশরণ দানে উপসম্পদা প্রদান করিবার যেই অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলাম তাহা অদ্য হইতে প্রত্যাহার করিলাম। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ‘জ্ঞপ্তি-চতুর্থ-কর্ম’[১] দ্বারা উপসম্পদা প্রদান করিবে।”

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে উপসম্পদা প্রদান করিতে হইবে : দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এইরূপে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিবে :

জ্ঞপ্তি : ‘মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ব্যক্তি অমুক নামীয় আয়ুষ্মানের[২] নিকট উপসম্পদাপ্রার্থী হইয়াছেন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহা হইলে সংঘ এই নামীয় ব্যক্তিকে উপসম্পদা প্রদান করিতে পারেন অমুক নামীয় ভিক্ষুর উপাধ্যায়ত্বে। ইহাই জ্ঞপ্তি (প্রস্তাব-জ্ঞাপনা)।”

অনুশ্রাবণ : (১) “মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ব্যক্তি অমুক নামীয় আয়ুষ্মানের নিকট উপসম্পদাপ্রার্থী হইয়াছেন। সংঘ এই নামীয় ব্যক্তিকে উপসম্পদা প্রদান করিতেছেন অমুক নামীয় ভিক্ষুর উপাধ্যায়ত্বে। এই নামীয় ব্যক্তির উপসম্পদা-লাভ যে আয়ুষ্মান কর্তৃক যোগ্য বিবেচিত হয় তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি যোগ্য বিবেচনা না করেন তিনি

---

[১]। একবার জ্ঞপ্তি স্থাপন এবং তিনবার অনুশ্রবণ করিয়া যেই কার্য করা হয় তাহাকে ‘জ্ঞপ্তি-চতুর্থ-কর্ম’ বলে।

[২]। অমুক নামীয় ব্যক্তি এবং আয়ুষ্মানের স্থানে উপসম্পদাপ্রার্থী এবং উপাধ্যায়ের প্রকৃত নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রায়ই ‘নাগ’ এবং ‘তিষ্য’ নামক কাল্পনিক নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তাহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।” (২) দ্বিতীয়বারও এই কথা বলিতেছি, “মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ব্যক্তি অমুক নামীয় আয়ুষ্মানের নিকট উপসম্পদাপ্রার্থী হইয়াছেন। সংঘ এই নামীয় ব্যক্তিকে উপসম্পদা প্রদান করিতেছেন অমুক নামীয় উপাধ্যায়ত্বে। এই নামীয় ব্যক্তির উপসম্পদা-লাভ যে আয়ুষ্মান কর্তৃক যোগ্য বিবেচিত হয় তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি যোগ্য বিবেচনা না করেন তিনি তাহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।” (৩) তৃতীয়বারও এই কথা বলিতেছি, “মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ব্যক্তি অমুক নামীয় আয়ুষ্মানের নিকট উপসম্পদাপ্রার্থী হইয়াছেন। সংঘ এই নামীয় ব্যক্তিকে উপসম্পদা প্রদান করিতেছেন অমুক নামীয় আয়ুষ্মানের উপাধ্যায়ত্বে। এই নামীয় ব্যক্তির উপসম্পদা-লাভ যে আয়ুষ্মান কর্তৃক যোগ্য বিবেচিত হয় তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি যোগ্য বিবেচনা না করেন তিনি তাহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।”

ধারণা : “সংঘ কর্তৃক এই নামীয় ব্যক্তি উপসম্পন্ন হইলেন অমুক নামীয় আয়ুষ্মানের উপাধ্যায়ত্বে। প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিয়া সংঘ মৌন আছেন, আমি এইরূপ মনে করিতেছি।”

৫. উপসম্পদা-কর্মপদ্ধতি

১. সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু উপসম্পদা লাভের পর অনাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ভিক্ষুগণ কহিলেন, ‘বন্ধো, এইরূপ করিবেন না, এরূপ করা উচিত নহে।’ তিনি বলিলেন, ‘আমি আয়ুষ্মানের নিকট যাচঞা করি নাই যে, আমাকে উপসম্পদা প্রদান করুন। কেন আপনারা অযাচিত হইয়া আমাকে উপসম্পদা প্রদান করিয়াছেন?’ ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, অযাচিত হইয়া কাহাকেও উপসম্পদা প্রদান করিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা প্রদান করিবে তাহার ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যাচিত হইয়াই উপসম্পদা প্রদান করিবে।”

২. **উপসম্পদা যাচঞা :** “হে ভিক্ষুগণ, এইরূপেই উপসম্পদা যাচঞা করিতে হইবে : উপসম্পদাকামী ব্যক্তি সংঘের নিকট উপস্থিত হইয়া, উত্তরাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করিয়া, উপস্থিত ভিক্ষুদিগের পদ বন্দনা করিয়া, ‘উৎকুটভাবে’ বসিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া এরূপ বলিবে, “মাননীয় সংঘের নিকট

আমি উপসম্পদা যাচঞা করিতেছি, মাননীয় সংঘ অনুকম্পাপূর্বক আমাকে উদ্ধার করুন।" [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এইরূপে যাচঞা করিতে হইবে।]

দক্ষ, সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এইরূপে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিবে :

জ্ঞপ্তি : "মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ব্যক্তি অমুক নামীয় আয়ুষ্মানের নিকট উপসম্পদাকামী হইয়াছেন। এই নামীয় ব্যক্তি সংঘের নিকট উপসম্পদা যাচঞা করিতেছেন অমুক নামীয় আয়ুষ্মানের উপাধ্যায়ত্বে। যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হইলে সংঘ তাহাকে উপসম্পদা প্রদান করিতে পারেন উক্ত নামীয় আয়ুষ্মানের উপাধ্যায়ত্বে। ইহাই জ্ঞপ্তি।"

অনুশ্রাবণ : "মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ব্যক্তি অমুক নামীয় আয়ুষ্মানের নিকট উপসম্পদাকামী হইয়াছেন। এই নামীয় ব্যক্তি সংঘের নিকট উপসম্পদা যাচঞা করিতেছেন অমুক নামীয় আয়ুষ্মানের উপাধ্যায়ত্বে। সংঘ এই নামীয় ব্যক্তিকে উপসম্পদা প্রদান করিতেছেন উক্ত নামীয় আয়ুষ্মানের উপাধ্যায়ত্বে। এই নামীয় ব্যক্তির উপসম্পদালাভ যে আয়ুষ্মান কর্তৃক যোগ্য বিবেচিত হয় তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি যোগ্য বিবেচনা না করেন তিনি তাহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।" [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এরূপ বলিতে হইবে।]

ধারণা : "সংঘ কর্তৃক এই নামীয় ব্যক্তি উপসম্পন্ন হইলেন অমুক নামীয় আয়ুষ্মানের উপাধ্যায়ত্বে। প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিয়া সংঘ মৌন আছেন, আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।"

৬. ভিক্ষুর চতুর্বিধ আশ্রয়

সেই সময়ে রাজগৃহে উত্তম আহারের 'পালা' চলিতেছিল। জনৈক ব্রাহ্মণ ভাবিল, 'সুখশীলী, সুখবিহারী এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সুস্বাদুভোজ্য ভোজন করিয়া নিরুদ্বেগে শয্যায় শয়ন করেন। অতএব আমিও শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।' এই ভাবিয়া সেই ব্রাহ্মণ ভিক্ষুদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা যাচঞা করিল। তাহাকে ভিক্ষুগণ প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন, উপসম্পদাও প্রদান করিলেন। তাহার প্রব্রজ্যালাভের পর ওই আহারের 'পালা' বন্ধ হইল। ভিক্ষুগণ তাহাকে কহিলেন, "বন্ধো, এস, ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য গমন করিব।" সে বলিল, "বন্ধুগণ, আমি ভিক্ষাচর্যার জন্য প্রব্রজিত হই নাই। যদি আপনারা আমাকে আহার্য প্রদান করেন তাহা হইলে ভোজন করিব, যদি প্রদান না করেন, তাহা হইলে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ

করিব।”

“বন্ধো, আপনি কি উদরপূর্তির জন্যই প্রব্রজিত হইয়াছেন?”

“হ্যাঁ বন্ধো, তাহাই বটে।”

যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু... তাহারা আন্দোলন করিতে, নিন্দা করিতে এবং প্রকাশ্যে আপত্তি করিতে লাগিলেন—“কেন ভিক্ষু এইরূপ সু-আখ্যাত ধর্মবিনয়ে (বুদ্ধশাসনে) উদরপূর্তির জন্য প্রব্রজিত হইতে পারেন?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) “ভিক্ষু, সত্যই কি তুমি উদরপূর্তির জন্য প্রব্রজিত হইয়াছ?”

“হ্যাঁ ভগবান, তাহাই বটে।”

ভগবান ইহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন, “মোঘপুরুষ, কেন তুমি এই সু-আখ্যাত ধর্মবিনয়ে উদরপূর্তির জন্য প্রব্রজিত হইয়াছ? তোমার এই কার্যে অপ্রসন্নের (অশ্রদ্ধের) মধ্যে প্রসাদ উৎপাদন অথবা প্রসন্নের মধ্যে প্রসাদ বর্ধিত করিতে পারে না...।”

ভগবান ওই ভিক্ষুর নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া, ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : তোমরা উপসম্পদা (ভিক্ষু-দীক্ষা) প্রদানের সময় নিম্নোক্ত চারি আশ্রয়ের কথা উল্লেখ করিবে : (১) ভিক্ষান্ন মাত্র সম্বলস্বরূপ করিবার জন্যই তোমারা প্রব্রজ্যা; এই বিষয়ে তুমি যাবজ্জীবন উৎসাহান্বিত থাকিবে। তোমার পক্ষে অতিরিক্ত ভোজন সম্বল হইতে পারে সংঘভোজন[১], উদ্দিষ্টভোজন[২], নিমন্ত্রণ[৩], শলাকভোজন[৪], পাক্ষিক ভোজন[৫], উপবসথ ভোজন[৬], এবং প্রাতিপদিক ভোজন[৭]। (২) পাংশুকূল[৮] চীবর মাত্র আচ্ছাদন সম্বল করিবার জন্যই তোমার প্রব্রজ্যা; এই বিষয়ে তুমি যাবজ্জীবন উৎসাহান্বিত থাকিবে। তোমার পক্ষে অতিরিক্ত আচ্ছাদন সম্বল হইতে পারে ক্ষৌমবস্ত্র, কার্পাসবস্ত্র, কৌষেয়বস্ত্র, কম্বল, পট্টবস্ত্র এবং ভঙ্গ (বৃক্ষ-ত্বকে প্রস্তুত) বস্ত্র। (৩) বৃক্ষমূল (তরুতল)

---

[১]। ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভোজন;

[২]। মৃত পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভোজন (শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রদত্ত ভোজন);

[৩]। সাধারণভাবে প্রদত্ত ভোজন;

[৪]। শলাকা (টিকেট) দ্বারা প্রদত্ত ভোজন;

[৫]। পক্ষান্তে প্রদত্ত ভোজন;

[৬]। উপোসথ দিবসে প্রদত্ত ভোজন;

[৭]। প্রতিপদ দিবসে প্রদত্ত ভোজন;

[৮]। আবর্জনাস্তূপ হইতে কুড়ানো বস্ত্রে প্রস্তুত চীবর;

মাত্র শয্যাসন[১] সম্বল করিবার জন্যই তোমার প্রব্রজ্যা; এই বিষয়ে তুমি যাবজ্জীবন উৎসাহান্বিত থাকিবে। তোমার পক্ষে অতিরিক্ত শয্যাসন সম্বল হইতে পারে বিহার, অর্ধযোগ[২], প্রাসাদ, হর্ম্য এবং গুহা। (৪) পূতিমূত্র (গোমূত্র) ভৈষজ্য সম্বল করিবার জন্যই তোমার প্রব্রজ্যা; এই বিষয়ে তোমাকে যাবজ্জীবন উৎসাহান্বিত থাকিতে হইবে। তোমার পক্ষে অতিরিক্ত ভৈষজ্য সম্বল হইতে পারে চর্বি, তৈল, নবনীত, মধু এবং খাঁড় (শক্ত গুড়)।

॥ উপাধ্যায়-ব্রত ভণিতা সমাপ্ত ॥

৭. উপসম্পদা দানের অযোগ্য উপাধ্যায়

সেই সময়ে জনৈক মানব (ব্রাহ্মণ যুবক) ভিক্ষুদিগের নিকট আসিয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিল। ভিক্ষুগণ প্রব্রজ্যাদানের পূর্বেই তাহাকে প্রব্রজ্যার চারি আশ্রয় জানাইলেন। মানব কহিল, যদি মাননীয় ভিক্ষুগণ আমাকে প্রব্রজ্যাদানের পূর্বে আশ্রয়সমূহ না জানাইতেন, তাহা হইলে আমি আনন্দিত হইতাম। এখন কিন্তু আমি প্রব্রজিত হইব না। যেহেতু কথিত আশ্রয়সমূহ আমার পক্ষে রুচিবিগর্হিত এবং আমার স্বভাবের প্রতিকূল।

ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, প্রব্রজ্যাদানের পূর্বে আশ্রয়সমূহ জানাইতে পারিবে না, যদি কেহ জানায় তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : উপসম্পদাদানের অব্যবহিত পরে আশ্রয়সমূহ জ্ঞাপন করিবে।"

সেই সময়ে মাত্র দুইজন, তিনজন কিংবা চারিজন ভিক্ষু মিলিত হইয়া উপসম্পদা প্রদান করিতেন। ভিক্ষুগণ এই বিষয় ভগবানকে জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, দশজনের কম হইলে ভিক্ষুগণ উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না। যদি কেহ উপসম্পদা প্রদান করে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দশজন অথবা দশাধিক ভিক্ষু মিলিত হইয়া উপসম্পদা প্রদান করিবে।"

সেই সময়ে যাঁহাদের বয়স মাত্র এক বৎসর কিংবা দুই বৎসর এইরূপ ভিক্ষুগণও সহবিহারীকে উপসম্পদা প্রদান করিতেন। বঙ্গান্তপুত্র আয়ুষ্মান উপসেন ভিক্ষুর বর্ষ গণনায় যখন তাহার বয়স মাত্র এক বৎসর[৩] তখন

---

[১]। বাসস্থান;

[২]। গরুড়াকৃতি গৃহ।

[৩]। যেইদিন ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করা হয় সেইদিন হইতেই ভিক্ষুর বয়স গণনা করা হয়, জন্ম দিবস হইতে নহে।

সহবিহারীকে উপসম্পদা প্রদান করিলেন। বর্ষাবাসব্রত উদ্‌যাপন করিয়া যখন তিনি স্বয়ং মাত্র দুই বৎসর বয়স্ক হইলেন তখন তিনি তাহার এক বৎসর বয়স্ক সহবিহারীকে সঙ্গে করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। অভ্যাগত ভিক্ষুদিগকে কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করা বুদ্ধগণের রীতি। ভগবান বঙ্গান্তপুত্র আয়ুষ্মান উপসেনকে কহিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা নিরুপদ্রবে আছ তো? সুখে দিনযাপন করিতেছ তো? দীর্ঘপথ আসিতে তোমাদের বিশেষ কষ্ট হয় নাই তো?"

"ভগবান, আমরা নিরুপদ্রবে আছি, সুখে দিনযাপন করিতেছি এবং দীর্ঘপথ আসিতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হয় নাই।"

তথাগতগণ জানিয়াও কোনো কোনো বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, আবার কোনো কোনো বিষয় জানিয়া জিজ্ঞাসা করেন না। তথাগতগণ সময় বুঝিয়া কোনো কোনো বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, আবার সময় বুঝিয়া কোনো কোনো বিষয় জিজ্ঞাসা করেন না। তথাগতগণ অর্থযুক্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করেন নিরর্থক বিষয় নহে; নিরর্থক আলাপে তথাগতের সকল প্রবৃত্তি সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। বুদ্ধগণ দ্বিবিধ কারণে ভিক্ষুদিগকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন : (১) ধর্মোপদেশ প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে অথবা (২) শ্রাবকগণের জন্য শিক্ষাপদ নির্দিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে। ভগবান আয়ুষ্মান বঙ্গান্তপুত্র উপসেনকে কহিলেন, "ভিক্ষু, তোমার বয়স কত?" "ভগবান, আমার বয়স দুই বৎসর হইয়াছে।" "এই ভিক্ষুর বয়স কত হইয়াছে?" "এক বৎসর।" "এই ভিক্ষু তোমার কে হয়?" "এ আমার সহবিহারী।"

ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন, "মোঘপুরুষ, তাহা তোমার পক্ষে অননুরূপ, অননুযায়ী, অপ্রতিরূপ, অশ্রমণোচিত, অবিধেয় এবং অকার্য হইয়াছে। তুমি নিজে উপদেশ এবং অনুশাসনের যোগ্য হইয়া কেন অপরকে উপদেশ ও অনুশাসন প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছ? অতি শীঘ্রই যে তুমি দলপুষ্টিরূপ বাহুল্যে আবর্তিত হইয়াছ! মোঘপুরুষ, তোমার এই কার্যে অপ্রসন্নদের মধ্যে প্রসাদ উৎপন্ন অথবা...।" ভগবান এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া, ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, দশ বৎসরের কম বয়স্ক ভিক্ষু স্বয়ং উপাধ্যায় হইয়া অপরকে উপসম্পদা প্রদান করিতে পারিবে না, যদি কেহ উপসম্পদা প্রদান করে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দশ কিংবা দশাধিক বয়স্ক ভিক্ষুই স্বয়ং উপাধ্যায় হইয়া অপরকে উপসম্পদা প্রদান করিতে

পারিবে।”

সেই সময়ে ‘আমার বয়স দশ বৎসর হইয়াছে’, ‘দশ বৎসর হইয়াছে’ ভাবিয়া অদক্ষ ও অসমর্থ ভিক্ষুগণ উপসম্পদা প্রদান করিতেছিলেন। দেখা গেল উপাধ্যায় অজ্ঞ, সহবিহারী পণ্ডিত; উপাধ্যায় অসমর্থ, সহবিহারী সমর্থ; উপাধ্যায় অল্পশ্রুত, সহবিহারী বহুশ্রুত; উপাধ্যায় অপ্রাজ্ঞ, সহবিহারী প্রাজ্ঞ। জনৈক তীর্থিক[১] উপাধ্যায় কর্তৃক সহবিহারীর আচরণীয় ধর্ম উপদিষ্ট হইলে উপাধ্যায়ের উপর দোষারোপ করিয়া পূর্বতীর্থিক আশ্রমে চলিয়া গেল। ভিক্ষুদের মধ্যে যাহারা অল্পেচ্ছু... তাহারা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আপত্তি করিতে লাগিলেন : “আমার বয়স ‘দশ বৎসর হইয়াছে,’ ‘দশ বৎসর হইয়াছে’ ভাবিয়া কেন অদক্ষ ও অসমর্থ ভিক্ষুগণ উপসম্পদা দিতেছে? দেখা যাইতেছে উপাধ্যায় অজ্ঞ, সহবিহারী পণ্ডিত; উপাধ্যায় অসমর্থ, সহবিহারী সমর্থ; উপাধ্যায় অল্পশ্রুত, সহবিহারী বহুশ্রুত; উপাধ্যায় অপ্রাজ্ঞ, সহবিহারী প্রাজ্ঞ।” তাহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) “হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি অদক্ষ ও অসমর্থ ভিক্ষুগণ ‘আমার বয়স দশ বৎসর হইয়াছে’, ‘দশ বৎসর হইয়াছে’ ভাবিয়া উপসম্পদা প্রদান করিতেছে, দেখা যাইতেছে উপাধ্যায় অজ্ঞ, সহবিহারী পণ্ডিত; উপাধ্যায় অবিশারদ, সহবিহারী বিশারদ; উপাধ্যায় অল্পশ্রুত, সহবিহারী বহুশ্রুত; উপাধ্যায় অপ্রাজ্ঞ, সহবিহারী প্রাজ্ঞ?”

“হ্যাঁ ভগবান, তাহাই বটে।”

ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন, হে ভিক্ষুগণ, কেন অদক্ষ ও অসমর্থ মোঘপুরুষগণ ‘আমার বয়স দশ বৎসর হইয়াছে’, ‘দশ বৎসর হইয়াছে’ ভাবিয়া উপসম্পদা দিতেছে? দেখা যাইতেছে উপাধ্যায় অজ্ঞ... অপ্রাজ্ঞ। হে ভিক্ষুগণ, এই কার্যে অপ্রসন্নদের মধ্যে প্রসাদ উৎপন্ন... ভগবান এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :

“হে ভিক্ষুগণ, অদক্ষ ও অসমর্থ ভিক্ষুগণ, উপাধ্যায় হইয়া কাহাকেও উপসম্পদা প্রদান করিতে পারিবে না, যদি কেহ উপসম্পদা প্রদান করে তাহার ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দক্ষ ও সমর্থ দশ কিংবা দশাধিক বৎসর বয়স্ক ভিক্ষুই উপসম্পদা প্রদান করিবে।”

---

[১]। ভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী।

৮. আচার্যের ব্রত

সেই সময়ে উপাধ্যায় বিহার হইতে অন্যত্র প্রস্থান করিলেও, ভিক্ষুত্ব পরিত্যাগ করিলেও, কালপ্রাপ্ত হইলেও, তীর্থিকাশ্রমে চলিয়া গেলেও, ভিক্ষুগণ আচার্য অভাবে উপদেশ ও অনুশাসনের অভাবে, অশোভনভাবে চীবর পরিধান করিয়া, অশোভনভাবে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, অসৌষ্ঠবভাবে ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করিতেন। যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাহাদের ভোজনের উপরে, খাদ্য-ভোজ্য-লেহ্যপেয়ের উপর 'উত্তিট্ঠ' পাত্র উপনমিত করিতেন। স্বয়ং অন্ন ব্যঞ্জন যাচঞা করিয়া ভোজন করিতেন। ভোজনের সময়ও উচ্চশব্দ মহাশব্দ করিতেন। জনসাধারণ এই বিষয়ে আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ অশোভনভাবে চীবর পরিধান করিয়া, অশোভনভাবে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, অসৌষ্ঠবভাবে ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করে, কেনই বা তাহারা যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাহাদের ভোজনের উপর, খাদ্য-ভোজ্য-লেহ্যপেয়ের উপর 'উত্তিট্ঠ' পাত্র উপনমিত করে, কেনই বা স্বয়ং অন্নব্যঞ্জন যাচঞা করিয়া ভোজন করে, কেনই বা ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে, যেমন ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় ব্রাহ্মণেরা করিয়া থাকে?"

ভিক্ষুগণ, শুনিতে পাইলেন যে, জনসাধারণ এইরূপ আন্দোলন, নিন্দা এবং দুর্নাম প্রচার করিতেছে। ভিক্ষুদের মধ্যে যাহারা অল্পেচ্ছু সন্তুষ্টচিত্ত লজ্জা-সংকোচশীল এবং শিশিক্ষু তাহারাও আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আপত্তি করিতে লাগিলেন, "কেন ভিক্ষুগণ অশোভনভাবে চীবর পরিধান করিয়া, অশোভনভাবে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, অসৌষ্ঠবভাবে ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করে, কেনই বা তাহারা যখন লোকেরা ভোজনে রত, তখন তাহাদের ভোজনের উপর, খাদ্য-ভোজ্য-লেহ্যপেয়ের উপর 'উত্তিট্ঠ' পাত্র উপনমিত করে, কেনই বা স্বয়ং অন্নব্যঞ্জন যাচঞা করিয়া ভোজন করে এবং কেনই বা ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে?" তখন তাহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন।

ভগবান এই নিদানে (সম্বন্ধে) এবং এই প্রকরণে (প্রসঙ্গে) ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করাইয়া ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি ভিক্ষু অশোভন পরিহিত হইয়া, অশোভনভাবে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, অসৌষ্ঠবভাবে ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করে, সত্যই কি তাহারা যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাহাদের ভোজনের উপর, খাদ্য-ভোজ্য

লেহ্যপেয়ের উপর ‘উত্তিট্‌ঠ’ পাত্র উপনমিত করে, সত্যই কি স্বয়ং অন্নব্যঞ্জন যাচঞা করিয়া ভোজন করে, সত্যই কি ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে?”

“প্রভো, তাহা সত্য বটে।”

ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন, “হে ভিক্ষুগণ, ওই মোঘপুরুষগণের পক্ষে তাহা অননুরূপ, অননুযায়ী, অপ্রতিরূপ, অশ্রমণোচিত, অবিধেয় এবং অকার্য হইয়াছে। কেন মোঘপুরুষগণ অশোভনভাবে চীবর পরিধান করিয়া, অশোভনভাবে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, অসৌষ্ঠবভাবে ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করে, কেনই বা তাহারা যখন লোকেরা ভোজনে রত, তখন তাহাদের ভিক্ষান্নের উপর, খাদ্য-ভোজ্য-লেহ্যপেয়ের উপর ‘উত্তিট্‌ঠ’ পাত্র উপনমিত করে, কেনই বা স্বয়ং অন্নব্যঞ্জন যাচঞা করিয়া ভোজন করে এবং কেনই বা ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে?” হে ভিক্ষুগণ, তাহাদের এই কার্যে অপ্রসন্নদের মধ্যে প্রসাদ উৎপন্ন অথবা প্রসন্নের প্রসাদ বর্ধিত করিতে পারে না বরং তাহাতে অপ্রসন্নের মধ্যে অধিকতর প্রসাদহীনতা এবং কোনো কোনো প্রসন্নের মধ্যে ভাবান্তর আনয়ন করিবে।”

ভগবান বিবিধ প্রকারে ওই ভিক্ষুগণের নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া, ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি আচার্য গ্রহণের অনুজ্ঞা দিতেছি। আচার্য অন্তেবাসীর প্রতি পুত্রচিত্ত (অপত্যস্নেহ) উপস্থাপিত করিবে, অন্তেবাসী আচার্যের প্রতি পিতৃচিত্ত (বাৎসল্য) উপস্থাপিত করিবে । এইরূপে তাহারা পরস্পর সগৌরবে, সসম্ভ্রমে এবং সমজীবী হইয়া অবস্থান করিলে এই ধর্মবিনয়ে (বুদ্ধশাসনে) বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি এবং বিপুলতা লাভ করিবে।

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দশ বৎসর অন্যের আশ্রয়ে (অধীনে) থাকিবে এবং অন্যূন দশ বৎসর বয়স্ক ভিক্ষু অপরকে আশ্রয় প্রদান করিবে।”

হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে আচার্য গ্রহণ করিতে হইবে : উত্তরাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করিয়া, পাদ বন্দনা করিয়া, পদাগ্রে ভার দিয়া বসিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ বলিতে হইবে—“প্রভো, আপনি আমার আচার্য হউন, আমি আপনার আশ্রয়ে বাস করিব।” [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এইরূপ বলিবে।]

যদি আচার্য ‘সাধু’, ‘লঘু’, ‘সদুপায়’, ‘প্রতিরূপ’ অথবা ‘শোভনভাবে সম্পাদন কর’ এই পঞ্চবিধ উক্তির যেকোনোটি দ্বারা ইঙ্গিতে বিজ্ঞাপিত করে, বাক্যে বিজ্ঞাপিত করে, অথবা ইঙ্গিতে বা বাক্যে বিজ্ঞাপিত করে, তবে

আচার্য গৃহীত হয়। যদি ইঙ্গিতে বিজ্ঞাপিত না করে, বাক্যে বিজ্ঞাপিত না করে, ইঙ্গিতে এবং বাক্যে বিজ্ঞাপিত না করে, সেক্ষেত্রে আচার্য গৃহীত হয় না।

"হে ভিক্ষুগণ, অন্তেবাসীকে আচার্যের সম্যক অনুবর্তী হইতে হইবে। সম্যক অনুবর্তী হইবার বিধি এই : প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া, উপানহ খুলিয়া, উত্তরাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করিয়া তাহাকে দন্তকাষ্ঠ দিতে হইবে, মুখোদক দিতে হইবে, তাহার জন্য আসন প্রস্তুত করিতে হইবে। [অবশিষ্টাংশ উপাধ্যায়ের ব্রত সদৃশ।]

৯. অন্তেবাসীর ব্রত

হে ভিক্ষুগণ, আচার্যকে অন্তেবাসীর সম্যক অনুবর্তী হইতে হইবে। সম্যক অনুবর্তী হইবার নিয়ম এই : হে ভিক্ষুগণ, আচার্য অন্তেবাসীকে পাঠোদ্দেশ, পরিপৃচ্ছা, উপদেশ এবং অনুশাসন দ্বারা উপকৃত ও অনুগৃহীত করিবেন। যদি আচার্যের নিকট ভিক্ষাপাত্র থাকে এবং অন্তেবাসীর নিকট না থাকে, তাহা হইলে আচার্য অন্তেবাসীকে ভিক্ষাপাত্র দিবে অথবা যাহাতে অন্তেবাসী পাত্র পাইতে পারে তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবে। যদি আচার্যের নিকট পরিধেয় চীবর থাকে এবং অন্তেবাসীর নিকট না থাকে, তাহা হইলে আচার্য অন্তেবাসীকে চীবর দিবে অথবা যাহাতে অন্তেবাসী চীবর পাইতে পারে তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবে। যদি আচার্যের নিকট 'পরিক্খার' (নিত্য ব্যবহার্য বস্তু) থাকে এবং অন্তেবাসীর নিকট না থাকে, তাহা হইলে আচার্য অন্তেবাসীকে 'পরিক্খার' দিবে অথবা যাহাতে অন্তেবাসী 'পরিক্খার' পাইতে পারে তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবে। যদি অন্তেবাসী পীড়িত হয়, তাহা হইলে প্রত্যুষে উঠিয়া তাহাকে দন্তকাষ্ঠ প্রদান করিতে হইবে, মুখোদক দিতে হইবে, তাহার জন্য আসন প্রস্তুত করিতে হইবে। [অবশিষ্টাংশ সহবিহারীর ব্রত সদৃশ।]

॥ ষষ্ঠ ভণিতা সমাপ্ত ॥

১০. অন্তেবাসীকে 'প্রণমিত' করিবার নিয়ম

সেই সময়ে অন্তেবাসীগণ আচার্যের সম্যক অনুবর্তী হইত না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, অন্তেবাসীগণ সম্যকভাবে আচার্যগণের অনুবর্তী না হইয়া পারিবে না, যদি কেহ সম্যকভাবে অনুবর্তী না হয়, তাহার 'দুক্কট' অপরাধ

হইবে।”

তথাপি তাহারা সম্যকভাবে আচার্যগণের অনুবর্তী হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) “হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যে সম্যকভাবে আচার্যগণের অনুবর্তী হইবে না তাহাকে ‘প্রণমিত’ করিবে।”

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে প্রণমিত (সাময়িক দণ্ড দান) করিতে হইবে : ‘তোমাকে ‘প্রণমিত করিতেছি’, ‘এইস্থানে আসিও না’, ‘তোমার পাত্র চীবর বাহির কর’ অথবা ‘তুমি আমার পরিচর্যা করিও না।’ যদি এইভাবে ইঙ্গিত বিজ্ঞাপিত করে, বাক্যে বিজ্ঞাপিত করে অথবা ইঙ্গিতে ও বাক্যে বিজ্ঞাপিত করে, তাহা হইলে অন্তেবাসীকে ‘প্রণমিত’ করা হয়। যদি ইঙ্গিতে বিজ্ঞাপিত না করে, বাক্যে বিজ্ঞাপিত না করে, অথবা ইঙ্গিতে ও বাক্যে বিজ্ঞাপিত না করে, তাহা হইলে অন্তেবাসীকে ‘প্রণমিত’ করা হয় না। [অবশিষ্টাংশ সহবিহারী ‘প্রণমিত’ করা সদৃশ।]

১১. আশ্রয়দানের অযোগ্য আচার্য

সেই সময়ে অজ্ঞ ও অবিশারদ ভিক্ষুগণ ‘আমার বয়স দশ বৎসর হইয়াছে’, ‘দশ বৎসর হইয়াছে’ ভাবিয়া (অন্তেবাসীকে) আশ্রয় প্রদান করিতেছিলেন। দেখা গেল আচার্য অজ্ঞ, অন্তেবাসী পণ্ডিত; আচার্য অদক্ষ, অন্তেবাসী দক্ষ; আচার্য অল্পশ্রুত, অন্তেবাসী বহুশ্রুত; আচার্য অপ্রাজ্ঞ, অন্তেবাসী প্রাজ্ঞ। ভিক্ষুদের মধ্যে যাহারা অল্পেচ্ছু... তাহারা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আপত্তি করিতে লাগিলেন : “কেন ‘আমার বয়স দশ বৎসর হইয়াছে’, ‘দশ বৎসর হইয়াছে’, ভাবিয়া অজ্ঞ ও অদক্ষ ভিক্ষুগণ অন্য ভিক্ষুকে আশ্রয় দিতেছে? দেখা যাইতেছে আচার্য অজ্ঞ, অন্তেবাসী পণ্ডিত। [অবশিষ্টাংশ উপসম্পদা দানের অযোগ্য উপাধ্যায় সদৃশ।]

১২. আশ্রয় রহিত হইবার কারণ

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ আচার্য ও উপাধ্যায় বিহার হইতে প্রস্থান করিলেও, ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করিলেও, কালগত হইলেও, তীর্থিক পক্ষে চলিয়া গেলেও কীরূপে আশ্রয় রহিত হয় তাহা জানিতেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

১. হে ভিক্ষুগণ, উপাধ্যায়ের আশ্রয় রহিত হইবার পাঁচটি কারণ আছে; যথা : (১) উপাধ্যায় বিহার হইতে প্রস্থান করিয়া থাকেন, (২) ভিক্ষুত্ব পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, (৩) কালকবলিত হইয়া থাকেন, (৪) তীর্থিকাশ্রমে প্রস্থান করিয়া থাকেন, অথবা (৫) তাহাকে আশ্রয় হইতে 'প্রণমিত'[১] করা হয়। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ কারণে উপাধ্যায়ের আশ্রয় রহিত হইয়া যায়।

২. হে ভিক্ষুগণ, ষড়বিধ কারণে আচার্যের আশ্রয় রহিত হইয়া যায়। যথা : (১) আচার্য বিহার হইতে প্রস্থান করিয়া থাকেন, (২) ভিক্ষুত্ব পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, (৩) কালগত হইয়া থাকেন, (৪) তীর্থিকাশ্রমে প্রস্থান করিয়া থাকেন, (৫) তাহাকে আশ্রয় হইতে 'প্রণমিত' করা হয়, (৬) সে উপাধ্যায়ের সহিত সম্মিলিত[২] হয়। হে ভিক্ষুগণ, এই ষড়বিধ কারণে আচার্যের আশ্রয় রহিত হইয়া যায়।

উপসম্পদা ও প্রব্রজ্যা-বিধি

১. উপসম্পদা দানের যোগ্য এবং অযোগ্য উপাধ্যায়

১. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গ-বিকল[৩] ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না; যথা : (১) যাহার অশৈক্ষ্য[৪] শীলের অপূর্ণতা, (২) সমাধির অপূর্ণতা, (৩) প্রজ্ঞার অপূর্ণতা, (৪) বিমুক্তির অপূর্ণতা, (৫) বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনের অপূর্ণতা আছে। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয়

---

[১]। যদি উপাধ্যায় বলেন, 'তোমাকে প্রণমিত করিতেছি', 'এখানে আসিও না,' 'তোমার পাত্রচীবর বাহির কর' অথবা 'তুমি আমার সেবা করিও না' ... ... তাহা হইলে আশ্রয় হইতে 'প্রণমিত' করা হয়। যদি ক্ষমা প্রার্থনা না করে এবং উপাধ্যায়ও ক্ষমা না করেন, তাহা হইলে আশ্রয় রহিত হইয়া যায়।—সম-পাসা।

[২]। উপাধ্যায়কে দর্শন করিলে কিংবা উপাধ্যায়ের শব্দ শ্রবণ করিলেও মিলিত হয় বুঝিতে হইবে। যদি আচার্যের আশ্রয়স্থিত অন্তেবাসী চৈত্যবন্দনায় রত অথবা ভিক্ষাচর্যায় রত উপাধ্যায়কে দেখিতে পায়, তাহা হইলে আচার্যের আশ্রয় রহিত হইয়া যায়। উপাধ্যায় বিহারে বা গ্রামে ধর্মদেশনা করিবার সময় যদি তাহার শব্দ আচার্যের অন্তেবাসী শ্রবণ করিতে পায় এবং শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারে যে তাহার উপাধ্যায়ের শব্দ, তাহা হইলেও আচার্যের আশ্রয় রহিত হইয়া যায়।—সম-পাসা।

[৩]। পঞ্চবিধ গুণহীন অঙ্গ। শীলরাশিতে অপূর্ণ-হেতু পঞ্চাঙ্গ-বিকল নামে কথিত হয়।—সম-পাসা।

[৪]। অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত আর্যপুরুষকে অশৈক্ষ্য বলে অথবা যাহার করণীয়ও নাই এবং কৃতের বৃদ্ধিও নাই তাহাকে অশৈক্ষ্য বলে।

দিতে পারিবে না, শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না।

২. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে, শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে; যথা : (১) যাহার অশৈক্ষ্য-শীলের পূর্ণতা, (২) সমাধির পূর্ণতা, (৩) প্রজ্ঞার পূর্ণতা, (৪) বিমুক্তির পূর্ণতা, (৫) বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনের পূর্ণতা আছে। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে, শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না; যথা : (১) যে নিজেও অশৈক্ষ্য-শীলে পূর্ণ নহে, অপরকেও অশৈক্ষ্য-শীলে নিয়োগ করিতে সমর্থ নহে; (২) নিজেও অশৈক্ষ্য-সমাধিতে পূর্ণ নহে, অপরকেও অশৈক্ষ্য-সমাধিতে নিয়োগ করিতে সমর্থ নহে; (৩) নিজেও অশৈক্ষ্য-প্রজ্ঞায় পূর্ণ নহে, অপরকেও অশৈক্ষ্য-প্রজ্ঞায় নিয়োগ করিতে সমর্থ নহে; (৪) নিজেও অশৈক্ষ্য-বিমুক্তিসম্পন্ন নহে, অপরকেও অশৈক্ষ্য-বিমুক্তিতে নিয়োগ করিতে সমর্থ নহে; (৫) নিজেও অশৈক্ষ্য-বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনসম্পন্ন নহে, অপরকেও অশৈক্ষ্য-বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনে নিয়োগ করিতে সমর্থ নহে। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না।

৪. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে; যথা : (১) নিজেও অশৈক্ষ্য-শীলে পরিপূর্ণ, অপরকেও অশৈক্ষ্য-শীলে নিয়োগ করিতে সমর্থ; (২) নিজেও অশৈক্ষ্য-সমাধিতে পরিপূর্ণ, অপরকেও অশৈক্ষ্য-সমাধিতে নিয়োগ করিতে সমর্থ; (৩) নিজেও অশৈক্ষ্য-প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ, অপরকেও অশৈক্ষ্য-প্রজ্ঞায় নিয়োগ করিতে সমর্থ; (৪) নিজেও অশৈক্ষ্য-বিমুক্তিতে পরিপূর্ণ, অপরকেও অশৈক্ষ্য-বিমুক্তিতে নিয়োগ করিতে সমর্থ; (৫) নিজেও অশৈক্ষ্য-বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনে পরিপূর্ণ, অপরকেও অশৈক্ষ্য-বিমুক্তিজ্ঞান দর্শনে নিয়োগ করিতে সমর্থ। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে।

৫. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না; যথা : (১) যে শ্রদ্ধাহীন হয়, (২) হ্রীবিহীন হয়, (৩) সংকোচশূন্য হয়, (৪) অলস

হয়, (৫) স্মৃতিহীন হয়। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না।

৬. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে; যথা : (১) যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, (২)হ্রীসম্পন্ন হয়, (৩) সংকোচশীল হয়, (৪) বীর্যবান হয়, (৫) স্মৃতিমান হয়। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে।

৭. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না; যথা : (১) যে অধিশীলে[১] শীলবিপন্ন হয়, (২) অধি-আচারে[২] আচারবিপন্ন হয়, (৩) অতিদৃষ্টিতে[৩] দৃষ্টিবিপন্ন হয়, (৪) অল্পশ্রুত[৪] হয়, (৫) প্রজ্ঞাহীন[৫] হয়। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না।

৮. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে; যথা : (১) যে অধিশীলে শীলবিপন্ন নহে, (২) অধি-আচারে আচারবিপন্ন নহে, (৩) অতিদৃষ্টিতে দৃষ্টিবিপন্ন নহে, (৪) বহুশ্রুত হয়, (৫) প্রজ্ঞাবান হয়। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে ।

৯. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না; যথা : (১) যে রুগ্‌ণ অন্তেবাসী অথবা সহবিহারীর সেবা করিতে কিংবা সেবা করাইতে অসমর্থ, (২) অনভিরতি উপশম করিতে বা করাইতে অসমর্থ, (৩) উৎপন্ন সন্দেহ ধর্মানুসারে নিরসন করিতে বা করাইতে অসমর্থ, (৪) অপরাধ জানে না,[৬] (৫) অপরাধ হইতে উত্থান[১] (মুক্তি) জানে না। হে ভিক্ষুগণ, এই

---

[১]। পারাজিক, সংঘাদিশেষ অপরাধে অপরাধী হওয়া।

[২]। থুল্লচ্চয়, অনিয়ত, পাচিত্তিয়, দুক্কট, দুব্‌ভাসিত অপরাধে অপরাধী হওয়া।

[৩]। শাশ্বত ও উচ্ছেদবাদী হওয়া।

[৪]। পারিষদ পরিচালনে যেরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন তাহার অভাব হওয়া।

[৫]। অবশ্য জ্ঞাতব্য আপত্তি আদি (অপরাধাদি) সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা।

[৬]। কী কাজে কী আপত্তি (অপরাধ) হয় তদ্বিষয় জ্ঞাত না থাকা।

পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না।

১০. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে; যথা : (১) যে পীড়িত অন্তেবাসী অথবা সহবিহারীর পরিচর্যা করিতে অথবা করাইতে সমর্থ, (২) অনভিরতি উপশম করিতে অথবা করাইতে সমর্থ, (৩) উপস্থিত সন্দেহ ধর্মত নিরসন করিতে অথবা করাইতে সমর্থ, (৪) আপত্তি (অপরাধ) বিষয়ে অভিজ্ঞ, (৫) আপত্তি (অপরাধ) মুক্তি বিষয়ে অভিজ্ঞ। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে।

১১. হে ভিক্ষুগণ, আরও পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না; যথা : (১) অন্তেবাসী বা সহবিহারীকে অভিসমাচার[২] শিক্ষাদ্বারা শিক্ষা দিতে অসমর্থ, (২) আদিব্রহ্মচর্য[৩] শিক্ষাদ্বারা শিক্ষা দিতে অসমর্থ, (৩) অধিধর্মে[৪] বিনীত করিতে অসমর্থ, (৪) অভিবিনয়ে[৫] বিনীত করিতে অসমর্থ, (৫) উৎপন্ন মিথ্যাদৃষ্টি ধর্মত পরিত্যাগ করাইতে অসমর্থ। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না।

১২. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে; যথা : (১) যে অন্তেবাসী বা সহবিহারীকে অভিসমাচার শিক্ষাদ্বারা শিক্ষা দিতে সমর্থ, (২) আদিব্রহ্মচর্য শিক্ষাদ্বারা শিক্ষা দিতে সমর্থ, (৩) অভিধর্মে বিনীত করিতে সমর্থ, (৪) অভিবিনয়ে বিনীত করিতে সমর্থ, (৫) উৎপন্ন মিথ্যাদৃষ্টি ধর্মত পরিত্যাগ করাইতে সমর্থ। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে

---

[১]। উত্থানগামী (মুক্তিযোগ্য) আপত্তি (সংঘাদিশেষ অপরাধে) এবং দেশনাগামী (প্রকাশ করিয়া পরিশুদ্ধ হওয়া) আপত্তি (থুল্লচ্চয়াদি পঞ্চ অপরাধ) হইতে মুক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব।

[২]। স্কন্ধে (মহাবর্গ ও চূলবর্গে) বর্ণিত ব্রত শিক্ষাদানে অসমর্থ।

[৩]। ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র নিয়ম ব্যতীত অবশিষ্ট নিয়ম শিক্ষাদানে অসমর্থ।

[৪]। নামরূপ পরিচ্ছেদ শিক্ষাদানে অসমর্থ।

[৫]। সমস্ত বিনয়পিটক শিক্ষাদানে অসমর্থ।

পারিবে।

১৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না; যথা : (১) যে আপত্তি (অপরাধ) কাহাকে বলে জানে না, (২) অনাপত্তি (অপরাধহীনতা) কাহাকে বলে জানে না, (৩) লঘু অপরাধ কাহাকে বলে জানে না, (৪) গুরু অপরাধ কাহাকে বলে জানে না, (৫) সূত্র ও অনুব্যঞ্জন (ব্যাখ্যা) অনুসারে উভয় প্রাতিমোক্ষ (ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ) যাহার বিস্তৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম, সুবিভক্ত, সুপ্রবর্তিত এবং সুনির্ণীত হয় নাই। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না।

১৪. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে; যথা : (১) যে আপত্তি (অপরাধ) কাহাকে বলে জানে, (২) অনাপত্তি (অপরাধহীনতা) কাহাকে বলে জানে, (৩) লঘু অপরাধ কাহাকে বলে জানে, (৪) গুরু অপরাধ কাহাকে বলে জানে, (৫) সূত্র ও অনুব্যঞ্জন অনুসারে উভয় প্রাতিমোক্ষ যাহার বিস্তৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম, সুবিভক্ত, সুপ্রবর্তিত এবং সুনির্ণীত হইয়াছে । হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে।

১৫. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না; যথা : (১) যে আপত্তি জানে না, (২) অনাপত্তি জানে না, (৩) লঘু আপত্তি জানে না, (৪) গুরুতর আপত্তি জানে না, (৫) যাহার বয়স দশ বৎসরের কম হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না।

১৬. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে; যথা : (১) যে আপত্তি জানে, (২) অনাপত্তি জানে, (৩) লঘু আপত্তি জানে, (৪) গুরুতর আপত্তি জানে, (৫) যাহার বয়স দশ বৎসর বা দশ বৎসরের অধিক হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে।

॥ উপসম্পদা দাতব্য পঞ্চক ষোড়শবার সমাপ্ত ॥

১. হে ভিক্ষুগণ, ষড়ঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না; যথা : (১) যাহার অশৈক্ষ্য-শীলের অপূর্ণতা, (২) অশৈক্ষ্য-সমাধির অপূর্ণতা, (৩) অশৈক্ষ্য-প্রজ্ঞার অপূর্ণতা, (৪) অশৈক্ষ্য-বিমুক্তির অপূর্ণতা, (৫) অশৈক্ষ্য-বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনের অপূর্ণতা আছে এবং (৬) যাহার বয়স দশ বৎসরের কম। হে ভিক্ষুগণ, এই ষড়ঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না।

২. হে ভিক্ষুগণ, ষড়ঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে; যথা : (১) যাহার অশৈক্ষ্য-শীলের পূর্ণতা, (২) অশৈক্ষ্য-সমাধির পূর্ণতা, (৩) অশৈক্ষ্য-প্রজ্ঞার পূর্ণতা, (৪) অশৈক্ষ্য-বিমুক্তির পূর্ণতা, (৫) অশৈক্ষ্য-বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনের পূর্ণতা আছে এবং (৬) যাহার বয়স দশ বৎসর কিংবা দশ বৎসরের অধিক হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এই ষড়ঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে। [৩ নম্বর হইতে ১৬ নম্বর পর্যন্ত পূর্ব পঞ্চকের ৩ নম্বর হইতে ১৬ নম্বরের পাঁচ পাঁচটি বাক্য সদৃশ। ষষ্ঠ বাক্যটি দশ বা দশাধিক বৎসরের 'অপূর্ণতা' ও 'পূর্ণতা' বলিয়া জ্ঞাতব্য।]

॥ উপসম্পদা প্রদান বিষয়ে ষষ্ঠ ষোড়শবার সমাপ্ত ॥

২. পূর্বতীর্থিকের কথা

ক. প্রত্যাবৃত্ত ব্যক্তির উপসম্পদা

সেই সময়ে জনৈক পূর্বতীর্থিক উপাধ্যায় কর্তৃক সহআচরণীয় ধর্ম উপদিষ্ট হইলে উপাধ্যায়ের সহিত তর্কবাদ উপস্থিত করিয়া পূর্বতীর্থিক আশ্রমে চলিয়া গেল। সে পুনরায় আসিয়া ভিক্ষুদিগের নিকট উপসম্পদা যাচঞা করিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

হে ভিক্ষুগণ, যে পূর্বতীর্থিক উপাধ্যায় কর্তৃক সহআচরণীয় ধর্ম উপদিষ্ট হইয়া, উপাধ্যায়ের সহিত তর্কবাদ উপস্থিত করিয়া পূর্বতীর্থিক আশ্রমে চলিয়া যায়, সে পুনরায় আসিলে তাহাকে উপসম্পদা প্রদান করিবে না। হে ভিক্ষুগণ, যদি অপর কোনো পূর্বতীর্থিক এই ধর্মবিনয়ে (বুদ্ধশাসনে) প্রব্রজ্যা আকাঙ্ক্ষা করে, উপসম্পদা আকাঙ্ক্ষা করে তাহা হইলে তাহাকে চারিমাস

'পরিবাস' (প্রার্থীর প্রতীক্ষা) প্রদান করিবে।

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে পরিবাস প্রদান করিতে হইবে : সর্বপ্রথম কেশশ্মশ্রু অপহৃত (মুণ্ডিত) করাইয়া, কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করাইয়া, একাংশ আবৃত করিবার ভাবে উত্তরাসঙ্গ (উত্তরীয়) পরিধান করাইয়া, সমবেত ভিক্ষুগণের পাদবন্দনা করাইয়া, 'উৎকুট'ভাবে বসাইয়া, হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করাইয়া তাহাকে বলিবে : তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ বল, "আমি বুদ্ধের শরণাগত হইতেছি, ধর্মের শরণাগত হইতেছি, সংঘের শরণাগত হইতেছি।" [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এইরূপ বলিবে।]

হে ভিক্ষুগণ, সেই পূর্বতীর্থিক সংঘের নিকট উপস্থিত হইয়া, একাংশে আবৃত করিবার ভাবে উত্তরাসঙ্গ পরিধান করিয়া, ভিক্ষুদিগের পাদবন্দনা করিয়া, পদাগ্রে ভার দিয়া বসিয়া, হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া এইরূপ বলিবে :

প্রার্থনা : "প্রভো, আমি (অমুক) পূর্বতীর্থিক এই ধর্মবিনয়ে উপসম্পদা আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। প্রভো, আমি সংঘের নিকট চারি মাস পরিবাস যাচঞা করিতেছি।" [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এইরূপ যাচঞা করিতে হইবে।]

দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এইরূপে প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :

জ্ঞপ্তি : "মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় এই পূর্বতীর্থিক, এই ধর্মবিনয়ে উপসম্পদা আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। তিনি সংঘের নিকট চারি মাস 'পরিবাস' যাচঞা করিতেছেন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহা হইলে সংঘ অমুক পূর্বতীর্থিককে পরিবাস দিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।"

অনুশ্রাবণ : "মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় এই পূর্বতীর্থিক এই ধর্মবিনয়ে উপসম্পদা আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। তিনি সংঘের নিকট চারি মাস পরিবাস যাচঞা করিতেছেন। সংঘ অমুক নামীয় পূর্বতীর্থিককে চারি মাস পরিবাস দিতেছেন। অমুক নামীয় পূর্বতীর্থিককে পরিবাস দান করা যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকিবেন, যিনি উচিত মনে করেন না তিনি তাহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।"

ধারণা : "সংঘ অমুক নামীয় পূর্বতীর্থিককে চারি মাস পরিবাস প্রদান করিলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন, আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।"

খ. অনারাধক

হে ভিক্ষুগণ, পূর্বতীর্থিক এইরূপে আরাধক এবং এইরূপে অনারাধক

হয়। কী প্রকারে পূর্বতীর্থিক অনারাধক হয়?

(১) হে ভিক্ষুগণ, যে পূর্বতীর্থিক অতি প্রত্যুষে গ্রামে প্রবেশ করে, অতি বিলম্বে প্রত্যাবর্তন করে, সে অনারাধক হয়।

(২) পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, যে পূর্বতীর্থিক বেশ্যাগোচর হয়, বিধবাগোচর হয়, অধিক বয়স্কা-কুমারীগোচর[১] হয়, পণ্ডকগোচর[২] হয় অথবা ভিক্ষুণীগোচর হয়, সে অনারাধক হয়।

(৩) পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, যে পূর্বতীর্থিক সব্রহ্মচারীদের ছোটবড় কার্যে দক্ষ এবং অনলস হয় না, তদুপায় চিন্তায় প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দেয় না, স্বহস্তে করিতে অথবা করাইতে সমর্থ হয় না, সে এইভাবেও অনারাধক হয়।

(৪) পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, যে পূর্বতীর্থিক অধিশীল, অধিচিত্ত ও অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষায় এবং পরিপৃচ্ছায় তীব্র ছন্দসম্পন্ন নহে, সে এইভাবেও অনারাধক হয়।

(৫) পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, যে পূর্বতীর্থিক যেই তীর্থিকাশ্রম হইতে সংক্রমিত হয় সেই তীর্থগুরুর, তাহার দৃষ্টির (মতের), তাহার স্বীকৃতির, তাহার অভিরুচির এবং তাহার দৃঢ়বিশ্বাসের দোষ বর্ণনা করিলে কোপান্বিত, অসন্তুষ্ট, অপ্রসন্নচিত্ত হয়, বুদ্ধ, ধর্ম অথবা সংঘের দোষ বর্ণনা করিলে সন্তুষ্ট, উদগ্র (প্রফুল্ল), প্রসন্নচিত্ত হয়, অথবা যেই তীর্থিকাশ্রম হইতে সংক্রমিত হয় সেই তীর্থগুরুর, তাহার দৃষ্টির, তাহার স্বীকৃতির, তাহার অভিরুচির এবং তাহার দৃঢ়বিশ্বাসের গুণ বর্ণনা করিলে সন্তুষ্ট, উদগ্র এবং প্রসন্নচিত্ত হয়, বুদ্ধ, ধর্ম অথবা সংঘের গুণ বর্ণনা করিলে কোপান্বিত, অসন্তুষ্ট, অপ্রসন্নচিত্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, সেই পূর্বতীর্থিকের অনারাধনীয় বিষয়ে ইহা সাংঘাতিক।

হে ভিক্ষুগণ, পূর্বতীর্থিক এইভাবে অনারাধক হয়। এইরূপ অনারাধক পূর্বতীর্থিক আসিলে উপসম্পদা দান করিবে না।

গ. আরাধক

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে পূর্বতীর্থিক আরাধক হয়?

(১) হে ভিক্ষুগণ, যে পূর্বতীর্থিক অতি প্রত্যুষে গ্রামে প্রবেশ করে না,

---

[১]। বেশ্যা-গোচর, বিধবা-গোচর ইত্যাদি শব্দের অর্থ বেশ্যা ও বিধবা প্রভৃতির সান্নিধ্যে গমন, যাহার ফলে তীর্থিকের চরিত্রহানির সম্ভাবনা হইতে পারে।—সম-পাসা।

[২]। পণ্ডক = নপুংসক।

অতিবিলম্বে প্রত্যাবর্তন করে না, সে এইভাবেও আরাধক হয়।

(২) পুনশ্চ, যে পূর্বতীর্থিক বেশ্যাগোচর হয় না, বিধবাগোচর হয় না, অধিক বয়স্কা-কুমারীগোচর হয় না, পণ্ডকগোচর হয় না, ভিক্ষুণীগোচর হয় না, সে এইভাবেও আরাধক হয়।

(৩) পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, যে পূর্বতীর্থিক সব্রহ্মচারীদের যেই ছোটবড়ো কর্তব্যাদি আছে তাহাতে দক্ষ ও অনলস হয়, তদুপায় চিন্তায় প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দেয়, স্বহস্তে করিতে অথবা করাইতে সমর্থ হয়, সে এইভাবেও আরাধক হয়।

(৪) পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, যে পূর্বতীর্থিক অধিশীল, অধিচিত্ত, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষায় এবং পরিপৃচ্ছায় তীব্র ছন্দসম্পন্ন হয়, সে এইভাবেও আরাধক হয়।

(৫) পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, যে পূর্বতীর্থিক যেই তীর্থিকাশ্রম হইতে সংক্রমিত হয়, সেই তীর্থগুরুর, তাহার দৃষ্টির, তাহার স্বীকৃতির, তাহার অভিরুচির এবং তাহার দৃঢ়বিশ্বাসের দোষ বর্ণনা করিলে সন্তুষ্ট, উদগ্র, প্রসন্নচিত্ত হয়; বুদ্ধ, ধর্ম বা সংঘের দোষ বর্ণনা করিলে কোপান্বিত, অসন্তুষ্ট, অপ্রসন্নচিত্ত হয়, অথবা যেই তীর্থিকাশ্রম হইতে সংক্রমিত হয়, সেই তীর্থগুরুর, তাহার দৃষ্টির, তাহার স্বীকৃতির, তাহার অভিরুচির, তাহার দৃঢ়ধারণার গুণ বর্ণনা করিলে কোপান্বিত, অসন্তুষ্ট, অপ্রসন্নচিত্ত হয় এবং বুদ্ধ, ধর্ম কিংবা সংঘের গুণ বর্ণনা করিলে সন্তুষ্ট, উদগ্র, প্রসন্নচিত্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, সেই পূর্বতীর্থিকের আরাধনীয় বিষয়ে ইহা সাংঘাতিক।

হে ভিক্ষুগণ, পূর্বতীর্থিক এইভাবে আরাধক হয়। এইরূপ আরাধক পূর্বতীর্থিক আসিলে উপসম্পদা প্রদান করিবে।

৩. নগ্নবেশের বিশেষ বিধান

হে ভিক্ষুগণ, যদি পূর্বতীর্থিক নগ্নবেশে আসে তাহা হইলে উপাধ্যায়কে মুখ্য করিয়া চীবর অন্বেষণ করিতে হইবে। যদি অচ্ছিন্নকেশে আসে, তাহা হইলে কেশচ্ছেদনের নিমিত্ত সংঘের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে। হে ভিক্ষুগণ, যাহারা অগ্নিহোত্রী জটিল তাহারা আসিলেই উপসম্পদা প্রদান করিবে, তাহাদিগকে পরিবাস দিবে না। তাহার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, তাহারা কর্মবাদী, ক্রিয়াবাদী, এইজন্য তাহাদিগকে পরিবাস দিতে হয় না।

হে ভিক্ষুগণ, যদি শাক্যজাতীয়[১] কোনো পূর্বতীর্থিক আসে, তাহা হইলে আসামাত্র তাহাকে উপসম্পদা দান করিবে, তাহাকে পরিবাস দিবে না। হে ভিক্ষুগণ, এই সম্বন্ধে আমি জ্ঞাতিদিগকে কুলগত 'পরিহার' (সুবিধা) দিতেছি।

॥ পূর্বতীর্থিকের কথা সমাপ্ত ॥

॥ সপ্তম ভণিতা সমাপ্ত ॥

৪. প্রব্রজ্যা লাভের অযোগ্য ব্যক্তি

১. সেই সময়ে মগধে পাঁচ প্রকার রোগ বিস্তার লাভ করিয়াছিল; যথা : (১) কুষ্ঠ, (২) গণ্ড (ফোড়া), (৩) কিলাস (চর্মরোগ), (৪) ক্ষয়রোগ ও (৫) অপস্মার। জনসাধারণ পঞ্চবিধ রোগে স্পৃষ্ট হইয়া, কৌমারভৃত্য জীবকের নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলিল, "আচার্য, আমাদের চিকিৎসা করুন।" "আর্যগণ, আমার বহুকার্য, বহুকরণীয় বিষয় আছে, আমাকে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার, রাণিগণ এবং বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের সেবা করিতে হয়, আমি আপনাদের চিকিৎসা করিতে পারিব না।" "আচার্য, আমাদের সমস্ত সম্পত্তি আপনার হউক, আমরাও আপনার দাস হইব, অনুগ্রহ করিয়া আমাদের চিকিৎসা করুন।" আর্যগণ, আমি বহুকার্যে, বহুকরণীয় বিষয়ে ব্যাপৃত; আমাকে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার, রানিগণ এবং বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের সেবা করিতে হয়, এইজন্য আমি আপনাদের চিকিৎসা করিতে পারিব না।"

তখন তাহাদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সুখশীলী, সুখবিহারী এবং সুভোজন ভোজন করিয়া নিরুদ্বেগে শয্যায় শয়ন করেন, ভালোই, আমরা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের মধ্যে প্রব্রজিত হইব। তথায় ভিক্ষুগণও আমাদের সেবা করিবেন এবং কৌমারভৃত্য জীবকও চিকিৎসা করিবেন।" অনন্তর তাহারা ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা যাচঞা করিল, ভিক্ষুগণ তাহাদিগকে প্রব্রজিত করিলেন, উপসম্পদাও দান করিলেন। তখন ভিক্ষুগণও তাহাদের সেবা করিতে লাগিলেন এবং কৌমারভৃত্য জীবকও চিকিৎসা করিলেন।

---

[১]। শাক্যবংশীয় লোক অন্যতীর্থিকাশ্রমে প্রব্রজ্যাবলম্বন করিলেও তাহাদের জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠের প্রবর্তিত ধর্ম বলিয়া তাহারা বুদ্ধশাসনের নিন্দা করে না, প্রশংসাই করে, এইজন্য ভগবান শাক্যদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা দিয়াছেন।—সম-পাসা।

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ অধিকসংখ্যক রুগ্‌ণ ভিক্ষুর সেবা করিতে যাইয়া বহুল যাচঞাপরায়ণ, বহুল বিজ্ঞপ্তিপরায়ণ হইয়া পড়িলেন—'রোগীর আহার্য দাও', 'রোগী পরিচারকের আহার্য দাও', 'রোগীর ভৈষজ্য দাও।' কৌমারভৃত্য জীবকও বহু রুগ্‌ণ ভিক্ষুর চিকিৎসায় রত থাকায় কোনো এক রাজকার্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।[১] অন্য একজন লোকও পঞ্চবিধ রোগে স্পৃষ্ট হইয়া কৌমারভৃত্য জীবকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আচার্য, অনুগ্রহ করিয়া আমার চিকিৎসা করুন।" "আর্য, আমি বহুকার্যে, বহুকরণীয় বিষয়ে ব্যাপৃত; আমাকে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার, রানিগণ এবং বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের সেবা করিতে হয়। আমি আপনার চিকিৎসা করিতে পারিব না।" "আচার্য, আমার সমস্ত সম্পত্তি আপনার হউক, আমিও আপনার দাস হইব। অতএব আপনি আমার চিকিৎসা করুন।" "আর্য, আমার বহুকার্য, বহুকরণীয় বিষয় আছে, আমাকে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার, রাণিগণ এবং বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের চিকিৎসা করিতে হয়, আমি আপনার চিকিৎসা করিতে পারিব না।"

তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "সুখশীলী, সুখবিহারী এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সুস্বাদুভোজন ভোজন করিয়া নিরুদ্বেগে শয্যায় শয়ন করেন। অতএব আমিও শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব। তথায় ভিক্ষুগণও আমার সেবা করিবেন এবং কৌমারভৃত্য জীবকও চিকিৎসা করিবেন। আমি আরোগ্য লাভের পর গৃহী হইয়া যাইব।" এই ভাবিয়া সে ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা যাচঞা করিল। তাহাকে ভিক্ষুগণ প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন, উপসম্পদাও প্রদান করিলেন। তখন ভিক্ষুগণও তাহার সেবা করিলেন, কৌমারভৃত্য জীবকও চিকিৎসা করিলেন। সে আরোগ্যলাভের পর গৃহী হইয়া গেল। কৌমারভৃত্য জীবক একদিন সেই ব্যক্তিকে গৃহী-অবস্থায় দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, "আর্য, আপনি ভিক্ষুর মধ্যে ভিক্ষুরূপে প্রব্রজিত ছিলেন কি?" "আচার্য, হ্যাঁ ছিলাম।" "আর্য, আপনি কেন এরূপ করিয়াছেন?"

অনন্তর সে কৌমারভৃত্য জীবকের নিকট ইহার কারণ প্রকাশ করিল। জীবক এ বিষয়ে আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিলেন : "কেন মাননীয় ভিক্ষুগণ পঞ্চবিধ রোগে স্পৃষ্ট ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা

---

[১]। অর্থাৎ, কোনো এক রাজকৃত্য সম্পাদন করিতে পারিবেন না। এস্থলে রাজকার্য পরিত্যাগ অর্থে পদত্যাগ বুঝাইতেছে না।

দান করিতেছেন?” অতঃপর জীবক ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া তিনি ভগবানকে কহিলেন, “প্রভো, আর্যগণ যেন পঞ্চবিধ রোগে স্পৃষ্ট ব্যক্তিকে প্রব্রজিত না করেন।” ভগবান তাহাকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। জীবক ভগবানের ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া, দক্ষিণপার্শ্ব ভগবানের পুরোভাগে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ রোগে স্পৃষ্ট ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দান করিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।”

২. সেই সময়ে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের প্রত্যন্তে (রাজ্য-সীমান্তে) বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। মগধরাজ সেনানায়ক মহামাত্যকে আদেশ করিলেন, “আপনি প্রত্যন্তে যাইয়া বিদ্রোহ প্রশমিত করিয়া আসুন।”

“যথা আজ্ঞা, দেব!” বলিয়া সেনানায়ক প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইলেন। অনন্তর অভিজ্ঞ অভিজ্ঞ যোদ্ধাগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “আমরা যুদ্ধাভিনন্দী (রণোল্লাসী) হইয়া প্রত্যন্তে গমন করিয়া পাপ করিব, বহু অপুণ্য সঞ্চয় করিব; কোন উপায়ে আমরা পাপ হইতেও বিরত থাকিতে পারিব এবং কল্যাণকর্মও করিতে পারিব?” তখন তাহাদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ধর্মচারী, শমচারী, ব্রহ্মচারী, সত্যবাদী, শীলবান, কল্যাণধর্মী; যদি আমরা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের নিকট প্রব্রজিত হই, তাহা হইলে পাপ হইতেও বিরত থাকিতে পারিব এবং কল্যাণধর্মও করিতে পারিব।”

অনন্তর সেই যোদ্ধাগণ ভিক্ষুদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা যাচঞা করিলেন। ভিক্ষুগণ তাহাদিগকে প্রব্রজ্যা দান করিলেন, উপসম্পদাও প্রদান করিলেন। সেনানায়ক মহামাত্যগণ রাজকর্মচারীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “অমুক নামীয়, অমুক নামীয় যোদ্ধাকে দেখা যাইতেছে না কেন?” “স্বামী, অমুক নামীয়, অমুক নামীয় যোদ্ধা ভিক্ষুদিগের নিকট প্রব্রজিত হইয়াছে।”

সেনানায়ক মহামাত্যগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিয়া বলিতে লাগিলেন : “কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ রাজভৃত্যকে প্রব্রজ্যা দিতেছেন?” সেনানায়ক মহামাত্যগণ মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার ব্যবহারিক

মহামাত্যগণকে (ব্যবহারজীবী মন্ত্রীবর্গকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, "যিনি রাজভৃত্যকে প্রব্রজ্যা দান করেন তাহার কি দণ্ডবিধান করা কর্তব্য?"

"দেব, উপাধ্যায়ের শিরশ্চেদ, অনুশাসকের (আচার্যের) জিহ্বা উৎপাটন এবং 'গণ'ভিক্ষুদের অর্ধেক পর্দকা (পাঁজরার হাড়) ভাঙিয়া দেওয়া কর্তব্য।"

মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন, একান্তে উপবেশন করিয়া তিনি ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, বুদ্ধশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, অপ্রসন্ন রাজাও আছেন। তাহারা সামান্য কারণেও ভিক্ষুদিগকে উৎপীড়ন করিতে পারেন, অতএব আর্যগণ রাজভৃত্যকে প্রব্রজ্যা দানে বিরত থাকিলে ভালো হয়।"

ভগবান মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার ভগবানের ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং ভগবানকে পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্বে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, রাজভৃত্যকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৩. সেই সময়ে অঙ্গুলিমাল নামক চোর ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইয়াছিল। জনসাধারণ তাহাকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল, সন্ত্রস্ত হইতে লাগিল, পলায়ন করিতে লাগিল, অন্যদিকে গমন করিতে লাগিল, অন্যদিকে মুখ ফিরাইতে লাগিল এবং গৃহদ্বারও রুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিয়া বলিতে লাগিল : "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ 'ধ্বজবদ্ধ' (নামজাদা, প্রসিদ্ধ) চোরকে প্রব্রজিত করিতেছেন?" ভিক্ষুগণ, জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। তাহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, ধ্বজবদ্ধ চোরকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৪. সেই সময়ে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার কর্তৃক এই অনুজ্ঞা (ঘোষণা) প্রচারিত হইয়াছিল : "যে শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের নিকট প্রব্রজিত হয় তাহাকে কেহ কিছু করিতে পারিবে না। সুআখ্যাত ধর্ম, ব্রহ্মচর্য আচরণ করুক সম্যক

প্রকারে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।”

সেই সময়ে জনৈক ব্যক্তি চৌর্যাপরাধে কারারুদ্ধ ছিল। সে কারা ভাঙিয়া পলায়ন করিয়া ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইল। জনসাধারণ তাহাকে দেখিয়া বলিল, “এই সেই কারাভেদী চোর, অতএব তাহাকে লইয়া যাইব।” কেহ কেহ বলিল, আর্যগণ, এরূপ কহিবেন না, কেননা মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার কর্তৃক আদেশ প্রচারিত হইয়াছে : “যাহারা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের মধ্যে প্রব্রজিত হয় তাহাদিগকে কেহ কিছু করিতে পারিবে না; সুআখ্যাত ধর্ম, ব্রহ্মচর্য আচরণ করুক সম্যক প্রকারে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।” তখন জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : “এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ভয়বিরত নহেন, ইঁহাদিগকে কিছু করিতে পারা যায় না; কেন কারাভেদী চোরকে তাহারা প্রব্রজিত করেন?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন)

“হে ভিক্ষুগণ, কারাভেদী চোরকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।”

৫. সেই সময়ে জনৈক ব্যক্তি চুরি করিয়া, পলায়ন করিয়া ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে রাজান্তঃপুরে লিখিত ছিল : অমুককে যেখানে দেখিবে সেখানে হত্যা করিবে। একদিন জনসাধারণ তাহাকে দেখিয়া কহিল, “এই সেই ‘লিখিতক’ চোর, অতএব তাহাকে লইয়া যাইব।” কেহ কেহ বলিল, আর্যগণ, এইরূপ বলিবেন না, কেননা মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার কর্তৃক আদেশ প্রচারিত হইয়াছে : “যাহারা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের মধ্যে প্রব্রজিত হয় তাহাদিগকে কেহ কিছু করিতে পারিবে না; সুআখ্যাত ধর্ম, ব্রহ্মচর্য আচরণ করুক সম্যক প্রকারে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।” জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : “এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ভয়বিরত নহেন, ইঁহাদিগকে কিছু করিতে পারা যায় না, কেন তাহারা ‘লিখিতক’ চোরকে প্রব্রজিত করেন?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, ‘লিখিতক’[১] চোরকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।”

৬. সেই সময়ে জনৈক ব্যক্তি কশাহত (বেত্রাঘাত দণ্ডপ্রাপ্ত) হইয়া ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইয়াছিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং

---

[১]। যাহাকে হত্যার জন্য রাজার পরোয়ানা জারি হইয়াছে।

প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিয়া বলিতে লাগিল : "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ কশাহত (বেত্রাঘাত দণ্ডপ্রাপ্ত) ব্যক্তিকে প্রব্রজিত করিতেছেন?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, কশাহতদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৭. সেই সময়ে জনৈক ব্যক্তি 'লক্ষণাহত দণ্ড' (উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা চিহ্নিত হইবার শাস্তি) লাভ করিয়া ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইয়াছিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ লক্ষণাহত দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রব্রজিত করিতেছেন?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, 'লক্ষণাহত' দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৮. সেই সময়ে একজন ঋণগ্রাহী লোক পলায়ন করিয়া ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইয়াছিল। উত্তমর্ণগণ তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিতে লাগিল, "এইত আমাদের ঋণগ্রাহী (খাতক), অতএব ইহাকে লইয়া যাইব।" কেহ কেহ বলিল, আর্যগণ, এইরূপ বলিবেন না, কেননা মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার আদেশ প্রচার করিয়াছেন : "যাহারা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের মধ্যে প্রব্রজিত হয় তাহাদিগকে কেহ কিছু করিতে পারিবে না; সুআখ্যাত ধর্ম, ব্রহ্মচর্য আচরণ করুক সম্যক প্রকারে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।" জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিয়া বলিতে লাগিল : "এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ভয়বিরত নহেন, ইহাদিগকে কিছু করিতে পারা যায় না। কেন তাহারা ঋণগ্রাহীকে প্রব্রজ্যা দিতেছেন?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন)

"হে ভিক্ষুগণ, ঋণগ্রস্তকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৯. সেই সময়ে জনৈক দাস পলায়ন করিয়া ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইয়াছিল। মনিবগণ তাহাকে দেখিয়া বলিতে লাগিল, "এই তো আমাদের দাস, অতএব ইহাকে লইয়া যাইব।" কেহ কেহ বলিল, আর্যগণ, আর্যগণ, এইরূপ বলিবেন না, কেননা মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার আদেশ প্রচার করিয়াছেন : "যাহারা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের মধ্যে প্রব্রজিত হয় তাহাদের কেহ কিছু করিতে পারিবে না; সুআখ্যাত ধর্ম, ব্রহ্মচর্য আচরণ করুক সম্যকভাবে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।" জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং

প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : "এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ভয়বিরত নহেন, ইঁহাদিগকে কিছু করিতে পারা যায় না, কেন তাহারা দাসকে প্রব্রজিত করিতেছেন?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন)

"হে ভিক্ষুগণ, দাসকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৫. কেশমুণ্ডনের জন্য সংঘ-সম্মতি

সেই সময়ে জনৈক 'কম্মারভণ্ডু'[১] মাতাপিতার সহিত ঝগড়া করিয়া, আরামে (বিহারে) যাইয়া, ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইয়াছিল। কম্মারভণ্ডুর মাতাপিতা তাহার অনুসন্ধানে আরামে যাইয়া ভিক্ষুদের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভো, এইরূপ একটি বালকের কি দেখা পাইয়াছেন?" ভিক্ষুগণ না জানিয়াই বলিলেন, "জানি না।" না দেখিয়াই বলিলেন, "দেখি নাই।" সেই কম্মারভণ্ডুর মাতাপিতা সেই 'কম্মারভণ্ডু'কে অনুসন্ধান করিতে করিতে ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত দেখিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিয়া বলিতে লাগিল : "এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ নির্লজ্জ, দুঃশীল, মিথ্যাবাদী এবং জানিয়াই বলিয়াছে—'জানি না', দেখিয়াই বলিয়াছে—'দেখি নাই।' এই বালক তো তাহাদের মধ্যেই প্রব্রজিত।" ভিক্ষুগণ সেই 'কম্মারভণ্ডু'র মাতাপিতার আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শ্রবণ করিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : কেশমুণ্ডনের জন্য সংঘের সম্মতি গ্রহণ করিবে।"

৬. ঊনবিংশতি বৎসর বয়স্কের উপসম্পদা নিষিদ্ধ

সেই সময়ে রাজগৃহে সপ্তদশবর্গীয় বালকগণ পরস্পর বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ ছিল। উপালি ছিল তাহাদের মধ্যে প্রধান। উপালির মাতাপিতার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "কোন উপায়ে উপালি আমাদের অবর্তমানে সুখে থাকিবে এবং ক্লেশ পাইবে না?" অনন্তর উপালির মাতাপিতার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "যদি উপালি লিপি[২] শিক্ষা করে, তাহা হইলে সে আমাদের

---

[১]। পঞ্চটিকিযুক্ত স্বর্ণকার পুত্র।—সম-পাসা।

[২]। অক্ষর।—সম-পাসা। লিপি=লেখ (হাথিগুম্ফা অনুশাসন)। অশোকের অনুশাসনসমূহে লিপি, দিপি শব্দের ব্যবহার আছে। লিপি অর্থে লিপিবিদ্যা, লিপিকরের কাজ, লেখকের

অবর্তমানে সুখে থাকিবে এবং ক্লেশ পাইবে না।” পুনরায় উপালির মাতাপিতার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “যদি উপালি লিপি শিক্ষা করে তাহা হইলে তাহার অঙ্গুলি ক্লিষ্ট হইবে। যদি উপালি গণনা[১] শিক্ষা করে, তাহা হইলে সে আমাদের অবর্তমানে সুখে থাকিবে এবং ক্লেশ পাইবে না।” পুনরায় উপালির মাতাপিতার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “যদি উপালি গণনা শিক্ষা করে, তাহা হইলে তাহার হৃদয় ক্লিষ্ট হইবে। যদি উপালি রূপ[২] শিক্ষা করে, তাহা হইলে উপালি আমাদের অবর্তমানে সুখে থাকিবে এবং ক্লেশ পাইবে না।” আবার উপালির মাতাপিতার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “উপালি যদি রূপ শিক্ষা করে, তাহা হইলে তাহার চক্ষু ক্লিষ্ট হইবে। এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সুখশীলী, সুখবিহারী এবং সুস্বাদুভোজন ভোজন করিয়া নিরুদ্বেগে শয্যায় শয়ন করেন, যদি উপালি শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদিগের মধ্যে প্রব্রজিত হয়, তাহা হইলে সে আমাদের অবর্তমানে সুখে থাকিতে পারিবে এবং ক্লেশ পাইবে না।” বালক উপালি মাতাপিতার এই কথোপকথন শ্রবণ করিল। অতঃপর সে তাহার সমবয়স্ক বন্ধুগণের নিকট উপস্থিত হইল, উপস্থিত হইয়া সেই বালকদিগের কহিল, “আর্যগণ এস, আমরা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদিগের নিকট প্রব্রজিত হই।” “আর্য, যদি তুমি প্রব্রজিত হও, তাহা হইলে আমরাও প্রব্রজিত হইব।”

অনন্তর সেই বালকগণ স্ব স্ব মাতাপিতার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, “মা ও বাবা, আমাকে আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজ্যার অনুমতি প্রদান করুন।” সেই বালকদের মাতাপিতা ‘এই সকল বালক সমচ্ছন্দসম্পন্ন এবং কল্যাণাভিলাষী’ এই ভাবিয়া অনুমতি প্রদান করিল। তাহারা ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা যাচঞা করিল, ভিক্ষুগণ তাহাদিগকে প্রব্রজ্যা দান করিলেন, উপসম্পদাও দান করিলেন। তাহারা রাত্রিশেষে প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ

কাজ। পত্রলেখা, প্রস্তরাদির গাত্রে লিপি উৎকীর্ণ করা, গাথাদি রচনা, এই সমস্তই লিপিবিদ্যার অন্তর্গত।—ডক্টর বড়ুয়া।

[১]। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র মতে ‘গণনা’ অর্থে হিসাব রাখা সম্বন্ধে যাবথীয় কাজ। অশোকের তৃতীয় শিলালিপিতে ‘গণনা’ শব্দে হিসাব সংক্রান্ত বিষয়কেই নির্দেশ করে। হাথিগুম্ফা অনুশাসনেও সম্ভবত এই অর্থেই ‘গণনা’, শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।—ডক্টর বড়ুয়া।

[২]। রূপ সুত্তং।—সম-পাসা; ‘রূপসুত্তন্তি’ হেরঞ্ঞিকানং সুত্তং।—সা-দী। ‘রূপ’ ও বিদ্যাবিশেষের নাম। হাত্থিগুম্ফা অনুশাসনেও ইহার উল্লেখ আছে। লেখ, রূপ ও গণনা রাজকুমারগণের শিক্ষণীয় ছিল। রূপ শব্দে মুদ্রা পরীক্ষা, চিত্রবিদ্যা ইত্যাদি নির্দেশ করে।—ডক্টর বড়ুয়া।

করিয়া এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল : "যবাগূ দাও, ভাত দাও, খাদ্য দাও।" ভিক্ষুগণ কহিলেন, "বন্ধুগণ, প্রভাত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর, যদি যবাগূ হয় পান করিতে পাইবে, যদি ভাত হয় ভোজন করিতে পাইবে, যদি খাদ্য প্রস্তুত হয় খাইতে পাইবে, যদি যবাগূ, ভাত কিংবা খাদ্য প্রস্তুত না হয় তাহা হইলে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণ করিয়া ভোজন করিতে পারিবে।" সেই বালক প্রব্রজিতগণ ভিক্ষুগণ কর্তৃক এইরূপে আশ্বস্ত হইয়াও "যবাগূ দাও, ভাত দাও, খাদ্য দাও" বলিয়া রোদন করিতে লাগিল এবং শয্যাসন মলমূত্রে কলুষিত করিতে লাগিল।

ভগবান রাত্রিশেষে প্রত্যুষে উঠিয়া বালকের শব্দ শুনিতে পাইলেন, শুনিতে পাইয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন, "আনন্দ, বালকের শব্দ কেন শোনা যাইতেছে?" আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি ভিক্ষুগণ জ্ঞাতসারে ঊনবিংশতি বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিকে উপসম্পদা দিতেছে?"

"হ্যাঁ ভগবান, তাহা সত্য বটে।"

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, কেন সেই মোঘপুরুষগণ (মূর্খগণ) জ্ঞাতসারে ঊনবিংশতি বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিকে উপসম্পদা দিতেছে? হে ভিক্ষুগণ, ঊনবিংশতি বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি অক্ষম হয় শীত, উষ্ণ, বুভুক্ষা, পিপাসা, দংশ, মশক, বাতাতপ ও সরীসৃপ-সংস্পর্শ এবং দুরুক্ত দুরুচ্চারিত বাক্য, দুঃখপ্রদ তীব্র প্রখর কটু প্রতিকূল অপ্রিয় প্রাণহর শারীরিক বেদনা সহ্য করিতে। হে ভিক্ষুগণ, বিংশতি বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি সক্ষম হয় শীত, উষ্ণ, বুভুক্ষা, পিপাসা, দংশ, মশক, বাতাতপ ও সরীসৃপ-সংস্পর্শ এবং দুরুক্ত দুরুচ্চারিত বাক্য, দুঃখপ্রদ তীব্র প্রখর কটু প্রতিকূল অপ্রিয় প্রাণহর শারীরিক ব্যাধি সহ্য করিতে। হে ভিক্ষুগণ, তাহাদের এই কার্যে অপ্রসন্নদের প্রসাদ উৎপন্ন... এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :

"হে ভিক্ষুগণ, ঊনবিংশতি বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিকে উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে ধর্মানুসারে তাহার দণ্ডবিধান করিতে হইবে।"

৭. পঞ্চদশ বৎসরের কম বয়স্কের প্রব্রজ্যা নিষিদ্ধ

১. সেই সময়ে এক পরিবারের সকলে (বংশ) অহিবাত (মহামারী)

রোগে কালগত হইয়াছিল, কেবল মাত্র পিতাপুত্র দুইজন রক্ষা পাইয়াছিল। তাহারা ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইয়া একসঙ্গেই ভিক্ষাচর্যায় বিচরণ করিত। পুত্র তাহার পিতাকে ভিক্ষা দিবার সময় দৌড়িয়া গিয়া বলিত : "তাত, আমাকেও দাও, তাত, আমাকেও দাও!" জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : "এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ব্রহ্মচারী নহে। এই বালক ভিক্ষুণী গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে!" ভিক্ষুগণ সেই আন্দোলন, নিন্দা এবং দুর্নাম প্রচার শ্রবণ করিলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চদশ বৎসরের কম বয়স্ক বালককে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২. সেই সময়ে আয়ুষ্মান আনন্দের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ও প্রসন্ন এক পরিবারের সকলে অহিবাত রোগে কালগত হইয়াছিল, কেবল মাত্র দুইটি বালক অবশিষ্ট ছিল। তাহারা পূর্বের অভ্যাসবশত ভিক্ষুদিগকে দেখিয়া তাহাদের নিকট ধাবিত হইত। ভিক্ষুগণ তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিতেন। তাহারা ভিক্ষুদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া রোদন করিত। আয়ুষ্মান আনন্দের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন : পঞ্চদশ বৎসরের কমবয়স্ক বালককে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, এই বালকগণের বয়স কিন্তু পঞ্চদশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, কোন উপায়ে এই বালকগণ রক্ষা পাইবে?" আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে আনন্দ, সেই বালকগণ কাক উড়াইতে[১] (তাড়াইতে) সমর্থ হইবে কি?"

"হ্যাঁ ভগবান, সমর্থ হইবে।"

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : কাক তাড়াইতে সমর্থ পঞ্চদশ বৎসরের কমবয়স্ক বালককে প্রব্রজ্যা দান করিবে।"

৮. শ্রামণের সংখ্যা

সেই সময়ে আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্রের সঙ্গে কণ্টক ও মহক নামে

---

[১]। যেই বালক বামহস্তে যষ্টি ধারণ করিয়া উপস্থিত কাক বিতাড়িত করিয়া সম্মুখে স্থাপিত অন্ন ভোজন করিতে পারে।—সম-পাসা।

দুইজন শ্রামণের ছিল। তাহারা পরস্পরকে দূষিত করিয়াছিল। ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিলেন : "কেন শ্রামণেরগণ এইরূপ অনাচার আচরণ করিতেছে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, এক ভিক্ষু দুইজন শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না, যে সঙ্গে রাখিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৯. আশ্রয়ের সীমা

সেই সময়ে ভগবান সেই রাজগৃহেই বর্ষাঋতু অতিবাহিত করিলেন, তথায় হেমন্ত এবং গ্রীষ্মঋতুও অতিবাহিত করিলেন। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিয়া বলিতে লাগিল : "এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের জন্য চতুর্দিক শূন্য এবং অন্ধকারময় হইয়াছে, ইহাদের কোনো দিক দেখা যাইতেছে না।" ভিক্ষুগণ জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন, "হে আনন্দ, যাও, চাবি লইয়া প্রতি পরিবেণে ভিক্ষুদিগকে জ্ঞাপন কর : 'বন্ধুগণ, ভগবান দক্ষিণাগিরি পর্যটন যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, যাহার যাওয়ার প্রয়োজন আছে তিনি আগমন করুন'।"

আয়ুষ্মান আনন্দ "তথাস্তু, প্রভো," বলিয়া চাবি লইয়া, প্রতি পরিবেণে ভিক্ষুদিগকে জ্ঞাপন করিলেন, "বন্ধুগণ, ভগবান দক্ষিণাগিরি পর্যটনে যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, যাহার যাওয়ার প্রয়োজন আছে তিনি আসুন।"

ভিক্ষুগণ কহিলেন, "বন্ধু আনন্দ, ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন : দশ বৎসর অন্যের আশ্রয়ে (অধীনে) বাস করিতে হইবে এবং দশ বৎসর বয়স্ক ভিক্ষু অন্যকে আশ্রয় দিতে পারিবে। যদি আমাদিগকে তথায় যাইতে হয়, তাহা হইলে পুনরায় অন্যের আশ্রয় (অধীনতা) গ্রহণ (স্বীকার) করিতে হইবে, সেই আশ্রয়গ্রহণও মাত্র কয়েকদিনের জন্য হইবে; পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। যদি আমাদের আচার্য-উপাধ্যায়গণ গমন করেন, তাহা হইলে আমরাও গমন করিব, যদি আমাদের আচার্য-উপাধ্যায়গণ গমন না করেন তাহা হইলে আমরাও গমন করিব না। বন্ধু আনন্দ, অন্যথা আমরা সাধারণের চক্ষে লঘুচেতা বলিয়া পরিদৃষ্ট হইব।"

ভগবান অল্পসংখ্যক ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া দক্ষিণাগিরি পর্যটনে প্রস্থান করিলেন। ভগবান দক্ষিণাগিরিতে যথারুচি অবস্থান করিয়া পুনরায় রাজগৃহে

প্রত্যাবর্তন করিলেন। ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন, "হে আনন্দ, তথাগতকে অল্পসংখ্যক ভিক্ষুসহ দক্ষিণাগিরি পর্যটনে যাইতে হইয়াছিল কেন?"

আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। তখন ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যেই ভিক্ষু দক্ষ এবং সমর্থ তাহাকে পাঁচ বৎসর অন্যের আশ্রয়ে (অধীনে) বাস করিতে হইবে এবং যেই ভিক্ষু অদক্ষ ও অসমর্থ তাহাকে আজীবন অন্যের আশ্রয়ে বাস করিতে হইবে।"

১০. আশ্রয় কাহার আবশ্যক?

ক. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে (স্বাধীনভাবে) বাস করিতে পারিবে না; যথা : (১) যাহার অশৈক্ষ্য-শীলের অপূর্ণতা, (২) অশৈক্ষ্য-সমাধির অপূর্ণতা, (৩) অশৈক্ষ্য-প্রজ্ঞার অপূর্ণতা, (৪) অশৈক্ষ্য-বিমুক্তির অপূর্ণতা, ও (৫) অশৈক্ষ্য-বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনের অপূর্ণতা আছে। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না।

খ. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে (স্বাধীনভাবে) বাস করিতে পারিবে; যথা : (১) যাহার অশৈক্ষ্য-শীলের পূর্ণতা, (২) অশৈক্ষ্য-সমাধির পূর্ণতা, (৩) অশৈক্ষ্য-প্রজ্ঞার পূর্ণতা, (৪) অশৈক্ষ্য-বিমুক্তির পূর্ণতা, ও (৫) অশৈক্ষ্য-বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনের পূর্ণতা আছে। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।

গ. হে ভিক্ষুগণ, আরও পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না; যথা : (১) যাহার শ্রদ্ধার অপূর্ণতা, (২) হ্রীর অপূর্ণতা আছে, (৩) যে সংকোচহীন, (৪) অলস ও (৫) স্মৃতিবিহীন। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না।

ঘ. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে; যথা : (১) যাহার শ্রদ্ধার পূর্ণতা, (২) হ্রীর পূর্ণতা আছে, (৩) যে সংকোচশীল, (৪) আলস্যহীন ও (৫) স্মৃতিসম্পন্ন। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।

ঙ. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না; যথা : (১) যাহার অধিশীলে শীলের অপূর্ণতা, (২) অধিআচারে আচারের

অপূর্ণতা, (৩) অতিদৃষ্টিতে দৃষ্টির অপূর্ণতা আছে, (৪) যে অল্পশ্রুত ও (৫) অপ্রাজ্ঞ। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না।

চ. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে। যথা : (১) যাহার শীলের পূর্ণতা, (২) আচারের পূর্ণতা, (৩) সৎদৃষ্টির পূর্ণতা আছে, (৪) যে বহুশ্রুত ও (৫) প্রজ্ঞাবান। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।

ছ. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না; যথা : (১) যাহার আপত্তি (অপরাধ) সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা, (২) অনাপত্তি (নিরপরাধ) সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা, (৩) লঘু আপত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা, (৪) গুরু আপত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা আছে, এবং যাহার (৫) উভয়বিধ প্রাতিমোক্ষ হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, সূত্র ও অনুব্যঞ্জনসহ সুবিভক্ত, সুপ্রবর্তিত এবং সুনির্ণীত হয় নাই। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না।

জ. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে। যথা : (১) যাহার আপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, (২) অনাপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, (৩) লঘু আপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, (৪) গুরু আপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে এবং যাহার (৫) উভয়বিধ প্রাতিমোক্ষ বিস্তৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, সূত্র ও অনুব্যঞ্জনসহ সুবিভক্ত, সুপ্রবর্তিত এবং সুনির্ণীত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।

ঝ. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না; যথা : (১) যাহার আপত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা, (২) অনাপত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা, (৩) লঘু আপত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা, (৪) গুরু আপত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা আছে এবং (৫) যাহার বয়স পাঁচ বৎসরের কম। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না।

ঞ. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে; যথা : (১) যাহার আপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, (২) অনাপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, (৩) লঘু আপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, (৪) গুরু আপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা এবং (৫) পঞ্চ বৎসর বয়সের পূর্ণতা আছে। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।

ট. হে ভিক্ষুগণ, ষড়ঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না; যথা : (১) যাহার অশৈক্ষ্য-শীলের অপূর্ণতা, (২) অশৈক্ষ্য-সমাধির অপূর্ণতা,

(৩) অশৈক্ষ্য-প্রজ্ঞার অপূর্ণতা, (৪) অশৈক্ষ্য-বিমুক্তির অপূর্ণতা, (৫) অশৈক্ষ্য-বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনের অপূর্ণতা আছে এবং যাহার (৬) বয়স পাঁচ বৎসরের কম। হে ভিক্ষুগণ, এই ষড়ঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না।

ঠ. হে ভিক্ষুগণ, ষড়ঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে; যথা : (১) অশৈক্ষ্য-শীলের পূর্ণতা, (২) অশৈক্ষ্য-সমাধির পূর্ণতা, (৩) অশৈক্ষ্য-প্রজ্ঞার পূর্ণতা, (৪) অশৈক্ষ্য-বিমুক্তির পূর্ণতা, ও (৫) অশৈক্ষ্য-বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনের পূর্ণতা আছে এবং (৬) যাহার বয়স পাঁচ বৎসর বা তদতিরিক্ত বৎসর হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, এই ষড়ঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।

ড. হে ভিক্ষুগণ, ষড়ঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না; যথা : (১) যে শ্রদ্ধাহীন, (২) হ্রীবিহীন, (৩) সংকোচহীন, (৪) অলস, (৫) স্মৃতিহীন, এবং (৬) যাহার বয়স পাঁচ বৎসরের কম। হে ভিক্ষুগণ, এই ষড়ঙ্গ বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না।

ঢ. হে ভিক্ষুগণ, ষড়ঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে; যথা : (১) যাহার শ্রদ্ধার পূর্ণতা, (২) হ্রীর পূর্ণতা আছে, (৩) যে সংকোচশীল, (৪) উদ্যমশীল, (৫) স্মৃতিসম্পন্ন, এবং যাহার (৬) বয়স পাঁচ বৎসর বা তদধিক। হে ভিক্ষুগণ, এই ষড়ঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।

ণ. হে ভিক্ষুগণ, ষড়ঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না; যথা : (১) যে অধিশীলে শীলহীন, (২) অধিআচারে আচারহীন, (৩) অতিদৃষ্টিতে দৃষ্টিবিপন্ন, (৪) অল্পশ্রুত, (৫) প্রজ্ঞাহীন, এবং যাহার (৬) বয়স পাঁচ বৎসরের কম। হে ভিক্ষুগণ, এই ষড়ঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না।

ত. হে ভিক্ষুগণ, ষড়ঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে। যথা : (১) যে অধিশীলে শীলপূর্ণ, (২) অধিআচারে আচারপূর্ণ, (৩) অতিদৃষ্টিতে দৃষ্টিবিপন্ন নহে, (৪) বহুশ্রুত, (৫) প্রজ্ঞাসম্পন্ন, এবং যাহার (৬) বয়স পাঁচ বৎসর বা তদধিক। হে ভিক্ষুগণ, এই ষড়ঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।

থ. হে ভিক্ষুগণ, ষড়ঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না; যথা : (১) আপত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, (২) অনাপত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, (৩) লঘু আপত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, (৪) গুরু আপত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, (৫) উভয়বিধ

প্রাতিমোক্ষ বিস্তৃতভাবে সূত্র ও অনুব্যঞ্জন সহ হৃদয়ঙ্গম, সুবিভক্ত, সুপ্রবর্তিত ও সুনির্ণীত হয় নাই এবং যাহার (৬) বয়স পাঁচ বৎসরের কম। হে ভিক্ষুগণ, এই ষড়ঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না।

দ. হে ভিক্ষুগণ, ষড়ঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে; যথা : (১) আপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, (২) অনাপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, (৩) লঘু আপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, (৪) গুরু আপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, (৫) উভয়বিধ প্রাতিমোক্ষ সূত্র ও অনুব্যঞ্জন সহ বিস্তৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম, সুবিভক্ত, সুপ্রবর্তিত ও সুনির্ণীত হইয়াছে, এবং যাহার (৬) বয়স পাঁচ বৎসর বা তদধিক। হে ভিক্ষুগণ, এই ষড়ঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।

॥ অষ্টম ভণিতা সমাপ্ত ॥

দণ্ডকর্ম-কথা

[স্থান : কপিলবাস্তু]

১. প্রব্রজ্যার্থ মাতাপিতার অনুমতি

রাহুলের প্রব্রজ্যা : ভগবান রাজগৃহে যথারুচি অবস্থান করিয়া কপিলবাস্তু অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিয়া কপিলবাস্তুতে গমন করিলেন। ভগবান সেই শাক্যরাজ্য কপিলবাস্তুতে অবস্থান করিতে লাগিলেন, ন্যগ্রোধারামে।

ভগবান পূর্বাহ্নে বহির্গমনবাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া, শুদ্ধোদন, শাক্যের নিবাসে উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। রাহুলের মাতৃদেবী কুমার রাহুলকে কহিলেন, "রাহুল, উঁনিই তোমার পিতা, উহার নিকট যাইয়া দায়াদ (উত্তরাধিকার) যাচঞা কর।"

কুমার রাহুল ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া কহিলেন :

"মহানুভব শ্রমণ, আপনার ছায়া কতই না সুখদ!"

ভগবান আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। কুমার রাহুল ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন : "মহানুভব শ্রমণ, আমাকে দায়াদ (উত্তরাধিকার) প্রদান করুন, মহানুভব শ্রমণ, আমাকে দায়াদ প্রদান করুন।"

ভগবান আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "সারিপুত্র, কুমার রাহুলকে প্রব্রজ্যা দান কর।"

"প্রভো, আমি কুমার রাহুলকে কিভাবে প্রব্রজ্যা দান করিব?"

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :

শ্রামণের প্রব্রজ্যার বিধি : "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ত্রিশরণাগতি দ্বারা শ্রামণের-প্রব্রজ্যা দান করিবে।"

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে প্রব্রজ্যা দান করিতে হইবে : প্রথম প্রার্থীর কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করাইয়া, কাষায়বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করাইয়া, একাংশ আবৃত করিবার ভাবে উত্তরাসঙ্গ (উত্তরীয়) পরিধান করাইয়া, ভিক্ষুদের পাদবন্দনা করাইয়া, পদাগ্রে ভর দিয়া বসাইয়া, উভয় হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ করাইয়া 'এইরূপ বলো' বলিতে হইবে : "বুদ্ধের শরণ গমন করিতেছি, ধর্মের শরণ গমন করিতেছি, সংঘের শরণ গমন করিতেছি।" [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এইরূপ বলিবে।]

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : এই ত্রিবিধ শরণাগতি দ্বারা শ্রামণের প্রব্রজ্যা দান করিবে।"

আয়ুষ্মান সারিপুত্র কুমার রাহুলকে প্রব্রজ্যা দান করিলেন। শুদ্ধোদন শাক্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন, একান্তে উপবেশন করিয়া শুদ্ধোদন শাক্য ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, আমি ভগবানের নিকট একটি বর যাচঞা করিতেছি।"

"হে গৌতম, তথাগতগণ বরদানের অতীত হইয়াছেন।"

"প্রভো, যাহা বিহিত এবং অনবদ্য সেইরূপ বরই আমার প্রার্থনীয়।"

"হে গৌতম, তাহা হইলে আপনি আপনার মনোভাব ব্যক্ত করুন।"

"প্রভো, ভগবান প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে এবং পরে নন্দ প্রব্রজিত হইলে, আমার অল্প দুঃখ হয় নাই, রাহুল প্রব্রজ্যা গ্রহণ করায় আমার সর্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ হইয়াছে। প্রভো, পুত্রপ্রেম দেহচ্ছবি ছেদ করে, দেহচ্ছবি ছেদ করিয়া চর্মচ্ছেদ করে, চর্মচ্ছেদ করিয়া মাংসচ্ছেদ করে, মাংসচ্ছেদ করিয়া স্নায়ুচ্ছেদ করে, স্নায়ুচ্ছেদ করিয়া অস্থিচ্ছেদ করে এবং অস্থিচ্ছেদ করিয়া অস্থিমজ্জা বিদ্ধ করিয়া স্থিত থাকে। অতএব যেন আর্যগণ মাতাপিতা কর্তৃক অননুজ্ঞাত পুত্রকে প্রব্রজ্যা প্রদান না করেন।"

মাতৃপিতৃ অনুমতিতে প্রব্রজ্যা : ভগবান শুদ্ধোদন শাক্যকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত, সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। শুদ্ধোদন শাক্য ভগবানের ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া, আসন হইতে

উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া, এবং তাহাকে দক্ষিণপার্শ্বে পুরোভাগে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, মাতাপিতা কর্তৃক অননুজ্ঞাত পুত্রকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

[স্থান : শ্রাবস্তী]

২. শ্রামণের সম্বন্ধে বিধান

শ্রামণের সংখ্যা : অনন্তর ভগবান কপিলবাস্তুতে যথারুচি অবস্থান করিয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে যাত্রা করিলেন, ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিয়া শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন। ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডদের আরামে। সেই সময়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সেবককুল আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট এই বলিয়া একটি বালক প্রেরণ করিল, 'স্থবির এই বালককে প্রব্রজিত করুন।' আয়ুষ্মান সারিপুত্রের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন : এক ভিক্ষু দুইজন শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না, আমার সঙ্গে রাহুল শ্রামণের আছে, এখন আমার কী করিতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু দুইজন শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে, অথবা যতজনকে উপদেশ অনুশাসন করিতে সমর্থ ততজন শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে।"

শ্রামণের শিক্ষাপদ : শ্রামণেরগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "আমাদের শিক্ষাপদ কয়টি এবং আমাদের কি-ই বা শিক্ষা করিতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : শ্রামণেরগণের শিক্ষাপদ দশটি এবং তাহাই শ্রামণেরদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে; যথা : (১) প্রাণীহত্যা হইতে বিরতি, (২) অদত্তাদান হইতে বিরতি, (৩) অব্রহ্মচর্য হইতে বিরতি, (৪) মিথ্যাকথনাদি হইতে বিরতি, (৫) সুরা, মৈরেয় ও মদ্যাদি প্রমাদকর দ্রব্য হইতে বিরতি, (৬) বিকালভোজন হইতে বিরতি, (৭) নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদি কৌতুকাবহ দর্শন হইতে বিরতি, (৮) মালা, গন্ধ, বিলেপনাদি ধারণ, মণ্ডন ও বিভূষণ হইতে বিরতি, (৯) উচ্চশয্যা মহাশয্যা হইতে

বিরতি, (১০) জাতরূপ-রজত প্রতিগ্রহণ হইতে বিরতি। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : শ্রামণেরগণের এই দশটি শিক্ষাপদ এবং ইহাই শ্রামণেরদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে।"

৩. দণ্ডনীয় শ্রামণেরের দণ্ড-বিধান

দণ্ডনীয় শ্রামণের : সেই সময়ে শ্রামণেরগণ ভিক্ষুদের প্রতি অগৌরব, অসম্ভ্রম প্রদর্শন করিয়া, অসঙ্গতাচারী হইয়া অবস্থান করিতেছিল। ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন, "কেন শ্রামণেরগণ ভিক্ষুদের প্রতি অগৌরব, অসম্ভ্রম প্রদর্শন করিয়া, অসঙ্গতাচারী হইয়া অবস্থান করিতেছে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পঞ্চাঙ্গ-বিকল শ্রামণেরকে দণ্ডদান করিবে; যথা : (১) ভিক্ষুদের অলাভের জন্য চেষ্টা করে, (২) ভিক্ষুদের অনর্থের জন্য চেষ্টা করে, (৩) ভিক্ষুদিগকে বাসভ্রষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করে, (৪) ভিক্ষুদিগের প্রতি আক্রোশ এবং কটূক্তি করে, (৫) ভিক্ষু হইতে ভিক্ষুকে বিচ্ছেদ করে। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল শ্রামণেরকে দণ্ডদান (শাস্তি প্রদান) করিবে।"

দণ্ড : ভিক্ষুদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "শ্রামণেরকে কিরূপ দণ্ড দান করিতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : "দণ্ডনীয় শ্রামণেরকে 'বারণ' দণ্ড প্রদান করিবে।"

দণ্ডদানের নিয়ম : ক. সেই সময়ে ভিক্ষুগণ দণ্ডনীয় শ্রামণেরদিগকে সমগ্র সংঘারাম সম্পর্কেই 'বারণ' দণ্ড প্রদান করিতে লাগিলেন। শ্রামণেরগণ আরামে প্রবেশ করিতে না পারিয়া প্রস্থানও করিতে লাগিল, শ্রামণেরত্ব পরিত্যাগ করিতে লাগিল, তীর্থিকদের মধ্যেও চলিয়া যাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন)

"হে ভিক্ষুগণ, সমগ্র সংঘারাম প্রবেশে বারণ করিতে পারিবে না, যে বারণ করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : শ্রামণের যেস্থানে বাস করে অথবা যেস্থানে প্রবেশ করে মাত্র সেইস্থান সম্পর্কে বারণ করিবে।"

খ. সেই সময়ে ভিক্ষুগণ শ্রামণেরদিগের সম্মুখে আনীত আহার সম্পর্কে

বারণ (নিষেধ) দণ্ড প্রদান করিতে লাগিলেন। জনসাধারণ যবাগূ, পানীয় এবং সংঘভোজন প্রস্তুত করিয়া শ্রামণেরদিগকে বলিল, "প্রভো, আসুন, যবাগূ পান করুন, অন্ন ভোজন করুন।" শ্রামণেরগণ বলিল, "বন্ধুগণ, ভিক্ষুগণ বারণ করায় আমরা পানভোজন করিতে পারিব না।" জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : "কেন মাননীয় ভিক্ষুগণ শ্রামণেরদিগের সম্মুখে আনীত আহার সম্পর্কে বারণ করিতেছেন?" ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, সম্মুখে আনীত আহার সম্পর্কে বারণ করিতে পারিবে না, যে বারণ করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

॥ দণ্ডকর্ম-কথা সমাপ্ত ॥

॥ উপসম্পদা প্রদান বিষয়ক একবিংশতিবার সমাপ্ত ॥

গ. সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ উপাধ্যায়ের অনুমতি না লইয়া শ্রামণেরগণকে বারণ দণ্ড প্রদান করিতেছিল। উপাধ্যায়গণ 'কেন আমাদের শ্রামণেরদিগকে দেখিতে পাইতেছি না' এই বলিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন! ভিক্ষুগণ কহিলেন, "বন্ধুগণ, ষড়বর্গীয় ভিক্ষু শ্রামণেরদিগকে বারণ করিয়াছে।" উপাধ্যায়গণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন : "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষু আমাদিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমাদের শ্রামণেরদিগকে বারণ করিতেছে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, উপাধ্যায়ের অনুমতি না লইয়া বারণ করিতে পারিবে না, যে বারণ করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

ঘ. সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ স্থবির ভিক্ষুর শ্রামণেরদিগকে প্রলোভন দিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। স্থবিরগণ স্বয়ং দন্তকাষ্ঠ এবং মুখোদক (আচমন জল) সংগ্রহে ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, অন্যের পারিষদকে প্রলোভন দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে না, যে প্রলোভন দিয়া লইয়া যাইবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

সেই সময়ে আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্রের (বৌদ্ধ ভিক্ষুর) কণ্টক নামক শ্রামণের কণ্টকী নাম্নী ভিক্ষুণীকে কলুষিত করিয়াছিল। ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন : "কেন শ্রামণের এতাদৃশ

অনাচার আচরণ করিতেছে?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দশাঙ্গ-বিকল শ্রামণেরকে বহিষ্কৃত করিবে; যথা : (১) প্রাণীহত্যা রত হয়, (২) অদত্তাদায়ী হয়, (৩) অব্রহ্মচারী হয়, (৪) মিথ্যাবাদী হয়, (৫) মদ্যপায়ী হয়, (৬) বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে, (৭) ধর্মের অগুণ বর্ণনা করে, (৮) সংঘের অগুণ বর্ণনা করে, (৯) মিথ্যাদৃষ্টি-পরায়ণ হয়, (১০) ভিক্ষুণী-দূষক হয়। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : এই দশাঙ্গ-বিকল শ্রামণেরকে বহিষ্কৃত করিবে।”

৪. উপসম্পদার অযোগ্য ব্যক্তি

১. সেই সময়ে জনৈক পণ্ডক (নপুংসক) ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইয়াছিল। সে তরুণ ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, “আয়ুষ্মানগণ, আসুন, আমাকে কলুষিত করুন।” ভিক্ষুগণ তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, “রে পণ্ডক, চলিয়া যাও, দূর হইয়া যাও, তোমায় কী প্রয়োজন?” সে ভিক্ষুগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বয়স্ক স্থূলকায় শ্রামণেরদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, “আয়ুষ্মানগণ, আসুন, আমাকে কলুষিত করুন।” শ্রামণেরগণ বাধা দিয়া বলিল, “রে পণ্ডক, চলিয়া যাও, দূর হইয়া যাও, তোমায় কি প্রয়োজন?” সে শ্রামণেরগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া হস্তীরক্ষক, অশ্বরক্ষকদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, “বন্ধুগণ, এস, আমাকে কলুষিত কর।” হস্তীরক্ষক ও অশ্বরক্ষকগণ তাহাকে কলুষিত করিল। অনন্তর তাহারা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : “এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ পণ্ডক, ইহাদের মধ্যে যাহারা পণ্ডক নহে তাহারাও পণ্ডককে কলুষিত করিয়া থাকে। এইরূপে ইহারা সকলেই অব্রহ্মচারী।” ভিক্ষুগণ সেই হস্তীরক্ষক, অশ্বরক্ষকদের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, অনুপসম্পন্ন পণ্ডককে উপসম্পদা দান করিবে না, এবং উপসম্পন্ন পণ্ডককে বহিষ্কৃত করিবে।”

২. সেই সময়ে প্রাচীনবংশের জনৈক সন্তান আত্মীয়স্বজনহীন এবং সুকোমল ছিল। সেই আত্মীয়স্বজনবিহীন প্রাচীন কুলপুত্রের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “আমি সুকোমল বিধায় অনর্জিত ধন অর্জন করিতে অথবা অর্জিত ধন বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইতেছি না; কোন উপায় অবলম্বন করিলে

সুখে জীবন ধারণ করিতে পারিব এবং ক্লিষ্ট হইব না?” আবার সেই আত্মীয়স্বজনবিহীন প্রাচীন কুলপুত্রের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সুখশীলী, সুখবিহারী এবং সুস্বাদুভোজন ভোজন করিয়া নিরুদ্বেগে শয্যায় শয়ন করেন। অতএব আমি স্বয়ং পাত্রচীবর সংগ্রহ করিয়া, কেশশ্মশ্রু মুণ্ডিত করিয়া, কাষায়বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, আরামে (বিহারে) যাইয়া, ভিক্ষুদের সহিত বাস করিব।” এই ভাবিয়া সেই আত্মীয়স্বজনবিহীন প্রাচীন কুলপুত্র স্বয়ং পাত্রচীবর সংগ্রহ করিয়া, কেশশ্মশ্রু মুণ্ডিত করিয়া, কাষায়বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, আরামে যাইয়া ভিক্ষুদিগকে অভিবাদন করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ কহিলেন, “বন্ধো, আপনি কয় বর্ষ হইয়াছেন?” “বন্ধো, ‘কয় বর্ষ’ ইহার অর্থ কী?” “বন্ধো, আপনার উপাধ্যায় কে?” “বন্ধো, ‘উপাধ্যায়’ ইহার অর্থ কী?”

ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান উপালিকে কহিলেন, “বন্ধু উপালি, এই প্রব্রজিতকে পরীক্ষা করুন।” অনন্তর সেই আত্মীয়স্বজনবিহীন প্রাচীন কুলপুত্র উপালি কর্তৃক সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া সময় বিষয় প্রকাশ করিল। আয়ুষ্মান উপালি ভিক্ষুদিগকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে সেই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, অনুপসম্পন্ন স্তেয়সংবাসককে (চোরবেশে আগত ব্যক্তিকে)[১] উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, উপসম্পদাপ্রাপ্ত হইলেও তাহাকে বহিষ্কৃত করিবে।”

“হে ভিক্ষুগণ, অনুপসম্পন্ন তীর্থিকপ্রস্থানককে (অন্যাশ্রয়ে

---

[১]। স্তেয়সংবাসক ত্রিবিধ; যথা : (১) লিঙ্গ (চিহ্ন) স্তেনক, (২) সংবাস স্তেনক, (৩) উভয় স্তেনক। যে স্বয়ং প্রব্রজিত হইয়া, বিহারে যাইয়া, ভিক্ষু-বর্ষ গণনা করে না, জ্যেষ্ঠানুক্রমে বন্দনা গ্রহণ করে না, ভিক্ষুকে আসনচ্যুত করে না, উপোসথ প্রবারণাদি কার্যে উপস্থিত হয় না তাহাকে লিঙ্গ স্তেনক কহে। যে ভিক্ষুদ্বারা শ্রামণেররূপে প্রব্রজিত হইয়া বিদেশে গমন করিয়া ‘আমি দশবর্ষ হইয়াছি’, ‘আমি বিংশতিবর্ষ হইয়াছি’ বলিয়া মিথ্যাকথা বলিয়া ভিক্ষু-বর্ষ গণনা করে, জ্যেষ্ঠানুসারে বন্দনা গ্রহণ করে, ভিক্ষুকে আসনচ্যুত করে, উপোসথ প্রবারণাদি কার্যে উপস্থিত হয় তাহাকে সংবাস স্তেনক কহে। যে স্বয়ং প্রব্রজিত হইয়া, বিহারে যাইয়া, ভিক্ষুবর্ষ গণনা করে, জ্যেষ্ঠানুসারে বন্দনা গ্রহণ করে, ভিক্ষুকে আসনচ্যুত করে, উপোসথ প্রবারণাদি কার্যে উপস্থিত হয় তাহাকে উভয় (লিঙ্গ ও সংবাস) স্তেনক কহে। এই ত্রিবিধ স্তেয়সংবাসক অনুপসম্পন্ন থাকিলে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, উপসম্পন্ন হইলে বিতাড়িত করিবে। পুনরায় প্রব্রজ্যা যাচঞা করিলেও প্রব্রজ্যা দিতে পারিবে না।—সম-পাসা।

প্রস্থানকারীকে)[১] উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, উপসম্পদাপ্রাপ্ত হইলেও তাহাকে বহিষ্কৃত করিবে।"

৩. সেই সময়ে একটি নাগের নাগযোনিতে জন্মহেতু দুঃখ উপস্থিত হইল, লজ্জা উপস্থিত হইল, এবং ঘৃণা উপস্থিত হইল। অনন্তর সেই নাগের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "আমি কোন উপায়ে নাগযোনি হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব, এবং শীঘ্র মানবত্ব লাভে সমর্থ হইব?" আবার সেই নাগের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ধর্মচারী, শমচারী, ব্রহ্মচারী, সত্যবাদী, শীলবান এবং কল্যাণধর্মী। যদি আমি শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদিগের মধ্যে প্রব্রজিত হই, তাহা হইলে আমি নাগযোনি হইতেও মুক্তিলাভ করিতে পারিব এবং শীঘ্র মানবত্ব লাভেও সমর্থ হইব।" অনন্তর সেই নাগ মানববেশে (ব্রাহ্মণ যুবকের বেশে) ভিক্ষুদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা যাচঞা করিল, ভিক্ষুগণ তাহাকে প্রব্রজ্যা দান করিলেন, উপসম্পদাও দান করিলেন। সেই সময়ে সেই নাগ একজন ভিক্ষুর সহিত প্রত্যন্তদেশের বিহারে অবস্থান করিতেছিল। একদিন সেই ভিক্ষু রাত্রির প্রত্যুষ সময়ে উঠিয়া খোলা জায়গায় পাদচারণ করিতেছিলেন। সেই নাগ সেই ভিক্ষু বাহির হইবার পর গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইল। তখন সমস্ত বিহার অহিতে পরিপূর্ণ হইল, বাতায়ন দিয়া দেহকুণ্ডল বাহির হইয়া পড়িল। সেই ভিক্ষু 'বিহারে প্রবেশ করিব' এই ভাবিয়া কপাট উন্মুক্ত করা মাত্র দেখিতে পাইলেন : সমগ্র বিহার অহিতে পরিপূর্ণ এবং বাতায়ন দিয়া দেহকুণ্ডল বাহির হইয়া পড়িয়াছে; দেখিয়া ভয়ে বিকট শব্দ করিয়া উঠিলেন। অন্যান্য ভিক্ষুগণ দৌড়িয়া আসিয়া সেই ভিক্ষুকে কহিলেন, "বন্ধো, আপনি বিকটশব্দ করিলেন কেন?" "বন্ধো, এই সমগ্র বিহার অহিতে পরিপূর্ণ, বাতায়ন দিয়া দেহকুণ্ডল বাহির হইয়া পড়িয়াছে!" সেই নাগ সেই শব্দে জাগ্রত হইয়া স্ব আসনে উপবেশন করিল। ভিক্ষুগণ কহিলেন, "বন্ধো, তুমি কে?"

"প্রভো, আমি নাগ।"

"বন্ধো, কেন তুমি এইরূপ করিয়াছ?"

সেই নাগ ভিক্ষুদের নিকট সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে সেই বিষয় জানাইলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে

[১]। তীর্থিকদের নিকট ভিক্ষু অবস্থায় যে গমন করে তাহাকে তীর্থিক-প্রস্থানক কহে। তাহাকে যে কেবল পুনরায় উপসম্পদা দিতে পারিবে না তাহা নহে, প্রব্রজ্যাও দিতে পারিবে না।—সম-পাসা।

ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করাইয়া সেই নাগকে কহিলেন, “নাগ, তোমরা নাগত্ব-হেতু এই ধর্মবিনয়ে শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পার না। নাগ, তুমি স্বভবনে চলিয়া যাও, তথায় চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমী তিথিতে উপোসথ প্রতিপালন কর, এইরূপে তুমি নাগযোনি হইতেও মুক্তি লাভ করিতে পারিবে এবং শীঘ্র মনুষ্যত্ব (মানবযোনি) লাভেও সমর্থ হইবে।” সেই নাগ “আমি নাকি এই ধর্মবিনয়ে শ্রীবৃদ্ধি লাভে সমর্থ হইব না’ এই ভাবিয়া, দুঃখী ও দুর্মনা হইয়া অশ্রুপাত করিতে করিতে বিকট শব্দ করিয়া প্রস্থান করিল। ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :

“হে ভিক্ষুগণ, নাগের স্বভাব প্রকটিত হইবার দ্বিবিধ হেতু আছে; যথা : (১) যখন স্বজাতীয়া স্ত্রীর সহিত মৈথুন সেবন করে এবং (২) যখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়। হে ভিক্ষুগণ, নাগের স্বভাব প্রকটিত হইবার এই দ্বিবিধ কারণ।

“হে ভিক্ষুগণ, অনুপসম্পন্ন মানবেতর প্রাণিকে উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, উপসম্পদাপ্রাপ্ত হইলেও বহিষ্কৃত করিবে।”

৪. সেই সময়ে এক মানব (ব্রাহ্মণ যুবক) মাতৃহত্যা করিয়াছিল। সে সেই পাপকার্যে দুঃখিত হইল, লজ্জিত হইল এবং ঘৃণাবোধ করিতে লাগিল। সেই মানবের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “আমি কোনো উপায়ে এই পাপকর্মের অবসান করিব?” আবার তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ধর্মচারী, শমচারী, ব্রহ্মচারী, সত্যবাদী, শীলবান এবং কল্যাণধর্মী। যদি আমি শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদিগের মধ্যে প্রব্রজিত হইতে পারি তাহা হইলে এই পাপকর্মের অবসান করিতে পারিব।” সেই মানব ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা যাচঞা করিল। ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান উপালিকে কহিলেন, “বন্ধু উপালি, পূর্বেও একটি নাগ মানববেশে ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইয়াছিল। অতএব এই মানবকে পরীক্ষা করুন।” সেই মানব আয়ুষ্মান উপালি কর্তৃক প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিল। আয়ুষ্মান উপালি ভিক্ষুদিগকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে সেই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, অনুপসম্পন্ন মাতৃহন্তাকে উপসম্পদা দান করিবে না, উপসম্পদাপ্রাপ্ত মাতৃহন্তাকে বহিষ্কৃত করিবে।”

৫. সেই সময়ে এক মানব পিতৃহত্যা করিয়াছিল।...

“হে ভিক্ষুগণ, অনুপসম্পন্ন পিতৃহন্তাকে উপসম্পদা দান করিবে না, উপসম্পদাপ্রাপ্ত পিতৃহন্তাকে বহিষ্কৃত করিবে।”

৬. সেই সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু সাকেত হইতে শ্রাবস্তী-অভিমুখে দীর্ঘপথ পর্যটনে রত ছিলেন। রাস্তার মধ্যে বহু চোর বাহির হইয়া কোনো কোনো ভিক্ষুর সামগ্রী লুণ্ঠন করিল আবার কোনো কোনো ভিক্ষুকে হত্যা করিল। শ্রাবস্তী হইতে রাজকর্মচারীগণ আসিয়া কোনো কোনো চোরকে ধৃত করিল, কোনো কোনো চোর পলায়ন করিল। যাহারা পলায়ন করিল তাহারা ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইল। যাহারা ধৃত হইল তাহারা বধের জন্য নীত হইতেছিল। সেই প্রব্রজিতগণ ধৃত চোরদিগকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতে দেখিতে পাইল, দেখিয়া পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিল : "আমরা পলাইয়া ভালো করিয়াছি, যদি আমরা ধৃত হইতাম তাহা হইলে আমরাও এইরূপে নিহত হইতাম।" ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধুগণ, আপনারা কী করিয়াছিলেন?" অনন্তর সেই প্রব্রজিতগণ ভিক্ষুদের নিকট সত্য বিষয় প্রকাশ করিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুগণ (পথে নিহত ভিক্ষুগণ) অর্হৎ ছিল। হে ভিক্ষুগণ, অনুপসম্পন্ন অর্হৎহন্তাকে উপসম্পদা দান করিবে না, উপসম্পদাপ্রাপ্ত হইলেও বহিষ্কৃত করিবে।"

৭. সেই সময়ে সাকেত হইতে বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী শ্রাবস্তী-অভিমুখে দীর্ঘপথ পর্যটনে রত ছিলেন। পথের মধ্যে বহু চোর বাহির হইয়া কোনো কোনো ভিক্ষুণীর সামগ্রী লুণ্ঠন করিল এবং কোনো কোনো ভিক্ষুণীকে কলুষিত করিল। শ্রাবস্তী হইতে রাজকর্মচারীগণ আসিয়া কোনো কোনো চোরকে ধৃত করিল, কোনো কোনো চোর পলায়ন করিল। যাহারা পলায়ন করিল তাহারা ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইল; যাহারা ধৃত হইয়াছিল তাহারা বধের জন্য নীত হইতেছিল। সেই প্রব্রজিতগণ ধৃত চোরদিগকে বধের জন্য লইয়া যাইতে দেখিয়া পরস্পর এইরূপ কহিতে লাগিল : "আমরা পলাইয়া ভালোই করিয়াছি, যদি আমরা ধৃত হইতাম তাহা হইলে আমরাও এইরূপে নিহত হইতাম।" ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধুগণ, আপনারা কি করিয়াছিলেন?" অনন্তর সেই প্রব্রজিতগণ ভিক্ষুদিগকে সত্য বিষয় জ্ঞাপন করিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, অনুপসম্পন্ন ভিক্ষুণীদূষককে উপসম্পদা দান করিবে না, উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুণীদূষককে বিতাড়িত করিবে।"

"হে ভিক্ষুগণ, অনুপসম্পন্ন সংঘভেদককে উপসম্পদা দান করিবে না, উপসম্পদাপ্রাপ্ত সংঘভেদককে বিতাড়িত করিবে।"

"হে ভিক্ষুগণ, অনুপসম্পন্ন রক্তোৎপাদককে[১] উপসম্পদা দান করিবে না, উপসম্পদাপ্রাপ্ত রক্তোৎপাদককে বিতাড়িত করিবে।"

৮. সেই সময়ে জনৈক স্ত্রী-পুরুষ উভয়ব্যঞ্জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইয়াছিল। সে ব্যভিচার করিতেছিল,...। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, অনুপসম্পন্ন স্ত্রী-পুরুষ উভয় লক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপসম্পদা দান করিবে না, উপসম্পদাপ্রাপ্ত হইলেও বিতাড়িত করিবে।"

৯. সেই সময়ে উপাধ্যায়বিহীন ব্যক্তিকে ভিক্ষুগণ উপসম্পদা দিতেছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, উপাধ্যায়বিহীন ব্যক্তিকে উপসম্পদা দান করিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

১০. সেই সময়ে ভিক্ষুগণ সংঘের উপাধ্যায়ত্বে অন্যকে উপসম্পদা দিতেছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, সংঘের উপাধ্যায়ত্বে অন্যকে উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

১১. সেই সময়ে ভিক্ষুগণ গণের (পাঁচজনের কম এবং একজনের অধিক সংখ্যক ভিক্ষুর) উপাধ্যায়ত্বে অন্যকে উপসম্পদা দিতেছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, গণের উপাধ্যায়ত্বে অন্যকে উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

১২. সেই সময়ে ভিক্ষুগণ পণ্ডকের (ক্লীবের) উপাধ্যায়ত্বে অন্যকে উপসম্পদা দিতেছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, পণ্ডকের উপাধ্যায়ত্বে অন্যকে উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

১৩. সেই সময়ে ভিক্ষুগণ স্তেয়সংবাসকের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতেছিলেন; ১৪. তীর্থিক-প্রস্থানকের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতেছিলেন;

---

[১]। যে দেবদত্তের ন্যায় নিহত করিবার ইচ্ছায় তথাগতের জীবন্ত দেহ হইতে ক্ষুদ্র মক্ষিকা পানেরযোগ্য রক্তপাতও করে সে রক্তোৎপাদক নামে অভিহিত হয়।—সম-পাসা।

১৫. মানবেতর জীবের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতেছিলেন; ১৬. মাতৃহন্তার উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতেছিলেন; ১৭. পিতৃহন্তার উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতেছিলেন; ১৮. অর্হৎহন্তার উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতেছিলেন; ১৯. ভিক্ষুণীদূষকের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতেছিলেন; ২০. সংঘভেদকের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতেছিলেন; ২১. (বুদ্ধের দেহ হইতে) রক্তোৎপাদকের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতেছিলেন; ২২. উভয়ব্যঞ্জনকের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতেছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, স্তেয়সংবাসকের উপাধ্যায়ত্বে অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না; তীর্থিক-প্রস্থানকের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতে পারিবে না; মানবেতর জীবের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতে পারিবে না; মাতৃহন্তার উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতে পারিবে না; পিতৃহন্তার উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতে পারিবে না; অর্হৎহন্তার উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতে পারিবে না; ভিক্ষুণীদূষকের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতে পারিবে না; সংঘভেদকের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতে পারিবে না; রক্তোৎপাদকের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতে পারিবে না; উভয়ব্যঞ্জনকের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

২৩. সেই সময়ে ভিক্ষুগণ ভিক্ষাপাত্রবিহীন ব্যক্তিকে উপসম্পদা দিতেছিলেন। তাহারা বিনাপাত্রে করপুটে করিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেছিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে অপযশ প্রচার করিতে লাগিল : "কেন ভিক্ষু বিনাপাত্রে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতেছে, যেমন তীর্থিকগণ করিয়া থাকে!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষাপাত্রবিহীন ব্যক্তিকে উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২৪. সেই সময়ে ভিক্ষুগণ চীবরবিহীন ব্যক্তিকে উপসম্পদা দিতেছিলেন। তাহারা নগ্নাবস্থায় ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতেছিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে অপযশ প্রচার করিতে লাগিল : "কেন নগ্নাবস্থায় ভিক্ষু ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতেছে, যেমন তীর্থিকগণ করিয়া থাকে!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, চীবরবিহীন ব্যক্তিকে উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না,

যে উপসম্পদা দান করিবে তাহার ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।”

২৫. সেই সময়ে ভিক্ষুগণ ভিক্ষাপাত্র ও চীবরবিহীন ব্যক্তিকে উপসম্পদা দিতেছিলেন। তাহারা নগ্নাবস্থায় করপুটে করিয়া ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতে লাগিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে অপযশ প্রচার করিতে লাগিল : “কেন ভিক্ষু নগ্নাবস্থায় করপুটে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতেছে, যেমন তীর্থিকগণ করিয়া থাকে!” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষাপাত্র এবং চীবরবিহীন ব্যক্তিকে উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে তাহার ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।”

২৬. সেই সময়ে ভিক্ষুগণ ধার করা পাত্রদ্বারা উপসম্পদা দিতেছিলেন। উপসম্পদার পর মালিক ভিক্ষাপাত্র প্রত্যাহরণ করিল। তাহারা অগত্যা করপুটে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতে লাগিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে অপযশ প্রচার করিতে লাগিল : “কেন ভিক্ষু বিনাপাত্রে করপুটে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতেছে, যেমন তীর্থিকগণ ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া থাকে!” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, ধার করা ভিক্ষাপাত্র দ্বারা উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে তাহার ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।”

২৭. সেই সময়ে ভিক্ষুগণ ধার করা চীবর দ্বারা উপসম্পদা দিতেছিলেন। উপসম্পদার পর মালিক চীবর প্রত্যাহরণ করিল। অগত্যা তাহারা নগ্নাবস্থায় ভিক্ষান্ন সংগ্রহে রত হইল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে অপযশ প্রচার করিতে লাগিল : “কেন ভিক্ষুগণ নগ্নাবস্থায় ভিক্ষাচর্যা করিতেছে, যেমন তীর্থিকগণ করিয়া থাকে!” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, ধার করা চীবর দ্বারা উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে তাহার ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।”

২৮. সেই সময়ে ভিক্ষুগণ ধার করা ভিক্ষাপাত্র এবং চীবর দ্বারা উপসম্পদা দিতেছিলেন। উপসম্পদার পর মালিক ভিক্ষাপাত্র এবং চীবর প্রত্যাহরণ করিল। অগত্যা তাহারা নগ্নাবস্থায় করপুটে ভিক্ষাচর্যা করিতে লাগিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে অপযশ প্রচার করিতে লাগিল : “কেন ভিক্ষু নগ্নাবস্থায় করপুটে ভিক্ষাচর্যা করিতেছে? যেমন তীর্থিকগণ ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া থাকে!” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়

নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, ধার করা ভিক্ষাপাত্র এবং চীবর দ্বারা উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৫. প্রব্রজ্যার অযোগ্য ব্যক্তি

১. সেই সময় ভিক্ষুগণ হস্তচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে অপযশ প্রচার করিতে লাগিল : "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ হস্তচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছেন?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

হে ভিক্ষুগণ, হস্তচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২. সেই সময়ে ভিক্ষুগণ পদচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ৩. হস্তপদচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ৪. কর্ণচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ৫. নাসিকাচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ৬. কর্ণনাসিকাচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ৭. অঙ্গুলিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ৮. অঙ্গুষ্ঠচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ৯. স্নায়ুচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ১০. বাদুড়ের ডানার ন্যায় হস্তবিশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ১১. কুব্জকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ১২. বামনকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ১৩. গলগণ্ডবিশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ১৪. লক্ষণাহত (জ্বলন্ত লৌহ দ্বারা চিহ্নিত) ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ১৫. কশাহত (বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত) ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ১৬. লিখিতক (হত্যা করিবার পরোয়ানা জারি হইয়াছে) ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ১৭. শ্লীপদকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ১৮. দুরারোগ্য রোগীকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ১৯. পারিষদ-দূষককে (বিকটাকৃতি ব্যক্তিকে) প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ২০. কাণাকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ২১. কুণীকে[১] প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ২২. খঞ্জকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ২৩. পক্ষাঘাত রোগীকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ২৪. ঈর্যাপথরহিত (চলচ্ছক্তিহীন) ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ২৫. জরাগ্রস্ত দুর্বল ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ২৬. অন্ধকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ২৭. মূককে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ২৮. বধিরকে প্রব্রজ্যা

---

[১]। যাহার হস্ত, পদ কিংবা অঙ্গুলি বক্র।—সম-পাসা।

দিতেছিলেন; ২৯. অন্ধ ও মূককে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ৩০. অন্ধ ও বধিরকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ৩১. মূক ও বধিরকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন এবং ৩২. অন্ধ, মূক ও বধিরকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : 'কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ অন্ধ, মূক ও বধিরকে প্রব্রজ্যা দিতেছেন?' ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

হে ভিক্ষুগণ, অন্ধ, মূক ও বধিরকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

॥ দায়াদ ভণিতা সমাপ্ত ॥

উপসম্পদা-বিধি

১. আশ্রয়ের নিয়ম

১. সেই সময়ে ষড়বর্গীয়[১] ভিক্ষু নির্লজ্জকে[২] আশ্রয় দিতেছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

হে ভিক্ষুগণ, নির্লজ্জকে আশ্রয় দিতে পারিবে না, যে আশ্রয় দিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২. সেই সময়ে ভিক্ষুগণ নির্লজ্জদিগের আশ্রয়ে বাস করায় তাহারাও অচিরেই লজ্জাহীন, পাপী ভিক্ষু হইয়া পড়িতেছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, নির্লজ্জদিগের আশ্রয়ে অবস্থান করিতে পারিবে না, যে অবস্থান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৩. অনন্তর ভিক্ষুদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "ভগবান নির্দেশ দিয়াছেন, নির্লজ্জদিগকে আশ্রয় দিতে কিংবা নির্লজ্জদিগের আশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না। কে সলজ্জ এবং কে নির্লজ্জ আমরা তাহা কীরূপে জানিতে পারিব?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ভিক্ষুর স্বভাব অবগত হইবার

---

[১]। পাণ্ডুক, লোহিতক, অশ্বজিৎ, পুনর্বসু, মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক এই ছয় ব্যক্তি এবং তাহাদের শিষ্যবর্গ ষড়বর্গীয় নামে অভিহিত।

[২]। যে ব্যক্তি সজ্ঞানে অপরাধ করে, অপরাধ গোপন করে এবং স্বেচ্ছাচারের বশীভূত হয় তাহাকে নির্লজ্জ বলে।—সম-পাসা।

জন্য চারি কিংবা পাঁচ দিন প্রতীক্ষা করিবে।"

৪. সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু কোশল জনপদে দীর্ঘপথ পর্যটনে রত ছিলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন, বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না। আমি কিন্তু আশ্রয় গ্রহণের যোগ্য হইয়াও দীর্ঘ পথ পর্যটনে রত আছি, এখন আমায় কী করিতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দীর্ঘপথ পর্যটনে রত ভিক্ষু আশ্রয়দাতার অভাবে বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।"

৫. সেই সময়ে দুইজন ভিক্ষু কোশল জনপদে দীর্ঘপথ পর্যটনে রত ছিলেন। তাহারা একটি আবাসে উপস্থিত হইলেন। সেই আবাসে একজন পীড়িত হইয়া পড়িলেন। সেই পীড়িত ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন, বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না, অথচ আমি আশ্রয় গ্রহণের যোগ্য হইয়াও পীড়িত হইয়া পড়িয়াছি, এখন আমায় কী করিতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পীড়িত ভিক্ষু আশ্রয়দাতার অভাবে বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।"

৬. সেই রোগীপরিচারক ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন, বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না; অথচ আমি আশ্রয় গ্রহণ-যোগ্য এবং এই ভিক্ষুও পীড়িত; অতএব আমায় কী করিতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : রোগীপরিচারক ভিক্ষু যাচঞা করিয়াও আশ্রয়দাতা না পাইলে বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।"

৭. সেই সময় জনৈক ভিক্ষু অরণ্যে বাস করিতেছিলেন। সেই শয্যাসন (বাসস্থান) তাহার অনুকূল হইয়াছিল। সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন, বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না, আমি কিন্তু আশ্রয় গ্রহণযোগ্য হইয়াও অরণ্যে বাস করিতেছি, এই শয্যাসন আমার অনুকূল হইয়াছে। অতএব আমায় কী করিতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : অরণ্যবাসী ভিক্ষুর বাসস্থান (শয্যাসন) অনুকূল বোধ হইলে 'যখন উপযুক্ত আশ্রয়দাতা আসিবেন তখন

তাহার আশ্রয়ে বাস করিব’ মনে এইরূপ সঙ্কল্প পোষণ করিয়া আশ্রয় দাতার অভাবে বিনাশ্রয়ে বাস করিবে।”

২. জ্যেষ্ঠের গোত্র-নাম উচ্চারণ

সেই সময়ে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপের নিকট জনৈক ব্যক্তি উপসম্পদাপ্রার্থী ছিল। আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আনন্দের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন, “আনন্দ, আসিয়া ইহার অনুশ্রাবণ[১] কর।” আয়ুষ্মান আনন্দ কহিলেন, “আমি স্থবিরের (মহাকাশ্যপের) নাম উচ্চারণ করিতে পারিব না, কেননা স্থবির আমার গুরু।” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : গোত্রের নামোল্লেখ করিয়া অনুশ্রাবণ করিবে।”

৩. অনুশ্রাবণের নিয়ম

১. সেই সময়ে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপের নিকট দুইজন উপসম্পদাকামী ছিল। তাহারা ‘আমি প্রথম উপসম্পন্ন হইব’, ‘আমি প্রথম উপসম্পন্ন হইব’ এই বলিয়া পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দুইজনকেই এক অনুশ্রাবণ দ্বারা উপসম্পদা দান করিবে।”

২. সেই সময়ে বহু স্থবিরের নিকট বহু উপসম্পদাকামী ছিল। তাহারা ‘আমি প্রথম উপসম্পন্ন হইব’, ‘আমি প্রথম উপসম্পন্ন হইব’ এই বলিয়া বিবাদ করিতে লাগিল। স্থবিরগণ কহিলেন, “বন্ধুগণ, আমরা সকলকেই এক অনুশ্রাবণ দ্বারা উপসম্পদা প্রদান করিব।” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দুই কিংবা তিন জনকে এক অনুশ্রাবণ দ্বারা উপসম্পদা প্রদান করিবে। তাহাও আবার একজনের উপাধ্যায়ত্বে, বহুজনের উপাধ্যায়ত্বে নহে।”

---

[১]। উপসম্পদা দানের সময় উপসম্পদা দানের সম্মতি এবং উপাধ্যায়ের নাম উচ্চস্বরে সংঘকে তিনবার শ্রবণ করাইবার নাম অনুশ্রাবণ।

৪. গর্ভ হইতে বিংশতি বৎসর বয়স্কের উপসম্পদা

সেই সময়ে আয়ুষ্মান কুমারকাশ্যপ গর্ভ হইতে বিংশতি বৎসর বয়সে উপসম্পন্ন হইয়াছিলেন। আয়ুষ্মান কুমারকাশ্যপের মনে এইরূপ চিন্তা উদিত হইল : "ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন, 'ঊনবিংশতি বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না।' আমি কিন্তু গর্ভ হইতে বিংশতি বৎসর বয়সে উপসম্পদা লাভ করিয়াছি। আমি কী উপসম্পন্ন হইয়াছি, না হই নাই?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, যখনই মাতৃগর্ভে প্রথম চিত্ত উৎপন্ন হয়, প্রথম বিজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয় তখনই তাহার জন্ম।"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : গর্ভ হইতে বিংশতি বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিকে উপসম্পদা দান করিবে।"

৫. উপসম্পদার অন্তরায়কর বিষয়

সেই সময়ে উপসম্পন্নদের মধ্যে দেখা যাইতে লাগিল, কুষ্ঠরোগী, গণ্ড (ফোড়া) রোগী, চর্মরোগী, ক্ষয়রোগী এবং অপস্মার (মৃগী) রোগী। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : উপসম্পদা দিবার সময় ত্রয়োদশ অন্তরায় (বাধক) কর বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে।"

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে জিজ্ঞাসা করিবে : তোমার নিকট এইরূপ কোনো রোগ আছে কী? যথা : (১) কুষ্ঠ? (২) গণ্ড (এক প্রকার বিষাক্ত ব্রণ)? (৩) কিলাস (ছুলি, এক প্রকার বিষাক্ত চর্ম রোগ)? (৪) ক্ষয়রোগ? (৫) অপস্মার? (৬) তুমি মানুষ তো? (৭) তুমি পুরুষ তো? (৮) তুমি কাহারও দাস নও তো? (৯) তুমি অঋণী তো? (১০) তুমি রাজসেবক নও তো? (১১) তুমি তোমার মাতাপিতার অনুমতি পাইয়াছ তো? (১২) তোমার বয়স বিংশতি বৎসর পূর্ণ হইয়াছে তো? (১৩) তোমার নিকট পাত্রচীবর পরিপূর্ণ আছে তো? তোমার নাম কী? তোমার উপাধ্যায়ের নাম কী?"

৬. অনুশাসন-বিধি

ক. ১. **অনুশাসন :** সেই সময়ে ভিক্ষুগণ অননুশাসিত (অনুপদিষ্ট) উপসম্পদাকামীদিগকে অন্তরায়জনক বিষয়সমূহ জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। উপসম্পদাকামীগণের মধ্যে কেহ বিস্তৃতভাবে উত্তর দিতে লাগিল, কেহ নীরব হইল এবং কেহবা উত্তরদানে অসমর্থ হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়

নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : প্রথম অনুশাসন প্রদান করিয়া (উপদেশ দিয়া) পরে অন্তরায়কর বিষয়সমূহ জিজ্ঞাসা করিবে।"

২. ভিক্ষুগণ সংঘসভায়ই অনুশাসন প্রদান করিতে লাগিলেন। ইহাতে উপসম্পদাকামীগণের মধ্যে কেহ পূর্ববৎ বিস্তৃতভাবে উত্তর দিতে লাগিল, কেহ নীরব হইল এবং কেহবা উত্তর দিতে অসমর্থ হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : একান্তে (সামান্য ব্যবধানে) অনুশাসন প্রদান করিয়া সংঘসভায় অন্তরায়জনক বিষয়সমূহ জিজ্ঞাসা করিবে।"

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে অনুশাসন প্রদান করিতে হইবে : প্রথম উপাধ্যায় গ্রহণ করাইতে হইবে, উপাধ্যায় গ্রহণ (স্বীকার) করাইয়া পাত্রচীবর সম্বন্ধে বলিতে হইবে : 'এই তোমার পাত্র', 'এই তোমার সঙ্ঘাটি', 'এই তোমার উত্তরাসঙ্গ' এবং 'এই তোমার অন্তর্বাস।' 'যাও, অমুক স্থানে দণ্ডায়মান হও।'

৩. অজ্ঞ এবং অদক্ষ ভিক্ষুগণ অনুশাসন প্রদান করিতে লাগিল। অযথার্থভাবে অনুশাসিত উপসম্পদাকামীগণের মধ্যে কেহ বিস্তৃতভাবে উত্তর দিতে লাগিল, কেহ নীরব রহিল এবং কেহ-বা উত্তরদানে অসমর্থ হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, অজ্ঞ এবং অদক্ষ ভিক্ষুগণ অনুশাসন প্রদান করিতে পারিবে না, যে অনুশাসন করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু অনুশাসন প্রদান করিবে।"

খ. **অনুশাসকের অধিকার লাভ :** অনির্বাচিত ভিক্ষুগণ অনুশাসন প্রদান করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, অনির্বাচিত ভিক্ষু অনুশাসন করিতে পারিবে না, যে নির্বাচিত না হইয়া অনুশাসন প্রদান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : নির্বাচিত ভিক্ষুই অনুশাসন প্রদান করিবে।"

"হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে নির্বাচন করিতে হইবে। নিজেকে নিজে নির্বাচন করিবে অথবা অন্যকে অন্য দ্বারা নির্বাচন করিবে। নিজেকে নিজে কীভাবে নির্বাচন করিতে হয়? দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন

করিবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন : অমুক নামীয় ব্যক্তি অমুক নামীয় আয়ুষ্মানের নিকট উপসম্পদাকামী। যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হইলে আমি অমুক নামীয় ব্যক্তিকে অনুশাসন প্রদান করিতে পারি।" এইভাবে নিজেকে নিজে নির্বাচিত করিবে।

কিভাবে অন্য দ্বারা অন্যকে নির্বাচিত করিবে? দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :

জ্ঞপ্তি : "মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ব্যক্তি অমুক নামীয় আয়ুষ্মানের নিকট উপসম্পদাপ্রার্থী হইয়াছেন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহা হইলে অমুক ভিক্ষু অমুক উপসম্পদাপ্রার্থীকে অনুশাসন প্রদান করিতে পারেন।" এইভাবে অন্য দ্বারা অন্যকে নির্বাচিত করিবে।

সেই নির্বাচিত (সম্মতেন) ভিক্ষু উপসম্পদাকামী ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলিবে :

অনুশাসন :"অমুক, আমার প্রস্তাব শ্রবণ কর : এখন তোমার সত্যকথা বলিবার সময়, যথার্থ কথা বলিবার সময়, যাহা তোমার নিকট আছে তৎসম্বন্ধে তুমি সংঘসভায় জিজ্ঞাসিত হইয়া, থাকিলে 'আছে' বলিয়া প্রকাশ করিবে, না থাকিলে 'নাই' বলিয়া প্রকাশ করিবে। বাক্য দীর্ঘ করিও না, কিংবা নীরব থাকিও না। তোমাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবেন, 'তোমার নিকট কি এইরূপ কোনো রোগ আছে? যথা : কুষ্ঠ? গণ্ড? কিলাস (চর্মরোগবিশেষ)? ক্ষয়রোগ?[১] অপস্মার? তুমি মানব তো? তুমি পুরুষ তো? কাহারও দাস নও তো? অঋণী তো? রাজসেবক নও তো? তোমার মাতাপিতার অনুমতি পাইয়াছ তো? তোমার বয়স বিংশতি বৎসর পূর্ণ হইয়াছে তো? তোমার নিকট পাত্রচীবর পূর্ণ আছে তো? তোমার নাম কী? তোমার উপাধ্যায়ের নাম কী?"

(অনুশাসক ও উপসম্পদাকামী উভয়ে) একসঙ্গে আসিতে লাগিলেন। (ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। (ভগবান কহিলেন,) "একসঙ্গে আসিতে পারিবে না।"

উপসম্পদায় জ্ঞপ্তি, অনুশ্রাবণ এবং ধারণা : অনুশাসক প্রথমে আসিয়া সংঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ব্যক্তি অমুক

---

[১]। সোসো—ক্ষয়রোগ।—সা-দী।

নামীয় আয়ুষ্মানের নিকট উপসম্পদাপ্রার্থী হইয়াছেন। আমি তাহাকে অনুশাসন প্রদান করিয়াছি, যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হইলে অমুক (উপসম্পদাকামী) আসিতে পারেন।” ‘এস’ বলিতে হইবে। (পুনরায়) উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করাইয়া, ভিক্ষুদের পাদবন্দনা করাইয়া, পদাগ্রে ভর দিয়া উপবেশন করাইয়া, হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ করাইয়া, (এইভাবে) উপসম্পদা যাচঞা করাইতে হইবে :

“মাননীয় সংঘের নিকট উপসম্পদা যাচঞা করিতেছি, মাননীয় সংঘ অনুকম্পাপূর্বক আমাকে উদ্ধার করুন।” [দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও এইরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিবে।]

দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে (এইরূপ) প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :

মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন : অমুক নামীয় ব্যক্তি অমুক নামীয় আয়ুষ্মানের নিকট উপসম্পদাপ্রার্থী হইয়াছেন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হইলে আমি অমুক উপসম্পদাকামীকে অন্তরায়কর বিষয়সমূহ জিজ্ঞাসা করিতে পারি।

“অমুক, এখন তোমার সত্যকথা এবং যথার্থ কথা বলিবার সময় উপস্থিত, জিজ্ঞাসা করিতেছি, থাকিলে ‘আছে’ বলিয়া বলিবে, না থাকিলে ‘নাই’ বলিয়া বলিবে। তোমার নিকট কি এইরূপ রোগসমূহ আছে? যথা : কুষ্ঠ? গণ্ড? কিলাস? ক্ষয়রোগ? অপস্মার? তুমি মানব তো? তুমি পুরুষ তো? তুমি কাহারও দাস নও তো? তুমি অঋণী তো? তুমি রাজসেবক নও তো? তোমার মাতাপিতার অনুমতি পাইয়াছ তো? তোমার বয়স বিংশতি বৎসর পরিপূর্ণ হইয়াছে তো? তোমার নিকট পাত্রচীবর পূর্ণ আছে তো? তোমার নাম কী? তোমার উপাধ্যায়ের নাম কী?”

(পুনরায়) দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে (এইরূপ) প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :

জ্ঞপ্তি : “মাননীয় সংঘ আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ব্যক্তি অমুক নামীয় আয়ুষ্মানের নিকট উপসম্পদাপ্রার্থী হইয়াছেন। তিনি অন্তরায়কর বিষয়সমূহে পরিশুদ্ধ (নির্দোষ) আছেন এবং তাহার পাত্রচীবরও পরিপূর্ণ আছে। তিনি সংঘের নিকট উপসম্পদা যাচঞা করিতেছেন অমুক নামীয় আয়ুষ্মানের উপাধ্যায়ত্বে। যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হইলে সংঘ অমুক নামীয় ব্যক্তিকে উপসম্পদা দিতে পারেন অমুক নামীয় আয়ুষ্মানের উপাধ্যায়ত্বে। ইহাই জ্ঞপ্তি।”

অনুশ্রাবণ : “মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয়

ব্যক্তি অমুক নামীয় আয়ুষ্মানের নিকট উপসম্পদাপ্রার্থী হইয়াছেন। তিনি অন্তরায়কর বিষয়সমূহে পরিশুদ্ধ এবং তাহার পাত্রচীবর পরিপূর্ণ আছে। অমুক নামীয় ব্যক্তি সংঘের নিকট উপসম্পদা যাচঞা করিতেছেন অমুক নামীয় আয়ুষ্মানের উপাধ্যায়ত্বে। সংঘ এই নামীয় ব্যক্তিকে উপসম্পদা প্রদান করিতেছেন অমুক নামীয় আয়ুষ্মানের উপাধ্যায়ত্বে। অমুক নামীয় আয়ুষ্মানের উপাধ্যায়ত্বে এই নামীয় ব্যক্তির উপসম্পদা লাভ যে আয়ুষ্মান কর্তৃক যোগ্য বিবেচিত হয় তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি যোগ্য বিবেচিত না করেন তিনি তাহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।" [দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও এইরূপ বলিতে হইবে।]

ধারণা : "সংঘকর্তৃক এই নামীয় ব্যক্তি উপসম্পন্ন হইলেন অমুক নামীয় আয়ুষ্মানের উপাধ্যায়ত্বে। প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিয়া সংঘ মৌন আছেন, আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।"

॥ উপসম্পদা-কর্ম সমাপ্ত ॥

৭. চতুর্বিধ অবলম্বন

সময় নির্ধারণের জন্য ছায়া পরিমাপ করিবে, ঋতুর উল্লেখ করিবে, দিবসের অংশ উল্লেখ করিবে, সঙ্গীতির[১] উল্লেখ করিবে এবং নিম্নোক্ত চারি আশ্রয়ের কথা উল্লেখ করিবে। (১) ভিক্ষান্নমাত্র সম্বলস্বরূপ করিবার জন্যই তোমার প্রব্রজ্যা; এই বিষয়ে তুমি যাবজ্জীবন উৎসাহান্বিত থাকিবে। তোমার পক্ষে অতিরিক্ত ভোজন সম্বল হইতে পারে; যথা : সংঘভোজন, উদ্দিষ্টভোজন, নিমন্ত্রণ, শলাকাভোজন, পাক্ষিকভোজন, উপোসথভোজন এবং প্রাতিপদিকভোজন। (২) 'পাংশুকূল' চীবরমাত্র আচ্ছাদন সম্বল করিবার জন্যই তোমার প্রব্রজ্যা; এই বিষয়ে যাবজ্জীবন উৎসাহান্বিত থাকিবে। তোমার পক্ষে অতিরিক্ত আচ্ছাদন সম্বল হইতে পারে; যথা : ক্ষৌমবস্ত্র, কার্পাসবস্ত্র, কৌষেয়বস্ত্র, কম্বল, পট্টবস্ত্র এবং বৃক্ষ-ত্বকে প্রস্তুত বস্ত্র। (৩) বৃক্ষমূল (তরুতল) মাত্র শয্যাসন সম্বল করিবার জন্যই তোমার প্রব্রজ্যা; এই বিষয়ে তুমি আজীবন উৎসাহান্বিত থাকিবে। তোমার পক্ষে অতিরিক্ত শয্যাসন সম্বল হইতে পারে; যথা : বিহার অর্ধযোগ, প্রাসাদ, হর্ম্য এবং গুহা। (৪) পূতিমূত্র মাত্র ভৈষজ্য সম্বল করিবার জন্যই তোমার প্রব্রজ্যা; এই বিষয়ে তোমাকে আজীবন উৎসাহান্বিত থাকিতে হইবে। তোমার পক্ষে

---

[১]। ছায়া, ঋতু এবং দিবসের অংশ এই তিনটির সমষ্টির নাম সঙ্গীতি। সম-পাসা।

অতিরিক্ত ভৈষজ্য সম্বল হইতে পারে; যথা : চর্বি, তৈল, নবনীত, মধু এবং খাঁড় (শক্ত গুড়)।

৮. চতুর্বিধ অকরণীয় বিষয়

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ জনৈক ভিক্ষুকে উপসম্পদা প্রদান করিয়া একাকী পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। নূতন উপসম্পন্ন পরে একাকী আসিবার সময় রাস্তার মধ্যে তাহার পূর্বের বিবাহিতা পত্নীর সাক্ষাৎ পাইল। সেই পত্নী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি এখন প্রব্রজিত হইয়াছ?" "হ্যাঁ আমি প্রব্রজিত হইয়াছি।" "প্রব্রজিতগণের পক্ষে নারীসম্ভোগ বড় দুর্লভ, অতএব এস, রতি সম্ভোগ কর।"

সেই নব উপসম্পন্ন ভিক্ষু রতি সম্ভোগ করিয়া বিলম্বে আগমন করিল। ভিক্ষুগণ তাহাকে কহিলেন, "বন্ধো, তোমার আসিতে বিলম্ব হইল কেন?" সে ভিক্ষুগণের নিকট এই বিষয় প্রকাশ করিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : নূতন উপসম্পন্নকে সঙ্গী প্রদান করিবে এবং চতুর্বিধ অকরণীয় বিষয় বলিয়া দিবে।" (চতুর্বিধ অকরণীয় বিষয় এই :)

(১) উপসম্পন্ন ভিক্ষু মৈথুন সেবন করিতে পারিবে না, এমনকি মানবেতর জীবের সঙ্গেও নহে। যেই ভিক্ষু মৈথুন সেবন করে সে অশ্রমণ, অশাক্যপুত্রীয়। যেমন শিরচ্ছিন্ন পুরুষ স্বদেহে জীবন ধারণে অসমর্থ হয় তেমন ভিক্ষু মৈথুন সেবন করিলে অশ্রমণ, অশাক্যপুত্রীয় মধ্যে পরিগণিত হয়। তাহা তুমি আজীবন করিতে পারিবে না।

(২) উপসম্পন্ন ভিক্ষু অদত্ত, অপহরণ মধ্যে গণ্য কোনো দ্রব্য লইতে পারিবে না, এমনকি তৃণগাছিও নহে। যেই ভিক্ষু একপাদ[১] বা এক পাদের সমমূল্য অথবা এক পাদের চেয়ে অধিক মূল্যবান অপহরণে গণ্য কোনো অদত্তদ্রব্য গ্রহণ করে তাহা হইলে সে অশ্রমণ, অশাক্যপুত্রীয় মধ্যে পরিগণিত হয়। যেমন বৃন্তচ্যুত পাণ্ডুরবর্ণ পত্র পুনরায় হরিদ্বর্ণ হইতে পারে না তেমন যেই ভিক্ষু একপাদ বা একপাদসম মূল্যের অথবা এক পাদের চেয়ে অধিক মূল্যের অপহরণ মধ্যে গণ্য কোনো অদত্তদ্রব্য গ্রহণ করে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ,

---

[১]। ৫ মাষকে ১ পাদ, ৪ পাদে ১ কার্ষাপণ (মুদ্রাবিশেষ)।

অশাক্যপুত্রীয় মধ্যে পরিগণিত হয়। তাহা তুমি আজীবন করিতে পারিবে না।

(৩) উপসম্পন্ন ভিক্ষু সজ্ঞানে কোনো জীবহত্যা করিতে পারিবে না, এমনকি পিপীলিকাও নহে। যেই ভিক্ষু সজ্ঞানে মনুষ্য হত্যা করে, এমনকি গর্ভপাতও করে বা করায় সে অশ্রমণ, অশাক্যপুত্রীয় মধ্যে পরিগণিত হয়। যেমন কোনো বৃহৎ শিলাখণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত হইলে পুনরায় সংলগ্ন হইতে পারে না তেমন যে ভিক্ষু জ্ঞাতসারে মনুষ্য হত্যা করে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ, অশাক্যপুত্রীয় মধ্যে পরিগণিত হয়। তাহা তুমি আজীবন করিতে পারিবে না।

(৪) উপসম্পন্ন ভিক্ষু স্বীয় অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে কাহাকেও বলিতে পারিবে না, এমনকি 'আমি শূন্যাগারে প্রীতিলাভ করি' তাহাও নহে। যেই ভিক্ষু পাপেচ্ছার বশীভূত হইয়া অবিদ্যমান, অসত্য, অলৌকিক শক্তি, ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি, সমাপত্তি, মার্গ অথবা ফল স্বয়ং লাভ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ, অশাক্যপুত্রীয় মধ্যে পরিগণিত হয়। যেমন মস্তকচ্ছিন্ন তালবৃক্ষ পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে পারে না তেমন পাপেচ্ছার বশীভূত ভিক্ষু অবিদ্যমান, অসত্য, অলৌকিক শক্তি নিজের নিকট বিদ্যমান আছে বলিয়া প্রকাশ করিলে অশ্রমণ, অশাক্যপুত্রীয় মধ্যে পরিগণিত হয়। তাহা তুমি আজীবন করিতে পারিবে না।

৯. উৎক্ষিপ্তের বিষয়

সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু কৃত অপরাধ অবলোকন (স্বীকার) না করায় (সংঘ কর্তৃক) উৎক্ষেপনীয়[১] দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করিয়াছিল। সে পুনরায় আসিয়া ভিক্ষুদিগের নিকট উপসম্পদা যাচঞা করিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

১. "হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কৃত অপরাধ (আপত্তি) অবলোকন (স্বীকার) না করায় (সংঘকর্তৃক) উৎক্ষেপনীয় দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং সে পুনরায় আসিয়া ভিক্ষুগণের নিকট উপসম্পদা যাচঞা করে তাহা হইলে তাহাকে এইরূপ বলিবে : 'সেই (কৃত) অপরাধ অবলোকন (স্বীকার) করিবে কি?' যদি সে বলে, 'আমি অবলোকন করিব' তাহা হইলে তাহাকে প্রব্রজ্যা দান করিবে। যদি বলে, 'আমি অবলোকন করিব না' তাহা হইলে তাহাকে প্রব্রজ্যা দান করিবে না। প্রব্রজ্যা দান করিয়া বলিবে, 'সেই অপরাধ দেখিবে কি?' যদি সে বলে, 'আমি দেখিব' তাহা

---

[১]। চূলবর্গের কর্ম-স্কন্ধ দ্রষ্টব্য।

হইলে তাহাকে উপসম্পদা দান করিবে; যদি বলে, 'আমি দেখিব না' তাহা হইলে তাহাকে উপসম্পদা দান করিবে না। উপসম্পদা দান করিয়া বলিবে, 'সেই অপরাধ দেখিবে কি?' 'যদি বলে, 'আমি দেখিব' তাহা হইলে দণ্ড প্রত্যাহার করিবে; যদি বলে, 'আমি দেখিব না' তাহা হইলে দণ্ড প্রত্যাহার করিবে না। দণ্ড প্রত্যাহার করিয়া বলিবে, 'সেই অপরাধ দেখিতেছ কি?' যদি সে দেখে তাহা হইলে ভালো, যদি না দেখে তাহা হইলে উপস্থিত ভিক্ষুসংঘ সমমতাবলম্বী হইতে পারিলে পুনরায় তাহাকে উৎক্ষেপনীয় দণ্ডে দণ্ডিত করিবে, সমমতাবলম্বী হইতে না পারিলে তাহার সহিত ভোজন কিংবা বাস করিলে অপরাধ হইবে না।

২. হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কৃত অপরাধের প্রতিকার না করায় সংঘ কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং পুনরায় আসিয়া ভিক্ষুগণের নিকট উপসম্পদা যাচঞা করে তাহা হইলে তাহাকে এইরূপ বলিবে : 'সেই কৃত অপরাধের প্রতিকার করিবে কি?' যদি সে বলে, 'আমি প্রতিকার করিব' তাহা হইলে তাহাকে প্রব্রজ্যা দান করিবে, যদি বলে, 'আমি প্রতিকার করিব না' তাহা হইলে তাহাকে প্রব্রজ্যা দান করিবে না। প্রব্রজ্যা দান করিয়া বলিবে, 'সেই কৃত অপরাধের প্রতিকার করিবে কি?' যদি সে বলে, 'আমি প্রতিকার করিব' তাহা হইলে তাহাকে উপসম্পদা দান করিবে, যদি বলে, 'আমি প্রতিকার করিব না' তাহা হইলে তাহাকে উপসম্পদা দান করিবে না। উপসম্পদা দান করিয়া বলিবে, 'সেই অপরাধের প্রতিকার করিবে কি?' যদি সে বলে, 'আমি প্রতিকার করিব' তাহা হইলে দণ্ড প্রত্যাহার করিবে, যদি বলে, 'আমি প্রতিকার করিব না' তাহা হইলে দণ্ড প্রত্যাহার করিবে না। দণ্ড প্রত্যাহার করিয়া বলিবে, 'সেই কৃত অপরাধের প্রতিকার কর', যদি সে প্রতিকার করে তাহা হইলে ভালো; যদি প্রতিকার না করে তাহা হইলে সংঘ সমমতাবলম্বী হইতে পারিলে তাহাকে পুনরায় উৎক্ষেপনীয় দণ্ডে দণ্ডিত করিবে। সংঘ সমমতাবলম্বী হইতে না পারিলে তাহার সহিত ভোজন কিংবা বাস করিলে অপরাধ হইবে না।

৩. হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু হীনধারণা পরিত্যাগ না করায় সংঘ কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত হইয়া, ভিক্ষুত্ব পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং সে পুনরায় আসিয়া ভিক্ষুগণের নিকট উপসম্পদা যাচঞা করে তাহা হইলে তাহাকে এইরূপ বলিবে : 'তুমি সেই হীন ধারণা পরিত্যাগ করিবে কি?' যদি সে বলে, 'আমি পরিত্যাগ করিব' তাহা হইলে তাহাকে প্রব্রজ্যা দান করিবে, যদি বলে, 'আমি পরিত্যাগ করিব না' তাহা হইলে তাহাকে প্রব্রজ্যা দান করিবে

না। প্রব্রজ্যা করিয়া বলিবে, 'তুমি সেই হীন ধারণা পরিত্যাগ করিবে কি?' যদি বলে, 'আমি পরিত্যাগ করিব' তাহা হইলে তাহাকে উপসম্পদা দান করিবে, যদি বলে, 'আমি পরিত্যাগ করিব না' তাহা হইলে তাহাকে উপসম্পদা দান করিবে না। উপসম্পদা দান করিয়া বলিবে, 'সেই মিথ্যাধারণা পরিত্যাগ করিবে কি?' যদি সে বলে, 'পরিত্যাগ করিব' তাহা হইলে দণ্ড প্রত্যাহার করিবে, যদি বলে, 'আমি পরিত্যাগ করিব না' তাহা হইলে দণ্ড প্রত্যাহার করিবে না। দণ্ড প্রত্যাহার করিয়া বলিবে, 'সেই হীন ধারণা পরিত্যাগ কর', যদি সে পরিত্যাগ করে তাহা হইলে ভালো; যদি পরিত্যাগ না করে তাহা হইলে সংঘ সমমতাবলম্বী হইতে পারিলে পুনরায় তাহাকে উৎক্ষেপনীয় দণ্ডে দণ্ডিত করিবে। সমমতাবলম্বী হইতে না পারিলে তাহার সহিত ভোজন কিংবা বাস করিলে অপরাধ হইবে না।

॥ মহাস্কন্ধ সমাপ্ত ॥

২. উপোসথ-স্কন্ধ

প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি

[স্থান : রাজগৃহ]

১. উপোসথের বিধান

সেই সময়ে বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, গৃধ্রকূট পর্বতে। সেই সময়ে অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণ চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমী তিথিতে সমবেত হইয়া ধর্মালোচনা করিতেন। জনসাধারণ তাহাদের নিকট ধর্মশ্রবণ করিবার জন্য উপস্থিত হইত। অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণের প্রতি তাহারা প্রেম ও প্রসাদ (শ্রদ্ধা) লাভ করিত, অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণ তাহাদিগকে স্বপক্ষে (আনিবার সুযোগ) লাভ করিত। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার নির্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় তাহার মনে এইরূপ পরিবিতর্ক (চিন্তা) উদিত হইল : 'এখন অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণ চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমী তিথিতে সমবেত হইয়া ধর্মালোচনা করিতেছেন, তাহাদের নিকট জনসাধারণ ধর্মশ্রবণের নিমিত্ত উপস্থিত হইতেছে। তাহারা অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণের প্রতি প্রেম লাভ করে, প্রসাদ লাভ করে। অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণ তাহাদিগকে স্বপক্ষে পাইতে সমর্থ হন। অতএব আর্যগণও (ভিক্ষুগণও) চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমী তিথিতে সমবেত হইলে ভালো হয়'। এই ভাবিয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, আমি নির্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছে : 'এখন অন্যতীথিক পরিব্রাজকগণ চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমী তিথিতে সমবেত হইয়া ধর্মালোচনা করিতেছেন, জনসাধারণ তাহাদের নিকট ধর্মশ্রবণের নিমিত্ত উপস্থিত হইতেছে। তাহারা অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণের প্রতি প্রেম লাভ করে, প্রসাদ লাভ করে। অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণ তাহাদিগকে স্বপক্ষে আনিতে সমর্থ হইতেছেন। অতএব আর্যগণও চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমী তিথিতে সমবেত হইলে লাভ হয়।"

ভগবান মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার ভগবানের ধর্মকথায়, প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া, ভগবানের পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমী তিথিতে সমবেত হইবে।"

২. উপোসথ দিবসে ধর্মোপদেশ

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ ভগবান 'চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমীতে সমবেত হইবার জন্য আদেশ দিয়াছেন' এই ভাবিয়া চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমী তিথিতে সমবেত হইয়া নীরবে বসিয়া থাকিতেন। তাহাদিগের নিকট জনসাধারণ ধর্মশ্রবণের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগকে নীরবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমীতে সমবেত হইয়া নীরবে বসিয়া থাকে, যেমন নির্বাক শূকরের পাল। সমবেত হইয়া ধর্মালোচনা করা কি উচিত নহে?" ভিক্ষুগণ জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমীতে সমবেত হইয়া ধর্মালোচনা করিবে।"

৩. প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তির নিয়ম

১. ভগবান নির্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় তাহার মনে এই পরিবিতর্ক (চিন্তা) উদিত হইল : 'আমি ভিক্ষুগণের জন্য যেই শিক্ষাপদসমূহের ব্যবস্থা দিয়াছি তাহাই তাহাদের প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশের (আবৃত্তির) জন্য অনুজ্ঞা দিলে ভালো হয়, তাহাই তাহাদের উপোসথ-কর্ম হইবে'। ভগবান সায়াহ্ন সময়ে ধ্যান হইতে উঠিয়া এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :

"হে ভিক্ষুগণ, আমি নির্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় আমার মনে এই

পরিবিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে : 'আমি ভিক্ষুগণের জন্য যেই শিক্ষাপদসমূহের ব্যবস্থা দিয়াছি তাহাই তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-উদ্দেশের জন্য অনুজ্ঞা দিলে ভালো হয়, তাহাই তাহাদের উপোসথ-কর্ম হইবে'।"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ (আবৃত্তি) করিবে।"

হে ভিক্ষুগণ এইভাবে প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ করিবে। দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :

জ্ঞপ্তি : 'মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হইলে সংঘ উপোসথ[১] করিতে পারেন এবং প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে পারেন।"

সংঘের পূর্বকৃত্য কী? আয়ুষ্মানগণ স্বীয় পরিশুদ্ধতা প্রকাশ করুন, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিব, তাহা আমরা সকল সৎপুরুষগণই সম্যকভাবে শ্রবণ করিব এবং হৃদয়ে গ্রথিত করিব। যাহার অপরাধ আছে তিনি প্রকাশ করুন এবং যাহার অপরাধ নাই তিনি মৌন থাকুন। মৌন থাকিলে আয়ুষ্মানদিগকে পরিশুদ্ধ বলিয়া ধারণা করিব। যেমন প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে হয় তেমন এই পরিষদে তিনবার পর্যন্ত শুনান যাইতেছে, যেই ভিক্ষু তিনবার পর্যন্ত শুনান সত্ত্বেও স্মৃতিপথাগত বিদ্যমান অপরাধ প্রকাশ না করিবেন তাহার সজ্ঞানে মিথ্যা বলা হইবে। আয়ুষ্মানগণ, জ্ঞাতসারে মিথ্যা বলাকে ভগবান অন্তরায়কর বলিয়াছেন। এইজন্য যাহার কৃত অপরাধ স্মরণ হয় তাহার উচিত পরিশুদ্ধ হইবার কামনায় বিদ্যমান অপরাধ প্রকটিত করা। প্রকটিত করিলে তাহার পক্ষে নিরাপদ হয়।

['প্রাতিমোক্ষ' অর্থে যাহা কুশল ধর্মসমূহের আদি (প্রথম), মুখ (দ্বার), প্রমুখ (পুরোভাগ)। 'আয়ুষ্মান' একটি প্রিয়বচন গৌরবসূচক বচন, সম্ভ্রমার্থেই 'আয়ুষ্মানগণ' এই সম্বোধন। 'উদ্দেশ করিব' অর্থে বলিব, দেশনা করিব, প্রজ্ঞাপন করিব, স্থাপন করিব, বিবৃত করিব, বিভাগ করিব, উন্মুক্ত করিব, প্রকাশ করিব। 'সকল সৎগণ' সেই পরিষদে স্থবির, মধ্যম ও নূতন যত ভিক্ষু উপস্থিত আছেন তাহারা। 'উত্তমরূপে শ্রবণ করিব' অর্থে স্থিরভাবে, মনোযোগ-সহকারে একাগ্রতার সহিত মনে ধারণ করিব। 'মনে করিব' অর্থে

---

[১]। উপোসথ বা উপোসথ জনসাধারণের পক্ষে উপবাস ও ব্রত-নিয়মাদি পালন করিবার দিন। তাহা পরিব্রাজকগণের পক্ষে ধর্মালোচনা ও ধর্মোপদেশ প্রদানের উপযুক্ত সময়। বৌদ্ধভিক্ষুদিগের পক্ষে তাহা প্রাতিমোক্ষের নিয়মসমূহ পর পর উল্লেখ করিয়া পাপখ্যাপন ও পরিশুদ্ধতা জ্ঞাপনের জন্য নির্দিষ্ট হয়।

একাগ্রচিত্তে, অবিক্ষিপ্তচিত্তে, অচঞ্চলচিত্তে, মনোযোগ দিব। 'যাহার অপরাধ আছে' অর্থে স্থবির, নব বা মধ্যম ভিক্ষুর পঞ্চবিধ অপরাধের অন্যতম অপরাধ বা সপ্তবিধ অপরাধের অন্যতম অপরাধ বিদ্যমান আছে। 'তিনি প্রকাশ করিবেন' অর্থে তিনি দেশনা করিবেন, বিবৃত করিবেন, উন্মুক্ত করিবেন, ব্যক্ত করিবেন সংঘের নিকট বা গণের নিকট অথবা এক ব্যক্তির নিকট। 'অপরাধ না থাকিলে' অর্থে দোষ প্রাপ্ত না হইলে অথবা প্রাপ্ত হইয়াও উত্থিত (দোষমুক্ত) হইলে। 'নীরব থাকিতে হইবে' অর্থে চুপ থাকিতে হইবে, নিরুত্তর থাকিতে হইবে। 'পরিশুদ্ধ বলিয়া অবগত হইব' অর্থে জ্ঞাত হইব, ধারণা করিব। 'যেমন প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে হয়' অর্থে যেমন এক ব্যক্তি দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া অন্যব্যক্তি উত্তর দান করে তেমন সেই পরিষদের জ্ঞাতব্য বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ভাবিয়া উত্তর প্রদান করিতে হয়। 'এইরূপ পরিষদ' অর্থে ভিক্ষু পরিষদ। 'তিনবার অনুশ্রাবণ করা হয়' অর্থে একবারও শুনান হয়, দুইবারও শুনান হয়, তিনবারও শুনান হয়। 'স্মরণ করিয়া' অর্থে জানিয়া, জ্ঞাত হইয়া। 'বিদ্যমান অপরাধ' অর্থে দোষগ্রস্ত হইলে অথবা কৃত অপরাধ হইতে মুক্ত না হইলে। 'প্রকাশ করে না' অর্থে দেশনা করে না, বিবৃত করে না, উন্মুক্ত করে না, ব্যক্ত করে না, সংঘের নিকট বা গণের নিকট অথবা একজনের নিকট। 'সজ্ঞানে মিথ্যা বলা হয়'। সজ্ঞানে মিথ্যা বলিলে কি হয়? দুক্কট অপরাধ হয়। ভগবান অন্তরায়কর বলিয়াছেন এস্থলে কীসের অন্তরায়? প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান লাভের অন্তরায়, ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি, সমাপত্তি, নৈষ্ক্রম্য, নিঃসরণ, বিবেক, কুশলধর্মসমূহ লাভের অন্তরায়। 'তদ্ধেতু' অর্থে সেই কারণে। 'স্মরণকারী' অর্থে যে জ্ঞাত, অবগত। 'বিশুদ্ধি-প্রত্যাশী' অর্থে মুক্তিকামী, বিশুদ্ধিকামী। 'প্রাপ্ত অপরাধ' অর্থে প্রাপ্ত বা প্রাপ্ত হইয়া অমুক্ত। 'প্রকাশ করিতে হইবে' অর্থে সংঘ, গণ অথবা একজনের নিকট প্রকাশ করিতে হইবে। 'ব্যক্ত করিলে অনুকূল হয়'। কীসের অনুকূল হয়? প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান লাভের অনুকূল হয়, ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি, সমাপত্তি, নৈষ্ক্রম্য, নিঃসরণ, প্রবিবেক এবং কুশল ধর্মসমূহ লাভের অনুকূল হয়।]

৪. প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবার দিন

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ 'ভগবান প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবার অনুজ্ঞা করিয়াছেন' এই ভাবিয়া প্রত্যহ প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

ভিক্ষুগণ এই বিষয় ভগবানকে জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, প্রত্যহ প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : উপোসথ দিবসেই প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবে।"

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ "ভগবান প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে আদেশ দিয়াছেন" এইজন্য একপক্ষে তিনবার, চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমীতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, পক্ষে তিনবার প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পক্ষে একবার চতুর্দশী অথবা পঞ্চদশীতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবে।"

৫. প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তির জন্য সমবেত হইবার নিয়ম

১. সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু পারিষদানুক্রমে স্ব স্ব পারিষদ লইয়া প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতেছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, পারিষদানুক্রমে স্ব স্ব পারিষদ লইয়া প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সকলে সমবেত হইয়া উপোসথ-কর্ম করিবে।"

অনন্তর ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "ভগবান অনুজ্ঞা করিয়াছেন : সমগ্র সংঘ (সকলে সম্মিলিত হইয়া) উপোসথ-কর্ম করিবে। এখন সমগ্র সংজ্ঞায় কতদূর পর্যন্ত বুঝিতে হইবে, এক আবাসে অবস্থিত সকলের অথবা সমস্ত পৃথিবীতে অবস্থিত সকলের?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : এক আবাসে অবস্থিত সকলকে 'সমগ্র' বলিয়া মনে করিবে।"

২. সেই সময়ে আয়ুষ্মান মহাকপ্পিন রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন

মর্দকুক্ষি মৃগদাবে[১]। আয়ুষ্মান মহাকপ্পিন নির্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় তাহার চিত্তে এইরূপ পরিবিতর্ক উদিত হইল : 'আমি উপোসথে যাইব, না যাইব না? সংঘকর্মে যাইব, না যাইব না? আমিত পরম বিশুদ্ধিতে বিশুদ্ধি আছি।' ভগবান স্বচিত্তে আয়ুষ্মান মহাকপ্পিনের চিত্ত-পরিবিতর্ক জানিয়া যেমন বলবান পুরুষ সংকুচিত বাহু প্রসারিত করে, অথবা প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে তেমনভাবেই গৃধ্রকূট পর্বত হইতে অন্তর্হিত হইয়া মর্দকুক্ষি মৃগদাবে আয়ুষ্মান মহাকপ্পিনের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। আবির্ভূত হইয়া ভগবান নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। আয়ুষ্মান মহাকপ্পিনও ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। ভগবান একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মহাকপ্পিনকে কহিলেন, "কপ্পিন, তুমি নির্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় তোমার মনে কি এই চিন্তা উপস্থিত হয় নাই, 'আমি উপোসথে যাইব, না যাইব না; সংঘকর্মে যাইব, না যাইব না? আমি তো পরম বিশুদ্ধিতে বিশুদ্ধ আছি?'"

"হ্যাঁ ভগবান, আমার ঐরূপ চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল।"

"ব্রাহ্মণ, যদি তোমরা উপোসথকে সমীহ, সৎকার, গৌরবযুক্ত, সম্মান এবং পূজা না কর তাহা হইলে কেই বা উপোসথকে তাহা করিবে? ব্রাহ্মণ, তুমি উপোসথে গমন কর, গমন না করা তোমার উচিত নহে, সংঘকর্মে গমন কর, গমন না করা তোমার উচিত নহে।"

"তথাস্তু, প্রভো, বলিয়া আয়ুষ্মান মহাকপ্পিন ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন।

ভগবান আয়ুষ্মান মহাকপ্পিনকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া যেমন বলবান পুরুষ সংকুচিত বাহু প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে তেমনভাবেই মর্দকুক্ষি মৃগদাবে আয়ুষ্মান মহাকপ্পিনের সম্মুখে অন্তর্হিত হইয়া গৃধ্রকূট পর্বতে আবির্ভূত হইলেন।

---

[১]। এই স্থানের নাম কেবল মৃগদাব ছিল। মগধরাজ বিম্বিসার মহিষী অজাতশত্রু পিতৃহন্তা হইবে এই কথা দৈবজ্ঞের নিকট জানিতে পারিয়া গর্ভপাতের জন্য এইস্থানে কুক্ষি (উদর) মর্দন করায় পরে এই স্থানের নাম হয় 'মর্দকুক্ষি মৃগদাব'।—সু-বি।

উপোসথ কেন্দ্রের সীমা ও উপোসথের সংখ্যা

১. সীমা নির্ণয়

১. ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন, এক আবাসে যতজন ভিক্ষু বাস করে ততজন ভিক্ষুকে 'সমগ্র' বলিয়া মনে করিবে; কিন্তু কতদূর পর্যন্ত এক আবাস বুঝাইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি সীমা নির্ণয় করিবার আদেশ দিতেছি।"

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে সীমা নির্ণয় করিবে : প্রথম নিমিত্ত (চিহ্ন) সমূহের উল্লেখ করিবে; যথা : পর্বতনিমিত্ত, পাষাণনিমিত্ত, বননিমিত্ত, বৃক্ষনিমিত্ত, মার্গনিমিত্ত, বল্মীকনিমিত্ত, নদীনিমিত্ত, এবং উদকনিমিত্ত। নিমিত্তের (চিহ্নের) উল্লেখ করিয়া দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :

জ্ঞপ্তি : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। চতুর্দিকে যেই পর্যন্ত নিমিত্তসমূহ (চিহ্ন সকল) কীর্তিত (বর্ণিত) হইল, যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হইলে সংঘ এই নিমিত্তসমূহ দ্বারা 'সমানসংবাস একুপোসথ'[১] সীমা নির্ণয় করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। চতুর্দিকে যেই পর্যন্ত নিমিত্তসমূহ কীর্তিত হইল, সংঘ এই নিমিত্তসমূহ দ্বারা 'সমানসংবাস একুপোসথ' সীমা নির্ণয় করিতেছেন। যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন এই নিমিত্তসমূহ দ্বারা 'সমানসংবাস একুপোসথ' সীমা নির্ণয় করা, তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তাহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা : সংঘ কর্তৃক এই নিমিত্তসমূহ দ্বারা 'সমানসংবাস একুপোসথ' সীমা নির্ণীত হইল। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন, আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

২. সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু 'ভগবান সীমা নির্ণয় করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন' এই ভাবিয়া অতি বৃহৎ সীমা, চারি যোজন, পাঁচ যোজন এবং ছয় যোজন পরিমিত সীমাও নির্ণয় করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ উপোসথ করিতে আসিয়া কেহ প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবার সময় উপস্থিত হইতে

---

[১]। যাহাদের সঙ্গে বিনয়কার্য এবং আহারাদি করিতে পারা যায় তাহারা 'সমানসংবাসক' নামে অভিহিত। তেমন সমানসংবাসক ভিক্ষুগণ যেই স্থানে একটি উপোসথ করেন তাহা 'একুপোসথ-সীমা' বলিয়া কথিত হয়।

লাগিলেন, কেহ প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি সমাপ্তির পরও উপস্থিত হইতে লাগিলেন, কেহ সীমার মধ্যস্থলেও রহিয়া গেলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, অতিবৃহৎ সীমা, চারি যোজন, পাঁচ যোজন অথবা ছয় যোজন পরিমিত সীমা নির্ণয় করিতে পারিবে না, যে নির্ণয় করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : তিন যোজন পরিমিত সীমা নির্ণয় করিবে।"

৩. সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু নদীতটে সীমা নির্ণয় করিতে লাগিলেন। উপোসথে আসিবার সময় ভিক্ষুগণ জলে সিক্ত হইলেন, তাহাদের ভিক্ষাপাত্রও সিক্ত হইল এবং চীবরও সিক্ত হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, নদীতীরে সীমা নির্ণয় করিতে পারিবে না, যে নির্ণয় করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যেস্থানে নিত্য নৌকা অথবা সেতু আছে সেইরূপ নদীতীরে সীমা নির্ণয় করিবে।"

২. উপোসথাগার নির্ণয় করা

১. সেই সময়ে ভিক্ষুগণ পূর্বে সংকেত না করিয়া প্রতিপরিবেণে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতেছিলেন। আগন্তুক ভিক্ষুগণ জানিতে পারিতেন না অদ্য উপোসথ কোথায় করিবেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, পূর্বে সংকেত না করিয়া প্রতিপরিবেণে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যে আবৃত্তি করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : উপোসথাগার নির্ণয় করিয়া উপোসথ করিবে। সংঘ বিহার, আর্ঢ্যযোগ, প্রাসাদ অথবা হর্ম্যের মধ্যে যেইটি ইচ্ছা করে সেইটিই উপোসথাগার নির্ণয় করুক।"

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে উপোসথাগার নির্ণয় করিবে : দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :

জ্ঞপ্তি : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ যদি উচিত মনে করেন তাহা হইলে অমুক বিহার উপোসথাগারের জন্য নির্ণয় করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক বিহার উপোসথাগারের জন্য নির্ণয় করিতেছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক বিহার উপোসথাগার নির্ণয় করা উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তাহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা : সংঘ অমুক বিহার উপোসথাগার নির্ণয় করিলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন, আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

২. সেই সময়ে একটি আবাসে দুইটি উপোসথাগার নির্ণয় করা হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ 'এইস্থানে উপোসথ করিবেন', 'এইস্থানে উপোসথ করিবেন' এই ভাবিয়া উভয়স্থানেই সমবেত হইতে লাগিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে দুইটি উপোসথাগার নির্ণয় করিতে পারিবে না, যে নির্ণয় করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : একটি বিনষ্ট করিয়া অপরটিতে উপোসথ করিবে।"

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে বিনষ্ট করিবে : দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :

জ্ঞপ্তি : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ যদি উচিত মনে করেন তাহা হইলে সংঘ অমুক উপোসথাগার বিনষ্ট (ত্যাগ) করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক উপোসথাগার সমুহনন (পরিত্যাগ) করিতেছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক উপোসথাগার পরিত্যাগ করা উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকিবেন, এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তাহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা : সংঘ অমুক উপোসথাগার পরিত্যাগ করিলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন, আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

৩. সেই সময়ে একটি আবাসে অতিক্ষুদ্র উপোসথাগার নির্ণীত হইয়াছিল। এক উপোসথ দিবসে তথায় বহুসংখ্যক ভিক্ষুসংঘ সমবেত হইয়াছিলেন। স্থানাভাবে ভিক্ষুগণ অননুমোদিত ভূমিতে বসিয়া প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি শ্রবণ করিলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন : উপোসথাগার নির্ণয় করিয়া উপোসথ করিবে। অথচ আমরা অননুমোদিত ভূমিতে বসিয়া প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি শ্রবণ করিলাম, আমাদের উপোসথ করা হইল, না হইল না?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে

এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

হে ভিক্ষুগণ, নির্ণীত ভূমিতে অথবা অনির্ণীত ভূমিতে বসিয়া যেখানেই প্রাতিমোক্ষ শ্রবণ করা যাউক না কেন উপোসথ করা হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে সংঘ উপোসথাগারের যত বড় বারান্দা ইচ্ছা করে তত বড় বারান্দা[১] নির্ণীত করুক।

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে নির্ণয় করিবে : প্রথম নিমিত্ত (চিহ্ন) কীর্তন (বর্ণনা) করিবে, নিমিত্ত কীর্তন করিয়া দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :

জ্ঞপ্তি : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। চতুর্দিকে যেই পর্যন্ত নিমিত্ত কীর্তন করা হইল, সংঘ যদি উচিত মনে করেন তাহা হইলে সংঘ এই নিমিত্তসমূহ দ্বারা উপোসথাগারের বারান্দা নির্ণয় করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। চতুর্দিকে যেই পর্যন্ত নিমিত্তসমূহ কীর্তন করা হইল, সংঘ এই নিমিত্তসমূহ দ্বারা উপোসথাগারের বারান্দা নির্ণয় করিতেছেন। যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন এই নিমিত্তসমূহ দ্বারা উপোসথাগারের বারান্দা নির্ণয় করা, তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তাহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা : সংঘ এই নিমিত্তসমূহ দ্বারা উপোসথাগারের বারান্দা নির্ণয় করিলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন, আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

৪. সেই সময়ে একটি আবাসে উপোসথ দিবসে নূতন ভিক্ষুগণ প্রথম সমবেত হইয়া 'স্থবিরগণ এখনও আসিতেছেন না' এই বলিয়া প্রস্থান করিয়াছিল। উপোসথ অপূর্ণ রহিয়া গেল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : উপোসথ দিবসে স্থবির ভিক্ষুগণকে সর্বপ্রথম সমবেত হইতে হইবে।"

---

[১]। ঘরের সম্মুখের চাতাল।

৩. একটি আবাসে উপোসথাগারের সংখ্যা এবং স্থান

১. সেই সময়ে রাজগৃহে অনেকগুলি আবাস এক সীমাভ্যন্তরে অবস্থিত (সমসীম) ছিল। সেখানে ভিক্ষুগণ 'আমাদের আবাসে উপোসথ করা হউক', 'আমাদের আবাসে উপোসথ করা হউক' এই বলিয়া বিবাদ করিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, যদি বহু আবাস সমসীম হয় এবং তথায় ভিক্ষুগণ 'আমাদের আবাসে উপোসথ করা হউক', 'আমাদের আবাসে উপোসথ করা হউক' এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে তাহা হইলে সেই সমস্ত ভিক্ষুকেই একস্থানে সমবেত হইয়া উপোসথ করিতে হইবে অথবা যেখানে স্থবির ভিক্ষু বাস করে তথায় সকলে সমবেত হইয়া উপোসথ করিবে; কিন্তু কোনো প্রকারেই দল (বগ্‌গেন) বাঁধিয়া পৃথকভাবে উপোসথ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২. সেই সময়ে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ অন্ধকবিন্দ হইতে রাজগৃহে উপোসথে আসিবার সময় পথের মধ্যে নদী পার হইতে যাইয়া তাহার দেহে ঈষৎ জল ছিটকাইয়া পড়ায় তাহার চীবর সিক্ত হইল। ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকে কহিলেন, "বন্ধো, আপনার চীবর কেন সিক্ত হইয়াছে?"

"বন্ধুগণ, আমি অন্ধকবিন্দ হইতে রাজগৃহে উপোসথে আসিবার সময় পথে নদী অতিক্রম করিতে যাইয়া দেহে ঈষৎ জল ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল এই হেতু আমার চীবর সিক্ত হইয়াছে।" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, সংঘ যেই 'সমানসংবাস একুপোসথ' সীমা নির্ণয় করিয়াছে সংঘ সেই সীমা বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্য অনুমোদন করুক।"

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে অনুমোদন করিবে। দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :

জ্ঞপ্তি : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ যেই 'সমানসংবাস একুপোসথ' সীমা নির্ণয় করিয়াছেন সংঘ যদি উচিত মনে করেন তাহা হইলে সংঘ সেই সীমা বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্য অনুমোদন করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ যেই 'সমানসংবাস একুপোসথ' সীমা নির্ণয় করিয়াছেন সংঘ সেই সীমা বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্য অনুমোদন করিতেছেন। যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন সেই সীমা বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্য অনুমোদন করা, তিনি মৌন

থাকিবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তাহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা : সংঘ সেই সীমা বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্য অনুমোদন করিলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন, আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

৪. উপোসথে আসিবার সময় চীবরের বিধান

১. সেই সময়ে ভিক্ষুগণ 'ভগবান বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্য অনুজ্ঞা দিয়াছেন' এই ভাবিয়া গ্রামের মধ্যে চীবর রাখিতে লাগিলেন। সেই স্থানে চীবর নষ্ট হইতে লাগিল, অগ্নিদগ্ধ হইতে লাগিল এবং ইন্দুরে কাটিতে লাগিল। এইহেতু ভিক্ষুগণের চীবর নিকৃষ্ট এবং রুক্ষ হইয়া গেল। অন্য ভিক্ষুগণ তাহাদিগকে কহিলেন, "বন্ধুগণ, আপনাদের চীবর নিকৃষ্ট এবং রুক্ষ কেন হইয়াছে?"

"বন্ধুগণ, আমরা ভগবান 'বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্য অনুজ্ঞা দিয়াছেন' এই ভাবিয়া গ্রামাভ্যন্তরে চীবর রাখিয়াছিলাম, কিন্তু সেখানে সেই চীবরগুলি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, অগ্নিদগ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং ইন্দুরে কাটিয়া ফেলিয়াছে, এইহেতু আমাদের চীবর নিকৃষ্ট ও রুক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, সংঘ যেই 'সমানসংবাস একুপোসথ' সীমা নির্ণয় করিয়াছে সংঘ সেই সীমা কেবল গ্রাম এবং গ্রামোপান্ত ব্যতীত বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্য অনুমোদন করুক।"

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে অনুমোদন করিবে : দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :

জ্ঞপ্তি : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ যেই 'সমানসংবাস একুপোসথ' সীমা নির্ণয় করিয়াছেন সংঘ যদি উচিত মনে করেন তাহা হইলে সংঘ সেই সীমা কেবল গ্রাম এবং গ্রামোপান্ত ব্যতীত বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্য অনুমোদন করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ যেই 'সমানসংবাস একুপোসথ' সীমা নির্ণয় করিয়াছেন সংঘ সেই সীমা কেবল গ্রাম এবং গ্রামোপান্ত ব্যতীত বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্য অনুমোদন করিতেছেন। যেই আয়ুষ্মান এই সীমা কেবল গ্রাম এবং গ্রামোপান্ত ব্যতীত বিনা ত্রিচীবরে বাস করা সম্বন্ধে উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকিবেন এবং

যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তাহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা : সংঘ এই সীমা কেবল গ্রাম এবং গ্রামোপান্ত ব্যতীত বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্য অনুমোদন করিলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন, আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

৫. সীমা এবং চীবরের বিধান

১. হে ভিক্ষুগণ, সীমা নির্ণয় করিবার সময় প্রথম 'সমানসংবাস' সীমা নির্ণয় করিবে এবং পরে বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্য অনুমোদন করিবে। হে ভিক্ষুগণ, সীমা পরিত্যাগ করিবার সময় প্রথম বিনা ত্রিচীবরে বাসের বিধান রহিত করিবে এবং পরে 'সমানসংবাস' সীমা পরিত্যাগ করিবে।

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে বিনা ত্রিচীবরে বাসের বিধান প্রত্যাখ্যান করিবে। দক্ষ ও এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :

জ্ঞপ্তি : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ বিনা ত্রিচীবরে বাসের যেই বিধান দিয়াছেন সংঘ যদি উচিত মনে করেন তাহা হইলে সংঘ বিনা ত্রিচীবরে বাসের সেই বিধান প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ বিনা ত্রিচীবরে বাসের যেই বিধান দিয়াছেন সংঘ সেই বিধান প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন বিনা ত্রিচীবরে বাসের বিধান প্রত্যাখ্যান করা, তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তাহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা : সংঘ বিনা ত্রিচীবরে বাসের বিধান প্রত্যাখ্যান করিলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন, আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

২. হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে 'সমানসংবাস' সীমা পরিত্যাগ করিবে : দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :

জ্ঞপ্তি : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ যেই 'সমানসংবাস একুপোসথ' সীমা নির্ণয় করিয়াছেন সংঘ যদি উচিত মনে করেন তাহা হইলে সংঘ সেই সীমা পরিত্যাগ করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ যেই 'সমানসংবাস একুপোসথ' সীমা নির্ণয় করিয়াছেন সংঘ সেই সীমা প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন এই 'সমানসংবাস একুপোসথ' সীমা পরিত্যাগ করা, তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিত

মনে না করেন তিনি তাহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা : সংঘ সেই 'সমানসংবাস একুপোসথ' সীমা পরিত্যাগ করিলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন, আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

৩. হে ভিক্ষুগণ, সীমা নির্ণীত এবং স্থাপিত হইবার পূর্বে যেই গ্রাম বা জনপদ আশ্রয় করিয়া (ভিক্ষু) বাস করে সেই গ্রামের যেই গ্রামসীমা অথবা সেই জনপদের যেই জনপদসীমা তাহাই সেখানে 'সমানসংবাস একুপোসথ' সীমা নামে অভিহিত। ভিক্ষুগণ, গ্রামের বহির্ভূত অরণ্যের চতুর্দিকে 'সত্তব্ভন্তর'[১] স্থান 'সমানসংবাস একুপোসথ' সীমা নামে অভিহিত। হে ভিক্ষুগণ, সমস্ত নদী অসীম, সমস্ত সমুদ্র অসীম এবং সমগ্র স্বাভাবিক সরোবর অসীম। ভিক্ষুগণ, নদী, সমুদ্র অথবা স্বাভাবিক সরোবরে দাঁড়াইয়া মাঝারি রকম ব্যক্তি চতুর্দিকে জল নিক্ষেপ করিলে জল পতিত স্থানের যেই অভ্যন্তর ভাগ[২] তাহাই সেখানে 'সমানসংবাস একুপোসথ' সীমা নামে অভিহিত।

৬. এক সীমাভ্যন্তরে অন্য সীমা নির্ণয় অবিধেয়

১. সেই সময়ে ষড়্বর্গীয় ভিক্ষু এক সীমাভ্যন্তরে অন্য সীমা নির্ণয় করিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

হে ভিক্ষুগণ, যাহাদের সীমা প্রথম নির্ণীত হইয়াছে তাহাদের সেই কার্য ধর্মানুকূল, নিখুঁত এবং যথোচিত। যাহাদের সীমা পরে নির্ণীত হইয়াছে তাহাদের সেই কার্য ধর্মবিরুদ্ধ হইয়াছে এবং নিখুঁত ও যথোচিত হয় নাই।

"হে ভিক্ষুগণ, এক সীমাভ্যন্তরে অন্য সীমা নির্ণয় করিতে পারিবে না। যে নির্ণয় করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২. সেই সময়ে ষড়্বর্গীয় ভিক্ষু এক সীমার সঙ্গে অন্য সীমা সংলগ্ন করিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

১। অরণ্যের যেই স্থানে ভিক্ষু বাস করে তাহার বাসস্থানের চতুর্দিকে ১৯৬ হাতের অভ্যন্তর ভাগ 'সত্তব্ভন্তর' সীমা নামে কথিত হয়।—সম-পাসা।

২। যেমন অক্ষক্রীড়ক কাষ্ঠগোলক নিক্ষেপ করে এইরূপ জল বা বালুকা মাঝারি রকমের ব্যক্তি সামর্থানুযায়ী চতুর্দিকে নিক্ষেপ করিলে যেখানে জল বা বালুকা পতিত হয় তাহার অভ্যন্তর ভাগ 'উদক উক্খেপ' সীমা নামে কথিত হয়।—সম-পাসা।

হে ভিক্ষুগণ, যাহাদের সীমা প্রথম নির্ণীত হইয়াছে তাহাদের কার্য ধর্মানুকূল, নিখুঁত এবং যথোচিত হইয়াছে। যাহাদের সীমা পরে নির্ণীত হইয়াছে তাহাদের সেই কার্য ধর্মবিরুদ্ধ হইয়াছে এবং নিখুঁত ও যথোচিত হয় নাই।

হে ভিক্ষুগণ, এক সীমার সঙ্গে অন্য সীমা সংলগ্ন করিতে পারিবে না, যে সংলগ্ন করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সীমা নির্ণয় করিবার সময় ব্যবধান[১] রাখিয়া সীমা নির্ণয় করিবে।"

৭. উপোসথের সংখ্যা

১. সেই সময়ে ভিক্ষুদিগের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "উপোসথ কয়টি?" তাহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, উপোসথ দুইটি—চতুর্দশী ও পঞ্চদশী। ভিক্ষুগণ, উপোসথ এই দুইটি।"

২. অনন্তর ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "উপোসথ-কর্ম কয় প্রকার?" তাহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, উপোসথ-কর্ম চারি প্রকার; যথা : (১) সংঘের একাংশের কৃত ধর্মবিরুদ্ধ উপোসথ-কর্ম; (২) সমগ্র সংঘের কৃত ধর্মবিরুদ্ধ উপোসথ-কর্ম; (৩) সংঘের একাংশের কৃত ধর্মানুকূল উপোসথ-কর্ম; (৪) সমগ্র সংঘের কৃত ধর্মানুকূল উপোসথ-কর্ম।"

হে ভিক্ষুগণ, তন্মধ্যে এই যে সংঘের একাংশের ধর্মবিরুদ্ধ উপোসথ-কর্ম, এইরূপ উপোসথ-কর্ম করিতে পারিবে না, আমি এইরূপ উপোসথ-কর্ম করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করি নাই। এই যে সমগ্র সংঘের ধর্মবিরুদ্ধ উপোসথ-কর্ম, তাহা করিতে পারিবে না, আমি এইরূপ উপোসথ-কর্ম করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করি নাই। এই যে সংঘের কিয়দংশের ধর্মানুকূল উপোসথ-কর্ম তাহা করিতে পারিবে না, আমি এইরূপ উপোসথ-কর্ম করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করি নাই। এই যে সমগ্র সংঘের ধর্মানুকূল উপোসথ-কর্ম তাহা করিবে, আমি এইরূপ উপোসথ-কর্ম করিবারই অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছি।

---

[১]। যদি প্রথম প্রস্তুত বিহারের সীমা অনির্ণীত থাকে তাহা হইলে সীমার উপচার (উপকণ্ঠ) রাখিতে হইবে। যদি সীমা নির্ণয় করা হয় তাহা হইলে অন্তত এক হাত প্রমাণ স্থান সীমার উপকণ্ঠ রাখিতে হইবে। সম-পাসা।

"হে ভিক্ষুগণ, তদ্ধেতু 'ধর্মানুকূল সমগ্র সংঘের উপোসথ-কর্মই করিব' এইরূপ তোমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে।"

প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি এবং পূর্বকৃত্য

১. আবৃত্তি-পদ্ধতি

অনন্তর ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি-পদ্ধতি কয় প্রকার?" তাহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

হে ভিক্ষুগণ, প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি-পদ্ধতি পাঁচ প্রকার; যথা : (১) নিদান আবৃত্তি করিয়া অবশিষ্টাংশ সংক্ষেপে শ্রবণ করাইবে, ইহা প্রথম প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি-পদ্ধতি; (২) নিদান আবৃত্তি করিয়া, চারি পারাজিক আবৃত্তি করিয়া অবশিষ্টাংশ সংক্ষেপে শ্রবণ করাইবে, ইহা দ্বিতীয় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি-পদ্ধতি; (৩) নিদান আবৃত্তি করিয়া, চারি পারাজিক আবৃত্তি করিয়া এবং ত্রয়োদশ সংঘাদিশেষ আবৃত্তি করিয়া অবশিষ্টাংশ সংক্ষেপে শ্রবণ করাইবে, ইহা তৃতীয় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি-পদ্ধতি; (৪) নিদান, চারি পারাজিক, ত্রয়োদশ সংঘাদিশেষ এবং দুই অনিয়ত আবৃত্তি করিয়া অবশিষ্টাংশ সংক্ষেপে শ্রবণ করাইবে, ইহা চতুর্থ প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি-পদ্ধতি এবং (৫) সমগ্র প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করা। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি-পদ্ধতি পাঁচ প্রকার।

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ 'ভগবান সংক্ষেপে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তির অনুজ্ঞা দিয়াছেন' এই ভাবিয়া সর্বদা সংক্ষেপে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, সংক্ষেপে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যে আবৃত্তি করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২. বিপদের সময় সংক্ষিপ্ত আবৃত্তি

১. সেই সময়ে কোশল জনপদের একটি আবাসে উপোসথ-দিবসে শবরের (বন্যলোকের) উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছিল। এইজন্য ভিক্ষুগণ বিস্তৃতভাবে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে পারিলেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : কোনো বিঘ্ন উপস্থিত হইলে সংক্ষেপে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবে।"

২. সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু কোনো বিঘ্ন না থাকিলেও সংক্ষেপে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, কোনো বিঘ্ন উপস্থিত না হইলে সংক্ষেপে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যে আবৃত্তি করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : বিঘ্ন উপস্থিত হইলে সংক্ষেপে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবে। বিঘ্ন এই : (১) রাজার উপদ্রব, (২) চোরের উপদ্রব, (৩) অগ্নির ভয়, (৪) জলের ভয়, (৫) মনুষ্যের উপদ্রব, (৬) অমনুষ্যের উপদ্রব, (৭) হিংস্রজন্তুর উপদ্রব, (৮) সরীসৃপের উপদ্রব, (৯) জীবননাশের আশঙ্কা, এবং (১০) ব্রহ্মচর্যচ্যুতির আশঙ্কা।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : এইরূপ যে কোনো আশঙ্কা থাকিলে সংক্ষেপে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবে এবং আশঙ্কা না থাকিলে বিস্তৃতভাবে আবৃত্তি করিবে।"

৩. অযাচিতভাবে উপদেশ দান অবিধেয়

সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু সংঘসভায় অযাচিতভাবে ধর্মোপদেশ দিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, সংঘসভায় অযাচিতভাবে ধর্মোপদেশ দিতে পারিবে না, যে দিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : স্থবির ভিক্ষু স্বয়ং ধর্মোপদেশ প্রদান করিবে অথবা অপরের দ্বারা প্রদান করাইবে।"

৪. অনির্বাচিতের 'বিনয়' জিজ্ঞাসা অবিধেয়

১. সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু নির্বাচিত না হইয়া সংঘসভায় বিনয়সম্বন্ধীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, অনির্বাচিত ব্যক্তি সংঘসভায় বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে পারিবে না, যে প্রশ্ন করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : নির্বাচিত ব্যক্তিই সংঘসভায় বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে।"

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে নির্বাচিত করিবে। নিজেকে নিজে নির্বাচিত করিবে

অথবা একজন অন্যজনকে নির্বাচিত করিবে। কীরূপে নিজেকে নির্বাচিত করিতে হয়? দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘের এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে : 'মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হইলে আমি অমুক নামীয় আয়ুষ্মানকে বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিব।' এইভাবে নিজেকে নিজে নির্বাচিত করিবে। কিরূপে একজন অন্যজনকে নির্বাচন করিবে? দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘের নিকট এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে : 'মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হইলে অমুক নামীয় ভিক্ষু অমুক নামীয় আয়ুষ্মানকে বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে পারেন।' এইভাবে একজন অন্যজনকে নির্বাচিত করিবে।

২. সেই সময়ে নির্বাচিত সুশীল ভিক্ষু সংঘসভায় বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছিলেন তাহাতে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু মনে আঘাত পাইল, অসন্তোষ লাভ করিল। এইজন্য তাহারা হত্যার ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : নির্বাচিত ভিক্ষুও সংঘসভায় পারিষদের অবস্থা বুঝিয়া এবং লোক যাচাই করিয়া বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে।"

৩. সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু নির্বাচিত না হইয়া সংঘসভায় বিনয় সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর দিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, নির্বাচিত না হইয়া সংঘসভায় বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর দিতে পারিবে না, যে উত্তর দিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : নির্বাচিত হইয়া সংঘসভায় বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর প্রদান করিবে।"

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে নির্বাচন করিবে : নিজেকে নিজে নির্বাচিত করিবে অথবা অন্য অন্যকে নির্বাচিত করিবে। কিরূপে নিজেকে নিজে নির্বাচিত করিবে? দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে : "মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ যদি উচিত মনে করেন তাহা হইলে আমি অমুক কর্তৃক বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে উত্তর প্রদান করিতে পারি।' এইভাবে নিজেকে নিজে নির্বাচিত করিবে। কিরূপে একজন অন্যজনকে নির্বাচিত করিবে? দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে, 'মাননীয় সংঘ আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ যদি

উচিত মনে করেন তাহা হইলে অমুক আয়ুষ্মান অমুক আয়ুষ্মান কর্তৃক বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে উত্তর প্রদান করিতে পারেন।' এইভাবে একজন একজনকে নির্বাচিত করিবে।

৪. সেই সময়ে সুশীল ভিক্ষুগণ নির্বাচিত হইয়া সংঘসভায় বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর দিতেছিলেন তাহাতে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু মনে আঘাত এবং পীড়া বোধ করিল। এইজন্য তাহারা হত্যার ভয় প্রদর্শন করিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : নির্বাচিত ভিক্ষুকেও পারিষদ এবং লোকের অবস্থা যাচাই করিয়া বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।"

৫. অবকাশ করাইয়া দোষারোপ করা

১. সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু অবকাশ না করাইয়া অন্য ভিক্ষুর উপর দোষারোপ করিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, অবকাশ না করাইয়া কোনো ভিক্ষুর উপর দোষারোপ করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : 'আয়ুষ্মান অবকাশ করুন, আমি আপনাকে কিছু বলিতে চাই' এই বলিয়া অবকাশ করাইয়া দোষারোপ করিবে।"

২. সেই সময়ে সুশীল ভিক্ষু অবকাশ করাইয়া ষড়বর্গীয় ভিক্ষুর দোষারোপ করিতেছিলেন তাহাতে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু মনে আঘাত এবং পীড়া পাইতে লাগিল। এইজন্য তাহারা হত্যার ভয় প্রদর্শন করিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : অবকাশ করা হইলেও লোকের অবস্থা বুঝিয়া দোষারোপ করিবে।"

৩. সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু 'সুশীল ভিক্ষুগণ পূর্বেই আমাদের অবকাশ করাইতেছেন' এই ভাবিয়া তাহারাই অকারণে প্রথম নিরপরাধ ও পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের অবকাশ করাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, অকারণে নিরপরাধ পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের অবকাশ করাইতে পারিবে না, যে করাইবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : লোক যাচাই করিয়া অবকাশ

করাইবে।”

৬. নিয়মবিরুদ্ধ কার্যে বাধা দান

১. সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু সংঘসভায় নীতিবিরুদ্ধ কার্য করিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, সংঘসভায় নীতিবিরুদ্ধ কার্য করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।”

তথাপি তাহারা নীতিবিরুদ্ধ কার্যই করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : নীতিবিরুদ্ধ কার্য করিলে বাধাদান করিবে।”

২. সেই সময়ে সুশীল ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষু নীতিবিরুদ্ধ কার্য করিবার সময় বাধা দিতে লাগিলেন। তাহাতে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু মনে আঘাত এবং অসন্তোষ প্রাপ্ত হইল। এইজন্য তাহারা হত্যার ভয় দেখাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : স্বীয় অভিমতও প্রকাশ করিবে।”

ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুর নিকট অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহাতে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু মনে আঘাত এবং পীড়া লাভ করিল। এইজন্য তাহারা হত্যার ভয় দেখাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : চারি কিংবা পাঁচজনে মিলিয়া বাধা দান দিবে, দুই কিংবা তিনজনে অভিমত প্রকাশ করিবে এবং একজনে ‘ইহা আমি উচিত বোধ করি না’ বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিবে।”

৭. মনোযোগ-সহকারে প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি

সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু সংঘসভায় প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবার সময় ইচ্ছাপূর্বক শ্রবণ করাইত না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকারী ইচ্ছাপূর্বক শ্রবণ না করাইতে পারিবে না, যে না করাইবে তাহার ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।”

৮. প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিতে স্বর সম্বন্ধীয় নিয়ম

সেই সময়ে কাকের ন্যায় স্বরবিশিষ্ট আয়ুষ্মান উদায়ি সংঘের প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকারী ছিলেন। আয়ুষ্মান উদায়ির মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকারী (প্রাতিমোক্ষ উচ্চস্বরে) শ্রবণ করাইবে' কিন্তু আমার কণ্ঠস্বর কাকের ন্যায়। এখন আমায় কী করিতে হইবে?" ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকারী 'কীরূপে শ্রবণ করাইব' এই বিষয়ে উদ্যম করিবে। উদ্যোগীর অপরাধ হইবে না।"

৯. কোথায় এবং কখন প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি নিষিদ্ধ?

১. সেই সময়ে দেবদত্ত গৃহীসহ উপবিষ্ট ভিক্ষু-পরিষদে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতেছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, গৃহীসহ উপবিষ্ট ভিক্ষু-পরিষদে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যে আবৃত্তি করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২. সেই সময়ে ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু সংঘসভায় অযাচিতভাবে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, অযাচিতভাবে সংঘসভায় প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যে আবৃত্তি করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি স্থানীয় বয়োজ্যেষ্ঠ স্থবিরের কর্তৃত্বাধীন।"

॥ অন্যতীর্থিক ভণিতা সমাপ্ত ॥

[স্থান : চোদনাবাস্তু]

১০. কী জাতীয় ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবে?

অনন্তর ভগবান রাজগৃহে যথারুচি অবস্থান করিয়া চোদনাবাস্তু অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিয়া চোদনাবাস্তুতে গমন করিলেন।

১. সেই সময়ে একটি আবাসে বহুসংখ্যক ভিক্ষু অবস্থান করিতেছিলেন। সেইস্থানে অবস্থিত স্থবির ভিক্ষু অজ্ঞ এবং অদক্ষ ছিলেন। তিনি জানিতেন না উপোসথ অথবা উপোসথ-কর্ম এবং প্রাতিমোক্ষ অথবা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি

কাহাকে বলে। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন, প্রাতিমোক্ষ (আবৃত্তি) স্থানীয় বয়োজ্যেষ্ঠ স্থবিরের কতৃত্বাধীন; কিন্তু আমাদের এই স্থবির অজ্ঞ এবং অদক্ষ। তিনি জানেন না উপোসথ অথবা উপোসথ-কর্ম এবং প্রাতিমোক্ষ অথবা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি কাহাকে বলে। এখন আমাদিগকে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে?" তাহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : তথায় যেই ভিক্ষু দক্ষ এবং সমর্থ প্রাতিমোক্ষ (আবৃত্তি) তাহারই অধীন।"

২. সেই সময়ে একটি আবাসে উপোসথ দিবসে অনেক অজ্ঞ এবং অদক্ষ ভিক্ষু অবস্থান করিতেছিল। তাহারা জানিত না উপোসথ অথবা উপোসথ-কর্ম এবং প্রাতিমোক্ষ অথবা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি কাহাকে বলে। তাহারা স্থবিরকে নিবেদন করিল, 'মাননীয় স্থবির, প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করুন।' স্থবির কহিলেন, 'বন্ধুগণ, প্রাতিমোক্ষ আমার মুখস্থ নাই।' তাহারা দ্বিতীয় স্থবিরকে নিবেদন করিল, 'মাননীয় স্থবির, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করুন।' তিনি কহিলেন, 'বন্ধুগণ, প্রাতিমোক্ষ আমার কণ্ঠস্থ নাই।' তাহারা তৃতীয় স্থবিরকে নিবেদন করিল, 'মাননীয় স্থবির, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করুন।' তিনিও কহিলেন, 'বন্ধুগণ, প্রাতিমোক্ষ আমার কণ্ঠস্থ নাই।' এই নিয়মে ক্রমান্বয়ে যে সংঘের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিল তাহারা তাহাকে বলিল, 'আয়ুষ্মান প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করুন।' সেও কহিল, 'প্রভো, আমার কণ্ঠস্থ নাই।' ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো একটি আবাসে উপোসথ দিবসে অনেক অজ্ঞ এবং অদক্ষ ভিক্ষু অবস্থান করে। তাহারা জানে না যে উপোসথ অথবা উপোসথ-কর্ম এবং প্রাতিমোক্ষ অথবা প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি কাহাকে বলে। তাহারা স্থবিরকে নিবেদন করে, 'মাননীয় স্থবির, প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করুন।' সে বলে, 'বন্ধুগণ, প্রাতিমোক্ষ আমার কণ্ঠস্থ নাই।' তাহারা দ্বিতীয় স্থবিরকেও নিবেদন করে, 'মাননীয় স্থবির, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করুন।' সেও বলে, 'বন্ধুগণ, আমার কণ্ঠস্থ নাই।' তাহারা তৃতীয় স্থবিরকেও নিবেদন করে, 'মাননীয় স্থবির, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করুন।' সেও বলে, 'বন্ধুগণ, প্রাতিমোক্ষ আমার কণ্ঠস্থ নাই।' এইভাবে তাহারা সংঘের মধ্যে যে সর্বকনিষ্ঠ তাহাকে বলে, 'আয়ুষ্মান প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করুন।' সেও বলে, 'প্রভো, প্রাতিমোক্ষ আমার কণ্ঠস্থ নাই।' হে ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুগণ সদ্য প্রত্যাবর্তনে সমর্থ এমন একজন ভিক্ষুকে চতুর্দিকে অবস্থিত যে কোনো

আবাসে এই বলিয়া পাঠাইবে : "বন্ধো, আপনি যে কোনো আবাসে যাইয়া সংক্ষেপে অথবা বিস্তৃতভাবে প্রাতিমোক্ষ কণ্ঠস্থ করিয়া আসুন।"

ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "কাহাকে প্রেরণ করিতে হইবে?" তাহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : স্থবির ভিক্ষু নূতন ভিক্ষুকে আদেশ করিবে।"

৩. স্থবিরের আদেশে নূতন ভিক্ষু গমন করিল না। তাহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, স্থবিরের আদেশে সুস্থ নূতন ভিক্ষু না যাইতে পারিবে না, যে যাইবে না তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

[স্থান : রাজগৃহ]

১১. সময় এবং গণনা শিক্ষা করা

১. ভগবান চোদনাবাস্তুতে যথারুচি অবস্থান করিয়া পুনরায় রাজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই সময়ে জনসাধারণ ভিক্ষুদিগকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণের সময় জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভো, আজ পক্ষের কোন তিথি?" ভিক্ষুগণ কহিলেন, "বন্ধুগণ, আমরা তাহা জানি না।" জনসাধারণ এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : "যেই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ পক্ষগণনা মাত্রও জানে না, তাহারা আবার অন্য ভালো বিষয় কী জানিবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পক্ষগণনা শিক্ষা করিবে।"

ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : পক্ষগণনা কাহাকে শিখিতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সকলকেই পক্ষগণনা শিখিতে হইবে।"

২. সেই সময়ে জনসাধারণ ভিক্ষুদিগকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণের সময় জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভো, বিহারে ভিক্ষু কয়জন আছেন?" ভিক্ষুগণ কহিলেন, "বন্ধুগণ, আমরা তো তাহা জানি না।" জনসাধারণ এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : "যেই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ একজন অন্যজনকে চিনে না, তাহারা আবার কী ভালো বিষয় জানিতে পারিবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলে। (ভগবান

কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ভিক্ষুদিগকে গণনা শিক্ষা করিতে হইবে।"

৩. ভিক্ষুদিগের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "কখন বিহারে অবস্থিত ভিক্ষুদিগকে গণিতে হইবে?" তাহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : উপস্থিত উপোসথ দিবসে নামোল্লেখ করিয়া অথবা শলাকা বণ্টন করিয়া গণিবে।"

১২. পূর্বেই উপোসথের সময় জ্ঞাপন

১. সেই সময়ে ভিক্ষুগণ 'অদ্য উপোসথ' এই বিষয় না জানিয়া দূরবর্তী গ্রামে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণ করিতেন। তাহারা প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি হইতেছে এমন সময়ও আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময়ও আসিয়া উপস্থিত হইতেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : 'অদ্য উপোসথ-দিবস' এই কথা পূর্বে জানাইতে হইবে।"

২. ভিক্ষুদিগের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "কাহাকে বলিতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : স্থবির ভিক্ষু কর্তৃক প্রত্যুষে সকলকে বলিতে হইবে।"

৩. সেই সময়ে জনৈক স্থবিরের প্রত্যুষে স্মরণ হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ভোজনের সময় জ্ঞাপন করিবে।"

৪. ভোজনের সময়ও স্মরণ হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যখন স্মরণ হয় তখন বলিবে।"

১৩. উপোসথাগার সম্মার্জনাদি কর্তব্য কর্ম

১. (ক) সেই সময়ে একটি আবাসে উপোসথাগার অপরিচ্ছন্ন ছিল। অভ্যাগত ভিক্ষুগণ এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা

করিতে লাগিলেন : "কেন আবাসস্থ ভিক্ষুগণ উপোসথাগার ঝাঁট দেন না?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : উপোসথাগার ঝাঁট দিবে।"

(খ) অতঃপর ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "কে উপোসথাগার ঝাঁট দিবে?" তাহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : স্থবির ভিক্ষু নূতন ভিক্ষুকে আদেশ দিবে।"

(গ) স্থবিরের আদেশে নূতন ভিক্ষু ঝাঁট দিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, স্থবিরের আদেশে সুস্থ নূতন ভিক্ষু ঝাঁট না দিতে পারিবে না, যে দিবে না তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২. (ক) সেই সময়ে উপোসথাগারে আসন প্রস্তুত থাকিত না। ভিক্ষুগণ ভূমিতে উপবেশন করিতেন, তাহাতে ভিক্ষুগণের গাত্র এবং চীবর পাংশুলিপ্ত হইয়া যাইত। তাহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : উপোসথাগারে আসন প্রস্তুত রাখিবে।"

(খ) ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "উপোসথাগারে কাহাকে আসন প্রস্তুত করিতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : স্থবির ভিক্ষু নূতন ভিক্ষুকে আদেশ করিবে।"

(গ) স্থবিরের আদেশে নূতন ভিক্ষু আসন প্রস্তুত রাখিল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, স্থবিরের আদেশে সুস্থ নূতন ভিক্ষু আসন প্রস্তুত না রাখিতে পারিবে না, যে প্রস্তুত রাখিবে না তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৩. (ক) সেই সময়ে উপোসথাগারে প্রদীপ থাকিত না। ভিক্ষুগণ অন্ধকারে অন্যের দেহ এবং চীবর মাড়াইতে লাগিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : উপোসথাগারে প্রদীপ জ্বালিবে।"

(খ) ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "কে উপোসথাগারে প্রদীপ জ্বালিবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : স্থবির ভিক্ষু নূতন ভিক্ষুকে আদেশ করিবে।"

(গ) স্থবিরের আদেশে নূতন ভিক্ষু প্রদীপ জ্বালিল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, স্থবিরের আদেশে সুস্থ নূতন ভিক্ষু প্রদীপ না জ্বালিতে পারিবে না, যে জ্বালিবে না তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৪. (ক) সেই সময়ে একটি আবাসে আবাসবাসী ভিক্ষুগণ পানীয় কিংবা পরিভোগ্য জল রাখিত না। অভ্যাগত ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন : "কেন আবাসবাসী ভিক্ষুগণ পানীয় জলও রাখিতেছেন না, পরিভোগ্য জলও রাখিতেছেন না?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পানীয় এবং পরিভোগ্য জল রাখিবে।"

(খ) ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল :) "কে পানীয় এবং পরিভোগ্য জল রাখিবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : স্থবির ভিক্ষু নূতন ভিক্ষুকে আদেশ প্রদান করিবে।"

(গ) স্থবিরের আদেশে নূতন ভিক্ষু (জল) রাখিল না। তাহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, স্থবিরের আদেশে সুস্থ নূতন ভিক্ষু জল না রাখিতে পারিবে না, যে রাখিবে না তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

অসাধারণাবস্থায় উপোসথ

১. দীর্ঘ পর্যটনের অনুমতি গ্রহণ

সেই সময়ে অনেক অজ্ঞ ও অদক্ষ ভিক্ষু দীর্ঘ পর্যটনের জন্য আচার্য-উপাধ্যায়ের অনুমতি লইত না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

হে ভিক্ষুগণ, দীর্ঘ পর্যটনেচ্ছু অনেক অজ্ঞ ও অদক্ষ ভিক্ষু আচার্য, উপাধ্যায়ের নিকট দীর্ঘ পর্যটনের জন্য অনুমতি লইতেছে না। ভিক্ষুগণ,

তাহাদিগকে আচার্য উপাধ্যায়ের জিজ্ঞাসা করিতে হইবে : 'কোথায় যাইবে?' 'কাহার সঙ্গে যাইবে?' ভিক্ষুগণ, যদি সেই অজ্ঞ ও অদক্ষ ভিক্ষুগণ অন্য অজ্ঞ ও অদক্ষ ভিক্ষুদিগকে সঙ্গী বলিয়া দেখাইয়া দেয় তাহা হইলে আচার্য, উপাধ্যায় অনুমতি দিতে পারিবে না, যদি অনুমতি প্রদান করে তাহা হইলে তাহাদের 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। সেই অজ্ঞ ও অদক্ষ ভিক্ষুগণ যদি আচার্য-উপাধ্যায়ের বিনানুমতিতে গমন করে তাহা হইলে তাহাদেরও 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২. প্রাতিমোক্ষে অনভিজ্ঞ ভিক্ষু আবাসে বাস করিতে পারিবে না

ক. হে ভিক্ষুগণ, কোনো আবাসে অনেক অজ্ঞ ও অদক্ষ ভিক্ষুগণ বাস করে। তাহারা জানে না উপোসথ অথবা উপোসথ-কর্ম, প্রাতিমোক্ষ অথবা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি কাহাকে বলে। তথায় যদি অন্য একজন বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ (বুদ্ধোপদেশে অভিজ্ঞ), ধর্মধর (বুদ্ধোপদিষ্ট সূত্রে অভিজ্ঞ), বিনয়ধর (ভিক্ষু-নিয়মে অভিজ্ঞ), মাতৃকাধর (সূত্রে উপদিষ্ট দর্শন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ), পণ্ডিত, নিপুণ, মেধাবী, লজ্জাশীল, সংকোচশীল ও শিশিক্ষু ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে সেই ভিক্ষুগণের এই ভিক্ষুর উপকার করিতে হইবে, তাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে হইবে, তাহার সহিত মধুর আলাপ করিতে হইবে, স্নানচূর্ণ, মৃত্তিকা, দন্তকাষ্ঠ এবং মুখোদক দানে পরিচর্যা করিতে হইবে। যদি তাহার উপকার না করে, তাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন না করে, তাহার সহিত মিষ্টালাপ না করে, এবং তাহাকে স্নানচূর্ণ, মৃত্তিকা, দন্তকাষ্ঠ ও মুখোদক দানে পরিচর্যা না করে তাহা হইলে তাহাদের 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

খ. হে ভিক্ষুগণ, কোনো আবাসে উপোসথ দিবসে অনেক অজ্ঞ এবং অদক্ষ ভিক্ষুগণ বাস করে। তাহারা জানে না উপোসথ অথবা উপোসথ-কর্ম, প্রাতিমোক্ষ অথবা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি কাহাকে বলে। হে ভিক্ষুগণ, তাহাদিগকে সদ্য প্রত্যাবর্তনে সমর্থ এমন একজন ভিক্ষুকে 'বন্ধো, আপনি যান, সংক্ষেপে অথবা বিস্তৃতভাবে প্রাতিমোক্ষ কণ্ঠস্থ করিয়া আসুন' এই বলিয়া চতুর্দিকের কোনো এক আবাসে প্রেরণ করিতে হইবে। তাহা করিতে পারিলে ভালো, যদি পারা না যায় তাহা হইলে সেই সমগ্র ভিক্ষুদিগকেই যেখানে জানে উপোসথ বা উপোসথ-কর্ম, প্রাতিমোক্ষ অথবা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সেরূপ আবাসে যাইতে হইবে। যদি গমন না করে তাহা হইলে তাহাদের 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

গ. হে ভিক্ষুগণ, কোনো আবাসে অনেক অজ্ঞ এবং অদক্ষ ভিক্ষুগণ বর্ষাবাস করে। তাহারা জানে না উপোসথ অথবা উপোসথ-কর্ম, প্রাতিমোক্ষ অথবা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি কাহাকে বলে। হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুদিগকে সদ্য প্রত্যাবর্তনে সমর্থ এমন একজন ভিক্ষুকে ‘বন্ধো, আপনি যান, সংক্ষেপে অথবা বিস্তৃতভাবে প্রাতিমোক্ষ কণ্ঠস্থ করিয়া আসুন’ এই বলিয়া চতুর্দিকের কোনো এক আবাসে প্রেরণ করিতে হইবে। তাহা করিতে পারিলে ভালো, যদি পারা না যায় তাহা হইলে একজন ভিক্ষুকে ‘বন্ধো, আপনি যান, সংক্ষেপে অথবা বিস্তৃতভাবে প্রাতিমোক্ষ কণ্ঠস্থ করিয়া আসুন’ এই বলিয়া সপ্তাহের জন্য অন্যত্র প্রেরণ করিতে হইবে। তাহা করিতে পারিলে ভালো, যদি পারা না যায় তাহা হইলে সেই ভিক্ষুগণ সেই আবাসে বর্ষাবাস করিতে পারিবে না, যদি বর্ষাবাস করে তাহা হইলে তাহাদের ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।

৩. উপোসথ কিংবা সংঘকর্মে অনুপস্থিত ভিক্ষুর কর্তব্য

১. ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, “হে ভিক্ষুগণ, সমবেত হও, সংঘ উপোসথ করিবে।” ভগবান এইরূপ বলিলে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে কহিলেন, “প্রভো, একজন ভিক্ষু পীড়িত হইয়াছেন, তিনি আসিতে পারেন নাই।” (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : রুগ্‌ণ ভিক্ষুকে পরিশুদ্ধি প্রদান করিতে হইবে।”

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে পরিশুদ্ধি দিতে হইবে; সেই রুগ্‌ণ ভিক্ষুকে একজন ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া, দেহের একাংশ উত্তরাসঙ্গ (উত্তরীয়) দ্বারা আবৃত করিয়া, পদাগ্রে ভর দিয়া, বসিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ বলিতে হইবে : ‘আমার পরিশুদ্ধি দিতেছি (জ্ঞাপন করিতেছি), আমার পরিশুদ্ধি লইয়া গমন করুন এবং আমার পরিশুদ্ধি [সংঘকে] জ্ঞাপন করুন।’ এইভাবে ইশারায় জ্ঞাপন করিলে, বাক্যে জ্ঞাপন করিলে কিংবা ইশারা ও বাক্যে জ্ঞাপন করিলে পরিশুদ্ধি প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইশারায় জ্ঞাপন না করিলে, বাক্যে জ্ঞাপন না করিলে কিংবা ইশারা ও বাক্যে জ্ঞাপন না করিলে পরিশুদ্ধি প্রদত্ত হয় না। যদি এরূপ পারা যায় তাহা হইলে ভালো, যদি পারা না যায় তাহা হইলে সেই রুগ্‌ণ ভিক্ষুকে মঞ্চে অথবা চৌকিতে করিয়া সংঘসভায় আনিয়া উপোসথ করিতে হইবে।

হে ভিক্ষুগণ, যদি রোগীপরিচারক ভিক্ষুগণের মনে এইরূপ চিন্তা উদিত হয় : ‘আমরা এই ভিক্ষুকে স্থানচ্যুত করিলে তাহার রোগ বৃদ্ধি পাইতে কিংবা

মৃত্যু হইতে পারে’, তাহা হইলে রোগীকে স্থানচ্যুত করিবে না, সংঘকে সেই স্থানে (রোগীর বাসস্থানে) যাইয়া উপোসথ করিতে হইবে; কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সংঘের একাংশ পৃথকভাবে (বগ্গেন) উপোসথ করিতে পারিবে না, যদি করে ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ, পরিশুদ্ধি বাহক (হারক) যদি পরিশুদ্ধি প্রদানের পর সেই স্থান হইতে অন্যত্র প্রস্থান করে তাহা হইলে অন্যকে (পুনরায়) পরিশুদ্ধি দিতে হইবে।

হে ভিক্ষুগণ, যদি পরিশুদ্ধি বাহক পরিশুদ্ধি প্রদানের পর সেই স্থানেই ভিক্ষুত্ব পরিত্যাগ করে, কালগত হয়, শ্রামণের হইয়া যায়, ভিক্ষু-শিক্ষা প্রত্যাখ্যাতক হইয়া যায়, অন্তিম বস্তু (পারাজিক অপরাধ) প্রাপ্ত হয়, উন্মাদ হইয়া যায়, বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইয়া যায়, বেদনার্ত হইয়া যায়, অপরাধ স্বীকার না করায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া যায়, অপরাধের প্রতিকার না করায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া যায়, মিথ্যাধারণা পরিত্যাগ না করায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া যায়, পণ্ডক (ক্লীব) হইয়া যায়, স্তেয়সংবাসক হইয়া যায়, তীর্থিকপ্রস্থানক হইয়া যায়, মানবেতরজীব হইয়া যায়, মাতৃহন্তা হইয়া যায়, পিতৃহন্তা হইয়া যায়, অর্হৎহন্তা হইয়া যায়, ভিক্ষুণীদূষক হইয়া যায়, সংঘভেদক হইয়া যায়, রক্তোৎপাদক হইয়া যায়, উভয় লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে পুনরায় অন্যকে পরিশুদ্ধি প্রদান করিতে হইবে।

হে ভিক্ষুগণ, পরিশুদ্ধি বাহক যদি পরিশুদ্ধি প্রদানের পর রাস্তার মধ্যে প্রস্থান করে তাহা হইলেও পরিশুদ্ধি অনাহৃত হইয়া থাকে।

হে ভিক্ষুগণ, পরিশুদ্ধি বাহক যদি পরিশুদ্ধি প্রদানের পর সংঘ সান্নিধ্য লাভ করিয়া প্রস্থান করে তাহা হইলেও পরিশুদ্ধি আহৃত হইয়া থাকে।

হে ভিক্ষুগণ, পরিশুদ্ধি বাহক যদি পরিশুদ্ধি প্রদানের পর সংঘ সান্নিধ্য লাভ করিয়া ভিক্ষুত্ব পরিত্যাগ করে... উভয়লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলেও পরিশুদ্ধি আহৃত হইয়া থাকে।

হে ভিক্ষুগণ, পরিশুদ্ধি বাহক যদি পরিশুদ্ধি প্রদানের পর সংঘ সান্নিধ্য লাভ করিয়া নিদ্রাবশত না জানায়, অপরাধী হইয়া না জানায় তাহা হইলেও পরিশুদ্ধি আহৃত হইয়া থাকে। তজ্জন্য পরিশুদ্ধি বাহকের অপরাধ হয় না।

হে ভিক্ষুগণ, পরিশুদ্ধি বাহক যদি পরিশুদ্ধি প্রদানের পর সংঘ সান্নিধ্য লাভ করিয়া ইচ্ছাপূর্বক না জানায় তাহা হইলেও পরিশুদ্ধি আহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু পরিশুদ্ধি বাহকের ‘দুক্কট’ অপরাধ হয়।

২. ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, “হে ভিক্ষুগণ, সমবেত হও,

সংঘকর্ম (বিবাদ নিষ্পত্তি ইত্যাদি) করিবে।" ভগবান এইরূপ বলিলে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, জনৈক ভিক্ষু পীড়িত হইয়াছেন, তিনি আসিতে পারেন নাই।" ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পীড়িত ভিক্ষুকে ছন্দ (স্বীয় অভিমত) জ্ঞাপন করিতে হইবে।"

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে ছন্দ দিতে হইবে : সেই পীড়িত ভিক্ষুকে জনৈক ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া, দেহের একাংশ উত্তরাসঙ্গ দ্বারা আবৃত করিয়া, পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ বলিতে হইবে : "আমি ছন্দ দিতেছি, আমার ছন্দ লইয়া গমন করুন, আমার ছন্দ (সংঘকে) জ্ঞাপন করুন।" এইরূপ ইশারায় জ্ঞাপন করে, বাক্যে জ্ঞাপন করে, ইশারা ও বাক্যে জ্ঞাপন করে, ছন্দ প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইশারায় জ্ঞাপন না করিলে, বাক্যে জ্ঞাপন না করিলে, কিংবা ইশারায় ও বাক্যে জ্ঞাপন না করিলে ছন্দ প্রদত্ত হয় না এরূপে যদি পারা যায় তবে ভালো, যদি পারা না যায় তাহা হইলে সেই পীড়িত ভিক্ষুকে মঞ্চ অথবা চৌকিতে করিয়া সংঘসভায় আনিয়া কর্ম (বিবাদ নিষ্পত্তি আদি) করিতে হইবে। [অবশিষ্টাংশ পরিশুদ্ধি প্রদান সদৃশ।]

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : উপোসথ দিবসে পরিশুদ্ধি দিবার সময় 'সংঘের করণীয় আছে' এই ভাবিয়া ছন্দও (অভিমত) প্রদান করিবে।"

৩. সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষুকে উপোসথ দিবসে তাহার জ্ঞাতিগণ আবদ্ধ করিয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

হে ভিক্ষুগণ, যদি উপোসথ দিবসে কোনো ভিক্ষুকে তাহার জ্ঞাতিগণ আবদ্ধ করে তাহা হইলে সেই জ্ঞাতিদিগকে ভিক্ষুগণের এরূপ বলিতে হইবে : "আয়ুষ্মানগণ, আপনারা এই ভিক্ষুকে মুহূর্তের জন্য মুক্তিদান করুন যাবৎ এই ভিক্ষু উপোসথ করেন।" এইভাবে মুক্ত করিতে পারিলে ভালো, যদি মুক্ত করিতে পারা না যায় তাহা হইলে সেই জ্ঞাতিগণকে ভিক্ষুগণের এইরূপ কহিতে হইবে : "আয়ুষ্মানগণ, আপনারা মুহূর্তের জন্য একান্তে অপসৃত হউন যাবৎ এই ভিক্ষু পরিশুদ্ধি প্রদান করেন।" এরূপ পারিলে ভালো, যদি পারা না যায় তাহা হইলে সেই জ্ঞাতিগণকে ভিক্ষুগণের এইরূপ বলিতে হইবে : "আয়ুষ্মানগণ, আপনারা এই ভিক্ষুকে মুহূর্তের জন্য সীমার বাহিরে লইয়া গমন করুন যাবৎ সংঘ উপোসথ করেন।" এরূপে পারা গেলে ভালো, যদি পারা না যায় তাহা হইলে কোনো প্রকারেই সংঘের একাংশ উপোসথ করিতে পারিবে না, যদি করে তাহা হইলে 'দুক্কট' অপরাধ

হইবে।"

৪. হে ভিক্ষুগণ, যদি উপোসথ দিবসে কোনো ভিক্ষুকে রাজা, ৫. চোর, ৬. ধূর্ত, ৭. ভিক্ষুশত্রু আবদ্ধ করে তাহা হইলে তাহাদিগকে ভিক্ষুগণের এরূপ বলিতে হইবে। [অবশিষ্টাংশ জ্ঞাতির দ্বারা আবদ্ধ হওয়া সদৃশ।]

৪. উন্মাদের জন্য সংঘের অনুমোদন

ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, সমবেত হও, সংঘের করণীয় আছে।" ভগবান এরূপ বলিলে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, গর্গ নামে জনৈক উন্মাদ ভিক্ষু আছে, সে আসে নাই।" (ভগবান কহিলেন :)

হে ভিক্ষুগণ, উন্মাদ দ্বিবিধ; যথা : (১) এমন উন্মাদ ভিক্ষু আছে যে সময়ে উপোসথ স্মরণ করে, সময়ে স্মরণ করে না, সংঘকর্ম সময়ে স্মরণ করে, সময়ে স্মরণ করে না; এমনও আছে মোটেই স্মরণ করে না; (২) এমন উন্মাদ ভিক্ষু আছে যে সময়ে উপোসথে আসে, সময়ে উপোসথে আসে না, সময়ে সংঘকর্মে আসে, সময়ে সংঘকর্মে আসে না; এমনও আছে মোটেই আসে না।

হে ভিক্ষুগণ, তন্মধ্যে যেই উন্মাদ ভিক্ষু উপোসথ সময়ে স্মরণ করে, সময়ে স্মরণ করে না, সংঘকর্ম সময়ে স্মরণ করে, সময়ে স্মরণ করে না, সময়ে উপোসথে আসে, সময়ে আসে না, সংঘকর্মে সময়ে আসে, সময়ে আসে না, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : এরূপ উন্মাদ ভিক্ষুকে উন্মাদ সম্মতি (উন্মাদ বলিয়া অনুমোদন) প্রদান করিবে।

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে অনুমোদন করিবে। দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :

জ্ঞপ্তি : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। গর্গ নামক ভিক্ষু উন্মাদ হইয়াছে, সে সময়ে উপোসথ স্মরণ করে, সময়ে স্মরণ করে না; সংঘকর্ম সময়ে স্মরণ করে, সময়ে স্মরণ করে না; উপোসথে সময়ে আসে, সময়ে আসে না; সংঘকর্মে সময়ে আসে, সময়ে আসে না। যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হইলে সংঘ উন্মাদ গর্গ ভিক্ষুকে উন্মাদ বলিয়া সম্মতি দান (অনুমোদন) করিতে পারেন। গর্গ ভিক্ষু উপোসথ স্মরণ করুক বা না করুক, সংঘকর্ম করুক বা না করুক, উপোসথে আসুক বা না আসুক, সংঘকর্মে আসুক বা না আসুক, সংঘ গর্গ ভিক্ষুর সঙ্গে অথবা তাহাকে বাদ দিয়া উপোসথ করিতে পারেন, সংঘকর্ম করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। গর্গ নামক ভিক্ষু উন্মাদ হইয়াছে, সে সময়ে উপোসথ স্মরণ করে, আবার সময়ে স্মরণ করে না; সংঘকর্ম সময়ে স্মরণ করে, আবার সময়ে স্মরণ করে না; উপোসথে সময়ে উপস্থিত হয়, আবার সময়ে উপস্থিত হয় না; সংঘকর্মে সময়ে উপস্থিত হয়, আবার সময়ে উপস্থিত হয় না। সংঘ উন্মাদ গর্গ ভিক্ষুকে উন্মাদ সম্মতি দান (উন্মাদ বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন) করিতেছেন। গর্গ ভিক্ষু সময়ে উপোসথ স্মরণ করুক বা না করুক, সংঘকর্ম সময়ে স্মরণ করুক বা না করুক, উপোসথে সময়ে আসুক বা না আসুক, সংঘকর্মে সময়ে আসুক বা না আসুক, সংঘ গর্গ ভিক্ষুর সঙ্গে অথবা গর্গ ভিক্ষুকে বাদ দিয়া উপোসথ করিবেন, সংঘকর্ম করিবেন। যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন উন্মাদ গর্গ ভিক্ষুকে উন্মাদ সম্মতি দান, [গর্গ ভিক্ষু উপোসথ স্মরণ করুক বা না করুক, সংঘকর্ম স্মরণ করুক বা না করুক, উপোসথে আসুক বা না আসুক, সংঘকর্মে আসুক বা না আসুক সংঘ গর্গের সঙ্গে বা গর্গকে ব্যতীত উপোসথ করিবেন, সংঘ কর্ম করিবেন,] তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তাহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা : সংঘ উন্মাদ গর্গ ভিক্ষুকে উন্মাদ সম্মতি দান করিলেন। গর্গ ভিক্ষু উপোসথ সময়ে স্মরণ করুক বা না করুক, সংঘকর্ম সময়ে স্মরণ করুক বা না করুক, উপোসথে সময়ে আসুক বা না আসুক, সংঘকর্মে সময়ে আসুক বা না আসুক, সংঘ গর্গের সঙ্গে বা গর্গকে বা দিয়া উপোসথ করিবেন, সংঘকর্ম করিবেন। সংঘ [এই প্রস্তাব] উচিত মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন, আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

৫. সূত্রোদ্দেশোপোসথ

সেই সময়ে একটি আবাসে উপোসথ দিবসে চারিজন ভিক্ষু অবস্থান করিতেছিলেন। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন, 'উপোসথ করিতে হইবে।' অথচ আমরা চারিজন মাত্র, আমাদিগকে কীরূপ উপোসথ করিতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : চারিজনকে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে হইবে।"

৬. পরিশুদ্ধি-উপোসথ

১. সেই সময়ে এক আবাসে উপোসথ-দিবসে তিনজন ভিক্ষু অবস্থান করিতেছিলেন। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "ভগবান 'চারিজনকে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে অনুজ্ঞা' দিয়াছেন অথচ আমরা তিনজন মাত্র, অতএব আমাদিগকে কিরূপ উপোসথ করিতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : তিনজনকে পরস্পর পরিশুদ্ধি-উপোসথ করিতে হইবে।"

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে পরিশুদ্ধি-উপোসথ করিবে : দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু উপস্থিত ভিক্ষুদিগকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :

জ্ঞপ্তি : আয়ুষ্মানগণ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অদ্য পঞ্চদশী[১] উপোসথ, যদি আয়ুষ্মানগণ উচিত মনে করেন তাহা হইলে আমরা পরস্পর পরিশুদ্ধি-উপোসথ করিব।

স্থবির ভিক্ষু উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করিয়া, পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই ভিক্ষুদিগকে এরূপ বলিবে : "বন্ধুগণ, আমি পরিশুদ্ধ আছি, আপনারা আমাকে পরিশুদ্ধ বলিয়া ধারণা করুন।" [এইরূপ তিনবার বলিবে।] (অনন্তর) কনিষ্ঠ ভিক্ষু উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করিয়া, পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই ভিক্ষুদিগকে এইরূপ বলিবে : "আয়ুষ্মানগণ, আমি পরিশুদ্ধ আছি, আপনারা আমাকে পরিশুদ্ধ বলিয়া ধারণা করুন।" [এইরূপ তিনবার বলিবে।]

২. সেই সময়ে এক আবাসে উপোসথ-দিবসে দুইজন ভিক্ষু অবস্থান করিতেছিলেন। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "ভগবান 'চারিজন ভিক্ষুকে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে এবং তিনজন ভিক্ষুকে পরস্পর পরিশুদ্ধি-উপোসথ করিতে অনুজ্ঞা' দিয়াছেন অথচ আমরা দুইজন মাত্র, অতএব আমাদিগকে কীরূপ উপোসথ করিতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দুইজনে পরিশুদ্ধি[২]-উপোসথ করিবে।"

---

[১]। যদি চতুর্দশী হয় তাহা হইলে 'চতুর্দশী উপোসথ' এই কথা বলিতে হইবে।

[২]। তিনজনে পরিশুদ্ধি-উপোসথ করিলে জ্ঞপ্তি স্থাপন করিতে হয়, কিন্তু দুইজনে জ্ঞপ্তি স্থাপন করিতে হয় না।

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে করিতে হইবে : স্থবির ভিক্ষু উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করিয়া, পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া কনিষ্ঠ ভিক্ষুকে এরূপ বলিবে : 'বন্ধো, আমি পরিশুদ্ধ আছি, আমাকে পরিশুদ্ধ বলিয়া ধারণা করুন।' দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এরূপ বলিবে।] (অনন্তর) কনিষ্ঠ ভিক্ষু উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করিয়া, পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া স্থবির ভিক্ষুকে এরূপ বলিবে : "প্রভো, আমি পরিশুদ্ধ আছি, আমাকে পরিশুদ্ধ বলিয়া ধারণা করুন।' [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এরূপ বলিবে।]

৭. অধিষ্ঠানোপোসথ

সেই সময়ে এক আবাসে উপোসথ-দিবসে একজন মাত্র ভিক্ষু অবস্থান করিতেছিলেন। সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "ভগবান অনুজ্ঞা দিয়াছেন, "চারিজন ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবে, তিনজন ভিক্ষু পরস্পর পরিশুদ্ধি-উপোসথ করিবে এবং দুইজন ভিক্ষুও পরিশুদ্ধি-উপোসথ করিবে', অথচ আমি একজন মাত্র, অতএব আমাকে কীরূপ উপোসথ করিতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

হে ভিক্ষুগণ, যদি এক আবাসে উপোসথ-দিবসে একজন মাত্র ভিক্ষু অবস্থান করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুকে যেই উপস্থানশালা, মণ্ডপ অথবা তরুমূলে ভিক্ষুগণ (বিশ্রামের জন্য) আগমন করে সেই স্থান ঝাঁট দিয়া, পানীয় ও পরিভোগ্য জল স্থাপন করিয়া, আসন প্রস্তুত করিয়া এবং প্রদীপ জ্বালিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। যদি সেস্থানে অন্য কোনো ভিক্ষু আগমন করে তাহা হইলে তাহাদের সহিত উপোসথ করিতে হইবে, যদি কোনো ভিক্ষু না আসে তাহা হইলে তাহাকে "অদ্য আমার উপোসথ" এই বলিয়া অধিষ্ঠান (দৃঢ় সংকল্প) করিতে হইবে। যদি অধিষ্ঠান না করে তাহা হইলে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ, যেখানে চারিজন ভিক্ষু অবস্থান করে তন্মধ্যে একজনের পরিশুদ্ধি আহরণ করিয়া তিনজনে প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যদি আবৃত্তি করে তাহা হইলে তাহাদের 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ, যেখানে তিনজন ভিক্ষু অবস্থান করে তন্মধ্যে একজনের পরিশুদ্ধি আহরণ করিয়া দুইজনে পরিশুদ্ধি উপোসথ করিতে পারিবে না, যদি করে তাহা হইলে তাহাদের 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ, যেখানে দুইজন ভিক্ষু অবস্থান করে তন্মধ্যে একজনের

পরিশুদ্ধি আহরণ করিয়া অন্যজনে অধিষ্ঠানোপোসথ করিতে পারিবে না, যদি করে তাহা হইলে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

৮. উপোসথ-দিবসে অপরাধের প্রতিকার

সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু উপোসথ-দিবসে অপরাধ (আপত্তি) প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "ভগবান অনুজ্ঞা দিয়াছেন, 'অপরাধী উপোসথ করিতে পারিবে না', অথচ আমি অপরাধী হইয়াছি, এখন আমায় কী করিতে হইবে?" ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

১. হে ভিক্ষুগণ, যদি উপোসথ-দিবসে কোনো ভিক্ষু অপরাধী হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই ভিক্ষুকে জনৈক ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া, উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করিয়া, পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ বলিতে হইবে : "বন্ধো, আমি অমুক অপরাধে অপরাধী হইয়াছি, তাহা আপনার নিকট প্রতিদেশনা (স্বীকার) করিতেছি।" দ্বিতীয় ভিক্ষুকে বলিতে হইবেঃ আপনি কৃত অপরাধ দেখিতেছেন (স্বীকার করিতেছেন) কি?" "হ্যাঁ আমি দেখিতেছি।" "তাহা হইলে আপনি এ বিষয়ে ভবিষ্যতে সাবধান হইবেন।"

২. হে ভিক্ষুগণ, যদি উপোসথ-দিবসে কোনো ভিক্ষু স্বীয় অপরাধ সম্বন্ধে সন্দিহান হয় তাহা হইলে সেই ভিক্ষুকে জনৈক ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া, উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করিয়া, পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ বলিতে হইবে : "বন্ধো, অমুক অপরাধ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। যখন এবিষয়ে সন্দেহমুক্ত হইব তখন সেই অপরাধের প্রতিকার করিব।" এই বলিয়া উপোসথ করিতে হইবে, প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি শ্রবণ করিতে হইবে। কিন্তু তজ্জন্য উপোসথ বন্ধ রাখিতে পারিবে না।

৯. অপরাধের প্রতিবিধান

১. (ক) সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু সমঅপরাধ সমঅপরাধীর নিকট দেশনা (স্বীকার) করিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, সমঅপরাধ সমঅপরাধীর নিকট দেশনা (স্বীকার) করিতে পারিবে না, যে দেশনা করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

(খ) সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু সমঅপরাধ প্রতিগ্রহণ করিতেছিল।

ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, সমঅপরাধ প্রতিগ্রহণ করিতে পারিবে না, যে প্রতিগ্রহণ করিবে তাহার ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।”

২. (ক) সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষুর প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তির সময় অপরাধ স্মরণ হইল। অনন্তর সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন : ‘অপরাধী উপোসথ করিতে পারিবে না’, অথচ আমি অপরাধী হইয়াছি, অতএব আমায় কী করিতে হইবে?” ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষুর প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তির সময় অপরাধ স্মরণ হয় তাহা হইলে সেই ভিক্ষু পার্শ্বে উপবিষ্ট ভিক্ষুকে এরূপ বলিবে : “বন্ধো, আমি অমুক অপরাধে অপরাধী হইয়াছি, আমি এই স্থান হইতে উঠিয়া সেই অপরাধের প্রতিকার করিব” এই বলিয়া উপোসথ করিতে হইবে, প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি শ্রবণ করিতে হইবে; কিন্তু তজ্জন্য উপোসথ বন্ধ রাখিতে পারিবে না।

(খ) হে ভিক্ষুগণ, যদি প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তির সময় কোনো ভিক্ষুর অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয় তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর পার্শ্বে উপবিষ্ট ভিক্ষুকে এরূপ বলিতে হইবে : “বন্ধো, অমুক অপরাধ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে, যখন সন্দেহমুক্ত হইব তখন সেই অপরাধের প্রতিকার করিব।” এই বলিয়া উপোসথ করিতে হইবে, প্রাতিমোক্ষ-শ্রবণ করিতে হইবে। কিন্তু তজ্জন্য উপোসথ বন্ধ রাখিতে পারিবে না।

৩. (ক) সেই সময়ে এক আবাসে উপোসথ-দিবসে উপস্থিত সমস্ত সংঘ সমঅপরাধে অপরাধী হইয়াছিলেন। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন ‘সমঅপরাধ সমঅপরাধীর নিকট দেশনা (স্বীকার) করিতে পারিবে না এবং সমঅপরাধ সমঅপরাধী প্রতিগ্রহণ করিতে পারিবে না।’ কিন্তু এই স্থানে উপস্থিত সমস্ত সংঘ সমঅপরাধে অপরাধী হইয়াছেন, অতএব এখন আমাদিগকে কী করিতে হইবে?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো আবাসে উপোসথ-দিবসে সমস্ত সংঘ সমঅপরাধে অপরাধী হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে ‘বন্ধো, আপনি যান, নিজে সেই অপরাধের প্রতিকার করিয়া আসুন, পরে আমরা আপনার নিকট আমাদের অপরাধের প্রতিকার করিব’ এই বলিয়া সদ্য প্রত্যাবর্তনে সমর্থ এমন একজন ভিক্ষুকে চতুর্দিকের কোনো এক আবাসে প্রেরণ করিতে

হইবে। তাহা করিতে পারিলে ভালো, যদি পারা না যায় তাহা হইলে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এভাবে প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে : 'মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই স্থানে উপস্থিত সমস্ত সংঘ সমঅপরাধে অপরাধী হইয়াছেন, যখন অন্য পরিশুদ্ধ নিরপরাধ ভিক্ষুর দেখা পাওয়া যাইবে তখন তাহার নিকট সেই অপরাধের প্রতিকার করিবেন।' এই বলিয়া উপোসথ করিতে হইবে এবং প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে হইবে। কিন্তু তজ্জন্য উপোসথ বন্ধ রাখিতে পারিবে না।

(খ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো আবাসে উপোসথ-দিবসে উপস্থিত সমগ্র সংঘ সমঅপরাধ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয় তাহা হইলে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে : 'মাননীয় সংঘ আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এখানে উপস্থিত সমস্ত সংঘ সমঅপরাধ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়াছেন, যখন তাহারা সন্দেহমুক্ত হইবেন তখন সেই অপরাধের প্রতিকার করিবেন।' এই বলিয়া উপোসথ করিবে এবং প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবে, কিন্তু তজ্জন্য উপোসথ বন্ধ রাখিতে পারিবে না।

(খ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো আবাসে বর্ষাবাসে নিরত ভিক্ষুসংঘ সমঅপরাধে অপরাধী হয় তাহা হইলে সেই ভিক্ষুদিগকে 'বন্ধো, আপনি যান, নিজে সেই অপরাধের প্রতিকার করিয়া আসুন, পরে আমরা আপনার নিকট আমাদের অপরাধের প্রতিকার করিব' এই বলিয়া সদ্য প্রত্যাবর্তনে সমর্থ এমন একজন ভিক্ষুকে চতুর্দিকে অবস্থিত যে কোনো আবাসে প্রেরণ করিতে হইবে। ইহা করিতে পারিলে ভালো, যদি পারা না যায় তাহা হইলে জনৈক ভিক্ষুকে 'বন্ধো, আপনি যান, নিজে সেই অপরাধের প্রতিকার করিয়া আসুন, আমরা আপনার নিকট আমাদের অপরাধের প্রতিকার করিব' এই বলিয়া চারিদিকের আবাসে সপ্তাহের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

৪. সেই সময়ে এক আবাসে সমস্ত ভিক্ষুসংঘ সমঅপরাধে অপরাধী হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই সংঘ সেই অপরাধের নাম-গোত্র (কোন বিষয়ে অপরাধী) জানিতেন না। তথায় একজন বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতৃকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জাশীল, সংকোচশীল এবং শিক্ষু ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জনৈক বিহারবাসী ভিক্ষু তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া সেই ভিক্ষুকে কহিলেন, 'বন্ধো, যেই ভিক্ষু এই এই কার্য করেন তাহার কোন অপরাধ হয়?" তিনি কহিলেন, "বন্ধো, যিনি এই এই কার্য করেন তিনি অমুক অপরাধে অপরাধী হন। বন্ধো, আপনি অমুক অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন, অতএব সেই অপরাধের

প্রতিকার করুন।” সেই আবাসবাসী ভিক্ষু কহিলেন, “বন্ধো, আমি একাকীই এই অপরাধে অপরাধী নহি, এই আবাসের সমস্ত সংঘই এই অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন।” তিনি (আগন্তুক ভিক্ষু) কহিলেন, “বন্ধো, অন্য ব্যক্তি অপরাধী হউন বা না হউন তাহাতে আপনার কী আসে যায়? আসুন, আপনি স্বীয় অপরাধ হইতে মুক্ত হউন।”

অতঃপর সেই আবাসবাসী ভিক্ষু সেই আগন্তুক ভিক্ষুর বাক্যে সেই অপরাধের প্রতিকার করিয়া তাহাদের (আবাসবাসী অন্যান্য ভিক্ষুগণের) নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া সেই ভিক্ষুদিগকে কহিলেন, “বন্ধো, যেই ব্যক্তি এই এই কার্য করেন তিনি অমুক অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকেন। আপনারা অমুক অপরাধে অপরাধী, অতএব সেই অপরাধের প্রতিকার করুন।”

সেই (আবাসবাসী) ভিক্ষুগণ ইচ্ছা করিলেন না সেই ভিক্ষুর বাক্যে সেই অপরাধের প্রতিকার করিতে। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো আবাসে সমগ্র সংঘ সমঅপরাধে অপরাধী হইয়া থাকে। সেই সংঘ জানে না সেই অপরাধের নাম, জানে না গোত্র। তথায় অন্য বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতৃকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জাশীল, সংকোচশীল এবং শিক্ষাকামী ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার নিকট জনৈক আবাসবাসী ভিক্ষু উপস্থিত হয়, উপস্থিত হইয়া সেই আগন্তুক ভিক্ষুকে কহে। [পূর্ববৎ]

“হে ভিক্ষুগণ, যদি সেই আবাসবাসী ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুর বাক্যে সেই অপরাধের প্রতিকার করে তাহা হইলে ভালো, যদি প্রতিকার না করে তাহা হইলে সেই অনিচ্ছুক ভিক্ষুদিগকে সেই আবাসবাসী ভিক্ষুর কিছু বলা উচিত নহে।”

॥ চোদনাবাস্তু ভণিতা সমাপ্ত ॥

কোনো ভিক্ষুর অনুপস্থিতিতে কৃত নীতিবিরুদ্ধ উপোসথ

১. আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুর অনুপস্থিতিতে কৃত আবাসস্থের উপোসথ

ক. (১) আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুর অনুপস্থিতি না জানিয়া কৃত নির্দোষ উপোসথ

সেই সময়ে এক আবাসে উপোসথ-দিবসে অনেক ভিক্ষু, চারিজন বা তদধিক ভিক্ষু সমবেত হইয়াছিলেন। তাহারা জানিতেন না আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ উপস্থিত হন নাই। তাহারা ধর্ম ও বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সংঘের একাংশ হইয়াও (আপনাদিগকে) সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোসথ করিতেছিলেন এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতেছিলেন। তাহারা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময়ে আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সংখ্যায় তাহারা গরিষ্ঠ। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

১. (১) হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে উপোসথ-দিবসে আবাসবাসী বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা তদধিক। তাহারা জানে না যে আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্ম ও বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সংঘের একাংশ হইয়াও, আপনাদিগকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোসথ করিতে থাকে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে থাকে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় পূর্বাগামীদের অপেক্ষা অধিক। হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুদিগকে (পূর্বাগামীদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। ইহাতে আবৃত্তিকারীদের অপরাধ হইবে না।

(২) হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে উপোসথ-দিবসে আবাসবাসী বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা তদধিক। তাহারা জানে না যে আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্ম ও বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সংঘের একাংশ হইয়াও আপনাদিগকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোসথ করিতে থাকে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে থাকে। তাহারা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় পূর্বাগামীদের সমান। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ হইয়াছে, অবশিষ্টাংশ পশ্চাদাগতদিগকে শ্রবণ করিতে হইবে। ইহাতে আবৃত্তিকারীদের (পূর্বাগামীদের) অপরাধ হইবে না।

(৩) হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে উপোসথ-দিবসে আবাসবাসী বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্ম ও বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সংঘের একাংশ হইয়াও, আপনাদিগকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোসথ করিতে থাকে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে থাকে। তাহারা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় পূর্বাগামীদের অপেক্ষা অল্পতর। প্রাতিমোক্ষ যাহা আবৃত্তি হইয়াছে তাহা যথার্থ, অবশিষ্টাংশ পশ্চাদাগতদিগকে শ্রবণ করিতে হইবে। ইহাতে আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

২. (৪) হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে উপোসথ-দিবসে আবাসবাসী বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সংঘের একাংশ হইয়াও আপনাদিগকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় পূর্বাগতদের অপেক্ষা অধিক। হে ভিক্ষুগণ, পুনরায় তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। ইহাতে আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

(৫) হে ভিক্ষুগণ, একটি আবাসে উপোসথ-দিবসে আবাসস্থ বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া আপনারা সংঘের একাংশ হইয়াও আপনাদিগকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় পূর্বাগতদের সমান। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ হইয়াছে। তাহাদের নিকট (পশ্চাদাগতদিগকে) পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। ইহাতে আবৃত্তিকারীদিগের অপরাধ হইবে না।

(৬) হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে উপোসথ-দিবসে আবাসস্থ বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া আপনারা সংঘের একাংশ হইয়াও আপনাদিগকে

সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ হইয়াছে। তাহাদের নিকট (পশ্চাদাগতদিগকে) পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। ইহাতে আবৃত্তিকারীদিগের অপরাধ হইবে না।

৩. (৭) হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে উপোসথ-দিবসে আবাসস্থ বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া আপনারা সংঘের একাংশ হইয়াও আপনাদিগকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময়ে আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। হে ভিক্ষুগণ, তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। ইহাতে আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

(৮) হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে উপোসথ-দিবসে আবাসস্থ বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া আপনারা সংঘের একাংশ হইয়াও আপনাদিগকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

(৯) হে ভিক্ষুগণ, একটি আবাসে উপোসথ-দিবসে আবাসস্থ বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসে আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সংঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদিগের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়,

তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

৪. (১০) হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে উপোসথ-দিবসে আবাসস্থ বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসে আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সংঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোসথ এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদের কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসবাসী অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। পূর্বাগতদিগকে পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

(১১) হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে উপোসথ-দিবসে বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসে আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা আসে নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সংঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোসথ এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদের কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসবাসী অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

(১২) হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে উপোসথ-দিবসে বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসে আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা আসে নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সংঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদের কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। পশ্চাদাগতদিগকে তাহাদের নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

৫. (১৩) হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে উপোসথ-দিবসে বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসে অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা আসে নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সংঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোসথ এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং সমস্ত পারিষদ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

(১৪) হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে উপোসথ-দিবসে বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসস্থ আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা আসে নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সংঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোসথ এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদের সকলে আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

(১৫) হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে উপোসথ-দিবসে বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসস্থ আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা আসে নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সংঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোসথ এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদের সকলে আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। পশ্চাদাগতদিগকে তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। ইহাতে আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

॥ নিরপরাধ পঞ্চদশ সমাপ্ত ॥

(২) আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুর অনুপস্থিতি জানিয়া কৃত সদোষ উপোসথ

৬. (১) হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে উপোসথ-দিবসে আবাসস্থ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে যে আবাসস্থ অন্য ভিক্ষু আরও আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সংঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোসথ এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহারা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে উপোসথ-দিবসে আবাসস্থ বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে যে আবাসস্থ আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সংঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোসথ এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহারা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। অবশিষ্টাংশ তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) শ্রবণ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে উপোসথ-দিবসে আবাসস্থ বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে যে আবাসস্থ আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সংঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোসথ এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহারা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। অবশিষ্টাংশ তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) শ্রবণ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

৭. (৪) হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে উপোসথ-দিবসে আবাসস্থ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে যে আবাসস্থ আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া আপনারা সংঘের একাংশ হইয়াও

আপনাদিগকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোসথ এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ,... তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ,... তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

৮. (৭) হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে উপোসথ-দিবসে আবাসবাসী বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে যে আবাসস্থ আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সংঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোসথ এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(৮) হে ভিক্ষুগণ,... তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(৯) হে ভিক্ষুগণ,... তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ

আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

৯. (১০) হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে উপোসথ-দিবসে বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে যে আবাসস্থ আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সংঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোসথ এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গের মধ্যেও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(১১) হে ভিক্ষুগণ,... তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গেরও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(১২) হে ভিক্ষুগণ,... তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গেরও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

১০. (১৩) হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে উপোসথ-দিবসে বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে যে আবাসস্থ আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সংঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং সমগ্র পারিষদ আসন হইতে

উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় গরিষ্ঠ। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(১৪) হে ভিক্ষুগণ,... তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(১৫) হে ভিক্ষুগণ,... তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় লঘিষ্ঠ। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

॥ সংঘের একাংশ হইয়া সম্প্রজ্ঞান পঞ্চদশ সমাপ্ত ॥

(৩) আবাসস্থ অন্যের অনুপস্থিতিতে সন্দিগ্ধভাবে কৃত সদোষ উপোসথ

১১. (১) হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে উপোসথ-দিবসে আবাসস্থ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে যে আবাসস্থ আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা 'আমাদের উপোসথ করা বিধিসম্মত হইবে, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এই ভাবিয়া, সন্দিগ্ধ হইয়া উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তির সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় গরিষ্ঠ। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা 'আমাদের উপোসথ করা বিধিসম্মত হইবে, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এই ভাবিয়া, সন্দিগ্ধ হইয়া উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তির সময় আবাসস্থ

অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। অবশিষ্টাংশ তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) শ্রবণ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা 'আমাদের উপোসথ করা বিধিসম্মত হইবে, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এইভাবে সন্দিগ্ধ হইয়া উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তির সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় লঘিষ্ঠ। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। অবশিষ্টাংশ তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) শ্রবণ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

১২. (৪) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা 'আমাদের উপোসথ করা বিধিসম্মত, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এইভাবে সন্দিগ্ধ হইয়া উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় গরিষ্ঠ। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা 'আমাদের উপোসথ করা বিধিসম্মত, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এইভাবে সন্দিগ্ধ হইয়া উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন যথার্থ। তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা 'আমাদের উপোসথ করা বিধিসম্মত, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এইভাবে সন্দিগ্ধ হইয়া উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় লঘিষ্ঠ। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন যথার্থ। তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

১৩. (৭) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা 'আমাদের উপোসথ করা বিধিসম্মত,

না বিধিবহির্ভূত হইবে’ এইভাবে সন্দিগ্ধ হইয়া উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসবাসী অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।

(৮) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা ‘আমাদের উপোসথ করা বিধিসম্মত হইবে, না বিধিবহির্ভূত হইবে’ এইভাবে সন্দিগ্ধ হইয়া উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠি নাই এমন সময় আবাসবাসী অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন যথার্থ। তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।

(৯) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা ‘আমাদের উপোসথ করা বিধিসম্মত, না বিধিবহির্ভূত হইবে’ এইভাবে সন্দিগ্ধ হইয়া উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন যথার্থ। তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।

১৪. (১০) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা ‘আমাদের উপোসথ করা বিধিসম্মত, না বিধিবহির্ভূত হইবে’ এইভাবে সন্দিগ্ধ হইয়া উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গেরও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।

(১১) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা ‘আমাদের উপোসথ করা বিধিসম্মত, না বিধিবহির্ভূত হইবে’ এইভাবে সন্দিগ্ধ হইয়া উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং

পারিষদবর্গেরও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন যথার্থ। তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(১২) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা 'আমাদের উপোসথ করা বিধিসম্মত, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এইভাবে সন্দিগ্ধ হইয়া উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গের মধ্যেও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

১৫. (১৩) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা 'আমাদের উপোসথ করা বিধিসম্মত, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এইভাবে সন্দিগ্ধ হইয়া উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এবং পারিষদবর্গেরও সকলে আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(১৪) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা 'আমাদের উপোসথ করা বিধিসম্মত, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এইভাবে সন্দিগ্ধ হইয়া উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এবং পারিষদবর্গেরও সকলে আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(১৫) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা 'আমাদের উপোসথ করা বিধিসম্মত, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এইভাবে সন্দিগ্ধ হইয়া উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এবং

পারিষদবর্গেরও সকলে আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

॥ সন্দিগ্ধভাব পঞ্চদশ সমাপ্ত ॥

(৪) আবাসস্থ অন্যের অনুপস্থিতিতে সসংকোচে কৃত সদোষ উপোসথ

১৬. (১) হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে উপোসথ-দিবসে আবাসবাসী বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে যে আবাসস্থ অন্য ভিক্ষু আরও আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা 'আমাদের উপোসথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া সসংকোচে উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তির সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা 'আমাদের উপোসথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া, সসংকোচে উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তির সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের আবৃত্তি যথার্থ। অবশিষ্টাংশ তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) শ্রবণ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা 'আমাদের উপোসথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া সসংকোচে উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তির সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। অবশিষ্টাংশ তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) শ্রবণ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

১৭. (৪) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা 'আমাদের উপোসথ করা বোধ হয়

বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না’ এই ভাবিয়া সসংকোচে উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা ‘আমাদের উপোসথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না’ এই ভাবিয়া, সসংকোচে উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদিগের আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তিকারীদিগের (পশ্চাদাগতদিগের) ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা ‘আমাদের উপোসথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না’ এইভাবে সসংকোচে উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।

১৮. (৭) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা ‘আমাদের উপোসথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না’ এই ভাবিয়া সসংকোচে উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।

(৮) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা ‘আমাদের উপোসথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না’ এই ভাবিয়া, সসংকোচে উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের আবৃত্তি

যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধ প্রকাশ করিতে হইবে। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(৯) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা 'আমাদের উপোসথ করা বোধ যয় বিধিসম্মত হইবে (বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া সসংকোচে উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

১৯. (১০) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা 'আমাদের উপোসথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া সসংকোচে উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এবং পারিষদবর্গের মধ্যে কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। আবৃত্তিকারীদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(১১) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা 'আমাদের উপোসথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া সসংকোচে উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এবং পারিষদবর্গের মধ্যেও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদিগের (পূর্বাগতদিগের) প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিশুদ্ধ প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(১২) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা 'আমাদের উপোসথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া সসংকোচে উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এবং পারিষদবর্গের মধ্যেও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদের (পূর্বাগতদিগের)

নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

২০. (১৩) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা 'আমাদের উপোসথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া সসংকোচে উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এবং সমগ্র পারিষদ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(১৪) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা 'আমাদের উপোসথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া সসংকোচে উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এবং সমগ্র পারিষদ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(১৫) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা 'আমাদের উপোসথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া সসংকোচে উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এবং সমগ্র পারিষদ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

॥ সসংকোচে পঞ্চদশ সমাপ্ত ॥

(৫) আবাসস্থ অন্যের অনুপস্থিতিতে ভেদেচ্ছায় কৃত সদোষ উপোসথ

২১. (১) হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে উপোসথ-দিবসে আবাসস্থ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে যে আবাসে আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা আসে নাই।

তাহারা (পূর্বাগতগণ) 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন?' এই বলিয়া বিচ্ছেদ করিবার ইচ্ছায় পৃথকভাবে উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহারা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা পূর্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন?' এই বলিয়া বিচ্ছেদ করিবার ইচ্ছায় পৃথকভাবে উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহারা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। অবশিষ্টাংশ তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) শ্রবণ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা পূর্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কী প্রয়োজন?' এই বলিয়া বিচ্ছেদ করিবার ইচ্ছায় পৃথকভাবে উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহারা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের (পূর্বাগতদের) প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। অবশিষ্টাংশ তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) শ্রবণ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

২২. (৪) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা পূর্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কী প্রয়োজন?' এই বলিয়া বিচ্ছেদ করিবার ইচ্ছায় উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহারা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত করিবার পর আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা পূর্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কী প্রয়োজন?' এই বলিয়া বিচ্ছেদ করিবার ইচ্ছায় উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহারা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত করিবার পর আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে

(পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা পূর্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কী প্রয়োজন?' এই বলিয়া বিচ্ছেদের ইচ্ছায় উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইবার পর আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

২৩. (৭) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা পূর্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কী প্রয়োজন?' এই বলিয়া বিচ্ছেদের ইচ্ছায় উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

(৮) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা পূর্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কী প্রয়োজন?' এই বলিয়া বিচ্ছেদের ইচ্ছায় উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

(৯) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা পূর্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কী প্রয়োজন?' এই বলিয়া বিচ্ছেদের ইচ্ছায় উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে)

তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

২৪. (১০) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা পূর্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কী প্রয়োজন?' এই বলিয়া বিচ্ছেদের ইচ্ছায় উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গেরও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

(১১) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা পূর্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কী প্রয়োজন?' এই বলিয়া বিচ্ছেদের ইচ্ছায় উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গেরও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

(১২) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা পূর্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কী প্রয়োজন?' এই বলিয়া বিচ্ছেদের ইচ্ছায় উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গেরও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

২৫. (১৩) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা পূর্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কী প্রয়োজন?' এই বলিয়া বিচ্ছেদের ইচ্ছায় উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গেরও সকলে আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায়

অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

(১৪) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা পূর্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কী প্রয়োজন?' এই বলিয়া বিচ্ছেদের ইচ্ছায় উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং সমগ্র পারিষদও আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

(১৫) হে ভিক্ষুগণ,... তাহারা পূর্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কী প্রয়োজন?' এই বলিয়া বিচ্ছেদের ইচ্ছায় উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং সমগ্র পারিষদ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

॥ ভেদের ইচ্ছা পঞ্চদশ সমাপ্ত ॥

॥ পঞ্চবিংশতি তিক সমাপ্ত ॥

খ. আবাসস্থ অন্যের অনুপস্থিতি না জানিয়া কৃত উপোসথ

২৬ হইতে ৫০. হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে উপোসথ-দিবসে আবাসস্থ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানিতে পাইল না যে আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ সীমাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সংঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় (পূর্বাগতদিগের অপেক্ষা) অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

[পূর্বোক্ত পঞ্চবিংশতি তিকের ন্যায় এখানেও উপোসথ করিবার সময়,

উপোসথ সমাপনের পর, পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠিবার পূর্বে, পারিষদবর্গের কেহ কেহ আসন হইতে উঠিবার পর এবং পারিষদবর্গের সকলে আসন হইতে উঠিবার পর এই পাঁচটিকে না জানা, জানা, সন্দিগ্ধভাব, সসংকোচ এবং বিচ্ছেদের সহিত মিলাইয়া পড়িলে পঞ্চবিংশতি তিক হইবে।]

৫১ হইতে ৭৫. হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে উপোসথ-দিবসে আবাসস্থ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানিতে পাইল না যে আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ সীমাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সংঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় (পূর্বাগতদিগের অপেক্ষা) অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

[পূর্বোক্ত পঞ্চবিংশতি তিকের ন্যায় এখানেও উপোসথ করিবার সময়, উপোসথ সমাপনের পর, পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠিবার পূর্বে, পারিষদবর্গের কেহ কেহ আসন হইতে উঠিবার পর এবং সমগ্র পারিষদ আসন হইতে উঠিবার পর এই পাঁচটিকে না জানা, জানা, সন্দিগ্ধভাব, সসংকোচ এবং ভেদেচ্ছার সহিত মিলাইয়া পড়িলে পঞ্চবিংশতি তিক হইবে।]

গ. আবাসস্থ অন্যের অনুপস্থিতি না দেখিয়া কৃত উপোসথ

৭৬ হইতে ১০০. হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে উপোসথ-দিবসে আবাসস্থ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানিতে পাইল না যে আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ সীমাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সংঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় (পূর্বাগতের অপেক্ষা) অধিক। হে ভিক্ষুগণ, তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না। [পূর্ববৎ]

১০১ হইতে ১২৫. হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে উপোসথ-দিবসে আবাসস্থ

বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা দেখিতে পাইল না যে আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ সীমাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সংঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় (পূর্বাগতের অপেক্ষা) অধিক। তাহাদিগকে পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতের) অপরাধ হইবে না। [পূর্ববৎ]

ঘ. আবাসস্থ অন্যের অনুপস্থিতি না শুনিয়া কৃত উপোসথ

১২৬ হইতে ১৫০. হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে উপোসথ-দিবসে আবাসস্থ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা শুনিতে পাইল না যে আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ সীমাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সংঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না। [পূর্ববৎ]

১৫১ হইতে ১৭৫. হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে উপোসথ-দিবসে আবাসস্থ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা শুনিতে পাইল না যে আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ সীমাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সংঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না। [পূর্ববৎ]

(২) অভ্যাগতের অনুপস্থিতি না জানিয়া, না দেখিয়া, না শুনিয়া আবাসস্থদিগের কৃত উপোসথ

১৭৬ হইতে ৩৫০. হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে উপোসথ-দিবসে আবাসস্থ

বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানিতে পারিল না যে অভ্যাগত ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সংঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় অভ্যাগত ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (আবাসস্থদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (আবাসস্থদিগের) অপরাধ হইবে না। [পূর্ববৎ]

(৩) আবাসস্থের অনুপস্থিতি না জানিয়া, না দেখিয়া, না শুনিয়া অভ্যাগতদিগের কৃত উপোসথ

৩৫১ হইতে ৫২৫. হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে উপোসথ-দিবসে বহুসংখ্যক অভ্যাগত ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানিতে পারিল না যে আবাসস্থ ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সংঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (অভ্যাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (অভ্যাগতদিগের) অপরাধ হইবে না। [পূর্ববৎ]

(৪) অভ্যাগতের অনুপস্থিতি না জানিয়া, না দেখিয়া, না শুনিয়া অভ্যাগতের কৃত উপোসথ

৫২৬ হইতে ৭০০. হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে উপোসথ-দিবসে বহুসংখ্যক অভ্যাগত ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানিতে পারিল না যে অন্য অভ্যাগত ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সংঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোসথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় অন্য অভ্যাগত ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগত অভ্যাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না। [পূর্ববৎ]

উপোসথের কাল, স্থান এবং ব্যক্তি সম্বন্ধে নিয়ম

(১) দুই তিথিতে উপোসথ

১. হে ভিক্ষুগণ, যদি আবাসবাসী ভিক্ষুগণের চতুর্দশী উপোসথ হয়, আগন্তুক ভিক্ষুদিগের পঞ্চদশী উপোসথ হয় এবং আবাসবাসী ভিক্ষুগণের সংখ্যা অধিক হয় তাহা হইলে আগন্তুকগণকে আবাসবাসীদিগের অনুবর্তী হইতে হইবে। যদি উভয় পক্ষ সমান হয়, তাহা হইলেও আগন্তুকগণকে আবাসবাসীদিগের অনুবর্তী হইতে হইবে। যদি আগন্তুকগণ সংখ্যায় গরিষ্ঠ হয় তাহা হইলে আবাসবাসীদিগকে আগন্তুকগণের অনুবর্তী হইতে হইবে।

২. হে ভিক্ষুগণ, যদি আবাসবাসী ভিক্ষুদিগের পঞ্চদশী উপোসথ হয়, আগন্তুকগণের চতুর্দশী উপোসথ হয় এবং আবাসবাসী ভিক্ষুগণ সংখ্যায় গরিষ্ঠ হয় তাহা হইলে আগন্তুকগণকে আবাসবাসীদিগের অনুবর্তী হইতে হইবে। যদি উভয় পক্ষ সমান হয় তাহা হইলেও আগন্তুকদিগকে আবাসবাসীদিগের অনুবর্তী হইতে হইবে। যদি আগন্তুকগণ সংখ্যায় গরিষ্ঠ হয় তাহা হইলে আবাসবাসীদিগকে আগন্তুকগণের অনুবর্তী হইতে হইবে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, যদি আবাসবাসী ভিক্ষুগণের প্রতিপদ হয়, আগন্তুকদিগের পঞ্চদশী হয় এবং আবাসবাসীগণ সংখ্যায় গরিষ্ঠ হয় তাহা হইলে অনিচ্ছায় আবাসবাসী ভিক্ষুগণের (আপনাদিগকে দিয়া) আগন্তুকগণের সংঘের পূর্ণতা সাধন করা উচিত নহে, আগন্তুকদিগের সীমার বাহিরে যাইয়া উপোসথ করা উচিত। যদি উভয় পক্ষ সমান হয় তাহা হইলে অনিচ্ছায় আবাসবাসী ভিক্ষুগণের (আপনাদিগকে দিয়া) আগন্তুকগণের সংঘের পূর্ণতা সাধন করা উচিত নহে, আগন্তুকদিগের সীমার বাহিরে যাইয়া উপোসথ করা উচিত। যদি আগন্তুকগণ সংখ্যায় গরিষ্ঠ হয় তাহা হইলে আবাসবাসীগণের আগন্তুকদিগের সহিত যোগ দেওয়া উচিত অথবা সীমার বাহিরে যাওয়া উচিত।

৪. হে ভিক্ষুগণ, যদি আবাসবাসী ভিক্ষুগণের পঞ্চদশী হয়, আগন্তুকগণের প্রতিপদ হয় এবং আবাসবাসীগণ সংখ্যায় গরিষ্ঠ হয় তাহা হইলে আগন্তুকদিগের আবাসবাসীদিগের সঙ্গে যোগ দেওয়া উচিত অথবা সীমার বাহিরে যাওয়া উচিত। যদি উভয় পক্ষ সমান হয় তাহা হইলেও আগন্তুকগণের আবাসবাসীগণের সঙ্গে যোগ দেওয়া উচিত অথবা সীমার বাহিরে যাইয়া উপোসথ করা উচিত। যদি আগন্তুকগণ সংখ্যায় গরিষ্ঠ হয় তাহা হইলে অনিচ্ছায় আগন্তুকগণের আবাসবাসীগণের সঙ্গে যোগ দেওয়া

উচিত নহে, আবাসবাসীগণের সীমার বাহিরে যাইয়া উপোসথ করা উচিত।

(২) আবাসিক এবং অভ্যাগতের পৃথক উপোসথ হইতে পারে না

১. হে ভিক্ষুগণ, আগন্তুক ভিক্ষুগণ দেখিতে পায় : আবাসবাসী ভিক্ষুদিগের আবাসের আকার, আবাসের চিহ্ন, আবাসের নিমিত্ত, আবাসের উদ্দেশ, সুশৃঙ্খলভাবে পাতা মঞ্চ, চৌকি, মাদুর, বালিস, উপস্থাপিত পানীয় পরিভোগ্য জল, সুসম্মার্জিত পরিবেণ। তাহা দেখিয়া আগন্তুকগণ সন্দিগ্ধ হয় : 'আবাসবাসী ভিক্ষুগণ উপস্থিত আছে কি নাই।' তাহারা যদি সন্দিগ্ধ হইয়া অনুসন্ধান না করে, অনুসন্ধান না করিয়া উপোসথ করে, তাহা হইলে তাহাদের 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। যদি তাহারা সন্দিগ্ধ হইয়া অনুসন্ধান করে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে না পায়, দেখিতে না পাইয়া উপোসথ করে, তাহা হইলে তাহাদের অপরাধ হইবে না। যদি তাহারা সন্দিগ্ধ হইয়া অনুসন্ধান করে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পায়, দেখিতে পাইয়া একসঙ্গে উপোসথ করে, তাহা হইলে তাহাদের অপরাধ হইবে না। যদি তাহারা সন্দিগ্ধ হইয়া অনুসন্ধান করে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পায়, দেখিতে পাইয়া পৃথকভাবে উপোসথ করে, তাহা হইলে তাহাদের 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। যদি তাহারা সন্দিগ্ধ হইয়া বারংবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পায়, দেখিতে পাইয়া 'ইহারা নাশ হউক, ইহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কী প্রয়োজন?' এই বলিয়া বিচ্ছেদ কামনায় পৃথকভাবে উপোসথ করে, তাহা হইলে তাহাদের 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

২. হে ভিক্ষুগণ, আগন্তুক ভিক্ষুগণ শুনিতে পায় : আবাসবাসী ভিক্ষুগণের আবাসের আকার, আবাসের চিহ্ন, আবাসের নিমিত্ত, আবাসের উদ্দেশ, চঙ্ক্রমনকারীদিগের পদশব্দ, স্বাধ্যায়-শব্দ, কাসির শব্দ এবং হাঁচির শব্দ। তাহা শ্রবণ করিয়া 'আবাসবাসী ভিক্ষুগণ আছে কি নাই' এই সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়। যদি তাহারা সন্দিগ্ধ হইয়া অনুসন্ধান না করে, অনুসন্ধান না করিয়া উপোসথ করে, তাহা হইলে তাহাদের 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। [অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ]

৩. হে ভিক্ষুগণ, আবাসবাসী ভিক্ষুগণ দেখিতে পায় : আগন্তুক ভিক্ষুগণের আগন্তুকাকার, আগন্তুক-চিহ্ন, আগন্তুক-নিমিত্ত, আগন্তুক-উদ্দেশ, অজানা পাত্র, অজানা চীবর, অজানা বসিবার আসন, পদধৌতের চিহ্ন এবং জলের দাগ। তাহা দেখিয়া 'আগন্তুক ভিক্ষুগণ আছে কি নাই' এই সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়, যদি সন্দিগ্ধ হইয়া তাহারা অনুসন্ধান না করে, অনুসন্ধান না করিয়া উপোসথ করে, তাহা হইলে তাহাদের 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। যদি

তাহারা সন্দিগ্ধ হইয়া অনুসন্ধান করে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে না পায়, দেখিতে না পাইয়া উপোসথ করে, তাহা হইলে তাহাদের অপরাধ হইবে না। [অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ]

৪. হে ভিক্ষুগণ, আবাসবাসী ভিক্ষুগণ শুনিতে পায় : আগন্তুক ভিক্ষুদিগের আগন্তুকাকার, আগন্তুক-চিহ্ন, আগন্তুক-নিমিত্ত, আগন্তুক-উদ্দেশ, আগন্তুকদিগের পদশব্দ, জুতার ফট্ ফট্ শব্দ, কাসির শব্দ, হাঁচির শব্দ। তাহা শুনিয়া 'আগন্তুক ভিক্ষু আছে কি নাই' এই সম্বন্ধে সন্দেহে পতিত হয়। যদি তাহারা সন্দিগ্ধ হইয়া অনুসন্ধান না করে, অনুসন্ধান না করিয়া উপোসথ করে, তাহা হইলে তাহাদের 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। [অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ]

৫. হে ভিক্ষুগণ, আগন্তুক ভিক্ষুগণ দেখিতে পায় : আবাসবাসী ভিক্ষুগণ 'নানাসংবাসক'[১]। তাহা দেখিয়া তাহাদিগকে 'সমানসংবাসক'[২] বলিয়া ধারণা করে, 'সমানসংবাসক' ধারণা করিয়া (আবাসবাসীগণের নিকট) জিজ্ঞাসা না করে, যদি জিজ্ঞাসা না করিয়া একসঙ্গে উপোসথ করে তাহা হইলে অপরাধ হইবে না। যদি তাহারা জিজ্ঞাসা করে, জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসন্দেহ না হয়, নিঃসন্দেহ না হইয়া একসঙ্গে উপোসথ করে, তাহা হইলে তাহাদের 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। যদি তাহারা জিজ্ঞাসা করে, জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসন্দেহ না হয়, নিঃসন্দেহ না হইয়া পৃথক উপোসথ করে, তাহা হইলে তাহাদের অপরাধ হইবে না।

৬. হে ভিক্ষুগণ, আগন্তুক ভিক্ষুগণ দেখিতে পায় : আবাসিক ভিক্ষুগণ 'সমানসংবাসক'। তাহা দেখিয়া তাহাদিগকে (আগন্তুকগণ) 'নানাসংবাসক' বলিয়া ধারণা করে, 'নানাসংবাসক' ধারণা করিয়া জিজ্ঞাসা না করে, জিজ্ঞাসা না করিয়া একসঙ্গে উপোসথ করে, তাহাদের 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। তাহারা জিজ্ঞাসা করে, জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসন্দেহ হয়, নিঃসন্দেহ হইয়া পৃথক উপোসথ করে, তাহাদের (আগন্তুকদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। যদি তাহারা জিজ্ঞাসা করে, জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসন্দেহ হয়, নিঃসন্দেহ হইয়া একসঙ্গে উপোসথ করে, তাহা হইলে তাহাদের অপরাধ হইবে না।

৭. হে ভিক্ষুগণ, আবাসবাসী ভিক্ষুগণ দেখিতে পায় : আগন্তুক ভিক্ষুগণ 'নানাসংবাসক'। তাহা দেখিয়া তাহাদিগকে 'সমানসংবাসক' বলিয়া ধারণা

---

[১]। যাহাদের সঙ্গে বিনয়ের কার্য এবং আহারাদি করা চলে না তাহাদিগকে 'নানাসংবাসক' বলে।

[২]। যাহাদের সঙ্গে বিনয়ের কার্য এবং আহারাদি করা চলে তাহাদিগকে 'সমানসংবাসক' বলে।

করে, 'সমানসংবাসক' ধারণা করিয়া জিজ্ঞাসা না করে, জিজ্ঞাসা না করিয়া একসঙ্গে উপোসথ করে, তাহাদের অপরাধ হইবে না। যদি তাহারা জিজ্ঞাসা করে, জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসন্দেহ না হয়, নিঃসন্দেহ না হইয়া একসঙ্গে উপোসথ করে, তাহাদের 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। যদি তাহারা জিজ্ঞাসা করে, জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসন্দেহ না হয়, নিঃসন্দেহ না হইয়া পৃথকভাবে উপোসথ করে, তাহা হইলে তাহাদের অপরাধ হইবে না।

৮. হে ভিক্ষুগণ, আবাসবাসী ভিক্ষুগণ দেখিতে পায় : আগন্তুক ভিক্ষুগণ 'সমানসংবাসক।' তাহা দেখিয়া তাহাদিগকে 'নানাসংবাসক' বলিয়া ধারণা করে, 'নানাসংবাসক' ধারণা করিয়া জিজ্ঞাসা না করে, জিজ্ঞাসা না করিয়া একসঙ্গে উপোসথ করে, তাহাদের 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। যদি তাহারা জিজ্ঞাসা করে, জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসন্দেহ হয়, নিঃসন্দেহ হইয়া পৃথকভাবে উপোসথ করে, তাহা হইলে তাহাদের 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। যদি তাহারা জিজ্ঞাসা করে, জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসন্দেহ হয়, নিঃসন্দেহ হইয়া একসঙ্গে উপোসথ করে, তাহা হইলে তাহাদের অপরাধ হইবে না।

(৩) উপোসথ-দিবসে আবাস ত্যাগের নিয়ম

১. হে ভিক্ষুগণ, উপোসথ-দিবসে সংঘের সঙ্গ অথবা কোনো অন্তরায় ব্যতীত ভিক্ষুযুক্ত আবাস হইতে ভিক্ষুহীন আবাসে যাইতে পারিবে না।

২. হে ভিক্ষুগণ, উপোসথ-দিবসে সংঘের সহিত অথবা কোনো অন্তরায় ব্যতীত ভিক্ষুযুক্ত আবাস হইতে ভিক্ষুহীন অনাবাসে[১] যাইতে পারিবে না।

৩. হে ভিক্ষুগণ, উপোসথ-দিবসে সংঘের সহিত অথবা কোনো অন্তরায় ব্যতীত ভিক্ষুযুক্ত আবাস হইতে ভিক্ষুহীন আবাসে বা অনাবাসে যাইতে পারিবে না।

৪. হে ভিক্ষুগণ, উপোসথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হইতে ভিক্ষুহীন আবাসে যাইতে পারিবে না। [পূর্ববৎ]

৫. হে ভিক্ষুগণ, উপোসথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হইতে ভিক্ষুহীন অনাবাসে যাইতে পারিবে না। [পূর্ববৎ]

৬. হে ভিক্ষুগণ, উপোসথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হইতে ভিক্ষুহীন আবাসে অথবা অনাবাসে যাইতে পারিবে না। [পূর্ববৎ]

৭. হে ভিক্ষুগণ, উপোসথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত আবাস অথবা অনাবাস

---

[১]। বোধিগৃহ, সীমাগৃহ, চৈত্য ইত্যাদি।—সম-পাসা।

হইতে ভিক্ষুহীন আবাসে যাইতে পারিবে না। [পূর্ববৎ]

৮. হে ভিক্ষুগণ, উপোসথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত আবাস অথবা অনাবাস হইতে ভিক্ষুহীন অনাবাসে যাইতে পারিবে না। [পূর্ববৎ]

৯. হে ভিক্ষুগণ, উপোসথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত আবাস অথবা অনাবাস হইতে ভিক্ষুহীন আবাস অথবা অনাবাসে যাইতে পারিবে না। [পূর্ববৎ]

১০. হে ভিক্ষুগণ, উপোসথ-দিবসে সংঘের সঙ্গ অথবা আকস্মিক অন্তরায় ব্যতীত ভিক্ষুযুক্ত আবাস হইতে ভিক্ষুহীন এমন কোনো আবাসে যাইতে পারিবে না যেখানে ভিক্ষুগণ 'নানাসংবাসক'।

১১. হে ভিক্ষুগণ, উপোসথ-দিবসে সংঘের সঙ্গ অথবা আকস্মিক কোনো অন্তরায় ব্যতীত ভিক্ষুযুক্ত আবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন অনাবাসে যাইতে পারিবে না যেখানে ভিক্ষুগণ 'নানাসংবাসক'।

১২. হে ভিক্ষুগণ, উপোসথ-দিবসে সংঘের সঙ্গ অথবা আকস্মিক কোনো অন্তরায় ব্যতীত ভিক্ষুযুক্ত আবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন আবাসে অথবা অনাবাসে যাইতে পারিবে না যেখানে ভিক্ষুগণ 'নানাসংবাসক'।

১৩. হে ভিক্ষুগণ, উপোসথ-দিবসে সংঘের সঙ্গ অথবা কোনো অন্তরায় ব্যতীত ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন আবাসে যাইতে পারিবে না। [পূর্ববৎ]

১৪. হে ভিক্ষুগণ, উপোসথ-দিবসে সংঘের সঙ্গ অথবা কোনো অন্তরায় ব্যতীত ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন আবাস বা অনাবাসে যাইতে পারিবে না। [পূর্ববৎ]

১৫. হে ভিক্ষুগণ, উপোসথ-দিবসে সংঘের সঙ্গ অথবা কোনো অন্তরায় ব্যতীত ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন আবাসে যাইতে পারিবে না যেখানে ভিক্ষুগণ 'নানাসংবাসক'।

১৬. হে ভিক্ষুগণ, উপোসথ-দিবসে সংঘের সঙ্গ অথবা কোনো অন্তরায় ব্যতীত ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন অনাবাসে যাইতে পারিবে না যেখানে ভিক্ষুগণ 'নানাসংবাসক'।

১৭. হে ভিক্ষুগণ, উপোসথ-দিবসে সংঘের সঙ্গ অথবা কোনো অন্তরায় ব্যতীত ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন আবাসে অথবা অনাবাসে যাইতে পারিবে না যেখানে ভিক্ষুগণ 'নানাসংবাসক'।

১৮. হে ভিক্ষুগণ, উপোসথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত আবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন আবাসে যাওয়া উচিত যেখানে ভিক্ষুগণ 'সমানসংবাসক' এবং সেইদিনই যেখানে পৌঁছিতে পারা যায়।

১৯. হে ভিক্ষুগণ, উপোসথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হইতে এমন ভিক্ষুযুক্ত আবাসে যাওয়া উচিত যেখানে ভিক্ষুগণ 'সমানসংবাসক' এবং সেইদিনই যেখানে পৌঁছিতে পারা যায়।

২০. হে ভিক্ষুগণ, উপোসথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন আবাসে বা অনাবাসে যাওয়া উচিত যেখানে ভিক্ষুগণ 'সমানসংবাসক' এবং সেইদিনই যেখানে পৌঁছিতে পারা যায়।

২১. হে ভিক্ষুগণ, উপোসথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন আবাসে যাওয়া উচিত যেখানে ভিক্ষুগণ 'সমানসংবাসক' এবং সেইদিনই যেখানে পৌঁছিতে পারা যায়।

২২. হে ভিক্ষুগণ, উপোসথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন অনাবাসে যাওয়া উচিত যেখানে ভিক্ষুগণ 'সমানসংবাসক' এবং সেইদিনই যেখানে পৌঁছিতে পারা যায়।

২৩. হে ভিক্ষুগণ, উপোসথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন আবাসে বা অনাবাসে যাওয়া উচিত যেখানে ভিক্ষুগণ 'সমানসংবাসক' এবং সেইদিনই যেখানে পৌঁছিতে পারা যায়।

২৪. হে ভিক্ষুগণ, উপোসথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন আবাসে যাওয়া উচিত। [পূর্ববৎ]

২৫. হে ভিক্ষুগণ, উপোসথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন অনাবাসে যাওয়া উচিত। [পূর্ববৎ]

২৬. হে ভিক্ষুগণ, উপোসথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন আবাসে বা অনাবাসে যাওয়া উচিত যেখানে ভিক্ষুগণ 'সমানসংবাসক' এবং সেইদিনই যেখানে পৌঁছিতে পারা যায়।

(৪) প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তির জন্য নীতিবিরুদ্ধ সম্মিলন

১. হে ভিক্ষুগণ, যেই পরিষদে ভিক্ষুণী উপবিষ্ট আছে তেমন পরিষদে প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যে আবৃত্তি করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

২. শিক্ষমানা, ৩. শ্রামণের, ৪. শ্রামণেরী, ৫. শিক্ষাপ্রত্যাখ্যানকারী, ৬. অন্তিম (পারাজিক) অপরাধে অপরাধী, ৭. অপরাধ স্বীকার না করায় উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষু, ৮. অপরাধের প্রতিকার না করায় উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষু, ৯. মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ না করায় উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষু, ১০. পণ্ডক (ক্লীব), ১১. স্তেয়সংবাসক, ১২. তীর্থিকপ্রস্থানক, ১৩. মানবেতর জীব, ১৪. মাতৃহন্তা, ১৫. পিতৃহন্তা,

১৬. অর্হৎহন্তা, ১৭. ভিক্ষুণীদূষক, ১৮. সংঘভেদক, ১৯. রক্তোৎপাদক এবং ২০. উভয় লক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তি যেই পারিষদে উপবিষ্ট আছে তেমন পারিষদে প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যে আবৃত্তি করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২১. হে ভিক্ষুগণ, পারিষদ আসন হইতে উঠিবার পূর্বে ব্যতীত পারিবাসিক[১] পরিশুদ্ধি দানে উপোসথ করিতে পারিবে না।

২২. হে ভিক্ষুগণ, সংঘ-সম্মিলন[২] এবং উপোসথ-দিবস ব্যতীত অন্য দিবসে উপোসথ করিতে পারিবে না।

॥ তৃতীয় ভণিতা সমাপ্ত ॥

॥ উপোসথ-স্কন্ধ সমাপ্ত ॥

---

[১]। যেই ভিক্ষু পরিবাস ব্রত পালনে নিরত তাহাকে 'পারিবাসিক' বলে। সংঘ আসন হইতে উঠিবার পূর্বে তিনি সংঘের নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি জ্ঞাপন করিয়া 'পরিশুদ্ধি উপোসথ' করিতে পারিবেন। কিন্তু সংঘ আসন হইতে উঠিলে পারিবেন না। ইহার বিস্তৃত বর্ণনা ভিক্ষুণী-বিভঙ্গে পারিবাসিক ছন্দদান বর্ণনায় দ্রষ্টব্য।—সম-পাসা।

[২]। কোসম্ব-স্কন্ধে বর্ণিত দ্বিধা বিভক্ত সংঘ-সম্মিলনকে 'সংঘ-সামগ্গি' বলে। এই উপোসথ করিতে হইলে "মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন : 'অদ্য সম্মিলন-উপোসথ' এই বলিয়া জ্ঞপ্তি স্থাপন করিতে হয়। যাহারা কোনো কারণবশত উপোসথ স্থগিত রাখিয়া পুনরায় সম্মিলিত হয় তাহাদিগকে এই উপোসথ করিতে হইবে।—সম-পাসা।

৩. বর্ষোপনায়ক-স্কন্ধ

বর্ষাবাস-বিধান এবং তাহার সময়

[স্থান : রাজগৃহ]

১. বর্ষাবাস-বিধান

সেই সময়ে বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, বেণুবনে 'কলন্তক-নিবাপে'। তখন পর্যন্ত ভগবান ভিক্ষুগণের জন্য বর্ষাবাসের বিধান করেন নাই। ভিক্ষুগণ হেমন্তঋতুতে, গ্রীষ্মঋতুতে এবং বর্ষাঋতুতে পর্যটন করিতেছিলেন। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ হেমন্ত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষায়ও সবুজ তৃণ দলিত করিয়া, একেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব (বৃক্ষাদি) নিপীড়িত করিয়া এবং ক্ষুদ্র প্রাণীসমূহ পদদলিত করিয়া পর্যটন করিতেছে? এই যে অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণ যাঁহাদের ধর্ম দুরাখ্যাত, তাহারাও বর্ষাবাসে নিরত থাকেন, স্থায়ীভাবে (বর্ষাঋতুতে একস্থানে) অবস্থান করেন, এবং এই যে পক্ষী তাহারাও বৃক্ষের উপর বাসা প্রস্তুত করিয়া বর্ষাবাসে নিরত থাকে, স্থায়ীভাবে একস্থানে বর্ষাঋতু অতিবাহিত করে; কিন্তু এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ কি হেমন্তে, কি গ্রীষ্মে এবং কি বর্ষায় সবুজ তৃণ দলিত করিয়া, একেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব নিপীড়িত করিয়া, বহু ক্ষুদ্র প্রাণী পদদলিত করিয়া পর্যটন করিতেছে!" ভিক্ষুগণ জনসাধারণের এইরূপ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। অনন্তর ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : বর্ষাবাস করিবে।"

২. বর্ষাবাসের সময়

১. ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "কখন বর্ষাবাস করিতে হইবে?" তাহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : বর্ষাঋতুতে বর্ষাবাস করিবে।"

২. ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : বর্ষোপনায়ক তিথি[১] কয়টি?" তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, 'বর্ষোপনায়ক' তিথি দুইটি, প্রথম এবং দ্বিতীয়। আষাঢ়ী পূর্ণিমার পরদিন হইতে প্রথম বর্ষাবাস আরম্ভ করিতে হইবে অথবা আষাঢ়ী পূর্ণিমার একমাস পরে দ্বিতীয় বর্ষাবাস আরম্ভ করিতে হইবে। ভিক্ষুগণ, (শ্রাবণ-কৃষ্ণপ্রতিপদ এবং ভাদ্র-কৃষ্ণপ্রতিপদ) বর্ষোপনায়ক এই দুই তিথি।"

৩. বর্ষাবাসের মধ্যে বহির্গমন নিষিদ্ধ

১. সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু বর্ষাবাস আরম্ভ করিয়া বর্ষাভ্যন্তরে দেশ পর্যটন করিতেছিলেন। জনসাধারণ পূর্ববৎ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ কি হেমন্তে, কি গ্রীষ্মে এবং কি বর্ষায় সবুজ তৃণ দলিত করিয়া, একেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব নিপীড়িত করিয়া এবং বহু ক্ষুদ্র প্রাণী পদদলিত করিয়া পর্যটন করিতেছে? এই যে অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণ যাঁহাদের ধর্ম দুরাখ্যাত তাহারাও বর্ষাবাসে নিরত আছেন, একস্থানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করিতেছেন, এই যে পক্ষী তাহারাও বৃক্ষের উপর বাসা প্রস্তুত করিয়া বর্ষাবাসে নিরত, স্থায়ীভাবে একস্থানে অবস্থান করিতেছে; কিন্তু এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ কি হেমন্তে, কি গ্রীষ্মে এবং কি বর্ষায় সবুজ তৃণ দলিত করিয়া, একেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব নিপীড়িত করিয়া এবং বহু ক্ষুদ্র প্রাণী পদদলিত করিয়া বিচরণ করিতেছে!"

ভিক্ষুগণ জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু তাহারাও আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষু বর্ষাবাস আরম্ভ করিয়া বর্ষাভ্যন্তরে বিচরণ করিতেছে?" অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :

"হে ভিক্ষুগণ, বর্ষাবাস আরম্ভ করিয়া প্রথম তিন মাস (শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন) অথবা শেষের তিন মাস (ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক) একস্থানে বাস না করিয়া পর্যটনে গমন করিতে পারিবে না, যে গমন করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২. সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু বর্ষাবাস করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল।

---

[১]। যেই তিথি হইতে বর্ষাবাস আরম্ভ করা চলে।

ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, বর্ষাবাস না করিয়া পারিবে না, যে বর্ষাবাস করিবে না তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৪. বর্ষাবাসের দিন আবাস ত্যাগ নিষিদ্ধ

সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু বর্ষাবাস না করিবার ইচ্ছায় বর্ষোপনায়ক তিথিতে সজ্ঞানে আবাস পরিত্যাগ করিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, বর্ষাবাস না করিবার ইচ্ছায় বর্ষোপনায়ক তিথিতে সজ্ঞানে আবাস (বাসস্থান) ত্যাগ করিতে পারিবে না, যে ত্যাগ করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৫. রাজকীয় অধিমাস স্বীকার

সেই সময়ে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার বর্ষাবাস পিছাইয়া নিবার মানসে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন, "আর্যগণ আগামী শুক্লপক্ষে বর্ষাবাস আরম্ভ করিলে ভালো হয়।" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : রাজন্যবর্গের অনুবর্তী হইবে।"

বর্ষাভ্যন্তরে সপ্তাহের নিমিত্ত বহির্গমন

[স্থান : শ্রাবস্তী]

১. সংবাদ পাইয়া সপ্তাহের জন্য বহির্গমন

ভগবান রাজগৃহে যথারুচি অবস্থান করিয়া শ্রাবস্তী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমান্বয়ে বিচরণ করিয়া শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন। ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন, জেতবনে অনাথপিণ্ডদের আরামে। সেই সময়ে কোশল জনপদে উদেন (উদয়ন) নামক জনৈক উপাসক সংঘের উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিনি ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন : "মাননীয় ভিক্ষুগণের আগমন হউক, আমি দান দিতে, ধর্ম শ্রবণ করিতে এবং ভিক্ষুর দর্শনলাভ করিতে কামনা করিয়াছি।" ভিক্ষুগণ কহিলেন, "বন্ধো, ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন—'বর্ষাবাস আরম্ভ করিয়া প্রথম তিন মাস অথবা শেষের তিন মাস একস্থানে বাস না করিয়া ভ্রমণে বাহির হইতে

পারিবে না।' অতএব উদেন উপাসক ভিক্ষুদিগের বর্ষাবাস সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, বর্ষাবাস সমাপনের পর (ভিক্ষুগণ) গমন করিবেন। যদি অত্যধিক প্রয়োজন হয় তাহা হইলে স্থানীয় আবাসবাসী ভিক্ষুদিগের নিকট বিহার সমর্পণ করুন।"

উদেন উপাসক আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিলেন : "কেন মাননীয় ভিক্ষুগণ আমি সংবাদ প্রেরণ করা সত্ত্বেও আসিলেন না? আমি তো দানদায়ক, কর্মকারক এবং সংঘসেবক।" ভিক্ষুগণ উদেন উপাসকের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। (শ্রবণ করিয়া) ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :

১. হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : নিম্নোক্ত সাতজনের মধ্যে যে কেহ সংবাদ প্রেরণ করিলে সপ্তাহের জন্য বহির্গমন করিবে, সংবাদ প্রেরণ না করিলে গমন করিবে না। সেই সাত ব্যক্তি এই : (১) ভিক্ষু, (২) ভিক্ষুণী, (৩) শিক্ষমানা, (৪) শ্রামণের, (৫) শ্রামণেরী, (৬) উপাসক এবং (৭) উপাসিকা।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : এই সাতজনের যে কেহ সংবাদ প্রেরণ করিলে সপ্তাহের জন্য বহির্গমন করিবে, সংবাদ প্রেরণ না করিলে গমন করিবে না; কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।"

২. (ক) হে ভিক্ষুগণ, কোনো উপাসক সংঘের উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করাইয়া থাকে। যদি সে ভিক্ষুদিগের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : মাননীয় ভিক্ষুগণ আসুন, আমি দান দিতে, ধর্ম শ্রবণ করিতে এবং ভিক্ষুর দর্শন লাভ করিতে কামনা করিতেছি।' হে ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে সপ্তাহের জন্য গমন করিবে, সংবাদ প্রেরণ না করিলে বহির্গমন করিবে না। কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

(খ) হে ভিক্ষুগণ, কোনো উপাসক সংঘের উদ্দেশে 'অড্‌ঢযোগ' (গরুড়াকৃতি গৃহ) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, হর্ম্য প্রস্তুত করাইয়া থাকে, গুহা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, পরিবেণ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, উপস্থানশালা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, অগ্নিশালা (পাকগৃহ) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, 'কপ্পিয়কুটি' (ভাণ্ডার ঘর) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, পায়খানা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, চঙ্ক্রম প্রস্তুত করাইয়া থাকে, চঙ্ক্রমশালা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, উদপান (কূপ) প্রস্তুত করাইয়া থাকে,

উদপানশালা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, স্নানাগার প্রস্তুত করাইয়া থাকে, স্নানাগারশালা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, পুষ্করিণী খনন করাইয়া থাকে, মণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, আরাম (উদ্যান) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, উদ্যানবাটিকা প্রস্তুত করাইয়া থাকে। যদি সে ভিক্ষুদিগের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'মাননীয় ভিক্ষুগণ আসুন, আমি দান দিতে, ধর্ম শ্রবণ করিতে এবং ভিক্ষু-দর্শনলাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।' হে ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে সপ্তাহের জন্য বহির্গমন করিবে। সংবাদ প্রেরণ না করিলে গমন করিবে না; কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

(গ) হে ভিক্ষুগণ, কোনো উপাসক অনেক ভিক্ষুর উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করাইয়া থাকে, 'অড্ঢযোগ' প্রস্তুত করাইয়া থাকে, প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়া থাকে। [অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ]

(ঘ) জনৈক ভিক্ষুর উদ্দেশে, (ঙ) ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশে, (চ) অনেক ভিক্ষুণীর উদ্দেশে, (ছ) এক ভিক্ষুণীর উদ্দেশে, (জ) অনেক শিক্ষমানার উদ্দেশে, (ঝ) এক শিক্ষমানার উদ্দেশে, (ঞ) অনেক শ্রামণের উদ্দেশে, (ট) এক শ্রামণেরের উদ্দেশে, (ঠ) অনেক শ্রামণেরীর উদ্দেশে, (ড) এক শ্রামণেরীর উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করাইয়া থাকে, 'অড্ঢযোগ' প্রস্তুত করাইয়া থাকে, প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়া থাকে। [পূর্ববৎ]

(ঢ) হে ভিক্ষুগণ, কোনো উপাসক নিজের উদ্দেশে নিবেশন (আলয়) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, শয়নগৃহ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, 'উদ্দোসিত' (রাত্রিযাপনের গৃহ) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, পর্ণকুটির প্রস্তুত করাইয়া থাকে, আপণ (দোকান) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, আপণশালা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, হর্ম্য প্রস্তুত করাইয়া থাকে, গুহা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, পরিবেণ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, উপস্থানশালা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, অগ্নিশালা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, রসবতী (রান্নাঘর) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, পায়খানা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, চঙ্ক্রমণ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, চঙ্ক্রমণশালা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, উদপান (কূপ) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, উদপানশালা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, স্নানগৃহ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, স্নানগৃহশালা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, পুষ্করিণী খনন করাইয়া থাকে, মণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, আরাম (উদ্যান) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, উদ্যান-বটিকা প্রস্তুত করাইয়া থাকে অথবা তাহার পুত্র বা কন্যার বিবাহ উপস্থিত হয়, সে পীড়িত হয় কিংবা কোনো প্রসিদ্ধ সূত্র পাঠ করাইতে ইচ্ছুক হয়। যদি সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ

প্রেরণ করে : 'মাননীয় ভিক্ষুগণ আসুন, এই সূত্র লুপ্ত হইবার পূর্বে আমি শিক্ষা করিব', অথবা তাহার জন্য কোনো প্রয়োজন থাকায় সে ভিক্ষুদিগের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'মাননীয় ভিক্ষুগণ আসুন, আমি দান দিতে চাহি, ধর্ম শুনিতে চাহি, এবং ভিক্ষুর দর্শনলাভ করিতে চাই।' ভিক্ষুগণ, এরূপ সংবাদ প্রেরণ করিলে সপ্তাহের জন্য বহির্গমন করিবে, সংবাদ প্রেরণ না করিলে গমন করিবে না। কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

৩. (ক) হে ভিক্ষুগণ, কোনো উপাসিকা সংঘের উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করাইয়া থাকে। সে যদি ভিক্ষুদিগের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'আর্যগণ আসুন, আমি দান দিতে, ধর্মশ্রবণ করিতে এবং ভিক্ষুর দর্শন লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।' ভিক্ষুগণ, এরূপ সংবাদ প্রেরণ করিলে সপ্তাহের জন্য বহির্গমন করিবে, সংবাদ প্রেরণ না করিলে গমন করিবে না; কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

(খ) হে ভিক্ষুগণ, কোনো উপাসিকা সংঘের উদ্দেশে 'অড্‌ঢযোগ' প্রস্তুত করাইয়া থাকে, প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, হর্ম্য প্রস্তুত করাইয়া থাকে। [পূর্ববৎ]

(গ) কোনো উপাসিকা অনেক ভিক্ষুর উদ্দেশে, (ঘ) এক ভিক্ষুর উদ্দেশে, (ঙ) ভিক্ষুণীসংঘের উদ্দেশে, (চ) অনেক ভিক্ষুণীর উদ্দেশে, (ছ) এক ভিক্ষুণীর উদ্দেশে, (জ) অনেক শিক্ষমানার উদ্দেশে, (ঝ) এক শিক্ষমানার উদ্দেশে, (ঞ) অনেক শ্রামণেরের উদ্দেশে, (ট) এক শ্রামণেরের উদ্দেশে, (ঠ) অনেক শ্রামণেরীর উদ্দেশে, (ড) এক শ্রামণেরীর উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করাইয়া থাকে, 'অড্‌ঢযোগ' প্রস্তুত করাইয়া থাকে, প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়া থাকে। [পূর্ববৎ]

(ঢ) হে ভিক্ষুগণ, কোনো উপাসিকা নিজের উদ্দেশে নিবেসন (আলয়) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, শয়নঘর প্রস্তুত করাইয়া থাকে, 'উদ্দোসিত' (রাত্রিযাপনের গৃহ) প্রস্তুত করাইয়া থাকে। [পূর্ববৎ]

৪. (ক) হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশে, (খ) অনেক ভিক্ষুর উদ্দেশে, (গ) এক ভিক্ষুর উদ্দেশে, (ঘ) ভিক্ষুণীসংঘের উদ্দেশে, (ঙ) অনেক ভিক্ষুণীর উদ্দেশে, (চ) এক ভিক্ষুণীর উদ্দেশে, (ছ) অনেক শিক্ষমানার উদ্দেশে, (জ) এক শিক্ষমানার উদ্দেশে, (ঝ) অনেক শ্রামণেরের উদ্দেশে, (ঞ) এক শ্রামণেরের উদ্দেশে, (ট) অনেক শ্রামণেরীর উদ্দেশে, (ঠ) এক শ্রামণেরীর উদ্দেশে, (ড) নিজের উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করায়, 'অড্‌ঢযোগ' প্রস্তুত করায়, প্রাসাদ প্রস্তুত করায়। [পূর্ববৎ]

৫. (ক) হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষুণী ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশে, (খ) অনেক ভিক্ষুর উদ্দেশে, (গ) এক ভিক্ষুর উদ্দেশে... (ঙ) নিজের উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করায়, 'অড্ঢযোগ' প্রস্তুত করায়, প্রাসাদ প্রস্তুত করায়। [পূর্ববৎ]

৬. (ক) হে ভিক্ষুগণ, কোনো শিক্ষমানা ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশে, (খ) অনেক ভিক্ষুর উদ্দেশে, (গ) এক ভিক্ষুর উদ্দেশে... (ঙ) নিজের উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করায়, 'অড্ঢযোগ' প্রস্তুত করায়, প্রাসাদ প্রস্তুত করায়। [পূর্ববৎ]

৭. (ক) হে ভিক্ষুগণ, কোনো শ্রামণের ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশে, (খ) অনেক ভিক্ষুর উদ্দেশে, (গ) এক ভিক্ষুর উদ্দেশে... (ঙ) নিজের উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করায়, 'অড্ঢযোগ' প্রস্তুত করায়, প্রাসাদ প্রস্তুত করায়। [পূর্ববৎ]

৮. (ক) হে ভিক্ষুগণ, কোনো শ্রামণেরী ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশে, (খ) অনেক ভিক্ষুর উদ্দেশে, (গ) এক ভিক্ষুর উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করায়, 'অড্ঢযোগ' প্রস্তুত করায়, প্রাসাদ প্রস্তুত করায়... (ঙ) নিজের উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করায়, 'অড্ঢযোগ' প্রস্তুত করায়, প্রাসাদ প্রস্তুত করায়। [পূর্ববৎ]

২. বিনা সংবাদে সপ্তাহের নিমিত্ত বহির্গমন

সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু পীড়িত হইয়াছিলেন। তিনি ভিক্ষুসংঘের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন : 'আমি পীড়িত হইয়াছি অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুদিগের উপস্থিতি প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

১. হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সংবাদ প্রেরণ না করিলেও পাঁচজনের নিকট সপ্তাহের নিমিত্ত গমন করিবে, সংবাদ প্রেরণ করিলে তো কথাই নাই।

সেই পাঁচজন এই : (১) ভিক্ষু, (২) ভিক্ষুণী, (৩) শিক্ষমানা, (৪) শ্রামণের, (৫) শ্রামণেরী।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : এই পাঁচজনের নিকট সংবাদ প্রেরণ না করিলেও সপ্তাহের নিমিত্ত গমন করিবে। সংবাদ প্রেরণ করিলে তো কথাই নাই। কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।"

২. (ক) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু পীড়িত হইয়া ভিক্ষুদিগের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'আমি পীড়িত হইয়াছি অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি, ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ, সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে : 'রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা

করিব, রোগী-পরিচারকের আহার্যের ব্যবস্থা করিব, রোগীর ঔষধের ব্যবস্থা করিব, রোগের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিব অথবা পরিচর্যা করিব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

(খ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষুর অনভিরতির (ভিক্ষুত্বে অনাসক্তি) সঞ্চার হওয়ায় সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'আমার অনভিরতির সঞ্চার হইয়াছে অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের জন্য এই মনে করিয়া যাইবে : 'অনভিরতি উপশম করিব অথবা করাইব কিংবা তাহাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

(গ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষুর কোনো বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'আমার সন্দেহের সঞ্চার হইয়াছে অতএব ভিক্ষুগণ আগমন করুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের জন্য এই মনে করিয়া যাইবে : 'সন্দেহ নিরসন করিব বা নিরসন করাইব অথবা তাহাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

(ঘ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষুর মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় এবং সে ভিক্ষুদিগের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'আমার মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে : 'মিথ্যাদৃষ্টি বিবেচনা করিব বা বিবেচনা করাইব অথবা তাহাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

(ঙ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু 'পরিবাস'যোগ্য গুরুতর অপরাধে অপরাধী হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'আমি 'পরিবাস'যোগ্য গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়াছি অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের জন্য এই মনে করিয়া যাইবে : 'পরিবাস'[১] দানে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিব বা 'অনুশ্রাবণ' করিব অথবা

[১]। যদি কোনো ভিক্ষু ত্রয়োদশ সংঘাদিশেষ অপরাধের মধ্যে যেকোনো অপরাধে অপরাধী হয় তাহা হইলে অন্তত চারিজন ভিক্ষু সমবেত হইয়া অপরাধীকে সেই দণ্ড প্রদান করেন।

'গণপূরক' হইব। কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

(চ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু 'মূলেপ্রতিকর্ষণ'[১]যোগ্য হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'আমি 'মূলেপ্রতিকর্ষণ'যোগ্য অপরাধে অপরাধী হইয়াছি অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে : 'মূলেপ্রতিকর্ষণে'র নিমিত্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিব বা 'অনুশ্রাবণ' করিব অথবা 'গণপূরক' হইব। কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

(ছ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু 'মানত্ত'[২]যোগ্য হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'আমি 'মানত্ত'যোগ্য অপরাধে অপরাধী হইয়াছি অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে : 'মানত্ত' দানে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিব বা 'অনুশ্রাবণ' করিব অথবা 'গণপূরক' হইব। কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

(জ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু 'আহ্বান'[৩]যোগ্য হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'আমি 'আহ্বান'যোগ্য হইয়াছি, অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের জন্য এই মনে করিয়া যাইবে : 'আহ্বান' কার্যে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিব বা 'অনুশ্রাবণ'[৪] করিব অথবা 'গণপূরক'[৫] হইব। কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

(ঝ) হে ভিক্ষুগণ, যদি সংঘ কোনো ভিক্ষুর 'তর্জনীয়', 'নির্যশ', 'প্রব্রাজনীয়', 'প্রতিস্মারণীয়' কিংবা 'উৎক্ষেপনীয়' দণ্ড-বিধান করিতে চায় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'সংঘ আমার দণ্ডবিধান করিতে চাহিতেছেন, অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না

১। পরিবাস দণ্ড ভোগের সময় পুনরায় উক্ত অপরাধে অপরাধী হইলে যেই দণ্ড দেওয়া হয়।

২। পরিবাস দণ্ড ভোগের পর সংঘের সম্মানের জন্য অতিরিক্ত ছয়রাত্রি দণ্ড ভোগ করা।

৩। পরিবাস দণ্ডে দণ্ডিতকে অন্তত বিংশতি জন ভিক্ষু কর্তৃক সংঘে প্রবেশাধিকার দেওয়া।

৪। দণ্ডদানের নিমিত্ত কর্মবাক্য পাঠ করা।

৫। সংঘের প্রয়োজনীয় অন্তত পঞ্চ সংখ্যা পূর্ণ করা।

করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে: ‘কীসে সংঘ দণ্ডবিধান না করেন অথবা লঘুদণ্ড প্রদান করেন।’ কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

(ঞ) হে ভিক্ষুগণ, যদি সংঘ কোনো ভিক্ষুর ‘তর্জনীয়’, ‘নির্যশ’, ‘প্রব্রাজনীয়’, ‘প্রতিস্মারণীয়’ অথবা ‘উৎক্ষেপনীয়’ দণ্ডবিধান করিয়া থাকে এবং সেই ভিক্ষু ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : ‘সংঘ আমার দণ্ডবিধান করিয়াছেন, অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।’ ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে : ‘কীসে দণ্ডিত ভিক্ষু সম্যকভাবে অনুবর্তী হয়, মান ত্যাগ করে, মুক্তিরযোগ্য আচরণ করে এবং সংঘ সেই দণ্ড প্রত্যাহার করেন।’ কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

৩. (ক) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষুণী পীড়িতা হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : ‘আমি পীড়িতা হইয়াছি, অতএব আর্যগণ আসুন, আমি আর্যগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।’ ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে : ‘রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা করিব, রোগী পরিচারকের আহার্যের ব্যবস্থা করিব, রোগীর ঔষধের ব্যবস্থা করিব, তাহার রোগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিব অথবা পরিচর্যা করিব।’ কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে। [খ হইতে ঞ পর্যন্ত পূর্ববৎ]

৪. (ক) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো শিক্ষমানা[১] পীড়িতা হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : ‘আমি পীড়িতা হইয়াছি, অতএব আর্যগণ আসুন, আমি আর্যগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।’ ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে : ‘রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা করিব, রোগী পরিচারকের আহার্যের ব্যবস্থা করিব, রোগীর ঔষধের ব্যবস্থা করিব, রোগের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিব অথবা তাহার পরিচর্যা করিব।’ কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে। [খ হইতে ঘ পর্যন্ত পূর্ববৎ]

(ঙ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো শিক্ষমানার শিক্ষাভঙ্গ হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : ‘আমার শিক্ষাভঙ্গ হইয়াছে, অতএব

---

[১]। উপসম্পদাপ্রাপ্তির পূর্বে যেই নারী প্রাণিহত্যা, অদত্তাদান, অব্রহ্মচর্য, মিথ্যাকথন, মাদকদ্রব্য সেবন এবং বিকালভোজন-বিরতি আদি ষড়বিধ শিক্ষাপদ (শিক্ষণীয় বিষয়) প্রতিপালনে নিরত থাকে, তাহাকে শিক্ষমানা বলে।

আর্যগণ আসুন, আমি আর্যগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে : 'তাহার শিক্ষা গ্রহণ কার্যে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

(চ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো শিক্ষমানা উপসম্পদাকাঙ্ক্ষিণী হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'আমি উপসম্পদাকাঙ্ক্ষিণী হইয়াছি, অতএব আর্যগণ আসুন, আমি আর্যগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে : 'উপসম্পদা প্রদান কার্যে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিব, অনুশ্রাবণ করিব অথবা 'গণপূরক' হইব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

৫. (ক) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো শ্রামণের পীড়িত হয় এবং সে ভিক্ষুদিগের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'আমি পীড়িত হইয়াছি, অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে : 'রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা করিব, রোগী পরিচারকের আহার্যের ব্যবস্থা করিব, রোগীর ঔষধের ব্যবস্থা করিব, রোগের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিব অথবা পরিচর্যা করিব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে। [খ হইতে ঘ পর্যন্ত পূর্ববৎ]

(ঙ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো শ্রামণের নিজের (বয়স) জিজ্ঞাসা করিতে চায় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'আমি আমার বয়স জানিতে চাই অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে : 'বয়স জিজ্ঞাসা করিব অথবা জ্ঞাপন করিব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

(চ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো শ্রামণের উপসম্পদাকাঙ্ক্ষী হয় এবং সে ভিক্ষুদিগের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'আমি উপসম্পদা লাভের ইচ্ছা করিয়াছি অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে : 'উপসম্পদা প্রদানে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিব, 'অনুশ্রাবণ' করিব অথবা 'গণপূরক' হইব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

৬. (ক) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো শ্রামণেরী পীড়িতা হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'আমি পীড়িতা হইয়াছি, অতএব আর্যগণ আসুন, আমি আর্যগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে : 'রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা করিব, রোগী পরিচারকের আহার্যের ব্যবস্থা করিব, রোগীর ঔষধের ব্যবস্থা করিব, রোগের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিব অথবা পরিচর্যা করিব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে। [খ হইতে ঙ পর্যন্ত শ্রামণের পূর্ববৎ]

(চ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো শ্রামণেরী শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতে চায় এবং সে ভিক্ষুদিগের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'আমি শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, অতএব আর্যগণ আসুন, আমি আর্যগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে : 'শিক্ষাপদ প্রদানে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

৭. সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষুর মাতা পীড়িতা হইয়াছিল। সে পুত্রের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিল : 'আমি পীড়িতা হইয়াছি অতএব আমার পুত্র আসুক, আমি পুত্রের উপস্থিতি প্রত্যাশা করিতেছি।' সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন—সংবাদ প্রেরণ করিলে সাত ব্যক্তির নিকট সপ্তাহের নিমিত্ত গমন করিতে পারিবে, সংবাদ প্রেরণ না করিলে গমন করিতে পারিবে না এবং পাঁচ ব্যক্তির নিকট সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত গমন করিতে পারিবে। এখন আমার মাতা পীড়িতা হইয়াছেন; কিন্তু তিনি তো উপাসিকা[১] নহেন। এখন আমায় কী করিতে হইবে?' ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : নিম্নোক্ত সাতব্যক্তির নিকট সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত গমন করিবে; যথা : (১) ভিক্ষু, (২) ভিক্ষুণী, (৩) শিক্ষমানা, (৪) শ্রামণের, (৫) শ্রামণেরী, (৬) মাতা, (৭) পিতা।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : এই সাত ব্যক্তির নিকট সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত গমন করিবে। কিন্তু সপ্তাহের

১। বুদ্ধের ধর্মাবলম্বী নহেন। যাহারা বুদ্ধের ধর্মাবলম্বী তাহাদিগকেই উপাসিকা বলা হয়।—সম-পাসা।

মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।”

৮. হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষুর মাতা পীড়িতা হয় এবং সে তাহার পুত্রের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে, ‘আমি পীড়িতা হইয়াছি অতএব আমার পুত্র আসুক, আমি পুত্রের উপস্থিতি প্রত্যাশা করিতেছি।’ ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে : ‘রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা করিব, রোগী পরিচারকের আহার্যের ব্যবস্থা করিব, রোগীর ঔষধের ব্যবস্থা করিব, রোগের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিব অথবা পরিচর্যা করিব।’ কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

৯. হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষুর পিতা পীড়িত হয় এবং সে তাহার পুত্রের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে, ‘আমি পীড়িত হইয়াছি অতএব আমার পুত্র আসুক, আমি পুত্রের উপস্থিতি প্রত্যাশা করিতেছি।’ [পূর্ববৎ]

৩. সংবাদ প্রাপ্তিতে সপ্তাহের নিমিত্ত বহির্গমন

১. হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষুর ভ্রাতা পীড়িত হয় এবং সে ভ্রাতার নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : ‘আমি পীড়িত হইয়াছি অতএব আমার ভ্রাতা আসুক, আমি ভ্রাতার উপস্থিতি প্রত্যাশা করিতেছি।’ ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে সপ্তাহের নিমিত্ত গমন করিবে; কিন্তু সংবাদ প্রেরণ না করিলে গমন করিবে না। সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

২. হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষুর ভগ্নী পীড়িতা হয় এবং সে ভ্রাতার নিকট সংবাদ প্রেরণ করে, ‘আমি পীড়িতা হইয়াছি অতএব আমার ভ্রাতা আসুক, আমি ভ্রাতার উপস্থিতি প্রত্যাশা করিতেছি।’ [পূর্ববৎ]

৩. হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষুর জ্ঞাতি পীড়িত হয় এবং সে ভিক্ষুর নিকট সংবাদ প্রেরণ করে, ‘আমি পীড়িত হইয়াছি অতএব মাননীয় ভিক্ষু আসুন, আমি আপনার উপস্থিতি প্রত্যাশা করিতেছি।’ ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে সপ্তাহের নিমিত্ত গমন করিবে; কিন্তু সংবাদ প্রেরণ না করিলে গমন করিবে না। সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

৪. হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষুর ভৃতিক[১] পীড়িত হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে, ‘আমি পীড়িত হইয়াছি অতএব মাননীয় ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের উপস্থিতি প্রত্যাশা করিতেছি।’ ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে সপ্তাহের নিমিত্ত গমন করিবে; কিন্তু সংবাদ প্রেরণ না

[১]। এক বিহারে ভিক্ষুদিগের সহিত বাসকারী লোক।—সম-পাসা।

করিলে গমন করিবে না। সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

৫. সেই সময়ে সংঘের একটি বৃহৎ বিহার জীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। জনৈক উপাসক অরণ্যে কাষ্ঠ ছেদন করাইয়া ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিল : 'যদি মাননীয় ভিক্ষুগণ এই কাষ্ঠ লইয়া যাইতে পারেন তাহা হইলে আমি তাহা প্রদান করিব।' ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সংঘের কার্যোপলক্ষে গমন করিবে; কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিতে হইবে।"

॥ বর্ষাবাস ভণিতা সমাপ্ত ॥

বর্ষাবাস করিবার স্থান

১. বিশেষ পরিস্থিতিতে স্থানত্যাগ

সেই সময়ে কোশল জনপদে এক আবাসে বর্ষাবাসরত ভিক্ষুগণ হিংস্রজন্তু দ্বারা উৎপীড়িত হইতেছিলেন। হিংস্রজন্তু ভিক্ষুদিগকে আক্রমণও করিতেছিল, নিহতও করিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই সংবাদ জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

১. হে ভিক্ষুগণ, যদি বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষুগণ হিংস্রজন্তু দ্বারা উপদ্রুত হয়, তাহাদিগকে আক্রমণ করে এবং হত্যা করে তাহা হইলে 'ইহা অন্তরায়' এই মনে করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিবে। ইহাতে বর্ষাবাস ভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

২. হে ভিক্ষুগণ, যদি বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষুগণ সরীসৃপ দ্বারা উপদ্রুত হয় তাহাদিগকে সরীসৃপ দংশনও করে, হত্যাও করে তাহা হইলে 'ইহা অন্তরায়' এই মনে করিয়া স্থানত্যাগ করিবে। ইহাতে বর্ষাবাস ভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৩. হে ভিক্ষুগণ, যদি বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষুগণ চোর দ্বারা উপদ্রুত হয়, তাহাদের সামগ্রী লুণ্ঠন করে এবং তাহাদিগকে প্রহার করে তাহা হইলে 'ইহা অন্তরায়' এই মনে করিয়া স্থানত্যাগ করিবে। ইহাতে বর্ষাবাস ভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৪. হে ভিক্ষুগণ, যদি বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষুগণ পিশাচ দ্বারা উপদ্রুত হয়, তাহারা পিশাচ দ্বারা আবিষ্ট হয় এবং পিশাচ তাহাদের জীবনীশক্তি হরণ করে তাহা হইলে 'ইহা অন্তরায়' এই মনে করিয়া স্থানত্যাগ করিবে। ইহাতে

বর্ষাবাস ভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৫. হে ভিক্ষুগণ, যদি বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষুগণের গ্রাম অগ্নিদগ্ধ হয় এবং ভিক্ষুগণ ভিক্ষান্ন লাভে ক্লিষ্ট হয় তাহা হইলে 'ইহা অন্তরায়' এই মনে করিয়া স্থানত্যাগ করিবে। ইহাতে বর্ষাবাস ভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৬. হে ভিক্ষুগণ, যদি বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষুগণের শয্যাসন অগ্নিদগ্ধ হয় এবং ভিক্ষুগণ শয্যসন অভাবে কষ্টে পতিত হয় তাহা হইলে 'ইহা অন্তরায়' এই মনে করিয়া স্থানত্যাগ করিবে। ইহাতে বর্ষাবাস ভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৭. হে ভিক্ষুগণ, যদি বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষুগণের গ্রাম জলমগ্ন হয় এবং ভিক্ষুগণ ভিক্ষান্ন লাভে ক্লিষ্ট হয় তাহা হইলে 'ইহা অন্তরায়' এই মনে করিয়া স্থানত্যাগ করিবে। ইহাতে বর্ষাবাস ভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৮. হে ভিক্ষুগণ, যদি বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষুগণের শয্যাসন জলমগ্ন হয় এবং ভিক্ষুগণ শয্যাসন অভাবে কষ্টে পতিত হয় তাহা হইলে 'ইহা অন্তরায়' এই মনে করিয়া স্থানত্যাগ করিবে। ইহাতে বর্ষাবাস ভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

২. গ্রাম পরিত্যক্ত হইলে গ্রামবাসীদিগের সঙ্গে গমন

১. সেই সময়ে এক আবাসে বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষুগণের গ্রাম চোরদ্বারা বিধ্বস্ত হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : তোমরা গ্রামের (গ্রামবাসীদিগের) অনুসরণ করিবে।"

২. গ্রাম (গ্রামবাসিগণ) দ্বিধা বিভক্ত হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যেইদিকে গ্রামাবাসীর সংখ্যা অধিক সেইদিকে গমন করিবে।"

৩. সংখ্যাধিক্য (গ্রামবাসিগণ) শ্রদ্ধা এবং প্রসন্নতা হীন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যেইদিকে লোক শ্রদ্ধাশীল এবং প্রসন্ন সেইদিকে গমন করিবে।"

৩. স্থানের প্রতিকূলতায় গ্রামত্যাগ

১. সেই সময়ে কোশল জনপদে এক আবাসে বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষুগণ পরিপূর্ণভাবে যথারুচি অপকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট ভোজন লাভে বঞ্চিত হইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, যদি বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষুগণ পরিপূর্ণভাবে যথারুচি অপকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট ভোজন লাভে বঞ্চিত হয় তাহা হইলে 'ইহা অন্তরায়' এই মনে করিয়া স্থানত্যাগ করিতে পারিবে। ইহাতে বর্ষাবাস ভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।"

২. হে ভিক্ষুগণ, বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষুগণ যথারুচি পরিপূর্ণভাবে অপকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট ভোজন প্রাপ্ত হয় বটে, যদি তাহা তাহাদের অনুকূল না হয় তাহা হইলে 'ইহা অন্তরায়' এই মনে করিয়া স্থানত্যাগ করিতে পারিবে। ইহাতে বর্ষাবাস ভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৩. হে ভিক্ষুগণ, বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষুগণ পরিপূর্ণভাবে যথারুচি অপকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট ভোজনও লাভ করে এবং তাহা তাহাদের অনুকূলও হয়; যদি অনুকূল ভৈষজ্য লাভে বঞ্চিত হয় তাহা হইলে 'ইহা অন্তরায়' এই মনে করিয়া তাহারা স্থানত্যাগ করিতে পারিবে। ইহাতে বর্ষাবাস ভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৪. হে ভিক্ষুগণ, বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষুগণ যদিও বা পরিপূর্ণভাবে যথারুচি অপকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট ভোজন লাভ করে, যদিও বা তাহা তাহাদের অনুকূল হয় এবং যদিও বা অনুকূল ভৈষজ্য লাভে বঞ্চিত না হয় তথাপি যদি উপযুক্ত সেবক না পায় তাহা হইলে 'ইহা অন্তরায়' এই মনে করিয়া স্থানত্যাগ করিতে পারিবে। ইহাতে বর্ষাবাস ভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৪. ব্যক্তিবিশেষের প্রতিকূলতায় স্থানত্যাগ

১. হে ভিক্ষুগণ, যদি বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষুকে 'প্রভো, আসুন, আপনাকে হীরক দিব, স্বর্ণ দিব, ক্ষেত্র দিব, জমি দিব, বলদ দিব, গাভী দিব, দাস দিব, দাসী দিব, আপনার ভার্যা হইবার জন্য আমার কন্যা দিব, আমি আপনার ভার্যা হইব অথবা আপনার জন্য অন্য ভার্যা আনিব' এইরূপ বলিয়া কোনো নারী আহ্বান করে এবং (তাহা শ্রবণ করিয়া) ভিক্ষুর মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হয় : "ভগবান বলিয়াছেন : চিত্ত লঘুপরিবর্তনশীল', অতএব ইহাতে আমার ব্রহ্মচর্যের অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে।" তাহা হইলে প্রস্থান করিবে। ইহাতে বর্ষাবাস ভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

২. হে ভিক্ষুগণ, যদি বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষুকে কোনো বেশ্যা আহ্বান করে, ৩. স্থূলকুমারী (অধিক বয়স্কা অবিবাহিতা নারী) আহ্বান করে, ৪. পণ্ডক (ক্লীব) আহ্বান করে, ৫. জ্ঞাতিগণ আহ্বান করে, ৬. রাজন্যবর্গ আহ্বান করে, ৭. চোরগণ আহ্বান করে, ৮. ধূর্তগণ আহ্বান করে : 'প্রভো, আসুন, আপনাকে হীরক দিব, স্বর্ণ দিব, ক্ষেত্র দিব, বলদ দিব, গাভী দিব, দাস দিব, দাসী দিব, আপনার ভার্যা হইবার জন্য আমার কন্যা দিব অথবা আপনার জন্য অন্য ভার্যা আনিব।' [পূর্ববৎ]

৯. হে ভিক্ষুগণ, যদি বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষু কোনো অস্বামীক ধন দেখিতে পায় এবং তদ্দর্শনে তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : "ভগবান বলিয়াছেন, 'চিত্ত লঘুপরিবর্তনশীল', (এই ধন-হেতু) আমার ব্রহ্মচর্যের অন্তরায়ও উপস্থিত হইতে পারে।" তাহা হইলে তথা হইতে প্রস্থান করিবে। ইহাতে বর্ষাবাস ভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৫. সংঘভেদ প্রতিরোধের নিমিত্ত স্থানত্যাগ

১. হে ভিক্ষুগণ, যদি বর্ষাবাসনিরত কোনো ভিক্ষু অনেক ভিক্ষুকে সংঘভেদের জন্য পরাক্রম প্রকাশ করিতে দেখে এবং তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'ভগবান সংঘভেদ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়াছেন, অতএব আমার উপস্থিতিতে সংঘভেদ না হউক।' তাহা হইলে তথা হইতে প্রস্থান করিতে পারিবে। ইহাতে বর্ষাবাস ভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

২. হে ভিক্ষুগণ, যদি বর্ষাবাসনিরত কোনো ভিক্ষু শুনিতে পায় : অমুক আবাসে অনেক ভিক্ষু সংঘভেদের নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে এবং তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'ভগবান সংঘভেদ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়াছেন, অতএব আমার উপস্থিতিতে সংঘভেদ না হউক।' তাহা হইলে তথা হইতে প্রস্থান করিতে পারিবে। ইহাতে বর্ষাবাস ভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৩. হে ভিক্ষুগণ, যদি বর্ষাবাসনিরত কোনো ভিক্ষু শুনিতে পায় : অমুক আবাসে অনেক ভিক্ষু সংঘভেদের নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে এবং তখন তাহার মনে এইরূপ চিন্তা উদিত হয় : "সেই ভিক্ষুগণ আমার মিত্র, আমি তাহাদিগকে বলিব, 'বন্ধুগণ, ভগবান সংঘভেদ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়াছেন, অতএব আয়ুষ্মানদিগের সংঘভেদে রুচি না হউক।' এরূপ বলিলে তাহারা আমার বাক্য রক্ষা করিবেন, একাগ্রতার সহিত শ্রবণ করিবেন এবং মনোযোগ দিবেন।" তাহা হইলে তথা হইতে প্রস্থান করিতে পারিবে।

ইহাতে বর্ষাবাস ভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৪. হে ভিক্ষুগণ, যদি বর্ষাবাসনিরত কোনো ভিক্ষু শুনিতে পায় : অমুক আবাসে অনেক ভিক্ষু সংঘভেদের নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে এবং তখন তাহার মনে এইরূপ চিন্তা উদিত হয় : "সেই ভিক্ষুগণ (সংঘভেদে ইচ্ছুক ভিক্ষুগণ) আমার মিত্র নহেন বটে, কিন্তু যাহারা তাহাদের মিত্র তাহারা আমারও মিত্র, আমি তাহাদিগকে বলিব। আমি তাহাদিগকে (আমার মিত্রদিগকে) বলিলে তাহারা তাহাদিগকে (সংঘভেদে ইচ্ছুক ভিক্ষুদিগকে) বলিবেন 'বন্ধুগণ, ভগবান সংঘভেদ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়াছেন অতএব আয়ুষ্মানদের সংঘভেদে রুচি না হউক।' এরূপ বলিলে তাহারা আমার বাক্য রক্ষা করিবেন, একাগ্রতার সহিত শ্রবণ করিবেন এবং মনোযোগ দিবেন।" তাহা হইলে তথা হইতে প্রস্থান করিতে পারিবে। ইহাতে বর্ষাবাস ভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৫. হে ভিক্ষুগণ, যদি বর্ষাবাসনিরত কোনো ভিক্ষু শুনিতে পায় : অমুক আবাসে অনেক ভিক্ষু কর্তৃক সংঘভেদ করা হইয়াছে এবং তখন তাহার মনে এইরূপ চিন্তা উদিত হয় : "সেই ভিক্ষুগণ আমার মিত্র, আমি তাহাদিগকে বলিব, 'বন্ধুগণ, ভগবান সংঘভেদ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়াছেন অতএব আপনাদের সংঘভেদে রুচি না হউক।' এরূপ বলিলে তাহারা আমার বাক্য রক্ষা করিবেন।" [পূর্ববৎ]

৬. হে ভিক্ষুগণ, যদি বর্ষাবাসনিরত কোনো ভিক্ষু শুনিতে পায় : অমুক আবাসে অনেক ভিক্ষু কর্তৃক সংঘভেদ করা হইয়াছে এবং তখন সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হয় : "সেই ভিক্ষুগণ আমার মিত্র নহেন বটে, কিন্তু যাহারা তাহাদের মিত্র তাহারা আমারও মিত্র, আমি তাহাদিগকে (আমার মিত্রদিগকে) বলিব। তাহারা আমার দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে (সংঘভেদকারীদিগকে) বলিবেন : 'বন্ধুগণ, ভগবান সংঘভেদ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়াছেন অতএব আয়ুষ্মানদিগের সংঘভেদে রুচি না হউক।' এরূপ বলিলে তাহারা আমার বাক্য রক্ষা করিবেন, একাগ্রতার সহিত শ্রবণ করিবেন এবং মনোযোগ প্রদান করিবেন।" তাহা হইলে তথা হইতে প্রস্থান করিবে। ইহাতে বর্ষাবাস ভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৭. হে ভিক্ষুগণ, যদি বর্ষাবাসনিরত কোনো ভিক্ষু শুনিতে পায় : অমুক আবাসে অনেক ভিক্ষুণী সংঘভেদ করিবার জন্য পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে এবং তখন তাহার মনে এইরূপ চিন্তা উদিত হয় : "সেই ভিক্ষুণীগণ আমার মিত্র, আমি তাহাদিগকে বলিব, 'ভগ্নিগণ, ভগবান সংঘভেদ করা গুরুতর

অপরাধ বলিয়াছেন অতএব ভগ্নিগণের সংঘভেদে রুচি না হউক।' এরূপ বলিলে তাহারা আমার বাক্য রক্ষা করিবেন, একাগ্রতার সহিত শ্রবণ করিবেন এবং মনোযোগ প্রদান করিবেন।" তাহা হইলে তথা হইতে প্রস্থান করিবে। ইহাতে বর্ষাবাস ভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৮. হে ভিক্ষুগণ, যদি বর্ষাবাসনিরত কোনো ভিক্ষু শুনিতে পায় : অমুক আবাসে অনেক ভিক্ষুণী সংঘভেদের নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে এবং তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : "সেই ভিক্ষুণীগণ আমার মিত্র নহেন বটে, কিন্তু যাহারা তাহাদের মিত্র তাহারা আমারও মিত্র। আমি তাহাদিগকে বলিব। তাহারা (আমার মিত্রগণ) আমার দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে (সংঘভেদেচ্ছুদিগকে) বলিবেন : ভগ্নিগণ, ভগবান সংঘভেদ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়াছেন অতএব ভগ্নিগণের সংঘভেদে রুচি না হউক।' এরূপ বলিলে তাহারা আমার বাক্য রক্ষা করিবেন, একাগ্রতার সহিত শ্রবণ করিবেন এবং মনোযোগ দিবেন।" তাহা হইলে তথা হইতে প্রস্থান করিবে। ইহাতে বর্ষাবাস ভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৯. হে ভিক্ষুগণ, যদি বর্ষাবাসনিরত কোনো ভিক্ষু শুনিতে পায় : অমুক আবাসে অনেক ভিক্ষুণী কর্তৃক সংঘভেদ হইয়াছে এবং তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : "সেই ভিক্ষুণীগণ আমার মিত্র, আমি তাহাদিগকে বলিব, 'ভগ্নিগণ, ভগবান সংঘভেদ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়াছেন অতএব ভগ্নিগণের সংঘভেদে রুচি না হউক।' এরূপ বলিলে তাহারা আমার বাক্য রক্ষা করিবেন, একাগ্রতার সহিত শ্রবণ করিবেন এবং মনোযোগ দিবেন।" তাহা হইলে তথা হইতে প্রস্থান করিবে। ইহাতে বর্ষাবাস ভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

১০. হে ভিক্ষুগণ, যদি বর্ষাবাসনিরত কোনো ভিক্ষু শুনিতে পায় : অমুক আবাসে অনেক ভিক্ষুণী কর্তৃক সংঘভেদ হইয়াছে এবং তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : "সেই ভিক্ষুণীগণ আমার মিত্র নহেন বটে, কিন্তু যাহারা তাহাদের মিত্র তাহারা আমারও মিত্র, আমি তাহাদিগকে (আমার মিত্রদিগকে) বলিব। তাহারা আমার দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে (সংঘভেদকারীগণকে) বলিবেন : 'ভগ্নিগণ, ভগবান সংঘভেদ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়াছেন অতএব ভগ্নিগণের সংঘভেদে রুচি না হউক।' এরূপ বলিলে তাহারা আমার বাক্য রক্ষা করিবেন, একাগ্রতার সহিত শ্রবণ করিবেন এবং মনোযোগ দিবেন।" তাহা হইলে তথা হইতে প্রস্থান করিবে। ইহাতে বর্ষাবাস ভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৬. ভ্রাম্যমাণ গৃহীর সহিত বর্ষাবাস

১. (ক) সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু ব্রজে (গোপালকের বাসস্থানে) বর্ষাবাস করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ব্রজে বর্ষাবাস করিতে পারিবে।"

(খ) ব্রজ স্থানচ্যুত হইল। ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ব্রজের অনুসরণ করিবে।"

২. সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু আসন্ন বর্ষাবাসের সময় সার্থবাহের (শকট বণিকের) সহিত যাইবার সংকল্প করিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সার্থে (শকটে) বর্ষাবাস করিতে পারিবে।"

৩. সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু আসন্ন বর্ষাবাসের সময় নৌকাযোগে যাইবার সংকল্প করিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : নৌকায় বর্ষাবাস করিতে পারিবে।"

৭. বর্ষাবাসের অযোগ্য স্থান

১. সেই সময়ে ভিক্ষুগণ বৃক্ষ-কোটরে বর্ষাবাস করিতেছিলেন। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ বৃক্ষ-কোটরে বর্ষাবাস করিতেছে? যেন তাহারা পিশাচ!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, বৃক্ষ-কোটরে বর্ষাবাস করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২. সেই সময়ে ভিক্ষুগণ বৃক্ষ-বিটপে (শাখায়) বর্ষাবাস করিতেছিলেন। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ বৃক্ষ-বিটপে বর্ষাবাস করিতেছে? যেন তাহারা শিকারী!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, বৃক্ষ-বিটপে বর্ষাবাস করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৩. সেই সময়ে ভিক্ষুগণ উন্মুক্ত স্থানে বর্ষাবাস করিতেছিলেন। তাহারা বারিবর্ষণের সময় বৃক্ষমূলে এবং ছাঁচের দিকে ধাবিত হইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, উন্মুক্ত স্থানে (অনাচ্ছাদিত স্থানে) বর্ষাবাস করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৪. সেই সময়ে ভিক্ষুগণ শয্যাসনব্যতীত বর্ষাবাস করিতেছিলেন। (এইজন্য তাহারা) শীতোষ্ণ দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, শয্যাসনব্যতীত বর্ষাবাস করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৫. সেই সময়ে ভিক্ষুগণ মুর্দাখানায় বর্ষাবাস করিতেছিলেন। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ মুর্দাখানায় বর্ষাবাস করিতেছে? যেন তাহারা শবদাহক (মুর্দাফরাস)!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, মুর্দাখানায় বর্ষাবাস করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৬. সেই সময়ে ভিক্ষুগণ ছত্র-তলে বর্ষাবাস করিতেছিলেন। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ছত্র-তলে বর্ষাবাস করিতেছে? যেন তাহারা রাখাল!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, ছত্র-তলে বর্ষাবাস করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৭. সেই সময়ে ভিক্ষুগণ জালায় (চাটিতে—বৃহৎ মৃন্ময় পাত্রে) বর্ষাবাস করিতেছিলেন। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ জালায় বর্ষাবাস করিতেছে? যেন তাহারা অন্যতীর্থিয়!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, জালায় বর্ষাবাস করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৮. বর্ষাবাসের মধ্যে প্রব্রজ্যা

১. সেই সময়ে শ্রাবস্তীতে সংঘ পরস্পর পরামর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন: 'বর্ষাভ্যন্তরে কাহাকেও প্রব্রজ্যা দান করা হইবে না।' মৃগারমাতা বিশাখার পৌত্র (বর্ষাভ্যন্তরে) ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা যাচঞা করিল। ভিক্ষুগণ (তাহাকে) কহিলেন, "বন্ধো, সংঘ পরামর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন : বর্ষাভ্যন্তরে কাহাকেও প্রব্রজ্যা দান করা হইবে না। অতএব আপনি ভিক্ষুগণের বর্ষাবাস সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, বর্ষাবাস সমাপনের পর আপনাকে প্রব্রজ্যা দিবেন।" অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ বর্ষাবাস সমাপনের পর মৃগারমাতা বিশাখার পৌত্রকে কহিলেন, "বন্ধো, এখন আপনি আসুন, প্রব্রজিত হউন।" সে বলিল, "প্রভো, যদি আমি পূর্বে প্রব্রজিত হইতে পারিতাম তাহা হইলে অভিরমিত হইতাম, এখন কিন্তু আমি প্রব্রজিত হইব না।" (তাহা শ্রবণ করিয়া) মৃগারমাতা বিশাখা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন : "কেন আর্যগণ 'বর্ষাবাসের মধ্যে প্রব্রজ্যা দান করা হইবে না' বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন? কোন সময়ই বা ধর্মাচরণ করিতে পারা যায় না?" ভিক্ষুগণ মৃগারমাতা বিশাখার আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা শুনিতে পাইলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, 'বর্ষাভ্যন্তরে প্রব্রজ্যা দান করা হইবে না' বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া অনুচিত, যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

স্থান পরিবর্তনে দোষী এবং নির্দোষী

১. প্রথম বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়া ব্যতিক্রম নিষিদ্ধ

১. সেই সময়ে আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্র কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে প্রথম বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তিনি সেই আবাসে যাইবার সময় পথের মধ্যে বহুচীবরসম্পন্ন দুইটি আবাস দেখিতে পাইলেন। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "ভালোই, আমি এই দুই আবাসে বর্ষাবাস করিব, এরূপ করিলে আমার বহু চীবর লাভ হইবে।" এই ভাবিয়া তিনি সেই দুই আবাসে বর্ষাযাপন করিতে লাগিলেন। (তদ্দর্শনে) কোশলরাজ প্রসেনজিৎ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিলেন : "কেন আর্য উপনন্দ শাক্যপুত্র আমাকে বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়া বিপরীত আচরণ

করিতেছেন? ভগবান কী অনেক প্রকারে মিথ্যাকথনের নিন্দা এবং মিথ্যাবাক্যবিরতির প্রশংসা করেন নাই?" ভিক্ষুগণ কোশলরাজ প্রসেনজিতের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। (তৎশ্রবণে) যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু তাহারাও আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন : "কেন আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্র কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়া অন্যথা আচরণ করিতেছেন? ভগবান কি অনেক প্রকারে মিথ্যাকথনের নিন্দা এবং সত্যভাষণের প্রশংসা করেন নাই?" অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করাইয়া আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে উপনন্দ, সত্যই কি তুমি কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়া বিপরীত আচরণ করিতেছ?" "হ্যাঁ ভগবান, তাহা সত্য বটে।"

বুদ্ধ ভগবান নিন্দা করিয়া কহিলেন, মোঘপুরুষ, কেন তুমি কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়া বিপরীত আচরণ করিতেছ? মোঘপুরুষ, আমি কি নানাভাবে মিথ্যাকথনের নিন্দা এবং সত্যভাষণের প্রশংসা করি নাই? তোমার এই কার্যে অপ্রসন্নদিগের (শ্রদ্ধাহীনের) প্রসন্নতা (শ্রদ্ধা) উৎপন্ন হইতে পারে না... এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :

"হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুত থাকে, সে সেই আবাসে যাইবার সময় রাস্তার মধ্যে বহুচীবরসম্পন্ন দুই আবাস দেখিতে পায় এবং তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : ভালোই, আমি এই দুই আবাসে বর্ষা যাপন করিব, এরূপে আমার বহুচীবর প্রাপ্তি হইবে। (এই ভাবিয়া) সে সেই দুই আবাসেই বর্ষাযাপন করিতে থাকে। ভিক্ষুগণ, (এরূপ করিলে) সেই ভিক্ষুর প্রথম (বর্ষাবাস) পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।"

২. প্রথম বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়া আবাসে গমনাগমনে অপরাধ

১. (ক) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোসথ করিয়া প্রতিপদতিথিতে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন বিস্তৃত করে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং সেই দিনেই নিষ্প্রয়োজনে অন্যত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

(খ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোসথ (উপবসথ) করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন বিস্তারিত করে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং সেই দিবসেই প্রয়োজনবশত অন্যত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

(গ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোসথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন বিস্তৃত করে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং দুই-তিন দিন অবস্থান করিয়া নিষ্প্রয়োজনে অন্যত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

(ঘ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোসথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং দুই-তিন দিবস অবস্থান করিয়া প্রয়োজনবশত অন্যত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

(ঙ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোসথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং দুই-তিন দিবস অবস্থান করিয়া সপ্তাহের প্রয়োজনে অন্যত্র প্রস্থান করে এবং সেই সপ্তাহ বাহিরে অতিবাহিত করে,

তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

৩. কখন গমনাগমন উচিত এবং অনুচিত?

২. (ক) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোসথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং দুই-তিন দিবস অবস্থান করিয়া সপ্তাহের প্রয়োজনে অন্যত্র প্রস্থান করে এবং সেই সপ্তাহের অভ্যন্তরে প্রত্যাগমন করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় এবং প্রতিশ্রুতিহেতু অপরাধও হয় না।

(খ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোসথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং প্রবারণার সপ্তাহ পূর্বে প্রয়োজনবশত অন্যত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে সে (পুনরায়) সেই আবাসে প্রত্যাগমন করুক বা না করুক সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় এবং প্রতিশ্রুতিহেতু অপরাধও হয় না।

৩. (ক) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোসথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং সেই দিবসেই নিষ্প্রয়োজনে অন্যত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

(খ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোসথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং সেই দিবসেই প্রয়োজনবশত অন্যত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

(গ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোসথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে,

পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং দুই-তিন দিবস অবস্থান করিয়া নিষ্প্রয়োজনে অন্যত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে তাহার প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না, বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

(ঘ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোসথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং দুই-তিন দিবস অবস্থান করিয়া প্রয়োজনবশত অন্যত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে তাহার প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

(ঙ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোসথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয়, দুই-তিন দিবস অবস্থান করিয়া সপ্তাহের প্রয়োজনে অন্যত্র প্রস্থান করে এবং সেই সপ্তাহ বাহিরে অতিবাহিত করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না, বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

(চ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোসথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং দুই-তিন দিবস অবস্থান করিয়া সপ্তাহের প্রয়োজনে অন্যত্র প্রস্থান করে এবং সেই সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় এবং প্রতিশ্রুতিহেতু অপরাধও হয় না।

৪. হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোসথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং প্রবারণার (আশ্বিনী পূর্ণিমার) সপ্তাহ পূর্বে প্রয়োজনবশত অন্যত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে সে সেই আবাসে (পুনরায়) আসুক বা না আসুক সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় এবং প্রতিশ্রুতিহেতু অপরাধও হয় না।

৪. দ্বিতীয় বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়া গমনাগমনে দোষী-নির্দোষী

১. (ক) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোসথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং সেই দিবসেই নিষ্প্রয়োজনে অন্যত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

(খ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোসথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং সেই দিবসেই প্রয়োজনবশত অন্যত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

(গ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোসথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং দুই-তিন দিবস অবস্থান করিয়া নিষ্প্রয়োজনে অন্যত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে তাহার দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না, বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

(ঘ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোসথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং দুই-তিন দিবস অবস্থান করিয়া প্রয়োজনবশত অন্যত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে তাহার দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

(ঙ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোসথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয়, দুই-তিন দিবস অবস্থান করিয়া সপ্তাহের প্রয়োজনে অন্যত্র প্রস্থান করে এবং সেই সপ্তাহ বাহিরে অতিবাহিত করে, তাহা হইলে

সেই ভিক্ষুর দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

২. (ক) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোসথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয়, দুই-তিন দিবস অবস্থান করিয়া সপ্তাহের প্রয়োজনে অন্যত্র প্রস্থান করে এবং সেই সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় বরং প্রতিশ্রুতিহেতু অপরাধও হয় না।

(খ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোসথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং কৌমুদি চাতুর্মাস্যের (কার্তিকী পূর্ণিমার) সপ্তাহ পূর্বে প্রয়োজনবশত অন্যত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে সেই আবাসে পুনরায় আসুক বা না আসুক সেই ভিক্ষুর দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় এবং প্রতিশ্রুতিহেতু অপরাধও হয় না।

৩. (ক) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া সময় বাহিরে উপোসথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং সেই দিবসেই নিষ্প্রয়োজনে অন্যত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে তাহার দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

(খ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোসথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং সেই দিবসেই প্রয়োজনবশত অন্যত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে তাহার দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

(গ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোসথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং দুই-তিন দিন অবস্থান করিয়া নিষ্প্রয়োজনে অন্যত্র

প্রস্থান করে, তাহা হইলে তাহার দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু ‘দুক্কট’ অপরাধ হয়।

(ঘ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোসথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং দুই-তিন দিবস অবস্থান করিয়া প্রয়োজনবশত অন্যত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে তাহার দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু ‘দুক্কট’ অপরাধ হয়।

(ঙ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোসথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং দুই-তিন দিবস অবস্থান করিয়া সপ্তাহের প্রয়োজনে অন্যত্র প্রস্থান করে এবং সেই সপ্তাহ বাহিরে অতিবাহিত করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু ‘দুক্কট’ অপরাধ হয়।

৪. (ক) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোসথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং দুই-তিন দিবস অবস্থান করিয়া সপ্তাহের প্রয়োজনে অন্যত্র প্রস্থান করে এবং সেই সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় বরং প্রতিশ্রুতিহেতু অপরাধও হয় না।

(খ) হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোসথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং কৌমুদী চাতুর্মাস্যের (কার্তিকী পূর্ণিমার) সপ্তাহ পূর্বে প্রয়োজনবশত অন্যত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষু পুনরায় সেই আবাসে আসুক বা না আসুক দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় এবং প্রতিশ্রুতিহেতু অপরাধও হয় না।

॥ বর্ষোপনায়ক স্কন্ধ সমাপ্ত ॥

৪. প্রবারণা-স্কন্ধ

প্রবারণার স্থান, কাল এবং ব্যক্তি সম্বন্ধে নিয়ম

[স্থান : শ্রাবস্তী]

১. মৌনব্রত ধারণ অবিধেয়

১. সেই সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডদের আরামে। সেই সময় বহুসংখ্যক সন্দৃষ্ট[১] এবং প্রগাঢ় মিত্রভাবাপন্ন ভিক্ষু কোশল জনপদের এক আবাসে বর্ষাবাস করিতেছিলেন। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "আমরা কোন উপায় অবলম্বন করিলে সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্বিবাদে ও নিরাপদে বর্ষা যাপন করিতে পারিব এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহেও ক্লিষ্ট হইব না?" আবার তাহাদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "যদি আমরা পরস্পর আলাপ-সালাপ না করি এবং যিনি প্রথম গ্রাম হইতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাগমন করেন তিনি আসন পাতিয়া রাখেন, পাদোদক, পাদপীঠ, 'পাদকথলিক' স্থাপন করেন, ভিক্ষান্ন রাখিবার ভাণ্ড ধুইয়া স্থাপন করেন, পানীয়, পরিভোগ্য জলপাত্র স্থাপন করেন এবং যিনি পরে গ্রাম হইতে ভিক্ষান্ন লইয়া প্রত্যাগমন করেন তিনি ইচ্ছা হইলে ভোজনাবশেষ ভোজন করেন, ইচ্ছা না হয়ত তৃণহীন ভূমিতে পরিত্যাগ করেন অথবা অল্পপ্রাণরহিত জলে নিক্ষেপ করেন, আসন উঠাইয়া রাখেন, পাদোদক, পাদপীঠ, 'পাদকথলিক' সামলাইয়া রাখেন, অন্ন-ভাণ্ড ধুইয়া সামলাইয়া রাখেন, পানীয়, পরিভোগ্য জলপাত্র সামলাইয়া রাখেন, ভোজনশালা সম্মার্জন করেন, যিনি পানীয় জলের কলসী, পরিভোগ্য জলের কলসী অথবা পায়খানার জল-পাত্র জলশূন্য দেখিয়া তাহা জলপূর্ণ করিয়া রাখেন, যদি (জলপাত্র) অতিরিক্ত ভারী হয় তাহা হইলে হস্তসঙ্কেতে অন্যকে আহ্বান করিয়া ধরাধরি করিয়া স্থাপন করেন, কিন্তু তজ্জন্য বাক্যোচ্চারণ না করেন তাহা হইলে আমরা সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্বিবাদে ও নির্বিঘ্নে বর্ষা যাপন করিতে পারিব এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহেও ক্লিষ্ট হইব না।"

---

[১]। চক্ষে দেখিয়াছে অথচ আলাপ হয় নাই তাদৃশ ব্যক্তি সন্দৃষ্ট মিত্র নামে অভিহিত।

অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ পরস্পর আলাপসালাপে বিরত হইলেন। এই হইতে যিনি সর্বপ্রথম গ্রাম হইতে ভিক্ষান্ন লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন তিনি আসন পাতিয়া রাখিলেন, পাদোদক, পাদপীঠ, 'পাদকথলিক' স্থাপন করিলেন, অন্নভাণ্ড ধুইয়া স্থাপন করিলেন, পানীয়, পরিভোগ্য জলপাত্র স্থাপন করিলেন এবং যিনি পরে গ্রাম হইতে ভিক্ষান্ন লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন তিনি ইচ্ছা হইলে ভোজনাবশেষ ভোজন করিলেন, ইচ্ছা না হইলে তৃণহীন ভূমিতে পরিত্যাগ করিলেন, অথবা অল্পপ্রাণরহিত জলে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি আসন উঠাইয়া রাখিলেন, পাদোদক, পাদপীঠ, 'পাদকথলিক' সামলাইয়া রাখিলেন, অন্নভাণ্ড ধুইয়া সামলাইয়া রাখিলেন, পানীয়, পরিভোগ্য জলপাত্র সামলাইয়া রাখিলেন, ভোজনশালা সম্মার্জন করিলেন, যিনি পানীয় জলের কলসী, পরিভোগ্য জলের কলসী অথবা পায়খানার জলপাত্র জলশূন্য দেখিয়া তাহা জলপূর্ণ করিয়া রাখিলেন। যদি জলপাত্র অতিরিক্ত ভারী হইল তাহা হইলে হস্তসংকেতে অন্যকে আহ্বান করিয়া জলপাত্র ধরাধরি করিয়া স্থাপন করিয়া জলপূর্ণ করিয়া রাখিলেন; তজ্জন্য বাক্যোচ্চারণ করিলেন না।

বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া ভগবানকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করা ভিক্ষুগণের রীতি ছিল। সেই ভিক্ষুগণ বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া তিন মাস পরে শয্যাসন তুলিয়া রাখিয়া, পাত্রচীবর লইয়া, শ্রাবস্তী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিয়া শ্রাবস্তীর উপকণ্ঠে জেতবনে অনাথপিণ্ডদের আরামে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। আগন্তুকদিগকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা ভগবানের রীতি ছিল। ভগবান সেই ভিক্ষুদিগকে কহিলেন, ভিক্ষুগণ, নিরুপদ্রবে ছিলে ত, সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্বিবাদে ও নির্বিঘ্নে বর্ষা যাপন করিয়াছ তো? ভিক্ষান্ন ক্লিষ্ট হও নাই তো?"

"ভগবান, আমরা নিরুদ্বেগে ছিলাম এবং সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্বিবাদে ও সুখে বর্ষা যাপন করিয়াছি, ভিক্ষান্ন সংগ্রহেও ক্লিষ্ট পাই নাই।"

তথাগতগণ কোনো কোনো বিষয় জ্ঞাত থাকিয়াও জিজ্ঞাসা করেন, আবার কোনো কোনো বিষয় জ্ঞাত থাকিয়াও জিজ্ঞাসা করেন না, সময় বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করেন, আবার সময় বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করেন না। তথাগতগণ সার্থক বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, নিরর্থক বিষয় জিজ্ঞাসা করেন না; তথাগতদিগের নিরর্থক বিষয়ের মূলোচ্ছেদ হইয়াছে। দ্বিবিধ কারণে বুদ্ধ ভগবান ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করেন : 'ধর্মদেশনা করিব অথবা শ্রাবকগণের জন্য শিক্ষাপদ স্থাপন

করিব।’

ভগবান সেই ভিক্ষুদিগকে কহিলেন, “হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কিরূপে সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্বিবাদে ও নির্বিঘ্নে বর্ষাবাস করিয়াছ এবং কিরূপেই বা ভিক্ষান্ন সংগ্রহেও ক্লিষ্ট হও নাই?”

“প্রভো, আমরা সন্দৃষ্ট এবং প্রগাঢ় মিত্রভাবাপন্ন বহুসংখ্যক ভিক্ষু কোশল জনপদের এক আবাসে বর্ষাবাসনিরত ছিলাম। তখন আমাদের মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল : আমরা কোন উপায়ে সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্বিবাদে ও নির্বিঘ্নে বর্ষাবাস যাপন করিতে পারিব এবং ভিক্ষান্নেও ক্লিষ্ট হইব না?” তখন আবার আমাদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “যদি আমরা পরস্পর আলাপসালাপ না করি এবং যিনি প্রথম গ্রাম হইতে ভিক্ষান্ন লইয়া প্রত্যাগমন করিবেন তিনি আসন পাতেন, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক স্থাপন করেন, অন্নভাণ্ড ধুইয়া রাখেন, পানীয়, পরিভোগ্য জলপাত্র স্থাপন করেন এবং যিনি পরে গ্রাম হইতে ভিক্ষান্ন লইয়া প্রত্যাগমন করিবেন তিনি ইচ্ছা হইলে ভোজনাবশেষ ভোজন করেন, ইচ্ছা না হইলে তৃণহীন ভূমিতে অথবা অল্পপ্রাণরহিত জলে নিক্ষেপ করেন, আসন তুলিয়া রাখেন, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক সামলাইয়া রাখেন, অন্নভাণ্ড ধুইয়া সামলাইয়া রাখেন, পানীয়, পরিভোগ্য জলপাত্র সামলাইয়া রাখেন, ভোজনশালা সম্মার্জন করেন এবং যিনি পানীয় জলের কলসী, পরিভোগ্য জলের কলসী অথবা পায়খানার জলপাত্র জলশূন্য দেখিয়া তাহা জলপূর্ণ করিয়া রাখেন, যদি জলপাত্র অতিরিক্ত ভারী হয় তাহা হইলে অন্যকে হস্তসঙ্কেতে আহ্বান করিয়া ধরাধরি করিয়া পাত্র জলপূর্ণ করেন, তজ্জন্য বাক্যোচ্চারণ না করেন, তাহা হইলে আমরা সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্বিবাদে ও সুখে বর্ষাবাস করিতে সমর্থ হইব এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহেও ক্লিষ্ট হইব না।’ প্রভো, এই চিন্তা করিয়া আমরা পরস্পর আলাপসালাপ করিলাম না। যিনি প্রথম গ্রাম হইতে ভিক্ষাচর্যা করিয়া প্রত্যাগমন করিতেন তিনি আসন পাতিতেন, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক স্থাপন করিতেন, অন্ন-পাত্র ধুইয়া স্থাপন করিতেন, পানীয়, পরিভোগ্য জলপাত্র স্থাপন করিতেন এবং যিনি পরে গ্রাম হইতে ভিক্ষাচর্যা করিয়া প্রত্যাগমন করিতেন তিনি ইচ্ছা হইলে ভোজনাবশেষ ভোজন করিতেন, ইচ্ছা না হইলে তৃণহীন ভূমিতে পরিত্যাগ করিতেন অথবা অল্পপ্রাণরহিত জলে নিক্ষেপ করিতেন। তিনি আসন তুলিয়া রাখিতেন, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক সামলাইয়া রাখিতেন, অন্ন-পাত্র ধুইয়া সামলাইয়া রাখিতেন, পানীয়, পরিভোগ্য জলপাত্র

সামলাইয়া রাখিতেন, ভোজনশালা সম্মার্জন করিতেন। যিনি পানীয় জলের কলসী, পরিভোগ্য জলের কলসী অথবা পায়খানার জলপাত্র জলশূন্য দেখিয়া তাহা জলপূর্ণ করিতেন। যদি জলপাত্র অতিরিক্ত ভারী হইত তাহা হইলে হাতের ইশারায় অন্যকে আহ্বান করিয়া জলপাত্র ধরাধরি করিয়া জলপূর্ণ করিতেন, তজ্জন্য বাক্যোচ্চারণ করিতেন না। আমরা এইরূপে সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্বিবাদে ও নির্বিঘ্নে বর্ষাবাস করিয়াছি এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহেও ক্লিষ্ট হই নাই।"

ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, এই মোঘপুরুষগণ প্রতিকূলভাবে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া অনুকূলভাবে সমাপ্ত করিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছে! পশুর[১] ন্যায় বর্ষাবাস করিয়া সুখে করিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছে! মেষের ন্যায় বর্ষাবাস করিয়া সুখে করিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছে! পরস্পর শত্রুর ন্যায় বর্ষাবাস করিয়া সুখে করিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছে! কেন এই মোঘপুরুষগণ তীর্থিকগণের মৌনব্রত গ্রহণ করিল! হে ভিক্ষুগণ, তাহাদের এই কার্যে অপ্রসন্নদিগের প্রসন্নতা উৎপাদন করিবে না... এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :

"হে ভিক্ষুগণ, তীর্থিকগণের মৌনব্রত গ্রহণ করিতে পারিবে না, যে গ্রহণ করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : বর্ষাবাসী ভিক্ষুগণ দৃষ্ট, শ্রুত অথবা আশঙ্কিত ত্রুটি বিষয়ে প্রবারণা[২] করিবে। তাহা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে আনুকূল্যতা, অপরাধ হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় ও বিনয়ানুবর্তিতা আনয়ন করিবে।"

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে প্রবারণা করিবে : দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে : "মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অদ্য প্রবারণা। যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হইলে সংঘ প্রবারণা

---

[১]। পশুরা যেমন নিজের সুখদুঃখের কথা অপরকে বলে না, কেহ কাহাকেও সাদর সম্ভাষণ করে না ইহারাও ঠিক তাহাই করিয়াছে।—সম-পাসা।

[২]। বাঙ্গালা প্রবারণা অর্থে বরণ করা, অভীষ্টদান, কাম্যদান; নিবারণ, মানা, নিষেধ। বিনয় বিধানে 'প্রবারণ' বা 'প্রবারণা' অর্থে ত্রুটি বা নৈতিকস্খলন নির্দেশ করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ। প্রবারণা এইরূপ ত্রুটি বা নৈতিকস্খলন নির্দেশ করিবার উপযুক্ত অবকাশও বটে। প্রার্থী স্বীয় দোষ নির্দেশ করিবার জন্য অন্যকে অনুরোধ করেন এবং অনুরুদ্ধ ব্যক্তি প্রার্থীকে তাহার দোষ নির্দেশ করেন।

করিতে পারেন।” (তখন) স্থবির ভিক্ষু উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করিয়া, পদের অগ্রভাগে ভর দিয়া বসিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ বলিবে : দৃষ্ট, শ্রুত অথবা আশঙ্কিত ত্রুটি সম্বন্ধে সংঘকে প্রবারণা করিতেছি। আয়ুষ্মানগণ দৃষ্ট, শ্রুত অথবা আশঙ্কিত, আমার এরূপ কোনো ত্রুটি থাকিলে তাহা আপনারা অনুগ্রহপূর্বক আমাকে বলুন। নিজের মধ্যে কথিত ত্রুটি দেখিলে আমি তাহার প্রতিকার করিব।” [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এইরূপ।] উক্ত নিয়মে নবীন ভিক্ষুগণও প্রবারণা করিবে।

২. বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মুখে বসিবার নিয়ম

১. সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু স্থবির ভিক্ষুগণ পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া প্রবারণা করিবার সময় আসনে বসিয়া থাকিত। (তদ্দর্শনে) অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন : ‘কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষু স্থবির ভিক্ষুগণ পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া প্রবারণা করিবার সময় আসনে বসিয়া থাকে?’ সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষু স্থবির ভিক্ষু পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া প্রবারণা করিবার সময় আসনে বসিয়া থাকে?” “হ্যাঁ ভগবান, তাহা সত্য বটে।”

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন : হে ভিক্ষুগণ, কেন সেই মোঘপুরুষগণ স্থবির ভিক্ষু পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া প্রবারণা করিবার সময় আসনে বসিয়া থাকে? ভিক্ষুগণ, তাহাদের এই কার্যে অপ্রসন্নদিগের প্রসন্নতা উৎপাদন করিবে না... এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :

“হে ভিক্ষুগণ, স্থবির ভিক্ষুগণ পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া প্রবারণা করিবার সময় (অন্য ভিক্ষুগণ) আসনে বসিয়া থাকিতে পারিবে না, যে বসিয়া থাকিবে তাহার ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।”

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সকলকেই পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া প্রবারণা করিতে হইবে।”

২. সেই সময় জরাদুর্বল জনৈক স্থবির সকলের প্রবারণা সমাপ্তির প্রতীক্ষায় পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া থাকায় মূর্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পার্শ্বে উপবিষ্ট ভিক্ষু প্রবারণা

করিবার সময় পদাগ্রে ভর দিয়া বসিবে এবং প্রবারণা সমাপ্ত হইলে আসনে বসিবে?”

৩. প্রবারণার তিথি

ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “প্রবারণা-তিথি কয়টি?” ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, প্রবারণার দুই তিথি, চতুর্দশী এবং পঞ্চদশী। প্রবারণার এই দুই তিথি।”

৪. প্রবারণা-কর্ম

ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “প্রবারণা-কর্ম বা কয় প্রকার?” তাহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, প্রবারণা-কর্ম চারি প্রকার; যথা : (১) ধর্মবিরুদ্ধ বর্গের (সংঘের একাংশের) প্রবারণা-কর্ম, (২) ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র সংঘের প্রবারণা-কর্ম, (৩) ধর্মানুকূল বর্গের প্রবারণা-কর্ম এবং (৪) ধর্মানুকূল সমগ্র সংঘের প্রবারণা-কর্ম।”

হে ভিক্ষুগণ, তন্মধ্যে এই যে ধর্মবিরুদ্ধ সংঘের একাংশের প্রবারণা-কর্ম, তাহা করা উচিত নহে, আমি এইরূপ প্রবারণা-কর্মের বিধান প্রদান করি নাই। এই যে ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র সংঘের প্রবারণা-কর্ম, তাহা করা উচিত নহে, আমি এইরূপ প্রবারণা-কর্মের বিধান প্রদান করি নাই। এই যে ধর্মানুকূল বর্গের প্রবারণা-কর্ম তাহা করা উচিত নহে, আমি এইরূপ প্রবারণা-কর্মের বিধান প্রদান করি নাই। এই যে ধর্মানুকূল সমগ্র সংঘের প্রবারণা-কর্ম তাহাই করা উচিত, আমি এইরূপ প্রবারণা-কর্ম করিবার জন্যই বিধান প্রদান করিয়াছি। হে ভিক্ষুগণ, অতএব তোমাদের এইরূপ শিক্ষা করা উচিত : ধর্মানুকূল সমগ্র সংঘের প্রবারণা-কর্ম করিব।

৫. অনুপস্থিত ভিক্ষুর প্রবারণা

১. ভগবান, ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, “হে ভিক্ষুগণ, সমবেত হও, সংঘ প্রবারণা করিবে।” তখন জনৈক ভিক্ষু কহিলেন, “প্রভো, জনৈক ভিক্ষু পীড়িত হইয়াছেন, তিনি উপস্থিত হন নাই।” (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : রুগ্‌ণ ভিক্ষুকে প্রবারণা দিতে হইবে।”

হে ভিক্ষুগণ, (প্রবারণা) এইভাবে দিতে হইবে : সেই রুগ্ণ ভিক্ষুকে জনৈক ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া, উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করিয়া, পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ বলিতে হইবে : 'প্রবারণার ভার দিতেছি, আমার প্রবারণার ভার লইয়া আপনি গমন করুন, আমার পক্ষ হইয়া প্রবারণা করুন' এইভাবে দৈহিক সংকেতে জ্ঞাপন করিলে, বাক্যে জ্ঞাপন করিলে এবং সংকেত ও বাক্যে জ্ঞাপন করিলে প্রবারণার ভার প্রদত্ত হয়। সংকেতে জ্ঞাপন না করিলে, বাক্যে জ্ঞাপন না করিলে এবং সংকেতে ও বাক্যে জ্ঞাপন না করিলে প্রবারণার ভার প্রদত্ত হয় না। যদি এরূপে পারা যায় তাহা হইলে ভালো, যদি পারা না যায় তাহা হইলে সেই রুগ্ণ ভিক্ষুকে মঞ্চে অথবা চৌকিতে স্থাপন করিয়া সংঘসভায় আনিয়া প্রবারণা করিতে হইবে।

হে ভিক্ষুগণ, যদি রুগ্ণ পরিচারক ভিক্ষুদিগের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'আমরা এই রুগ্ণ ভিক্ষুকে স্থানচ্যুত করিলে তাহার রোগবৃদ্ধি অথবা মৃত্যু হইতে পারে।' তাহা হইলে রোগীকে স্থানচ্যুত করিবে না, সংঘকে সেখানে (রোগীর বাসস্থানে) যাইয়া প্রবারণা করিতে হইবে। তজ্জন্য সংঘের একাংশ (পৃথকভাবে) প্রবারণা করিতে পারিবে না, যদি করে তাহা হইলে 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

২. হে ভিক্ষুগণ, যদি প্রবারণার ভার অর্পণ করিবার পর প্রবারণাবাহক সেস্থান হইতে প্রস্থান করে তাহা হইলে (পুনরায়) প্রবারণার ভার অন্যকে দিতে হইবে। ভিক্ষুগণ, যদি প্রবারণার ভার দিবার পর প্রবারণাবাহক সেইস্থানেই গৃহস্থ হইয়া যায়, কালগত হয়, শ্রামণের হইয়া যায়, শিক্ষা প্রত্যাখ্যানকারী, অন্তিমবস্তু (পারাজিক অপরাধ) প্রাপ্ত হয়, উন্মাদগ্রস্ত হয়, বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়, বেদনার্ত হয়, অপরাধ অদর্শনহেতু উৎক্ষিপ্ত মধ্যে পরিগণিত হয়, অপরাধের প্রতিকার না করায়, উৎক্ষিপ্ত মধ্যে গণ্য হয়, হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করায় উৎক্ষিপ্ত মধ্যে গণ্য হয়, পণ্ডক মধ্যে গণ্য হয়, স্তেয়সংবাসক মধ্যে গণ্য হয়, তীর্থিকপ্রস্থানক মধ্যে গণ্য হয়, মানবেতর জীবমধ্যে গণ্য হয়, মাতৃহন্তারূপে গণ্য হয়, পিতৃহন্তারূপে গণ্য হয়, অর্হৎহন্তারূপে গণ্য হয়, ভিক্ষুণীদূষকরূপে গণ্য হয়, সংঘভেদকরূপে গণ্য হয়, রক্তপাতকরূপে গণ্য হয়, উভয় লক্ষণবিশিষ্টে গণ্য হয় তাহা হইলে প্রবারণার ভার অন্যকে প্রদান করিবে। [অবশিষ্টাংশ উপোসথ-স্কন্ধকে বর্ণিত 'পরিশুদ্ধি' প্রদান সদৃশ; কেবল 'পরিশুদ্ধি' স্থলে 'প্রবারণা' পড়িতে হইবে।]

৩. সেই সময়ে প্রবারণা-দিবসে জনৈক ভিক্ষুকে তাহার জ্ঞাতিগণ আবদ্ধ

করিয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

হে ভিক্ষুগণ, যদি প্রবারণা-দিবসে কোনো ভিক্ষুকে তাহার জ্ঞাতিগণ আবদ্ধ করে তাহা হইলে সেই জ্ঞাতিগণকে ভিক্ষুগণের এরূপ বলিতে হইবে : "আয়ুষ্মানগণ, আপনারা এই ভিক্ষুকে মুহূর্তের নিমিত্ত মুক্তিদান করুন যাহাতে প্রবারণা করিতে পারেন।" এইভাবে মুক্ত করিতে পারিলে ভালো, যদি মুক্ত করিতে পারা না যায় তাহা হইলে সেই জ্ঞাতিগণকে এরূপ বলিতে হইবে : "আয়ুষ্মানগণ, আপনারা মুহূর্তের জন্য একান্তে অপসৃত হউন যাহাতে এই ভিক্ষু প্রবারণার ভার অপরকে প্রদান করিতে পারেন।" এরূপে পারিলে ভালো, যদি পারা না যায় তাহা হইলে সেই জ্ঞাতিগণকে এইরূপ বলিতে হইবে : "আয়ুষ্মানগণ, আপনারা এই ভিক্ষুকে মুহূর্তের জন্য সীমার বাহিরে লইয়া গমন করুন যেন সংঘ প্রবারণা করিতে পারেন।" এরূপে পারিলে ভালো, যদি পারা না যায় তাহা হইলে তজ্জন্য সংঘের একাংশ (পৃথকভাবে) প্রবারণা করিতে পারিবে না, যদি করে তাহা হইলে 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

৪. হে ভিক্ষুগণ, যদি প্রবারণা-দিবসে কোনো ভিক্ষুকে রাজা, ৫. চোর, ৬. ধূর্ত, ৭. ভিক্ষুশত্রু আবদ্ধ করে তাহা হইলে তাহাদিগকে এরূপ বলিতে হইবে। [অবশিষ্টাংশ জ্ঞাতি দ্বারা আবদ্ধ হওয়া সদৃশ।]

৬. সংঘ-প্রবারণায় প্রত্যাশিত ভিক্ষুর সংখ্যা

সেই সময়ে এক আবাসে প্রবারণা-দিবসে পাঁচজন ভিক্ষু অবস্থান করিতেছিলেন। সেই ভিক্ষুদিগের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন : সংঘ প্রবারণা করিতে হইবে', অথচ আমরা পাঁচজন মাত্র, অতএব আমরা কীরূপ প্রবারণা করিব?" ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পাঁচজনে সংঘ প্রবারণা করিবে।"

৭. অন্যান্য প্রবারণার বিষয়

১. সেই সময়ে এক আবাসে প্রবারণা-দিবসে চারিজন ভিক্ষু অবস্থান করিতেছিলেন। সেই ভিক্ষুদিগের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন : 'পাঁচজনে সংঘ প্রবারণা করিবে', অথচ আমরা চারিজন

মাত্র, অতএব আমরা কিরূপ প্রবারণা করিব?” তাহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : চারিজনে পরস্পর প্রবারণা করিবে।”

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে প্রবারণা করিবে : দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু উপস্থিত ভিক্ষুদিগকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে : “আয়ুষ্মানগণ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অদ্য প্রবারণা। যদি আয়ুষ্মানগণ উচিত বোধ করেন তাহা হইলে আমরা পরস্পর প্রবারণা করিতে পারি।” (অতঃপর) স্থবির ভিক্ষু উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করিয়া পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই ভিক্ষুদিগকে এরূপ বলিবে : “বন্ধুগণ, আপনারা যদি আমার কোনো অপরাধ দেখিয়া থাকেন, শ্রবণ করিয়া থাকেন অথবা আমার অপরাধ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ করিয়া থাকেন তাহা হইলে আয়ুষ্মানগণ অনুকম্পা করিয়া আমাকে জ্ঞাপন করুন (প্রদর্শন করুন), (আমি) দেখিলে (তাহার) প্রতিকার করিব। [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এইরূপ বলিবে।] উক্ত নিয়মে নবীন ভিক্ষুগণ প্রবারণা করিবে।

২. সেই সময়ে প্রবারণা-দিবসে এক আবাসে তিনজন মাত্র ভিক্ষু অবস্থান করিতেছিলেন। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন : ‘পাঁচজনে সংঘ প্রবারণা করিবে, চারিজনকে পরস্পর প্রবারণা করিতে হইবে’, অথচ আমরা তিনজন মাত্র, অতএব আমরা কিরূপ প্রবারণা করিব?” তাহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : তিনজনে পরস্পর প্রবারণা করিবে।”

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে প্রবারণা করিবে : দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সেই ভিক্ষুদিগকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে : “আয়ুষ্মানগণ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অদ্য প্রবারণা। যদি আয়ুষ্মানগণ উচিত মনে করেন তাহা হইলে আমরা পরস্পর প্রবারণা করিতে পারি।” (অতঃপর) স্থবির ভিক্ষু দেহের একাংশ উত্তরাসঙ্গ দ্বারা আবৃত করিয়া, পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই ভিক্ষুদিগকে এরূপ বলিবে : “বন্ধুগণ, আপনারা যদি আমার কোনো অপরাধ দেখিয়া থাকেন, শ্রবণ করিয়া থাকেন অথবা আমার অপরাধ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ করিয়া থাকেন তাহা হইলে আয়ুষ্মানগণ অনুকম্পা করিয়া আমাকে বলুন (প্রদর্শন করুন), (আমি) দেখিলে (সেই

অপরাধের) প্রতিকার করিব।" [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এইরূপ বলিবে।] উক্ত নিয়মে নবীন ভিক্ষুগণ প্রবারণা করিবে।

৩. সেই সময়ে এক আবাসে প্রবারণা-দিবসে দুইজন ভিক্ষু অবস্থান করিতেছিলেন। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "ভগবান পাঁচজন ভিক্ষুকে সংঘ প্রবারণা করিতে, চারিজনকে পরস্পর প্রবারণা করিতে এবং তিনজনকে পরস্পর প্রবারণা করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন, অথচ আমরা দুইজন মাত্র, অতএব আমাদিগকে কিরূপ প্রবারণা করিতে হইবে?" ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দুইজনে পরস্পর প্রবারণা করিবে।"

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে প্রবারণা করিবে : স্থবির ভিক্ষু দেহের একাংশ উত্তরাসঙ্গ দ্বারা আবৃত করিয়া, পদের অগ্রভাগে ভর করিয়া বসিয়া এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া নূতন ভিক্ষুকে এরূপ বলিবে : "বন্ধো, আপনি যদি আমার কোনো অপরাধ দেখিয়া থাকেন, শ্রবণ করিয়া থাকেন অথবা আমার অপরাধ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ করিয়া থাকেন তাহা হইলে আয়ুষ্মান অনুকম্পা করিয়া আমাকে বলুন (প্রদর্শন করুন), (আমি) দেখিলে (সেই অপরাধের) প্রতিকার করিব।" [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এইরূপ।] উক্ত নিয়মে নবীন ভিক্ষু প্রবারণা করিবে।

৮. একজনের প্রবারণা

সেই সময়ে এক আবাসে প্রবারণা-দিবসে একজন ভিক্ষু অবস্থান করিতেছিলেন। সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইল : ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন : 'পাঁচজনে সংঘ প্রবারণা করিবে, চারিজনকে পরস্পরে প্রবারণা করিবে, তিনজনে পরস্পরে প্রবারণা করিবে এবং দুইজনেও পরস্পরে প্রবারণা করিবে। অথচ আমি একজন মাত্র, অতএব এখন আমাকে কিরূপ প্রবারণা করিতে হইবে?' ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

হে ভিক্ষুগণ, প্রবারণা-দিবসে কোনো আবাসে একজন মাত্র ভিক্ষু অবস্থান করে তাহা হইলে সেই ভিক্ষুকে যেই উপস্থানশালা, মণ্ডপ অথবা বৃক্ষমূলে ভিক্ষুগণ আগমন করে সেই স্থান সম্মার্জন করিয়া, তথায় পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করিয়া, আসন পাতিয়া, প্রদীপ জ্বালিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। যদি অপর ভিক্ষুগণ আসে তাহা হইলে তাহাদের সহিত প্রবারণা করিতে

হইবে। যদি না আসে তাহা হইলে ‘অদ্য আমার প্রবারণা’ এই বলিয়া অধিষ্ঠান করিতে হইবে। যদি অধিষ্ঠান না করে তাহা হইলে তাহার ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে। [অবশিষ্টাংশ ১৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। কেবল ‘উপোসথ’ ও ‘পরিশুদ্ধি’ স্থানে ‘প্রবারণা’ পড়িতে হইবে।]

৯. প্রবারণা-সময়ে অপরাধের প্রতিকার

সেই সময়ে প্রবারণা করিবার সময় জনৈক ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তখন সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন : ‘অপরাধী ভিক্ষু প্রবারণা করিতে পারিবে না’, আমি অপরাধী হইয়াছি, এখন আমায় কী করিতে হইবে?” তিনি ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

হে ভিক্ষুগণ, যদি প্রবারণা-দিবসে কোনো ভিক্ষু অপরাধী হয় তাহা হইলে সেই ভিক্ষুকে জনৈক ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া, উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করিয়া, পদের অগ্রভাগে ভর দিয়া বসিয়া এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ বলিতে হইবে : “বন্ধো, আমি অমুক অপরাধে অপরাধী হইয়াছি তাহা (আপনার নিকট) প্রতিদেশনা (প্রকাশ) করিতেছি।” সেই ভিক্ষু বলিবে : “আপনি (কৃতঅপরাধ) দেখিতেছেন কি?” হ্যাঁ দেখিতেছি (স্বীকার করিতেছি)।” “তাহা হইলে আপনি এবিষয়ে ভবিষ্যতে সাবধান হইবেন।” [অবশিষ্টাংশ ১৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। কেবল ‘প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তির সময়’ স্থানে ‘প্রবারণা করিবার সময়’ পড়িতে হইবে।]

॥ প্রথম ভণিতা সমাপ্ত ॥

কোনো ভিক্ষুর অনুপস্থিতিতে কৃত নীতিবিরুদ্ধ প্রবারণা
ক. ১. আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুর অনুপস্থিতি না জানিয়া কৃত নির্দোষ প্রবারণা

সেই সময়ে এক আবাসে প্রবারণার সময় বহুসংখ্যক আবাসবাসী ভিক্ষু সমবেত হইয়াছিলেন, তাহারা সংখ্যায় পাঁচজন বা ততোধিক। তাহারা জানিতেন না আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ অনুপস্থিত আছেন। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সংঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া প্রবারণা করিতেছিলেন। তাহাদের প্রবারণা করিবার সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অথচ তাহারা সংখ্যায় (পূর্বাগতদিগের অপেক্ষা) অধিক। তাহারা ভগবানকে এই বিষয়

জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, এক আবাসে প্রবারণার সময় আবাসস্থ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় পাঁচজন বা তদধিক। তাহারা জানে না যে আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া আপনারা সংঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া প্রবারণা করিতে থাকে। তাহারা প্রবারণা করিবার সময় আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু তাহারা সংখ্যায় (পূর্বাগতের অপেক্ষা) অধিক। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুদিগকে (পূর্বাগতকে) পুনরায় প্রবারণা করিতে হইবে, ইহাতে প্রবারণাকারীর অপরাধ হইবে না। [অবশিষ্টাংশ ১৭৯ হইতে ১৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। কেবল ‘উপোসথের’ স্থানে ‘প্রবারণা’ এবং ‘চারি ভিক্ষুর’ স্থানে ‘পাঁচ ভিক্ষু’ পড়িতে হইবে।]

॥ দ্বিতীয় ভণিতা সমাপ্ত ॥

অসাধারণাবস্থায় প্রবারণা

১. বিশেষ অবস্থায় সংক্ষিপ্ত প্রবারণা

১. (ক) সেই সময়ে কোশল জনপদের এক আবাসে প্রবারণার সময় শবরের (বন্যজাতির) উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ত্রিবাক্যে[১] প্রবারণা করিতে পারিলেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দ্বিবাক্যে প্রবারণা করিবে।”

(খ) অধিকতর শবর-উপদ্রব হইল। ভিক্ষুগণ দ্বিবাক্যেও প্রবারণা করিতে পারিলেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : একবাক্যে প্রবারণা করিবে।”

(গ) শবরের উপদ্রব বৃদ্ধি পাইল। ভিক্ষুগণ একবাক্যেও প্রবারণা করিতে পারিলেন না। ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সমবয়স্ক[২] ভিক্ষুগণ একসঙ্গে প্রবারণা করিবে।”

---

[১]। ‘মাননীয় সংঘের নিকট প্রবারণা ... ... করিব’ এই বাক্য তিনবার বলা।

[২]। ‘মাননীয় সংঘের নিকট প্রবারণা ... ... করিব’ এই বাক্য সমবয়স্ক ভিক্ষুগণ একসঙ্গে সমস্বরে বলিবে।

২. সেই সময়ে এক আবাসে প্রবারণার সময় জনসাধারণ দান দিতে দিতে রাত্রির অধিকাংশ অতিবাহিত করিল। তখন সেই স্থানে উপস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "এই জনসাধারণ দান দিতে দিতে রাত্রির অধিকাংশ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। যদি সংঘ ত্রিবাক্যে প্রবারণা করেন তাহা হইলে সংঘ অপ্রবারিত থাকিবেন এবং রাত্রিও প্রভাত হইয়া যাইবে। এখন আমাদিগকে কী করিতে হইবে?" ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো আবাসে প্রবারণার সময় জনসাধারণ দান দিতে দিতে রাত্রির অধিকাংশ অতিবাহিত হইয়া যায় এবং সেখানের ভিক্ষুদিগের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'জনসাধারণ দান দিতে দিতে রাত্রির অধিকাংশ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এই অবস্থায় সংঘ ত্রিবাক্যে প্রবারণা করিলে সংঘ অপ্রবারিতই থাকিবেন এবং রাত্রিও প্রভাত হইয়া যাইবে' তাহা হইলে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে : "মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন; জনসাধারণ দান দিতে দিতে রাত্রির অধিকাংশ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, যদি সংঘ ত্রিবাক্যে প্রবারণা করেন তাহা হইলে সংঘ অপ্রবারিতই থাকিবেন এবং রাত্রিও প্রভাত হইয়া যাইবে। অতএব সংঘ উচিত মনে করিলে দ্বিবাক্যে, একবাক্যে কিংবা সমবয়স্কের প্রবারণা করিতে পারেন।"

৩. হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো আবাসে প্রবারণার সময় ভিক্ষুগণ ধর্মচর্চা করায়, সৌত্রান্তিকগণ সূত্র সঙ্গায়ন করায়, বিনয়ধরগণ বিনয় মীমাংসা করায়, ধর্মকথিকগণ ধর্মালোচনা করায় এবং ভিক্ষুগণ কলহে রত থাকায় রাত্রির অধিকাংশ অতিবাহিত হয় এবং আবাসবাসী ভিক্ষুদিগের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'ভিক্ষুগণের কলহ হেতু রাত্রির অধিকাংশ অতিবাহিত হইয়াছে, সংঘ ত্রিবাক্যে প্রবারণা করিলে সংঘ অপ্রবারিতই থাকিবেন এবং রাত্রিও প্রভাত হইয়া যাইবে।' তাহা হইলে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে : "মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। ভিক্ষুগণ কলহরত থাকায় রাত্রির অধিকাংশ অতিবাহিত হইয়াছে, যদি সংঘ ত্রিবাক্যে প্রবারণা করেন তাহা হইলে সংঘও অপ্রবারিতই থাকিবেন এবং রাত্রিও প্রভাত হইয়া যাইবে, অতএব সংঘ উচিত মনে করিলে দ্বিবাক্যে, একবাক্যে কিংবা সমবয়স্কের প্রবারণা করিতে পারেন।"

৪. সেই সময়ে কোশল জনপদের এক আবাসে প্রবারণার সময় বৃহৎ ভিক্ষুসংঘ সমবেত হইয়াছিলেন, সেখানে বৃষ্টি পড়ে না তেমন স্থান অল্পই

ছিল এবং আকাশেও মেঘ উঠিয়াছিল। অনন্তর সেই ভিক্ষুদিগের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "এখানে বৃহৎ ভিক্ষুসংঘ সমবেত হইয়াছেন, বৃষ্টি পড়ে না তেমন স্থানও অল্প এবং মহামেঘও উত্থিত হইয়াছে। যদি সংঘ ত্রিবাক্যে প্রবারণা করেন তাহা হইলে সংঘও অপ্রবারিত থাকিবেন এবং বৃষ্টিও বর্ষিত হইবে। অতএব এখন আমরা কী করিব?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো আবাসে প্রবারণার সময় বৃহৎ ভিক্ষুসংঘ সমবেত হয়, সেখানে বৃষ্টি পড়ে না তেমন স্থানেরও অভাব হয়, আকাশেও মেঘ উত্থিত হয় এবং সেখানের ভিক্ষুদিগের মনেও এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানে এই বৃহৎ ভিক্ষুসংঘ সমবেত হইয়াছেন, বৃষ্টি পড়ে না তেমন স্থানও অল্প এবং মহামেঘও উঠিয়াছে, সংঘ ত্রিবাক্যে প্রবারণা করিলে সংঘও অপ্রবারিত থাকিবেন, মেঘও বর্ষণ করিবে।' তাহা হইলে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে : "মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন : এখানে বৃহৎ ভিক্ষুসংঘ সমবেত হইয়াছেন, বৃষ্টি পড়ে না তেমন স্থানও অল্প এবং মহামেঘও উঠিয়াছে। যদি সংঘ ত্রিবাক্যে প্রবারণা করেন তাহা হইলে সংঘও অপ্রবারিত থাকিবেন এবং মেঘও বর্ষণ করিবে। অতএব সংঘ উচিত মনে করিলে দ্বিবাক্যে, একবাক্যে অথবা সমবয়স্কের প্রবারণা করিতে পারেন।"

৫. হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো আবাসে প্রবারণার সময় রাজার উপদ্রব, ৬. চোরের উপদ্রব, ৭. অগ্নির উপদ্রব, ৮. জলের উপদ্রব, ৯. মনুষ্যের উপদ্রব, ১০. অমনুষ্যের (ভূত, প্রেতের) উপদ্রব, ১১. হিংস্রজন্তুর উৎপাত, ১২. সরীসৃপের উৎপাত, ১৩. জীবননাশের আশঙ্কা, ১৪. ব্রহ্মচর্যচ্যুতির আশঙ্কা উপস্থিত হয় এবং সেখানের ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখন ব্রহ্মচর্যনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে, যদি সংঘ ত্রিবাক্যে প্রবারণা করেন তাহা হইলে ব্রহ্মচর্যনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হওয়ায় সংঘ অপ্রবারিতই থাকিবেন' তাহা হইলে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে : "মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন : এখন এখানে ব্রহ্মচর্যনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে, যদি সংঘ ত্রিবাক্যে প্রবারণা করেন তাহা হইলে ব্রহ্মচর্যনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হওয়ায় সংঘ অপ্রবারিতই থাকিবেন। অতএব সংঘ উচিত মনে করিলে দ্বিবাক্যে, একবাক্যে অথবা সমবয়স্কের প্রবারণা করিতে পারেন।"

২. অপরাধীর প্রবারণা নিষিদ্ধ

সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু অপরাধী হইয়া প্রবারণা করিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, অপরাধী প্রবারণা করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যে অপরাধী হইয়া প্রবারণা করিবে অবকাশ করাইয়া তাহার উপর দোষারোপ করিবে।"

প্রবারণা স্থগিত করা

১. অবকাশ না করিলে স্থগিত করিবে

সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু অবকাশ করাইবার সময় অবকাশ করিতে ইচ্ছা করিত না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যে অবকাশ করিবে না তাহার প্রবারণা স্থগিত করিবে।"

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে স্থগিত করিবে : উপস্থিত প্রবারণা চতুর্দশী কিংবা পঞ্চদশীতে সেই ব্যক্তির (অপরাধীর) উপস্থিতিতে সংঘসভায় দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু বলিবে : "মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ভিক্ষু অপরাধী হইয়া প্রবারণা করিতেছেন, অতএব আমি তাহার প্রবারণা স্থগিত করিতেছি। তিনি উপস্থিত থাকিলেও প্রবারণা করিতে পারিবেন না।" এইভাবে প্রবারণা স্থগিত করা হয়।

২. অন্যায়ভাবে স্থগিত করা

সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু 'প্রথমেই সুশীল ভিক্ষুগণ আমাদের প্রবারণা স্থগিত করেন' এই ভাবিয়া তাহারা প্রথমেই অবিষয়ে অকারণে পরিশুদ্ধ নিরপরাধ ভিক্ষুগণের প্রবারণা স্থগিত করিতে লাগিল। প্রবারিতগণেরও প্রবারণা স্থগিত করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, অবিষয়ে, অকারণে পরিশুদ্ধ এবং নিরপরাধ ভিক্ষুদিগকে প্রবারণা স্থগিত করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ, প্রবারিতদিগের (যাহাদের প্রবারণা করা সমাপ্ত হইয়াছে)

প্রবারণা স্থগিত করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৩. প্রবারণা স্থগিত করিবার পদ্ধতি

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে প্রবারণা স্থগিত হয় এবং এইভাবে স্থগিত হয় না।

১. হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে প্রবারণা স্থগিত হয় না? ভিক্ষুগণ, যদি কেহ ত্রিবাক্যে প্রবারণা কহিয়া বলিয়া সমাপ্ত করিবার পর অন্য ব্যক্তি তাহার প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে প্রবারণা স্থগিত হয় না। ভিক্ষুগণ, যদি দ্বিবাক্যে, একবাক্যে এবং সমবয়স্কগণ প্রবারণা কহিয়া বলিয়া সমাপ্ত করিবার পর অন্য ব্যক্তি তাহাদের প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলেও প্রবারণা স্থগিত হয় না। ভিক্ষুগণ, এইভাবে প্রবারণা স্থগিত হয় না।

২. হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে প্রবারণা স্থগিত হয়? ভিক্ষুগণ, যদি কেহ ত্রিবাক্যে প্রবারণা কহিয়া বলিয়া সমাপ্ত করিবার পূর্বে অন্য ব্যক্তি তাহার প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে প্রবারণা স্থগিত হয়। ভিক্ষুগণ, যদি দ্বিবাক্যে, একবাক্যে এবং সমবয়স্কগণ প্রবারণা কহিয়া বলিয়া সমাপ্ত করিবার পূর্বে অন্য ব্যক্তি তাহার প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে প্রবারণা স্থগিত হয়। ভিক্ষুগণ, এইভাবে প্রবারণা স্থগিত হয়।

৪. বাধাদানে প্রবারণা পূর্ণ করা

১. হে ভিক্ষুগণ, যদি প্রবারণার সময় কোনো ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে এবং সেই ভিক্ষু সম্বন্ধে অন্য ভিক্ষুগণ এরূপ জানে—'এই আয়ুষ্মানের (যাহার প্রবারণা স্থগিত করে তাহার) কায়িক আচার অপরিশুদ্ধ, বাচনিক আচার অপরিশুদ্ধ, জীবিকা অপরিশুদ্ধ, সে মূর্খ, অদক্ষ এবং সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রশ্ন করিলে যথাযথ উত্তর দিতে পারিবে না।' তাহা হইলে 'ভিক্ষু, ঝগড়া, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ না হউক' এই বলিয়া স্থগিতকারীকে বাধা দিয়া সংঘের প্রবারণা করা উচিত।

২. হে ভিক্ষুগণ, যদি প্রবারণার সময় কোনো ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে এবং সেই ভিক্ষু সম্বন্ধে অন্য ভিক্ষুগণ এরূপ জানে 'এই আয়ুষ্মানের (যাহার প্রবারণা স্থগিত করে তাহার) কায়িক আচার পরিশুদ্ধ, বাচনিক আচার অপরিশুদ্ধ, জীবিকা অপরিশুদ্ধ, সে মূর্খ, অদক্ষ এবং সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রশ্ন করিলে উত্তর দিতে সমর্থ নহে।' তাহা হইলে 'ভিক্ষু, ঝগড়া, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ না হউক' এই বলিয়া স্থগিতকারীকে বাধা দিয়া

সংঘের প্রবারণা করা উচিত।

৩. হে ভিক্ষুগণ, যদি প্রবারণার সময় কোনো ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে এবং সেই ভিক্ষু সম্বন্ধে অন্য ভিক্ষুগণ এরূপ জানে 'এই আয়ুষ্মানের (যাহার প্রবারণা স্থগিত করে তাহার) কায়িক আচার পরিশুদ্ধ, বাচনিক আচার পরিশুদ্ধ, জীবিকা অপরিশুদ্ধ, সে মূর্খ, অদক্ষ এবং সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রশ্ন করিলে উত্তর দিতে সমর্থ নহে।' তাহা হইলে 'ভিক্ষু, ঝগড়া, কলহ, বিগ্রহ এবং বিবাদ না হউক' এই বলিয়া স্থগিতকারীকে বাধা দিয়া সংঘের প্রবারণা করা উচিত।

৪. হে ভিক্ষুগণ, যদি প্রবারণার সময় কোনো ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে এবং সেই ভিক্ষু সম্বন্ধে অন্য ভিক্ষুগণ এইরূপ জানে 'এই আয়ুষ্মানের (যাহার প্রবারণা স্থগিত করে তাহার) কায়িক আচার পরিশুদ্ধ, বাচনিক আচার পরিশুদ্ধ, জীবিকা পরিশুদ্ধ, কিন্তু সে মূর্খ, অদক্ষ এবং সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রশ্ন করিলে উত্তর দিতে সমর্থ নহে।' তাহা হইলে 'ভিক্ষু, ঝগড়া, কলহ, বিগ্রহ এবং বিবাদ না হউক' এই বলিয়া স্থগিতকারীকে বাধা দিয়া সংঘের প্রবারণা করা উচিত।

৫. দণ্ডদানে প্রবারণা করা

১. হে ভিক্ষুগণ, যদি প্রবারণার সময় কোনো ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে এবং সেই ভিক্ষু সম্বন্ধে অন্য ভিক্ষুগণ জানে 'এই আয়ুষ্মানের (যাহার প্রবারণা স্থগিত করে তাহার) কায়িক আচার, বাচনিক আচার ও জীবিকা পরিশুদ্ধ, তিনি পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী এবং সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রশ্ন করিলে উত্তর দিতে সমর্থ।' তাহাকে (যিনি প্রবারণা স্থগিত করেন) এরূপ জিজ্ঞাসা করা উচিত : 'বন্ধো, আপনি যে এই ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করিতেছেন তাহা কোন বিষয়ে স্থগিত করিতেছেন? শীলসম্বন্ধীয় অপরাধে কী স্থগিত করিতেছেন? আচারসম্বন্ধীয় অপরাধে কী স্থগিত করিতেছেন? দৃষ্টিসম্বন্ধীয় অপরাধে কী স্থগিত করিতেছেন?' যদি তিনি বলেন 'শীলসম্বন্ধীয় অপরাধে স্থগিত করিতেছি অথবা আচারসম্বন্ধীয় অপরাধে স্থগিত করিতেছি কিংবা দৃষ্টিসম্বন্ধীয় অপরাধে স্থগিত করিতেছি' তাহা হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে : 'আয়ুষ্মান শীলসম্বন্ধীয় অপরাধ কাহাকে বলে তাহা জানেন কী? আচার সম্বন্ধীয় অপরাধ কাহাকে বলে তাহা জানেন কী? এবং দৃষ্টিসম্বন্ধীয় অপরাধ কাহাকে বলে তাহা জানেন কী?' তিনি যদি বলেন, 'আমি শীলসম্বন্ধীয় অপরাধ কাহাকে বলে তাহা জানি, আচারসম্বন্ধীয় অপরাধ

কাহাকে বলে তাহা জানি এবং দৃষ্টিসম্বন্ধীয় অপরাধ কাহাকে বলে তাহাও জানি।' তাহা হইলে তাহাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করা উচিত : 'বন্ধো, শীলসম্বন্ধীয় অপরাধ কাহাকে কহে? আচারসম্বন্ধীয় অপরাধ কাহাকে কহে এবং দৃষ্টিসম্বন্ধীয় অপরাধই বা কাহাকে কহে?' যদি তিনি বলেন, 'চতুর্বিধ 'পারাজিকা' এবং ত্রয়োদশ 'সংঘাদিসেস' ইহা শীলসম্বন্ধীয় অপরাধ; 'থুল্লচ্চয়', 'পাচিত্তিয়', 'পাটিদেসনীয়', 'দুক্কট' এবং 'দুব্‌ভাসিত' ইহা আচারসম্বন্ধীয় অপরাধ; মিথ্যাদৃষ্টি এবং অন্তগ্রাহীদৃষ্টি (চরম মত)[১] ইহা দৃষ্টিসম্বন্ধীয় অপরাধ।' তাহা হইলে তাহাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করিবে : 'বন্ধো, আপনি যে এই ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করিতেছেন তাহা কোন ত্রুটি দেখিয়া কী স্থগিত করিতেছেন? শুনিয়া কী স্থগিত করিতেছেন? অথবা অনুমান করিয়া কী স্থগিত করিতেছেন?' যদি তিনি এরূপ বলেন, 'কোনো ত্রুটি দেখিয়া স্থগিত করিতেছি, অথবা শুনিয়া স্থগিত করিতেছি, কিংবা অনুমান করিয়া স্থগিত করিতেছি।' তাহা হইলে তাহাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করিবে : 'বন্ধো, আপনি যে এই ভিক্ষুর প্রবারণা ত্রুটি দেখিয়া স্থগিত করিতেছেন বলিয়া বলিলেন, আপনি কী দেখিয়াছেন? কিসে দেখিয়াছেন? কখন দেখিয়াছেন? কোথায় দেখিয়াছেন? তাহাকে কি 'পারাজিকা' অপরাধ করিতে দেখিয়াছেন? 'সংঘাদিসেস' অপরাধ করিতে কি দেখিয়াছেন? 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ করিতে কি দেখিয়াছেন? 'পাটিদেসনীয়' অপরাধ করিতে কি দেখিয়াছেন? 'দুক্কট' অপরাধ করিতে কি দেখিয়াছেন? 'দুব্‌ভাসিত' অপরাধ করিতে কি দেখিয়াছেন? তখন আপনি কোথায় ছিলেন এবং এই ভিক্ষুই বা কোথায় ছিলেন? তখন আপনি কী করিতেছিলেন এবং এই ভিক্ষুই বা কী করিতেছিলেন?' তিনি যদি তদুত্তরে কহেন : 'বন্ধো, আমি এই ভিক্ষুর প্রবারণা (কোন অপরাধ) দেখিয়া স্থগিত করিতেছি না; কিন্তু (অপরাধের কথা) শুনিয়া স্থগিত করিতেছি।' তাহা হইলে তাহাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করিবে : 'বন্ধো, আপনি যে শুনিয়া এই ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করিতেছেন, আপনি কী শুনিয়াছেন? কিসে শুনিয়াছেন? কখন শুনিয়াছেন? কোথায় শুনিয়াছেন? 'পারাজিকা' অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কী শুনিয়াছেন? 'সংঘাদিসেস' অপরাধ কী করিয়াছেন বলিয়া কী শুনিয়াছেন? 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কী শুনিয়াছেন? 'পাটিদেসনীয়' অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কী শুনিয়াছেন? 'দুক্কট' অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কী শুনিয়াছেন? 'দুব্‌ভাসিত'

---

[১]। আত্মা নিত্য অথবা সন্ততিরহিত বলিয়া স্বীকার করা।

অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কি শুনিয়াছেন? ভিক্ষুর নিকট কী শুনিয়াছেন? ভিক্ষুণীর নিকট কী শুনিয়াছেন? শিক্ষমানার নিকট কী শুনিয়াছেন? শ্রামণেরের নিকট কী শুনিয়াছেন? শ্রামণেরীর নিকট কী শুনিয়াছেন? উপাসকের নিকট কী শুনিয়াছেন? উপাসিকার নিকট কী শুনিয়াছেন? রাজার নিকট কী শুনিয়াছেন? রাজার অমাত্যদিগের নিকট কী শুনিয়াছেন? তীর্থিকদিগের নিকট কী শুনিয়াছেন? তীর্থিক-শ্রাবকদিগের নিকট কী শুনিয়াছেন?' তিনি যদি তদুত্তরে কহেন : 'বন্ধো, আমি এই ভিক্ষুর প্রবারণা শুনিয়া স্থগিত করিতেছি না; কিন্তু অনুমান করিয়া স্থগিত করিতেছি।' তাহা হইলে তাহাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করিবে : 'বন্ধো, আপনি যে অনুমান করিয়া এই ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করিতেছেন, কী অনুমান করিতেছেন? কীসে অনুমান করিতেছেন? কখন হইতে অনুমান করিতেছেন? কোথায় অনুমান করিতেছেন? 'পারাজিক'[১] অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কী অনুমান করিতেছেন? 'সংঘাদিসেস'[২] অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কি অনুমান করিতেছেন? 'থুল্লচ্চয়'[৩] অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কী অনুমান করিতেছেন? 'পাটিদেসনীয়'[৪] অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কী অনুমান করিতেছেন? 'পাচিত্তিয়'[৫] অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কী অনুমান করিতেছেন? 'দুক্কট'[৬] অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কী অনুমান করিতেছেন? 'দুব্‌ভাসিত'[৭] অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কী অনুমান করিতেছেন? ভিক্ষুর নিকট শুনিয়া কী অনুমান করিতেছেন? ভিক্ষুণীর নিকট শুনিয়া কী অনুমান করিতেছেন? শিক্ষমানার নিকট শুনিয়া কী অনুমান করিতেছেন? শ্রামণেরের

---

[১]। যেই অপরাধে অপরাধী হইলে ভিক্ষু ভিক্ষুত্ব হইতে ভ্রষ্ট হয়।

[২]। যেই অপরাধ করিলে সংঘের নিকট 'পরিবাস' দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। সংঘই দণ্ডদান করেন আবার সংঘই দণ্ড হইতে মুক্তিদান করিয়া সংঘে প্রবেশাধিকার দান করেন। সংঘ আদিতে এবং অন্তে প্রয়োজন বলিয়া সংঘাদিশেষ।

[৩]। দেশনা (প্রকাশ কিংবা স্বীকার) করিয়া যেই সব অপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া যায় তন্মধ্যে ইহা স্থূল (গুরুতর)।

[৪]। এই সমস্ত অপরাধ অন্যের নিকট স্বীকার করিলে এবং ভবিষ্যতে সাবধান হইবে বলিয়া স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে তাহা হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

[৫]। এই সমস্ত অপরাধ অন্যের নিকট স্বীকার করিলে এবং ভবিষ্যতে সাবধান হইবে বলিয়া স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে তাহা হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

[৬]। এই সমস্ত অপরাধ অন্যের নিকট স্বীকার করিলে এবং ভবিষ্যতে সাবধান হইবে বলিয়া স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে তাহা হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

[৭]। এই সমস্ত অপরাধ অন্যের নিকট স্বীকার করিলে এবং ভবিষ্যতে সাবধান হইবে বলিয়া স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে তাহা হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

নিকট শুনিয়া কী অনুমান করিতেছেন? শ্রামণেরীর নিকট শুনিয়া কী অনুমান করিতেছেন? উপাসকের নিকট শুনিয়া কী অনুমান করিতেছেন? উপাসিকার নিকট শুনিয়া কী অনুমান করিতেছেন? রাজন্যবর্গের নিকট শুনিয়া কী অনুমান করিতেছেন? রাজার অমাত্যদিগের নিকট শুনিয়া কী অনুমান করিতেছেন? তীর্থিকদিগের নিকট শুনিয়া কী অনুমান করিতেছেন? তীর্থিক-শ্রাবকদিগের নিকট শুনিয়া কি অনুমান করিতেছেন?' তদুত্তরে যদি তিনি বলেন : 'বন্ধো, আমি এই ভিক্ষুর প্রবারণা অনুমান করিয়া স্থগিত করিতেছি না; কিন্তু আমিও জানি না যে কেন এই ভিক্ষুর প্রবারণা করিতেছি।'

হে ভিক্ষুগণ, যদি সেই দোষারোপকারী ভিক্ষু প্রত্যুত্তর দানে বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীদিগের (সতীর্থগণের) চিত্ত সন্তুষ্ট করিতে না পারে তাহা হইলে বলা উচিত : যাহার উপর দোষারোপ করা হইয়াছে সেই ভিক্ষু নির্দোষী। হে ভিক্ষুগণ, যদি সেই দোষারোপকারী ভিক্ষু প্রত্যুত্তর দানে বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীদিগের সন্তুষ্ট করিতে পারে তাহা হইলে বলা উচিত : যাহার উপর দোষ আরোপিত হইয়াছে সেই ভিক্ষু দোষী। ভিক্ষুগণ, যদি সেই দোষারোপকারী ভিক্ষু (অন্যকে) অমূলক 'পারাজিকা' অপরাধে অপরাধী করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করে তাহা হইলে তাহার উপর 'সংঘাদিসেস'[১] অপরাধ আরোপ করিয়া সংঘের প্রবারণা করিতে হইবে। ভিক্ষুগণ, যদি সেই দোষারোপকারী ভিক্ষু (অন্যকে) অমূলক 'সংঘাদিসেস' অপরাধে অপরাধী করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করে তাহা হইলে ধর্মানুসারে তাহার প্রতিকার করাইয়া সংঘের প্রবারণা করিতে হইবে। ভিক্ষুগণ, যদি সেই দোষারোপকারী ভিক্ষু (অন্যকে) অমূলক 'থুল্লচ্চয়' 'পাচিত্তিয়' 'পাটিদেসনীয়', 'দুক্কট' অথবা 'দুব্‌ভাসিত' অপরাধে অপরাধী করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করে তাহা হইলে ধর্মানুসারে তাহার প্রতিকার করাইয়া সংঘের প্রবারণা করিতে হইবে। ভিক্ষুগণ, যদি সেই দোষারোপকারী ভিক্ষু 'পারাজিক' অপরাধে অপরাধী হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করে তাহা হইলে তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া সংঘের প্রবারণা করিতে হইবে। ভিক্ষুগণ, যদি সেই দোষারোপিত ভিক্ষু 'সংঘাদিসেস' অপরাধে অপরাধী হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করে তাহা হইলে তাহার উপর 'সংঘাদিসেস' অপরাধ আরোপ করিয়া সংঘের প্রবারণা করিতে হইবে। ভিক্ষুগণ, যদি সেই দোষারোপিত ভিক্ষু 'থুল্লচ্চয়', 'পাচিত্তিয়', 'পাটিদেসনীয়', 'দুক্কট' অথবা 'দুব্‌ভাসিত' অপরাধ করিয়াছে বলিয়া স্বীকার

---

[১]। সূত্র বিভঙ্গে বর্ণিত অষ্টম সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ দ্রষ্টব্য।

করে তাহা হইলে ধর্মানুসারে তাহার প্রতিকার করাইয়া সংঘকে প্রবারণা করিতে হইবে।

২. হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু প্রবারণার সময় 'থুল্লচ্চয়' অপরাধে অপরাধী হয় এবং (সেই অপরাধকে) কোনো কোনো ভিক্ষু 'থুল্লচ্চয়' মনে করে, আবার কোনো কোনো ভিক্ষু 'সংঘাদিশেষ' মনে করে তাহা হইলে যাহারা 'থুল্লচ্চয়' মনে করে তাহাদিগকে একান্তে সেই ভিক্ষুকে (অপরাধীকে) লইয়া যাইয়া ধর্মানুসারে অপরাধের প্রতিকার করাইয়া সংঘের নিকট উপস্থিত হইয়া এরূপ বলিতে হইবে : 'বন্ধুগণ, এই ভিক্ষু যেই অপরাধে অপরাধী হইয়াছিল ধর্মানুসারে সেই অপরাধের প্রতিকার করা হইয়াছে অতএব সংঘ উচিত মনে করিলে প্রবারণা করিতে পারেন।'

৩. হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু প্রবারণা দিবসে 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ করিয়া থাকে এবং (তাহার সেই অপরাধকে) কেহ কেহ 'থুল্লচ্চয়' মনে করে, আবার কেহ কেহ 'পাচিত্তিয়' মনে করে; কেহ কেহ 'থুল্লচ্চয়' মনে করে আবার কেহ কেহ বা 'পাটিদেসনীয়' মনে করে; কেহ কেহ বা 'থুল্লচ্চয়' মনে করে, আবার কেহ কেহ বা 'দুক্কট' মনে করে; কেহ কেহ বা 'থুল্লচ্চয়' মনে করে, আবার কেহ কেহ বা 'দুব্‌ভাসিত' মনে করে, তাহা হইলে যাহারা 'থুল্লচ্চয়' মনে করে তাহাদিগকে একান্তে সেই ভিক্ষুকে লইয়া যাইয়া ধর্মানুসারে (অপরাধের) প্রতিকার করাইয়া সংঘের নিকট উপস্থিত হইয়া এরূপ বলিতে হইবে : 'বন্ধুগণ, সেই ভিক্ষু যেই অপরাধে অপরাধী হইয়াছিল ধর্মানুসারে তাহার সেই অপরাধের প্রতিকার করা হইয়াছে, অতএব সংঘ উচিত মনে করিলে প্রবারণা করিতে পারেন।'

৪. হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু প্রবারণা দিবসে 'পাচিত্তিয়' অপরাধ করিয়া থাকে, ৫. 'পাটিদেসনীয়' অপরাধ করিয়া থাকে, ৬. 'দুক্কট' অপরাধ করিয়া থাকে, অথবা ৭. 'দুব্‌ভাসিত' অপরাধ করিয়া থাকে এবং (তাহার সেই অপরাধকে) কেহ কেহ 'দুব্‌ভাসিত' মনে করে আবার কেহ কেহ বা 'সংঘাদিসেস' মনে করে তাহা হইলে যাহারা 'দুব্‌ভাসিত' মনে করে তাহাদিগকে সেই ভিক্ষুকে একান্তে লইয়া যাইয়া, ধর্মানুসারে (অপরাধের) প্রতিকার করাইয়া, সংঘের নিকট উপস্থিত হইয়া, এরূপ বলিতে হইবে : 'বন্ধুগণ, সেই ভিক্ষু যেই অপরাধে অপরাধী হইয়াছিল সে ধর্মানুসারে সেই অপরাধের প্রতিকার করিয়াছে, অতএব সংঘ উচিত মনে করিলে প্রবারণা করিতে পারেন।'

হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু প্রবারণার সময় 'দুব্‌ভাসিত' অপরাধ

করিয়া থাকে এবং তাহার সেই অপরাধকে কেহ কেহ বা 'দুব্‌ভাসিত' মনে করে, আবার কেহ কেহ বা 'থুল্লচ্চয়' মনে করে, কেহ কেহ বা 'দুব্‌ভাসিত' মনে করে, আবার কেহ কেহ বা 'পাচিত্তিয়' মনে করে, কেহ কেহ বা 'দুব্‌ভাসিত' মনে করে, আবার কেহ কেহ বা 'পাটিদেসনীয়' মনে করে; কেহ কেহ বা 'দুব্‌ভাসিত' মনে করে, আবার কেহ কেহ বা 'পাটিদেসনীয়' মনে করে; কেহ কেহ বা 'দুব্‌ভাসিত মনে করে, আবার কেহ কেহ বা 'দুক্কট' মনে করে তাহা হইলে যাহারা 'দুব্‌ভাসিত' মনে করে তাহাদিগকে একান্তে সেই ভিক্ষুকে লইয়া যাইয়া, ধর্মানুসারে (অপরাধের) প্রতিকার করাইয়া, সংঘের নিকট উপস্থিত হইয়া, এরূপ বলিতে হইবে : 'বন্ধো, সেই ভিক্ষু যেই অপরাধে অপরাধী হইয়াছিল ধর্মানুসারে সেই অপরাধের প্রতিকার করিয়াছে, অতএব সংঘ উচিত মনে করিলে প্রবারণা করিতে পারেন।'

৬. বস্তু বা ব্যক্তি স্থগিত করা

১. হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু প্রবারণার সময় সংঘসভায় এইরূপ বলে, 'মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন : অপরাধের (বিচার্য বস্তুর) পরিচয় পাওয়া যাইতেছে কিন্তু ব্যক্তির (অপরাধীর) পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না[১]। অতএব যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হইলে সংঘ বস্তু স্থগিত রাখিয়া প্রবারণা করিতে পারেন।' তাহা হইলে সেই ভিক্ষুকে (স্থগিতকারীকে) এরূপ জিজ্ঞাসা করিবে : 'বন্ধো, ভগবান বিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের জন্যই প্রবারণার বিধান দিয়াছেন, যদি বস্তুর (অপরাধের) পরিচয় পাওয়া যায় এবং ব্যক্তির (অপরাধীর) পরিচয় পাওয়া না যায় তাহা হইলে এখনই তাহাকে (সেই অপরাধীকে) দেখাইয়া দাও[২]।'

২. হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু প্রবারণার সময় সংঘসভায় এইরূপ বলে, 'মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন : ব্যক্তির (অপরাধীর)

---

[১]। অরণ্যে অবস্থিত এক বিহারে পুষ্করিণী হইতে চোরগণ মৎস্য হত্যা করিয়া, পাক করিয়া, তাহা ভোজন করিয়া প্রস্থান করিয়াছিল। এই ভিক্ষু সেই কুকার্য দেখিয়া 'বোধ হয় ভিক্ষুই এই কুকার্য করিয়াছে' এই ধারণা করিয়াই বলিল, 'অপরাধের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে কিন্তু অপরাধীর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না।'—সম-পাসা।

[২]। যদি এই অপরাধ সম্বন্ধে কাহারও উপর তোমার সন্দেহ হয় তবে তাহাকে দেখাইয়া দাও, দেখাইয়া দিলে সন্দেহযোগ্য অপরাধীকে প্রশ্ন করিয়া সংঘকে প্রবারণা করিতে হইবে। দেখাইয়া না দিলে 'অনুসন্ধান করিয়া দেখিব' এই ধারণা করিয়া প্রবারণা করিবে।—সম-পাসা।

পরিচয় পাওয়া যাইতেছে কিন্তু বস্তুর (বিচার্য অপরাধের) পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না[১], অতএব যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হইলে সংঘ ব্যক্তি স্থগিত রাখিয়া প্রবারণা করিতে পারেন।' তাহা হইলে সেই ভিক্ষুকে (স্থগিতকারীকে) এইরূপ বলিবে : 'বন্ধো, ভগবান বিশুদ্ধ সমগ্র সংঘের জন্যই প্রবারণার বিধান দিয়াছেন, যদি ব্যক্তির (অপরাধীর) পরিচয় পাওয়া যায় এবং বস্তুর (অপরাধের) পরিচয় পাওয়া না যায় তাহা হইলে এখনই তাহা (সেই অপরাধ) বলিয়া দাও[২]।

৩. হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু প্রবারণার সময় সংঘসভায় এইরূপ বলে, 'মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন : এই বস্তুর (অপরাধ) এবং ব্যক্তির (অপরাধীর) পরিচয় পাওয়া যাইতেছে[৩], অতএব যদি সংঘ উচিত, মনে করিলে বস্তু এবং ব্যক্তি উভয় স্থগিত রাখিয়া প্রবারণা করিতে পারেন।' তাহা হইলে সেই ভিক্ষুকে (স্থগিতকারীকে) এইরূপ বলিবে : 'বন্ধো, ভগবান বিশুদ্ধ এবং সমগ্র সংঘের জন্য প্রবারণার বিধান দিয়াছেন, যদি বস্তু এবং ব্যক্তি উভয়ের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইলে এখনই সেই অপরাধ এবং অপরাধীকে দেখাইয়া দাও[৪]।'

৪. হে ভিক্ষুগণ, যদি প্রবারণার পূর্বে বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায় এবং পরে ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইলে (অপরাধ) প্রকাশ করা উচিত। ভিক্ষুগণ যদি প্রবারণার পূর্বে ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এবং পরে বস্তুর

---

[১]। জনৈক ভিক্ষু পুষ্পমাল্য এবং সুগন্ধ দ্রব্য দ্বারা চৈত্য পূজা করিয়াছিল অথবা অরিষ্ট (গুড়মিশ্রিত আয়ুর্বেদীয় ঔষধবিশেষ) পান করিয়াছিল। ইহাতে তাহার দেহেও তদনুরূপ গন্ধ হইয়াছিল। এই ভিক্ষু তাহার গন্ধ লক্ষ করিয়া 'এই ভিক্ষুরই এই সুগন্ধ' এই বলিয়া দেখাইয়া দিয়া বলিল, অপরাধীর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে কিন্তু অপরাধের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না।—সম-পাসা।

[২]। যদি অপরাধ সম্বন্ধে কাহারও উপর তোমার সন্দেহ হয় তাহা হইলে সেই ব্যক্তির অপরাধ এখনই বল। 'তাহার এই অপরাধ' হইয়াছে বলিয়া বলিলে সেই অপরাধীর অপরাধের প্রতিকার করাইয়া প্রবারণা করিতে হইবে। যদি বলে 'কোনো অপরাধ হইয়াছে তাহা আমি জানি না' তাহা হইলে 'অনুসন্ধানে জানিব' এই বলিয়া সংঘকে প্রবারণা করিতে হইবে।—সম-পাসা।

[৩]। পূর্বোক্ত নিয়মেই চোরদ্বারা মৎস্য হত্যা করিয়া, পাক করিয়া ভোজনের স্থান এবং সুগন্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা স্নানের স্থান দেখিয়াই 'ইহা প্রব্রজিতের কার্য' এই মনে করিয়া সে এরূপ বলিল।—সম-পাসা।

[৪]। এখনই সেই দোষে সন্দেহযোগ্য ব্যক্তিকে দেখাইয়া দাও। উভয়ের (অপরাধের ও অপরাধীর) সন্ধান পাইলে বিচার করিয়াই প্রবারণা করা উচিত।—সম-পাসা।

পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইলে (ব্যক্তিকে) প্রকাশ করা উচিত। ভিক্ষুগণ, যদি প্রবারণার পূর্বে বস্তু এবং ব্যক্তি উভয়ের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইলে প্রবারণা সমাপ্ত করিবার পর অভিযোগ উত্থাপন করিলে (অভিযোক্তার) 'উক্কোটনক পাচিত্তিয়' অপরাধ হইবে[১]।

৭. কলহপ্রিয় হইতে রক্ষা পাইবার উপায়

সেই সময়ে কোশল জনপদের এক আবাসে বহুসংখ্যক সন্দৃষ্ট এবং প্রগাঢ়মিত্র ভাবাপন্ন ভিক্ষু বর্ষাবাস করিতেছিলেন। তাহাদের সন্নিকটে ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদ বিসম্বাদকারী এবং সংঘের নিকট নিয়ত অভিযোগকারী অপর ভিক্ষুগণ বর্ষাবাস আরম্ভ করিল, উদ্দেশ্য তাহারা বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া প্রবারণা করিবার সময় তাহাদের প্রবারণা স্থগিত করিবে। সেই ভিক্ষুগণ (পূর্বোক্ত ভিক্ষুগণ) শুনিতে পাইলেন : "আমাদের সন্নিকটে ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদবিসম্বাদকারী এবং নিয়ত সংঘের নিকট অভিযোগকারী অন্য ভিক্ষুগণ 'বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া প্রবারণা করিবার সময় আমাদের প্রবারণা স্থগিত করিবে।' এই মনে করিয়া বর্ষাবাস আরম্ভ করিয়াছে।" (তখন তাহারা ভাবিলেন) 'এখন আমাদিগকে কী করিতে হইবে?' তাহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো এক আবাসে সন্দৃষ্ট এবং প্রগাঢ় মিত্রভাবাপন্ন বহুসংখ্যক ভিক্ষু বর্ষাবাস করে এবং তাহাদের সন্নিকটে ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদবিসম্বাদকারী এবং নিয়ত সংঘের নিকট অভিযোগকারী অন্য ভিক্ষুগণ 'আমরা সেই ভিক্ষুগণ বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া প্রবারণা করিবার সময় তাহাদের প্রবারণা স্থগিত করিব।' এই মনে করিয়া বর্ষাবাস আরম্ভ করে।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পূর্বোক্ত ভিক্ষুগণ চতুর্দশী তিথিতে দুই-তিনটি উপোসথ করিতে পারিবে যাহাতে তাহারা শেষোক্ত (ভণ্ডনকারী) ভিক্ষুদিগের পূর্বে প্রবারণা করিতে পারে।"

হে ভিক্ষুগণ, যদি সেই ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদবিসম্বাদকারী এবং নিয়ত সংঘের নিকট অভিযোগকারী ভিক্ষুগণ সেই আবাসে (পূর্ববর্তী

---

[১]। প্রবারণার পূর্বে উভয়ের পরিচয় পাইয়া বিচার করিয়াই ভিক্ষুগণ প্রবারণা করিয়াছেন। পুনরায় তাহার (মীমাংসিত বিষয়ের) পুনর্বিচারপ্রার্থী হইলে 'মীমাংসিত বিষয়ের পুনর্বিচার' সম্বন্ধে 'পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়।—সম-পাসা।

ভিক্ষুদিগের বাসস্থানে) আগমন করে তাহা হইলে সেই আবাসবাসী ভিক্ষুগণকে অতি শীঘ্র সমবেত হইয়া প্রবারণা সমাপ্ত করিতে হইবে এবং প্রবারণা সমাপ্ত করিয়া (ভণ্ডনকারী ভিক্ষুগণকে) বলিবে : 'বন্ধুগণ, আমরা প্রবারণা সমাপ্ত করিয়াছি, অতএব আয়ুষ্মানগণ এখন যাহা ভালো মনে করেন তাহা করুন।' ভিক্ষুগণ, যদি সেই ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদবিসম্বাদকারী এবং নিয়ত সংঘের নিকট অভিযোগকারী ভিক্ষুগণ (আবাসবাসীগণের) অজ্ঞাতসারে সেই আবাসে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে সেই আবাসবাসী ভিক্ষুদিগকে আসন পাতিতে হইবে, পাদোদক, পাদপীঠ এবং পাদকথলিক স্থাপন করিতে হইবে, অগ্রসর হইয়া পাত্রচীবর প্রতিগ্রহণ করিতে হইবে, পানীয় জলের প্রয়োজন কি না জিজ্ঞাসা করিতে হইবে এবং মিষ্টবাক্যে মুগ্ধ করিয়া সীমার বাহিরে যাইয়া প্রবারণা করিতে হইবে। প্রবারণা সমাপ্ত করিয়া আসিয়া ভণ্ডনকারীদিগকে বলিতে হইবে : 'বন্ধুগণ, আমরা প্রবারণা সমাপ্ত করিয়াছি অতএব আয়ুষ্মানগণ এখন যাহা ভালো মনে করেন তাহা করুন।' এরূপে পারা গেলে ভালো, যদি পারা না যায় তাহা হইলে ভিক্ষুগণ, দক্ষ এবং সমর্থ আবাসবাসী ভিক্ষু আবাসস্থ (অপর) ভিক্ষুদিগকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে : "আয়ুষ্মান আবাসবাসীগণ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি আয়ুষ্মানগণ উচিত মনে করেন তাহা হইলে এখন উপোসথ করিব, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিব এবং আগামী কৃষ্ণপক্ষে প্রবারণা করিব।' ভিক্ষুগণ, যদি সেই ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদবিসম্বাদকারী এবং নিয়ত সংঘের নিকট অভিযোক্তা ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুদিগকে (আবাসবাসী ভিক্ষুগণকে) এরূপ বলে, 'বন্ধুগণ, আপনারা এখনই প্রবারণা করুন।' (তখন) তাহাদিগকে এরূপ বলিবে : 'বন্ধুগণ, আপনারা আমাদের প্রবারণার অধিকারী নহেন, আমরা এখন প্রবারণা করিব না।' ভিক্ষুগণ, যদি সেই ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদবিসম্বাদকারী এবং সংঘের নিকট নিয়ত অভিযোক্তা ভিক্ষুগণ সেই কৃষ্ণপক্ষ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে থাকে তাহা হইলে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু আবাসবাসী (অপর) ভিক্ষুগণকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে : 'আয়ুষ্মান আবাসবাসীগণ, আপনারা আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি আয়ুষ্মানগণ উচিত মনে করেন তাহা হইলে এখন (আমরা) উপোসথ করিব, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিব এবং আগামী শুক্লপক্ষে (কার্তিকী পূর্ণিমায়) প্রবারণা করিব।' ভিক্ষুগণ, যদি সেই ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদবিসম্বাদকারী এবং সংঘের নিকট নিয়ত অভিযোক্তা ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুগণকে (আবাসস্থ ভিক্ষুগণকে) এইরূপ বলে,

'বন্ধুগণ, এখনই আপনারা প্রবারণা করুন।' তাহা হইলে তাহাদিগকে (ভণ্ডনকারীদিগকে) এরূপ বলিবে : 'বন্ধুগণ, আপনারা আমাদের প্রবারণার অধিকারী নহেন, আমরা এখন প্রবারণা করিব না।' ভিক্ষুগণ, যদি সেই ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদবিসম্বাদকারী এবং সংঘের নিকট নিয়ত অভিযোক্তা ভিক্ষুগণ সেই শুক্লপক্ষ (কার্তিকী পূর্ণিমা) পর্যন্তও অপেক্ষা করে তাহা হইলে সেই সমগ্র ভিক্ষুগণকেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও শুক্লাকৌমুদী চাতুর্মাস্যে প্রবারণা করিতে হইবে।

৮. প্রবারণা স্থগিত করিবার অনধিকারী

১. হে ভিক্ষুগণ, যদি সেই ভিক্ষুগণ প্রবারণা করিবার সময় কোনো রুগ্ণ ভিক্ষু অন্য কোনো সুস্থ ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে তাহাকে এরূপ বলিবে : "আয়ুষ্মান এখন সুস্থ নহেন। ভগবান বিধান দিয়াছেন : 'রুগ্ণ ভিক্ষু কাহারও উপর দোষারোপ করিবার উপযুক্ত পাত্র নহে।', অতএব আপনি রোগমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রতীক্ষা করুন, আরোগ্য লাভের পর ইচ্ছা হইলে তাহার উপর দোষারোপ করিতে পারিবেন।" এরূপ বলা সত্ত্বেও যদি সে দোষারোপ করে তাহা হইলে তাহার অনাদর[১] সম্বন্ধে 'পাচিত্তিয়' অপরাধ হইবে।

২. হে ভিক্ষুগণ, যদি সেই ভিক্ষুগণ প্রবারণা করিবার সময় কোনো সুস্থ ভিক্ষু কোনো রুগ্ণ ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে তাহাকে এরূপ বলিবে : "বন্ধো, এই ভিক্ষু এখন সুস্থ নহেন। ভগবান বিধান দিয়াছেন : 'রুগ্ণ ভিক্ষু দোষারোপিত হইবার উপযুক্ত পাত্র নহে।' বন্ধো, যাবৎ এই ভিক্ষু আরোগ্য লাভ না করেন তাবৎকাল অপেক্ষা করুন, আরোগ্য লাভের পর ইচ্ছা হইলে দোষারোপ করিতে পারিবেন।" যদি এরূপ বলা সত্ত্বেও দোষারোপ করে তাহা হইলে তাহার 'অনাদর' সম্বন্ধে 'পাচিত্তিয়' অপরাধ হইবে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, যদি সেই ভিক্ষুগণ প্রবারণা করিবার সময় কোনো রুগ্ণ ভিক্ষু অন্য কোনো রুগ্ণ ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে তাহাকে এরূপ বলিবে : "আয়ুষ্মান এখন সুস্থ নহেন, ভগবান বিধান দিয়াছেন : 'রুগ্ণ ভিক্ষু দোষারোপ করিবার উপযুক্ত পাত্র নহে।' অতএব বন্ধো,

---

[১]। যদি কোনো ভিক্ষু অন্য ভিক্ষু বা ধর্ম অথবা ভিক্ষুর উপদেশ বা ধর্মের অনুশাসন অনাদর (অগ্রাহ্য) করে তাহা হইলে তাহার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।—সুত্ত-বিভঙ্গ।

আপনারা আরোগ্য লাভ না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, আরোগ্য লাভের পর ইচ্ছা হইলে রোগমুক্ত ভিক্ষুর উপর দোষারোপ করিতে পারিবেন।” যদি এরূপ বলা সত্ত্বেও দোষারোপ করে তাহা হইলে তাহার ‘অনাদর’ সম্বন্ধে ‘পাচিত্তিয়’ অপরাধ হইবে।

৪. হে ভিক্ষুগণ, যদি সেই ভিক্ষুগণ প্রবারণা করিবার সময় কোনো সুস্থ ভিক্ষু অন্য কোনো সুস্থ ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে উভয়কে সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রশ্ন করিয়া, বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া, আলাপ করিয়া এবং (তাহাদের) ধর্মানুসারে প্রতিকার করাইয়া সংঘকে প্রবারণা করিতে হইবে।

প্রবারণার তিথি বৃদ্ধি করা

১. ধ্যানাদির আনুকূল্যতা

সেই সময়ে অনেক সন্দৃষ্ট এবং প্রগাঢ় মিত্রভাবাপন্ন ভিক্ষু কোশল জনপদের এক আবাসে বর্ষাবাস করিতেছিলেন। তাহারা সমগ্রভাব, মনানন্দ, নির্বিবাদ এবং নির্বিঘ্নে অবস্থান করায় তাহাদের অনুকূল বিহার (ধ্যানাদি লাভের সুযোগ) হইয়াছিল। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : ‘আমরা সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্বিবাদে এবং নির্বিঘ্নে অবস্থান করায় অন্যতম সুখবিহার লাভে সমর্থ হইয়াছি। যদি আমরা এখন প্রবারণা করি তাহা হইলে এমনও হইতে পারে ভিক্ষুগণ প্রবারণা সমাপ্ত করিয়া পর্যটনে প্রস্থান করিবেন, এইরূপে আমরা এই সুখবিহার হইতে বঞ্চিত হইব। অতএব এখন আমাদিগকে কী করিতে হইবে?’ তাহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

হে ভিক্ষুগণ, কোনো আবাসে বহুসংখ্যক সন্দৃষ্ট এবং প্রগাঢ় মিত্রভাবাপন্ন ভিক্ষু বর্ষাবাস করিতে থাকে, তাহারা সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্বিবাদে ও নির্বিঘ্নে অবস্থান করায় তাহাদের অন্যতম সুখবিহার (ধ্যানাদি লাভের সুযোগ) লাভ হয় এবং সেইখানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এরূপ চিন্তা উদিত হয় : ‘আমরা সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্বিবাদে ও নির্বিঘ্নে অবস্থান করায় আমাদের অন্যতম সুখবিহার লাভ হইয়াছে। যদি আমরা এখন প্রবারণা করি তাহা হইলে এমনও হইতে পারে ভিক্ষুগণ প্রবারণা সমাপ্ত করিয়া পর্যটনে প্রস্থান করিবেন, এরূপে আমরা এই সুখবিহার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িব।’ (এইজন্য)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সেই ভিক্ষুগণ প্রবারণা বন্ধ

রাখিতে পারিবে।”

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে বন্ধ রাখিতে হইবে : সকলকেই সমমনোভাব লইয়া একস্থানে সমবেত হইতে হইবে। সমবেত হইয়া দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :

জ্ঞপ্তি : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমরা সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্বিবাদে ও নির্বিঘ্নে অবস্থান করায় আমাদের অন্যতম সুখবিহার অধিগত হইয়াছে। যদি এখন আমরা প্রবারণা করি তাহা হইলে এমনও হইতে পারে, ভিক্ষুগণ প্রবারণা সমাপ্ত করিয়া পর্যটনে প্রস্থান করিবেন, এরূপে আমরা এই সুখবিহার (ধ্যানাদি লাভের সুযোগ) হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িব। যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হইলে সংঘ প্রবারণা বন্ধ রাখিতে পারেন; এখন উপোসথ করিতে পারেন, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে পারেন এবং আগামী কৌমুদী চাতুর্মাস্যে প্রবারণা করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমরা সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্বিবাদে ও নির্বিঘ্নে অবস্থান করায় আমাদের অন্যতম সুখবিহার অধিগত হইয়াছে। যদি এখন আমরা প্রবারণা করি তাহা হইলে এমনও হইতে পারে ভিক্ষুগণ প্রবারণা সমাপ্ত করিয়া পর্যটনে প্রস্থান করিবেন, এরূপে আমরা এই সুখবিহার (ধ্যানাদি লাভের সুযোগ) হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িব। (এই হেতু) সংঘ প্রবারণা বন্ধ করিতেছেন, এখন উপোসথ করিবেন, প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবেন এবং আগামী কৌমুদী চাতুর্মাস্যে প্রবারণা করিবেন। যেই আয়ুষ্মান প্রবারণা বন্ধ রাখা উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তাহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

গ. **ধারণা :** সংঘ প্রবারণা বন্ধ করিবেন। (সংঘ) এখন উপোসথ করিবেন, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবেন এবং আগামী কৌমুদী চাতুর্মাস্যে (কার্তিকী পূর্ণিমায়) প্রবারণা করিবেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন, আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

২. প্রবারণা বন্ধ করার পর গমনেচ্ছুর জন্য বিশেষ বিধান

হে ভিক্ষুগণ, যদি সেই ভিক্ষুগণ প্রবারণা বন্ধ করার পর কোনো ভিক্ষু এইরূপ বলে, ‘বন্ধুগণ, আমি জনপদ পর্যটনে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছি, জনপদে আমার বিশেষ কাজ আছে।’ তাহা হইলে তাহাকে এরূপ বলিবে : ‘বন্ধো, আপনি প্রবারণা করিয়া যাইতে পারেন।’ হে ভিক্ষুগণ, যদি সেই

ভিক্ষু প্রবারণা করিতে যাইয়া অন্য কোনো ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে তাহাকে এরূপ বলিবে : 'বন্ধো, আপনি আমার প্রবারণার অধিকারী নহেন, এখন আমি প্রবারণা করিব না।' ভিক্ষুগণ, যদি সেই ভিক্ষু প্রবারণা করিবার সময় অন্য কোনো ভিক্ষু তাহার প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে সংঘ উভয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া, বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া, উভয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়া ধর্মানুসারে প্রতিকার করাইতে হইবে।

হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষু জনপদে তাহার করণীয় কার্য সমাপ্ত করিয়া পুনরায় কৌমুদী চাতুর্মাস্যের মধ্যে সেই আবাসে আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি সেই ভিক্ষুগণ (আবাসে অবস্থিত ভিক্ষুগণ) প্রবারণা করিবার সময় অন্য কোনো ভিক্ষু সেই ভিক্ষুর (প্রত্যাবৃত্ত ভিক্ষুর) প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে তাহাকে (যে স্থগিত করে সেই ভিক্ষুকে) এরূপ বলিবে : 'বন্ধো, আপনি আমার প্রবারণার অধিকারী নহেন, বিশেষত আমি প্রবারণা সমাপ্ত করিয়াছি।' ভিক্ষুগণ, যদি সেই ভিক্ষুগণ প্রবারণা করিবার সময় সেই ভিক্ষু (প্রত্যাবৃত্ত ভিক্ষু) অন্য কোনো ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে সংঘ উভয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া, বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া, উভয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়া এবং ধর্মানুসারে প্রতিকার করাইয়া সংঘকে প্রবারণা করিতে হইবে।

॥ প্রবারণা-স্কন্ধ সমাপ্ত ॥

৫. চর্ম-স্কন্ধ

উপানৎ সম্বন্ধে নিয়ম

[স্থান : রাজগৃহ]

১. শোণ কোটিবিশের প্রব্রজ্যা

১. সেই সময়ে বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহ সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, গৃধ্রকূট পর্বতে। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার সেই সময়ে অশীতি সহস্র গ্রামিকের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন। সেই সময়ে চম্পায় শোণ কোটিবিশ[১] নামক শ্রেষ্ঠীপুত্র সুকোমল ছিলেন। তাহার দুই পায়ের তলায় রোম উৎপন্ন হইয়াছিল[২]। একসময় মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার সেই অশীতি সহস্র গ্রামিককে কোনো কার্যোপলক্ষে সমবেত করাইয়া শোণ কোটিবিশের নিকট 'শোণ, এস, তোমার উপস্থিতি প্রত্যাশা করিতেছি' এইরূপ সংবাদ প্রেরণ করিলেন। শোণ কোটিবিশের মাতাপিতা শোণ কোটিবিশকে কহিলেন, "বৎস শোণ, বোধ হয় রাজা তোমার পদতল দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব সাবধান! তুমি রাজার অভিমুখে পদ প্রসারিত করিও না, রাজার সম্মুখে পদ্মাসনে উপবেশন করিও। এরূপে উপবেশন করিলে রাজা তোমার পদতল দেখিতে সমর্থ হইবেন।" অনন্তর শোণ কোটিবিশকে শিবিকায় করিয়া আনয়ন করিল। শোণ কোটিবিশ মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে অভিবাদন করিয়া তাহার সম্মুখে পদ্মাসনে উপবেশন করিলেন। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার শোণ কোটিবিশের পদতলে রোমরাজি দেখিতে সমর্থ হইলেন। অনন্তর মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার সেই অশীতি সহস্র গ্রামিককে ঐহিক (প্রত্যক্ষ জীবনে ফলপ্রসূ) বিষয়ে উপদেশদানে বিদায় করিয়া কহিলেন, "মহাশয়গণ, আমি আপনাদিগকে ঐহিক বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলাম, এখন আপনারা ভগবানের নিকট উপস্থিত হউন, ভগবান আপনাদিগকে পারত্রিক (পরজন্মে ফলপ্রসূ) বিষয়ে

---

[১]। শোণ তাহার নাম এবং কোটিবিশ তাহার গ্রামের নাম।—সম-পাসা।

[২]। রক্তবর্ণ পদতলে অঞ্জনবর্ণ সূক্ষ্ম রোমরাজির উদ্ভব হইয়াছিল।—সম-পাসা।

উপদেশ প্রদান করিবেন।”

অতঃপর সেই অশীতি সহস্র গ্রামিক গৃধ্রকূট পর্বতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় আয়ুষ্মান স্বাগত ভগবানের সেবকপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই অশীতি সহস্র গ্রামিক আয়ুষ্মান স্বাগতের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান স্বাগতকে কহিলেন, “প্রভো, এই অশীতি সহস্র গ্রামিক ভগবানের দর্শন কামনায় এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। আমরা ভগবানের দর্শন পাইতে পারি কি?” “আয়ুষ্মানগণ, তাহা হইলে আপনারা এখানেই মুহূর্তকাল অপেক্ষা করুন আমি ভগবানকে নিবেদন করিয়া আসি।” এই বলিয়া আয়ুষ্মান স্বাগত নিরীক্ষমান সেই অশীতি সহস্র গ্রামিকের পুরোভাগেই অর্ধচন্দ্রাকৃতি পাষাণে ডুব দিয়া ভগবানের সম্মুখে (পাষাণ ভেদ করিয়া) উঠিয়া ভগবানকে কহিলেন, “প্রভো, এই অশীতি সহস্র গ্রামিক ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। ভগবান এখন যাহা উচিত মনে করেন (তাহা করিতে পারেন)।” “স্বাগত! তাহা হইলে তুমি বিহারের ছায়ায় আসন প্রস্তুত কর।”

আয়ুষ্মান স্বাগত ‘তথাস্তু, প্রভো, বলিয়া প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া চৌকি লইয়া ভগবানের সম্মুখে (পাষাণে) ডুব দিয়া নিরীক্ষমাণ সেই অশীতি সহস্র গ্রামিকের সম্মুখে অর্ধচন্দ্রাকার পাষাণ ভেদ করিয়া উঠিয়া বিহারের পশ্চাৎভাগে আসন প্রস্তুত করিলেন। অনন্তর ভগবান বিহার হইতে বাহির হইয়া বিহারের পশ্চাৎভাগে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। তখন সেই অশীতিসহস্র গ্রামিক ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। সেই অশীতি সহস্র গ্রামিক আয়ুষ্মান স্বাগতের দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, ভগবানের দিকে নহে। তখন ভগবান স্বচিত্তে সেই অশীতি সহস্র গ্রামিকের চিত্ত পরিবিতর্ক অবগত হইয়া আয়ুষ্মান স্বাগতকে আহ্বান করিলেন :

“হে স্বাগত, আরও প্রসন্নতার নিমিত্ত তুমি মানবের অলৌকিক ঋদ্ধিপ্রতিহার্য প্রদর্শন কর।”

“তথাস্তু, প্রভো,” বলিয়া আয়ুষ্মান স্বাগত প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া আকাশে অভ্যুত্থিত হইয়া অন্তরীক্ষে পাদচারণ করিলেন, দণ্ডায়মান হইলেন, উপবেশন করিলেন, শয়ন করিলেন, ধূম নির্গত করিলেন, প্রজ্জ্বলিত হইলেন এবং অন্তর্ধান হইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি আকাশে বিবিধপ্রকার অলৌকিক ঋদ্ধিপ্রতিহার্য প্রদর্শন করিয়া ভগবানের পদে শির নত করিয়া ভগবানকে কহিলেন, “প্রভো, ভগবান আমার শাস্তা, আমি তাহার শ্রাবক;

তিনি আমার শাস্তা, আমি তাহার শ্রাবক।”

সেই অশীতি সহস্র গ্রামিক ‘অহো! বড় আশ্চর্য! অহো! বড় অদ্ভুত! যদি শ্রাবক এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারেন, এরূপ মহানুভব হইতে পারেন, তাহা হইলে না জানি ভগবান কী হইতে পারেন?’ এই বলিয়া ভগবানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, স্বাগতের দিকে নহে। অনন্তর ভগবান স্বচিত্তে সেই অশীতিসহস্র গ্রামিকের চিত্তপরিবিতর্ক জানিয়া আনুপূর্বিক কথা বলিতে লাগিলেন; যথা : দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। ভগবান কামের আদীনব, অবকার, সংক্লেশ এবং নৈষ্ক্রম্যের আনিশংস প্রকাশ করিলেন। যখনই ভগবান জানিতে পারিলেন তাহাদের চিত্ত কল্য (সুস্থ), মৃদু, নীবরণমুক্ত, উদগ্র (প্রফুল্ল) ও প্রসন্ন হইয়াছে তখন তিনি বুদ্ধগণের সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্মদেশনা অভিব্যক্ত করিলেন; যথা : দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ এবং দুঃখনিরোধের উপায়। যেমন শুদ্ধ ও কালিমারহিত বস্ত্র সম্যকভাবে রং প্রতিগ্রহণ করে, তেমনই সেই অশীতিসহস্র গ্রামিকের সেই আসনেই বিরজ, বিমল ধর্ম-চক্ষু উৎপন্ন হইল : ‘যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।’ তাহারা ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম বিদিত হইয়া, ধর্মে প্রবিষ্ট হইয়া, সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া এবং শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন, “প্রভো, অতি সুন্দর! অতি মনোহর! যেমন কেহ উল্টানকে সোজা করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ প্রদর্শন করে অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যমান বস্তুসমূহ) দেখিতে পায় তেমনভাবেই ভগবান বহুপর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত করিলেন। প্রভো, আমরা ভগবানের শরণাগত হইতেছি, ধর্মের শরণাগত হইতেছি এবং ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হইতেছি, আজ হইতে আমাদিগকে আমরণ উপাসকরূপে অপধারণ করুন।”

২. অনন্তর শোণ কোটিবিশের চিত্তে এই চিন্তা উদিত হইল : ‘আমি যেই যেইভাবে ভগবানের উপদিষ্ট ধর্ম জানিতেছি (তাহাতে আমার মনে হইতেছে) আগারে অবস্থান করিয়া একান্তে পরিপূর্ণ, একান্তে পরিশুদ্ধ, শঙ্খলিখিত[১] ব্রহ্মচর্য পালন করা দুষ্কর। অতএব আমি কেশশ্মশ্রু মুণ্ডিত করিয়া,

---

[১]। আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে শঙ্খলিখিত অর্থে লিখিত শঙ্খ, এবং লিখিত অর্থে যাহা পরিষ্কৃত। তদনুসারে শঙ্খলিখিত ব্রহ্মচর্য অর্থ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য। আচার্য বুদ্ধঘোষ লক্ষ করেন নাই যে শঙ্খ ও লিখিত নামে দুইজন প্রাচীন ধর্মসূত্রকার ছিলেন এবং শঙ্খলিখিত ব্রহ্মচর্য নামদ্বয় জনসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শঙ্খলিখিত অর্থে শঙ্খলিখিত অর্থাৎ সমুৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য।

কাষায়বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইব।' সেই অশীতিসহস্র গ্রামিক ভগবানের বাক্য অনুমোদন করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া, তাহাকে পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্বে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। শোণ কোটিবিশ সেই অশীতিসহস্র গ্রামিক প্রস্থান করিবার কিছু পরে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন; একান্তে উপবেশন করিয়া শোণ কোটিবিশ ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, আমি যেই যেইভাবে ভগবানের নিকট উপদিষ্ট ধর্ম জানিতেছি (তাহাতে আমার ধারণা হইতেছে) আগারে অবস্থান করিয়া সুকর নহে এই একান্ত পরিপূর্ণ, একান্ত পরিশুদ্ধ, শঙ্খলিখিত ব্রহ্মচর্যাচরণ করা। প্রভো, আমি কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া, কষায়বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইতে ইচ্ছা করিতেছি। অতএব প্রভু ভগবান, আমাকে প্রব্রজিত করুন।"

শোণ কোটিবিশ ভগবানের নিকট যথাসময় প্রব্রজ্যা লাভ করিলেন এবং উপসম্পদাও লাভ করিলেন। অচিরউপসম্পন্ন আয়ুষ্মান শোণ সীতবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি অত্যধিক বীর্যসহকারে পাদচারণ করায় তাহার পদতল[১] ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। তাহার পাদচারণ করিবার স্থান কসাইখানার ন্যায় রক্তাপ্লুত হইয়া পড়িল। অতঃপর আয়ুষ্মান শোণ নির্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় তাহার চিত্তে এইরূপ পরিবিতর্ক উপস্থিত হইল : 'ভগবানের যেই সকল শ্রাবক অত্যধিক বীর্যবান হইয়া অবস্থান করেন আমি তাহাদের অন্যতম; অথচ আমার চিত্ত অনাসক্তি হেতু আসব হইতে বিমুক্ত হইল না। আমার কুলে (গৃহে) ভোগ্যবস্তু বিদ্যমান আছে, আমি ভোগ্যবস্তু পরিভোগ এবং পুণ্য করিতে পারিব। অতএব আমি হীনস্তরে (গৃহী ভাবে) আবর্তিত হইয়া ভোগ্যবস্তু পরিভোগ এবং পুণ্যকার্য করিব।'

৩. ভগবান স্বচিত্তে আয়ুষ্মান শোণের চিত্তপরিবিতর্ক অবগত হইয়া যেমন কোনো বলবান ব্যক্তি সংকুচিত বাহু প্রসারিত করে এবং প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে তেমন গৃধ্রকূট পর্বতে অন্তর্ধান করিয়া সীতবনে প্রাদুর্ভূত হইলেন। ভগবান বহুসংখ্যক ভিক্ষু সঙ্গে করিয়া শয়নাসন (বাসস্থান) হইতে শয়নাসনে বিচরণ করিতে করিতে আয়ুষ্মান শোণের পাদচারণ করিবার স্থানে উপস্থিত হইলেন। ভগবান দেখিতে পাইলেন : আয়ুষ্মান শোণের পাদচারণ

---

[১]। শোণ পদতল ক্ষতবিক্ষত হওয়ায় অবশেষে হামাগুড়ি দিয়া পাদচারণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাহার জানু এবং হস্ততলও ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল।—সার-দীপ।

স্থান রক্তরঞ্জিত। দেখিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, এই রক্তরঞ্জিত পাদচারণের স্থান কাহার? যেন রক্তরঞ্জিত কসাইখানা!" "প্রভো, আয়ুষ্মান শোণ অত্যধিক বীর্যসহকারে পাদচারণ করায় তাহার পদতল ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। কসাইখানার ন্যায় রক্তরঞ্জিত এই পাদচারণ স্থান তাহারই!"

২. কঠোর সাধনা অবিধেয়

ভগবান শোণের বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। আয়ুষ্মান শোণও ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান শোণকে ভগবান কহিলেন, "হে শোণ, তুমি নির্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় তোমার চিত্তে 'ভগবানের শ্রাবকগণের মধ্যে যাহারা অত্যধিক বীর্যবান হইয়া অবস্থান করেন আমি তাহাদের অন্যতম; অথচ অনাসক্তি-হেতু আমার চিত্ত আসব হইতে বিমুক্ত হইল না, আমার কুলে ভোগ্যবস্তু বিদ্যমান আছে, ভোগ্যবস্তু পরিভোগ করিতে এবং পুণ্যকার্য করিতে সমর্থ হইব, অতএব আমি হীনস্তরে আবর্তিত হইয়া ভোগ্যবস্তু পরিভোগ এবং পুণ্যকার্য করিব' এইরূপ পরিবিতর্ক কি তোমার মধ্যে উপস্থিত হয় নাই?" "হ্যাঁ প্রভো, উপস্থিত হইয়াছে।"

"হে শোণ, তুমি কি মনে কর, তুমি পূর্বে আগারিক অবস্থায় বীণার তন্ত্রীস্বরে (বীণা বাদনে) দক্ষ ছিলে কি?" "হ্যাঁ প্রভো, ছিলাম।" "শোণ, তুমি কি মনে কর, যখন তোমার বীণার তন্ত্রীসমূহ অতিশয় কড়া হইত সেই সময় তোমার বীণা সুস্বরবিশিষ্ট এবং কর্মক্ষম হইত কি?" "না, প্রভো, হইত না।" "শোণ, তুমি কি মনে কর, যখন তোমার বীণার তন্ত্রীসমূহ অতি শিথিল হইত সেই সময় তোমার বীণা সুস্বরবিশিষ্ট এবং কর্মক্ষম হইত কি?" "না, প্রভো, হইত না।" "শোণ, তাহা তুমি কি মনে কর, যখন তোমার বীণার তন্ত্রীসমূহ অত্যধিক কড়া কিংবা অত্যধিক শিথিল হইত না সমভাবে প্রতিষ্ঠিত হইত সেই সময় তোমার বীণা সুস্বরবিশিষ্ট এবং কর্মক্ষম হইত কি?" "হ্যাঁ প্রভো, হইত।"

"শোণ, এইরূপ অত্যধিক বীর্যবত্তা ঔদ্ধত্য উৎপাদন করে, অত্যন্ত বীর্যহীনতা কৌসীদ্য (আলস্য) উৎপাদন করে। এইজন্য তুমি বীর্যে (উদ্যমশীলতায়) সমতা অবলম্বন কর, ইন্দ্রিয়সমূহে সমতা অবলম্বন কর এবং তথায় মন নিবিষ্ট কর।" "তথাস্তু, প্রভো," বলিয়া আয়ুষ্মান শোণ

ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন।

অনন্তর ভগবান আয়ুষ্মান শোণকে এই উপদেশ প্রদান করিয়া যেমন কোনো বলবান পুরুষ সংকুচিত বাহু প্রসারিত করে এবং প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে তেমনভাবে সীতবনে আয়ুষ্মান শোণের সম্মুখে অন্তর্ধান করিয়া গৃধ্রকূট পর্বতে প্রাদুর্ভূত হইলেন। পরে আয়ুষ্মান শোণ বীর্যে সমতা অবলম্বন করিলেন, ইন্দ্রিয়সমূহে (শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয়ে) সমতা অবলম্বন করিলেন এবং তাহাতে মন নিবিষ্ট করিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান শোণ একাকী, নির্জননিরত, প্রমাদহীন, উদ্যোগী এবং সমাধিপ্রবণ হইয়া বাস করায় অচিরেই যেই জন্য কুলপুত্রগণ আগার হইতে অনাগারে সম্যকভাবে প্রব্রজিত হয় (আয়ুষ্মান শোণ) সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের পরিসমাপ্তি প্রত্যক্ষজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞায় প্রত্যক্ষ এবং লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 'জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যবাস উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয়কার্য কৃত হইয়াছে, অতঃপর অত্র পুনরাগমন হইবে না' বলিয়া তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারিলেন। আয়ুষ্মান শোণ অর্হতের মধ্যে অন্যতম হইলেন।

৩. অর্হত্ত্ব বর্ণনা

আয়ুষ্মান শোণ অর্হত্ত্বলাভের পর তাহার চিত্তে এই চিন্তা উদিত হইল : 'আমি ভগবানের নিকটে আমার অর্হত্ত্বপ্রাপ্তি বর্ণনা করিব।' এই ভাবিয়া আয়ুষ্মান শোণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন; একান্তে উপবেশন করিয়া আয়ুষ্মান শোণ ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, যে ভিক্ষু অর্হৎ ক্ষীণাসব, ব্রহ্মচর্যবাস উদ্‌যাপন করিয়াছেন, করণীয় কার্য সমাপ্ত করিয়াছেন, ভারমুক্ত, নির্বাণপ্রাপ্ত, যাহার ভববন্ধন পরিক্ষীণ হইয়াছে এবং যিনি সম্যক জ্ঞানপ্রভাবে বিমুক্ত তিনি ষট্ স্থানাভিমুখী হন। ষট্‌স্থান যথা : (১) নৈষ্ক্রম্য, (২) প্রবিবেক (বিবেক বৈরাগ্য), (৩) অবাধতা, (৪) উপাদানক্ষয়, (৫) তৃষ্ণাক্ষয়, (৬) অমোহ। প্রভো, হয়তো কোনো আয়ুষ্মান এই মনে করিতে পারেন : 'এই আয়ুষ্মান কেবলমাত্র শ্রদ্ধাপ্রভাবে নৈষ্ক্রম্যাভিমুখী হইয়াছেন।' কিন্তু প্রভো, বিষয়টি এইভাবে দেখিলে চলিবে না। যেই ভিক্ষু ক্ষীণাসব হইয়াছেন, যাহার ব্রহ্মচর্যবাস উদ্‌যাপিত হইয়াছে, তিনি করণীয় কার্য সমাপ্ত করিয়াছেন, তিনি নিজের অন্য কোনো করণীয় কার্য দেখিতে না পাইয়া এবং কৃতকার্যের বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, রাগক্ষয়ে রাগাভাবে নৈষ্ক্রম্যে রত থাকেন। দ্বেষক্ষয়ে দ্বেষাভাবে নৈষ্ক্রম্যে রত থাকেন, মোহক্ষয়ে মোহাভাবে নৈষ্ক্রম্যে রত থাকেন।

প্রভো, হয়ত কোনো আয়ুষ্মান এরূপ মনে করিতে পারেন : ‘এই আয়ুষ্মান লাভ, সৎকার, কীর্তিলাভের (প্রশংসার) ইচ্ছায় নির্জনবাসে নিরত আছেন।’ কিন্তু বিষয়টি এইভাবে দেখা উচিত নহে। যাহার আসব ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যবাস উদ্‌যাপিত হইয়াছে, যিনি করণীয় কার্য সমাপ্ত করিয়াছেন, তিনি নিজের অন্য কোনো করণীয় কার্য অবশিষ্ট দেখিতে না পাইয়া এবং কৃতকার্যের বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া রাগক্ষয়ে রাগাভাবে প্রবিবেকে রত থাকেন, দ্বেষক্ষয়ে দ্বেষাভাবে বীতদ্বেষ হইয়া প্রবিবেকে রত থাকেন, মোহক্ষয়ে মোহাভাবে প্রবিবেকে রত থাকেন। প্রভো, হয়ত কোনো আয়ুষ্মান এরূপ মনে করিতে পারেন : ‘এই আয়ুষ্মান শীলব্রত[১] অবলম্বন সার মনে করিয়া অবাধতায় (নির্দ্বন্দ্বে) রত আছেন।’ কিন্তু বিষয়টি এইভাবে দেখিলে চলিবে না। যাহার আসব ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যবাস উদ্‌যাপিত হইয়াছে, যিনি করণীয় কার্য সমাপ্ত করিয়াছেন, তিনি নিজের অন্য কোনো করণীয় কার্য অবশিষ্ট দেখিতে না পাইয়া এবং কৃতকার্যের বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া রাগক্ষয়ে রাগাভাবে অবাধতায় রত থাকেন, দ্বেষক্ষয়ে দ্বেষাভাবে অবাধতায় রত থাকেন, মোহক্ষয়ে মোহাভাবে অবাধতায় রত থাকেন।... রাগক্ষয়ে রাগাভাবে উপাদানক্ষয়ে রত থাকেন। রাগক্ষয়ে রাগাভাবে তৃষ্ণাক্ষয়ে রত থাকেন, দ্বেষক্ষয়ে দ্বেষাভাবে তৃষ্ণাক্ষয়ে রত থাকেন, মোহক্ষয়ে মোহাভাবে তৃষ্ণাক্ষয়ে রত থাকেন। রাগক্ষয়ে রাগাভাবে অমোহে রত থাকেন, দ্বেষক্ষয়ে দ্বেষাভাবে অমোহে রত থাকেন এবং মোহক্ষয়ে মোহাভাবে অমোহে রত থাকেন।

প্রভো, যদি এইরূপ সম্যকভাবে বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুর চক্ষুপথে প্রবল চক্ষুবিজ্ঞেয়-রূপ আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহা তাহার চিত্ত অভিভূত করিতে পারে না, তাহার চিত্ত তাহাতে লিপ্ত হয় না, চিত্ত স্থির ও অনেজ (অকম্পিত) থাকে এবং তিনি তাহার (রূপের) পরিণাম (অবস্থান্তর প্রাপ্তি) অবলোকন করিতে থাকেন। যদি শ্রোত্রবিজ্ঞেয়-শব্দ, ঘ্রাণবিজ্ঞেয়-গন্ধ, জিহ্বাবিজ্ঞেয়-রস, কায়বিজ্ঞেয়-স্পর্শ এবং মনবিজ্ঞেয়-ধর্ম (বিষয়) মনের গোচরীভূত হয় তাহা হইলে তাহার চিত্ত তাহাতে অভিভূত হয় না, লিপ্ত হয় না, চিত্ত স্থির ও অনেজ থাকে এবং তিনি ধর্মের পরিণাম অবলোকন করিতে থাকেন। প্রভো, যেমন নিশ্ছিদ্র, নিরন্ধ্র, নিখুঁত, (একঘন) পাষাণ-পর্বত পূর্বদিক হইতে আগত প্রবল ঝড়বৃষ্টি সঙ্কম্পিত, সম্প্রকম্পিত অথবা

---

[১]। গোব্রত, কুকুরব্রত প্রভৃতি প্রতিপালন করা।

সংবেপথুমান করিতে পারে না, পশ্চিমদিক, উত্তরদিক এবং দক্ষিণদিক হইতে আগত প্রবল ঝড়বৃষ্টি সঙ্কম্পিত, সংপ্রকম্পিত অথবা সংবেপথুমান করিতে পারে না তেমন এই সম্যকভাবে বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুর চক্ষুপথে যদি প্রবল চক্ষুবিজ্ঞেয়-রূপ আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহার চিত্ত তাহাতে অভিভূত হয় না, লিপ্ত হয় না, চিত্ত স্থির ও অনেজ থাকে এবং তিনি তাহার (রূপের) পরিণাম অবলোকন করিতে থাকেন। যদি প্রবল শ্রোত্রবিজ্ঞেয়-শব্দ, ঘ্রাণবিজ্ঞেয়-গন্ধ, জিহ্বাবিজ্ঞেয়-রস, কায়বিজ্ঞেয়-স্পর্শ এবং মনবিজ্ঞেয়-ধর্ম মনের গোচরীভূত হয় তাহা হইলে তাহার চিত্ত তাহাতে অভিভূত হয় না, লিপ্ত হয় না, চিত্ত স্থির ও অনেজ থাকে এবং তিনি ধর্মের (মনঃগ্রাহ্য বিষয়ের) পরিণাম অবলোকন করিতে থাকেন।

নৈষ্ক্রম্যের অভিমুখী হন যেইজন,
বিবেক-বৈরাগ্যে রত যাঁর চিত্ত মন,
অবাধের অভিমুখী বাধামুক্ত জন,
উপাদানক্ষয়ে মতি, অনাসক্ত মন,
তৃষ্ণাক্ষয়ে মতি যাঁর, তৃষ্ণাহীন জন,
সম্মোহ হইতে মুক্তি খোঁজে চিত্ত মন,
অনাগতে অনুৎপাদ হেরি অভিজ্ঞায়
সম্যকবিমুক্তি লভে, চিত্ত মুক্তি পায়।
সম্যকবিমুক্ত ভিক্ষু, শান্ত চিত্ত তাঁর,
কৃতের বর্ধন নাই, কৃত্য নাহি আর।
নিখুঁত প্রস্তরে যদি পর্বত নির্মিত,
সমীরণে যথা তাহা না করে কম্পিত,
তথা রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ আর,
ইষ্টানিষ্ট ধর্ম মনঃগ্রাহ্য আপনার
কম্পিত করে না কভু তাদৃশ যে জন,
স্থিরচিত্ত বিপ্রমুক্ত, রহিত কম্পন,
দেখে চিত্ত নিজ 'ব্যয়' নিরোধ আপন।

ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, এইভাবেই কুলপুত্রগণ স্বীয় অর্হত্ত্বপ্রাপ্তি বর্ণনা করিয়া থাকে; এমনভাবে বর্ণনা করে যে অর্হত্ত্বপ্রাপ্তি বিজ্ঞাপিত হয় অথচ আত্মশ্লাঘা উপস্থিত হয় না; কিন্তু কোনো কোনো মূর্খ মান পরিহাস করার ন্যায় অর্হত্ত্বপ্রাপ্তি বর্ণনা করে, ইহার ফলে পরে সে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।"

ভগবান আয়ুষ্মান শোণকে আহ্বান করিলেন, "হে শোণ, তুমি অতি সুকোমল, এই হেতু আমি তোমায় অনুজ্ঞা করিতেছি : তুমি একতলাবিশিষ্ট উপানৎ (চর্মপাদুকা) ব্যবহার করিবে।"

"প্রভো, আমি অশীতি শকট বাহ[১] পরিমাণ হীরক এবং সপ্ত অনীক[২] হস্তী পরিত্যাগ করিয়া আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইয়াছি। (যদি আমি চর্মপাদুকা ব্যবহার করি) আমার সম্বন্ধে 'শোণ কোটিবিশ অশীতি শকট বাহ পরিমাণ হীরক এবং সপ্ত অনীক হস্তী পরিত্যাগ করিয়া আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইয়া এখন একতলার চর্মপাদুকায় আসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন' এই কথা বলিবার লোকের অভাব হইবে না। যদি ভগবান ভিক্ষুসংঘকেও (পাদুকা পরিধানে) অনুজ্ঞা প্রদান করেন তাহা হইলে আমিও (চর্মপাদুকা) ব্যবহার করিব; যদি ভগবান ভিক্ষুসংঘকে অনুজ্ঞা না দেন তাহা হইলে আমি ব্যবহার করিব না।"

৪. একতলা উপানতের বিধান

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : একতলা উপানৎ (এক-পলাসিকং উপাহনং) পরিধান করিবে।

"হে ভিক্ষুগণ, দুইতলা উপানৎ পরিধান করিতে পারিবে না, তিনতলা উপানৎ পনিধান করিতে পারিবে না। বহুতলা উপানৎ পরিধান করিতে পারিবে না। যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু সারা গায়ে নীল চর্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল, সারা গায়ে পীত চর্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল, সারা গায়ে লাল চর্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল, সারা গায়ে মঞ্জিষ্ঠা রঙের চর্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল, সারা গায়ে কাল চর্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল, সারা গায়ে 'মহারঙে' রঞ্জিত[৩] চর্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল এবং সারা গায়ে 'মহানাম' রঞ্জিত[৪] চর্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল। (তাহা দেখিয়া) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল :

---

[১]। দুই শকট ভারে এক বাহ হয়।

[২]। ছয় হস্তী এবং এক হস্তিনীতে এক অনীক হয়। ৪২টি হস্তী এবং ৭টী হস্তিনীতে সপ্ত অনীক হয়।—সম-পাসা।

[৩]। শতপদীর পৃষ্ঠের ন্যায় রং-বিশিষ্ট;

[৪]। পাণ্ডুপত্রের ন্যায় রং-বিশিষ্ট।

"শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, সারা গায়ে নীল রঙের চর্মপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, সারা গায়ে পীত রঙের চর্মপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, সারা গায়ে লাল রঙের চর্মপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, সারা গায়ে মঞ্জিষ্ঠা রঙের চর্মপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, সারা গায়ে কালো রঙের চর্মপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, সারা গায় 'মহারঙে' রঞ্জিত চর্মপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, সারা গায় 'মহানাম রঙে' রঞ্জিত চর্মপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না; যে পরিধান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৫. চর্মপাদুকার রং এবং প্রভেদ

১. সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু নীলপটি চর্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল, পীতপটি, লালপটি, মঞ্জিষ্ঠাপটি, কালপটি, মহারং-রঞ্জিতপটি এবং মহানাম-রং-রঞ্জিতপটি চর্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল। (তাহা দেখিয়া) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, নীলপটি চর্মপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না; পীতপটি, লালপটি, মঞ্জিষ্ঠাপটি, কালপটি, মহারং-রঞ্জিতপটি কিংবা মহানাম-রং-রঞ্জিতপটি চর্মপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না; যে পরিধান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

২. সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু গোড়ালি-আচ্ছাদক[১] চর্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল, পুটবদ্ধ[২] চর্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল, 'পালিগুণ্ঠিম'[৩] চর্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল, তুলাপূর্ণ[৪] চর্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল, তিত্তির পাখীর পাখা সদৃশ চর্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল, মেষশৃঙ্গ[৫] সদৃশ চর্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল, অজশৃঙ্গ সদৃশ চর্মপাদুকা পরিধান

---

[১]। গোড়ালি আচ্ছাদনের নিমিত্ত তলায় চর্ম রজ্জু বন্ধন করিয়া প্রস্তুত জুতা।—সম-পাসা।

[২]। যোনক (য়ুনানি) দেশের জুতা, যাহা জঙ্ঘা পর্যন্ত সমস্ত পদ আবৃত করে।

[৩]। বর্তমান কালের বুট জুতা সদৃশ; যাহা পায়ের উপরিভাগ আবৃত করে।

[৪]। যাহার অভ্যন্তর ভাগে তুলার পিঞ্জিকা পূর্ণ করিয়া প্রস্তুত করে।

[৫]। যেই জুতার সম্মুখভাগ মেষের শৃঙ্গ সদৃশ করিয়া প্রস্তুত করে।

করিতেছিল, বৃশ্চিকের নঙ্গুষ্ঠ[১] সদৃশ চর্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল, ময়ূর পাখার ন্যায়[২] সেলাই করা চর্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল, চিত্রবিচিত্র চর্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল। (তাহা দেখিয়া) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, গোড়ালি-আচ্ছাদক চর্মপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, 'পুটবদ্ধ' চর্মপাদুকা, 'পালিগুণ্ঠিম' চর্মপাদুকা, তুলাপূর্ণ চর্মপাদুকা, তিত্তির পাখীর পাখা সদৃশ চর্মপাদুকা, মেষশৃঙ্গ সদৃশ চর্মপাদুকা, অজশৃঙ্গ সদৃশ চর্মপাদুকা, বৃশ্চিকনঙ্গুষ্ঠ সদৃশ চর্মপাদুকা, ময়ূরের পালক সদৃশ সেলাই করা চর্মপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না; যে পরিধান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৩. সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু সিংহচর্মসংযুক্ত পাদুকা পরিধান করিতেছিল, ব্যাঘ্র চর্মসংযুক্ত পাদুকা পরিধান করিতেছিল, দ্বীপীচর্মসংযুক্ত পাদুকা পরিধান করিতেছিল, মৃগচর্মসংযুক্ত পাদুকা পরিধান করিতেছিল, উদেরচর্মসংযুক্ত পাদুকা পরিধান করিতেছিল, মার্জার-চর্মসংযুক্ত পাদুকা পরিধান করিতেছিল, কাড়ক-চর্মসংযুক্ত পাদুকা পরিধান করিতেছিল, উলূকচর্ম-সংযুক্ত পাদুকা পরিধান করিতেছিল। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী!" এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, সিংহচর্মসংযুক্ত পাদুকা, ব্যাঘ্রচর্মসংযুক্ত পাদুকা, দ্বীপীচর্মসংযুক্ত পাদুকা, মৃগচর্মসংযুক্ত পাদুকা, উদের চর্মসংযুক্ত পাদুকা, মার্জার-চর্মসংযুক্ত পাদুকা, কাড়ক-চর্মসংযুক্ত পাদুকা এবং উলূক-চর্মসংযুক্ত পাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না; যে পরিধান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৬. বহুতলার পুরাণ চর্মপাদুকা-বিধান

ভগবান বহির্গমনবাস পরিধান করিয়া, পূর্বাহ্ন সময় পাত্রচীবর লইয়া, জনৈক ভিক্ষুকে পশ্চাদ্গামী শ্রমণ করিয়া ভিক্ষান্ন সংগ্রহের নিমিত্ত রাজগৃহে

১। যেই জুতার সম্মুখভাগ বৃশ্চিকের লেজের ন্যায় করিয়া প্রস্তুত করে।

২। যাহা ময়ূরের পালকসদৃশ সূতার দ্বারা সেলাই করা হয়।

প্রবেশ করিলেন। সেই ভিক্ষু খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া ভগবানের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তখন বহুতলার চর্মপাদুকা পরিহিত জনৈক উপাসক দূর হইতেই ভগবানকে আসিতে দেখিতে পাইলেন; দেখিয়া পাদুকা হইতে অবরোহণ করিয়া (খুলিয়া) ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া, সেই ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া সেই ভিক্ষুকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "প্রভো, আপনি খোঁড়াইতেছেন কেন?" "বন্ধো, আমার পদদ্বয় ফাটিয়াছে।" "প্রভো, তাহা হইলে আমার এই চর্মপাদুকা গ্রহণ করুন।" "বন্ধো, প্রয়োজন নাই, কেননা ভগবান বহুতলাবিশিষ্ট চর্মপাদুকা পরিধান করিতে বারণ করিয়াছেন।" (তখন ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষু, এই চর্মপাদুকা পরিধান করিতে পার।"

অতঃপর ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ব্যবহারের পর পরিত্যক্ত বহুতলাবিশিষ্ট চর্মপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে। কিন্তু বহুতলাবিশিষ্ট নূতন চর্মপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না; যে পরিধান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৭. গুরুজনের সম্মুখে চর্মপাদুকা ব্যবহার অবিধেয়

সেই সময়ে ভগবান উন্মুক্ত স্থানে নগ্নপদে পাদচারণ করিতেছিলেন। ভগবানকে নগ্নপদে পাদচারণ করিতে দেখিয়া স্থবির ভিক্ষুগণও নগ্নপদে পাদচারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ষড়বর্গীয় ভিক্ষু ভগবান এবং স্থবির ভিক্ষুগণ নগ্নপদে পাদচারণ করিবার সময় চর্মপাদুকা পরিয়া পাদচারণ করিতে লাগিল। যেই সমস্ত ভিক্ষু অল্পেচ্ছু তাহারা 'কেন ভগবান এবং স্থবির ভিক্ষুগণ নগ্নপদে পাদচারণ করিবার সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু চর্মপাদুকা পরিয়া পাদচারণ করিতেছে!' এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন। সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি শাস্তা এবং স্থবির ভিক্ষুগণ নগ্নপদে পাদচারণ করিবার সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু চর্মপাদুকা পরিয়া পাদচারণ করিতেছে?" "হ্যাঁ ভগবান, তাহা সত্য বটে।"

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, কেন সেই মোঘপুরুষগণ (মূর্খগণ) শাস্তা এবং স্থবির ভিক্ষুগণ নগ্নপদে পাদচারণ করিবার সময় চর্মপাদুকা পরিয়া পাদচারণ করিতেছে? ভিক্ষুগণ,

এই শ্বেতবস্ত্র পরিহিত কামসেবী গৃহীগণও জীবিকানির্বাহোপযোগী বৃত্তি শিক্ষার জন্য আচার্যগণের প্রতি গৌরবসম্পন্ন, আদরসম্পন্ন এবং সমজীবীপরায়ণ হইয়া অবস্থান করে। তোমরা এইরূপ সু-আখ্যাত ধর্মবিনয়ে (বুদ্ধের শাসনে) প্রব্রজিত হইয়া আচার্য এবং আচার্য সদৃশ, উপাধ্যায় এবং উপাধ্যায় সদৃশ ব্যক্তির প্রতি গৌরবহীন, আদরহীন এবং অসমজীবী হইয়া অবস্থান করা তোমাদের শোভা পায় কী? ভিক্ষুগণ, তোমাদের এই কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে পারে না... " এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া, ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :

"হে ভিক্ষুগণ, আচার্য বা আচার্যতুল্য এবং উপাধ্যায় বা উপাধ্যায়তুল্য ব্যক্তিগণ নগ্নপদে পাদচারণ করিবার সময় কেহ চর্মপাদুকা পরিয়া পাদচারণ করিতে পারিবে না; যে পাদচারণ করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

"হে ভিক্ষুগণ, আরামের (বিহারের) মধ্যে চর্মপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৮. অবস্থাবিশেষে আরামেও চর্মপাদুকা ব্যবহার বিধেয়

১. সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর 'পাদকীল' রোগ[১] ছিল। ভিক্ষুগণ তাহাকে ধরাধরি করিয়া বাহ্য এবং প্রস্রাব করাইবার জন্য লইয়া যাইতেন। ভগবান শয়নাসন দেখিবার জন্য বিচরণ করিবার সময় সেই ভিক্ষুগণকে তাহাকে (রুগ্‌ণ ভিক্ষুকে) বাহ্য এবং প্রস্রাব করাইবার নিমিত্ত ধরাধরি করিয়া বাহিরে লইয়া যাইতে দেখিতে পাইলেন; দেখিতে পাইয়া সেই ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষুর নিকট কোন রোগ হইয়াছে?" "প্রভো, এই আয়ুষ্মানের 'পাদকীল' রোগ হইয়াছে, আমরা তাহাকে ধরাধরি করিয়া বাহ্য এবং প্রস্রাব করাইবার জন্য লইয়া যাইতেছি।" ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যাহার পদে বেদনা আছে অথবা যাহার পা ফাটিয়াছে কিংবা যাহার 'পাদকীল' রোগ আছে সে চর্মপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে।"

২. সেই সময় ভিক্ষুগণ অধৌতপদে মঞ্চে এবং চৌকিতে আরোহণ

---

[১]। এক প্রকার পদরোগবিশেষ। এই রোগে পদে কীলকসদৃশ মাংসপিণ্ড বাহির হইয়া থাকে।

করিতেছিলেন, তাহাতে চীবর এবং শয়নাসন অপরিষ্কার হইয়া যাইতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : মঞ্চে অথবা চৌকিতে আরোহণ করিবার সময় চর্মপাদুকা পরিধান করিবে।"

৯. আরামে চর্মপাদুকা, মশাল, প্রদীপ এবং দণ্ড রাখিবার বিধান

সেই সময় ভিক্ষুগণ রাত্রিকালে উপোসথাগারে অথবা বসিবার স্থানে যাইবার সময় অন্ধকারে স্থাণু এবং কণ্টক পদদলিত করিতেন, তাহাতে পায়ে বেদনা হইত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : আরামের সীমাভ্যন্তরে চর্মপাদুকা, মশাল, প্রদীপ এবং দণ্ড (যষ্ঠি) ব্যবহার করিবে।"

১০. কাষ্ঠপাদুকা (Log) পরিধান অবিধেয়

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু রাত্রির প্রত্যুষ সময়ে গাত্রোত্থান করিয়া, কাষ্ঠপাদুকা পায়ে দিয়া, 'খট্, খট্' শব্দে রাজা-কথা, চোর-কথা, মহামাত্য-কথা, সৈন্য-কথা, ভয়ের-কথা, যুদ্ধ-কথা, অন্ন-কথা, পানীয়-কথা, বস্ত্র-কথা, শয়ন-কথা, মালার-কথা, গন্ধের-কথা, জ্ঞাতির-কথা, যানের-কথা, গ্রামের-কথা, নিগমের-কথা, নগরের-কথা, জনপদের-কথা, স্ত্রীর কথা, পুরুষের কথা, শূরের কথা, চৌরাস্তার কথা, জলঘাটের কথা, পূর্বপ্রেতের কথা, বিবিধরকমের কথা, লোক-আখ্যায়িকা, সমুদ্র-আখ্যায়িকা, ভবাভব কথা ইত্যাদি নিরর্থক কথা উচ্চশব্দে, মহাশব্দে বলিয়া উন্মুক্ত স্থানে পাদচারণ করিতেছিল, কীটও পদদলিত করিয়া হত্যা করিতেছিল এবং ভিক্ষুগণকেও সমাধি ভ্রষ্ট করিতেছিল। (তদ্দর্শনে) অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ 'কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষু রাত্রির প্রত্যুষ সময়ে উঠিয়া, কাষ্ঠপাদুকা পরিয়া, খট্ খট্ শব্দ করিয়া রাজ-কথা, চোর-কথা, মহামাত্য-কথা, সৈন্য-কথা, ভয়ের-কথা, যুদ্ধের কথা, অন্নের কথা, পানীয়ের কথা, বস্ত্রের কথা, শয্যার কথা, মালার কথা, গন্ধের কথা, জ্ঞাতির কথা, যানের কথা, গ্রামের কথা, নিগমের কথা, নগরের কথা, জনপদের কথা, স্ত্রীর কথা, পুরুষের কথা, শূরের কথা, চৌরাস্তার কথা, জলঘাটের কথা, পূর্বপ্রেতের কথা, বিবিধ কথা, লোক-আখ্যায়িকা, সমুদ্র-আখ্যায়িকা এবং ভবাভব কথা ইত্যাদি উচ্চশব্দে, মহাশব্দে বলিয়া উন্মুক্ত স্থানে পাদচারণ করিতেছে?' কেনই বা কীট পদদলিত করিয়া হত্যা

করিতেছে ও ভিক্ষুদিগকে সমাধিচ্যুত করিতেছে?' এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন। সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষু রাত্রির প্রত্যুষে উঠিয়া কাষ্ঠপাদুকা পায়ে খট খট শব্দ করিয়া রাজ-কথা, চোর-কথা,... ইত্যাদি ভবাভব কথা উচ্চশব্দে, মহাশব্দে বলিয়া উন্মুক্ত স্থানে পাদচারণ করিতেছে, কীটও পদদলিত করিয়া হত্যা করিতেছে এবং ভিক্ষুগণকেও সমাধিচ্যুত করিতেছে?" "হ্যাঁ ভগবান, তাহা সত্য বটে।"... ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া, ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :

"হে ভিক্ষুগণ, কাষ্ঠপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

[স্থান : বারাণসী]

১১. নিষিদ্ধ পাদুকা

১. ভগবান রাজগৃহে যথারুচি অবস্থান করিয়া বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিয়া বারাণসীতে গমন করিলেন। ভগবান বারাণসী-সমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন, ঋষিপতন মৃগদাবে। সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু ভগবান কাষ্ঠপাদুকা ব্যবহার করিতে বারণ করায় কচি তাল গাছ ছেদন করাইয়া, তাহার পাতায় পাদুকা প্রস্তুত করিয়া পরিধান করিতে লাগিল। ছেদন করায় তালগাছ ম্লান হইয়া গেল। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ কচি তালগাছ ছেদন করাইয়া তালাপাতার পাদুকা পরিধান করিতেছে? ছিন্ন করায় কচি তালগাছ যে ম্লান হইয়া যাইতেছে! কেনই বা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ একেন্দ্রিয় জীব (বৃক্ষ) পীড়ন করিতেছে?' এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। অনন্তর ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি কচি তালগাছ ছেদন করাইয়া ষড়বর্গীয় ভিক্ষু তালপাতার পাদুকা ব্যবহার করিতেছে এবং ছেদন করায় তালগাছ ম্লান হইয়া যাইতেছে?" "হ্যাঁ ভগবান, তাহা সত্য বটে।" বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন, হে ভিক্ষুগণ, কেন সেই মোঘপুরুষগণ কচি

তালগাছ ছেদন করাইয়া তালপাতার পাদুকা পরিধান করিতেছে? ছেদন করায় কচি তালগাছ যে ম্লান হইয়া যাইতেছে। জনসাধারণ যে বৃক্ষকে জীব মনে করিয়া থাকে! তাহাদের এই কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপাদন করিবে না... এইভাবে নিন্দা করিয়া, ভিক্ষুগণের আহ্বান করিলেন :

"হে ভিক্ষুগণ, তালপত্রে প্রস্তুত পাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, যে পরিধান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২. সেই সময় ষড়্বর্গীয় ভিক্ষু ভগবান তালপাতার পাদুকা পরিধানে বারণ করায় কচি বাঁশ ছেদন করাইয়া বাঁশপাতার দ্বারা পাদুকা প্রস্তুত করাইয়া পরিধান করিতে লাগিল। সেই ছিন্ন কচি বাঁশ ম্লান হইয়া গেল। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ 'কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ কচি বাঁশ ছেদন করাইয়া বাঁশপাতার পাদুকা পরিধান করিতেছে? সেই ছিন্ন কচি বাঁশ যে ম্লান হইয়া যাইতেছে! কেনই বা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ একেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব পীড়ন করিতেছে?' এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। অনন্তর তাহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, বাঁশপাতায় প্রস্তুত পাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, যে পরিধান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

[স্থান : ভদ্রিকা]

৩. ভগবান বারাণসীতে যথারুচি অবস্থান করিয়া ভদ্রিকা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিতে করিতে ভদ্রিকায় গমন করিলেন এবং ভদ্রিকা সমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন, জাতীয়বনে। সেই সময় ভদ্রিকাবাসী ভিক্ষুগণ বিবিধ রকমের পাদুকা প্রস্তুতে ব্যস্ত ছিলেন। তাহারা তৃণপাদুকা প্রস্তুত করিতেছিলেন এবং করাইতেছিলেন; মুঞ্জতৃণে পাদুকা প্রস্তুত করিতেছিলেন এবং করাইতেছিলেন; বর্বজতৃণে পাদুকা প্রস্তুত করিতেছিলেন এবং করাইতেছিলেন; হিন্তাল (খেজুরপাতায়) পাদুকা প্রস্তুত করিতেছিলেন এবং করাইতেছিলেন; কমল তৃণে পাদুকা প্রস্তুত করিতেছিলেন এবং করাইতেছিলেন; কম্বলে পাদুকা প্রস্তুত করিতেছিলেন এবং করাইতেছিলেন। তাহারা পরিত্যাগ করিলেন, যথারীতি পাঠগ্রহণ, পরিপৃচ্ছা, অধিশীল, অধিচিত্ত এবং অধিপ্রজ্ঞা। (তদ্দর্শনে) অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ 'কেন ভদ্রিকাবাসী ভিক্ষুগণ নানাবিধ পাদুকা প্রস্তুত কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন এবং

কেনই বা তাহারা তৃণপাদুকা প্রস্তুত করিতেছেন এবং করাইতেছেন... তাহারা অধিশীল, অধিচিত্ত এবং অধিপ্রজ্ঞা' এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়ে জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি ভদ্রিকাবাসী ভিক্ষুগণ বিবিধরকমের পাদুকা প্রস্তুত কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে? সত্যই কি তাহারা তৃণপাদুকা প্রস্তুত করিতেছে এবং করাইতেছে? মুঞ্জতৃণে (মজু ঘাসে) পাদুকা প্রস্তুত করিতেছে এবং করাইতেছে...? সত্যই কি তাহারা যথারীতি পাঠগ্রহণ, পরিপৃচ্ছা, অধিশীল, অধিচিত্ত এবং অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়াছে?" 'হ্যাঁ ভগবান, তাহা সত্য বটে।"

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন : "হে ভিক্ষুগণ, কেন সেই মোঘপুরুষগণ নানাবিধ পাদুকা প্রস্তুত কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে? কেনই বা তাহারা তৃণপাদুকা প্রস্তুত করিতেছে এবং করাইতেছে...? কেনই বা তাহারা যথারীতি পাঠগ্রহণ, পরিপৃচ্ছা, অধিশীল, অধিচিত্ত এবং অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়াছে? ভিক্ষুগণ, তাহাদের এই কার্যে অপ্রসন্নদিগের প্রসন্নতা উৎপাদন করিতে পারে না... এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :

"হে ভিক্ষুগণ, তৃণপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, মুঞ্জপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, বর্বজপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, হিন্তালপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, কমলপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, কম্বলপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, স্বর্ণপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, রৌপ্যপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, মণিপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, বৈদুর্যপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, স্ফটিকপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, কাংস্যপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, কাঁচের পাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, রাঙের্পাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, সীসারপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, তাম্রলৌহের পাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না; যে পরিধান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

"হে ভিক্ষুগণ, যেকোনো রকমের সংক্রমণীয় (স্থানান্তর করণীয়) পাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না; যে পরিধান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : বাহ্যপাদুকা (পায়খানায় স্থাপিত

পাদুকা), প্রস্রাবপাদুকা (প্রস্রাব করিবার স্থানে স্থাপিত পাদুকা) এবং আচমনপাদুকা (আঁচাইবার স্থানে স্থাপিত পাদুকা) এই ত্রিবিধ অসংক্রমণীয় (স্থানান্তর করিবার অযোগ্য) ধ্রুবস্থানীয় (নিত্য একস্থানে স্থাপিত) পাদুকা ব্যবহার করিবে।"

[স্থান : শ্রাবস্তী]

১২. গাভী ও গোবৎস স্পর্শ এবং হত্যাদি করা অবিধেয়

ভগবান ভদ্রিকা-সমীপে যথারুচি অবস্থান করিয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিয়া শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন। ভগবান শ্রাবস্তী সন্নিধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন, জেতবনে অনাথপিণ্ডদের আরামে। সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু অচিরবতী নদী (আধুনিক রাপ্তি) পার হইবার সময় গাভীর শৃঙ্গ ধারণ করিতেছিল, কর্ণ ধারণ করিতেছিল, গ্রীবা ধারণ করিতেছিল, পুচ্ছ ধারণ করিতেছিল, পৃষ্ঠে আরোহণ করিতেছিল, কামচিত্তে গোযোনি স্পর্শ করিতেছিল এবং গোবৎসকে জলে চাপিয়া ধরিয়া হত্যা করিতেছিল। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ 'কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ গাভী নদী পার হইবার সময় তাহার শৃঙ্গ ধারণ করিতেছে, কর্ণ ধারণ করিতেছে,... এবং গোবৎস জলে চাপিয়া ধরিয়া হত্যা করিতেছে? যেমন কামসেবী গৃহী!' এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, সত্য কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষু গাভী নদী পার হইবার সময় গাভীর শৃঙ্গ ধারণ করিতেছে, কর্ণ ধারণ করিতেছে,... গোবৎস জলে চাপিয়া ধরিয়া হত্যা করিতেছে?" "হ্যাঁ ভগবান, তাহা সত্য বটে।"

ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, গাভীর শৃঙ্গ ধারণ করিতে পারিবে না, কর্ণ ধারণ করিতে পারিবে না, গ্রীবা ধারণ করিতে পারিবে না, পুচ্ছ ধারণ করিতে পারিবে না, পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে পারিবে না, যে আরোহণ করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। হে ভিক্ষুগণ, কামচিত্তে গোযোনি স্পর্শ করিতে পারিবে না, যে স্পর্শ করিবে, তাহার 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে। গোবৎস হত্যা করিতে পারিবে না, যে হত্যা করিবে, তাহার ধর্মানুসারে প্রতিকার করিতে হইবে।"

যান, মঞ্চ এবং চৌকি সম্বন্ধে নিয়ম

১. যান নিষিদ্ধ

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু পুরুষচালিত গাভীশকটে এবং নারীচালিত বলীবর্দশকটে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছিল। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : "এ যেন গঙ্গার মহাক্রীড়া[১]!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, যানারোহণে যাইতে পারিবে না; যে যাইবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২. রুগ্‌ণের জন্য যানের বিধান

১. সেই সময় জনৈক ভিক্ষু কোশল জনপদ হইতে ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য শ্রাবস্তীতে যাইবার সময়ে রাস্তার মধ্যে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তখন সেই ভিক্ষু গমনমার্গ হইতে অবতরণ করিয়া এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। জনসাধারণ সেই ভিক্ষুকে দেখিয়া কহিলেন, "প্রভো, আর্য কোথায় যাইবেন?" "বন্ধুগণ, আমি ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য শ্রাবস্তী যাইব।" "প্রভো, আসুন, আমরাও তথায় যাইব।" "বন্ধুগণ, আমি রোগের জন্য যাইতে সমর্থ হইতেছি না।" "প্রভো, আসুন, যানে আরোহণ করুন।" "বন্ধুগণ, প্রয়োজন নাই, কেননা ভগবান যানে আরোহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।" এই বলিয়া সংকোচ করিয়া যানে আরোহণ করিলেন না। অনন্তর সেই ভিক্ষু শ্রাবস্তীতে গমন করিয়া ভিক্ষুদিগকে এই বিষয় প্রকাশ করিলেন। ভিক্ষুগণ এই বিষয় ভগবানকে জ্ঞাপন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : রুগ্‌ণ ভিক্ষু যানে আরোহণ করিতে পারিবে।"

২. ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "পুরুষযুক্ত যানে আরোহণ করিতে হইবে, নাকি নারীযুক্ত যানে আরোহণ করিতে হইবে?" তাহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পুরুষযুক্ত 'হত্থবট্টকে' (হাতেটানা যানে) আরোহণ করিবে।"

---

[১]। ইহা একটি উৎসব। এই ক্রীড়া উৎসবে স্ত্রী পুরুষ উভয়ে একসঙ্গে যানে আরোহণ করিয়া জলক্রীড়ার নিমিত্ত গমন করিত।—বিম-বিনো।

৩. বিহিত যান

সেই সময় যানের ঝাঁকুনিতে জনৈক ভিক্ষুর গুরুতর রোগ উপস্থিত হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : শিবিকা এবং পাল্কীতে আরোহণ করিবে।"

৪. মহার্ঘ শয্যা নিষিদ্ধ

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু উচ্চশয্যা মহাশয্যা ব্যবহার করিতেছিল; যথা : 'আসন্দী' (প্রমাণাতিরিক্ত আসনবিশেষ), পর্যঙ্ক, 'গোণক' (দীর্ঘরোমের গালিচা), 'চিত্রক' (হিংস্র জন্তু চিত্রিত ঊর্ণার চাদর), 'পটিক' (ঊর্ণাময় শ্বেত চাদর), 'পটলিক' (ঘনপুষ্প চিত্রিত ঊর্ণাময় চাদর), 'তূলিক' (তোষক), 'বিকতিক' (সিংহ ব্যাঘ্রাদি চিত্রে চিত্রিত ঊর্ণাময় চাদর), 'উদ্দলোমি' (এক পার্শ্বে ঝালরবিশিষ্ট ঊর্ণাময় চাদর), 'একন্তলোমি' (উভয় পার্শ্বে ঝালরবিশিষ্ট ঊর্ণার চাদর), 'কট্টিস্‌স'[১] (কৌশেয় সূত্রের মধ্যে স্বর্ণসূত্র প্রবেশ করাইয়া প্রস্তুত চাদর), কৌশেয় স্বর্ণলিপ্ত রেশমী চাদর), 'কুত্তক' (ষোলজন নাটিকাস্ত্রীর নৃত্য করিবার যোগ্য ঊর্ণাময় চাদর), হস্তীপৃষ্ঠে পাতিবার গালিচা, অশ্বপৃষ্ঠে পাতিবার গালিচা, রথে পাতিবার গালিচা, 'অজিনপ্রবেণী' (কৃষ্ণসার মৃগচর্ম মঞ্চ প্রমাণ সেলাই করা আস্তরণ), কদলীমৃগ চর্মে প্রস্তুত আস্তরণ, 'সউত্তরচ্ছদ'[২] (রক্ত বর্ণের চাঁদোয়া) এবং উভয় পার্শ্বে লাল রঙের উপাধান। জনসাধারণ বিহারে পর্যটন করিবার সময় এই সমস্ত দেখিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিয়া বলিতে লাগিল : "শাকপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, উচ্চশয্যা মহাশয্যা ব্যবহার করিতে পারিবে না। তাহা এই : 'আসন্দি', পালঙ্ক, 'গোণক', 'চিত্তক', 'পটিক', 'পটলিক', 'তূলিক', 'বিকতিক', 'উদ্দলোমী', 'একন্তলোমী', 'কট্টিস্‌স', কোসেয্য', 'কুত্তক', হস্তীর গালিচা, অশ্বের গালিচা, রথের গালিচা, কৃষ্ণসার-মৃগচর্মের চাদর, কদলীমৃগচর্মের চাদর, লাল চাঁদোয়া, মঞ্চের উভয় পার্শ্বে লাল রঙের উপাধান। যে ব্যবহার করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

---

[১]। স্বর্ণসূত্রের নাম, 'কট্টিস্‌স' অথবা 'কস্‌সট'।—বিম-বিনো।

[২]। উপরিভাগ আচ্ছাদিত করে বলিয়া এই চাঁদোয়ার নাম 'সউত্তরচ্ছদ' হইয়াছে।—সার-দীপ।

৫. সিংহাদির চর্ম নিষিদ্ধ

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু ভগবান উচ্চশয্যা মহাশয্যা ব্যবহার করিতে বারণ করায় সিংহের চর্ম, ব্যাঘ্রের চর্ম, দ্বীপীর চর্ম, এই ত্রিবিধ মহাচর্ম ব্যবহার করিতে লাগিল। সেই চর্মসমূহ মঞ্চ প্রমাণও ছিন্ন হইল, চৌকিপ্রমাণও ছিন্ন হইল, মঞ্চের মধ্যেও পাতা হইল, মঞ্চের বাহিরেও পাতা হইল, চৌকির মধ্যেও পাতা হইল, চৌকির বাহিরেও পাতা হইল। জনসাধারণ বিহারে বিচরণ করিবার সময় এই সমস্ত দেখিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিয়া বলিতে লাগিল : "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, সিংহ চর্ম, ব্যাঘ্র চর্ম এবং দ্বীপী-চর্ম আদি মহাচর্ম ব্যবহার করিতে পারিবে না; যে ব্যবহার করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৬. প্রাণিহিংসায় প্রেরণা দান ও চর্ম ব্যবহার নিষিদ্ধ

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু ভগবান মহাচর্ম ব্যবহারে বারণ করায় গোচর্ম ব্যবহার করিতে লাগিল। তাহা মঞ্চ প্রমাণ ছিন্ন হইল, চৌকিপ্রমাণ ছিন্ন হইল, মঞ্চের মধ্যেও পাতা হইল, মঞ্চের বাহিরেও পাতা হইল, চৌকির মধ্যেও পাতা হইল, চৌকির বাহিরেও পাতা হইল।

সেই সময় জনৈক পাপিষ্ঠ ভিক্ষু জনৈক পাপিষ্ঠ উপাসকের 'কুলোপগ' (কুলপুরোহিত) ছিল। একদিন সেই পাপিষ্ঠ ভিক্ষু পূর্বাহ্ণে বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া সেই পাপিষ্ঠ উপাসকের আলয়ে উপস্থিত হইল, উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিল। পাপিষ্ঠ উপাসক সেই পাপিষ্ঠ ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইল, উপস্থিত হইয়া পাপিষ্ঠ ভিক্ষুকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিল। সেই সময় সেই পাপিষ্ঠ উপাসকের তরুণবয়স্ক, অভিরূপ, দর্শনীয়, মনোজ্ঞ, চিত্রবিচিত্র একটি গোবৎস ছিল; দেখিতে যেন দ্বীপীশাবক। তখন সেই পাপিষ্ঠ ভিক্ষু সেই গোবৎসকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অবলোকন করিতে লাগিল। সেই পাপিষ্ঠ উপাসক পাপিষ্ঠ ভিক্ষুকে কহিল, "প্রভো, আর্য এই গোবৎসটিকে এরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিতেছেন কেন?" "বন্ধো, আমার এই গোবৎসের চর্মের প্রয়োজন, এইজন্য দেখিতেছি।" তখন সেই পাপিষ্ঠ উপাসক সেই গোবৎসটিকে হত্যা করিয়া, চর্ম উৎপাটিত করিয়া সেই পাপিষ্ঠ ভিক্ষুকে প্রদান করিল। পাপিষ্ঠ ভিক্ষু চর্মখণ্ড সজ্ঘাটি দ্বারা ঢাকিয়া প্রস্থান করিল। তখন সেই গাভী বৎসের

প্রতি স্নেহাসক্ত হইয়া সেই পাপিষ্ঠ ভিক্ষুর পশ্চাদ্ধাবন করিল। (তদ্দর্শনে) ভিক্ষুগণ কহিলেন, "বন্ধো, এই গাভী আপনার পশ্চাদ্ধাবন কেন করিতেছে?" "বন্ধো, আমিও জানি না যে এই গাভী কেন আমার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে।" সেই পাপিষ্ঠ ভিক্ষুর সজ্ঘাটি রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ তাহাকে কহিলেন, "বন্ধো, আপনার এই সজ্ঘাটি কিরূপ করিয়াছেন?" তখন সেই পাপিষ্ঠ ভিক্ষু ভিক্ষুগণের নিকট এই বিষয় প্রকাশ করিল। (ভিক্ষুগণ কহিলেন,) "বন্ধো, আপনি কি প্রাণিহত্যায় প্রেরণা দিয়াছেন?" "হ্যাঁ বন্ধো, দিয়াছি।" (তাহা শুনিয়া) অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ 'কেন ভিক্ষু প্রাণিহত্যায় প্রেরণা দিতেছেন, ভগবান কি নানাভাবে প্রাণিহত্যার নিন্দা এবং প্রাণিহত্যাবিরতির প্রশংসা করেন নাই?' এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন। সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। তখন ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করাইয়া সেই পাপিষ্ঠ ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভিক্ষু, সত্যই কি তুমি প্রাণিহত্যায় প্রেরণা দিয়াছ?" "হ্যাঁ ভগবান, তাহা সত্য বটে।"

বুদ্ধ ভগবান নিন্দা করিলেন,... মোঘপুরুষ, কেন তুমি প্রাণিহত্যায় প্রেরণা দিয়াছ? আমি কি নানাভাবে প্রাণিহত্যার নিন্দা এবং প্রাণিহত্যাবিরতির প্রশংসা করি নাই? তোমার এই কার্যে যে অপ্রসন্নদিগের প্রসন্নতা উৎপাদন করিবে না... এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :

"হে ভিক্ষুগণ, প্রাণিহত্যায় প্রেরণা দিতে পারিবে না; যে প্রেরণা দিবে তাহার ধর্মানুসারে প্রতিকার করিতে হইবে।"

"হে ভিক্ষুগণ, গোচর্ম ব্যবহার করিতে পারিবে না; যে ব্যবহার করিবে, তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

"হে ভিক্ষুগণ, কোনো রকমের চর্ম ব্যবহার করিতে পারিবে না; যে ব্যবহার করিবে, তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৭. চর্মাবৃত মঞ্চাদিতে বসা যায়

১. সেই সময় জনসাধারণের ব্যবহৃত মঞ্চ এবং চৌকি চর্মাবৃত এবং চর্মাবদ্ধ থাকিত। ভিক্ষুগণ সংকোচ করিয়া তাহাতে উপবেশন করিতেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : গৃহীর ব্যবহৃত আসনে বসিতে পারিবে, কিন্তু শুইতে পারিবে না।"

২. সেই সময় বিহারসমূহ চর্মখণ্ড দ্বারা বেষ্টিত থাকিত। ভিক্ষুগণ সংকোচ করিয়া তাহাতে উপবেশন করিতেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : বিহার চর্মদ্বারা বেষ্টিত থাকিলেও হেলান দিয়া বসিতে পারিবে।"

৮. জুতা পায়ে গ্রামে গমন নিষিদ্ধ

১. সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু চর্মপাদুকা পরিয়া গ্রামে গমন করিত। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিয়া বলিতে লাগিল : "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, চর্মপাদুকা পরিয়া গ্রামাভ্যন্তরে যাইতে পারিবে না; যে যাইবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২. সেই সময় জনৈক ভিক্ষু পীড়িত ছিলেন। তিনি চর্মপাদুকা ব্যতীত গ্রামে যাইতে সমর্থ হইতেছিলেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : রুগ্‌ণ ভিক্ষু চর্মপাদুকা পরিয়া গ্রামে যাইতে পারিবে।"

মধ্যদেশের বাহিরে বিশেষ বিধান

১. শোণ কোটিকর্ণের প্রব্রজ্যা

সেই সময়ে আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন অবন্তীরাজ্যের কুররঘরে[১] প্রপাত পর্বতে[২] অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় শোণ কোটিকর্ণ[৩] নামক উপাসক আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের উপস্থায়ক[৪] (সেবক) ছিলেন। একদিন শোণ

---

[১]। কুররঘর নামক নগরে;

[২]। প্রপাত নামক পর্বতে।

[৩]। এককোটি স্বর্ণমুদ্রা মূল্যের কর্ণাভরণ ধারণ করায় কোটিকর্ণ বা কুটিকর্ণ নামে অভিহিত।—সম-পাসা।

[৪]। ইনি মহাকাত্যায়নের নিকট ধর্ম শ্রবণ করিয়া, বুদ্ধের শাসনে প্রসন্ন হইয়া, ত্রিশরণ এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, প্রপাত পর্বতে ছায়া এবং জলসম্পন্ন স্থানে বিহার প্রস্তুত করিয়া, কাত্যায়নকে তথায় বাস করাইয়া, নিত্য চারি বস্তু দ্বারা সেবা করিতেন। এইহেতু কাত্যায়নের উপস্থাপক নামে কথিত হইয়াছে।—সার-দীপ।

কোটিকর্ণ উপাসক আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন; একান্তে উপবিষ্ট শোণ কোটিকর্ণ উপাসক আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নকে কহিলেন, "প্রভো, আমি যেই যেইভাবে আর্য মহাকাত্যায়ন উপদিষ্ট ধর্ম অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাতে বুঝিতেছি আগারে বাস করিয়া একান্ত পরিপূর্ণ, বিশেষভাবে পরিশুদ্ধ, শঙ্খলিখিত ব্রহ্মচর্য আচরণ করা সহজ নহে। প্রভো, এইহেতু আমি কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া, কষায়বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছি। অতএব প্রভু আর্য মহাকাত্যায়ন আমাকে প্রব্রজিত করুন।" এইরূপ বলিলে আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন শোণ কোটিকর্ণ উপাসককে কহিলেন :

"হে শোণ, আজীবন একশয্যা এবং একাহার অবলম্বনে ব্রহ্মচর্য আচরণ করা দুষ্কর। শোণ, তুমি আগারে থাকিয়াই দৃঢ়তা-সহকারে বুদ্ধের উপদেশ পালন কর এবং সময়ে সময়ে একশয্যা, একাহার অবলম্বনে ব্রহ্মচর্য আচরণ কর।" এই কথায় শোণ কোটিকর্ণ উপাসকের প্রব্রজ্যার জন্য যেই উৎকণ্ঠা ছিল তাহা উপশম হইল।

দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও শোণ কোটিকর্ণ উপাসক ঐরূপ বলিলেন। আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন শোণ কোটিকর্ণ উপাসককে প্রব্রজিত করিলেন। সেই সময়ে অবন্তী দক্ষিণাপথে অল্পসংখ্যক ভিক্ষু অবস্থান করিতেন। আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন তিন বৎসর পরে অতি কষ্টে এখান সেখান হইতে দশবর্গ (দশজন) ভিক্ষুসংঘ সমবেত করাইয়া আয়ুষ্মান শোণকে উপসম্পদা প্রদান করিলেন। আয়ুষ্মান শোণ বর্ষাবাসের পর নির্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময়ে তাহার চিত্তে এইরূপ পরিবিতর্ক উপস্থিত হইল : 'আমি কেবল ভগবান 'এইরূপ', 'এইরূপ' বলিয়া শুনিয়াছি; কিন্তু তাহাকে প্রত্যক্ষ করি নাই। আমি সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিব যদি উপাধ্যায় এ বিষয়ে আমাকে অনুমতি প্রদান করেন।' আয়ুষ্মান শোণ সায়াহ্নে ধ্যান হইতে উঠিয়া আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান কোনো আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নকে কহিলেন, "প্রভো, আমি নির্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় আমার চিত্তে এইরূপ পরিবিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল : "আমি কেবলমাত্র শুনিয়াছি : 'ভগবান 'এইরূপ', 'এইরূপ'; কিন্তু তাহাকে চক্ষে দেখি নাই।

অতএব আমি সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে দর্শন করিতে যাইব যদি এ বিষয়ে আমাকে উপাধ্যায় অনুমতি প্রদান করেন।' প্রভো, উপাধ্যায়ের অনুমতি হইলে সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে দর্শন করিবার জন্য আমি যাইতে পারি।"

"সাধু, সাধু, শোণ, তুমি সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন কর। শোণ, তুমি সেই প্রসাদযুক্ত, প্রসাদকর, শান্তেন্দ্রিয়, শান্তচিত্ত, উত্তম-দমথ শমথপ্রাপ্ত, দান্ত[১], গুপ্ত[২], সংযতেন্দ্রিয় ও নাগ-সদৃশ[৩] ভগবানকে দেখিতে সমর্থ হইবে। শোণ, তাহা হইলে তুমি আমার বাক্যে ভগবানের পদে 'প্রভো, আমার উপাধ্যায় আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন ভগবানের পদে অবনতশিরে বন্দনা জ্ঞাপন করিতেছেন।' এই বলিয়া অবনত মস্তকে ভগবানের পাদ বন্দনা করিবে। এই কথাও বলিবে : 'প্রভো, অবন্তী দক্ষিণাপথে ভিক্ষুসংখ্যা অত্যল্প, তিন বৎসর পরে অতি কষ্টে এস্থান সেস্থান হইতে দশজন ভিক্ষু সমবেত করাইয়া আমি উপসম্পদা লাভে সমর্থ হইয়াছি। অতএব ভগবান অবন্তী দক্ষিণাপথে (১) অল্পসংখ্যক ভিক্ষু কর্তৃক উপসম্পদা প্রদানের[৪] অনুজ্ঞা প্রদান করুন। প্রভো, অবন্তী দক্ষিণাপথের ভূমি কৃষ্ণবর্ণ, কর্কশ এবং গরুর খুরাঘাতে কণ্টকসদৃশ, অতএব ভগবান অবন্তী দক্ষিণাপথে (২) চারিতলা চর্মপাদুকা ব্যবহারের অনুজ্ঞা প্রদান করুন। প্রভো, অবন্তী দক্ষিণাপথের জনসাধারণ স্নান-প্রিয়[৫] এবং জলদ্বারা পরিশুদ্ধ হয় মনে করিয়া থাকে, অতএব ভগবান অবন্তী দক্ষিণাপথে (৩) নিত্যস্নানের অনুজ্ঞা প্রদান করুন। প্রভো, মধ্যদেশে যেমন 'এরগু'[৬] 'মোরগু'[৭] 'মজ্জরু'[৮] এবং 'জন্তু'[৯] মেঝে পাতিয়া রাখা হয় তেমনভাবে অবন্তী

---

[১]। যাহার হস্তপদ দান্ত হইয়াছে।

[২]। যাহার বাক্য সংযত হইয়াছে।

[৩]। যিনি স্বেচ্ছাচারের বশে গমন করেন না অথবা যাহার প্রহীন তৃষ্ণা পুনরুৎপন্ন হয় না।—সম-পাসা।

[৪]। মধ্যদেশে দশজনের কম ভিক্ষু উপসম্পদা দিতে পারে না।

[৫]। মধ্যদেশে পঞ্চদশ দিনের মধ্যে বিনা প্রয়োজনে স্নান করিলে 'পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়।—সুত্ত-বিভ।

[৬]। একজাতীয় তৃণ; ইহা স্থূল, ইহার দ্বারা মাদুর আদি প্রস্তুত হয়।

[৭]। তৃণবিশেষ; ইহা সূক্ষ্ম, মৃদু ও সুখ সংস্পর্শ; ইহাদ্বারাও মাদুরাদি প্রস্তুত হয়।

[৮]। তৃণবিশেষ; ইহাদ্বারা কাপড়ও প্রস্তুত করা যায়।

[৯]। তৃণবিশেষ; বর্ণ মণিসদৃশ। এইসব তৃণদ্বারা মধ্যদেশে মাদুর আদি প্রস্তুত করিয়া ঘরের মেঝে পাতিয়া রাখা হইত।—সম-পাসা।

দক্ষিণাপথে ঘরের মেঝে মেষচর্ম, অজচর্ম এবং মৃগচর্ম পাতিয়া রাখা হয়, অতএব ভগবান অবন্তী দক্ষিণাপথে (৪) মেষচর্ম, অজচর্ম এবং মৃগচর্মের আস্তরণ ব্যবহারে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। প্রভো, এখন জনসাধারণ সীমার বাহিরে প্রস্থিত ভিক্ষুগণকে 'এই চীবর অমুককে প্রদান করুন' বলিয়া চীবর দিতেছেন। তাহারা আসিয়া জ্ঞাপন করেন; "বন্ধো, অমুক ব্যক্তি আপনার জন্য চীবর প্রেরণ করিয়াছেন।' তাহারা 'আমাদের 'নিস্‌সগ্গিয়'[১] না হউক' এই সংকোচ করিয়া চীবর ব্যবহার করিতেছেন না; অতএব ভগবান (৫) চীবর-পর্যায় নির্দিষ্ট করুন'।"

শোণ 'তথাস্তু, প্রভো, বলিয়া আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া, আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নকে অভিবাদন করিয়া, দক্ষিণাপার্শ্ব তাহার পুরোভাগে করিয়া, শয্যাসন সামলাইয়া এবং পাত্রচীবর লইয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন; এবং ক্রমান্বয়ে বিচরণ করিয়া শ্রাবস্তী সন্নিধানে অবস্থিত জেতবনে, অনাথপিণ্ডদের আরামে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন, "আনন্দ, এই আগন্তুক ভিক্ষুর জন্য আসন নির্দিষ্ট কর।"

আয়ুষ্মান আনন্দ ভাবিলেন, "যাহার জন্য ভগবান আমাকে এইরূপ আদেশ করেন : "আনন্দ, এই আগন্তুক ভিক্ষুর জন্য আসন নির্দিষ্ট কর।' ভগবান সেই ভিক্ষুর সহিত এক বিহারে রাত্রিযাপন করিতে ইচ্ছা করেন। এখন দেখিতেছি ভগবান আয়ুষ্মান শোণের সহিত এক বিহারে রাত্রিযাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।" এই ভাবিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ যেই বিহারে ভগবান অবস্থান করেন সেই বিহারে আয়ুষ্মান শোণের জন্য শয়নাসন নির্দিষ্ট করিলেন। ভগবান অধিক রাত্রি উন্মুক্ত স্থানে অতিবাহিত করিয়া বিহারে প্রবেশ করিলেন। আয়ুষ্মান শোণও অধিক রাত্রি উন্মুক্ত স্থানে অতিবাহিত করিয়া বিহারে প্রবেশ করিলেন। ভগবান রাত্রির প্রত্যুষ সময়ে গাত্রোত্থান করিয়া আয়ুষ্মান শোণকে বলিলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি ধর্ম (সূত্র) আবৃত্তি করিতে কি সমর্থ?" "হ্যাঁ প্রভো, আমি সমর্থ।" এই বলিয়া আয়ুষ্মান শোণ

---

[১]। অতিরিক্ত চীবর দশদিন পর্যন্ত ব্যবহার করিতে পারে। দশদিন অতিবাহিত হইলে 'নিস্‌সগ্গিয় অপরাধ হয়। সেই চীবর পরিত্যাগ করিয়া, অপরাধ স্বীকার করিয়া (দোষ) মুক্ত হইতে হয়।—সুত্ত-বিভ।

ভগবানের নিকট প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া সমস্ত অষ্টক-বর্গের[১] গাথাসমূহ স্বরে আবৃত্তি করিলেন।

ভগবান আয়ুষ্মান শোণের সুস্বরে আবৃত্তি সমাপ্ত হইবার পর 'হে ভিক্ষু, তুমি অষ্টক-বর্গ উত্তমরূপে গ্রহণ করিয়াছ, সম্যকভাবে হৃদয়ে গ্রথিত করিয়াছ, সম্যক প্রকারে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছ এবং তুমি সুন্দর, স্পষ্ট, সরল অর্থদ্যোতকে বাণী প্রকাশে নিপুণ' এই বলিয়া, 'সাধু', 'সাধু' বলিয়া তাহা অনুমোদন করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষু, তোমার বয়স[২] কত হইয়াছে?" "প্রভো, আমার বয়স মাত্র এক বৎসর হইয়াছে।" "ভিক্ষু, তুমি এত বিলম্ব করিলে?" "প্রভো, আমি দীর্ঘদিন পরে কামভোগের অপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি, বিশেষত গৃহবাস বহুবাধাযুক্ত, গৃহীর বহুকার্য বহুকরণীয়।" তখন ভগবান এই তত্ত্বার্থ বিদিত হইয়া সেই শুভ মুহূর্তে এই উদান গাথা উচ্চারণ করিলেন :

হেরি লোকে আদীনব, যত উপদ্রব,
জানি ধর্ম নিরুপাধি, মুক্তি অনাসব,
পাপে নাহি রমে আর্য সুগত সুজন,
পাপে নাহি থাকে কভু শুচি শুদ্ধ মন।

অতঃপর আয়ুষ্মান শোণ 'ভগবান আমার বাক্য অনুমোদন করিতেছেন, উপাধ্যায় আমাকে যেই সম্বন্ধে নির্দেশ দান করিয়াছেন তাহা বলিবার এখনই উপযুক্ত সময়' এই ভাবিয়া, আসন হইতে উঠিয়া, দেহের একাংশ উত্তরাসঙ্গ দ্বারা আবৃত করিয়া, ভগবানের পদে প্রণত হইয়া ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, আমার উপাধ্যায় আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন ভগবানের পদে অবনত মস্তকে বন্দনা জানাইয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন, 'প্রভো, অবন্তী দক্ষিণাপথে ভিক্ষুর সংখ্যা অতি অল্প; তিন বৎসর পরে অতি কষ্টে এস্থান সেস্থান হইতে দশজন ভিক্ষু সমবেত করাইয়া আমি উপসম্পদা লাভ করিয়াছি; অতএব ভগবান অবন্তী দক্ষিণাপথে অল্পসংখ্যক ভিক্ষুদ্বারা উপসম্পদা দানের অনুজ্ঞা প্রদান করুন। প্রভো, অবন্তী দক্ষিণাপথের ভূমি কৃষ্ণবর্ণ, কর্কশ এবং গরুর খুরাঘাতে কণ্টক সদৃশ; অতএব ভগবান অবন্তী দক্ষিণাপথে চারিতলা চর্মপাদুকা পরিধানের আদেশ প্রদান করুন। প্রভো,

---

[১]। বর্তমানে অষ্টক-বর্গ সুত্তনিপাতের ৪র্থ বর্গ। পূর্বে অষ্টক-বর্গ পৃথকভাবে ছিল। তখন এই বর্গের সূত্রসংখ্যা কত ছিল জানি না। বস্তুত এই বর্গের মাত্র ৫টি সূত্রই অষ্টক নামের যোগ্য।

[২]। তুমি ভিক্ষুত্ব লাভ করিয়াছ কয় বৎসর?

অবন্তী দক্ষিণাপথে জনসাধারণ স্নানপ্রিয় এবং জলদ্বারা পরিশুদ্ধ হয় মনে করিয়া থাকে; অতএব ভগবান অবন্তী দক্ষিণাপথে নিত্য স্নানের ব্যবস্থা প্রদান করুন। প্রভো, অবন্তী দক্ষিণাপথে ঘরের মেঝে 'মেষচর্ম, অজচর্ম এবং মৃগচর্ম পাতা থাকে। মধ্যম জনপদে যেমন ঘরের মেঝে 'এরগু', 'মোরগু', 'মজ্জারু' এবং 'জন্তু' পাতা থাকে; তেমন অবন্তী দক্ষিণাপথে ঘরের মেঝে মেষচর্ম, অজচর্ম এবং মৃগচর্ম পাতা থাকে; অতএব ভগবান অবন্তী দক্ষিণাপথে মেষচর্ম, অজচর্ম এবং মৃগচর্ম পাতিবার অনুজ্ঞা প্রদান করুন। প্রভো, এখন মনুষ্যগণ সীমার বাহিরে প্রস্থিত ভিক্ষুগণের জন্য 'এই চীবর অমুককে প্রদান করুন' বলিয়া চীবর অন্য দ্বারা প্রেরণ করেন। তাহারা (চীবরবাহকগণ) আসিয়া 'বন্ধো, অমুক ব্যক্তি আপনার জন্য চীবর প্রেরণ করিয়াছেন' বলিয়া জ্ঞাপন করেন। তাহারা (যাঁহাদের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন তাহারা) 'আমাদের 'নিস্‌সগ্গিয়' অপরাধ হইবে' এই সন্দেহ করিয়া চীবর গ্রহণ করেন না; অতএব ভগবান চীবর সম্বন্ধে পর্যায় নির্দিষ্ট করিয়া দিন'।"

২. প্রত্যন্ত দেশের জন্য বিশেষ বিধান

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, অবন্তী দক্ষিণাপথে অল্পসংখ্যক ভিক্ষু অবস্থান করে, এইজন্য "আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সমস্ত প্রত্যন্ত জনপদে (মধ্যেপ্রদেশের বহির্ভাগে) বিনয়ধর পাঁচজন ভিক্ষু উপসম্পদা প্রদান করিতে পারিবে।"

এই সমস্তই প্রত্যন্ত জনপদ; যথা : পূর্বদিকে কজঙ্গল[১] নামক নিগম, তাহার পরে বৃহৎ শালবন, তাহার পরবর্তী স্থান প্রত্যন্ত জনপদ, অভ্যন্তর ভাগ মধ্যদেশ। পূর্ব দক্ষিণ দিকে সলরবতী[২] নদী, তাহার পর প্রত্যন্ত জনপদ, অভ্যন্তর ভাগ মধ্যদেশ। দক্ষিণদিকে শ্বেতকর্ণিক[৩] নামক নিগম, তাহার পর প্রত্যন্ত জনপদ, অভ্যন্তর ভাগ মধ্যদেশ। পশ্চিমদিকে থূন[৪] (স্থূন) নামক ব্রাহ্মণগ্রাম, তাহার পর প্রত্যন্ত জনপদ, অভ্যন্তরভাগ মধ্যদেশ। উত্তরদিকে উশীরধ্বজ[৫] নামক পর্বত, তাহার পর প্রত্যন্ত জনপদ, অভ্যন্তর

১। বর্তমান কঁকজোল, জিলা সাঁওতাল পরগণা (বিহার প্রদেশ)।

২। বর্তমান সিলই নদী, জিলা হাজারীবাগ এবং বীরভূম।

৩। হাজারীবাগ জিলার স্থান বিশেষ।

৪। আধুনিক স্থানেশ্বর।

৫। হরিদ্বারের নিকটবর্তী পর্বত।

ভাগ মধ্যদেশ।

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : এইরূপ প্রত্যন্ত জনপদে পাঁচজন বিনয়ধর ভিক্ষু উপসম্পদা প্রদান করিতে পারিবে।”

হে ভিক্ষুগণ, অবন্তী দক্ষিণাপথের ভূমি কৃষ্ণবর্ণ, কর্কশ এবং গরুর খুরাঘাতে কণ্টক সদৃশ; এই হেতু—

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সমস্ত প্রত্যন্ত জনপদে চারিতলা চর্ম পাদুকা পরিধান করিতে পারিবে।”

হে ভিক্ষুগণ, অবন্তী দক্ষিণাপথে জনসাধারণ স্নানপ্রিয় এবং জল দ্বারা শুদ্ধি লাভ হয় মনে করিয়া থাকে; এই হেতু—

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সমস্ত প্রত্যন্ত জনপদে নিত্য স্নান করিতে পারিবে।”

হে ভিক্ষুগণ, অবন্তী দক্ষিণাপথে ঘরের মেঝে মেষচর্ম, অজচর্ম এবং মৃগচর্ম পাতা থাকে। মধ্যম জনপদে যেমন ‘এরগু’, ‘মোরগু’, ‘মজ্জারু’ এবং ‘জন্তু’ ঘরের মেঝে পাতা থাকে তেমন অবন্তী দক্ষিণাপথে ঘরের মেঝে মেষচর্ম, অজচর্ম এবং মৃগচর্ম পাতা থাকে; এই হেতু—

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সমস্ত প্রত্যন্ত জনপদে ঘরের মেঝে পাতা মেষচর্ম, অজচর্ম এবং মৃগচর্ম ব্যবহার করিতে পারিবে।”

হে ভিক্ষুগণ, জনসাধারণ সীমার বাহিরে প্রস্থিত ভিক্ষুগণের জন্য ‘এই চীবর অমুককে প্রদান করিতেছি’ বলিয়া চীবর প্রেরণ করিয়া থাকে; এই হেতু—

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : (ওই চীবর) ব্যবহার করিবে। সেই চীবর যাবৎ হস্তগত না হয় তাবৎ (স্বীয় চীবরের) মধ্যে গণ্য হয় না।”[১]

॥ চর্ম-স্কন্ধ সমাপ্ত ॥

১। ‘আপনি চীবর পাইয়াছেন’ এই বলিয়া যাবৎ আনিয়া না দেয় অথবা প্রেরণ করিয়া সংবাদ না দেয় তাবৎ গণনায় গণ্য হয় না। যখন আনিয়া দেয় অথবা পাইয়াছে বলিয়া শ্রবণ করে সেই হইতে দশ দিন পর্যন্ত বিনা অধিষ্ঠানে এবং বিনা বেনামায় রাখিতে পারে।—সম-পাসা।

৬. ভৈষজ্য-স্কন্ধ

ভৈষজ্য এবং তাহার প্রস্তুত-প্রণালি

[স্থান : শ্রাবস্তী]

১. পঞ্চবিধ ভৈষজ্যের বিধান

১. সেই সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তী-সন্নিধানে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডদের আরামে। সেই সময় ভিক্ষুগণ শারদীয় রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাহাদের ভুক্ত যবাগূ এবং অন্ন বমি হইয়া যাইত। এইজন্য তাহারা কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেলেন এবং তাহাদের গাত্র ধমনিজালে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ভগবান সেই কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ এবং ধমনিজালে আচ্ছন্নগাত্র ভিক্ষুদিগকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন, "হে আনন্দ, এখন ভিক্ষুগণ কেন কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ এবং পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে এবং কেনই বা তাহাদের গাত্র ধমনিজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে?"

"প্রভো, এখন ভিক্ষুগণ শারদীয় রোগে স্পৃষ্ট হওয়ায় তাহাদের ভুক্ত যবাগূ বমি হইয়া যাইতেছে, ভুক্ত অন্ন বমি হইয়া যাইতেছে; এইজন্য তাহারা কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ এবং পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছেন এবং তাহাদের গাত্র ধমনিজালে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে।"

ভগবান নিভৃতে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় তাহার চিত্তে এইরূপ পরিবিতর্ক উপস্থিত হইল : 'এখন শারদীয় রোগে স্পৃষ্ট ভিক্ষুগণের ভুক্ত যবাগূও বমি হইয়া যাইতেছে, ভুক্ত অন্নও বমি হইয়া যাইতেছে, এইজন্য তাহারা কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং তাহাদের গাত্র ধমনিজালে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। আমি ভিক্ষুদিগের জন্য এমন কোনো ঔষধের ব্যবস্থা করিব যাহা ঔষধও হয়, ঔষধরূপে গণ্যও হয় এবং আহারের কার্যও সম্পন্ন করে অথচ স্থূল আহারের মধ্যে পরিগণিত হয় না?' অতঃপর ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'এই যে পঞ্চবিধ ভৈষজ্য; যথা : চর্বি, নবনীত, তৈল, মধু এবং খাঁড় (শক্ত গুড়) ভৈষজ্যও বটে, জনসাধারণ তাহা ভৈষজ্যের মধ্যেও গণ্য করে এবং মনুষ্যের আহারের কার্যও সম্পন্ন করে অথচ স্থূল

আহারের মধ্যে পরিগণিত হয় না। আমি এই পঞ্চবিধ মূল ভৈষজ্য ভিক্ষুগণকে সকালে (পূর্বাহ্নে) প্রতিগ্রহণ করিয়া সকালে (পূর্বাহ্নে) পরিভোগ করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করিব।'

অনন্তর ভগবান সায়াহ্নে ধ্যান হইতে উঠিয়া এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি নিভৃতে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় আমার চিত্তে এইরূপ পরিবিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে : 'এখন শারদীয় রোগে আক্রান্ত ভিক্ষুগণের ভুক্ত যবাগূ এবং ভুক্ত অন্ন বমি হইয়া যাইতেছে, এইজন্য তাহারা কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং তাহাদের গাত্র ধমনিজালে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। আমি তাহাদের জন্য এমন কোনো ঔষধের ব্যবস্থা করিব যাহা ঔষধও হয়, ঔষধের মধ্যেও গণ্য হয় এবং আহারের কার্যও সম্পন্ন করে অথচ স্থূল আহারের মধ্যে পরিগণিত হয় না?' তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'এই যে পঞ্চবিধ ভৈষজ্য; যথা : চর্বি, নবনীত, তৈল, মধু এবং খাঁড় ভৈষজ্যও বটে, জনসাধারণ তাহা ভৈষজ্যের মধ্যেও গণ্য করে এবং মনুষ্যের আহারের কার্যও সম্পন্ন করে, অথচ স্থূল আহারের মধ্যে পরিগণিত নহে। আমি এই পঞ্চবিধ ভৈষজ্য ভিক্ষুগণকে সকালে প্রতিগ্রহণ করিয়া সকালে পরিভোগ করিবার অনুজ্ঞা দিব।'

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : এই পঞ্চবিধ ভৈষজ্য সকালে প্রতিগ্রহণ করিয়া সকালে পরিভোগ করিবে।"

১. সেই সময় ভিক্ষুগণ সেই পঞ্চ মূল ভৈষজ্য সকালে প্রতিগ্রহণ করিয়া সকালে সেবন করিতে লাগিলেন; কিন্তু যাহা স্বাভাবিক রুক্ষ ভোজন তাহাও তাহারা পরিপাক করিতে পারিলেন না, স্নিগ্ধ ভোজনের তো কথাই নাই। সেই শারদীয় পীড়ায় আক্রান্ত ভিক্ষুগণ এই অজীর্ণরোগে আরও অধিকতর কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ হইয়া পড়িলেন এবং তাহাদের গাত্র আরও অধিকতর ধমনিজালে আবৃত হইয়া গেল। ভগবান সেই ভিক্ষুগণকে আরও অধিকতর কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ এবং তাহাদের গাত্র আরও অধিকতরভাবে ধমনিজালে বেষ্টিত দেখিতে পাইলেন; দেখিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন, "আনন্দ, এখন ভিক্ষুগণ কেন অধিকতর কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে এবং কেনই বা তাহাদের গাত্র আরও অধিকভাবে ধমনিজালে বেষ্টিত হইয়া গিয়াছে?"

"প্রভো, এখন ভিক্ষুগণ সেই পঞ্চবিধ ভৈষজ্য পূর্বাহ্নে প্রতিগ্রহণ করিয়া পূর্বাহ্নে সেবন করিতেছেন। যাহা স্বাভাবিক রুক্ষ খাদ্য তাহাও তাহাদের

পরিপাক হইতেছে না, স্নিগ্ধ খাদ্যের কথা আর কী বলিব। সেই শারদীয় রোগে আক্রান্ত ভিক্ষুগণ এই আজীর্ণরোগে অধিকভাবে কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছেন এবং তাহাদের গাত্র আর অধিকতরভাবে ধমনিজালে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে।”

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সেই পঞ্চবিধ ভৈষজ্য প্রতিগ্রহণ করিয়া সকালে এবং বিকালে সেবন করিবে।”

২. চর্বি-সংযুক্ত ভৈষজ্য

সেই সময় পীড়িত ভিক্ষুগণের চর্বিমিশ্রিত ভৈষজ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : চর্বিমিশ্রিত ভৈষজ্য সেবন করিবে।”

ভল্লুকের চর্বি, মৎস্যের চর্বি, শিশুমারের চর্বি, শূকরের চর্বি, গর্দভের চর্বি, সকালে (পূর্বাহ্নে) প্রতিগ্রহণ করিয়া, সকালে পাক করিয়া এবং সকালে সংমিশ্রিত করিয়া তৈলবৎ সেবন করিবে। ভিক্ষুগণ, যদি বিকালে প্রতিগ্রহণ করিয়া, বিকালে পাক করিয়া এবং বিকালে সংমিশ্রিত করিয়া তাহা সেবন করে তাহা হইলে তিনটি ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে। ভিক্ষুগণ, যদি সকালে প্রতিগ্রহণ করিয়া, বিকালে পাক করিয়া এবং বিকালে সংমিশ্রিত করিয়া তাহা সেবন করে তাহা হইলে দুইটি ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে। ভিক্ষুগণ, যদি সকালে প্রতিগ্রহণ করিয়া, সকালে পাক করিয়া এবং বিকালে সংমিশ্রিত করিয়া তাহা সেবন করে তাহা হইলে (একটি) ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে। ভিক্ষুগণ, যদি সকালে প্রতিগ্রহণ করিয়া সকালে পাক করিয়া এবং সকালে সংমিশ্রিত করিয়া তাহা সেবন করে তাহা হইলে অপরাধ হইবে না।

৩. মূল-সংযুক্ত ভৈষজ্য

১. সেই সময় রুগ্‌ণ ভিক্ষুগণের মূল (শিকর)-সংমিশ্রিত ভৈষজ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : মূল সংমিশ্রিত ভৈষজ্য সেবন করিবে।”

হরিদ্রা, আর্দ্রক, বচ, বচস্থ, অতিবিষ, কটুকরোহিণি, উশীর (বেনারমূল), ভদ্রমুস্তক (নাগর মোথা) এবং খাদ্যে ভোজ্যে ব্যবহৃত হয় না এমন অন্যবিধ যেই সমস্ত মূল আছে তাহা প্রতিগ্রহণ করিয়া আজীবন সঙ্গে রাখিবে এবং প্রয়োজন হইলে সেবন করিবে। বিনা প্রয়োজনে সেবন করিলে 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

২. সেই সময় রুগ্ণ ভিক্ষুগণের পিষ্ট মূল ভৈষজ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : খল ও নুড়ি ব্যবহার করিবে।"

৪. কষায়-সংযুক্ত ভৈষজ্য

সেই সময়ে রুগ্ণ ভিক্ষুগণের কষায়-সংমিশ্রিত ভৈষজ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : কষায়-সংমিশ্রিত ভৈষজ্য সেবন করিবে।"

নিম্বের কষায়, গিরিমল্লিকার কষায়, পটোলের কষায়, পগ্গবের কষায়, নক্তমালের কষায় এবং খাদ্যে ভোজ্যে ব্যবহৃত হয় না এমন অন্য যেই সব কষায় আছে তাহা প্রতিগ্রহণ করিয়া আজীবন সঙ্গে রাখিবে এবং প্রয়োজন হইলে সেবন করিবে; বিনা প্রয়োজনে সেবন করিলে 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

৫. পত্র-ভৈষজ্য

সেই সময়ে রুগ্ণ ভিক্ষুগণের পত্র-ভৈষজ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পত্র-ভৈষজ্য সেবন করিবে।"

নিম্বপত্র, গিরিমল্লিকাপত্র, পটোলপত্র, তুলসীপত্র, কার্পাসপত্র এবং যাহা খাদ্যে ভোজ্যে ব্যবহৃত হয় না এমন অন্যান্য পত্র প্রতিগ্রহণ করিয়া আজীবন সঙ্গে রাখিবে এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সেবন করিবে। বিনা প্রয়োজনে সেবন করিলে 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

৬. ফল-ভৈষজ্য

সেই সময়ে রুগ্ণ ভিক্ষুগণের ফল-ভৈষজ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ফল-ভৈষজ্য সেবন করিবে।"

বিড়ঙ্গ, পিপুঁল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, গোষ্ঠফল এবং অন্যান্য যেই সব ফল-ভৈষজ্য খাদ্যে ভোজ্যে ব্যবহৃত হয় না এমন ফল প্রতিগ্রহণ করিয়া আজীবন সঙ্গে রাখিবে এবং প্রয়োজন হইলে সেবন করিবে। বিনা প্রয়োজনে সেবন করিলে 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

৭. জতু-ভৈষজ্য

সেই সময়ে রুগ্ণ ভিক্ষুগণের জতু (লাক্ষা) ভৈষজ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : জতুসংমিশ্রিত ভৈষজ্য সেবন করিবে।"

হিঙ্গু, হিঙ্গুজতু, হিঙ্গুসিপাটিক, তক, তকপত্তি, তকপর্ণী, সর্জরস এবং যাহা খাদ্যে ভোজ্যে ব্যবহৃত হয় না এমন অন্যান্য জতু প্রতিগ্রহণ করিয়া আজীবন সঙ্গে রাখিবে এবং প্রয়োজন হইলে সেবন করিবে। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে সেবন করিলে 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

৮. লবণের ভৈষজ্য

সেই সময়ে রুগ্ণ ভিক্ষুগণের লবণ-সংমিশ্রিত ভৈষজ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : লবণ-সংমিশ্রিত ভৈষজ্য সেবন করিবে।"

সামুদ্রিক-লবণ, কাল-লবণ, সৈন্ধব-লবণ, বানস্পতিক-লবণ, বিট-লবণ এবং খাদ্যে-ভোজ্যে ব্যবহৃত হয় না এমন অন্য যত লবণ আছে তাহা প্রতিগ্রহণ করিয়া আজীবন সঙ্গে রাখিবে এবং প্রয়োজন হইলে সেবন করিবে; কিন্তু বিনা প্রয়োজনে সেবন করিলে 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

৯. চূর্ণসংমিশ্রিত ভৈষজ্য, উদূখল, মুষল এবং চালনী

১. সেই সময় আয়ুষ্মান আনন্দের উপাধ্যায় আয়ুষ্মান বরিষ্ঠশীর্ষের[১] খোস

---

[১]। বেলট্ঠসীস।

হইয়াছিল। খোস হইত নিঃসৃত ক্লেদে তাহার দেহে চীবর লাগিয়া থাকিত। ভিক্ষুগণ তাহা জলের দ্বারা বারম্বার সিক্ত করিয়া অপসারিত করিতেন। ভগবান শয়নাসন দেখিবার নিমিত্ত বিচরণ করিবার সময় সেই ভিক্ষুগণকে উক্ত চীবর বারংবার জলে সিক্ত করিয়া অপসারণ করিতে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া সেই ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুগণকে কহিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষুর কোন রোগ হইয়াছে?"

"প্রভো, এই আয়ুষ্মানের নিকট স্থূলকক্ষ (খোস) রোগ হইয়াছে। খোসের ক্লেদে তাহার দেহে চীবর লাগিয়া যাইতেছে, আমরা তাহা জলে সিক্ত করিয়া অপসারিত করিতেছি।"

অনন্তর ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যাহার নিকট কণ্ডু (চুলকানি), স্ফোটক, আস্রাব (ক্ষরণশীল স্ফোটক) কিংবা খোসরোগ অথবা যাহার দেহে দুর্গন্ধ আছে সে চূর্ণ ভৈষজ্য ব্যবহার করিবে এবং যাহার নিকট কোনো রোগ নাই সে গোময়, মৃত্তিকা এবং 'রজন নিপক্ক' (পাক করা রঙের চূর্ণ) ব্যবহার করিবে।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : উদূখল এবং মূষল ব্যবহার করিবে।"

২. সেই সময় রুগ্ণ ভিক্ষুগণের ঔষধের চূর্ণ চালিবার জন্য চালনীর প্রয়োজন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : চূর্ণচালনী ব্যবহার করিবে।"

সূক্ষ্ম চালনীর প্রয়োজন হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দূষ্যচালনী[১] ব্যবহার করিবে।"

১০. সদ্য মাংস ও রক্তের ভৈষজ্য

সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর অমনুষ্য (ভূতে পাওয়া) রোগ ছিল। আচার্য উপাধ্যায়গণ পরিচর্যা করিয়াও তাহাকে রোগমুক্ত করিতে পারিলেন না। তিনি শূকরহত্যা করিবার স্থানে যাইয়া কাঁচামাংস ভক্ষণ করিলেন এবং টাট্‌কারক্ত পান করিলেন। ইহাতে তাহার অমনুষ্য ব্যাধির উপশম হইল। ভিক্ষুগণ

---

[১]। দুস্‌স চালনী (কাপড়ের চালনী)।

ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : অমনুষ্য ব্যাধিতে কাঁচা মাংস এবং টাটকা রক্ত পান করিবে।"

১১. অঞ্জন, অঞ্জনদানি শলাকা ইত্যাদি

১. সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর চক্ষু-রোগ ছিল। ভিক্ষুগণ তাহাকে ধরাধরি করিয়া বাহ্য প্রস্রাব করাইবার জন্য লইয়া যাইতেন। ভগবান শয়নাসন পরিদর্শনার্থ বিচরণ করিবার সময় সেই ভিক্ষুগণকে রুগ্ণ ভিক্ষুকে বাহ্য প্রস্রাব করাইবার নিমিত্ত ধরাধরি করিয়া বাহিরে লইয়া যাইতে দেখিতে পাইলেন; দেখিয়া সেই ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুগণকে কহিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষুর কোন রোগ হইয়াছে?" "প্রভো, এই আয়ুষ্মানের নিকট চক্ষুরোগ হইয়াছে, আমরা তাহাকে ধরাধরি করিয়া বাহ্য প্রস্রাব করাইবার জন্য লইয়া যাইতেছি।" ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : অঞ্জন, কৃষ্ণাঞ্জন, রসাঞ্জন, স্রোতাঞ্জন (নদী স্রোতে প্রাপ্ত অঞ্জন), গেরিমাটি এবং 'কপল্ল' (কজ্জ্বল, প্রদীপ শিখা হইতে গৃহীত মসী) ব্যবহার করিবে।"

২. অঞ্জনের সঙ্গে পিষিবার দ্রব্যের প্রয়োজন হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : চন্দন, তগর, কালানুসারি, তালিশ এবং ভদ্রমুস্তক (নাগরমোথা) ব্যবহার করিবে।"

৩. সেই সময় ভিক্ষুগণ পিষ্ট অঞ্জন থালায় এবং বাটিতে রাখিয়া দিতেন, তাহাতে তৃণচূর্ণ এবং ধূলা আদি নিপতিত হইত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : অঞ্জনদানি (অঞ্জনাধার) ব্যবহার করিবে।"

৪. সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু স্বর্ণের ও রৌপ্যের অঞ্জনদানি ব্যবহার করিতেছিল। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, বহুমূল্যের অঞ্জনদানি ব্যবহার করিতে পারিবে না; যে ব্যবহার করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : অস্থি, দন্ত, শৃঙ্গ, নল, বংশ, কাষ্ঠ, জতু, ফল, লৌহ এবং শঙ্খ দ্বারা প্রস্তুত অঞ্জনদানি ব্যবহার করিবে।"

৫. সেই সময় অঞ্জনদানি অনাবৃত থাকিত; এই হেতু তাহাতে তৃণ-চূর্ণ এবং ধূলা আদি নিপতিত হইত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ঢাকনি দ্বারা আবৃত করিবে।"

৬. ঢাকনি পড়িয়া যাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : (ঢাকনি) সূত্রদ্বারা অঞ্জনদানির সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিবে।"

৭. অঞ্জনদানি ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : (অঞ্জনদানি) সূত্রদ্বারা সেলাই করিবে (মুড়িয়া রাখিবে?)।"

৮. সেই সময় ভিক্ষুগণ অঙ্গুলিদ্বারা চক্ষে অঞ্জন দিতেছিলেন, তাহাতে চক্ষু বেদনা করিত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : অঞ্জন-শলাকা ব্যবহার করিবে।"

৯. সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু স্বর্ণ-রৌপ্যময় অঞ্জনশলাকা ব্যবহার করিতেছিল। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী!" ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, মূল্যবান অঞ্জনশলাকা ব্যবহার করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : অস্থি, দন্ত, শৃঙ্গ, নল, বংশ, কাষ্ঠ, জতু, ফল, লৌহ এবং শঙ্খ দ্বারা প্রস্তুত অঞ্জনশলাকা ব্যবহার করিবে।

১০. সেই সময় অঞ্জনশলাকা ভূমিতে পড়িয়া যাইতেছিল; তাহাতে কর্কশ (অমসৃণ) হইয়া গেল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : শলাকাদানি (ছিদ্রযুক্ত দণ্ড বা থলিয়া) ব্যবহার করিবে।"

১১. সেই সময় ভিক্ষুগণ অঞ্জনদানি এবং অঞ্জনশলাকা হস্তে করিয়া লইয়া

যাইতেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : অঞ্জনদানি রাখিবার স্থলী ব্যবহার করিবে।"

১২. 'অংসবন্ধন' (স্কন্ধাবরণ) ছিল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : 'অংসবন্ধন' এবং বন্ধন-সূত্র ব্যবহার করিবে।"

১২. মস্তকের তৈল

১. সেই সময় আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসের শিররোগ ছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : শির-তৈল ব্যবহার করিবে।"

১৩. নস্য এবং নস্যকরণী

১. তৈল ব্যবহারে আরোগ্য হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : নস্য ব্যবহার করিবে।"

২. নস্য গলিয়া পড়িতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : নস্যকরণী (নাসিকায় নস্য নিক্ষেপ করিবার নল) ব্যবহার করিবে।"

৩. সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু মূল্যবান স্বর্ণরৌপ্যময় নস্যকরণী ব্যবহার করিতে লাগিল। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, মূল্যবান নস্যকরণী ব্যবহার করিতে পারিবে না; যে ব্যবহার করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : অস্থি, দন্ত, শৃঙ্গ, বংশ, নল (খাক্‌রা), কাষ্ঠ, জতু, ফল, লৌহ এবং শঙ্খে প্রস্তুত নস্যকরণী ব্যবহার করিবে।"

৪. নস্য সমভাবে পড়িত না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দুইটি নস্যকরণী ব্যবহার করিবে।"

১৪. ধূমনেত্র

১. নস্য দ্বারাও আরোগ্য হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : (ঔষধের) ধূমপান করিবে।"

২. তাহাই পাত্রে লেপন করিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। এরূপ করায় কণ্ঠ জ্বালা করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ধূমনেত্র (পাইপ) ব্যবহার করিবে।"

৩. সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু মূল্যবান স্বর্ণ-রৌপ্যময় ধূমনেত্র (পাইপ) ব্যবহার করিতে লাগিল। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, মূল্যবান ধূমনেত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না; যে ব্যবহার করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : অস্থি, দন্ত, শৃঙ্গ, বংশ, নল, কাষ্ঠ, জতু, ফল, লৌহ এবং শঙ্খে প্রস্তুত ধূমনেত্র ব্যবহার করিবে।"

৪. সেই সময় ধূমনেত্র অনাবৃত থাকায় তাহাতে কীট প্রবেশ করিত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : (ধূমনেত্র) ঢাকনার দ্বারা আবৃত করিবে।"

৫. সেই সময় ভিক্ষুগণ ধূমনেত্র হস্তে করিয়া লইয়া যাইতেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ধূমনেত্রের স্থলী ব্যবহার করিবে।"

৬. (ধূমনেত্র) একপার্শ্বে ঘর্ষিত হইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দোহারা স্থলী ব্যবহার করিবে।"

৭. 'অংসবদ্ধন' ছিল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন।

(ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ‘অংসবদ্ধন’ এবং বন্ধনসূত্র ব্যবহার করিবে।”

১৫. বাতের তৈল

সেই সময় আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসের নিকট বাতরোগ ছিল, বৈদ্য তৈল পাক করিতে বলিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : তৈল পাক করিবে।”

১৬. তৈলে মদ্য সংমিশ্রণ করা

১. সেই তৈলে মদ্য সংমিশ্রণের প্রয়োজন হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : তৈল পাক করিবার সময় তৈলে মদ্য প্রক্ষেপ করিতে পারিবে।”

২. সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু অধিক পরিমাণ মদ্য প্রক্ষেপ করিয়া তৈল পাক করিতেছিল এবং তাহা পান করিয়া মত্ত হইতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, অধিক মদ্যসংযুক্ত তৈল পান করিতে পারিবে না; যে পান করিবে তাহার তাহার ধর্মানুসারে প্রতিকার করিতে হইবে।”

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যেই পাকতৈলে মদ্যের বর্ণ, গন্ধ অথবা স্বাদ অনুভূত হয় না সেইরূপ মদ্যসংযুক্ত তৈল পান করিতে পারিবে।”

৩. সেই সময় ভিক্ষুগণের নিকটে অধিক পরিমাণ মদ্যসংযোগে পাক করা অনেক তৈল সঞ্চিত ছিল। তখন ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : ‘অধিক পরিমাণ মদ্য সংযোগে পাক করা এই তৈল আমরা কী করিব?’ ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সেই তৈল দেহে মালিশ করিবে।”

১৭. তৈলপাত্র

সেই সময় আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসের নিকট বহু পক্ব তৈল সঞ্চিত ছিল; কিন্তু তৈল রাখিবার কোনো পাত্র ছিল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়

জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ত্রিবিধ তুম্ব (আধার) ব্যবহার করিবে; যথা : লৌহতুম্ব, কাষ্ঠতুম্ব এবং ফলতুম্ব।”

স্বেদ মোচন এবং শস্ত্র চিকিৎসা

১. স্বেদ মোচন

১. সেই সময় আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসের নিকট অঙ্গবাত রোগ ছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : স্বেদ নিঃসারণ করিবে।”

২. তাহাতে আরোগ্য হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ‘সম্ভারস্বেদ’ (ঘর্মনিঃসারক নানাবিধ বৃক্ষপত্র পাতিয়া তন্মধ্যে শয়ন) করিবে।

৩. তথাপি আরোগ্য হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ‘মহাস্বেদের’[১] দ্বারা স্বেদ নিঃসারণ করিবে।”

৪. তথাপি আরোগ্য হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ‘ভঙ্গোদক’[২] দ্বারা স্বেদ নিঃসারণ করিবে।

৫. তথাপি আরোগ্য হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ‘উদক-কোষ্ঠক’[৩] দ্বারা স্বেদ

---

[১]। এক পুরুষপ্রমাণ গর্ত খনন করিয়া, তাহা তপ্তঅঙ্গারপূর্ণ করিয়া বালি ও মাটির দ্বারা চাপা দিতে হইবে এবং তদুপরি বাতহর নানারকমের বৃক্ষপত্র বিস্তৃত করিয়া, দেহে তৈল মালিশ করিয়া, উহার উপরে শুইয়া, বারংবার পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া ঘর্ম বাহির করা।—সম-পাসা।

[২]। বিবিধ বাতহর বৃক্ষপত্রসিদ্ধ জল। দেহে পত্র ও জল নিক্ষেপ করিয়া স্বেদ বাহির করা।—সম-পাসা।

[৩]। গরম জল একটি কামড়ায় রাখিয়া, সেই স্থানে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া স্বেদ বাহির করা।—সমা-পাসা।

মোচন করিবে।”

২. শিঙ্গার সাহায্যে রক্ত মোচন

১. সেই সময় আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসের নিকট গাঁটরীবাত (পর্ববাত) রোগ ছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : রক্ত মোচন করিবে।”

২. তথাপি আরোগ্য হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : শিঙ্গার সাহায্যে রক্ত মোচন করিবে।”

৩. পদে মালিশের তৈল এবং ভৈষজ্য

১. সেই সময় আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসের পদতল ফাটিয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পদে তৈল মালিশ করিবে।”

২. তথাপি আরোগ্য হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পায়ের জন্য ঔষধ প্রস্তুত করিবে।”

৪. শস্ত্র-চিকিৎসা

সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর নিকট গণ্ডরোগ (স্ফোটক) হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : শস্ত্রচিকিৎসা (অস্ত্রোপচার) করিবে।”

৫. মলমের প্রলেপ

১. কষায় জলের প্রয়োজন হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : কষায় জল ব্যবহার করিবে।”

২. তিলকল্কের (তিলের খইল) প্রয়োজন হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : তিলকল্ক (তিলের খইল) ব্যবহার করিবে।

৩. কবড়িকার (তুলারপটির) প্রয়োজন হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : কবড়িকা (তুলারপটি) ব্যবহার করিবে।"

৪. ব্রণ আচ্ছাদন করিবার পটি প্রয়োজন হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ব্রণ আচ্ছাদনের পটি ব্যবহার করিবে।"

৫. ব্রণ কণ্ডুয়ন করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সর্ষপের খোসার দ্বারা সেঁকা দিবে।"

৬. ব্রণ ক্লেদাক্ত হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ধূম প্রদান করিবে।"

৭. (ব্রণের মাংস) উপর দিকে বাড়িতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : লবণের কাঁকর দ্বারা ছেদন করিবে।"

৮. ব্রণের ক্ষতজনিত গর্ত পূর্ণ হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ব্রণে তৈল প্রদান করিবে।"

৯. তৈল পড়িয়া যাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ন্যাকড়ার পটি ব্যবহার করিবে এবং ব্রণের সকল প্রকার চিকিৎসা করিবে।"

৬. সর্প-চিকিৎসা

১. সেই সময় জনৈক ভিক্ষুকে সর্প দংশন করিয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : বাহ্য, প্রস্রাব, ভস্ম এবং মৃত্তিকা এই চতুর্বিধ উৎকট দ্রব্য সেবন করাইবে।"

২. ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "(এই সব দ্রব্য) স্বয়ং গ্রহণ করিতে হইবে, না অন্য দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : 'কপ্পিয়কারক'[১] থাকিলে প্রতিগ্রহণ করাইয়া এবং না থাকিলে স্বয়ং গ্রহণ করিয়া সেবন করিবে।"

৭. বিষ-চিকিৎসা

১. সেই সময় জনৈক ভিক্ষু বিষ পান করিয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : মল ভক্ষণ করাইবে।"

২. ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "অন্য দ্বারা প্রতিগ্রহণ করাইয়া ভক্ষণ করিতে হইবে, না স্বয়ং গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করিতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যেরূপ করিলে প্রতিগৃহীত হয় তাহাই করিবে। কার্যশেষে পুনরায় প্রতিগ্রহণ করিতে পারিবে না।"

৮. ঘরদিন্নক রোগ-চিকিৎসা

সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর ঘর-দিন্নক[২] রোগ হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : 'সীতার মাটি[৩] জলে সংমিশ্রিত করিয়া পান করাইবে।"

৯. দুষ্টগ্রহ-চিকিৎসা

সেই সময় জনৈক ভিক্ষুকে দুষ্টগ্রহ আক্রমণ করিয়াছিল। পাণ্ডরোগ হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান

১। যে ভিক্ষুর সঙ্গে থাকিয়া কার্যাদি করে তাহাকে 'কপ্পিয়কারক' বা ভিক্ষু-সেবক বলা হয়। বৌদ্ধপ্রধান দেশে প্রত্যেক বিহারে বালকগণ থাকিয়া ভিক্ষুর সেবা করে এবং অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে।

২। বশীকরণ মন্ত্র কৃত পানীয় পানে উৎপন্ন রোগ।

৩। লাঙ্গলের ফালে লগ্ন মৃত্তিকা।

কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : 'আমিষক্ষার'[১] জল পান করাইবে।"

১০. পাণ্ডুরোগ-চিকিৎসা

সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর পাণ্ডুরোগ হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : গোমূত্রে হরীতকী ভিজাইয়া রাখিয়া পান করাইবে।"

১১. বিরেচকাদি পান

১. সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর চর্মরোগ হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : গন্ধকের প্রলেপ প্রদান করিবে।"

২. সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর শরীর দোষগ্রস্ত হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : বিরেচক পান করিবে।"

৩. পরিস্রুত (চোয়ানো) কাঁজির (সজল ভাত হইতে প্রস্তুত সির্কা) প্রয়োজন হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পরিস্রুত কাঁজি সেবন করিবে।"

৪. 'অকটযূষের' (স্বাভাবিক যূষের) প্রয়োজন হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : 'অকট যূষ' সেবন করিবে।"

৫. 'কটাকট' (স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক উভয়বিধ) যূষের প্রয়োজন হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : 'কটাকট' যূষ সেবন করিবে।"

৬. প্রতিচ্ছাদনীয়ের (মাংসের যূষের) প্রয়োজন হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : মাংসের যূষ সেবন করিবে।"

---

[১]। শুষ্ক ভাত দগ্ধ করিয়া, চূর্ণ করিয়া, জলে মিশ্রিত করিয়া পান করা।—সম-পাসা।

আরামে দ্রব্যাদি রাখা

১. পিলিন্দবৎস কর্তৃক রাজগৃহে গুহা প্রস্তুত করা

সেই সময় আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস রাজগৃহে গুহা প্রস্তুত করাইবার জন্য পাহাড় (পব্‌ভারং) পরিষ্কার করাইতেছিলেন। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার পিলিন্দবৎসের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসকে কহিলেন, "প্রভো, স্থবির কি প্রস্তুত করাইতেছেন?" "মহারাজ, গুহা প্রস্তুত করিবার জন্য পাহাড় পরিষ্কার করিতেছি।" "প্রভো, আর্যের কি আরামিকের (কর্মকারকের) প্রয়োজন আছে?" "মহারাজ, ভগবান আরামিক রাখিবার ব্যবস্থা প্রদান করেন নাই।" "প্রভো, তাহা হইলে ভগবানের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে কহিবেন।" "তাহাই করিব, মহারাজ" এইরূপ বলিয়া আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি প্রদান করিলেন।

আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস কর্তৃক ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহর্ষিত হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া, আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসকে অভিবাদন করিয়া এবং তাহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস ভগবানের নিকট এইরূপ সংবাদ প্রেরণ করিলেন : "প্রভো, মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার আরামিক প্রদানের সঙ্কল্প প্রকাশ করিতেছেন, অতএব এখন আমায় কী করিতে হইবে?"

২. আরামে কর্মকারক রাখা

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : আরামিক (কর্মকারক) রাখিবে।"

আর একদিন মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার পিলিন্দবৎসের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসকে কহিলেন, "প্রভো, ভগবান কি আরামিকের ব্যবস্থা দান করিয়াছেন?" "হ্যাঁ মহারাজ!" "প্রভো, তাহা হইলে আমি আর্যকে

আরামিক প্রদান করিব।”

মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসকে আরামিক দানের প্রতিশ্রুতির কথা বিস্মৃত হইয়া গেলেন এবং দীর্ঘদিন পরে অকস্মাৎ স্মরণ হওয়ায় জনৈক প্রধান অমাত্যকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “ভণে![1] আমি আর্যকে আরামিক দানের প্রতিশ্রুত ছিলাম, তাহা দেওয়া হইয়াছে কী?” “দেব! আর্যকে আরামিক দেওয়া হয় নাই।” “ভণে! এখন কত রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে?”

অনন্তর সেই প্রধান অমাত্য রাত্রি গণনা করিয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে কহিলেন, “দেব, পঞ্চশত রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে।” “ভণে, তাহা হইলে আর্যকে পঞ্চশত আরামিক প্রদান করুন।” “তথাস্তু” বলিয়া সেই মহামাত্য মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে সম্মতি জানাইয়া আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসকে পঞ্চশত আরামিক প্রদান করিলেন। তাহারা (আরামিকগণ) একস্থানে পৃথকভাবে বসতি স্থাপন করিল। তাহা কালক্রমে ‘আরামিক-গ্রাম’ এবং ‘পিলিন্দবৎস-গ্রাম’ উভয় নামে অভিহিত হইল।

৩. পিলিন্দবৎসের ঋদ্ধিশক্তি

সেই সময়ে আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস সেই গ্রামের ‘কুলুপগ’ (কুলগুরু) ছিলেন। একদিন আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস পূর্বাহ্ন সময় বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া পিলিন্দবৎস গ্রামে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় সেই গ্রামে উৎসব হইতেছিল। বালকগণ অলংকার এবং মালা পরিধান করিয়া ক্রীড়া করিতেছিল। আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস গ্রামে গৃহ হইতে গৃহান্তরে ক্রমান্বয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতে করিতে জনৈক আরামিকের গৃহে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। সেই সময় সেই আরামিক পত্নীর কন্যা অন্য বালকদিগকে অলংকার এবং মালা দ্বারা সুশোভিত দেখিয়া ‘আমাকে মালা দাও, আমাকে অলংকার দাও’, এই বলিয়া রোদন করিতেছিল। আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস সেই আরামিক-পত্নীকে কহিলেন, “এই বালিকা রোদন করিতেছে কেন?” “প্রভো, এই বালিকা অন্য বালিকাদিগকে অলংকার এবং মালা পরিহিত দেখিয়া ‘আমাকে মালা দাও, আমাকে মালা দাও’ বলিয়া রোদন করিতেছে; কিন্তু প্রভো, আমাদের ন্যায় দুর্গতলোক মালা এবং অলংকার কোথায় পাইব?” তখন আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস একখানা তৃণের পঁইছা লইয়া সেই আরামিক-

---

[1]। পুরাকালে কনিষ্ঠকে এইরূপ সম্বোধন করা হইত।

পত্নীকে কহিলেন, "ওহে, এই তৃণের পঁইছাখানা সেই বালিকার মস্তকে স্থাপন কর।" আরামিক পত্নী সেই তৃণের পঁইছাখানা বালিকার মস্তকে স্থাপন করিল। তখন তাহা অভিরূপ, মনোজ্ঞ, প্রীতি উৎপাদক স্বর্ণমালায় পরিণত হইল। তাদৃশ স্বর্ণমালা রাজার অন্তঃপুরেও ছিল না। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে কহিল, "দেব, অমুক আরামিকের গৃহে যেইরূপ অভিরূপ মনোজ্ঞ প্রসন্নতাদায়ক স্বর্ণমালা দেখা যাইতেছে, তাদৃশী স্বর্ণমালা মহারাজের অন্তঃপুরেও নাই। সেই দুর্গত এরূপ স্বর্ণমালা কোথায় পাইবে, নিশ্চয়ই চুরি করিয়া সংগ্রহ করিয়াছে।"

মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার সেই আরামিকের গৃহের সকলকে গ্রেপ্তার করাইলেন। অন্য একদিন আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস পূর্বাহ্ন সময় বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া পিলিন্দবৎস গ্রামে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে প্রবেশ করিলেন। পিলিন্দবৎস গ্রামে ক্রমান্বয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতে করিতে সেই আরামিকের গৃহে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া প্রতিবেশীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন : "এই আরামিক গৃহের লোকজন কোথায় গিয়াছে?" "প্রভো, সেই স্বর্ণমালার জন্য রাজা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন।" অতঃপর আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন; একান্তে উপবিষ্ট মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস কহিলেন, "মহারাজ, আরামিক গৃহের লোকদিগকে গ্রেপ্তার করাইয়াছেন কেন?" "প্রভো, সেই আরামিকের গৃহে যেইরূপ অভিরূপ, মনোজ্ঞ, প্রসন্নতাদায়ক স্বর্ণমালা পাওয়া গিয়াছে, তাদৃশী স্বর্ণমালা আমাদের অন্তঃপুরেও নাই। সেই দুর্গত এরূপ স্বর্ণমালা কোথায় পাইবে, নিশ্চয়ই চুরি করিয়া সংগ্রহ করিয়াছে।" তখন আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস 'মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের প্রাসাদ স্বর্ণময় হউক'—এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন। বাস্তবিক তাহা স্বর্ণময় হইয়া গেল! "মহারাজ, আপনি এত অধিক স্বর্ণ কোথায় পাইলেন?" "প্রভো, আমি এখন বুঝিতে পারিলাম আপনার ঋদ্ধিশক্তি প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছে।" এই বলিয়া আরামিক গৃহের সকলকে মুক্তিদান করাইলেন।

৪. ভৈষজ্য সপ্তাহকাল রাখিতে পারা যায়

জনসাধারণ ‘আর্য পিলিন্দবৎস নাকি সপার্ষদ রাজাকে অলৌকিক ঋদ্ধিপ্রতিহার্য প্রদর্শন করিয়াছেন’ এই ভাবিয়া সন্তুষ্ট এবং অতি প্রসন্ন হইয়া আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসকে পঞ্চবিধ ভৈষজ্য প্রদান করিতে লাগিল; যথা : চর্বি, নবনীত, তৈল, মধু এবং খাঁড়। আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস স্বভাবত পঞ্চবিধ ভৈষজ্যলাভী ছিলেন। তিনি যাহা পাইতেন তাহা পারিষদকে দিয়া ফেলিতেন। ইহাতে তাহার পারিষদ দ্রব্যবহুল (সঞ্চয়ী) হইয়া পড়িল। তাহারা যাহা পাইতেন তাহা কোলম্ব (মৃৎপাত্র) এবং ঘট পূর্ণ করিয়া সামলাইয়া রাখিতেন; পরিস্রাবন (জল ছাঁকিবার আধারবিশেষ) এবং স্থলীতে পূর্ণ করিয়া বাতায়নে ঝুলাইয়া রাখিতেন। তাহা পরিস্রুত (চোয়ানো) হইতে লাগিল, এই নিমিত্ত বিহার ইন্দুরে পূর্ণ হইয়া গেল। জনসাধারণ বিহার পরিদর্শনে ভ্রমণ করিবার সময় এইসব দেখিয়া ‘দেখিতেছি এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ বিহারের অভ্যন্তরে গোলা (শষ্যাদি রাখিবার স্থান) বাঁধিয়াছে! যেন মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার!’ এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ জনসাধারণের এই প্রকার আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু তাহারাও ‘কেন ভিক্ষুগণ এইরূপ সঞ্চয়ী হইবার চেষ্টা করিতেছেন’ এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

“হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি ভিক্ষুগণ এইরূপ সঞ্চয়ে নিরত রহিয়াছে?” “হ্যাঁ ভগবান, তাহা সত্য বটে।”

ভগবান নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, “হে ভিক্ষুগণ, রুগ্‌ণ ভিক্ষুগণের যেই সমস্ত ব্যবহার্য ভৈষজ্য; যথা : চর্বি, নবনীত, তৈল, মধু এবং খাঁড়; তাহা প্রতিগ্রহণ করিয়া সপ্তাহ পর্যন্ত জমা রাখিয়া পরিভোগ করিতে পারিবে; তদতিরিক্ত রাখিলে ধর্মানুসারে প্রতিকার করিতে হইবে।”

॥ ভৈষজ্যানুজ্ঞাত ভণিতা সমাপ্ত ॥

[স্থান : রাজগৃহ]

৫. গুড় খাইবার বিধান

অনন্তর ভগবান শ্রাবস্তীতে যথারুচি অবস্থান করিয়া রাজগৃহ অভিমুখে

পর্যটনে যাত্রা করিলেন। আয়ুষ্মান কঙ্খারেবত রাস্তার মধ্যে দেখিতে পাইলেন : গুড় প্রস্তুত করিবার সময় তাহাতে আটা এবং ভস্ম প্রক্ষেপ করিতেছে। দেখিয়া "'অবিহিত' (বিকালে খাইবার অযোগ্য) আটা এবং ভস্মমিশ্রিত গুড় বিকালে পরিভোগ করা অবিধেয়" এইরূপ সন্দেহ পরবশ হইয়া সপার্ষদ গুড় পরিভোগে বিরত হইলেন এবং যাহারা তাহার আদেশানুবর্তী তাহারাও গুড় পরিভোগে বিরত হইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, গুড়ে কিজন্য আটা এবং ভস্ম প্রক্ষেপ করে?" "ভগবান, শক্ত হইবার জন্য।" "হে ভিক্ষুগণ, যদি শক্ত হইবার জন্য গুড়ে আটা এবং ভস্ম নিক্ষেপ করে তাহা হইলে তাহাও গুড়ের মধ্যে পরিগণিত হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যথারুচি গুড় পরিভোগ করিবে।"

৬. মুগের বিধান

আয়ুষ্মান কঙ্খারেবত রাস্তার মধ্যে দেখিতে পাইলেন, বাহ্যের মধ্যে মুগের অঙ্কুর উদ্গাম হইয়াছে। দেখিয়া "মুগ খাওয়া উচিত নহে, কেননা পক্ব মুগ হইতেও অঙ্কুর উদ্গাম হয়" এইরূপ সন্দেহপরবশ হইয়া সপার্ষদ মুগ পরিভোগে বিরত হইলেন। যাহারা তাহার আদেশানুবর্তী তাহারাও মুগ পরিভোগে বিরত হইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যদিও বা পক্ব মুগের অঙ্কুরোদ্গাম হয় তথাপি যথারুচি মুগ পরিভোগ করিবে।"

৭. বেণার মূলের বিধান

সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর উদরে বায়ুরোগ ছিল। তিনি বেণারমূল (লোন সোবিরক) পান করিলেন, তাহাতে তাহার উদরের বায়ুরোগ উপশম হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : রোগী যথারুচি বেণারমূল সেবন করিতে পারিবে, নিরোগী জলে মিশ্রিত করিয়া পানীয়বৎ সেবন করিতে পারিবে।"

৮. আরামের ভিতর দ্রব্য রাখা, পাক করা এবং স্বয়ং পাক করিয়া আহার করা নিষেধ

১. অতঃপর ভগবান ক্রমান্বয়ে বিচরণ করিয়া রাজগৃহে গমন করিলেন। রাজগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন, বেণুবনে কলন্তক নিবাপে। সেই সময় ভগবানের উদরে বায়ুরোগ উৎপন্ন হইল। আয়ুষ্মান আনন্দ 'পূর্বেও ভগবানের উদরের বায়ুরোগ ত্রিকটু যবাগূ পানে আরোগ্য হইয়াছিল' এই ভাবিয়া স্বয়ং তিল, তণ্ডুল এবং মুগ যাচঞা করিয়া আনিয়া, আরামের অভ্যন্তরে রাখিয়া, স্বয়ং পাক করিয়া ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন : "ভগবান, ত্রকটু যবাগূ পান করুন।"

কোনো কোনো বিষয় তথাগতগণ জ্ঞাত থাকিয়াও জিজ্ঞাসা করেন, আবার কোনো কোনো বিষয় জ্ঞাত থাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন না; কোনো কোনো বিষয় সময় বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করেন, আবার কোনো কোনো বিষয় সময় বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করেন না; তথাগতগণ সার্থক বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, নিরর্থক বিষয় জিজ্ঞাসা করেন না। তথাগতগণের নিরর্থক বিষয়ের মূলোচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। দ্বিবিধ কারণে বুদ্ধ ভগবানগণ ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করেন : 'ধর্মদেশনা করিব অথবা শ্রাবকগণের জন্য শিক্ষাপদ স্থাপন করিব।' অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন, "হে আনন্দ, এই যবাগূ কোথায় পাইয়াছ?" তখন আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন : হে আনন্দ, ইহা তোমার পক্ষে অননুরূপ, অননুলোম, অপ্রতিরূপ, অশ্রমণোচিত, অবিধেয় এবং অকার্য হইয়াছে। আনন্দ, কেন তুমি এইরূপ সঞ্চয়ে চেষ্টিত হইয়াছ? যখন ভিতরে রাখিয়াছ তখনো অবিহিত হইয়াছে, যখন ভিতরে পাক করিয়াছ তখনো অবিহিত হইয়াছে এবং যখন স্বয়ং পাক করিয়াছ তখনো অবিহিত হইয়াছে। এই কার্যে অপ্রসন্নদিগের প্রসন্নতা উৎপাদন করিবে না... এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :

"হে ভিক্ষুগণ, আরামের ভিতরে (কোনো খাদ্যদ্রব্য) রাখিয়া, ভিতরে পাক করিয়া এবং স্বয়ং পাক করিয়া পরিভোগ করিতে পারিবে না; যে পরিভোগ করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২. হে ভিক্ষুগণ, যদি আরামের অভ্যন্তরে রাখিয়া, অভ্যন্তরে পাক করিয়া এবং স্বয়ং পাক করিয়া তাহা পরিভোগ করে তাহা হইলে তিনটি 'দুক্কট'

অপরাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ, যদি আরামের অভ্যন্তরে রাখিয়া এবং অভ্যন্তরে অন্য দ্বারা পাক করাইয়া তাহা পরিভোগ করে তাহা হইলে দুইটি 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ, যদি আরামের অভ্যন্তরে রাখিয়া এবং বাহিরে স্বয়ং পাক করিয়া তাহা পরিভোগ করে তাহা হইলে দুইটি 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ, যদি বাহিরে রাখিয়া আরামের অভ্যন্তরে পাক করিয়া এবং স্বয়ং পাক করিয়া তাহা পরিভোগ করে তাহা হইলে দুইটি 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ, যদি আরামের অভ্যন্তরে রাখিয়া এবং বাহিরে অন্য দ্বারা পাক করাইয়া তাহা স্বয়ং পরিভোগ করে তাহা হইলে (একটি) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ, যদি বাহিরে রাখিয়া এবং আরামের অভ্যন্তরে অন্য দ্বারা পাক করাইয়া তাহা স্বয়ং পরিভোগ করে তাহা হইলে (একটি) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ, যদি বাহিরে রাখিয়া এবং বাহিরে স্বয়ং পাক করিয়া তাহা পরিভোগ করে তাহা হইলে (একটি) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ, যদি বাহিরে রাখিয়া এবং বাহিরে অন্য দ্বারা পাক করাইয়া তাহা পরিভোগ করে তাহা হইলে অপরাধ হইবে না।

৩. সেই সময় ভিক্ষুগণ ভগবান স্বয়ং পাক করিতে নিষেধ করিয়াছেন এই ভাবিয়া পুনঃ পাক করিতে (পক্বদ্রব্য পাক করিতে) কুণ্ঠা বোধ করিতেছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পক্বদ্রব্য পুনরায় পাক করিতে পারিবে।"

৯. দুর্ভিক্ষের সময় বিহারে রাখা, পাক করা এবং স্বয়ং পাক করা বিহিত

১. সেই সময়ে রাজগৃহে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। জনসাধারণ লবণ, তৈল, তণ্ডুল এবং খাদ্যদ্রব্য আরামে লইয়া আসিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ তাহা বাহিরে রাখিয়া দিলেন। সেখানে ইন্দুর ও বিড়ালে খাইতে লাগিল, চোরে অপহরণ করিতে লাগিল, উচ্ছিষ্টভোজীগণও লইয়া যাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ

ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : অপক্ব খাদ্যদ্রব্য বিহারের ভিতরে রাখিবে।"

২. ভিতরে রাখিয়া বাহিরে পাক করিবার সময় উচ্ছিষ্টভোজী খাদ্যদ্রব্য ঘেরিয়া রহিল। ভিক্ষুগণ নিঃসংকোচে ভোজন করিতে পারিলেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : বিহারাভ্যন্তরে পাক করিবে।"

৩. দুর্ভিক্ষের সময় ভিক্ষুদিগের কর্মকারকেরা অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্য লইয়া যাইতে লাগিল এবং ভিক্ষুগণকে সামান্য দিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : খাদ্যদ্রব্য স্বয়ং পাক করিবে।'

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : বিহারের ভিতরে রাখিবে, ভিতরে পাক করিবে এবং স্বয়ং পাক করিবে।"

১০. নিভৃত অরণ্যে স্বয়ং ফলাদি গ্রহণ করা

সেই সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু কাশীতে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য রাজগৃহে যাইবার সময় রাস্তার মধ্যে অপকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট ভোজন যথারুচি পরিপূর্ণভাবে পাইলেন না যদিও খাদ্যোপযোগী অনেক ফল ছিল; কিন্তু কোনো কার্যকারক সঙ্গে ছিল না। সেই ভিক্ষুগণ পরিশ্রান্ত হইয়া রাজগৃহে বেণুবনে কলন্তক নিবাপে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। আগন্তুক ভিক্ষুগণের সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশল প্রশ্ন করা বুদ্ধ ভগবানগণের রীতি ছিল। অনন্তর ভগবান সেই ভিক্ষুগণকে কহিলেন :

"হে ভিক্ষুগণ, তোমরা নিরুপদ্রবে ছিলে তো? সুখে বর্ষা যাপন করিয়াছ তো? অল্পকষ্টে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছ তো? তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ?" ভগবান, আমরা নিরুপদ্রবে ছিলাম, সুখে বর্ষা যাপন করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু প্রভো, আমরা কাশীতে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য রাজগৃহে আসিবার সময় রাস্তার মধ্যে অপকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট ভোজন যথারুচি পরিপূর্ণভাবে পাইতে পারি নাই; বহু

খাদ্যোপযোগী ফল পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু কর্মকারক[১] সঙ্গে ছিল না। এইহেতু আমাদিগকে পরিশ্রান্ত হইয়া দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিতে হইয়াছে।” অনন্তর ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যদি কোনো স্থানে খাদ্যোপযোগী ফল পাওয়া যায় এবং কর্মকারক সঙ্গে না থাকে তাহা হইলে স্বয়ং গ্রহণ করিয়া আনিয়া কার্যকারকের সম্মুখে ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে এবং তাহার দ্বারা প্রতিগ্রহণ করাইয়া পরিভোগ করিবে।

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : গৃহীত দ্রব্য প্রতিগ্রহণ করিতে পারিবে।”

১১. ভোজনাবসানে আনীত ভক্ষ্যের বিধান

১. সেই সময় জনৈক ব্রাহ্মণের নূতন তিল এবং নূতন মধু উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই ব্রাহ্মণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “ভালোই আমি নূতন তিল এবং নূতন মধু বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে প্রদান করিব।” এই ভাবিয়া সেই ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানের সঙ্গে প্রীত্যালাপ করিলেন। প্রীত্যালাপ এবং স্মরণীয় বিষয় সমাপ্ত করিয়া একান্তে দাঁড়াইলেন, একান্তে দাঁড়াইয়া সেই ব্রাহ্মণ ভগবানকে কহিলেন, “ভগবান গৌতম আগামীকল্যের জন্য ভিক্ষুসংঘসহ আমার অন্ন গ্রহণ করুন।” ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জানাইলেন। ব্রাহ্মণ ভগবানের সম্মতি অবগত হইয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ সেই রাত্রি অবসানে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করাইলেন : “মহানুভব গৌতম, আহারের সময় উপস্থিত, আহার্য প্রস্তুত হইয়াছে।”

ভগবান পূর্বাহ্নে বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া সেই ব্রাহ্মণের আলয়ে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে ভিক্ষুসংঘসহ উপবেশন করিলেন। ব্রাহ্মণ বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে স্বহস্তে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দানে সন্তৃপ্ত করিলেন। ভিক্ষুসংঘ আর না দিবার জন্য বারণ করিলেন। ভগবান আহারের পর পাত্র হইতে হস্ত অপসারণ করিলে ব্রাহ্মণ একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ব্রাহ্মণকে ভগবান

---

[১]। ভিক্ষু কোনো খাদ্যদ্রব্য স্বহস্তে লইয়া খাইতে পারে না, অন্যকে ভিক্ষুর হাতে তুলিয়া দিতে হয়, যে তুলিয়া দেয় তাহাকে ‘কপ্পিয়কারক’ বা কার্যকারক বলে।

ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান প্রস্থান করিবার কিছুক্ষণ পরে সেই ব্রাহ্মণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'আমি যেই নূতন তিল এবং নূতন মধু দিবার জন্য বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম, তাহা দিতে তো ভুলিয়া গিয়াছি। ভালো, আমি নূতন তিল এবং নূতন মধু কোলম্ব এবং ঘটে করিয়া আরামে লইয়া যাইব।' এই ভাবিয়া সেই ব্রাহ্মণ নূতন তিল এবং নূতন মধু কোলম্ব এবং ঘটে করিয়া আরামে আনিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া একান্তে দাঁড়াইলেন। একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া সেই ব্রাহ্মণ ভগবানকে কহিলেন, "মহানুভব গৌতম, আমি যেই নূতন তিল এবং নূতন মধু দিবার জন্য বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম তাহা দিতে ভুলিয়া গিয়াছি; অতএব মহানুভব গৌতম নূতন তিল এবং নূতন মধু প্রতিগ্রহণ করুন।" ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে তুমি ভিক্ষুদিগকে দিতে পার।"

২. সেই সময়ে ভিক্ষুগণ দুর্ভিক্ষের কারণ অল্পমাত্র দ্রব্য দিলেও বারণ করিতেন এবং ইচ্ছা করিয়াও লইতে অস্বীকার করিতেন। ইহাতে সমস্ত সংঘ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণে নিবারিত হইয়া পড়িতেন। ভিক্ষুগণ সংকোচ করিয়া গ্রহণ করিতেন না। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, প্রতিগ্রহণ কর, পরিভোগ কর।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ভোজনের সময় নিবারিত[১] হইলেও অন্য স্থান হইতে আনীত খাদ্য অনতিরিক্ত পরিভোগ করিতে পারিবে।"

৩. সেই সময় আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্রের সেবক গৃহ হইতে 'এই খাদ্য আর্য উপনন্দকে দেখাইয়া সংঘকে দিবে' এই বলিয়া সংঘের জন্য খাদ্য প্রেরিত হইয়াছিল। সেই সময় কিন্তু আর্য উপনন্দ শাক্যপুত্র গ্রামে ভিক্ষান্নের জন্য গমন করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই লোকেরা আরামে যাইয়া ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিল : 'প্রভো, আর্য উপনন্দ কোথায়?' 'বন্ধুগণ, এই আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্র ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য গ্রামে গমন করিয়াছেন।' 'প্রভো, এই খাদ্য আর্য উপনন্দকে দেখাইয়া সংঘকে দিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

---

[১]। যদি কোনো ভিক্ষু ভোজনের সময় খাদ্য না দিবার জন্য পরিবেশনকারীকে বারণ করে তাহা হইলে সেই ভিক্ষু পুনঃ খাদ্যদ্রব্য লইয়া ভোজন করিতে পারে না। ভোজন করিলে 'পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়।

"হে ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে প্রতিগ্রহণ করিয়া উপনন্দ না আসা পর্যন্ত রাখিয়া দাও।"

৪. আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্র পূর্বাহ্নে গৃহস্থ ঘরে উপস্থিত হইয়া মধ্যাহ্নে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই সময় ভিক্ষুগণ দুর্ভিক্ষের কারণ অল্পমাত্র বস্তু দানেও বাধা দিতেন এবং ইচ্ছা করিয়াও প্রত্যাখ্যান করিতেন, এইরূপ করায় সমস্ত সংঘ (খাদ্য গ্রহণে) নিবারিত হইয়া পড়িত। ভিক্ষুগণ সংকোচ করিয়া প্রতিগ্রহণ করিতেন না। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, প্রতিগ্রহণ এবং পরিভোগ করিতে পার।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সকালে প্রতিগৃহীত (খাদ্যদ্রব্য) ভোজনের সময় বাধাদানকারী ভিক্ষু অনতিরিক্ত পরিভোগ করিতে পারিবে।"

[স্থান : শ্রাবস্তী]

৫. ভগবান রাজগৃহে যথারুচি অবস্থান করিয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিয়া শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন। ভগবান শ্রাবস্তী-উপকণ্ঠে অবস্থান করিতে লাগিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডদের আরামে। সেই সময় আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট কায়দাহ (শরীর জ্বালা) রোগ হইয়াছিল। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে কহিলেন, "বন্ধু সারিপুত্র! পূর্বে আপনার কায়দাহরোগ কীরূপে আরোগ্য হইত?" "বন্ধো, পদ্মের মূল এবং মৃণাল ভক্ষণে আরোগ্য হইত।"

আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন যেমন কোনো বলবান পুরুষ সংকুচিত বাহু প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে তেমনভাবে জেতবন হইতে অন্তর্হিত হইয়া মন্দাকিনী পুষ্করিণী-তীরে প্রাদুর্ভূত হইলেন। একটি নাগ দূর হইতে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়নকে আসিতে দেখিতে পাইল। দেখিয়া আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়নকে কহিল, "প্রভো, আর্য মহামৌদ্গাল্যায়নের আগমন হউক, প্রভু আর্য মহামৌদ্গাল্যায়ন! স্বাগতম। আর্যের কিসের প্রয়োজন? কী দিব?" "বন্ধো, আমার পদ্মের মূল এবং মৃণালের প্রয়োজন।"

অনন্তর সেই নাগ অন্য একটি নাগকে আদেশ করিল, 'ভণে! তাহা হইলে আর্যকে পদ্মের মূল এবং মৃণাল যথারুচি প্রদান কর।' সেই নাগ মন্দাকিনী পুষ্করিণীতে অবগাহন করিয়া, শুণ্ডদ্বারা পদ্মের মূল এবং মৃণাল বাহির করিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিয়া, পুঁটলি বাঁধিয়া আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়নের নিকট

উপস্থিত হইলেন। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন যেমন কোনো বলবান পুরুষ সংকুচিত বাহু প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে সেইরূপ মন্দাকিনী পুষ্করিণী-তীরে অন্তর্হিত হইয়া জেতবনে প্রাদুর্ভূত হইলেন। সেই নাগও মন্দাকিনী পুষ্করিণী-তীরে অন্থর্হিত হইয়া জেতবনে প্রাদুর্ভূত হইল। অনন্তর সেই নাগ আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়নকে পদ্মের মূল এবং মৃণাল প্রদান করিয়া জেতবনে অন্তর্হিত হইয়া মন্দাকিনী পুষ্করিণী-তীরে গিয়া আবির্ভূত হইল।

আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সম্মুখে পদ্মের মূল এবং মৃণাল লইয়া উপস্থিত হইলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র পদ্মের মূল এবং মৃণাল পরিভোগ করায় তাহার কায়দাহ রোগ উপশম হইল। অনেক পদ্মের মূল এবং মৃণাল অবশিষ্ট রহিল। সেই সময় ভিক্ষুগণ দুর্ভিক্ষের কারণে সামান্য দ্রব্যও না দিবার জন্য বারণ করিতেন, ইচ্ছা করিয়াও প্রত্যাখ্যান করিতেন; ইহাতে সমস্ত সংঘ খাদ্য গ্রহণে নিবারিত হইয়া যাইতেন। ভিক্ষুগণ সংকোচবশত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিতেন না। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, প্রতিগ্রহণ করিয়া পরিভোগ কর।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : বনে এবং পুষ্করিণীতে জাত খাদ্য দ্রব্য ভোজনের সময় নিবারিত হইলেও অনতিরিক্ত পরিভোগ করিতে পারিবে।"

১২. কর্মকারকের অভাবে ফল খাইবার বিধান

সেই সময়ে শ্রাবস্তীতে খাদ্যোপযোগী অনেক ফল পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু কর্মকারক ছিল না। ভিক্ষুগণ সংকোচ করিয়া ফল আহারে বিরত হইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : বীজহীন এবং বীজবহিষ্কৃত ফল বিহিত[১] বলিয়া কর্মকারক[২] না বলিলেও পরিভোগ করিতে পারিবে।"

---

[১]। কোনো ফল পাইলে ভিক্ষুর সেবক বা কর্মকারককে বলিতে হয় 'কপ্পিয়ং করোহি' (খাইবারযোগ্য কর) কর্মকারককে ফলটি নখ বা ছুরিকা দ্বারা ছিন্ন করিতে করিতে 'কপ্পিয়ং ভন্তে' (প্রভু, খাদ্যোপযোগী হইয়াছে) এই কথা বলিতে হয়।

[২]। যে ভিক্ষুর সেবা-পরিচর্যা করে তাহাকে 'কপ্পিয়কারক' (কর্মকারক বা সেবক) বলে।

[স্থান : রাজগৃহ]

১৩. গুপ্তস্থানে অস্ত্রোপচার এবং মূত্রস্থলী পীড়ন নিষিদ্ধ

১. ভগবান শ্রবাস্তীতে যথারুচি অবস্থান করিয়া রাজগৃহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমশ পর্যটন করিতে করিতে রাজগৃহে গমন করিলেন; ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন, বেণুবনে, কলন্দক নিবাপে। সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর নিকট ভগন্দর রোগ হইয়াছিল। আকাশগোত্র নামীয় বৈদ্য অস্ত্রোপচার করিতেছিল। ভগবান শয়নাসন দর্শনের জন্য বিচরণ করিতে করিতে সেই ভিক্ষুর বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন। আকাশগোত্র বৈদ্য দূর হইতেই দেখিতে পাইল : ভগবান সেই দিকে যাইতেছেন; দেখিয়া ভগবানকে কহিল, মহাত্মা গৌতমের আগমন হউক এবং গোসাপের মুখের সদৃশ এই ভিক্ষুর মলদ্বার অবলোকন করুন।"

ভগবান 'এই মূর্খ আমাকে বিদ্রূপ করিতেছে' এই ভাবিয়া সেই স্থান হইতেই প্রতিনিবৃত্ত হইয়া এই নিদানে, এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করাইয়া ভিক্ষুগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, অমুক বিহারে কি কোনো রুগ্‌ণ ভিক্ষু আছে?" "হ্যাঁ ভগবান, আছে।" "সেই ভিক্ষুর নিকট কোন রোগ হইয়াছে?" "প্রভো, সেই আয়ুষ্মানের নিকট ভগন্দর রোগ হইয়াছে, আকাশগোত্র নামক বৈদ্য অস্ত্রোপচার করিতেছেন।"

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন, সেই মূর্খ ভিক্ষুর এইরূপ অস্ত্রোপচার করিতে দেওয়া অনুচিত, অননুলোম, অপ্রতিরূপ, অশ্রমণোচিত, অবিহিত এবং অকার্য হইয়াছে। কেন সেই মূর্খ গুপ্তস্থানে অস্ত্রোপচার করাইতেছে? হে ভিক্ষুগণ, গুপ্তস্থানের ত্বক কোমল হইয়া থাকে, ক্ষত সহজে আরোগ্য হয় না, অস্ত্রচালনা করা বড় কঠিন ব্যাপার। এই কার্যে অপ্রসন্নদিগের প্রসন্নতা উৎপাদন করে না... এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :

"হে ভিক্ষুগণ, গুপ্তস্থানে অস্ত্রোপচার করাইতে পারিবে না; যে করাইবে তাহার 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।"

২. সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু ভগবান অস্ত্রোপচার করিতে নিষেধ করিয়াছেন এই ভাবিয়া মূত্রস্থলী পীড়ন করাইতে লাগিল। (তদ্দর্শনে) অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ 'কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষু মূত্রস্থলী পীড়ন করাইতেছে' এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষু মূত্রস্থলী পীড়ন করাইতেছে?" "ভগবান, তাহা সত্য বটে।"... বুদ্ধ ভগবান নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :

"হে ভিক্ষুগণ, গুপ্তস্থানের চতুস্পার্শে দুই আঙ্গুল পরিমিত স্থানের মধ্যে অস্ত্রোপচার অথবা মূত্রস্থলী পীড়ন করাইতে পারিবে না; যে করাইবে তাহার 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।"

অভক্ষ্য মাংস

[স্থান : বারাণসী]

১. সুপ্রিয়া কর্তৃক স্বীয় মাংস দান

ভগবান রাজগৃহে যথারুচি অবস্থান করিয়া বারাণসী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিতে করিতে বারাণসীতে গমন করিলেন। ভগবান বারাণসীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন, ঋষিপতন মৃগদাবে। সেই সময় বারাণসীতে সুপ্রিয় নামক উপাসক এবং সুপ্রিয়া নাম্নী উপাসিকা উভয়ে শ্রদ্ধাসম্পন্ন, দাতা, কর্মকারক এবং সংঘসেবক ছিলেন। একদিন উপাসিকা সুপ্রিয়া আরামে (বিহারে) যাইয়া বিহার হইতে বিহারে, পরিবেণ[১] হইতে পরিবেণে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন : "প্রভো, কেহ পীড়িত আছেন কি? কাহারও কোনো দ্রব্যের প্রয়োজন আছে কি?" সেই সময় জনৈক ভিক্ষু বিরেচক সেবন করিয়াছিলেন। সেই ভিক্ষু উপাসিকা সুপ্রিয়াকে কহিলেন, "ভগ্নি, আমি বিরেচক (জোলাপ) সেবন করিয়াছি, আমার প্রতিচ্ছাদনীয়ের (মাংসের যূষের) প্রয়োজন।" "আর্য, আনয়ন করা হইবে।" এই বলিয়া তিনি গৃহে যাইয়া কর্মচারীকে আদেশ করিলেন, "ভণে, নিহত পশুর মাংস পাওয়া যাবে কি না দেখ।" "তথাস্তু" বলিয়া সেই ব্যক্তি উপাসিকা সুপ্রিয়াকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি দিয়া সমস্ত বারাণসীতে অনুসন্ধান করিয়াও নিহত পশুর মাংস দেখিতে পাইল না। অনন্তর সেই ব্যক্তি উপাসিকা সুপ্রিয়ার নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া উপাসিকা সুপ্রিয়াকে কহিল, "আর্যে, নিহত পশুর মাংস পাওয়া গেল না; কেননা অদ্য পশুবধ হয় নাই।"

---

[১]। সেই সময়েও বর্তমানকালের যুক্তপ্রদেশে এবং বিহারপ্রদেশের গ্রামসমূহের মাটির ঘরের ন্যায় মধ্যে অঙ্গন (উঠান) রাখিয়া চতুর্দিকে কামড়া প্রস্তুত হইত। এইরূপ অঙ্গনসংযুক্ত গৃহকে পরিবেণ বলে।

সুপ্রিয়া উপাসিকার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "সেই রুগ্ণ ভিক্ষু মাংসের যূষ না পাইলে তাহার রোগ বাড়িতেও পারে অথবা মৃত্যুও হইতে পারে। প্রতিশ্রুতি দিয়া প্রদান না করা আমার পক্ষে উচিত হইবে না।" এই ভাবিয়া তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা স্বীয় ঊরু-মাংস ছেদন করিয়া দাসীকে প্রদান করিয়া কহিলেন, "দাসী, এই মাংস পাক করিয়া অমুক বিহারে অবস্থিত রুগ্ণ ভিক্ষুকে দিয়া আসিবে। যে আমার সম্বন্ধে কোনো বিষয় জিজ্ঞাসা করে তাহাকে বলিবে, "আমি পীড়িত হইয়াছি।" এই বলিয়া উত্তরীয় দ্বারা ঊরু পরিবেষ্টন করিয়া কামড়ায় প্রবেশ করিয়া মঞ্চে শয়ন করিলেন। উপাসক সুপ্রিয় গৃহে যাইয়া দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুপ্রিয়া কোথায়?" "আর্য, তিনি কামড়ায় শুইয়া আছেন।" উপাসক সুপ্রিয় উপাসিকা সুপ্রিয়ার নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া উপাসিকা সুপ্রিয়াকে কহিলেন, "তুমি শুইয়া আছ কেন?" "আমার অসুখ হইয়াছে?" "তোমার কোন রোগ হইয়াছে?" তখন উপাসিকা সুপ্রিয়া উপাসক সুপ্রিয়কে এই বিষয় জানাইলেন। তখন উপাসক সুপ্রিয় "অহো, বড় আশ্চর্য! অহো, বড় অদ্ভুত ব্যাপার! সুপ্রিয়া কেমন শ্রদ্ধাসম্পন্না! যে স্বীয় মাংস পর্যন্ত দান দিতে পারে তার জগতে অদেয় আর কী থাকিতে পারে?" এই ভাবিয়া হৃষ্ট-প্রহৃষ্ট হইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া উপাসক সুপ্রিয় ভগবানকে কহিলেন, "প্রভু ভগবান, ভিক্ষুসংঘসহ আগামীকল্য আমার অন্ন গ্রহণ করুন।" ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। উপাসক সুপ্রিয় ভগবানের সম্মতি অবগত হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং দক্ষিণ পার্শ্ব তাহার পুরোভাগে করিয়া প্রস্থান করিলেন। উপাসক সুপ্রিয় সেই রাত্রি অবসানে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করাইলেন : "প্রভো, ভোজনের সময় উপস্থিত; আহার্য প্রস্তুত হইয়াছে।" ভগবান পূর্বাহ্ন সময় বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া উপাসক সুপ্রিয়ের আলয়ে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুসংঘসহ নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। উপাসক সুপ্রিয় ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। একান্তে দণ্ডায়মান উপাসক সুপ্রিয়কে ভগবান কহিলেন, "সুপ্রিয়া কোথায়?" "ভগবান, সে পীড়িত হইয়াছে।" "তাহা হইলে সে আসুক।" ভগবান, আসিতে ইচ্ছা করে না।" "তাহা হইলে ধরাধরি করিয়া হইলেও তাহাকে লইয়া আস।" উপাসক সুপ্রিয় উপাসিকা সুপ্রিয়াকে ধরাধরি

করিয়া আনিলেন। ভগবানের দৃষ্টিপথে আসিবামাত্র তাহার বৃহৎ ব্রণ শুষ্ক হইয়া গেল, ছবি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল এবং তাহাতে রোম উদ্ভব হইল! তখন উপাসক সুপ্রিয় এবং উপাসিকা সুপ্রিয়া "অহো, বড় আশ্চর্য! অহো, বড় অদ্ভুত! তথাগতের দিব্যশক্তি এবং মহানুভবতা! ভগবানের দৃষ্টিপথে আসামাত্র বৃহৎ ব্রণ শুকাইয়া গেল! ছবি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল এবং তাহাতে রোম উদ্ভব হইল!" এই ভাবিয়া হৃষ্ট-প্রহৃষ্ট হইয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে স্বহস্তে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দানে সন্তৃপ্ত করিলেন। এত অধিক পরিমাণ দিতে লাগিলেন যে ভিক্ষুগণ আর না দিবার জন্য বারণ করিলেন। ভগবান আহার সমাপ্ত করিয়া পাত্র হইতে হস্ত উঠাইয়া লইলে তাহারা একান্তে উপবেশন করিলেন। ভগবান উপাসক সুপ্রিয় এবং উপাসিকা সুপ্রিয়াকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করাইয়া ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, উপাসিকা সুপ্রিয়ার নিকট কে মাংস যাচঞা করিয়াছিলে?" ভগবান এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সেই ভিক্ষু ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, আমি উপাসিকা সুপ্রিয়ার নিকট মাংস যাচঞা করিয়াছিলাম।" "ভিক্ষু, মাংস আনিয়াছিল কি?" "ভগবান, আনিয়াছিল।" "ভিক্ষু, তুমি তাহা আহার করিয়াছ কি?" "হ্যাঁ ভগবান, আমি তাহা আহার করিয়াছি।" "ভিক্ষু, তুমি বিচার করিয়া দেখিয়াছিলে কি?" "না, ভগবান, আমি বিচার করিয়া দেখি নাই।"

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন : "মূর্খ, তুমি কেন বিচার না করিয়া মাংস আহার করিয়াছ? তুমি যে মনুষ্য মাংসই আহার করিয়াছ! তোমার এই কার্যে যে অপ্রসন্নদিগের মধ্যে প্রসন্নতা উৎপন্ন হইবে না।"

২. মনুষ্য এবং হস্তীআদির মাংস অভক্ষ্য

এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া, ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, মনুষ্যের মধ্যে এমন শ্রদ্ধা, প্রসন্নতাসম্পন্ন লোক আছে যে তাহারা স্বীয় দেহ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছে।

"হে ভিক্ষুগণ, মনুষ্য মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ, বিচার না করিয়া কোনো মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২. সেই সময়ে রাজার হস্তী মরিতেছিল। দুর্ভিক্ষের কারণে লোকে হস্তীমাংস ভক্ষণ করিতেছিল এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণ করিবার সময় ভিক্ষুদিগকে হস্তীমাংস দিতেছিল। ভিক্ষুগণ হস্তীমাংস ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ হস্তীমাংস ভক্ষণ করিতেছে? হস্তী যে রাজার অঙ্গবিশেষ। যদি এই বিষয়ে রাজা জানিতে পারেন তাহা হইলে তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন না।" এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, হস্তীমাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৩. সেই সময়ে রাজার অশ্ব মরিতেছিল। লোকে দুর্ভিক্ষের কারণে অশ্বমাংস ভক্ষণ করিতেছিল এবং ভিক্ষুগণ ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণ করিবার সময় তাহাদিগকে অশ্বমাংস দিতেছিল। ভিক্ষুগণ অশ্বমাংস ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ 'কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ অশ্বমাংস ভক্ষণ করিতেছে? অশ্ব যে রাজার অঙ্গবিশেষ। যদি রাজা এই বিষয় জানিতে পারেন তাহা হইলে তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন না' এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, অশ্বমাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৪. সেই সময়ে লোকে দুর্ভিক্ষের কারণে কুকুরের মাংস ভক্ষণ করিতেছিল এবং ভিক্ষুগণ ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণ করিবার সময় তাহাদিগকে কুকুরের মাংস দিতেছিল। ভিক্ষুগণ কুকুরের মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ কুকুরের মাংস ভক্ষণ করিতেছে? কুকুর যে জুগুপ্সিত এবং ঘৃণার্হ!" এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, কুকুরের মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৫. সেই সময়ে লোকে দুর্ভিক্ষের কারণে অহিমাংস ভক্ষণ করিতেছিল এবং ভিক্ষুগণ ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণের সময় তাহাদিগকে অহিমাংস দিতেছিল। ভিক্ষুগণ অহিমাংস ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। (তদ্দর্শনে)

জনসাধারণ "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ অহিমাংস ভক্ষণ করিতেছে? অহিমাংস যে জুগুপ্সিত ও ঘৃণার্হ!" এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল। নাগরাজ সুস্পর্শ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া নাগরাজ সুস্পর্শ ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, (বুদ্ধশাসনের প্রতি) শ্রদ্ধা এবং প্রসন্নতাহীন নাগও আছে, তাহারা সামান্য কারণেও ভিক্ষুগণকে পীড়ন করিতে পারে, অতএব প্রভো, আর্যগণ অহিমাংস ভক্ষণে বিরত থাকুন।" ভগবান নাগরাজ সুস্পর্শকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। নাগরাজ সুস্পর্শ ভগবানের ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া তাহার পুরোভাগে দক্ষিণ পার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :

"হে ভিক্ষুগণ, অহিমাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৬. সেই সময়ে শিকারীগণ সিংহ হত্যা করিয়া সিংহের মাংস ভক্ষণ করিতেছিল এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণের সময় ভিক্ষুগণকে সিংহমাংস দিতেছিল। ভিক্ষুগণ সিংহমাংস ভক্ষণ করিয়া অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। সিংহ সিংহের গন্ধে[১] আকৃষ্ট হইয়া ভিক্ষুগণকে বধ করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, সিংহমাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৭. সেই সময়ে শিকারীগণ ব্যাঘ্র হত্যা করিয়া ব্যাঘ্রমাংস ভক্ষণ করিতেছিল এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণের সময় ভিক্ষুগণকে ব্যাঘ্রমাংস দিতেছিল। ভিক্ষুগণ ব্যাঘ্রমাংস ভক্ষণ করিয়া অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। ব্যাঘ্র ব্যাঘ্রের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভিক্ষুগণকে বধ করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, ব্যাঘ্রমাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৮. সেই সময়ে শিকারীগণ দ্বীপী (চিতাবাঘ) হত্যা করিয়া দ্বীপীমাংস

---

[১]। যেই জীবের মাংস ভক্ষণ করা যায় ভক্ষণের দেহ হইতেও সেই জীবের গন্ধ বাহির হয়।

ভক্ষণ করিতেছিল এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণের সময় ভিক্ষুগণকে দ্বীপীমাংস দিতেছিল। ভিক্ষুগণ দ্বীপীমাংস ভক্ষণ করিয়া অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। দ্বীপী দ্বীপীর গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভিক্ষুগণকে বধ করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, দ্বীপীমাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৯. সেই সময়ে শিকারীগণ ভল্লুক হত্যা করিয়া ভল্লুকের মাংস ভক্ষণ করিতেছিল এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণের সময় ভিক্ষুগণকে ভল্লুকের মাংস দিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভল্লুকের মাংস ভক্ষণ করিয়া অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। ভল্লুক ভল্লুকের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভিক্ষুগণকে বধ করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, ভল্লুকের মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

১০. সেই সময়ে শিকারীগণ তরক্ষু (নেকড়ে বাঘ) হত্যা করিয়া তরক্ষুর মাংস ভক্ষণ করিতেছিল এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণের সময় ভিক্ষুগণকে তরক্ষুমাংস দিতেছিল। ভিক্ষুগণ তরক্ষুমাংস ভক্ষণ করিয়া অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। তরক্ষু তরক্ষুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভিক্ষুগণকে বধ করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, তরক্ষুমাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

॥ সুপ্রিয়া ভণিতা সমাপ্ত ॥

[স্থান : অন্ধকবিন্দ]

৩. যবাগূ এবং লাড়ুর বিধান

১. ভগবান বারাণসীতে যথারুচি অবস্থান করিয়া অন্ধকবিন্দ অভিমুখে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে সার্ধদ্বাদশশত বৃহৎ ভিক্ষুসংঘ। সেই সময় জনপদবাসীগণ বহু লবণ, তৈল, চাউল এবং খাদ্যদ্রব্য শকটে আরোপণ (স্থাপন) করিয়া 'যখন আমাদের পালা আসিবে তখন অন্ন প্রস্তুত করিয়া দান দিব' এই ভাবিয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের অনুসরণ করিতেছিল। পঞ্চশত উচ্ছিষ্টভোজীও তাহাদের অনুসরণ করিতেছিল। ভগবান ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিয়া অন্ধকবিন্দে গমন করিলেন। জনৈক ব্রাহ্মণ পর্যায় লাভ করিতে না পারায় তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "যখন পর্যায় লাভ করিব তখন

অন্ন প্রস্তুত করিব, এই ভাবিয়া দুই মাসের অধিক কাল পর্যন্ত আমি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের অনুসরণ করিতেছি কিন্তু পর্যায় লাভ করিতে পারিলাম না; বিশেষত আমি একাকী হওয়ায় (আমার গৃহে অন্য পুরুষ না থাকায়) আমার সাংসারিক কার্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। অতএব আমি ভোজনশালা অবলোকন করিব, তথায় যেই দ্রব্য পরিলক্ষিত হইবে না আমি তাহাই প্রস্তুত করিব।" এই ভাবিয়া সেই ব্রাহ্মণ ভোজনশালা অবলোকন করিবার সময় দুইটি দ্রব্য দেখিতে পাইলেন না, যবাগূ এবং মধুগোলক (লাড়ু)। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন, "মহানুভব আনন্দ, আমি পর্যায় লাভ করিতে না পারায় আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল : 'যখন পর্যায় লাভ করিব তখন অন্ন প্রস্তুত করিব', এই ভাবিয়া আমি দুই মাসের অধিক কাল যাবৎ বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের অনুসরণ করিতেছি; কিন্তু পর্যায় লাভ করিতে পারিলাম না। বিশেষত আমি একাকী হওয়ায় আমার সাংসারিক কার্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে; অতএব আমি ভোজনশালা অবলোকন করিব, তথায় যেই দ্রব্যের অভাব পরিদৃষ্ট হইবে আমি তাহা প্রস্তুত করিয়া দিব।' মহানুভব আনন্দ, আমি ভোজনশালা অবলোকন করিয়া তথায় দুইটি দ্রব্য দেখিতে পাইলাম না, যবাগূ এবং মধুগোলক। যদি আমি যবাগূ ও মধুগোলক প্রস্তুত করি তাহা হইলে মহাত্মা গৌতম তাহা প্রতিগ্রহণ করিবেন কি?" হে ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে আমি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব।"

আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে আনন্দ, তাহা হইলে (ব্রাহ্মণ) প্রস্তুত করিতে পারে।" (আনন্দ ব্রাহ্মণকে কহিলেন,) "ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে প্রস্তুত করিতে পারেন।"

ব্রাহ্মণ সেই রাত্রি অবসানে বহু যবাগূ এবং মধুগোলক প্রস্তুত করাইয়া ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন : "মহাত্মা গৌতম, আমার যবাগূ এবং মধুগোলক প্রতিগ্রহণ করুন।" ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে ভিক্ষুগণকে প্রদান কর।" (ব্রাহ্মণ প্রদান করায়) ভিক্ষুগণ সংকোচবশত প্রতিগ্রহণ করিতে চাহিলেন না। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, প্রতিগ্রহণ কর এবং ভোজন কর।" ব্রাহ্মণ বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে স্বহস্তে বহু যবাগূ এবং মধুগোলক দানে সন্তৃপ্ত করিলেন। ব্রাহ্মণ এত অধিক দিতে লাগিলেন যে ভিক্ষুগণ আর না দিবার জন্য ব্রাহ্মণকে বারণ করিতে বাধ্য হইলেন। ভগবান পাত্র হইতে হস্ত অপনয়ন করিয়া ধৌত করার পর ব্রাহ্মণ একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ব্রাহ্মণকে ভগবান কহিলেন :

২. ব্রাহ্মণ, যবাগূর এই দশ প্রকার ফল আছে; যথা : (১) যবাগূ দাতা আয়ুদান করিয়া থাকে; (২) বর্ণ (রূপ) দান করিয়া থাকে; (৩) সুখ দান করিয়া থাকে; (৪) বল দান করিয়া থাকে; (৫) প্রতিভা দান করিয়া থাকে; (৬) যবাগূ দ্বারা ক্ষুধা নিবারিত হয়; (৭) পিপাসা শান্ত হয়; (৮) বায়ু অনুকুল করে; (৯) মূত্রস্থলী শোধন করে এবং (১০) অপক্ক পরিপাক করে। ব্রাহ্মণ, যবাগূর এই দশ ফল।

সংযত জীবন, পরদত্তেতে ভোজন,
হেন জনে যথাকালে করে যেই জন
সমাদরে ভক্তিভরে যবাগূ প্রদান,
এই পুণ্যকার্যে লভে এই দশস্থান :
আয়ু, বর্ণ, সুখ, আর বল—চারিস্থান,
উপজে প্রতিভা তাহে বাগ্মিতা মহান
ক্ষুধা-তৃষ্ণা করে দূর, অপনোদে 'বাত'[১]
শোধে বস্তি মূত্রাশয়, জীর্ণ করে ভাত
ভৈষজ্য বলিয়া করে সুগত বাখান,
তাইত করিবে নিত্য যবাগূ প্রদান।
মানুষ-সুখের[২] লাগি' প্রত্যাশী যে জন,
কিংবা দিব্যসুখে প্রার্থী হন যেই জন,
মানব-সৌভাগ্য ইচ্ছে অথবা যেজন,
যবাগূ প্রদানে বাঞ্ছা হয় সম্পূরণ।

ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এই গাথাযোগে অনুমোদন করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যবাগূ এবং মধুগোলক পরিভোগ করিবে।"

৪. একজনের নিমন্ত্রিত হইয়া অন্যের যবাগূ গ্রহণ নিষিদ্ধ

জনসাধারণ শুনিতে পাইল : ভগবান ভিক্ষুগণকে যবাগূ এবং মধুগোলক পরিভোগ করিবার অনুজ্ঞা দিয়াছেন। তাহারা প্রত্যুষেই ভোজ্যযবাগূ এবং

---

[১]। মলাশয়স্থ বায়ু নিষ্কাশন করে;

[২]। মানবজীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যাভিলাষী।

মধুগোলক প্রস্তুত করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ প্রত্যুষে ভোজ্য যবাগূ (শক্ত যবাগূ) এবং মধুগোলক আহার করায় ভোজনের সময় যথারুচি আহার্য গ্রহণ করিতেন না।

সেই সময় জনৈক নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্য পর দিবসের জন্য বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্যের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'আমি সার্ধদ্বাদশশত ভিক্ষুর জন্য সার্ধদ্বাদশশত পাত্র মাংস প্রস্তুত করিব, প্রত্যেক ভিক্ষুর সম্মুখে এক এক পাত্র মাংস উপস্থিত করিব।' সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্য সেই রাত্রি অবসানে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য এবং সার্ধদ্বাদশশত পাত্র মাংস প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করাইলেন : 'প্রভো, ভোজনের সময় হইয়াছে; আহার্য প্রস্তুত।'

ভগবান পূর্বাহ্ন সময় বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্যের আলয়ে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুসংঘসহ নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্য ভোজনশালায় ভিক্ষুগণকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুগণ কহিলেন, "বন্ধো, অল্প প্রদান করুন।" "প্রভো, 'এই মহামাত্য নবীন শ্রদ্ধাবান' এই মনে করিয়া যৎসামান্য গ্রহণ করিবেন না। আমি বহু খাদ্য-ভোজ্য এবং সার্ধদ্বাদশশত পাত্র মাংস প্রস্তুত করাইয়াছি, প্রত্যেক ভিক্ষুর সম্মুখে এক এক পাত্র মাংস উপস্থিত করিব; প্রভো, যথারুচি গ্রহণ করুন।" "বন্ধো, আমরা সেইজন্য যে যৎসামান্য গ্রহণ করিতেছি তাহা নহে; আমরা প্রত্যুষে ভোজ্যযবাগূ এবং মধুগোলক পরিপূর্ণভাবে আহার করিয়াছি, এইজন্য যৎসামান্য প্রতিগ্রহণ করিতেছি।"

অনন্তর সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্য 'কেন মাননীয় ভিক্ষুগণ আমার নিমন্ত্রিত হইয়া অপরের ভোজ্য যবাগূ পরিভোগ করিতে পারেন! যথারুচি আহার্য দানের সামর্থ কী আমার নাই!' এই বলিয়া অসন্তুষ্ট এবং কোপান্বিত হইয়া উদ্বিগ্ন করিবার মানসে ভিক্ষুগণের পাত্র মাংসপূর্ণ করিয়া দিয়া 'ভোজন করুন অথবা লইয়া গমন করুন! ভোজন করুন অথবা লইয়া গমন করুন!' এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্য বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে স্বহস্তে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দানে সন্তৃপ্ত করিলেন এবং আর না দিবার জন্য ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক নিবারিত হইলেন। ভগবান আহারের পর পাত্র হইতে হস্ত উত্তোলন করিলে মহামাত্য একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্যকে ভগবান ধর্ম উপদেশ দানে প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত

এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্যের ভগবান প্রস্থান করিবার কিছুক্ষণ পরে সন্দেহ এবং অনুতাপ উপস্থিত হইল : "অহো! আমার লাভ হইল না, অলাভই হইল, আমার দুর্লাভই হইল, সুলাভ হইল না! আমি যে অসন্তুষ্ট এবং কোপান্বিত হইয়া উদ্বিগ্ন করিবার মানসে ভিক্ষুগণের পাত্র মাংস পূর্ণ করিয়া দিয়া 'ভক্ষণ করুন অথবা লইয়া গমন করুন' এই বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম! আমার কি অধিক পুণ্য সঞ্চয় হইল, না অপুণ্য?" এই ভাবিয়া সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্য ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, ভগবান প্রস্থান করিবার কিছুক্ষণ পরে আমার মনে এইরূপ সন্দেহ এবং অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে : 'আমার অলাভই হইল, লাভ হইল না, আমার দুর্লাভই হইল, সুলাভ হইল না; আমি যে অসন্তুষ্ট এবং কোপান্বিত হইয়া উদ্বিগ্ন করিবার মানসে ভিক্ষুগণের পাত্র মাংস পূর্ণ করিয়া দিয়া 'ভোজন করুন অথবা লইয়া গমন করুন' বলিয়া চলিয়া আছিয়াছি! আমার পুণ্য অধিক হইল, না অপুণ্য?' প্রভো, আমার পুণ্য অধিক হইয়াছে, না অপুণ্য?" "বন্ধো, যখনই আপনি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন তখন হইতেই আপনার বহুপুণ্য সঞ্চয় হইয়াছে; যখনই প্রত্যেক ভিক্ষু আপনার এক একটি অন্ন গ্রহণ করিয়াছে তখনই আপনার বহুপুণ্য সঞ্চয় হইয়াছে; আপনার জন্য স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত।" তখন সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্য 'আমার নাকি লাভ হইয়াছে, আমার নাকি সুলাভই হইয়াছে, আমি নাকি বহুপুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি, আমার জন্য স্বর্গের দ্বার নাকি উন্মুক্ত' এই ভাবিয়া হৃষ্ট, প্রহৃষ্ট হইয়া আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং দক্ষিণ পার্শ্ব তাহার পুরোভাগে করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করাইয়া ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি ভিক্ষুগণ এক ব্যক্তির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া অপর ব্যক্তির ভোজ্যযবাগূ ভোজন করিতেছে?" "হ্যাঁ ভগবান, তাহা সত্য বটে।" বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, কেন সেই মোঘপুরুষগণ এক ব্যক্তির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া অন্য ব্যক্তির ভোজ্যযবাগূ পরিভোগ করিতেছে?" ভিক্ষুগণ, তাহাদের এই কার্যে অপ্রসন্নদিগের প্রসন্নতা উৎপাদন করিবে না... নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :

"হে ভিক্ষুগণ একব্যক্তির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া অন্য ব্যক্তির প্রদত্ত ভোজ্যযবাগূ ভোজন করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার ধর্মানুসারে প্রতিকার করিবে।"

[স্থান : রাজগৃহ]

৫. বরিষ্ঠ কাত্যায়নের গুড়ের ব্যবস্থা

ভগবান অন্ধকবিন্দে যথারুচি অবস্থান করিয়া রাজগৃহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে সার্ধদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসংঘ। সেই সময় বরিষ্ঠ কাত্যায়ন রাজগৃহ হইতে অন্ধকবিন্দ অভিমুখে গুড়-কুম্ভে পরিপূর্ণ পঞ্চশত শকট সহ দীর্ঘপথ ভ্রমণে নিরত ছিলেন। ভগবান দূর হইতেই বরিষ্ঠ কাত্যায়নকে আসিতে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া রাস্তা হইতে অবতরণ করিয়া এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। বরিষ্ঠ কাত্যায়ন ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, প্রত্যেক ভিক্ষুকে এক এক ঘট গুড় প্রদান করিতে আমি ইচ্ছা করিয়াছি।" "কাত্যায়ন, তাহা হইলে তুমি এক ঘট মাত্র গুড় লইয়া আস।" "তথাস্তু" বলিয়া বরিষ্ঠ কাত্যায়ন ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া এক ঘট মাত্র গুড় লইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, গুড়ের ঘট আনিয়াছি, এখন আমায় কী করিতে হইবে?" "কাত্যায়ন, তাহা হইলে তুমি ভিক্ষুগণকে গুড় প্রদান করিতে পার।"

"তথাস্তু" বলিয়া বরিষ্ঠ কাত্যায়ন ভিক্ষুগণকে গুড় প্রদান করিয়া ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, ভিক্ষুগণের গুড় প্রদান করিয়াছি; বহু গুড় অবশিষ্ট আছে, তাহা আমায় কী করিতে হইবে?" কাত্যায়ন! তাহা হইলে তুমি ভিক্ষুগণকে যথারুচি গুড় প্রদান করিতে পার।" "তথাস্তু" বলিয়া বরিষ্ঠ কাত্যায়ন ভিক্ষুগণকে যথারুচি গুড় প্রদান করিয়া ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, ভিক্ষুগণকে যথারুচি গুড় দিয়াছি, তথাপি বহু গুড় অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা আমায় কী করিতে হইবে?" "কাত্যায়ন! তাহা হইলে তুমি ভিক্ষুগণকে গুড়দ্বারা সন্তৃপ্ত করিতে পার।" "তথাস্তু" বলিয়া বরিষ্ঠ কাত্যায়ন ভিক্ষুগণকে গুড়দ্বারা সন্তৃপ্ত করিলেন। কোনো কোনো ভিক্ষু পাত্র, পরিস্রাবণ (জল ছাঁকিবার পাত্রবিশেষ) এবং স্থলী পূর্ণ করিলেন। বরষ্ঠি কাত্যায়ন ভিক্ষুগণকে

গুড় দ্বারা সন্তৃপ্ত করিয়া ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, আমি ভিক্ষুগণকে গুড়দ্বারা সন্তৃপ্ত করিয়াছি, তথাপি বহু গুড় অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা আমি কী করিব?" "কাত্যায়ন, তাহা হইলে তুমি উচ্ছিষ্টভোজীদিগকে গুড় প্রদান করিতে পার।" "তথাস্তু" বলিয়া বরিষ্ঠ কাত্যায়ন উচ্ছিষ্টভোজীদিগকে গুড় প্রদান করিয়া, ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, উচ্ছিষ্টভোজীগণকে গুড় দিয়াছি; তথাপি বহু গুড় অবশিষ্ট রহিয়াছে, এখন তাহা কী করিব?" "কাত্যায়ন, তাহা হইলে তুমি উচ্ছিষ্টভোজীগণকে যথারুচি গুড় প্রদান করিতে পার।" "তথাস্তু" বলিয়া বরিষ্ঠ কাত্যায়ন উচ্ছিষ্টভোজীগণকে গুড় দিয়াছি, তথাপি বহু গুড় অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা আমি কী করিব?" "কাত্যায়ন, তাহা হইলে তুমি উচ্ছিষ্টভোজীগণকে গুড় দ্বারা সন্তৃপ্ত করিতে পার।" "তথাস্তু" বলিয়া বরিষ্ঠ কাত্যায়ন উচ্ছিষ্টভোজীগণকে গুড় দ্বারা সন্তৃপ্ত করিলেন। কোনো কোনো উচ্ছিষ্টভোজী কোলম্ব এবং ঘট পূর্ণ করিয়া লইল; কেহ বা ক্ষুদ্র চুপড়ি পূর্ণ করিল, কেহ বা উৎসঙ্গ পরিপূর্ণ করিল। বরিষ্ঠ কাত্যায়ন উচ্ছিষ্টভোজীগণকে গুড় দ্বারা সন্তৃপ্ত করিয়া ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, গুড় দ্বারা উচ্ছিষ্টভোজীগণকে সন্তৃপ্ত করিয়াছি, তথাপি বহু গুড় অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা আমি কি করিব?" "হে কাত্যায়ন, দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ এবং দেবমনুষ্যের মধ্যে এমন কাহাকেও আমি দেখিতেছি না তথাগত কিংবা তথাগত শ্রাবক ব্যতীত যে এই গুড় পরিভোগ করিয়া পরিপাক করিতে পারিবে। কাত্যায়ন, তাহা হইলে তুমি সেই গুড় তৃণহীন ভূমিতে পরিত্যাগ কর অথবা অল্পপ্রাণরহিত জলে নিক্ষেপ কর।" "প্রভো, তাহাই হউক" এই বলিয়া বরিষ্ঠ কাত্যায়ন ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া সেই গুড় অল্পপ্রাণরহিত জলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই গুড় জলে প্রক্ষিপ্ত হইয়া চিট-চিট করিতে লাগিল, চিট-চিট করিতে লাগিল, ধূম নিঃসারণ করিতে লাগিল, অধিক ধূম নিঃসারণ করিতে লাগিল। যেমন দিবসে রৌদ্র তপ্ত ফাল জলে প্রক্ষিপ্ত হইলে চিট-চিট করে, চিট-চিট করে, ধূম নিঃসারণ করে এবং অধিকতর ধূম নিঃসারণ করে তেমনভাবে সেই গুড় জলে প্রক্ষিপ্ত হইয়া চিট-চিট করিতে লাগিল, চিট-চিট করিতে লাগিল, ধূম নিঃসারণ করিতে লাগিল এবং অধিকতর ধূম নিঃসারণ করিতে লাগিল।

বরিষ্ঠ কাত্যায়ণ (তদ্দর্শনে) উদ্বিগ্ন এবং রোমাঞ্চিত হইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট বরিষ্ঠ কাত্যায়নকে ভগবান আনুপূর্বিক ধর্মকথা উপদেশ প্রদান করিলেন; যথা : দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা।

কামের আদীনব, অবকার, সংক্লেশ এবং নৈষ্ক্রম্যের আনিশংস প্রকাশ করিলেন। যখন ভগবান দেখিতে পাইলেন : বরিষ্ঠ কাত্যায়নের চিত্ত সুস্থ, মৃদু, নীবরণমুক্ত, প্রফুল্ল, প্রসন্ন হইয়াছে তখন ভগবান বুদ্ধগণের সমুৎকৃষ্ট সংক্ষিপ্ত ধর্মদেশনা প্রকাশ করিলেন... তেমনভাবে বরিষ্ঠ কাত্যায়নের সেই আসনেই বিরজ, বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল, 'যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।'

বরিষ্ঠ কাত্যায়ন ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্ম অবগত হইয়া, ধর্মে অবগাহন করিয়া, ধর্মে সন্দেহ রহিত হইয়া, ধর্মে বাদবিবাদ রহিত হইয়া, ধর্মে বৈশারদ্য লাভ করিয়া এবং শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, বড় সুন্দর! অতি সুন্দর! যেন উল্টানকে সোজা করে, আবৃতকে বিবৃত করে, বিমূঢ়কে রাস্তা প্রদর্শন করে, অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করে এবং চক্ষুষ্মান রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখিতে পায় তেমনভাবে ভগবান বিবিধভাবে ধর্ম প্রকাশিত করিলেন। প্রভো, আমি ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতেছি, ধর্মের শরণ গ্রহণ করিতেছি, ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। ভগবান আমাকে অদ্য হইতে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।"

৬. রুগ্ণের জন্য গুড় এবং সুস্থের জন্য গুড়ের জল

ভগবান ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিয়া রাজগৃহে গমন করিলেন। ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন, বেণুবনে কলন্তক নিবাপে। সেই সময় রাজগৃহে অধিক পরিমাণ গুড় উৎপন্ন হইত। 'ভগবান রুগ্ণের জন্যই গুড়ের বিধান দিয়াছেন সুস্থের জন্য নহে' এই মনে করিয়া ভিক্ষুগণ সংকোচ করিয়া গুড় পরিভোগে বিরত হইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : রুগ্ণ গুড় পরিভোগ করিবে এবং সুস্থ গুড়মিশ্রিত জল পরিভোগ করিবে।"

[স্থান : পাটলিগ্রাম]

৭. পাটলিগ্রামে দুর্গ নির্মাণ

ভগবান রাজগৃহে যথারুচি অবস্থান করিয়া পাটলিগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে সার্ধদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসংঘ। ভগবান ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিয়া পাটলিগ্রামে গমন করিলেন। পাটলিগ্রামের উপাসকগণ শুনিতে

পাইল : ভগবান পাটলিগ্রামে উপস্থিত হইয়াছেন। অনন্তর পাটলিগ্রামের উপাসকগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিল। একান্তে উপবিষ্ট পাটলিগ্রামের উপাসকগণকে ভগবান ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। তাহারা ভগবানের ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া ভগবানকে কহিল, "প্রভো, ভিক্ষুসংঘসহ আমাদের আবসথাগার[১] গ্রহণ করুন।" ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। পাটলিগ্রামের উপাসকগণ ভগবানের সম্মতি অবগত হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং দক্ষিণপার্শ্ব তাহার পুরোভাগে করিয়া আবসথাগারে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া সমস্ত আবসথাগারে গালিচা পাতিল, আসন পাতিল, জলের কলসী স্থাপন করিল এবং তৈলপ্রদীপ আরোপণ করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইল। একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া তাহারা ভগবানকে কহিল, "প্রভো, আবসথাগারের সর্বত্র গালিচা পাতা হইয়াছে, আসন পাতা হইয়াছে, জলের কলসী স্থাপিত হইয়াছে এবং তৈলপ্রদীপ আরোপিত হইয়াছে। এখন ভগবানের যাহা অভিপ্রেত হয়।"

ভগবান বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্র চীবর লইয়া ভিক্ষসংঘসহ আবসথাগারে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া পাদ প্রক্ষালন করিয়া, আবসথাগারে প্রবেশ করিয়া মধ্যম স্তম্ভ পৃষ্ঠদ্বারা আশ্রয় করিয়া পূর্বাভিমুখী উপবেশন করিলেন। ভিক্ষুসংঘও পাদ প্রক্ষালন করিয়া, আবসথাগারে প্রবেশ করিয়া পশ্চিম পার্শ্বের ভিত্তি পৃষ্ঠদ্বারা আশ্রয় করিয়া, ভগবানকে সম্মুখে রাখিয়া পূর্বাভিমুখী উপবেশন করিলেন। পাটলিগ্রামের উপাসকগণও পাদ প্রক্ষালন করিয়া, আবসথাগারে প্রবেশ করিয়া, পূর্বপার্শ্বের ভিত্তি পৃষ্ঠদ্বারা আশ্রয় করিয়া, ভগবানকেই সম্মুখে রাখিয়া পশ্চিমাভিমুখী উপবেশন করিল। অনন্তর ভগবান পাটলিগ্রামের উপাসকগণকে আহ্বান

---

[১]। পাটলিগ্রামে মগধরাজ অজাতশত্রু এবং লিচ্ছবিগণের কর্মচারীরা সময় সময় আসিয়া গৃহস্থদিগকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া তাহাদের গৃহে মাস অর্ধমাস বাস করিত। এইজন্য তাহারা উৎপীড়িত হইয়া ভাবিল : "আমরা একটি বাসগৃহ নির্মাণ করিব; রাজ কর্মচারীগণ আসিলে আমরা এইস্থানে বাস করিতে পারিব।" এই সঙ্কল্প করিয়া তাহারা নগরের মধ্যস্থলে বৃহৎ বাসগৃহ প্রস্তুত করিল। তাহারই নাম 'আবসথাগার'। ভগবান যেইদিন পাটলিগ্রামে উপস্থিত হইলেন সেইদিনই এই গৃহ নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়।—উদানার্থকথা।

করিলেন :

হে গৃহপতিগণ, দুঃশীলের শীলভঙ্গ-হেতু পাঁচটি আদীনব (মন্দ ফল) আছে। সেই পাঁচটি কী কী? গৃহপতিগণ, দুঃশীল, শীলবিহীন ব্যক্তি প্রমাদের বশীভূত হইয়া স্বীয় সম্পত্তি চ্যুত হইয়া থাকে। দুঃশীলের শীলভঙ্গ-হেতু এই প্রথম কুফল।

গৃহপতিগণ, পুনশ্চ, দুঃশীল, শীলবিহীন ব্যক্তির দুর্নাম অভ্যুত্থিত হইয়া থাকে। দুঃশীলের শীলভঙ্গ-হেতু এই দ্বিতীয় কুফল।

গৃহপতিগণ, পুনশ্চ, দুঃশীল, শীলবিহীন ব্যক্তি যেই যেই পরিষদে উপস্থিত হয় ক্ষত্রিয়পরিষদ, ব্রাহ্মণপরিষদ, গৃহপতিপরিষদ অথবা শ্রমণপরিষদে অবিশারদ এবং মৌন হইয়া উপস্থিত হয়। দুঃশীলের শীলভঙ্গ-হেতু এই তৃতীয় কুফল।

গৃহপতিগণ, পুনশ্চ, দুঃশীল, শীলবিহীন ব্যক্তি মোহাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দুঃশীলের শীলভঙ্গ-হেতু এই চতুর্থ কুফল।

গৃহপতিগণ, পুনশ্চ, দুঃশীল, শীলবিহীন ব্যক্তি দেহত্যাগ, মৃত্যুর পর দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়। দুঃশীলের শীলভঙ্গ-হেতু এই পঞ্চম কুফল।

গৃহপতিগণ, দুঃশীলের শীলভঙ্গ-হেতু এই পাঁচটি কুফল লাভ হইয়া থাকে।

গৃহপতিগণ, শীলবানের শীলপূর্ণতা হেতু পাঁচটি শুভফল লাভ হয়। সেই পাঁচটি কী কী? গৃহপতিগণ, শীলবান, শীলসম্পন্ন ব্যক্তি অপ্রমাদবশত প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হয়। শীলবানের শীল পরিপূর্ণতার এই প্রথম শুভফল।

গৃহপতিগণ, পুনশ্চ, শীলবান, শীলসম্পন্ন ব্যক্তির প্রশংসাধ্বনি অভ্যুত্থিত হয়। শীলবানের শীলপরিপূর্ণতার এই দ্বিতীয় শুভফল।

গৃহপতিগণ, পুনশ্চ, শীলবান, শীলসম্পন্ন ব্যক্তি যেই যেই পরিষদে উপস্থিত হয় ক্ষত্রিয়পরিষদ, ব্রাহ্মণপরিষদ, গৃহপতিপরিষদ অথবা শ্রমণপরিষদে বিশারদ এবং সংকোচহীন হইয়া উপস্থিত হয়। শীলবানের শীলপূর্ণতার এই তৃতীয় শুভফল।

গৃহপতিগণ, পুনশ্চ, শীলবান, শীলসম্পন্ন ব্যক্তি সজ্ঞানে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শীলবানের শীলপূর্ণতার এই চতুর্থ শুভফল।

গৃহপতিগণ, পুনশ্চ, শীলবান, শীলসম্পন্ন ব্যক্তি দেহত্যাগ, মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করে। শীলবানের শীলপূর্ণতার এই পঞ্চম শুভফল।

গৃহপতিগণ, শীলবানের শীলসম্পদ-হেতু এই পাঁচটি শুভফল লাভ হয়।

ভগবান অধিক রাত্রি পর্যন্ত পাটলিগ্রামের উপাসকগণকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন, "গৃহপতিগণ, রাত্রি অধিক হইয়াছে, এখন আপনারা যাহা উচিত মনে করেন।" "তাহাই হউক প্রভো," বলিয়া পাটলিগ্রামের উপাসকগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং দক্ষিণপার্শ্ব তাহার পুরোভাগে করিয়া প্রস্থান করিলেন। পাটলিগ্রামবাসী উপাসকগণ প্রস্থান করিবার কিছুক্ষণ পরে ভগবান 'শূন্যাগারে' প্রবেশ করিলেন।

সেই সময় সুনীধ এবং বর্ষকার নামে মগধের দুই মহামাত্য বৃজিগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য পাটলিগ্রামে নগর (দুর্গ) নির্মাণ করিতেছিলেন। ভগবান রাত্রির প্রত্যুষ সময়ে শয্যাত্যাগ করিয়া লোকাতীত বিশুদ্ধ দিব্যনেত্রে অনেক দেবতাকে পাটলিগ্রামে নিবাস গ্রহণ করিতে (বাসস্থান নির্বাচন করিতে) দেখিতে পাইলেন। যেই প্রদেশে মহাশক্তিসম্পন্ন দেবগণ নিবাস স্থাপন করে, সেইস্থানে মহাশক্তিসম্পন্ন রাজা এবং রাজার অমাত্যগণের চিত্ত বাসস্থান নির্বাচনের জন্য আকৃষ্ট হয়। যেই প্রদেশে মধ্যম শ্রেণীর দেবগণ বাসস্থান গ্রহণ করে, সেই প্রদেশে মধ্যম শ্রেণীর রাজা এবং রাজার অমাত্যগণের চিত্ত বাসস্থান নির্বাচনে আকৃষ্ট হয়। যেই প্রদেশে নিম্ন শ্রেণীর দেবগণ বাসস্থান গ্রহণ করে, সেই প্রদেশে নিম্ন শ্রেণীর রাজা এবং রাজার অমাত্যগণের চিত্ত বাসস্থান নির্বাচনে আকৃষ্ট হয়। ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন, "হে আনন্দ, পাটলিগ্রামে কাহারা দুর্গ প্রস্তুত করিতেছে?" "প্রভো, মগধের মহামাত্য সুনীধ এবং বর্ষকার বৃজিগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য পাটলিগ্রামে দুর্গ প্রস্তুত করিতেছেন।"

"আনন্দ, মগধের মহামন্ত্রী সুনীধ এবং বর্ষকার বৃজিগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য যেন ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়াই পাটলিগ্রামে দুর্গ প্রস্তুত করিতেছেন। আনন্দ, আমি রাত্রির প্রত্যুষ সময়ে শয্যাত্যাগ করিয়া লোকাতীত বিশুদ্ধ দিব্যনেত্রে অনেক দেবতাকে পাটলিগ্রামে বাসস্থান গ্রহণ করিতে দেখিতে পাইলাম। যেই প্রদেশে মহাশক্তিসম্পন্ন দেবগণ বাসস্থান গ্রহণ করে তথায় মহাশক্তিসম্পন্ন রাজা এবং রাজার অমাত্যগণের চিত্ত বাসস্থান নির্বাচন করিবার জন্য আকৃষ্ট হয়। যেই প্রদেশে মধ্যম শ্রেণীর দেবগণ বাসস্থান নির্বাচন করে তথায় মধ্যধশ্রেণীর রাজা এবং রাজার অমাত্যগণের চিত্ত বাসস্থান নির্বাচনের জন্য আকৃষ্ট হয়। যেই প্রদেশে নিম্নশ্রেণীর দেবগণ বাসস্থান নির্বাচন করে তথায় নিম্নশ্রেণীর রাজা এবং

রাজার অমাত্যগণের চিত্ত বাসস্থান নির্বাচনের জন্য আকৃষ্ট হয়।

"আনন্দ, যেই পর্যন্ত আর্যদের বাসস্থান (আর্যাবর্ত) এবং বাণিজ্যকেন্দ্র আছে তন্মধ্যে এই পাটলিপুত্র[১] সর্বপ্রধান রাজধানী হইবে। কিন্তু তাহার তিনটি প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে, জল, অগ্নি এবং অন্তর্বিবাদ।"

মগধের মহামন্ত্রী সুনীধ এবং বর্ষকার ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। কুশলপ্রশ্ন এবং স্মরণীয় বিষয়ের আলোচনা সমাপ্ত করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন; একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া মগধের মহামন্ত্রী সুনীধ এবং বর্ষকার ভগবানকে কহিলেন, "মহাত্মা গৌতম ভিক্ষুসংঘসহ অদ্য আমাদের অন্ন গ্রহণ করুন।" ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। মগধের মহামন্ত্রী সুনীধ এবং বর্ষকার ভগবানের সম্মতি জানিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। মগধের মহামন্ত্রী সুনীধ এবং বর্ষকার উত্তম খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করাইলেন—"ভো গৌতম, ভোজনের সময় হইয়াছে, আহার্য প্রস্তুত। ভগবান পূর্বাহ্ন সময় বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া মগধের মহামন্ত্রী সুনীধ এবং বর্ষকারের শিবিরে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে ভিক্ষুসংঘসহ উপবেশন করিলেন। মগধের মহামন্ত্রী সুনীধ এবং বর্ষকার বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে স্বহস্তে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দানে সন্তৃপ্ত করিলেন। তাহারা এত অধিক পরিমাণ দিতে লাগিলেন যে ভিক্ষুসংঘ আর না দিবার জন্য বারণ করিলেন। ভগবান আহারের পর পাত্র হইতে হস্ত অপনয়ন করিলে তাহারা একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট মগধের মহামন্ত্রী সুনীধ এবং বর্ষকারকে ভগবান এই গাথাযোগে অনুমোদন করিলেন :

যে প্রদেশে করে বাস পণ্ডিত সুজন
সমাদরে শ্রদ্ধাভরে করান ভোজন
শীলবান সুসংযত ব্রহ্মচারীগণ।
তথায় দেবতা যারা করে নিত্য বাস
তাদেরে প্রদানে পূজা বলি বারমাস।
পূজা লভি করে পূজা, মান পেয়ে মান,
অনুকম্পা করে নরে যিনি ভাগ্যবান,

---

[১]। 'পাটলিপুত্র' শব্দের উল্লেখ থাকায় এই অংশ প্রক্ষিপ্ত বোধ হইতেছে।

যেমতি জননী করে পুত্রের কল্যাণ।
দেবতার অনুগ্রহ লভে যেই জন
সদা ভদ্র, সদা শুভ করেন দর্শন।

ভগবান মগধের মহামন্ত্রী সুনীধ এবং বর্ষকারকে এই গাথাযোগে অনুমোদন করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই সময় মগধের মহামন্ত্রী সুনীধ এবং বর্ষকার 'অদ্য শ্রমণ গৌতম যেই দ্বার দিয়া নিষ্ক্রমণ করিবেন তাহার নাম হইবে গৌতমদ্বার এবং যেই তীর্থ (ঘাট) দিয়া গঙ্গানদী পার হইবেন তাহার নাম হইবে 'গৌতমতীর্থ' এইরূপ মনে করিয়া ভগবানের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ভগবান যেই দ্বার দিয়া নিষ্ক্রমণ করিলেন তাহার নাম হইলে 'গৌতমদ্বার।' ভগবান গঙ্গানদীতে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় গঙ্গানদী এমনভাবে পরিপূর্ণ ছিল যে তীরে বসিয়া কাকও জলপান করিতে সমর্থ হইত। মনুষ্যগণের মধ্যে পরপারে যাইবার জন্য কেহ নৌকা কেহ উড়ুপ অন্বেষণ করিতেছিল এবং কেহ বা ভেলা[১] প্রস্তুত করিতেছিল। ভগবান দেখিতে পাইলেন : নদীর পরপারে যাইবার জন্য কেহ নৌকা, কেহ উড়ুপ অন্বেষণ করিতেছে এবং কেহ বা ভেলা প্রস্তুত করিতেছে। তাহা দেখিয়া যেমন কোনো বলবান পুরুষ সংকুচিত বাহু প্রসারিত করে এবং প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে তেমনভাবে ভগবান ভিক্ষুসংঘসহ গঙ্গানদীর এই তীরে অন্তর্হিত হইয়া অন্য তীরে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ভগবান এই তত্ত্বার্থ বিদিত হইয়া সেই সময় এই উদানগাথা উচ্চারণ করিলেন :

তরে যারা অনায়াসে সরিৎ সাগর
ধর্মেরে করিয়া সেতু, ছাড়িয়া 'পল্বল'[২],
যথার্থ উত্তীর্ণ তারা সুপথিকগণ,
ভেলাই বাঁধিতে ব্যস্ত মূর্খ জগজন।

[স্থান : কোটিগ্রাম]

ভগবান কোটিগ্রামে উপস্থিত হইলেন। ভগবান কোটিগ্রামে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভগবান সেই স্থানে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, চতুর্বিধ আর্যসত্য অনুবোধ এবং প্রতিবেধ না হওয়ায় (সূক্ষ্মভাবে বুঝিতে না পারায়) আমায় এবং তোমাদিগকে এই দীর্ঘপথ ধাবিত হইতে হইয়াছে (বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে), সংসরণ করিতে হইয়াছে।

---

[১]। চট্টগ্রামের ভাষায় 'চালি' বলে।

[২]। ডোবা, বিল।

সেই চারি আর্যসত্য কী কী?

হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ আর্যসত্যের অনুবোধ এবং প্রতিবেধ না হওয়ায় আমায় এবং তোমাদিগকে দীর্ঘপথ ধাবিত হইতে হইয়াছে, সংসরণ করিতে হইয়াছে। দুঃখসমুদয় আর্যসত্য, দুঃখনিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদ আর্যসত্য অনুবোধ এবং প্রতিবেধ না হওয়ায় আমার এবং তোমাদিগকে বারম্বার ধাবিত হইতে হইয়াছে, সংসরণ করিতে হইয়াছে।

হে ভিক্ষুগণ, এখন সেই দুঃখ আর্যসত্য অনুবোধ এবং প্রতিবেধ করিতে পারিয়াছি, দুঃখসমুদয় আর্যসত্য অনুবোধ এবং প্রতিবেধ করিতে পারিয়াছি, দুঃখনিরোধ আর্যসত্য অনুবোধ এবং প্রতিবেধ করিতে পারিয়াছি এবং দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদ আর্যসত্য অনুবোধ এবং প্রতিবেধ করিতে পারিয়াছি। ভবতৃষ্ণা উচ্ছিন্ন হইয়াছে, ভবনেত্রী ক্ষীণ হইয়াছে এবং আর পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা নাই।

না পেয়ে যথার্থ চারি সত্যের[১] দর্শন
দীর্ঘকাল বহুযোনি করেছি ভ্রমণ।
এবার পেয়েছি সেই সত্যের দর্শন,
ভবনেত্রী তৃষ্ণা এবে হয়েছে নিধন।
উৎপাটিত দুঃখমূল, দুঃখের কারণ,
পুনর্ভব, পুনর্জন্ম নাহিরে এখন।

গণিকা আম্রপালী শুনিতে পাইল : ভগবান নাকি কোটিগ্রামে[২] আসিয়াছেন। গণিকা আম্রপালী উৎকৃষ্ট যানসমূহ সজ্জিত করিয়া, উৎকৃষ্ট যানে আরোহণ করিয়া, উৎকৃষ্ট যানে করিয়া ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিল। যতদূর যান যাইবার উপযুক্ত রাস্তা ততদূর যানে গমন করিয়া তৎপর যান হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজেই ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিল। একান্তে উপবিষ্ট গণিকা আম্রপালীকে ভগবান ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। গণিকা আম্রপালী ভগবানের ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া ভগবানকে কহিল, "প্রভো, আগামীকল্য মমালয়ে অন্নগ্রহণের সম্মতি জ্ঞাপন করুন।" ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। গণিকা আম্রপালী ভগবানের সম্মতি

---

[১]। চতুরার্যসত্য।

[২]। দীর্ঘনিকায়ে বৈশালীতে বুদ্ধের সহিত আম্রপালীর সাক্ষাৎ বর্ণিত হইয়াছে।

বিদিত হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিল।

বৈশালীর লিচ্ছবিগণ শুনিতে পাইলেন : ভগবান নাকি কোটিগ্রামে আসিয়াছেন। অনন্তর বৈশালীর লিচ্ছবিগণ উৎকৃষ্ট যানসমূহ সজ্জিত করিয়া, উৎকৃষ্ট যানে আরোহণ করিয়া, উৎকৃষ্ট যানে করিয়া বৈশালী হইতে ভগবানকে দেখিবার জন্য যাত্রা করিলেন। তাহাদের মধ্যে কোনো কোনো লিচ্ছবির দেহের বর্ণ নীল ছিল এবং নীলবর্ণের বস্ত্র ও নীলবর্ণের অলংকার পরিধান করিয়াছিলেন। কোনো কোনো লিচ্ছবির দেহের বর্ণ পীত ছিল এবং পীতবর্ণের বস্ত্র ও অলংকার পরিধান করিয়াছিলেন। কোনো কোনো লিচ্ছবির দেহের বর্ণ লোহিত ছিল এবং লোহিতবর্ণের বস্ত্র ও অলংকার পরিধান করিয়াছিলেন। কোনো কোনো লিচ্ছবির দেহের বর্ণ শ্বেত ছিল এবং শ্বেতবর্ণের বস্ত্র ও অলংকার পরিধান করিয়াছিলেন। গণিকা আম্রপালী তরুণ লিচ্ছবিগণের রথের ঈষের সঙ্গে ঈষ, যুগের সঙ্গে যুগ, চক্রের সঙ্গে চক্র, অক্ষের সঙ্গে অক্ষ সংঘটন করিয়া রথ চালাইতে লাগিল। তখন সেই লিচ্ছবিগণ গণিকা আম্রপালীকে কহিলেন, "রে আম্রপালি! কেন তুমি আমাদের অর্থাৎ এই তরুণ লিচ্ছবিগণের রথের ঈষের সঙ্গে ঈষ, যুগের সঙ্গে যুগ, চক্রের সঙ্গে চক্র এবং অক্ষের সঙ্গে অক্ষ সংঘট্টন করিয়া রথ চালনা করিতেছ?" "আর্যপুত্রগণ, আমি আগামী কল্যের জন্য বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি।" "রে আম্রপালী, তোমায় লক্ষ টাকা দিব, আমাদিগকে আগামীকল্য বুদ্ধকে ভোজন করাইবার অবসর প্রদান কর।" "আর্যপুত্রগণ, যদি আপনারা আমাকে বৈশালী শহরও প্রদান করেন তথাপি আমি এই নিমন্ত্রণ আপনাদিগকে দিতে পারি না।"

সেই লিচ্ছবিগণ অঙ্গুলি স্ফোটন করিয়া কহিলেন, "অরে! আমাদিগকে আম্রপালী পরাজয় করিল! আমাদিগকে আম্রপালী পরাজয় করিল!!" অনন্তর সেই লিচ্ছবিগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভগবান সেই লিচ্ছবিদিগকে দূর হইতেই আসিতে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, যেই ভিক্ষুগণ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোক দেখ নাই তাহারা এই লিচ্ছবি-পরিষদ দেখিতে পার, অবলোকন করিতে পার এবং এই লিচ্ছবি-পরিষদকে ত্রয়স্ত্রিংশ-পরিষদ বলিয়া মনে করিতে পার।"

সেই লিচ্ছবিগণ যতদূর যানে যাওয়া সম্ভব ততদূর যানে যাইয়া তৎপর যান হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজেই ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন।

একান্তে উপবিষ্ট সেই লিচ্ছবিগণকে ভগবান ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। সেই লিচ্ছবিগণ ভগবানের ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, ভগবান ভিক্ষুসংঘসহ আগামীকল্যের জন্য আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।" "লিচ্ছবিগণ, আগামীকল্যের জন্য আমি গণিকা আম্রপালীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি।" তখন সেই লিচ্ছবিগণ "অরে, আম্রকা (আম্রপালী) দ্বারা পরাজিত হইলাম! অরে, আম্রকা দ্বারা পরাজিত হইলাম!" এই বলিয়া অঙ্গুলি স্ফোটন করিলেন। লিচ্ছবিগণ ভগবানের উপদেশ অভিনন্দন এবং অনুমোদন করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

[স্থান : নাদিকা]

ভগবান কোটিগ্রামে যথারুচি অবস্থান করিয়া নাদিকায় উপস্থিত হইলেন; ভগবান নাদিকায় অবস্থান করিতে লাগিলেন, গিঞ্জক-আবাসথে (ইষ্টক প্রাসাদে)। গণিকা আম্রপালী সেই রাত্রি অবসানে স্বীয় আরামে (প্রমোদ উদ্যানে) উত্তম খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করাইলেন—"প্রভো, ভোজনের সময় উপস্থিত, আহার্য প্রস্তুত হইয়াছে।" ভগবান পূর্বাহ্ণে বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া, গণিকা আম্রপালীর শিবিরে (খাদ্য পরিবেশন করিবার স্থানে) উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুসংঘসহ নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। গণিকা আম্রপালী বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে স্বহস্তে উত্তম খাদ্য-ভোজ্যদানে সন্তৃপ্ত করিল। ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক আর না দিবার জন্য সে নিবারিত হইল এবং ভগবান আহারের পর পাত্র হইতে হস্ত অপনয়ন করিলে একান্তে উপবেশন করিল। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া গণিকা আম্রপালী ভগবানকে কহিল, "প্রভো, আমার এই আম্রোদ্যান বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে প্রদান করিলাম।" ভগবান আরাম (উদ্যানবাটিকা) গ্রহণ করিলেন। ভগবান গণিকা আম্রপালীকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া মহাবনে উপস্থিত হইলেন। ভগবান বৈশালীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন, মহাবনের কূটাগারশালায়।

॥ লিচ্ছবি ভণিতা সমাপ্ত ॥

[স্থান : বৈশালী]

৮. সেনাপতি সিংহের ধর্মান্তর গ্রহণ

সেই সময়ে প্রসিদ্ধ লিচ্ছবিগণ মন্ত্রণাগারে উপবিষ্ট হইয়া, সমবেত হইয়া বিবিধ প্রকারে বুদ্ধের প্রশংসা কীর্তন করিতেছিলেন, তদুপদিষ্ট ধর্মের প্রশংসা কীর্তন করিতেছিলেন এবং ভিক্ষুসংঘের প্রশংসা কীর্তন করিতেছিলেন। নির্গ্রন্থশ্রাবক (উপাসক) সিংহ সেনাপতি সেই পরিষদে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন সিংহ সেনাপতির মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "এই প্রসিদ্ধ লিচ্ছবিগণ মন্ত্রণাগারে উপবিষ্ট হইয়া, সমবেত হইয়া যেইভাবে বুদ্ধের তদুপদিষ্ট ধর্মের এবং ভিক্ষুসংঘের প্রশংসা কীর্তন করিতেছেন তাহাতে নিঃসংশয়ে বুঝা যাইতেছে তিনি ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ। আমি সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে দর্শন করিবার জন্য উপস্থিত হইব।" এই ভাবিয়া সিংহ সেনাপতি নির্গ্রন্থজ্ঞাতৃপুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া নির্গ্রন্থজ্ঞাতৃপুত্রকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া সিংহ সেনাপতি নির্গ্রন্থজ্ঞাতৃপুত্রকে কহিলেন, "প্রভো, আমি শ্রমণ গৌতমের দর্শন করিবার জন্য যাইতে ইচ্ছা করি।" "হে সিংহ, আপনি স্বয়ং ক্রিয়াবাদী (কর্মবাদী) হইয়া কি অক্রিয়াবাদী (অকর্মবাদী) শ্রমণ গৌতমের দর্শনে যাইবেন? সিংহ, শ্রমণ গৌতম যে অক্রিয়াবাদী, অক্রিয়ার জন্য ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করিয়া থাকেন।" সিংহ সেনাপতির ভগবানকে দর্শন করিবার যেই প্রবল ইচ্ছা ছিল তাহা উপশমিত হইল। দ্বিতীয়বারও তাহার এইরূপে ইচ্ছার উৎপত্তি এবং উপশম হইল।

তৃতীয়বারও প্রসিদ্ধ লিচ্ছবিগণ মন্ত্রণাগারে উপবিষ্ট হইয়া, সমবেত হইয়া বিবিধ প্রকারে বুদ্ধ, ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘের প্রশংসা কীর্তন করিতেছিলেন। তৃতীয়বার সিংহ সেনাপতির মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "এই প্রসিদ্ধ লিচ্ছবিগণ মন্ত্রণাগারে উপবিষ্ট হইয়া এবং সমবেত হইয়া যেইভাবে বুদ্ধ, ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘের প্রশংসা কীর্তন করিতেছেন তাহাতে নিঃসংশয়ে বুঝা যাইতেছে সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ। জিজ্ঞাসা করিলে বা না করিলে এই নির্গ্রন্থগণ আমায় কী করিতে পারেন? অতএব আমি নির্গ্রন্থদিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে দর্শন করিবার জন্য যাইব।" এই ভাবিয়া সিংহ সেনাপতি ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য পঞ্চশত রথারোহণে মধ্যাহ্নে যাত্রা করিলেন। যতদূর যান গমনোপযোগী রাস্তা

ততদূর যানে যাইয়া তৎপর যান হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজেই ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া সিংহ সেনাপতি ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, আমি শুনিয়াছি : শ্রমণ গৌতম অক্রিয়াবাদী, অক্রিয়ার জন্য ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন। প্রভো, যাহারা বলিতেছে 'শ্রমণ গৌতম অক্রিয়াবাদী, অক্রিয়ার জন্য ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।' তাহারা ভগবানের উপর মিথ্যা দোষারোপ করিতেছে না তো? যথার্থভাবে ধর্মের খুঁটিনাটি ব্যক্ত করিতেছে তো? কোনো সহধর্মী বাদানুবাদে নিন্দিত হয় না তো? প্রভো, আমরা কিন্তু ভগবানের নিন্দা করিতে চাই না।"

সিংহ, এরূপ কারণ-পর্যায় আছে যাহাতে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে : 'শ্রমণ গৌতম অক্রিয়াবাদী, অক্রিয়ার জন্য ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।'

সিংহ, এরূপ কারণ-পর্যায় আছে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে : 'শ্রমণ গৌতম ক্রিয়াবাদী, ক্রিয়ার জন্য ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন!'

সিংহ, এরূপ কারণ-পর্যায় আছে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে : 'শ্রমণ গৌতম উচ্ছেদবাদী, উচ্ছেদের নিমিত্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।'

সিংহ, এরূপ কারণ-পর্যায় আছে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে : 'শ্রমণ গৌতম জুগুপ্স, জুগুপ্সতার জন্য ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।'

সিংহ, এরূপ কারণ-পর্যায় আছে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে : 'শ্রমণ গৌতম বৈনয়িক (বিনাশবাদী), বিনয়নের জন্য ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।'

সিংহ, এরূপ কারণ-পর্যায় আছে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে : 'শ্রমণ গৌতম তপস্বী, তপস্বিতার জন্য ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।'

সিংহ, এরূপ কারণ-পর্যায় আছে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে : 'শ্রমণ গৌতম অপগর্ভ, অপগর্ভতার জন্য ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।'

সিংহ, এরূপ কারণ-পর্যায় আছে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার

সম্বন্ধে বলিতে পারে : ‘শ্রমণ গৌতম আশ্বস্ত, আশ্বাসের জন্য ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।’

সিংহ, কী কারণ-পর্যায়ে সত্যবাদী আমার সম্বন্ধে ‘শ্রমণ গৌতম অক্রিয়াবাদী অক্রিয়ার নিমিত্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকদিগকে বিনীত করেন’ একথা বলিতে পারে? সিংহ, আমি কায়িক, বাচনিক, মানসিক দুষ্ক্রিয়াকে এবং নানাবিধ পাপ-অকুশলধর্মকে অক্রিয়া (অকরণীয়) বলিয়া থাকি। সিংহ, এই কারণ-পর্যায়েই যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে : ‘শ্রমণ গৌতম অক্রিয়াবাদী, অক্রিয়ার নিমিত্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।’

সিংহ, কী কারণ-পর্যায়ে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে ‘শ্রমণ গৌতম ক্রিয়াবাদী, ক্রিয়ার নিমিত্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন’ এই কথা বলিতে পারে? সিংহ, আমি কায়িক, বাচনিক, মানসিক সদাচার এবং নানাবিধ কুশলধর্মকে ক্রিয়া (করণীয়) বলিয়া থাকি। সিংহ, এই কারণ-পর্যায়েই যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে : ‘শ্রমণ গৌতম ক্রিয়াবাদী, ক্রিয়ার নিমিত্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।’

সিংহ, কী কারণ-পর্যায়ে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে ‘শ্রমণ গৌতম উচ্ছেদবাদী, উচ্ছেদের নিমিত্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন’ এই কথা বলিতে পারে? সিংহ, আমি রাগ, দ্বেষ, মোহ এবং বিবিধ পাপ-অকুশলধর্মের উচ্ছেদ (বিনাশ) সাধন করিবার জন্য বলিয়া থাকি। সিংহ, এই কারণ-পর্যায়েই যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে : ‘শ্রমণ গৌতম উচ্ছেদবাদী, উচ্ছেদের নিমিত্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।’

সিংহ, কী কারণ-পর্যায়ে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে ‘শ্রমণ গৌতম জুগুপ্স, জুগুপ্সতার নিমিত্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন’ এই কথা বলিতে পারে? সিংহ, আমি কায়িক, বাচনিক, মানসিক এবং বিবিধ পাপ-অকুশলধর্ম সম্প্রাপ্তিকে জুগুপ্সা (ঘৃণা) করিয়া থাকি। সিংহ, এই কারণ-পর্যায়ে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে : ‘শ্রমণ গৌতম জুগুপ্স, জুগুপ্সতার নিমিত্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।’

সিংহ, কী কারণ-পর্যায়ে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে ‘শ্রমণ গৌতম বৈনয়িক, বিনয়নের জন্য ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা

শ্রাবকগণকে বিনীত করেন’ এই কথা বলিতে পারে? সিংহ, আমি রাগ, দ্বেষ, মোহ এবং বিবিধ পাপ-অকুশলধর্ম বিনয়নের নিমিত্ত ধর্মদেশনা করিয়া থাকি। সিংহ, এই কারণ-পয্যায়েই যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে : ‘শ্রমণ গৌতম বৈনয়িক, বিনয়নের জন্য ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।’

সিংহ, কী কারণ-পর্যায়ে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে ‘শ্রমণ গৌতম তপস্বী, তপস্বিতার নিমিত্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন’ এই কথা বলিতে পারে? সিংহ, আমি কায়িক, বাচনিক, মানসিক পাপ অকুশল ধর্ম তাপনীয় বলিয়া থাকি। সিংহ, যাহার তাপনীয় (সন্তাপদায়ক) পাপ-অকুশলধর্মের মূল উচ্ছিন্ন হইয়াছে, তালবৃক্ষের ন্যায় উৎপাটিত হইয়াছে, বিলুপ্ত করা হইয়াছে এবং উৎপাদিকা শক্তি রহিত করা হইয়াছে, আমি তাহাকেই তপস্বী বলিয়া থাকি। সিংহ, তথাগতের যে তাপনীয় পাপ-অকুশলধর্ম প্রহীন হইয়াছে, উচ্ছিন্নমূল হইয়াছে, তালবৃক্ষবৎ উৎপাটিত হইয়াছে, বিলুপ্ত করা হইয়াছে, ভাবী উৎপাদিকা শক্তি রহিত হইয়া গিয়াছে। সিংহ, এই কারণ-পয্যায়ে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে : ‘শ্রমণ গৌতম তপস্বী, তপস্বিতার জন্য ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।’

সিংহ, কী কারণ-পর্যায়ে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে ‘শ্রমণ গৌতম অপগর্ভ, অপগর্ভতার জন্য ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন’ এই কথা বলিতে পারে? সিংহ, যাহার ভাবী গর্ভবাস, পুনর্ভব উৎপত্তি প্রহীন হইয়াছে, উচ্ছিন্নমূল হইয়াছে, তালবৃক্ষবৎ মূলোৎপাটিত হইয়াছে, বিলুপ্ত করা হইয়াছে এবং ভাবী উৎপাদিকা শক্তি রহিত হইয়াছে, আমি তাহাকেই অপগর্ভ বলিয়া থাকি। সিংহ, তথাগতের যে ভাবী গর্ভবাস, পুনর্ভবে উৎপত্তি প্রহীন হইয়াছে, মূলোচ্ছিন্ন হইয়াছে, তালবৃক্ষবৎ মূলোৎপাটিত হইয়াছে, বিলুপ্ত করা হইয়াছে এবং ভাবী উৎপাদিকা শক্তি রহিত হইয়াছে। সিংহ, এই কারণ-পর্যায়ে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে : ‘শ্রমণ গৌতম অপগর্ভ, অপগর্ভতার নিমিত্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।’

সিংহ, কী কারণ-পর্যায়ে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে ‘শ্রমণ গৌতম আশ্বস্ত, আশ্বাসের নিমিত্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে শাসন করেন’ এই কথা বলিতে পারে? সিংহ, আমি যে পরম

আশ্বাসে আশ্বস্ত, আশ্বাসের নিমিত্ত ধর্মদেশনা করিয়া থাকি এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করিয়া থাকি। সিংহ, এই কারণ-পর্যায়ে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে—'শ্রমণ গৌতম আশ্বস্ত, আশ্বাসের নিমিত্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।'

ভগবান এইরূপ বলিলে সিংহ সেনাপতি ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, সুন্দর! অতি সুন্দর! প্রভো, যেমন কেহ উল্টানকে সোজা করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ প্রদর্শন করে, অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুষ্মানব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখিতে পায় সেইরূপ ভগবান বিবিধপ্রকারে ধর্ম প্রকাশিত করিলেন। প্রভো, আমি ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতেছি। তদুপদিষ্ট ধর্মের এবং ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। ভগবান অদ্য হইতে আমরণ আমাকে উপাসকরূপে অবধারণ করুন।"

"সিংহ, বিবেচনা করিয়া কাজ করুন। আপনার ন্যায় জ্ঞানীর বিবেচনা করিয়া কাজ করা উচিত।" "প্রভো, ভগবান যে বলিলেন, 'সিংহ, বিবেচনা করিয়া কাজ করুন। আপনার ন্যায় জ্ঞানীর বিবেচনা করিয়া কাজ করা উচিত' আমি ভগবানের এই বাক্যে অধিকতর প্রসন্ন হইলাম। প্রভো, যদি আমাকে অন্যতীর্থিকগণ তাহাদের শ্রাবকরূপে পাইতেন তাহা হইলে তাহারা সমস্ত বৈশালীতে পতাকাহস্তে বিচরণ করিয়া বলিতেন, 'সিংহ সেনাপতি আমাদের শ্রাবকত্ব গ্রহণ করিয়াছেন', অথচ ভগবান আমাকে বলিতেছেন, 'সিংহ, বিবেচনা করিয়া কাজ করুন; আপনার ন্যায় জ্ঞানীর বিবেচনা করিয়া কাজ করা উচিত।' এখন আমি দ্বিতীয়বার ভগবান, তদুপদিষ্ট ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি, ভগবান আমাকে অদ্য হইতে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।"

"সিংহ, আপনার গৃহ দীর্ঘকাল পর্যন্ত নির্গ্রন্থগণের আশ্রয়স্থল, অতএব তাহারা উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে ভিক্ষান্ন দান করা কর্তব্য বলিয়া মনে করিবেন।"

"প্রভো, ভগবান যে কহিলেন 'সিংহ, আপনার গৃহ দীর্ঘকাল পর্যন্ত নির্গ্রন্থগণের আশ্রয়স্থল, অতএব তাহারা উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে ভিক্ষান্ন দান করা কর্তব্য বলিয়া মনে করিবেন।' আমি ভগবানের এই বাক্যে আরও অধিক প্রসন্ন হইলাম। প্রভো, আমি পূর্বে শুনিয়াছি : 'শ্রমণ গৌতম বলিয়া থাকেন : 'আমাকেই দান দিবে, অন্যকে দান দিবে না; আমার শ্রাবকগণকেই দান দিবে, অন্যের শ্রাবকগণকে দান করিবে না; আমাকে করিলেই মহাফল

হয়, অন্যকে করিলে মহাফল হয় না’ অথচ আমি এখন দেখিতেছি ভগবান নির্গ্রন্থগণকেও দান করিবার জন্য আমাকে নির্দেশ দান করিতেছেন। প্রভো, সেই সম্বন্ধে আমাদের যাহা উচিত বোধ হইবে তাহাই করিব। এখন আমি তৃতীয়বার ভগবান, তদুপদিষ্ট ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি; ভগবান আমাকে আজ হইতে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।”

ভগবান সিংহ সেনাপতিকে আনুপূর্বিক ধর্মকথা বলিতে লাগিলেন; যথা : দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। ভগবান কামের আদীনব (উপদ্রব), অবকার (জঞ্জাল), সংক্লেশ (মালিন্য) এবং নৈষ্ক্রম্যের আনিশংস প্রকাশিত করিলেন। যখন ভগবান জানিতে পারিলেন : সিংহ সেনাপতির চিত্ত সুস্থ, মৃদু, কল্য, নীবরণমুক্ত, প্রফুল্ল এবং প্রসন্ন হইয়াছে তখন তিনি বুদ্ধগণের সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্মদেশনা অভিব্যক্ত করিলেন, দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ এবং মার্গ। যেমন কালিমারহিত শুভ্রবস্ত্র উত্তমরূপে রং প্রতিগ্রহণ করে সেইরূপ সেই আসনেই সিংহ সেনাপতির বিরজ, বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল, ‘যাহা কিছু সমুদয়ধর্ম তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।’ সিংহ সেনাপতি ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম বিদিত হইয়া, ধর্মে প্রবিষ্ট হইয়া, সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্মে বাদবিবাদরহিত হইয়া, ধর্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া এবং শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন, “প্রভো, ভিক্ষুসংঘসহ আগামীকল্য আমার অন্ন গ্রহণ করুন।” ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

সিংহ সেনাপতি ভগবানের সম্মতি জানিয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। সিংহ সেনাপতি জনৈক কর্মচারীকে আদেশ করিলেন, “ওহে, নিহত পশুর মাংস পাওয়া যায় কি না দেখিয়া আইস।” সিংহ সেনাপতি সেই রাত্রি অবসানে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করাইলেন—“প্রভো, ভোজনের সময় উপস্থিত, আহার্য প্রস্তুত হইয়াছে।” ভগবান পূর্বাহ্নে বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া সিংহ সেনাপতির আলয়ে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুসংঘসহ নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। সেই সময় অনেক নির্গ্রন্থ বৈশালীতে ‘অদ্য সিংহ সেনাপতি স্থূলপশু বধ করিয়া শ্রমণ গৌতমের জন্য আহার্য প্রস্তুত করিয়াছেন, শ্রমণ গৌতম স্বীয় উদ্দেশ্যে নিহত হইয়াছে জানিয়াও সেই পশুর মাংস ভোজন করিতেছেন’ এই বলিয়া এক রাস্তা হইতে

অন্য রাস্তায়, এক চৌরাস্তা হইতে অন্য চৌরাস্তায় বাহু প্রসারিত করিয়া চীৎকার করিতেছিল। জনৈক লোক সিংহ সেনাপতির নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া সিংহ সেনাপতির কানে মুখ রাখিয়া চুপে চুপে কহিল, "প্রভো, এই যে অনেক নির্গ্রন্থ বৈশালীর এক রাস্তা হইতে অন্য রাস্তায়, এক চৌরাস্তা হইতে অন্য চৌরাস্তায় বাহু প্রসারিত করিয়া, চীৎকার করিয়া বলিতেছে : 'অদ্য সিংহ সেনাপতি স্থূলপশু বধ করিয়া শ্রমণ গৌতমের জন্য আহার্য প্রস্তুত করিয়াছেন; শ্রমণ গৌতম স্বীয় উদ্দেশ্যে নিহত হইয়াছে জানিয়াও সেই পশুর মাংস ভক্ষণ করিতেছেন!' এই সংবাদ কী আপনি পাইয়াছেন?" "আর্য, তাহাদের কথায় কর্ণপাত করা নিষ্প্রয়োজন, কেননা সেই আয়ুষ্মানগণ চিরকালই বুদ্ধের, তদুপদিষ্ট ধর্মের এবং ভিক্ষুসংঘের নিন্দা করিয়া আসিতেছেন। সেই আয়ুষ্মানগণ অসৎ, তুচ্ছ, মিথ্যা এবং অসত্যবাক্য প্রয়োগে ভগবানের দুর্নাম প্রচার করিতে লজ্জানুভব করেন না। আমরা তো স্বীয় প্রাণরক্ষার নিমিত্তও সজ্ঞানে প্রাণিহত্যা করি না।"

সিংহ সেনাপতি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে স্বহস্তে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দানে সন্তৃপ্ত করিলেন। তিনি ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক আর না দিবার জন্য নিবারিত হইলেন। ভগবান আহার সমাপ্ত করিয়া পাত্র হইতে হস্ত অপনয়ন করিলে তিনি একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট সিংহ সেনাপতিকে ভগবান ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

৯. স্বীয় উদ্দেশ্যে নিহত জীবের মাংস জ্ঞাতসারে ভক্ষণ নিষিদ্ধ

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :

"হে ভিক্ষুগণ, জ্ঞাতসারে স্বীয় উদ্দেশ্যে নিহত পশুর মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না, যে ভক্ষণ করিবে তাহার 'দুষ্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ত্রিকোটি-পরিশুদ্ধ, অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ এবং অনুমানমুক্ত মৎস্যমাংস ভক্ষণ করিবে।"

সংঘারামে দ্রব্য রাখিবার স্থান

১. দুর্ভিক্ষ সময়ের বিধান সুভিক্ষে নিষিদ্ধ

সেই সময়ে বৈশালী সুভিক্ষ এবং শস্যশালী ছিল, অনায়াসে ভিক্ষান্ন লাভ হইত এবং অন্তত উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবন যাপন করিতে পারা যাইত। ভগবান

নিভৃতে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "আমি দুর্ভিক্ষ, দুঃশস্য এবং দুর্লভ ভিক্ষান্নের সময় ভিক্ষুদিগকে বিহারের ভিতরে রাখা, ভিতরে পাক করা, স্বহস্তে পাক করা, গৃহীত প্রতিগ্রহণ করা, সেই স্থান হইতে গৃহীত, পূর্বাহ্নে প্রতিগ্রহীত, বনজ এবং পুষ্করিণীজ দ্রব্য সম্বন্ধে যেই সমস্ত ব্যবস্থা দিয়াছিলাম অদ্যাপি ভিক্ষুগণ সেই সমস্ত পরিভোগ করিতেছে কী?" ভগবান সায়াহ্নে ধ্যান হইতে উঠিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন, "আনন্দ, আমি দুর্ভিক্ষ, দুঃশস্য এবং দুর্লভ ভিক্ষান্নের সময় ভিক্ষুদিগকে বিহারের ভিতরে রাখা, ভিতরে পাক করা, স্বহস্তে পাক করা, প্রতিগ্রহণ করা, সেইস্থান হইতে গৃহীত, পূর্বহ্নে গৃহীত, বনজ এবং পুষ্করিণীজ দ্রব্য সম্বন্ধে যেই সমস্ত ব্যবস্থা দিয়াছিলাম ভিক্ষুগণ অদ্যাপি সেই সমস্ত আহার করিতেছে কী?" "হ্যাঁ ভগবান, আহার করিতেছেন।

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি দুর্ভিক্ষ, দুঃশস্য এবং দুর্লভ ভিক্ষান্নের সময় ভিক্ষুদিগকে বিহারের ভিতরে রাখা, ভিতরে পাক করা, স্বহস্তে পাক করা, গৃহীত প্রতিগ্রহণ করা, সেই স্থান হইতে গৃহীত, পূর্বাহ্নে গৃহীত, বনজ এবং পুষ্করিণীজ দ্রব্য সম্বন্ধে যেই সমস্ত ব্যবস্থা দিয়াছিলাম সেই সমস্তের ব্যবস্থা অদ্য হইতে প্রত্যাহার করিলাম।

"হে ভিক্ষুগণ, বিহারের অভ্যন্তরে রক্ষিত, অভ্যন্তরে পক্ব, স্বহস্তে পক্ব, গৃহীত-প্রতিগৃহীত কোনো দ্রব্য আহার করিতে পারিবে না, যে আহার করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ, সেই স্থান হইতে গৃহীত, পূর্বাহ্নে প্রতিগৃহীত, বনজ এবং পুষ্করিণীজ কোনো দ্রব্য ভোজনের সময় নিবারণকারী[১] ভিক্ষু অতিরিক্ত আহার করিতে পারিবে না; যে আহার করিবে তাহার ধর্মানুসারে প্রতিকার করিতে হইবে।"

২. বিহিত স্থান (কপ্পিয় ভূমি)

সেই সময়ে জনপদবাসী জনসাধারণ বহু লবণ, তৈল, তণ্ডুল এবং খাদ্য শকটে করিয়া আনিয়া আরামের বাহিরে শকট উল্টাইয়া তাহার নিচে 'যখন পর্যায় (বার, পালা) লাভ করিব তখন আহার্য প্রস্তুত করিব' এই ভাবিয়া রাখিয়া দিত। অকস্মাৎ মহামেঘ উত্থিত হইল। অনন্তর সেই ব্যক্তিগণ

---

[১]। আহারের সময় আহার্য পরিবেশনকারীকে কোনো দ্রব্য দিবার জন্য নিষেধ করিয়া পুনরায় সেই দ্রব্য যাচঞা করিয়া আহার করিলে 'পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়।—সুত্ত-বিভ।

আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিল, "মহানুভব আনন্দ, বহু লবণ, তৈল, তণ্ডুল এবং খাদ্য শকটে আরোপিত আছে, মহামেঘও উত্থিত হইয়াছে; এখন আমরা কী করিব?" আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে আনন্দ, তাহা হইলে সংঘ সর্ব পশ্চাতে অবস্থিত বিহার অথবা সংঘ যেই বিহার, আঢ্যযোগ, প্রাসাদ, হর্ম্য কিংবা গুহা ইচ্ছা করে তাহাই বিধিসম্মত ভূমি (কপ্পিয় ভূমি)[১]-রূপে নির্ণয় করিয়া তথায় (দ্রব্যাদি) রাখুক।"

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে নির্ণয় করিবে : দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :

জ্ঞপ্তি : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হইলে সংঘ অমুক বিহার 'কপ্পিয়ভূমি' রূপে নির্ণয় করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক বিহার 'কপ্পিয়ভূমি'-রূপে নির্ণয় করিতেছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক বিহার 'কপ্পিয়ভূমি'-রূপে নির্ণয় করা উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তাহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবে।

ধারণা : সংঘ অমুক বিহার 'কপ্পিয়ভূমি'-রূপে নির্ণয় করিলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন, আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

৩. বিধিসম্মত ভূমিতে খাদ্য পাক করা নিষিদ্ধ

সেই সময়ে জনসাধারণ সেই নির্ণীত 'কপ্পিয়ভূমি'তে যবাগূ পাক করিতেছিল, ভাত রান্না করিতেছিল, মাংস কুটিতেছিল, জ্বালানী কাষ্ঠ চিড়িতেছিল এবং উচ্চশব্দ মহাশব্দ করিতেছিল। ভগবান রাত্রি শেষে, প্রত্যুষে উঠিয়া উচ্চশব্দ মহাশব্দ এবং কাকের রব শুনিতে পাইলেন। শ্রবণ করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন, "আনন্দ, উচ্চশব্দ মহাশব্দ এবং কাকের রব শোনা যাইতেছে কেন?" "প্রভো, এখন জনসাধারণ সেই নির্ণীত 'কপ্পিয়ভূমি'তে যবাগূ পাক করিতেছে, ভাত রান্না করিতেছে, সূপ প্রস্তুত করিতেছে, মাংস কুটিতেছে এবং কাষ্ঠ চিড়িতেছে। এইজন্যই উচ্চশব্দ মহাশব্দ এবং কাকের রব শোনা যাইতেছে।"

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে

---

[১]। ভাণ্ডার ঘর।

আহ্বান করিলেন :

"হে ভিক্ষুগণ, নির্ণীত 'কপ্পিয়ভূমি' ব্যবহার করিতে পারিবে না; যে ব্যবহার করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ত্রিবিধ 'কপ্পিয়ভূমি'—'উস্‌সাবনন্তিক', 'গোণিসাদিক' এবং 'গহপতিক' ব্যবহার করিবে।"

৪. চতুর্বিধ 'কপ্পিয়ভূমি'

সেই সময়ে আয়ুষ্মান যসোজ পীড়িত ছিলেন। তাহার জন্য ভৈষজ্য সংগৃহীত হইয়াছিল, ভিক্ষুগণ তাহা বাহিরে রাখিয়া দিলেন। সেখানে ইন্দুরে খাইতে লাগিল, চোরে হরণ করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : নির্ণীত 'কপ্পিয়ভূমি' ব্যবহার করিবে।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : চতুর্বিধ 'কপ্পিয়ভূমি'—'উস্‌সাবনন্তিক'[১], 'গোণিসাদিক'[২], 'গহপতিক'[৩] এবং 'সম্মুতিক'[৪] ব্যবহার করিবে।"

॥ সিংহ ভণিতা সমাপ্ত ॥

গোরস এবং ফলরসের বিধান

১. মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী এবং তাহার পরিজনবর্গের দিব্যবিভূতি

১. সেই সময়ে ভদ্রিকা[৫] নগরে মেণ্ডক নামক গৃহপতি বাস করিতেন। তাহার এইরূপ দিব্যবিভূতি ছিল : তিনি মস্তক ধৌত করিয়া, ধ্যান্যাগার

---

[১]। যেই গৃহ স্তম্ভের উপর বা ভিত্তিমূল খনন করিয়া প্রস্তুত হয়, তাহার ভিত্তি স্থাপন করিবার সময় বহুসংখ্যক ভিক্ষু বারংবার 'কপ্পিয়কুটি (বিহিত কুটি) প্রস্তুত করিতেছি, কপ্পিয় কুটি প্রস্তুত করিতেছি' এই বাক্য বলিয়া ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা।

[২]। গোণিসাদিক দ্বিবিধ : আরাম গোণিসাদিক ও বিহার গোণিসাদিক। যেখানে আরাম কিংবা শয়নাসন ঘেরা না থাকে তাহা আরাম গোণিসাদিক। যেখানে সমস্ত শয়নাসন কিংবা কোনো কোনো শয়নাসন ঘেরা থাকে অথচ আরাম ঘেরা না থাকে তাহা বিহার গোণিসাদিক।

[৩]। 'গহপতি, কপ্পিয় কুটির প্রয়োজন' এই কথা কোনো গৃহস্থকে বলিলে সেই গৃহস্থ আবাস প্রস্তুত করিয়া 'কপ্পিয় কুটি দিতেছি, ব্যবহার করুন' বলিয়া প্রদত্ত বিহার।

[৪]। কর্মবাক্য পাঠ করিয়া সংঘের সম্মতিতে নির্দিষ্ট বিহার।—সম-পাসা।

[৫]। আধুনিক মুঙ্গের জেলা (?)

সম্মার্জন করাইয়া যখন বহির্দ্বারে উপবিষ্ট হইতেন তখন অন্তরীক্ষ হইতে ধান্যধারা পতিত হইয়া ধান্যাগার পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। তাহার ভার্যার এইরূপ দিব্য বিভূতি ছিল : তিনি মাত্র এক আড়ক[১] অন্নপূর্ণ থালা এবং এক বাটি মাত্র সূপ লইয়া বসিয়া দাস দাসী ও কর্মচারীবর্গকে অন্ন পরিবেশন করিতেন; যাবৎ তিনি আসন হইতে না উঠিতেন তাবৎ তাহা নিঃশেষ হইত না। তাহার পুত্রের এইরূপ দিব্যবিভূতি ছিল : তিনি এক সহস্র মুদ্রাপূর্ণ থলিয়া লইয়া দাস দাসী ও কর্মচারীবর্গকে ছয় মাসের বেতন প্রদান করিতেন; যাবৎ থলিয়া তাহার হস্তে থাকিত তাবৎ তাহা নিঃশেষ হইত না। তাহার স্নুষার (পুত্রবধূর) এইরূপ দিব্যবিভূতি ছিল : তিনি চারি দ্রোণ শস্যপূর্ণ একটি পেটরা হস্তে বসিয়া দাস দাসী ও কর্মচারীবর্গের ছয় মাসের রসদ প্রদান করিতে পারিতেন; যাবৎ তিনি আসন হইতে না উঠিতেন তাবৎ তাহা নিঃশেষ হইত না। তাহার দাসের এইরূপ দিব্যবিভূতি ছিল : সে একটি মাত্র হল দ্বারা কর্ষণ করিবার সময় সাতটি হলরেখা (সীতা) উৎপন্ন হইত।

২. মগধরাজ বিম্বিসার কর্তৃক পরীক্ষা

মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার শুনিতে পাইলেন : আমার রাজ্যাধীন ভদ্রিকা নগরে মেণ্ডক নামে গৃহপতি বাস করেন। তাহার এইরূপ দিব্যবিভূতি আছে : তিনি মস্তক ধৌত করিয়া, ধান্যাগার সম্মার্জন করাইয়া যখন বহির্দ্বারে উপবেশন করেন তখন অন্তরীক্ষ হইতে ধান্যধারা পতিত হইয়া ধান্যাগার পরিপূর্ণ করে। তাহার ভার্যার এইরূপ দিব্যবিভূতি আছে : তিনি এক আড়কমাত্র অন্নপূর্ণ থালা এবং এক বাটিমাত্র সূপ লইয়া বসিয়া দাসদাসী ও কর্মচারীবর্গকে অন্ন পরিবেশন করিয়া থাকেন; কিন্তু তাবৎ তাহা নিঃশেষ হয় না যাবৎ তিনি আসন ত্যাগ না করেন। তাহার পুত্রের এইরূপ দিব্যবিভূতি আছে : তিনি এক সহস্র মুদ্রাপূর্ণ থলিয়া লইয়া দাসদাসী ও কর্মচারীবর্গকে ছয় মাসের বেতন প্রদান করেন; কিন্তু তাবৎ তাহা নিঃশেষ হয় না যাবৎ থলিয়া তাহার হস্তে থাকে। তাহার স্নুষার এইরূপ দিব্যবিভূতি আছে : তিনি চারি দ্রোণ শস্যপূর্ণ একটি পেটরা হস্তে বসিয়া দাসদাসী ও কর্মচারীবর্গকে ছয়মাসের রসদ প্রদান করেন; কিন্তু তাবৎ তাহা নিঃশেষ হয় না যাবৎ তিনি আসন ত্যাগ না করেন। তাহার দাসের এইরূপ দিব্যবিভূতি আছে : সে

---

[১]। ৪ কড়বে এক প্রস্থ, ৪ প্রস্থে ১ আড়ক, ৪ আড়কে ১ দ্রোণ, ৪ দ্রোণে ১ মাণি, ৪ মাণিতে ১ খারি।—অভিধানপ্পদীপিকা।

একটিমাত্র হলদ্বারা কর্ষণ করিবার সময় সাতটি সীতা উৎপন্ন হয়। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার অন্যতম সর্বার্থক মহামাত্যকে আহ্বান করিলেন, “ভণে, আমাদের রাজ্যান্তর্গত ভদ্রিকা নগরে নাকি মেণ্ডক নামে গৃহপতি বাস করেন। তাহার এইরূপ দিব্যবিভূতি আছে : তিনি মস্তক ধৌত করিয়া ধান্যাগার সম্মার্জন করিয়া যখন বহির্দ্বারে উপবেশন করেন তখন অন্তরীক্ষ হইতে ধান্যধারা পতিত হইয়া ধান্যাগার পরিপূর্ণ হইয়া যায়।... সাতটি হলরেখা উৎপন্ন হয়। আপনি যাইয়া অবগত হউন ঘটনাটি সত্য কি না। আপনি দেখিলেই আমার দেখা হইবে।

“তাহাই হউক, দেব!” এই বলিয়া সেই মহামাত্য মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া চতুরঙ্গিনী সৈন্যসহ ভদ্রিকা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিয়া ভদ্রিকা নগরে মেণ্ডক গৃহপতির নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া মেণ্ডক গৃহপতিকে কহিলেন, “গৃহপতি! আমি রাজার দ্বারা আদিষ্ট হইয়াছি : ‘আমাদের রাজ্যান্তর্গত ভদ্রিকা নগরে নাকি মেণ্ডক নামে গৃহপতি বাস করেন। তাহার এইরূপ দিব্যবিভূতি আছে : তিনি মস্তক ধৌত করিয়া, ধান্যাগার সম্মার্জন করাইয়া যখন বহির্দ্বারে উপবেশন করেন তখন অন্তরীক্ষ হইতে ধান্যধারা পতিত হইয়া ধান্যগার পরিপূর্ণ করে।... তাহার দাসের এইরূপ দিব্যবিভূতি আছে : সে একটিমাত্র হল দ্বারা কর্ষণ করিবার সময় সাতটি হলরেখা উৎপন্ন হয়। আপনি যাইয়া অবগত হউন ঘটনাটি সত্য কি না। আপনি দেখিলেই আমার দেখা হইবে।’ অতএব গৃহপতি, আমি আপনার দিব্যবিভূতি দেখিতে চাই।”

মেণ্ডক গৃহপতি মস্তক ধৌত করিয়া এবং ধান্যাগার সম্মার্জন করাইয়া বহির্দ্বারে উপবেশন করিলেন। তখন অন্তরীক্ষ হইতে ধান্যধারা পতিত হইয়া ধান্যাগার পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। (মহামাত্য কহিলেন,) “গৃহপতি, আপনার দিব্যবিভূতি দেখিলাম, এখন আপনার ভার্যার দিব্যবিভূতি দেখিতে চাই।” মেণ্ডক গৃহপতি তাহার ভার্যাকে আদেশ করিলেন, “তুমি চতুরঙ্গিনী সৈন্যকে অন্ন পরিবেশন কর।” মেণ্ডক গৃহপতির ভার্যা এক আড়কমাত্র অন্নের থালা এবং এক বাটি মাত্র সূপ দ্বারা চতুরঙ্গিনী সৈন্যকে অন্ন পরিবেশন করিলেন। তাবৎ তাহা নিঃশেষ হইল না যাবৎ তিনি আসন ত্যাগ না করিলেন। (মহামাত্য কহিলেন,) “গৃহপতি, আপনার ভার্যারও দিব্যবিভূতি দেখিলাম, এখন আপনার পুত্রের দিব্যবিভূতি দেখিতে চাই।” মেণ্ডক গৃহপতি পুত্রকে আদেশ করিলেন, “তুমি চতুরঙ্গিনী সৈন্যকে ছয় মাসের বেতন প্রদান কর।” মেণ্ডক গৃহপতির পুত্র সহস্র মুদ্রাপূর্ণ একটি মাত্র থলিয়া লইয়া

চতুরঙ্গিনী সৈন্যকে ছয় মাসের বেতন প্রদান করিলেন; কিন্তু তাবৎ তাহা নিঃশেষ হইল না যাবৎ থলিয়া তাহার হস্তে রহিল। (মহামাত্য কহিলেন,) “গৃহপতি, আপনার পুত্রেরও দিব্যবিভূতি দেখিলাম, এখন আপনার স্নুষার দিব্যবিভূতি দেখিতে চাই।” মেণ্ডক গৃহপতি স্নুষাকে আদেশ করিলেন, “তুমি চতুরঙ্গিনী সৈন্যকে ছয় মাসের আহার্য প্রদান কর।” তখন মেণ্ডক গৃহপতির স্নুষা চারি দ্রোণ পরিমাণের একটি মাত্র পেটরা লইয়া বসিয়া চতুরঙ্গিনী সৈন্যকে ছয় মাসের আহার্য প্রদান করিলেন; কিন্তু তাবৎ তাহা নিঃশেষ হইল না যাবৎ তিনি আসন ত্যাগ না করিলেন। (মহামাত্য কহিলেন,) “গৃহপতি, আপনার স্নুষারও দিব্যবিভূতি দেখিলাম, এখন আপনার দাসের দিব্যবিভূতি দেখিতে চাই।” “প্রভো, আমার দাসের দিব্যবিভূতি কৃষিক্ষেত্রে যাইয়া দেখিতে হইবে।” “গৃহপতি, যাক, আপনার দাসেরও দিব্যবিভূতি দেখিলাম।” এই বলিয়া সেই মহামাত্য চতুরঙ্গিনী সৈন্যসহ রাজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে এই বিষয় জানাইলেন।

[স্থান : ভদ্রিকা]

৩. পঞ্চবিধ গোরস-বিধান

ভগবান বৈশালীতে যথারুচি অবস্থান করিয়া সার্ধদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসংঘসহ ভদ্রিকা অভিমুখে পর্যটনে প্রস্থান করিলেন। ভগবান ক্রমান্বয়ে বিচরণ করিতে করিতে ভদ্রিকায় গমন করিলেন। ভগবান ভদ্রিকায় জাতীয়বনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মেণ্ডক গৃহপতি শুনিতে পাইলেন : “শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম ভদ্রিকায় আসিয়াছেন এবং অবস্থান করিতেছেন, ভদ্রিকার জাতীয় বনে। সেই ভগবান গৌতমের এইরূপ কল্যাণজনক কীর্তিরব অভ্যুত্থিত হইয়াছে : ‘সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর, দম্য-পুরুষ সারথি, দেবমনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।’ তিনি দেব, মার, ব্রহ্মাসহ এই জগৎ এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবমনুষ্যসহ এই প্রজালোক স্বয়ং অবগত হইয়া এবং প্রত্যক্ষ করিয়া জ্ঞাপন করেন। তিনি ধর্মদেশনা করেন যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং অন্তে কল্যাণ; তিনি অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত, একান্ত পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করেন। এহেন অর্হতের দর্শন মঙ্গলকর।”

মেণ্ডক গৃহপতি ভগবানকে দেখিবার জন্য অত্যুত্তম যানসমূহ সজ্জিত

করাইয়া, অত্যুত্তম যানে আরোহণ করিয়া, অত্যুত্তম যানে ভদ্রিকা হইতে যাত্রা করিলেন। বহু তীর্থিক দূর হইতেই মেণ্ডক গৃহপতিকে আসিতে দেখিতে পাইলেন; দেখিয়া মেণ্ডক গৃহপতিকে কহিলেন, "গৃহপতি, আপনি কোথায় যাইতেছেন?" "প্রভো, আমি শ্রমণ গৌতমের দর্শনে যাইতেছি।" "গৃহপতি, আপনি স্বয়ং ক্রিয়াবাদী হইয়া কি অক্রিয়াবাদী শ্রমণ গৌতমের দর্শনে উপস্থিত হইতেছেন? গৃহপতি, শ্রমণ গৌতম যে অক্রিয়াবাদী, অক্রিয়ার নিমিত্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবককে বিনীত করেন।"

মেণ্ডক গৃহপতির মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "এই তীর্থিকগণ যেইভাবে অসূয়া করিতেছেন তাহাতে বুঝা যাইতেছে নিশ্চয় সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হইবেন।" তিনি যতদূর যানে গমন করা সম্ভব ততদূর যানে যাইয়া, তৎপর যান হইতে অবতরণ করিয়া, পদব্রজেই গমন করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট মেণ্ডক গৃহপতিকে ভগবান আনুপূর্বিক ধর্মকথা কহিলেন; যথা : দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। ভগবান কামের আদীনব, অবকার, সংক্লেশ এবং নৈষ্ক্রম্যের আনিশংস প্রকাশ করিলেন। যখন ভগবান জানিতে পারিলেন : মেণ্ডক গৃহপতির চিত্ত সুস্থ, মৃদু, কল্য, নীবরণমুক্ত, প্রফুল্ল এবং প্রসন্ন হইয়াছে তখন তিনি বুদ্ধগণের যাহা সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্মদেশনা তাহা অভিব্যক্ত করিলেন, দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ এবং মার্গ। যেমন কালিমারহিত শুভ্রবস্ত্র সম্যকভাবে রং প্রতিগ্রহণ করে এইরূপ মেণ্ডক গৃহপতির সেই আসনেই বিরজ, বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল, 'যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।'

মেণ্ডক গৃহপতি ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম বিদিত হইয়া, ধর্মে প্রবিষ্ট হইয়া, সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্মে বাদবিবাদরহিত হইয়া, ধর্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া এবং শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, অতি সুন্দর, অতি মনোহর! যেমন কেহ উল্টানকে সোজা করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে (পথভ্রষ্টকে) পথ প্রদর্শন করে, অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুষ্মান রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখিতে পায় তেমনভাবেই ভগবান বিবিধপ্রকারে ধর্ম প্রকাশিত করিলেন। প্রভো, আমি ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতেছি, তদুপদিষ্ট ধর্মের এবং ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। ভগবান আমায় আজ হইতে আমরণ উপাসকরূপে অবধারণ করুন। প্রভু ভগবান, আগামীকল্য ভিক্ষুসংঘসহ আমার অন্ন গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করুন।" ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অনন্তর

মেণ্ডক গৃহপতি ভগবানের সম্মতি জানিয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। মেণ্ডক গৃহপতি সেই রাত্রি অবসানে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করিলেন, "প্রভো, ভোজনের সময় উপস্থিত, আহার্য প্রস্তুত হইয়াছে।" ভগবান পূর্বাহ্ণে বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া মেণ্ডক গৃহপতির আলয়ে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুসংঘসহ নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। তখন মেণ্ডক গৃহপতির ভার্যা, পুত্র, স্নুষা এবং দাস ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। ভগবান তাহাদিগকে আনুপূর্বিক ধর্মকথা উপদেশ প্রদান করিলেন; যথা : দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। ভগবান কামের আদীনব, অবকার, সংক্লেশ এবং নৈষ্ক্রম্যের আনিশংস প্রকাশিত করিলেন। যখন ভগবান জানিতে পারিলেন : তাহাদের চিত্ত সুস্থ, মৃদু, কল্য, নীবরণমুক্ত, প্রফুল্ল এবং প্রসন্ন হইয়াছে তখন তিনি যাহা বুদ্ধগণের সমুৎকৃষ্ট সংক্ষিপ্ত ধর্মদেশনা তাহা অভিব্যক্ত করিলেন, দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ এবং মার্গ। যেমন কালিমারহিত শুভ্রবস্ত্র সম্যকভাবে রং প্রতিগ্রহণ করে তেমনভাবেই সেই আসনে তাহাদের বিরজ, বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল, 'যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।' তাহারা ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম বিদিত হইয়া, ধর্মে প্রবিষ্ট হইয়া, সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্মে বাদবিবাদরহিত হইয়া, ধর্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া এবং শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, অতি সুন্দর! অতি মনোহর! যেমন কেহ উল্টানকে সোজা করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ প্রদর্শন করে, অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুষ্মান রূপ দেখিতে পায় তেমনভাবেই ভগবান অনেকপ্রকারে ধর্ম প্রকাশিত করিলেন। প্রভো, আমরা সকলে ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতেছি, তদুপদিষ্ট ধর্মের এবং ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। ভগবান আমাদিগকে আজ হইতে আরমণ শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।"

মেণ্ডক গৃহপতি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে বারণ না করা পর্যন্ত স্বহস্তে উত্তম খাদ্য-ভোজ্যদানে সন্তৃপ্ত করিলেন। ভগবান আহার সমাপ্ত করিয়া পাত্র হইতে হস্ত অপনয়ন করিবার পর তিনি একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট মেণ্ডক গৃহপতি ভগবানকে কহিলেন, "প্রভু ভগবান যতদিন ভদ্রিকায় অবস্থান করিবেন আমি ততদিন বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিত্য আহার্য প্রদান

করিব।” ভগবান মেণ্ডক গৃহপতিকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

ভগবান ভদ্রিকায় যথারুচি অবস্থান করিয়া মেণ্ডক গৃহপতিকে না জানাইয়া সার্ধদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসংঘসহ অঙ্গুত্তরাপ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মেণ্ডক গৃহপতি শুনিতে পাইলেন : ভগবান সার্ধদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসংঘসহ অঙ্গুত্তরাপ অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছেন। অতঃপর মেণ্ডক গৃহপতি দাস এবং কর্মচারীকে আদেশ করিলেন, “ভণে, বহু লবণ, মধু, তণ্ডুল এবং খাদ্য শকটে আরোপণ করিয়া লইয়া আইস। সার্ধদ্বাদশশত গোপালক সার্ধদ্বাদশশত ধেনু লইয়া আইস। আমরা যেখানে ভগবানকে দর্শন পাইব সেখানে উষ্ণ ক্ষীরধারা দ্বারা ভোজন প্রদান করিব।”

মেণ্ডক গৃহপতি রাস্তার মধ্যে এক বনের সন্নিধানে ভগবানের দর্শন লাভ করিলেন। তিনি ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া মেণ্ডক গৃহপতি ভগবানকে কহিলেন, “প্রভু ভগবান, আগামীকল্য ভিক্ষুসংঘসহ আমার অন্ন গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করুন।” ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জানাইলেন। মেণ্ডক গৃহপতি ভগবানের সম্মতি অবগত হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। মেণ্ডক গৃহপতি সেই রাত্রি অবসানে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করাইলেন : “প্রভো, ভোজনের সময় উপস্থিত হইয়াছে, আহার্য প্রস্তুত।” ভগবান পূর্ব্বাহ্নে বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া মেণ্ডক গৃহপতির শিবিরে (পরিবেশন করিবার স্থানে) উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুসংঘসহ নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। মেণ্ডক গৃহপতি সার্ধদ্বাদশশত গোপালককে আদেশ করিলেন : “ভণে, প্রত্যেকে এক এক ধেনুসহ প্রত্যেক ভিক্ষুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হও, উষ্ণ ক্ষীরধারা দ্বারা ভোজন প্রদান করিব।” মেণ্ডক গৃহপতি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে বারণ না করা পর্যন্ত স্বহস্তে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য এবং উষ্ণ ক্ষীরধারা দানে সন্তৃপ্ত করিলেন। ভিক্ষুগণ সংকোচ করিয়া ক্ষীর প্রতিগ্রহণে বিরত হইলেন। (ভগবান কহিলেন,) “হে ভিক্ষুগণ, প্রতিগ্রহণ কর, পরিভোগ কর।”

মেণ্ডক গৃহপতি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে বারণ না করা পর্যন্ত স্বহস্তে খাদ্য-ভোজ্য এবং উষ্ণক্ষীরধারা দানে সন্তৃপ্ত করিলেন। ভগবান আহার সমাপ্ত করিয়া পাত্র হইতে হস্ত অপনয়ন করিলে তিনি একান্তে উপবেশন করিলেন।

একান্তে উপবেশন করিয়া ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, জল এবং খাদ্যবিহীন এমন বনপথ আছে, যেই পথ দিয়া বিনা পাথেয়ে গমন সুকর নহে, অতএব ভগবান ভিক্ষুগণকে পাথেয় গ্রহণে অনুজ্ঞা প্রদান করুন।" ভগবান মেণ্ডক গৃহপতিকে ধর্ম কথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পঞ্চবিধ গোরস; যথা : ক্ষীর, দধি, তক্র, নবনীত এবং চর্বি পরিভোগ করিবে।"

৪. পাথেয়ের বিধান

হে ভিক্ষুগণ, যাহাতে বিনা-পাথেয়ে গমন করা সহজ নহে এমন পানীয় এবং খাদ্যবিহীন বনপথও আছে। (এই হেতু)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পাথেয় অন্বেষণ করিবে : তণ্ডুলার্থী তণ্ডুল, মুগার্থী মুগ, মাষার্থী মাষ, লবণার্থী লবণ, গুড়ার্থী গুড়, তৈলার্থী তৈল এবং চর্বি-অর্থী চর্বি।"

৫. স্বর্ণ, রৌপ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ

হে ভিক্ষুগণ, মানবের মধ্যে শ্রদ্ধা ও প্রসন্নতাসম্পন্ন লোকও আছে তাহারা 'কপ্পিয়কারকের' (ভিক্ষু-সেবকের) হস্তে হীরক কিংবা সুবর্ণ প্রদান করিয়া বলিতে পারে : 'ইহার বিনিময়ে আর্যের যাহা প্রয়োজন তাহা প্রদান করিবে।'

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : তদ্‌দ্বারা যাহা বিহিত তাহা ব্যবহার করিবে। কিন্তু আমি বলিতেছি, কোনো প্রকারেই স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যবহার কিংবা অন্বেষণ করিতে পারিবে না।"

[স্থান : আপণ]

৬. অষ্টবিধ পানীয় এবং সমস্ত ফলরসের বিধান

ভগবান ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিতে করিতে আপণে গমন করিলেন। কেণিয় জটিল শুনিতে পাইলেন : "শাক্যকুল প্রব্রজিত শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম আপণে উপস্থিত হইয়া আপণে অবস্থান করিতেছেন। সেই ভগবান গৌতমের এইরূপ কল্যাণ কীর্তিরব অভ্যুত্থিত হইয়াছে : 'সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর, দম্যপুরুষ সারথি, দেবমনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।' তিনি এই সদেব, সমার, সব্রহ্মজগৎ এবং

শ্রমণ, ব্রাহ্মণ দেবমনুষ্যসহ প্রজালোক স্বয়ং অবগত হইয়া, প্রত্যক্ষ করিয়া জ্ঞাপন করেন।... এহেন অর্হতের দর্শন মঙ্গলকর।"

কেণিয় জটিলের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "আমি শ্রমণ গৌতমের জন্য কী লইয়া যাইব?" আবার তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "যাহারা ব্রাহ্মণগণের পূর্ব ঋষি, মন্ত্ররচয়িতা, মন্ত্রপ্রবর্তক ছিলেন, যাঁহাদের গীত, প্রবর্তিত, সমীহিত প্রাচীন মন্ত্রপদ আধুনিক ব্রাহ্মণগণ অনুগান, অনুভাষণ করিতেছেন, ভাষিতকে পুনর্ভাষণ করিতেছেন, কথিতকে পুনর্কথন করিতেছেন সেই অষ্টক, বামক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গিরা, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ এবং ভৃগু ইত্যাদি ঋষিগণ রাত্রি ভোজন এবং বিকালভোজনে বিরত ছিলেন। তাহারা পানীয় পান করিতেন। শ্রমণ গৌতমও রাত্রিভোজনে এবং বিকালভোজনে বিরত; কাজেই শ্রমণ গৌতমও এইরূপ পানীয় পান করিতে পারেন।" এই ভাবিয়া বিবিধ পানীয় প্রস্তুত করাইয়া, বাঁকে বহন করাইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশলপ্রশ্ন বিনিময় করিলেন, কুশলপ্রশ্ন বিনিময় করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন; একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া কেণিয় জটিল ভগবানকে কহিলেন, "মহানুভব গৌতম, আমার পানীয় প্রতিগ্রহণ করুন।" "কেণিয়, ভিক্ষুগণকেও প্রদান কর।" ভিক্ষুগণ সংকোচ করিয়া প্রতিগ্রহণে বিরত হইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, প্রতিগ্রহণ এবং পান করিতে পার।"

কেণিয় জটিল বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে বারণ না করা পর্যন্ত স্বহস্তে বহু পানীয় দানে সন্তৃপ্ত করিলেন। ভগবান পাত্র হইতে হস্ত অপনয়ন করিয়া ধুইবার পর কেণিয় জটিল একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট কেণিয় জটিলকে ভগবান ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। কেণিয় জটিল ভগবানের ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া ভগবানকে কহিলেন, "মহানুভব গৌতম, আপনি ভিক্ষুসংঘসহ আগামীকল্য আমার অন্ন গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করুন।" "কেণিয়, আমার সহিত সার্ধদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসংঘ আছে; বিশেষত তুমিও ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত।" দ্বিতীয়বার কেণিয় জটিল ভগবানকে কহিলেন, "মহানুভব গৌতম, যদিও বা আপনার সহিত সার্ধদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসংঘ এবং যদিও বা আমি ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অত্যধিক অনুরক্ত তথাপি মহানুভব গৌতম আগামীকল্য ভিক্ষুসংঘসহ আমার অন্ন গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করুন।" "কেণিয়, আমার সহিত সার্ধদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসংঘ আছে

এবং তুমিও ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অত্যধিক অনুরক্ত।” তৃতীয়বারও কেণিয় জটিল ভগবানকে কহিলেন, “মহানুভব গৌতম, যদিও বা আপনার সহিত সার্ধদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসংঘ আছে এবং যদিও বা আমি ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত তথাপি মহানুভব গৌতম ভিক্ষুসংঘসহ আমার অন্ন গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করুন।” ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কেণিয় জটিল ভগবানের সম্মতি অবগত হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : অষ্টবিধ পানীয়; যথা : আম, জাম, বন্যকদলী, গ্রাম্যকদলী, মধু, আঙ্গুর, শালুক এবং ফাল্‌সা (দাড়িম্ব) ইত্যাদির রস পান করিতে পারিবে।

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ধান্যের রস ব্যতীত সমস্ত ফলের রস পান করিতে পারিবে।

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পক্বপাতার রস (পাক করা শাকের ঝোল) ব্যতীত সমস্ত পাতার রস পান করিতে পারিবে।

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : মধুক পুষ্পের (মহুয়া ফুলের) রস ব্যতীত সমস্ত পুষ্পের রস পান করিতে পারিবে।

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ইক্ষুর রস পান করিতে পারিবে।”

কেণিয় জটিল সেই রাত্রি অবসানে স্বীয় আশ্রমে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করিলেন : “মহানুভব গৌতম, ভোজনের সময় হইয়াছে, আহার্য প্রস্তুত।” ভগবান পূর্বাহ্নে বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া কেণিয় জটিলের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুসংঘসহ নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর কেণিয় জটিল বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে বারণ না করা পর্যন্ত স্বহস্তে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দানে সন্তৃপ্ত করিলেন। ভগবান আহার সমাপন করিয়া পাত্র হইতে হস্ত অপনয়ন করিলে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট কেণিয় জটিলকে ভগবান এই গাথাযোগে অনুমোদন করিলেন :

যজ্ঞে অগ্নিহোত্র, মন্ত্রে সাবিত্রী[১] প্রধান,
নরে রাজা, নদী মধ্যে সাগর মহান।

---

[১]। সাবিত্রী প্রসিদ্ধ বৈদিক মন্ত্রবিশেষ।

নক্ষত্রে প্রধান চন্দ্র জানে সর্বজন,
তপনে আদিত্য শ্রেষ্ঠ করয়ে গণন।
পুণ্যকামী, পুণ্যাকাঙ্ক্ষী আছ যতজন,
পূজ্য মধ্যে মুখ্য গণ্য জান ভিক্ষুগণ।

ভগবান এই গাথাযোগে কেণিয় জটিলের দান অনুমোদন করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

[স্থান : কুশীনগর]

৭. রোজমল্লের সৎকার

ভগবান আপণে যথারুচি অবস্থান করিয়া সার্ধদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসংঘসহ কুশীনগর অভিমুখে পর্যটনে প্রস্থান করিলেন। কুশীনগরবাসী মল্লগণ শুনিতে পাইল : ভগবান কুশীনগরে আসিতেছেন, সঙ্গে সার্ধদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসংঘ। তাহারা বিধান করিল : 'যে ভগবানের অভ্যর্থনা করিবে না তাহার পঞ্চশত কার্ষাপণ দণ্ড।' সেই সময় রোজ নামক মল্ল আয়ুষ্মান আনন্দের সহায় ছিলেন। ভগবান ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিতে করিতে কুশীনগরে গমন করিলেন। কুশীনগরবাসী মল্লগণ ভগবানের অভ্যর্থনা করিল। রোজমল্ল ভগবানের অভ্যর্থনা করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। একান্তে দণ্ডায়মান রোজমল্লকে আয়ুষ্মান আনন্দ কহিলেন, "বন্ধু রোজ, তুমি যে ভগবানের অভ্যর্থনা করিলে তোমার এই কার্য অতি উত্তম।" "প্রভু আনন্দ, আমি বুদ্ধ, ধর্ম অথবা সংঘের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি নাই; কিন্তু জ্ঞাতিগণ বিধান করিয়াছেন : 'যে ভগবানের অভ্যর্থনা না করিবে তাহার পঞ্চশত কার্ষাপণ দণ্ড হইবে।' প্রভু আনন্দ, কেবল আমি জ্ঞাতিগণের দণ্ডভয়ে ভগবানের অভ্যর্থনায় যোগ দিয়াছি মাত্র।" আয়ুষ্মান আনন্দ অসন্তুষ্ট হইলেন : "কেন রোজমল্ল এরূপ বলিতেছে!" আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট গমন করিলেন; গমন করিয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, এই রোজমল্ল প্রসিদ্ধ এবং সাধারণের পরিচিত লোক। সাধারণের পরিচিত এইরূপ ব্যক্তির এই ধর্মবিনয়ে (বুদ্ধের শাসনে) প্রসন্নতা উৎপাদন করা মঙ্গলকর। অতএব ভগবান সেইরূপ কোনো ব্যবস্থা করুন যাহাতে রোজমল্ল এই ধর্মবিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়।" "আনন্দ, যাহাতে রোজমল্ল এই ধর্মবিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় তথাগতের পক্ষে তাহা করা কঠিন

নহে।”

ভগবান রোজমল্লকে মৈত্রীচিত্তে পরিপ্লাবিত করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া বিহারে প্রবেশ করিলেন। রোজমল্ল ভগবানের মৈত্রীচিত্তে পরিপ্লাবিত হইয়া সদ্যপ্রসূতা গাভীর ন্যায় বিহার হইতে বিহারান্তরে, পরিবেণ হইতে পরিবেণান্তরে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন : “প্রভো, এখন সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কোথায় অবস্থান করিতেছেন? আমি সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে দর্শন করিতে চাই।” “বন্ধু রোজ, এই যে রুদ্ধদ্বার বিহার দেখিতেছেন সেইস্থানে অল্পশব্দে উপস্থিত হইয়া, সন্তর্পণে বারান্দায় প্রবেশ করিয়া, কাশিয়া, অর্গল (কপাট বন্ধন-কাষ্ঠদণ্ড) সঞ্চালন করুন; ভগবান আপনাকে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবেন!”

রোজমল্ল রুদ্ধদ্বার বিহারে অল্পশব্দে উপস্থিত হইয়া, সন্তর্পণে বারান্দায় প্রবেশ করিয়া, কাশিয়া, অর্গল সঞ্চালন করিলেন। ভগবান দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। রোজমল্ল বিহারে প্রবেশ করিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট রোজমল্লকে ভগবান আনুপূর্বিক ধর্মকথা কহিলেন; যথা : দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গকথা। ভগবান কামের আদীনব, অবকার, সংক্লেশ এবং নৈষ্ক্রম্যের আনিশংস প্রকাশিত করিলেন। যখন ভগবান জানিতে পারিলেন : রোজমল্লের চিত্ত সুস্থ, মৃদু, কল্য, নীবরণমুক্ত, প্রফুল্ল এবং প্রসন্ন হইয়াছে তখন তিনি বুদ্ধগণের সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্মদেশনা অভিব্যক্ত করিলেন, দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ এবং মার্গ। যেমন কালিমারহিত শুভ্রবস্ত্র সম্যকভাবে রং প্রতিগ্রহণ করে এইরূপ রোজমল্লের সেই আসনেই বিরজ এবং বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল, ‘যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।’ রোজমল্ল ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম বিদিত হইয়া, ধর্মে প্রবিষ্ট হইয়া এবং সংশয়মুক্ত হইয়া, বাদবিবাদ রহিত হইয়া, বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া এবং শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন :

“প্রভো, আর্যগণ আমারই চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন এবং ভৈষজ্যদ্রব্য প্রতিগ্রহণ করুক, অন্যের গ্রহণ না করুক।” “রোজ, তোমার ন্যায় যাহাদের শৈক্ষ্যজ্ঞানে এবং শৈক্ষ্যদর্শনে ধর্ম প্রত্যক্ষ হইয়াছে তাহাদের মনেও এই চিন্তা উদিত হয় : ‘আর্যগণ আমাদেরই চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন এবং ভৈষজ্যদ্রব্য প্রতিগ্রহণ করুক অন্যের নহে।’ রোজ, তাহা হইলে তোমারও প্রতিগ্রহণ করিবে এবং অন্যেরও করিবে।”

সেই সময়ে কুশীনগরে উত্তম ভোজ্যের পর্যায় নির্দিষ্ট ছিল। রোজমল্ল

পর্যায় লাভ করিতে না পারিয়া তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'আমি ভোজনশালা অবলোকন করিব, ভোজন শালায় যেই দ্রব্যের অভাব হইবে আমি তাহা প্রস্তুত করিব।' অনন্তর রোজমল্ল ভোজনশালা অবলোকন করিবার সময় দুইটি বস্তু দেখিতে পাইলেন না, শাক এবং পিষ্টক। অতঃপর রোজমল্ল আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন, "প্রভু আনন্দ, আমি পর্যায় লাভ করিতে না পারায় আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল : 'আমি ভোজনশালা অবলোকন করিব, তথায় যেই বস্তু না থাকিবে আমি তাহা প্রস্তুত করিব।' এই ভাবিয়া আমি ভোজনশালা অবলোকন করিয়া দুইটি দ্রব্য দেখিতে পাইলাম না, শাক এবং পিষ্টক। প্রভু আনন্দ, যদি আমি শাক এবং পিষ্টক প্রস্তুত করি তাহা হইলে ভগবান তাহা প্রতিগ্রহণ করিবেন কী?" "রোজ, তাহা হইলে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব।"

আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "আনন্দ, তাহা হইলে প্রস্তুত করুক।" (আনন্দ রোজমল্লকে কহিলেন,) রোজ, প্রস্তুত করিতে পার।" রোজমল্ল সেই রাত্রি অবসানে বহু শাক এবং পিষ্টক প্রস্তুত করাইয়া ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন : "প্রভু ভগবান, আমার শাক এবং পিষ্টক প্রতিগ্রহণ করুন।" "রোজ, ভিক্ষুদিগকেও প্রদান কর।" ভিক্ষুগণ সংকোচ করিয়া প্রতিগ্রহণে বিরত হইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, প্রতিগ্রহণ কর এবং পরিভোগ কর।" রোজমল্ল বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে বারণ না করা পর্যন্ত স্বহস্তে বহু শাক এবং পিষ্টক দানে সন্তৃপ্ত করিলেন এবং ভগবান পাত্র হইতে হস্ত অপনয়ন করিয়া ধৌত করিবার পর একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট রোজমল্লকে ভগবান ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

৮. শাক এবং পিষ্টক গ্রহণে অনুজ্ঞা

অনন্তর ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সকল প্রকারের শাক এবং পিষ্টক পরিভোগ করিতে পারিবে।"

৯. ক্ষুরভাণ্ড ধারণ নিষিদ্ধ

ভগবান কুশীনগরে যথারুচি অবস্থান করিয়া সার্ধদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসংঘসহ আতুমা অভিমুখে পর্যটনে প্রস্থান করিলেন।

[স্থান : আতুমা]

সেই সময় জনৈক ভূতপূর্ব নাপিত বৃদ্ধকালে প্রব্রজিত হইয়া আতুমায় অবস্থান করিতেছিল। তাহার দুইটি সন্তান ছিল। তাহারা মধুরভাষী, প্রতিভাশালী, দক্ষ এবং স্বীয় ব্যবসায় নাপিতকর্মে পারদর্শী ছিল। সেই বৃদ্ধ প্রব্রজিত শুনিতে পাইল: ভগবান সার্ধদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসংঘসহ আতুমায় আসিতেছেন। তখন সেই বৃদ্ধ প্রব্রজিত সেই বালকগণকে কহিল, "বৎসগণ, ভগবান সার্ধদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসংঘসহ আতুমায় আসিতেছেন। অতএব বৎসগণ, তোমরা ক্ষুরভাণ্ড (ক্ষৌর করিবার সামগ্রী), 'নালি'[১] এবং 'আবাপক'[২] লইয়া প্রতিগৃহে ভ্রমণ কর এবং লবণ, তৈল, তণ্ডুল, খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ কর, ভগবান আসিলে তাহাকে যবাগূ প্রদান করিব।" "তথাস্তু" বলিয়া সেই বালকদ্বয় বৃদ্ধ প্রব্রজিতকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া ক্ষুরভাণ্ড, 'নালি' এবং 'আবাপক' লইয়া প্রতিগৃহে লবণ, তৈল, তণ্ডুল এবং খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। জনসাধারণ সেই বালকগণকে মিষ্টভাষী এবং প্রতিভাসম্পন্ন দেখিয়া যাহারা ক্ষৌর করাইতে ইচ্ছুক ছিল না তাহারাও ক্ষৌর করাইতে লাগিল এবং ক্ষৌর করাইয়াও বহু (পারিশ্রমিক) দিতে লাগিল। সেই বালকগণ বহু লবণ, তৈল, তণ্ডুল এবং খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইল।

ভগবান ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিতে করিতে আতুমায় গমন করিলেন। ভগবান আতুমায় অবস্থান করিতে লাগিলেন, ভূষাগারে। সেই বৃদ্ধ প্রব্রজিত সেই রাত্রি অবসানে বহু যবাগূ প্রস্তুত করাইয়া ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত করিল, "প্রভু ভগবান, আমার যবাগূ প্রতিগ্রহণ করুন।" (কোনো কোনো বিষয়) জানিয়াও তথাগতগণ জিজ্ঞাসা করেন, আবার (কোনো কোনো বিষয়) জানিয়াও জিজ্ঞাসা করেন না, সময় বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করেন, আবার সময় বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করেন না। অর্থসংযুক্ত বাক্যই তথাগতগণ জিজ্ঞাসা করেন, নিরর্থক নহে। তথাগতগণের নিরর্থক কথার মূলোৎপাটিত হইয়াছে। বুদ্ধ ভগবানগণ দুই কারণে ভিক্ষুগণের নিকট জিজ্ঞাসা করেন, 'ধর্মদেশনা করিব অথবা শ্রাবকগণের জন্য শিক্ষাপদ স্থাপন করিব।' ভগবান সেই বৃদ্ধ প্রব্রজিতকে কহিলেন, "ভিক্ষু, এই যবাগূ কোথায় পাইয়াছ?" সেই বৃদ্ধ প্রব্রজিত ভগবানকে এই বিষয় জানাইল। বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত

---

[১]। ওজন করিবার পাত্রবিশেষ;

[২]। দ্রব্য রাখিবার ভাণ্ডবিশেষ।

বলিয়া প্রকাশ করিলেন, "মোঘপুরুষ, তোমার এই কার্য অননুরূপ, অননুযায়ী, অপ্রতিরূপ, অশ্রমণোচিত, অবিহিত এবং অকরণীয় হইয়াছে। কেন তুমি প্রব্রজিত হইয়া অবিহিত বিষয়ের প্রেরণা দিয়াছ? তোমার এই কার্যে যে অপ্রসন্নদিগের মধ্যে প্রসন্নতা উৎপাদন করিবে না"... এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :

"হে ভিক্ষুগণ, প্রব্রজিত অবিহিত বিষয়ের প্রেরণা দিতে পারিবে না; যে প্রেরণা দিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ, প্রব্রজিত হইবার পূর্বে নাপিতের কাজ করিত এহেন ভিক্ষু ক্ষুরভাণ্ড হস্তে ভ্রমণ করিতে পারিবে না; যে ভ্রমণ করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

[স্থান : শ্রাবস্তী]

ভগবান আতুমায় যথারুচি অবস্থান করিয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে পর্যটনে বাহির হইলেন। ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিতে করিতে শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন। ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডদের আরামে। সেই সময় শ্রাবস্তীতে খাদ্যোপযোগী বহুবিধ ফল অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "ভগবান ফল খাইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন কিংবা দেন নাই?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সর্বপ্রকারের ফল খাইতে পারিবে।"

১০. সংঘের ভূমি এবং বীজাদি সম্বন্ধে নিয়ম

সেই সময় সংঘের বীজ ব্যক্তিবিশেষের ভূমিতে বপন করিত এবং ব্যক্তিবিশেষের বীজ সংঘের ভূমিতে বপন করিত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, সংঘের বীজ ব্যক্তিবিশেষের ভূমিতে বপন করা হইলে ভাগ[১] দিয়া পরিভোগ করিবে এবং ব্যক্তিবিশেষের বীজ সংঘের ভূমিতে বপন করিলে ভাগ দিয়া পরিভোগ করিবে।"

---

[১]। ভূমির মালিককে এক দশমাংশ দেওয়া প্রাচীন রীতি। এই হেতু দশ ভাগের এক ভাগ ভূমির মালিককে দিতে হইবে।—সম-পাসা।

১১. বিধিসম্মত এবং বিধিবিরুদ্ধ

সেই সময়ে ভিক্ষুগণকে কোনো কোনো বিষয়ে সন্দেহ উৎপন্ন হইল : ভগবান কীসের অনুজ্ঞা দিয়াছেন এবং কীসেরই বা অনুজ্ঞা দেন নাই। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

হে ভিক্ষুগণ, আমি যাহা 'বিহিত নহে' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করি নাই, যদি তাহা অবিহিতের অনুলোম (অনুযায়ী) হয় এবং বিহিতের বিরোধী হয় তাহা হইলে তাহা তোমাদের পক্ষে অবিহিত। আমি যাহা 'বিহিত নহে' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করি নাই যদি তাহা বিহিতের অনুলোম হয় এবং অবিহিতের বিরোধী হয় তাহা হইলে তাহা তোমাদের পক্ষে বিহিত। আমি যাহা 'বিহিত' বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছি যদি তাহা অবিহিতের অবিরোধী এবং বিহিতের বিরোধী হয় তাহা হইলে তাহা তোমাদের পক্ষে বিহিত নহে। আমি যাহা 'বিহিত' বলিয়া ব্যবস্থা দিই নাই যদি তাহা বিহিতের অনুলোম (অনুযায়ী) এবং অবিহিতের বিরোধী হয় তাহা হইলে তাহা তোমাদের পক্ষে বিহিত।

১২. কোন সময়ে গৃহীত দ্রব্য কোন সময় পর্যন্ত বিহিত?

ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'যাবৎকালে'র[১] সঙ্গে 'যামিক'[২] বিহিত কি অবিহিত? 'যাবৎকালে'র সঙ্গে 'সাপ্তাহিক'[৩] বিহিত কি অবিহিত? 'যাবৎকালে'র সঙ্গে 'যাবজ্জীবক'[৪] বিহিত কি অবিহিত? 'যামিকের' সঙ্গে 'সাপ্তাহিক' বিহিত কি অবিহিত? 'যামিকের' সঙ্গে 'যাবজ্জীবক' বিহিত কি অবিহিত? 'সাপ্তাহিকের' সঙ্গে 'যাবজ্জীবক' বিহিত কি অবিহিত?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

হে ভিক্ষুগণ, 'যাবৎকালের' সঙ্গে 'যামিক' সকালে প্রতিগৃহীত হইলে সকালে বিহিত; বিকালে বিহিত নহে। 'যাবৎকালের' সঙ্গে 'সাপ্তাহিক' সকালে প্রতিগৃহীত হইলে সকালে বিহিত; বিকালে বিহিত নহে।

---

[১]। পূর্বাহ্ণে খাদ্যভোজ্য প্রতিগ্রহণ করিয়া মধ্যাহ্ন পর্যন্ত পরিভোগ করাকে 'যাবকালিক' (যাবৎকাল) বলে।

[২]। পূর্বাহ্ণে অনুলোম পানীয়সহ পূর্বোক্ত অষ্টবিধ পানীয় প্রতিগ্রহণ করিয়া রাত্রির অন্তিমযাম পর্যন্ত পরিভোগ করাকে 'যামকালিক' (যামিক) বলে।

[৩]। চর্বি আদি পঞ্চবিধ ভৈষজ্য একবার প্রতিগ্রহণ করিয়া সাত দিন পর্যন্ত পরিভোগ করাকে 'সত্তাহকালিক' (সাপ্তাহিক) বলে।

[৪]। হরিদ্রা, আর্দ্রক, বচ, রসুন, উশীর, নাগরমোথা, ত্রিকুট, মঞ্জিষ্ঠালতা এবং পঞ্চমূলাদির মূল রোগ থাকিলে একবার প্রতিগ্রহণ করিয়া আজীবন পরিভোগ করাকে 'যাবজ্জীবক' বলে।—খুদ্দসিক্‌খা।

'যাবৎকালের' সঙ্গে 'যাবজ্জীবক' সকালে প্রতিগৃহীত হইলে সকালে বিহিত; বিকালে বিহিত নহে। 'যামিকের' সঙ্গে 'সাপ্তাহিক' সকালে প্রতিগৃহীত হইলে প্রথম প্রহরে বিহিত; প্রহর অতিক্রমে বিহিত নহে। 'যামিকের' সঙ্গে 'যাবজ্জীবক' সকালে প্রতিগৃহীত হইলে প্রথম প্রহরে বিহিত; প্রহর অতিক্রমে বিহিত নহে। 'সাপ্তাহিকের' সঙ্গে 'যাবজ্জীবক' সকালে প্রতিগৃহীত হইলে সপ্তাহ পর্যন্ত বিহিত; সপ্তাহ অতিক্রমে বিহিত নহে।

॥ ভৈষজ্য-স্কন্ধ সমাপ্ত ॥

৭. কঠিন-স্কন্ধ

কঠিন চীবরের বিধান

[স্থান : শ্রাবস্তী]

১. কঠিন চীবরের অনুজ্ঞা দান

১. সেই সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তী-সন্নিধানে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডদের আরামে। সেই সময় পাঠেয়বাসী[১] (পশ্চিম দেশীয়) ত্রিশজন ভিক্ষু সকলে অরণ্যবাসী, ভিক্ষান্নভোজী, পাংশুকূলচীবর এবং ত্রিচীবরধারী ছিলেন। তাহারা আসন্ন বর্ষায় ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য শ্রাবস্তীতে যাইবার সময় বর্ষাবাসের দিন শ্রাবস্তীতে পৌঁছিবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া পথের মধ্যে সাকেতে বর্ষাবাস আরম্ভ করিলেন। তাহারা 'আমাদের সমীপেই, এস্থান হইতে ছয় যোজনমাত্র ব্যবধানে ভগবান অবস্থান করিতেছেন অথচ আমরা ভগবানের দর্শন লাভ করিতে পারিতেছি না' এই ভাবিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে বর্ষাবাস আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া, তিন মাস পরে প্রবারণা সমাপ্ত করিয়া, বর্ষার সজল কর্দম ঠিকরাইয়া পড়া আর্দ্রচীবরে ক্লান্ত হইয়া শ্রাবস্তী-সন্নিধানে জেতবন অনাথপিণ্ডদের আরামে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া, একান্তে উপবেশন করিলেন। আগন্তুক ভিক্ষুগণকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বুদ্ধ ভগবানের রীতি। ভগবান সেই ভিক্ষুগণকে কহিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা নিরুপদ্রবে ছিলে তো? সুখে দিন যাপন করিয়াছ তো? সমভাবে, মনানন্দে, নির্বিবাদে এবং নির্বিঘ্নে বর্ষাবাস করিয়াছ তো? ভিক্ষান্ন সংগ্রহে কষ্ট হয় নাই তো?"

"ভগবান, আমরা নিরুপদ্রবে ছিলাম, সুখে দিন যাপন করিয়াছি। সমভাবে, মনানন্দে, নির্বিবাদে এবং নির্বিঘ্নে বর্ষাবাস করিয়াছি, ভিক্ষান্ন সংগ্রহেও আমাদিগকে ক্লেশ পাইতে হয় নাই। প্রভো, আমরা ত্রিশজন পাঠেয়বাসী ভিক্ষু আসন্ন বর্ষায় ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য শ্রাবস্তীতে আসিবার সময় বর্ষাবাসের দিন শ্রাবস্তীতে পৌঁছিবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া

---

[১]। কোশলরাজ্যের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত এক দেশের নাম।—সম-পাসা।

পথের মধ্যে সাকেতে বর্ষা যাপন করিয়াছিলাম। আমরা 'আমাদের নাতিদূরে, এস্থান হইতে ছয় যোজন মাত্র ব্যবধানে ভগবান অবস্থান করিতেছেন অথচ আমরা ভগবানের দর্শন লাভ করিতে পারিতেছি না' এই ভাবিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে বর্ষাবাস আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমরা তিন মাস অন্তে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া প্রবারণার পর বর্ষার সজল-কর্দমক্লিন্ন আর্দ্র চীবরে ক্লান্ত হইয়া দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি।"

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : বর্ষাবাসসমাপক ভিক্ষুগণ কঠিন চীবর আস্তীর্ণ করিবে।"

২. কঠিন চীবরলাভী ভিক্ষুর জন্য বিশেষ বিধান

হে ভিক্ষুগণ, কঠিন[১] চীবর প্রসারিত করা হইলে তোমাদের পাঁচটি বিষয় বিহিত (কপ্পিস্সন্তি) হইবে; যথা : (১) না বলিয়া গমন করা[২] (২) বিনা ত্রিচীবরে বিচরণ করা[৩] (৩) গণভোজন করা[৪] (৪) যথারুচি চীবর পরিভোগ করা[৫] (৫) সেই স্থানে যেই সব চীবর পাওয়া যাইবে সমস্তই তাহাদের হওয়া[৬]। ভিক্ষুগণ, কঠিন চীবর প্রসারিত হইলে এই পাঁচটি বিষয় বিহিত হইবে।

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে কঠিন চীবর প্রসারিত করিবে। দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এইরূপে প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :

জ্ঞপ্তি : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন : সংঘের জন্য এই কঠিন বস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হইলে সংঘ এই কঠিন বস্ত্র, কঠিন চীবর প্রসারিত করিবার জন্য অমুক ভিক্ষুকে দিতে

---

[১]। পঞ্চবিধ আনিশংস (ফল) অন্তর্ভুক্ত করিবার সামর্থে স্থির থাকায় কঠিন নামে অভিহিত হয়।—বিম-বিনো এবং সার-দীপ।

[২]। পূর্বাহ্নের জন্য নিমন্ত্রিত ভিক্ষু নিমন্ত্রণকর্তার বাড়ি হইতে সঙ্গী ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা না করিয়া অন্য বাড়িতে গমন করা;

[৩]। অধিষ্ঠিত ত্রিচীবর রাত্রিতে নিজের হস্তপার্শ্বে (আড়াই হাতের মধ্যে) না রাখিয়া অরুণোদয় করা;

[৪]। 'গণভোজন' করা অর্থাৎ চারি জনের অনধিক ভিক্ষু নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ভোজন করা;

[৫]। অতিরিক্ত চীবর যত ইচ্ছা তত অধিষ্ঠান কিংবা বেনামা না করিয়া নিজের নিকট রাখা;

[৬]। যেই বিহারে যাহারা কঠিন চীবর লাভ করেন সেই বিহারে ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে যত চীবর প্রদত্ত হয় তৎসমুদয় চীবর তাহাদের অধিকারে থাকা। তাহাতে কোনো আগন্তুক ভিক্ষুর অধিকার না থাকা।—সম-পাসা।

পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন : সংঘের জন্য এই কঠিন বস্ত্র পাওয়া গিয়াছে, সংঘ এই কঠিন বস্ত্র অমুক ভিক্ষুকে কঠিন চীবর প্রসারিত করিবার জন্য প্রদান করিতেছেন। যেই আয়ুষ্মান এই কঠিন বস্ত্র কঠিন প্রসারিত করিবার জন্য অমুক ভিক্ষুকে প্রদান করা উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিত মনে করেন না তিনি তাহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা : সংঘ এই কঠিন বস্ত্র অমুক ভিক্ষুকে কঠিন চীবর প্রসারিত করিবার জন্য প্রদান করিলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন, আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

৩. কঠিন চীবরের প্রসারণ এবং অপ্রসারণ

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে কঠিন চীবর প্রসারিত করা হয় এবং এইভাবে প্রসারিত করা হয় না। ভিক্ষুগণ, কিরূপে কঠিন চীবর প্রসারিত করা হয় না (অনত্থতং হোতি)? 'উল্লিখিত'[১] (চিহ্নিত) করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না; 'ধোবন'[২] (ধৌত) করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না; 'চীবর বিচারণ'[৩] (নির্ধারণ) করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না; 'ছেদন'[৪] করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না; 'বন্ধন'[৫] করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না; 'ওবট্টিক'[৬] (অববর্তিত) করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না; 'কণ্ডূস'[৭] করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না; 'দল্হীকম্ম'[৮] (দৃঢ়কর্ম) করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না; 'অনুবাত'[৯] করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না; 'পরিভণ্ড'[১০] করা মাত্র কঠিন

---

[১]। দৈর্ঘ প্রস্থ প্রমাণ গ্রহণ করা মাত্র অর্থাৎ প্রমাণ গ্রহণ করিবার সময় তৎ তৎ স্থান অবগত হইবার জন্য নখাদি দ্বারা অংশ করিয়া দাগ দেওয়া অথবা ললাটাদিতে ঘর্ষণ করা মাত্র।

[২]। কঠিন চীবরের বস্ত্র ধৌত করা মাত্র।

[৩]। পঞ্চ, সপ্ত, নয় বা একাদশ টুকরা হউক এইরূপ নির্ধারণ করা মাত্র।

[৪]। সিদ্ধান্তানুযায়ী বস্ত্র ছেদন করা মাত্র।

[৫]। সুতার 'খিল' দেওয়া মাত্র।

[৬]। সুতার 'খিল' অনুসারে দৈর্ঘে সেলাই করা মাত্র।

[৭]। সেলাইয়ের যোগ্য ভাঁজ করা;

[৮]। দুই খণ্ড মাত্র সেলাই করা।

[৯]। চীবরের চতুষ্পার্শ্বে স্বতন্ত্র বস্ত্রখণ্ড সংযোগ করা।

[১০]। চীবরের মধ্যভাগ সংযোগ করা।

প্রসারিত হয় না; 'ওবট্টেয্য'[১] করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না; 'কম্বলমদ্দন'[২] মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না; 'নিমিত্ত'[৩] করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না; 'পরিকথা'[৪] করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না; 'কুক্কু'[৫] করায় কঠিন প্রসারিত হয় না; 'সন্নিধি'[৬] করায় কঠিন প্রসারিত হয় না; 'নিস্‌সগ্গিয়'[৭] দ্বারা কঠিন প্রসারিত হয় না; 'অকপ্প'[৮] করা হইলে কঠিন প্রসারিত হয় না; সঙ্ঘাটি ব্যতীত কঠিন চীবর প্রসারিত হয় না; উত্তরাসঙ্গ ব্যতীত কঠিন চীবর প্রসারিত হয় না; অন্তর্বাস[৯] ব্যতীত কঠিন চীবর প্রসারিত হয় না; পঞ্চ বা তদতিরিক্ত খণ্ডে সেই দিনই ছিন্ন এবং সমণ্ডলী[১০] করা ব্যতীত কঠিন চীবর প্রসারিত হয় না; একজনের জন্য ব্যতীত বহুজনের জন্য কঠিন চীবর প্রসারিত হয় না; সম্যকভাবে চীবর প্রস্তুত করা হইলেও যদি তাহা সীমার বহির্ভাগে স্থিত ভিক্ষু অনুমোদন করে তাহা হইলেও কঠিন চীবর প্রসারিত হয় না। হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে কঠিন চীবর প্রসারিত হয় না।

হে ভিক্ষুগণ, কীভাবে কঠিন চীবর প্রসারিত হয়? 'অহত'[১১] বস্ত্র দ্বারা কঠিন চীবর প্রসারিত হয়; 'অহতকপ্প'[১২] বস্ত্র দ্বারা কঠিন প্রসারিত হয়; 'পিলোতিকা' (নক্তক)[১৩] দ্বারা কঠিন প্রসারিত হয়; 'পাংশুকূল'[১] দ্বারা কঠিন

---

[১]। কঠিন চীবর হইতে কাপড়ের টুকরা লইয়া অকঠিন চীবরে সংযোগ করা।

[২]। একবার রঞ্জিত করিয়া দন্তবর্ণ বা পাণ্ডুবর্ণ করা।

[৩]। 'এই বস্ত্র কঠিন চীবর প্রসারণ করিয়া' এইরূপ অভিপ্রায় করা।

[৪]। কঠিন চীবর প্রদান করা উচিত, কঠিন চীবর দাতা বহু পুণ্য লাভ করে এইরূপ উপদেশে পাওয়া;

[৫]। ধার করা বস্ত্র দ্বারা;

[৬]। সন্নিধি দ্বিবিধ—করণ সন্নিধি এবং নিচয় সন্নিধি। তখনি প্রস্তুত না করিয়া রাখিয়া দিয়া মধ্যে মধ্যে সেলাই আদি করার নাম করণ সন্নিধি। সংঘ অদ্য কঠিন বস্ত্র লাভ করিয়া পর দিবসে দেওয়ার নাম নিচয় সন্নিধি। সন্নিধি অর্থ জমা রাখা।

[৭]। প্রস্তুত করিতে করিতে অরুণোদয় হওয়া

[৮]। নীল বা কাল বর্ণের বিন্দু না দেওয়া।

[৯]। সঙ্ঘাটি, উত্তরাসঙ্গ এবং অন্তর্বাস এই ত্রিবিধ চীবর ব্যতীত প্রত্যাস্তরণ (বিছানার চাদর) আদি দ্বারা কঠিন চীবর প্রসারিত হয় না।

[১০]। পঞ্চ বা তদতিরিক্ত খণ্ড করিয়া প্রত্যেক খণ্ডকে আবার দুই বা তিন টুকরা করিতে হয়। তৎপর সংযোগ করিয়া সেলাই করা। তেমনভাবে ছিন্ন না করিয়া চীবর প্রস্তুত করিলে সেই বস্ত্র দ্বারা কঠিন চীবর প্রসারিত করা যায় না;

[১১]। নূতন বস্ত্র দ্বারা;

[১২]। একবার বা দুইবার ধৌত নূতন বস্ত্র দ্বারা;

[১৩]। ছেঁড়া কাপড় দ্বারা;

প্রসারিত হয়, দোকানের সম্মুখে পরিত্যক্ত বস্ত্র দ্বারা কঠিন প্রসারিত হয়; 'নিমিত্ত'[২] করা না হইলে কঠিন প্রসারিত হয়; 'পরিকথা'[৩] করা না হইলে কঠিন প্রসারিত হয়; 'কুক্কু'[৪] করা ব্যতীত কঠিন প্রসারিত হয়; অসঞ্চিত বস্ত্র দ্বারা কঠিন প্রসারিত হয়; 'নিস্সগ্গিয়'[৫] বস্ত্র ব্যতীত অন্য বস্ত্রদ্বারা কঠিন প্রসারিত হয়; 'বিন্দু'[৬] দেওয়া হইলে কঠিন প্রসারিত হয়; সজ্ঘাটি, উত্তরাসঙ্গ এবং অন্তর্বাস দ্বারা কঠিন প্রসারিত হয়; পঞ্চ বা তদতিরিক্ত খণ্ডে সেই দিনই ছিন্ন এবং সমগুলী করা হইলে কঠিন প্রসারিত হয়; এক ব্যক্তির জন্য কঠিন চীবর প্রসারিত হয়; সম্যকভাবে প্রস্তুত চীবর সীমাভ্যন্তরস্থ ভিক্ষু অনুমোদন করিলে কঠিন চীবর প্রসারিত হয়। হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে কঠিন চীবর প্রসারিত হয়[৭]।

কঠিন চীবর ধ্বংস

১. কিরূপে কঠিন চীবরের ধ্বংস সাধিত হয়?

হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে কঠিন চীবর বিধ্বংস হয়? ভিক্ষুগণ, কঠিন চীবর বিধ্বংস হইবার এই অষ্টবিধ মাতৃকা (প্রধান কারণ); যথা : 'পক্কমনন্তিকা' (প্রস্থানান্তিকা), 'নিট্ঠানন্তিকা' (সমাপনন্তিকা,) 'সন্নিট্ঠানন্তিকা' (অসমাপনান্তিকা), 'নাসনন্তিকা' (নাশান্তিকা), 'সবনন্তিকা' (শ্রবণান্তিকা), 'আসাবচ্ছেদিকা' (আশাবচ্ছেদিকা), সীমাতিক্কন্তিকা' (সীমাতিক্রান্তিকা) এবং 'সহুব্ভরা' (সহবিনাশিকা)।

২. সপ্তবিধ আদায়

(১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর প্রসারিত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব না' সঙ্কল্প করিয়া, প্রস্তুত করা চীবর লইয়া প্রস্থান করে সেই ভিক্ষুর কঠিন চীবরের বিনাশ 'পক্কমনন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (২) যেই ভিক্ষু কঠিন

১। আবর্জনাস্তূপ হইতে কুড়ানো বস্ত্র দ্বারা;

২। 'এই বস্ত্র দ্বারা কঠিন চীবর প্রসারিত করিব' এইরূপ অভিপ্রায় পোষণ না করিলে;

৩। 'কঠিন চীবর প্রতান করা উচিত, কঠিন চীবর দাতা বহু পুণ্য লাভ করে' এইরূপ উপদেশ দ্বারা লাভ না করিলে;

৪। ধার করা বস্ত্র না হইলে;

৫। প্রাপ্ত বস্ত্র অরুণোদয়ের পূর্বে প্রস্তুত করা হইলে;

৬। কালো বা নীলবর্ণের বিন্দু দেওয়া হইলে;

৭। প্রথমোক্ত চতুর্বিংশতি প্রকারে কঠিন চীবর প্রসারিত হয় না এবং শেষোক্ত সপ্তদশ প্রকারে কঠিন চীবর প্রসারিত হয়।—সম-পাসা।

প্রসারিত হইবার পর (অপ্রস্তুত) চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করিব, প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া সেই চীবর প্রস্তুত করে সেই ভিক্ষুর কঠিন চীবরের বিনাশ 'নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৩) যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর (অপ্রস্তুত) চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর যাহার মনে 'এই চীবর প্রস্তুতও করিব না এবং প্রত্যাগমনও করিব না' এইরূপ চিন্তা উদিত হয় সেই ভিক্ষুর কঠিন চীবরের বিনাশ 'সন্নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৪) যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া সেই চীবর প্রস্তুত করাইতে থাকে তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় যদি বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিন চীবরের বিনাশ 'নাসনন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৫) যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর চীবর লইয়া 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রস্তুত করাইতে থাকে এবং চীবর প্রস্তুত হইবার পর যদি সে শ্রবণ করে : 'সেই আবাসে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে।' তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিন চীবরের বিনাশ 'সবনন্তিক' নামে অভিহিত হয়।[১] (৭) যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে ও সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায় এবং যদি সে চীবর প্রস্তুত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব, প্রত্যাগমন করিব' এইরূপ ভাবিয়া (সীমার) বাহিরে কঠিন বিনাশের সময় অতিবাহিত করে তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিন চীবরের বিনাশ 'সীমাতিক্কন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৮) যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায় এবং সে চীবর প্রস্তুত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব, প্রত্যাগমন করিব' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কঠিন চীবরের বিনাশের প্রতীক্ষা করে, তাহার কঠিন চীবরের বিনাশ ভিক্ষুগণের সহিত হয় বলিয়া (সহূব্‌ভার) অভিহিত হয়।

॥ আদায় সপ্তক সমাপ্ত ॥

---

[১]। ৬নং ৩২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৩. সপ্তবিধ সমাদায়

(১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর প্রসারিত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব না' ভাবিয়া প্রস্তুত করা চীবর যর্থার্থভাবে লইয়া প্রস্থান করে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'পক্কমনন্তিক' (প্রস্থানান্তিক) নাম অভিহিত হয়। [পূর্বোক্তরূপে এখানেও সাতটি পাঠ আছে, কেবল পূর্বোক্ত 'লইয়া প্রস্থান করে' এই বাক্যের স্থানে 'যথার্থভাবে লইয়া প্রস্থান করে' এই বাক্যটি বলিতে হইবে।]

॥ সমাদায় সপ্তক সমাপ্ত ॥

৪. ষড়বিধ আদায়

(১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর প্রসারিত হইবার পর অসম্পূর্ণ চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর যাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া যে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সেই ভিক্ষুর কঠিন চীবরের বিনাশ 'নিট্ঠানন্তিক' (সমাপনান্তিক) নামে অভিহিত হয়। [পূর্বোক্ত আদায় সপ্তকের 'পক্কমনন্তিক' বাক্য ব্যতীত অবশিষ্টাংশ 'প্রস্তুত চীবর' স্থানে 'অপ্রস্তুত চীবর' শব্দ পাঠ করিতে হইবে; ইহাই পার্থক্য।]

॥ আদায় ষটক সমাপ্ত ॥

৫. ষড়বিধ সমাদায়

(১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর প্রসারিত হইবার পর অসম্পূর্ণ চীবর যথার্থভাবে লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর যাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায়, সেই ভিক্ষুর কঠিন চীবরের বিনাশ 'নিট্ঠানন্তিক' (সমাপনান্তিক) নামে অভিহিত হয়। [এখানের পাঠও পূর্বোক্ত ষটকের ন্যায়; কেবল 'আদায়' স্থলে 'সমাদায়' শব্দটি পড়িতে হইবে।]

॥ সমাদায় ষটক সমাপ্ত ॥

৬. 'আদায়' কঠিন-বিনাশ

১. যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর প্রসারিত হইবার পর চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর যাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া

চীবর প্রস্তুত করাইলে তাহার কঠিনের বিনাশ ‘নিট্ঠানন্তিক’ (সমাপনান্তিক) নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর যাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : ‘এই চীবর প্রস্তুতও করাইব না এবং প্রত্যাগমনও করিব না।’ সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ ‘সন্নিট্ঠানন্তিক’ (অসমাপনান্তিক) নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষুর কঠিন প্রসারিত হইবার পর চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর যাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : ‘এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না’ এই ভাবিয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায়, তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় বিনষ্ট হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ ‘নাসনন্তিক’ (নাশান্তিক) নামে অভিহিত হয়।

২. যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর ‘প্রত্যাগমন করিব না’ এই ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর যাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : ‘এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব।’ এই ভাবিয়া সেই চীবর প্রস্তুত করাইলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ ‘নিট্ঠানন্তিক’ (সমাপনান্তিক) নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর ‘প্রত্যাগমন করিব না’ এই ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর যাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : ‘এই চীবর প্রস্তুত করিবই না।’ সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ ‘সন্নিট্ঠানন্তিক’ (অসমাপনান্তিক) নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষুর কঠিন প্রসারিত হইবার পর ‘প্রত্যাগমন করিব না’ এই ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর যাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : ‘এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব।’ এই ভাবিয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায়। তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় বিনষ্ট হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ ‘নাসনন্তিক’ (নাশান্তিক) নামে অভিহিত হয়।

৩. যেই ভিক্ষু চীবর প্রসারিত হইবার পর অনধিষ্ঠিত চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং তখন তাহার মনে এইরূপ হয় না যে ‘প্রত্যাগমন করিব’ এবং এইরূপও হয় না যে ‘প্রত্যাগমন করিব না।’ কিন্তু সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : ‘এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব কিন্তু প্রত্যাগমন করিব না’ এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ ‘নিট্ঠানন্তিক’ (সমাপনান্তিক) নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর অনধিষ্ঠিত (অসংকল্পিত) চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং তখন তাহার মনে এইরূপ হয় না : ‘প্রত্যাগমন করিব’

কিংবা 'প্রত্যাগমন করিব না।' কিন্তু সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এই চীবর প্রস্তুতও করাইব না, প্রত্যাগমনও করিব না।' সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সন্নিট্‌ঠানন্তিক' (অসমাপনান্তিক) নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর অনধিষ্ঠিত চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং তখন তাহার মনে এইরূপ হয় না : 'প্রত্যাগমন করিব' কিংবা 'প্রত্যাগমন করিব না।' কিন্তু সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব কিন্তু প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায়। প্রস্তুত করাইবার সময় তাহার সেই চীবর বিনষ্ট হইয়া গেলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনন্তিক' (নাশান্তিক) নামে অভিহিত হয়।

৪. যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এইরূপ ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব কিন্তু প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এই চীবর প্রস্তুতও করাইব না, প্রত্যাগমনও করিব না।' সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সন্নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব কিন্তু প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায়। তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় বিনষ্ট হইয়া গেলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনন্তিক' নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায়, চীবর প্রস্তুত হইবার পর সে শুনিতে পায় : সেই বিহারে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সবনন্তিক' (শ্রবণান্তিক) নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষুর কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায়, সে চীবর প্রস্তুত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব', 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া সীমার বাহিরে কঠিন বিনাশের সময় অতিবাহিত করে। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ

'সীমাতিক্কন্তিক' (সীমাতিক্রান্তিক) নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায়, সে চীবর প্রস্তুত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব', 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া কঠিন বিনাশের প্রতীক্ষা করিতে থাকে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সহুব্ভার' (অন্য ভিক্ষুর সহিত কঠিন-বিনাশ) নামে অভিহিত হয়।

৭. 'সমাদায়' কঠিন-বিনাশ

১. যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর যথার্থভাবে চীবর লইয়া প্রস্থান করে। [পূর্বোক্ত (৬) ১ নম্বরের ন্যায়। কেবল 'আদায়' স্থলে 'সমাদায়' পড়িতে হইবে।]

২. যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর চীবর যথার্থভাবে লইয়া প্রস্থান করে। [পূর্বোক্ত (৬) ২ নম্বরের ন্যায়। কেবল 'আদায়' স্থলে 'সমাদায়' পড়িতে হইবে।]

৩. যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর চীবর যথার্থভাবে লইয়া প্রস্থান করে। [পূর্বোক্ত (৬) ৩ নম্বরের ন্যায়। কেবল 'আদায়' স্থলে 'সমাদায়' পড়িতে হইবে।]

৪. যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর চীবর যথার্থভাবে লইয়া প্রস্থান করে। [পূর্বোক্ত (৬) ৪ নম্বরের ন্যায়। কেবল 'আদায়' স্থলে 'সমাদায়' পড়িতে হইবে।][১]

॥ আদায় ভণিতা সমাপ্ত ॥

৮. নিরাশায় কঠিনের বিনাশ

১. (১) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর চীবরের আশায় প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করে, কিন্তু অনাশায় প্রাপ্ত হয়, আশায় প্রাপ্ত হয় না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়, সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নিট্ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (২) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর

---

[১]। অবশিষ্ট 'আদায়' কঠিন বিনাশের ন্যায়। কেবল 'প্রস্তুত চীবর লইয়া প্রস্থান করে' স্থলে 'অসম্পূর্ণ চীবর যথার্থভাবে লইয়া প্রস্থান করে' ইহাই পার্থক্য।

চীবরের আশায় প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করে; কিন্তু অনাশায় প্রাপ্ত হয়, আশায় প্রাপ্ত হয় না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এই চীবর প্রস্তুতও করাইব না কিংবা প্রত্যাগমনও করিব না।' সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সন্নিট্ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৩) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করে; কিন্তু অনাশায় প্রাপ্ত হয়, আশায় প্রাপ্ত হয় না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় বিনষ্ট হইয়া গেলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৪) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করে; কিন্তু তাহার সেই চীবর প্রাপ্তির আশা উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'আসাবচ্ছেদিক' (আশাবচ্ছেদিক) নামে অভিহিত হয়।

২. (১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; কিন্তু অনাশায় প্রাপ্ত হয়, আশায় প্রাপ্ত হয় না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নিট্ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (২) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর চীবর প্রাপ্তির আশায় 'প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; কিন্তু অনাশায় প্রাপ্ত হয়, আশায় প্রাপ্ত হয় না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এই চীবর প্রস্তুত করাইব না।' সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সন্নিট্ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৩) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর চীবর প্রাপ্তির আশায় 'প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; কিন্তু অনাশায় প্রাপ্ত হয় আশায় প্রাপ্ত হয় না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব।'

এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করাইতে থাকে। তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় বিনষ্ট হইয়া গেলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৪) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর চীবর প্রাপ্তির আশায় 'প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিব।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে, কিন্তু তাহার সেই চীবর প্রাপ্তির আশা উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'আসাবচ্ছেদিক' নামে অভিহিত হয়।

৩. (১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর আস্তৃত হইবার পর বিনা অধিষ্ঠানেই চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে। তখন তাহার মনে এইরূপ হয় না : 'প্রত্যাগমন করিব' কিংবা 'প্রত্যাগমন করিব না।' সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; কিন্তু অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নিট্ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (২) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর বিনা অধিষ্ঠানে চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে। তখন তাহার মনে এইরূপ হয় না 'প্রত্যাগমন করিব' কিংবা 'প্রত্যাগমন করিব না।' সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; কিন্তু সে অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এই চীবর প্রস্তুতও করাইব না এবং প্রত্যাগমনও করিব না।' সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সন্নিট্ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৩) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর বিনা অধিষ্ঠানে চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে। তখন তাহার মনে এইরূপ হয় না : 'প্রত্যাগমন করিব' কিংবা 'প্রত্যাগমন করিব না।' সে সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; কিন্তু অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় বিনষ্ট হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনন্তিক' নামে অভিহত হয়। (৪) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর বিনা অধিষ্ঠানে চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে। তখন তাহার মনে এইরূপ হয় না : 'প্রত্যাগমন করিব' কিংবা 'প্রত্যাগমন করিব না।' সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় :

'এখানেই এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; কিন্তু তাহার সেই চীবর প্রাপ্তির আশা উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'আসাবচ্ছেদিক' নামে অভিহিত হয়।

॥ অনাশা দ্বাদশক সমাপ্ত ॥

৯. আশায় কঠিনের বিনাশ

১. (১) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে। সে সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। আশায় লাভ করে, অনাশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নিট্ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (২) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে। সে সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। আশায় লাভ করে, অনাশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এই চীবর প্রস্তুতও করাইব না এবং প্রত্যাগমনও করিব না।" সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সন্নিট্ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৩) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে; সে সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; আশায় লাভ করে, অনাশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় বিনষ্ট হইয়া গেলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৪) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে, সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। তাহার সেই চীবর প্রাপ্তির আশা উচ্ছিন্ন হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'আসাবচ্ছেদিক' নামে অভিহিত হয়।

২. (১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব'

এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে, সে সীমার বাহিরে যাইয়া শুনিতে পায়: সেই আবাসে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'যেহেতু সেই আবাসে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে, এইজন্য এখানেই এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিয়া থাকিব।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। আশায় লাভ করে, অনাশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নিট্ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (২) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে, সে সীমার বাহিরে যাইয়া শুনিতে পায় : সেই আবাসে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'যেহেতু সেই আবাসে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে, এইজন্য এখানেই এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিব' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। সে আশায় লাভ করে, অনাশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এই চীবর প্রস্তুতও করাইব না এবং প্রত্যাগমনও করিব না।" সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সন্নিট্ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৩) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে, সে সীমার বাহিরে যাইয়া শুনিতে পায় : সেই আবাসে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'যেহেতু সেই আবাসে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে, অতএব এখানেই এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিব।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। আশায় লাভ করে, অনাশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় বিনষ্ট হইয়া গেলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৪) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে, সে সীমার বাহিরে যাইয়া শুনিতে পায় : সেই আবাসে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'যেহেতু সেই আবাসে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে, অতএব এখানেই এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই

চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। তাহার সেই চীবর প্রাপ্তির আশা উচ্ছিন্ন হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'আসাবচ্ছেদিক' নামে অভিহিত হয়।

৩. (১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে, সে সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। আশায় লাভ করে, অনাশায় লাভ করে না। সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। চীবর প্রস্তুত হইবার পর শুনিতে পায় : সেই আবাসে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সবনন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (২) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে, সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিব, প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। তাহার সেই চীবর প্রাপ্তির আশা উচ্ছিন্ন হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'আসাবচ্ছেদিক' নামে অভিহিত হয়। (৩) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া প্রস্থান করে, সে সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। আশায় লাভ করে, অনাশায় লাভ করে না। সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। চীবর প্রস্তুত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব', 'প্রত্যাগমন করিব' এরূপ ভাবিতে ভাবিতে সীমার বাহিরে কঠিন বিনাশের সময় অতিবাহিত করে। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সীমাতিক্কন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৪) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে, সে সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। সে আশায় লাভ করে, অনাশায় লাভ করে না। সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। চীবর প্রস্তুত হইবার পর প্রত্যাগমন করিব', 'প্রত্যাগমন করিব' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কঠিন বিনাশের প্রতীক্ষা করিতে থাকে। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সহূব্ভার' (সহ বিনাশ) নামে অভিহিত হয়।

॥ আশা দ্বাদশক সমাপ্ত ॥

১০. করণীয় দ্বারা কঠিন বিনাশ

১. (১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর আস্তৃত হইবার পর কোনো কার্যবশত প্রস্থান করে, সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন

হয়। তখন সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব, প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (২) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর কোনো কার্যবশত প্রস্থান করে, সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন হয় এবং সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এই চীবর প্রস্তুতও করাইব না, প্রত্যাগমনও করিব না।" সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সন্নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৩) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর কোনো কার্যবশত প্রস্থান করে, সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন হয়। সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় বিনষ্ট হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৪) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর কোনো কার্যবশত প্রস্থান করে, সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন হয়। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিব, প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। তাহার সেই চীবর প্রাপ্তির আশা উচ্ছিন্ন হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'আসাবচ্ছেদিক' নামে অভিহিত হয়।

২. (১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর আস্তৃত হইবার পর কোনো কার্যবশত 'প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া প্রস্থান করে, সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন হয়। সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (২) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর প্রত্যাগমন করিব', এই ভাবিয়া কোনো কার্যবশত প্রস্থান করে, সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন হয়। তখন সে সেই

চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এই চীবর প্রস্তুত করাইব না।' সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সন্নিট্ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৩) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া কোনো কার্যবশত প্রস্থান করে, সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন হয়; সে তখন সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এই চীবর প্রস্তুত করাইবই না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় বিনষ্ট হয়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৪) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া কোনো কার্যবশত প্রস্থান করে সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন হয়। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিব।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। তাহার সেই চীবর প্রাপ্তির আশা উচ্ছিন্ন হইয়া গেলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'আসাবচ্ছেদিক' নামে অভিহিত হয়।

৩. (১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর আস্তৃত হইবার পর বিনা অধিষ্ঠানে কোনো কার্যবশত প্রস্থান করে, তখন তাহার মনে এরূপ হয় না : 'প্রত্যাগমন করিব' কিংবা 'প্রত্যাগমন করিব না।' সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশায় উৎপন্ন হয়। সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব, প্রত্যাগমন গমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নিট্ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (২) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর বিনা অধিষ্ঠানে কোনো কার্যবশত প্রস্থান করে, তখন তাহার মনে এইরূপ হয় না : 'প্রত্যাগমন করিব' কিংবা 'প্রত্যাগমন করিব না।' সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন হয়, সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এই চীবর প্রস্তুতও করাইব না এবং প্রত্যাগমনও করিব না।' সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সন্নিট্ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৩) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর বিনা অধিষ্ঠানে কোনো কার্যবশত প্রস্থান করে, তখন তাহার মনে এরূপ হয় না :

'প্রত্যাগমন করিব' কিংবা 'প্রত্যাগমন করিব না।' সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন হয়। সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় বিনষ্ট হইয়া গেলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৪) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর বিনা অধিষ্ঠানে কোনো কার্যবশত প্রস্থান করে, তখন তাহার মনে এরূপ হয় না : 'প্রত্যাগমন করিব' কিংবা 'প্রত্যাগমন করিব না।' সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন হয়। তাহার মনে তখন এইরূপ চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিব, প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। তাহার সেই চীবর প্রাপ্তির আশা উচ্ছিন্ন হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'আসাবচ্ছেদিক' নামে অভিহিত হয়।

॥ করণীয় দ্বাদশক সমাপ্ত ॥

১১. স্বত্ব ত্যাগ না করায় কঠিনের বিনাশ

১. (১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর আস্তৃত হইবার পর চীবরে স্বীয় অংশের স্বত্ব ত্যাগ না করিয়া (অপবিনয়মানো) স্থানান্তরে প্রস্থান করে এবং স্থানান্তরে উপস্থিত হইলে ভিক্ষুগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে : "বন্ধো, আপনি কোথায় বর্ষাবাস করিয়াছেন এবং আপনার চীবরের ভাগ কোথায়?" তদুত্তরে সে বলে—"আমি অমুক আবাসে বর্ষাবাস করিয়াছি এবং সেই আবাসেই আমার চীবরের অংশ আছে।" তখন তাহারা বলে, "বন্ধো, যাইয়া সেই চীবর লইয়া আসুন, এখানে আমরা আপনাকে চীবর প্রস্তুত করিয়া দিব।" সে সেই আবাসে যাইয়া ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করে, "বন্ধো, আমার চীবরের অংশ কোথায়?" তদুত্তরে তাহারা বলে, "বন্ধো, ইহাই আপনার চীবরের অংশ। আপনি কোথায় যাইবেন?" সে তদুত্তরে বলে, "আমি অমুক আবাসে যাইব, সেখানে ভিক্ষুগণ আমার চীবর প্রস্তুত করিয়া দিবেন।" তখন তাহারা বলে, "বন্ধো, যাইবার প্রয়োজন নাই, এখানে আমরা আপনার চীবর প্রস্তুত করিয়া দিব।" তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করাইয়া লয়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত

হয়। [২ 'সন্নিট্‌ঠানন্তিক' এবং ৩ 'নাসনন্তিক' পূর্ববৎ।]

২. (১) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর চীবরে স্বীয় অংশের স্বত্ব ত্যাগ না করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করে, স্থানান্তরে উপস্থিত হইলে সেখানের ভিক্ষুগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, "বন্ধো, আপনি কোথায় বর্ষাবাস করিয়াছেন এবং আপনার চীবরের অংশই বা কোথায়?" সে তদুত্তরে বলে, "আমি অমুক আবাসে বর্ষাবাস করিয়াছি, সেখানেই আমার চীবরের অংশ আছে।" তাহারা বলে, "বন্ধো, যাইয়া সেই চীবর লইয়া আসুন, এখানে আমরা আপনাকে চীবর প্রস্তুত করিয়া দিব।" সে সেই আবাসে যাইয়া ভিক্ষুগণের নিকট জিজ্ঞাসা করে, "বন্ধো, আমার চীবরের অংশ কোথায়?" তাহারা তদুত্তরে বলে, "বন্ধো, ইহাই আপনার চীবরের অংশ।" সে সেই চীবর লইয়া সেই আবাসে গমন করে : তাহাকে রাস্তার মধ্যে ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করে, "বন্ধো, আপনি কোথায় যাইবেন?" তদুত্তরে সে বলে, "আমি অমুক আবাসে যাইব, সেখানে ভিক্ষুগণ আমার চীবর প্রস্তুত করিয়া দিবেন।" তখন তাহারা বলে, "বন্ধো, যাইবার প্রয়োজন নাই, আমরা এখানে আপনার চীবর প্রস্তুত করিয়া দিব।" তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করাইতে থাকে। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (২) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর চীবরে স্বীয় অংশের স্বত্ব ত্যাগ না করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করে এবং স্থানান্তরে উপস্থিত হইলে তাহাকে সেখানের ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করে : "বন্ধো, আপনি কোথায় বর্ষাবাস করিয়াছেন এবং আপনার চীবরের অংশই বা কোথায়?" তদুত্তরে সে বলে, "আমি অমুক আবাসে বর্ষাবাস করিয়াছি, সেখানে আমার চীবরের অংশ রহিয়াছে।" তখন তাহারা বলে, "বন্ধো, যাইয়া সেই চীবর লইয়া আসুন; আমরা এখানে আপনার চীবর প্রস্তুত করিয়া দিব।" সে সেই আবাসে যাইয়া ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করে, "বন্ধো, আমার চীবরের অংশ কোথায়?" তাহারা বলে, "বন্ধো, ইহাই আপনার চীবরের অংশ।" সে সেই চীবর লইয়া সেই আবাসে গমন করে। রাস্তার মধ্যে তাহাকে ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করে, 'বন্ধো, আপনি কোথায় যাইবেন?" তদুত্তরে সে বলে, "আমি অমুক আবাসে যাইব, সেখানে ভিক্ষুগণ আমার চীবর প্রস্তুত করিয়া দিবেন।" তদুত্তরে তাহারা বলে, "বন্ধো, যাইবার প্রয়োজন নাই, আমরা এখানে আপনার চীবর প্রস্তুত করিয়া দিব।" তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এই চীবর প্রস্তুতও করাইব না এবং প্রত্যাগমনও করাইব না।' সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ

'সন্নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। [৩ 'নাসনন্তিক' পূর্ববৎ।]

৩. (১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর আস্তৃত হইবার পর চীবরে স্বীয় অংশের স্বত্ব ত্যাগ না করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করে এবং স্থানান্তরে উপস্থিত হইলে তাহাকে ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করে, "বন্ধো, আপনি কোথায় বর্ষাবাস করিয়াছেন এবং আপনার চীবরের অংশই বা কোথায়?" তদুত্তরে সে বলে, "আমি অমুক আবাসে বর্ষাবাস করিয়াছি, সেখানে আমার চীবরের অংশ রহিয়াছে।" তখন তাহারা বলে, "বন্ধো, যাইয়া সেই চীবর লইয়া আসুন, আমরা এখানে আপনার চীবর প্রস্তুত করিয়া দিব।" সে সেই আবাসে যাইয়া ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করে, "বন্ধুগণ, আমার চীবরের অংশ কোথায়?" তদুত্তরে তাহারা বলে, "ইহাই আপনার চীবরের অংশ।" সে সেই চীবর লইয়া সেই আবাসে গমন করে। সেই আবাসে উপস্থিত হইলে তাহারা মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।" এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করাইতে থাকে। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। [২ 'সন্নিট্‌ঠানন্তিক' এবং ৩ 'নাসনন্তিক' পূর্ববৎ।]

॥ স্বত্বত্যাগ না করা নবক সমাপ্ত ॥

১২. নিরাপদবাসে কঠিন চীবরের বিনাশ

১. যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর আস্তৃত হইবার পর নিরাপদে বাসের নিমিত্ত এই মনে করিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে : 'অমুক আবাসে যাইব, সেখানে যদি আমি নিরাপদে থাকিতে পারি তাহা হইলে বাস করিব, যদি আমার নিরাপদ বোধ না হয় তাহা হইলে অমুক আবাসে যাইব। সেখানে আমার নিরাপদ বোধ হইলে তথায় থাকিব, যদি নিরাপদ বোধ না হয় তাহা হইলে অমুক আবাসে যাইব। সেখানে যদি আমার নিরাপদ বোধ হয় তাহা হইলে তথায় থাকিব, যদি নিরাপদ বোধ না হয় তাহা হইলে প্রত্যাগমন করিব।' সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়।

২. ... যদি আমার নিরাপদ বোধ না হয় তাহা হইলে প্রত্যাগমন করিব। সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : এই চীবর প্রস্তুতও করাইব না এবং প্রত্যাগমনও করিব না।' সেই ভিক্ষুর কঠিনের

বিনাশ 'সন্নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়।

৩. ... যদি আমার নিরাপদ না হয় তাহা হইলে প্রত্যাগমন করিব। সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় বিনষ্ট হইয়া গেলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনন্তিক' নামে অভিহিত হয়।

৪. ... যদি আমার নিরাপদ না হয় তাহা হইলে প্রত্যাগমন করিব। সীমার বাহিরে যাইবার পর সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সেই চীবর প্রস্তুত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব', 'প্রত্যাগমন করিব' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বাহিরে কঠিন বিনাশের সময় অতিবাহিত করে। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সীমাতিক্কন্তিক' নামে অভিহিত হয়।

৫. ... যদি আমার নিরাপদ না হয় তাহা হইলে প্রত্যাগমন করিব। সে সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সে চীবর প্রস্তুত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করবি', 'প্রত্যাগমন করিব' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কঠিন বিনাশের প্রতীক্ষা করিতে থাকে। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সহূব্‌ভার' (সঙ্গে বিনাশ) নামে অভিহিত হয়।

॥পঞ্চ নিরাপদ বাস সমাপ্ত ॥

কঠিন চীবরের প্রতিবন্ধক

হে ভিক্ষুগণ, কঠিন চীবরের দ্বিবিধ প্রতিবন্ধক এবং দ্বিবিধ অপ্রতিবন্ধক আছে। ভিক্ষুগণ, কঠিনের দ্বিবিধ প্রতিবন্ধক কী কী? আবাস-প্রতিবন্ধক এবং চীবর-প্রতিবন্ধক।

১. হে ভিক্ষুগণ, আবাস-প্রতিবন্ধক কীভাবে উপস্থিত হয়? ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কোনো আবাসে বাস করিতে থাকে অথবা 'প্রত্যাগমন করিব' এরূপ ইচ্ছা পোষণ করিয়া স্থানান্তরে গমন করে তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর আবাস-প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়। ভিক্ষুগণ, চীবর-প্রতিবন্ধক কিভাবে উপস্থিত হয়? ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষুর চীবর প্রস্তুত না হয় অথবা চীবর অসম্পূর্ণ থাকে কিংবা চীবর লাভের আশা উচ্ছিন্ন না হয় তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর এইরূপে চীবর-প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়। ভিক্ষুগণ, কঠিনের এই দ্বিবিধ প্রতিবন্ধক।

২. হে ভিক্ষুগণ, কঠিনের দ্বিবিধ অপ্রতিবন্ধক কী কী? আবাস-অপ্রতিবন্ধক এবং চীবর-অপ্রতিবন্ধক।

হে ভিক্ষুগণ, আবাস-অপ্রতিবন্ধক কিভাবে উপস্থিত হয়? ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু 'প্রত্যাগমন করিব না' এইরূপ ভাবিয়া সেই আবাস হইতে ত্যাগ করিয়া, বমির ন্যায় ত্যাগ করিয়া, মুক্ত হইয়া, প্রত্যাশা না রাখিয়া প্রস্থান করে তাহা হইলে আবাস-অপ্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়। ভিক্ষুগণ, চীবর-অপ্রতিবন্ধক কিভাবে উপস্থিত হয়? ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষুর চীবর প্রস্তুত হইয়া থাকে অথবা নষ্ট, বিনষ্ট, দগ্ধ কিংবা চীবর প্রাপ্তির আশা উচ্ছিন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে এরূপে চীবর-অপ্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়। ভিক্ষুগণ, কঠিনের এই দ্বিবিধ অপ্রতিবন্ধক।

॥ কঠিন-স্কন্ধ সমাপ্ত ॥

৮. চীবর-স্কন্ধ

বিধিসম্মত চীবর এবং তাহার প্রভেদ

[স্থান : রাজগৃহ]

১. জীবক-চরিত

সেই সময়ে বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, বেণুবনে, কলন্তক-নিবাপে। সেই সময় বৈশালী সমৃদ্ধ, স্ফীত (বিস্তৃত), বহুজনাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ ছিল। তথায় ৭৭০৭ প্রাসাদ, ৭৭০৭ কূটাগার, ৭৭০৭ প্রমোদ-উদ্যান এবং ৭৭০৭ পুষ্করিণী ছিল। আম্রপালী নাম্নী গণিকা অভিরূপা, দর্শনযোগ্যা, প্রসাদ-উৎপাদিকা, পরম রূপবতী এবং নৃত্য-গীত-বাদ্যে নিপুণা ছিল। সে অর্থীপ্রত্যর্থীগণ হইতে প্রতি রাত্রিতে পঞ্চাশ মুদ্রা লইয়া অভিসারে গমন করিত। তাহার উপস্থিতিতে বৈশালী অধিকভাবে শোভা পাইতেছিল। কোনো কার্যোপলক্ষে রাজগৃহের নৈগম[১] বৈশালীতে আগমন করিয়াছিলেন। রাজগৃহের নৈগম দেখিতে পাইলেন : "বৈশালী সমৃদ্ধ, স্ফীত, বহু জনাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ। সেইখানে ৭৭০৭ প্রাসাদ, ৭৭০৭ কূটাগার, ৭৭০৭ প্রমোদউদ্যান এবং ৭৭০৭ পুষ্করিণী বিরাজমান এবং আম্রপালী নাম্নী গণিকা অভিরূপা, দর্শনযোগ্যা, প্রসাদ উৎপাদিকা, পরম রূপবতী এবং নৃত্য-গীত-বাদ্যে নিপুণা। সে অর্থীপ্রত্যর্থীগণ হইতে প্রতিরাত্রে পঞ্চাশ মুদ্রা লইয়া অভিসারে গমন করিতেছে। তাহার উপস্থিতিতে বৈশালী অধিকভাবে শোভা পাইতেছে।" রাজগৃহের নৈগম বৈশালীতে তাহার কার্য সমাপ্ত করিয়া পুনরায় রাজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে কহিলেন :

"দেব বৈশালী সমৃদ্ধ, স্ফীত, বহুজনাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ। ওই স্থানে ৭৭০৭ প্রাসাদ, ৭৭০৭ কূটাগার, ৭৭০৭ প্রমোদ-উদ্যান এবং ৭৭০৭ পুষ্করিণী বিরাজমান এবং আম্রপালী নাম্নী গণিকা অভিরূপা, দর্শনযোগ্যা, প্রসাদ উৎপাদিকা, পরম রূপবতী এবং নৃত্য-গীত-বাদ্যে নিপুণা। সে অর্থীপ্রত্যর্থী হইতে প্রতিরাত্রিতে পঞ্চাশ মুদ্রা লইয়া অভিসারে গমন করে;

---

[১]। মোড়ল।

তাহার উপস্থিতিতে বৈশালী অধিকতর শোভা পাইতেছে। অতএব দেব! আমরাও আমাদের রাজগৃহে গণিকা স্থাপন করিব।"

"তাহা হইলে আপনি তাদৃশী কুমারীর অনুসন্ধান করুন যাহাকে গণিকাবৃত্তিতে নিয়োগ করিতে পারা যাইবে।"

সেই সময় রাজগৃহে শালবতী নাম্নী কুমারী অভিরূপা, দর্শনযোগ্যা, প্রসাদ উৎপাদিকা এবং পরম রূপবতী ছিল। রাজগৃহের নৈগম শালবতী নাম্নী কুমারীকে গণিকাবৃত্তিতে নিয়োগ করিলেন। গণিকা শালবতী অচিরেই নৃত্য-গীত-বাদ্যে নিপুণা হইয়া উঠিল এবং অর্থীপ্রত্যর্থীগণ হইতে শতমুদ্রা লইয়া রাত্রে অভিসারে যাইতে লাগিল। গণিকা শালবতী অচিরেই গর্ভবতী হইল। তখন শালবতী গণিকার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'গর্ভবতী নারী পুরুষের অপ্রিয়া হইয়া থাকে, যদি আমার সম্বন্ধে কেহ জানিতে পারে, শালবতী গণিকা গর্ভবতী হইয়াছে তাহা হইলে আমার সমস্ত সৎকার হ্রাস পাইয়া যাইবে, অতএব আমি পীড়ার ভাণ করিব।' এই ভাবিয়া শালবতী গণিকা দৌবারিককে অনুজ্ঞা প্রদান করিল, "ভণে দৌবারিক, কোনো পুরুষকে প্রবেশ করিতে দিও না, যদি কেহ আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে তাহা হইলে পীড়িত হইয়াছি বলিও।"

"তাহাই হউক, আর্যে," বলিয়া সেই দৌবারিক শালবতী গণিকাকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

গর্ভ পূর্ণতা লাভ করিবার পর শালবতী গণিকা পুত্র প্রসব করিল। তখন শালবতী গণিকা দাসীকে আদেশ করিল, "দাসী, এই বালককে, জীর্ণ শূর্পে স্থাপন করিয়া, বাহির করিয়া, আবর্জনাস্তূপে পরিত্যাগ কর।" "তথাস্তু, আর্যে," বলিয়া সেই দাসী শালবতী গণিকাকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া সেই বালককে জীর্ণ শূর্পে স্থাপন করিয়া, বাহির করিয়া আবর্জনাস্তূপে পরিত্যাগ করিল। সেই সময় অভয় নামক রাজকুমার প্রত্যুষে রাজ-সেবায় যাইবার সময় সেই বালককে কাকপরিকীর্ণ অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভণে, কাকপরিকীর্ণ উহা কী?" "দেব, একটি বালককে কাকপরিকীর্ণ অবস্থায় দেখা যাইতেছে।" "ভণে, বালক জীবিত আছে কী?" "হ্যাঁ দেব, জীবিত আছে।" "ভণে, তাহা হইলে বালককে আমাদের অন্তঃপুরে নিয়া ধাত্রীদিগকে পোষণ করিতে প্রদান কর।" "তাহাই হউক, দেব," বলিয়া সেই মনুষ্যগণ রাজকুমার অভয়কে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বালককে রাজকুমার অভয়ের অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া 'পোষণ কর' বলিয়া ধাত্রিগণকে প্রদান করিল। 'জীবিত আছে' বলিয়া তাহার

নাম রাখিলেন 'জীবক'। কুমার কর্তৃক প্রতিপালিত বলিয়া কৌমারভৃত্য নাম রাখিলেন। কৌমারভৃত্য জীবক অচিরেই বিজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হইল। কৌমারভৃত্য জীবক রাজকুমার অভয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া রাজকুমার অভয়কে কহিলেন, "দেব, আমার মাতা[১] কে এবং পিতাই বা কে?" "বৎস জীবক, আমিও তোমার মাতা কে তাহা জানি না, তবে নাকি আমিই তোমার পিতা; কেন না তুমি আমার দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছ।" কৌমারভৃত্য জীবকের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "এই রাজকুলে বিনা শিল্পে জীবন ধারণা করা সহজ নহে; অতএব আমি শিল্প[২] শিক্ষা করিব।"

সেই সময়ে তক্ষশিলায় জনৈক খ্যাতনামা ভিষক্ বাস করিতেন। কৌমারভৃত্য জীবক রাজকুমার অভয়ের অনুমতি না লইয়া তক্ষশিলায় প্রস্থান করিলেন। তিনি ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিয়া তক্ষশিলায় বৈদ্যের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া বৈদ্যকে সসম্ভ্রমে কহিলেন, "আচার্য, আমি শিল্প শিক্ষা করিতে চাই।" "ভণে জীবক, তাহা হইলে শিক্ষা করিতে পার।" কৌমারভৃত্য জীবক অধিক পাঠ[৩] গ্রহণ করিতে লাগিলেন, শীঘ্র অর্থবোধ করিতে লাগিলেন, সম্যকভাবে ধারণ করিতে লাগিলেন এবং অধিগত বিষয় স্মরণ রাখিতে সমর্থ হইলেন। সাত বৎসর পরে জীবকের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "আমি অধিক পাঠ গ্রহণ করিতেছি, শীঘ্র অর্থবোধ করিতেছি, সম্যকভাবে ধারণ করিতেছি এবং অধিগত বিষয় স্মরণ রাখিতে সমর্থ হইতেছি তথাপি সাত বৎসর অধ্যয়ন করিয়া এই বিদ্যার অবসান পরিদৃষ্ট হইতেছে না। কখন এই বিদ্যার অবসান পরিদৃষ্ট হইবে?' অতঃপর জীবক বৈদ্যের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া বৈদ্যকে কহিলেন, "আচার্য, আমি অধিক পাঠ গ্রহণ করিতেছি, শীঘ্র অর্থবোধ করিতেছি, সম্যকভাবে ধারণ করিতেছি এবং অধিগত বিষয় স্মরণ রাখিতে সমর্থ হইতেছি; কিন্তু

---

[১]। অন্য রাজপুত্রগণ খেলিবার সময় ঝগড়া উপস্থিত হইলে তাহাকে মাতৃপিতৃহীন বলিয়া উপহাস করিতেন।—সম-পাসা।

[২]। 'আমি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিব' বলিয়া চিন্তা করিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই হস্তী-বিদ্যা, অশ্ব-বিদ্যাদি পরপীড়াদায়ক; কিন্তু চিকিৎসাবিদ্যা মৈত্রীসংযুক্ত এবং প্রাণীগণের হিতসাধক।' এইজন্য তিনি চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন।

[৩]। অন্য ক্ষত্রিয় কুমারগণ আচার্যকে বেতন দিয়া আচার্যের কোনো কাজ না করিয়া অধ্যয়ন করেন। কিন্তু জীবক তাহা করিতে পারিলেন না। তিনি আচার্যকে সামান্য বেতনও না দিয়া ধর্মান্তেবাসী (অবৈতনিক ছাত্র) হইয়া একবেলা আচার্যের কাজ করিয়া অন্য বেলায় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এরূপ হইলেও তিনি স্বীয় মেধাবলে অধিক পাঠ গ্রহণে সমর্থ হইলেন।—সম-পাসা।

সাত বৎসর অধ্যয়ন করিয়াও এই বিদ্যার অবসান হইতেছে না। কখন এই বিদ্যার অন্ত পরিদৃষ্ট হইবে?" "ভণে জীবক, তাহা হইলে তুমি খনিত্র লইয়া তক্ষশিলার চতুর্দিকে যোজন পরিমিত স্থানে বিচরণ করিয়া ভৈষজ্যের অনুপযোগী যাহা দেখিতে পাইবে তাহা লইয়া আইস।" "তাহাই হউক, আচার্য," বলিয়া জীবক সেই বৈদ্যকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া, খনিত্র হস্তে তক্ষশিলার চতুর্দিকে যোজন-পরিমিত স্থান বিচরণ করিয়াও ভৈষজ্যের অনুপযোগী কিছু দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর জীবক বৈদ্যের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া বৈদ্যকে কহিলেন, "আচার্য, আমি তক্ষশিলার চতুর্দিকে যোজন-পরিমিত স্থান পর্যটন করিলাম, কিন্তু ভৈষজ্যের অনুপযোগী কিছু দেখিতে পাইলাম না।" ভণে জীবক, তুমি শিক্ষিত হইয়াছ, তোমার জীবিকানির্বাহের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।" এই বলিয়া তিনি জীবককে সামান্য পাথেয় দিয়া বিদায় করিলেন। জীবক সামান্য পাথেয় লইয়া রাজগৃহ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। জীবকের সেই সামান্য মাত্র পাথেয় পথের মধ্যে সাকেতে নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন জীবকের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'এই পথ বনের মধ্যস্থল ভেদ করিয়া গিয়াছে, তথায় পানীয় এবং ভক্ষ্য সুলভ নহে, বিনা পাথেয়ে গমন করা দুষ্কর; অতএব আমি পাথেয় অন্বেষণ করিব।'

সেই সময়ে সাকেতে শ্রেষ্ঠীপত্নীর সাত বৎসরের শিররোগ ছিল। বহু মহা মহা বৈদ্য, খ্যাতনামা চিকিৎসক আসিয়া চিকিৎসা করিয়া রোগ আরোগ্য করিতে পারেন নাই। তাহারা বহু হীরক পারিশ্রমিকরূপে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। জীবক সাকেতে প্রবেশ করিয়া জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি চিকিৎসা করিতে পারি তেমন রোগী এদেশে আছে কি?" "আচার্য, এই শ্রেষ্ঠীপত্নীর নিকট সাত বৎসরের শিররোগ আছে, অতএব আপনি যাইয়া তাহার চিকিৎসা করিতে পারেন।"

অনন্তর জীবক শ্রেষ্ঠীর গৃহে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া দৌবারিককে আদেশ করিলেন, "হে দৌবারিক, শ্রেষ্ঠীপত্নীর নিকট যাইয়া তাহাকে বল, আর্যে, একজন চিকিৎসক আসিয়াছেন, তিনি আপনাকে দেখিতে চাহেন।" "আচার্য, তাহাই হউক" বলিয়া দৌবারিক জীবককে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া শ্রেষ্ঠীপত্নীর নিকট উপস্থিত হইল : উপস্থিত হইয়া শ্রেষ্ঠীপত্নীকে কহিল, "আর্যে, জনৈক চিকিৎসক আসিয়াছেন, তিনি আপনাকে দেখিতে চাহেন।" "দ্বারপাল, চিকিৎসক কিরূপ?" "আর্যে, তিনি অল্পবয়স্ক।" "দৌবারিক, প্রয়োজন নাই; অল্পবয়স্ক চিকিৎসক আমার কী

করিতে পারিবে? বহু মহা মহা বৈদ্য, খ্যাতনামা চিকিৎসক আসিয়া চিকিৎসা করিয়া আমাকে রোগমুক্ত করিতে পারেন নাই; কেবল বহু হিরণ্য লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন!”

দৌবারিক জীবকের নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া জীবককে কহিল, “আচার্য, শ্রেষ্ঠীপত্নী বলিতেছেন, ‘প্রয়োজন নাই; অল্পবয়স্ক চিকিৎসক আমার কী করিতে পারিবে? বহু মহা মহা বৈদ্য, খ্যাতনামা চিকিৎসক আসিয়া, চিকিৎসা করিয়া আমায় রোগমুক্ত করিতে পারেন নাই, কেবলমাত্র বহু হীরক লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন!’ “ভণে দৌবারিক, শ্রেষ্ঠীপত্নীর নিকট যাইয়া তাহাকে বল, ‘আর্যে, বৈদ্য বলিতেছেন, পূর্বে কিছু প্রদান করিতে হইবে না, যখন আরোগ্য লাভ করিবেন তখন যাহা ইচ্ছা হয় তাহা দিলে চলিবে।” “আচার্য, তাহাই হউক” বলিয়া সেই দৌবারিক জীবককে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া শ্রেষ্ঠীপত্নীর নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া শ্রেষ্ঠীপত্নীকে কহিল, “আর্যে, বৈদ্য বলিতেছেন, “পূর্বে নাকি কিছু দিতে হইবে না, যখন আরোগ্য লাভ করিবেন তখন যাহা ইচ্ছা তাহা দিলে চলিবে’।” “দৌবারিক, তাহা হইলে বৈদ্য আসিতে পারেন।” আর্যে, তথাস্তু” বলিয়া দৌবারিক শ্রেষ্ঠীপত্নীকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া জীবকের নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া জীবককে কহিল, “আচার্য, শ্রেষ্ঠীপত্নী আপনাকে আহ্বান করিতেছেন।”

অতঃপর জীবক শ্রেষ্ঠীপত্নীর নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া শ্রেষ্ঠীপত্নীর বিকার (রোগলক্ষণ) পর্যবেক্ষণ করিয়া শ্রেষ্ঠীপত্নীকে কহিলেন, “আর্যে, গণ্ডূষমাত্র চর্বি আমার প্রয়োজন।” শ্রেষ্ঠীপত্নী জীবককে গণ্ডূষ পরিমাণ চর্বি প্রদান করিলেন। জীবক সেই গণ্ডূষ পরিমাণ চর্বি বিবিধ ভৈষজ্য সংযোগে পাক করিয়া শ্রেষ্ঠীপত্নীকে উত্তানভাবে মঞ্চে শয়ন করাইয়া নাসিকায় প্রদান করিলেন। সেই চর্বি নাসিকায় প্রদত্ত হইবার পর মুখ দিয়া নিঃসৃত হইল। শ্রেষ্ঠীপত্নী তাহা পিক্‌দানিতে নিক্ষেপ করিয়া দাসীকে আদেশ করিলেন, “দাসী, এই চর্বি তুলা দ্বারা মুছিয়া লইয়া রাখিয়া দাও।” তাহা দেখিয়া জীবকের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “আশ্চর্য ব্যাপার! এই ঘরণী কেমন কৃপণা! যে এই পরিত্যাজ্য চর্বি তুলা দ্বারা মুছিয়া গ্রহণ করাইতেছে সে আমায় কী প্রদান করিবে? আমাকে তো বহু মূল্যবান বহু ভৈষজ্য দিতে হইয়াছে!” শ্রেষ্ঠীপত্নী জীবকের ভাবান্তর লক্ষ করিয়া জীবককে কহিলেন, “আচার্য, আপনি কি বিমনা (উদ্বিগ্ন) হইলেন?” “হ্যাঁ, আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছে; বড় আশ্চর্য ব্যাপার! এই ঘরণী কেমন কৃপণা! যে এই

পরিত্যাজ্য চর্বি তুলা দ্বারা মুছিয়া গ্রহণ করাইতে পারে সে আমায় কী প্রদান করিবে? আমাকে তো বহুমমূল্য বহু ভৈষজ্য প্রদান করিতে হইয়াছে!" "আচার্য, আমরা সংসারী লোক সঞ্চয়ের উপকারিতা বুঝিয়া থাকি। এই চর্বি দাস অথবা কর্মচারীগণের পদে মালিস করা যাইতে পারে অথবা এতদ্দ্বারা প্রদীপ জ্বালা যাইতে পারে। আচার্য, আপনি বিমনা হইবেন না, আপনাকে যাহা দিতে হইবে তাহা অল্প হইবে না।"

জীবক শ্রেষ্ঠীপত্নীর সাত বৎসরের শিররোগ একবার মাত্র নস্য প্রয়োগে বিদূরিত করিলেন। শ্রেষ্ঠীপত্নী আরোগ্য লাভ করিয়া জীবককে চারি সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন। তাহার পুত্র 'আমার মাতা নীরোগ হইয়াছেন।' এই ভাবিয়া চারি সহস্র মুদ্র প্রদান করিলেন। তাহার স্নুষা 'আমার শ্বশ্রু আরোগ্য লাভ করিয়াছেন' এই ভাবিয়া চারিসহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন। শ্রেষ্ঠী গৃহপতি 'আমার পত্নী আরোগ্য লাভ করিয়াছে' এই ভাবিয়া চারি সহস্র মুদ্রা, দাসদাসী এবং অশ্বরথ প্রদান করিলেন। জীবক সেই ষোড়শ সহস্র মুদ্রা, দাসদাসী এবং অশ্বরথ লইয়া রাজগৃহ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্রমান্বয়ে বিচরণ করিয়া রাজগৃহে রাজকুমার অভয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া রাজকুমার অভয়কে কহিলেন, "দেব, আমার সর্বপ্রথম উপার্জিত এই ষোড়শ সহস্র মুদ্রা, দাসদাসী এবং অশ্বরথ আমার প্রতিপালনের ব্যয়স্বরূপ আপনি প্রতিগ্রহণ করুন।" "বৎস জীবক, তাহাতে আমার কোনো প্রয়োজন নাই, তাহা তোমারই হউক; তুমি আমাদের অন্তঃপুর সীমার মধ্যে গৃহ প্রস্তুত কর।" "তাহাই হউক, দেব," বলিয়া জীবক রাজকুমার অভয়কে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া তাহার অন্তঃপুর সীমার মধ্যে গৃহ প্রস্তুত করিলেন।

সেই সময়ে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের নিকট ভগন্দর রোগ হইয়াছিল। তাহার পরিহিত বস্ত্র রক্তরঞ্জিত হইয়া যাইত। তাহা দেখিয়া দেবিগণ 'দেব এখন ঋতুমতী হইয়াছেন, দেবের পুষ্প উৎপন্ন হইয়াছে, দেব অচিরেই প্রসব করিবেন' এই বলিয়া উপহাস করিতেন। তাহাতে রাজাকে মৌন থাকিতে হইত। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার রাজকুমার অভয়কে কহিলেন, "অভয়, আমার তাদৃশ রোগ হইয়াছে যাহাতে পরিহিত বস্ত্র রক্তরঞ্জিত হইয়া যায়; দেবিগণ তদ্দর্শনে 'দেব এখন ঋতুমতী হইয়াছেন, দেবের পুষ্প উৎপন্ন হইয়াছে, অচিরেই দেব প্রসব করিবেন' এই বলিয়া আমাকে উপহাস করিতেছেন। অভয়, আমাকে তাদৃশ বৈদ্যের সংবাদ প্রদান কর যিনি আমাকে চিকিৎসা করিতে পারেন।" "দেব, এই যে আমাদের সুশিক্ষিত তরুণ বৈদ্য জীবক সে আপনাকে চিকিৎসা করিতে পারে।"

"অভয়, তাহা হইলে আমাকে চিকিৎসা করিতে জীবককে আদেশ কর।" রাজকুমার অভয় জীবককে আদেশ করিলেন, "বৎস জীবক, রাজার চিকিৎসা কর।" "তাহাই করিব, দেব," বলিয়া জীবক রাজকুমার অভয়কে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া নখে করিয়া ভৈষজ্য লইয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে কহিলেন, "দেব, আপনার রোগ দেখিতে চাই।" জীবক মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের ভগন্দর রোগ একবার মাত্র প্রলেপ দানে বিদূরিত করিলেন। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার আরোগ্য লাভ করিয়া পঞ্চশত নারীকে সর্বালংকারে বিভূষিত করাইলেন এবং পুনরায় তাহা উন্মোচন করাইয়া, রাশি করাইয়া জীবককে কহিলেন, "জীবক, পঞ্চশত নারীর এই সমুদয় অলংকার তোমার হউক।" "দেব, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই; কেবলমাত্র দেব আমার উপকারটুকু স্মরণ রাখিলে আমি কৃতার্থ হইব।" "জীবক, তাহা হইলে তুমি আমার, রানিগণের এবং বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের সেবা করিতে পার।" "তাহাই হউক, দেব," বলিয়া জীবক মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

সেই সময়ে রাজগৃহ-শ্রেষ্ঠীর সাত বৎসরের শিররোগ ছিল। বহু মহা মহা বৈদ্য আসিয়া চিকিৎসা করিয়াও আরোগ্য করিতে পারিলেন না, কেবল বহু হীরক লইয়া চলিয়া গেলেন। অপিচ বৈদ্যগণ কর্তৃক তিনি পরিত্যক্ত হইলেন। কোনো কোনো বৈদ্য কহিলেন, "পাঁচদিন পরে শ্রেষ্ঠী গৃহপতি কালগত হইবেন।" আবার কোনো কোনো বৈদ্য কহিলেন, "সাত দিন পরে শ্রেষ্ঠী কালগত হইবেন।" রাজগৃহ-নৈগমের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "এই শ্রেষ্ঠী গৃহপতি রাজা এবং নৈগমের বড় উপকারী; কিন্তু তিনি বৈদ্যগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন। কোনো কোনো বৈদ্য বলিয়াছেন, পঞ্চমদিবসে শ্রেষ্ঠী গৃহপতি কালগত হইবেন; আবার কোনো কোনো বৈদ্য বলিয়াছেন সপ্তম দিবসে শ্রেষ্ঠী কালগত হইবেন। এই যে রাজবৈদ্য জীবক তরুণ এবং সুশিক্ষিত; অতএব আমরা জীবকের দ্বারা শ্রেষ্ঠী গৃহপতিকে চিকিৎসা করাইবার জন্য রাজার অনুমতি প্রার্থনা করিব।" এই ভাবিয়া রাজগৃহের নৈগম মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে কহিলেন, "দেব, এই শ্রেষ্ঠী গৃহপতি মহারাজ এবং নৈগমের বহু উপকারী; কিন্তু তিনি বৈদ্যগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন। কোনো কোনো বৈদ্য বলিয়াছেন পঞ্চম দিবসে শ্রেষ্ঠী গৃহপতি কালগত হইবেন; আবার কোনো কোনো বৈদ্য বলিয়াছেন সপ্তম দিবসে শ্রেষ্ঠী গৃহপতি

কালগত হইবেন। অতএব মহারাজ শ্রেষ্ঠী গৃহপতি চিকিৎসা করিবার জন্য জীবক বৈদ্যকে আদেশ করুন।"

মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার জীবককে আদেশ করিলেন, "জীবক, শ্রেষ্ঠী গৃহপতির চিকিৎসা কর।" "তথাস্তু, দেব," বলিয়া জীবক মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া শ্রেষ্ঠী গৃহপতির নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া শ্রেষ্ঠী গৃহপতি বিকার লক্ষ করিয়া শ্রেষ্ঠী গৃহপতিকে কহিলেন, "গৃহপতি, যদি আমি আপনাকে আরোগ্য করি তাহা হইলে আমাকে কী দিবেন?" "আচার্য, আমার সমস্ত সম্পত্তি আপনার হইবে এবং আমিও আপনার দাস হইব।" "গৃহপতি, আপনি একপার্শ্বে সাত মাস শয়ন করিয়া থাকিতে পারিবেন কি?" "আচার্য, আমি সাত মাস একপার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিতে পারিব।" "গৃহপতি, আপনি দ্বিতীয় পার্শ্বে সাত মাস শয়ন করিয়া থাকিতে পারিবেন কি?" "আচার্য, আমি দ্বিতীয় পার্শ্বে সাত মাস শয়ন করিয়া থাকিতে পারিব।" গৃহপতি, আপনি উত্তানভাবে সাত মাস শয়ন করিয়া থাকিতে পারিবেন কি?" "আচার্য, আমি উত্তানভাবেও সাত মাস শয়ন করিয়া থাকিতে পারিব।"

জীবক শ্রেষ্ঠী গৃহপতিকে মঞ্চে শয়ন করাইয়া, মঞ্চের সহিত দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া, মস্তকের চর্ম উৎপাটিত করিয়া, করোটি খুলিয়া, দুইটি কীট বাহির করিয়া জনতাকে প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "এই দুইটি কীট অবলোকন করুন; তন্মধ্যে একটি ক্ষুদ্র এবং একটি বৃহৎ। যেই চিকিৎসকগণ বলিয়াছিলেন : 'পঞ্চম দিবসে শ্রেষ্ঠী গৃহপতি কালগত হইবেন।' তাহারা এই বৃহৎ কীটটি দেখিতে পাইয়াছিলেন। পঞ্চম দিবসে শ্রেষ্ঠী গৃহপতির মগজ নিঃশেষ করিয়া ফেলিত। মগজ নিঃশেষ হইলে শ্রেষ্ঠী গৃহপতি কালগত হইতেন। সেই চিকিৎসকগণ তাহা যথার্থই দেখিয়াছিলেন। যেই চিকিৎসকগণ বলিয়াছিলেন : 'সপ্তম দিবসে শ্রেষ্ঠী গৃহপতি কালগত হইবেন।' তাহারা এই ক্ষুদ্র কীট দেখিতে পাইয়াছিলেন; সপ্তম দিবসে শ্রেষ্ঠী গৃহপতির মগজ নিঃশেষ করিয়া ফেলিত। মগজ নিঃশেষ হইলে শ্রেষ্ঠী গৃহপতি কালগত হইতেন। তাহারাও তাহা যথার্থই দেখিয়াছিলেন।" এই বলিয়া করোটি যথাযথভাবে সংস্থাপিত করিয়া, মস্তকের চর্ম সেলাই করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলেন। সপ্তাহগতে শ্রেষ্ঠী গৃহপতি জীবককে কহিলেন, "আচার্য, আমি সাত মাস একপার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিতে পারিব না।" গৃহপতি একপার্শ্বে সাত মাস শয়ন করিয়া থাকিতে পারিবেন বলিয়া কি আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন নাই?" "আচার্য, আমি প্রতিশ্রুতি ছিলাম বটে, কিন্তু

আমি মরিতে প্রস্তুত তথাপি সাত মাস একপার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিতে পারিব না।” “গৃহপতি, তাহা হইলে আপনি দ্বিতীয় পার্শ্বে সাত মাস শয়ন করুন।” শ্রেষ্ঠী গৃহপতি সপ্তাহগতে জীবককে কহিলেন, “আচার্য, আমি দ্বিতীয় পার্শ্বে সাত মাস থাকিতে পারিব না।” “গৃহপতি, সাত মাস দ্বিতীয় পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিতে পারিবেন বলিয়া কি আপনি আমার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন না?” “আচার্য, আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম সত্য; কিন্তু আমি মরিতে প্রস্তুত তথাপি দ্বিতীয় পার্শ্বে সাত মাস শয়ন করিয়া থাকিতে পারিব না।” “গৃহপতি, তাহা হইলে আপনি উত্তানভাবে সাত মাস শয়ন করুন।” শ্রেষ্ঠী গৃহপতি সপ্তাহগতে জীবককে কহিলেন, “আচার্য, আমি সাত মাস উত্তানভাবেও শয়ন করিয়া থাকিতে পারিব না।” “গৃহপতি, উত্তানভাবে সাত মাস শয়ন করিয়া থাকিবেন বলিয়া কি আপনি আমার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন না?” “আচার্য, আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম সত্য; কিন্তু আমি মরিতে প্রস্তুত তথাপি সাত মাস উত্তানভাবে শয়ন করিয়া থাকিতে পারিব না।” “গৃহপতি, যদি আমি আপনাকে এরূপ না বলিতাম তাহা হইলে আপনি এতদিনও শায়িত থাকিতেন না; আমি পূর্বেই জানিতাম যে তিন সপ্তাহের মধ্যে শ্রেষ্ঠী গৃহপতি আরোগ্য লাভ করিবেন। গৃহপতি, গাত্রোত্থান করুন, আপনি এখন আরোগ্য লাভ করিয়াছেন; আমাকে কী দিতে হইবে তাহা স্মরণ আছে কি?” “হ্যাঁ আচার্য, আমার সমস্ত সম্পত্তি আপনার হইবে এবং আমিও আপনার দাস হইব।” “গৃহপতি, নিষ্প্রয়োজন; আমাকে আপনার সমস্ত সম্পত্তি দিবেন না এবং আপনিও আমার দাসত্ব স্বীকার করিবেন না। রাজাকে লক্ষমুদ্রা এবং আমাকে লক্ষমুদ্রা প্রদান করুন।” শ্রেষ্ঠী গৃহপতি আরোগ্যলাভ করিয়া রাজাকে লক্ষমুদ্রা এবং জীবককে লক্ষমুদ্রা প্রদান করিলেন।

সেই সময় ‘মোক্খচিকা’ (ডিগবাজি) খেলিবার ফলে বারাণসীবাসী শ্রেষ্ঠীপুত্রের অন্ত্রগণ্ডরোগের সঞ্চার হইয়াছিল। ইহার কারণ তাহার ভুক্ত যবাগূও সম্যকরূপে পরিপাক হইত না, ভুক্ত অন্নও সম্যকরূপে পরিপাক হইত না, নিয়মিত বাহ্যপ্রস্রাবও হইত না। এইজন্য সে কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল এবং তাহার গাত্রে ধমনি প্রকটিত হইল। বারাণসীবাসী শ্রেষ্ঠীর মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “আমার পুত্রের নিকট তাদৃশ রোগ হইয়াছে তাহার ভুক্ত যবাগূও সম্যকরূপে পরিপাক হইতেছে না, ভুক্ত অন্নও সম্যকরূপে পরিপাক হইতেছে না, নিয়মিত বাহ্যপ্রস্রাবও হইতেছে না। এইজন্য সে কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং তাহার গাত্রে ধমনিসমূহ প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে; অতএব আমি রাজগৃহে যাইয়া আমার

পুত্রের চিকিৎসার জন্য রাজার নিকট জীবক বৈদ্যকে আনিবার অনুমতি প্রার্থনা করিব।" এই ভাবিয়া বারাণসীবাসী শ্রেষ্ঠী রাজগৃহে যাইয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে কহিলেন, "দেব, আমার পুত্রের এইরূপ রোগ হইয়াছে : তাহার ভুক্ত যবাগূও পরিপাক হইতেছে না, ভুক্ত অন্নও পরিপাক হইতেছে না, বাহ্যপ্রস্রাবও নিয়মিত হইতেছে না। এইজন্য সে কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং তাহার গাত্রে ধমনিসমূহ প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব মহারাজ, আমার পুত্রকে চিকিৎসা করিবার নিমিত্ত জীবক বৈদ্যকে আসিতে অনুমতি প্রদান করুন।" মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার জীবককে আদেশ করিলেন, "জীবক, বারাণসীতে গমন করিয়া বারাণসীবাসী শ্রেষ্ঠীপুত্রের চিকিৎসা কর।" "তথাস্তু, দেব," বলিয়া জীবক মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া বারাণসীতে যাইয়া বারাণসীবাসী শ্রেষ্ঠীপুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া বারাণসীবাসী শ্রেষ্ঠীপুত্রের বিকার লক্ষ করিয়া, উপস্থিত জনতাকে বাহির করিয়া দিয়া, যবনিকার (পর্দার) দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া, তাহাকে স্তম্ভে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া, তাহার পত্নীকে সম্মুখে রাখিয়া, তাহার উদরের চর্ম উৎপাটিত করিয়া, অন্ত্রগ্রন্থি বাহির করিয়া তাহার পত্নীকে প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "আপনার স্বামীর রোগ অবলোকন করুন; ইহা দ্বারাই তাহার ভুক্ত যাবগূও সম্যকরূপে পরিপাক হইতেছে না, ভুক্ত অন্নও সম্যকভাবে পরিপাক হইতেছে না, নিয়মিত বাহ্যপ্রস্রাবও হইতেছে না। এইজন্যই তিনি কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছেন এবং তাহার গাত্রে ধমনিসমূহ প্রকটিত হইয়াছে।" এই বলিয়া অন্ত্রগ্রন্থি পরিষ্কার করিয়া, অন্ত্রগুলি উদরের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়া, উদরের চর্ম সেলাই করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলেন। ইহাতে বারাণসীবাসী শ্রেষ্ঠীপুত্র অচিরেই আরোগ্য লাভ করিলেন। বারাণসী-শ্রেষ্ঠী 'আমার পুত্র নীরোগ হইয়াছে' এই ভাবিয়া জীবককে ষোড়শ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন। জীবক সেই ষোড়শ সহস্র মুদ্রা লইয়া রাজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

সেই সময়ে উজ্জয়িনীতে রাজা প্রদ্যোতের পাণ্ডুরোগ হইয়াছিল। বহু মহা মহা বৈদ্য, খ্যাতনামা চিকিৎসক আসিয়া, চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিতে পারিলেন না, কেবল বহু হীরক লইয়া চলিয়া গেলেন। রাজা প্রদ্যোত মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন : "মহারাজ, আমার এক দুশ্চিকিৎসা রোগ হইয়াছে। অতএব মহারাজ জীবক বৈদ্যকে

আদেশ করুন—সে যেন আসিয়া আমার চিকিৎসা করে।” মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার জীবককে আদেশ করিলেন, “জীবক, উজ্জয়িনী যাইয়া রাজা প্রদ্যোতের চিকিৎসা কর।” “তথাস্তু, দেব,” বলিয়া জীবক মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া উজ্জয়িনীতে গমন করিয়া রাজা প্রদ্যোতের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া রাজা প্রদ্যোতের বিকার লক্ষ করিয়া রাজা প্রদ্যোতকে কহিলেন, “দেব, আমি চর্বি পাক করিব, মহারাজাকে তাহা পান করিতে হইবে।” “জীবক, চর্বির প্রয়োজন নাই, যাহাতে বিনা চর্বিতে আরোগ্য করিতে পার তাহাই কর। কেননা চর্বিতে আমার বড়ই ঘৃণা হয়।” তখন জীবকের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : ‘এই রাজার যেই রোগ হইয়াছে তাহা চর্বি ব্যতীত আমি আরোগ্য করিতে পারিব না; অতএব আমি এমন চর্বি পাক করিব যাহার বর্ণ কষাটে, গন্ধ কষাটে এবং স্বাদ কষাটে।” এই ভাবিয়া জীবক বিবিধ ভৈষজ্য সংমিশ্রণে চর্বি পাক করিলেন যাহার বর্ণ কষাটে, গন্ধ কষাটে এবং রস কষাটে। জীবকের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : ‘এই রাজার চর্বি সেবনের পর পরিপাক হইবার সময় বমন-উদ্রেক দেখা দিবে, তখন তিনি আমায় হত্যা করাইতেও পারেন; অতএব, আমি পূর্বেই অনুমতি গ্রহণ করিয়া থাকিব।’ এই ভাবিয়া জীবক রাজা প্রদ্যোতের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া রাজা প্রদ্যোতকে কহিলেন, “দেব, আমরা বৈদ্যগণকে শুভমুহূর্তে গাছ গাছড়ার মূল উৎপাটন করিতে হয় এবং ভৈষজ্য সংগ্রহ করিতে হয়। অতএব মহারাজ, বাহনশালার অধ্যক্ষগণকে এবং দ্বারাধ্যক্ষগণকে আদেশ প্রদান করুন, জীবক যেই বাহনে আরোহণ করিয়া গমন করিতে চায়, সেই বাহনে গমন করুক, যেই দ্বার দিয়া গমন করিতে চায় সেই দ্বার দিয়া গমন করুক, যেই সময়ে ইচ্ছা করে সেই সময়ে গমন করুক এবং যেই সময়ে ইচ্ছা করে সেই সময়ে প্রবেশ করুক।” রাজা প্রদ্যোত বাহনশালার অধ্যক্ষগণকে এবং দ্বারাধ্যক্ষগণকে আদেশ করিলেন, “জীবক যেই বাহনে গমন করিতে চায় সেই বাহনে গমন করুক, যেই দ্বার দিয়া যাইতে চায় সেই দ্বার দিয়া যাউক, যেই সময়ে যাইতে ইচ্ছা করে সেই সময়ে যাউক এবং যেই সময়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করে সেই সময়ে প্রবেশ করুক।”

সেই সময়ে রাজা প্রদ্যোতের ভদ্রবতিকা নাম্নী হস্তিনী এক দিনে পঞ্চাশ যোজন যাইতে পারিত। জীবক রাজা প্রদ্যোতের সম্মুখে চর্বি লইয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “দেব, কষাটে পান করুন।” এই বলিয়া জীবক রাজা প্রদ্যোতকে চর্বি পান করাইয়া, হস্তীশালায় যাইয়া ভদ্রবতিকা নাম্নী হস্তিনীর

পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নগর হইতে পলায়ন করিলেন। রাজা প্রদ্যোতের সেই ভুক্ত চর্বি পরিপাক হইবার সময় বমনোদ্রেক দেখা দিল। তখন রাজা প্রদ্যোত কর্মচারীগণকে কহিলেন, "ভণে, আমি দুষ্ট জীবক কর্তৃক চর্বি সেবন করিয়াছি; অতএব তোমরা জীবক বৈদ্যের অনুসন্ধান কর।" "দেব, তিনি ভদ্রবতিকা হস্তিনীতে আরোহণ করিয়া নগরের বাহিরে গিয়াছেন।"

সেই সময়ে রাজা প্রদ্যোতের অমনুষ্য সংশ্রবে জাত কাক নামধেয় দাস একদিনে ষাট যোজন গমন করিতে পারিত। রাজা প্রদ্যোত কাককে আদেশ করিলেন, "ভণে কাক, জীবক বৈদ্যকে 'আচার্য, রাজা আপনাকে প্রত্যাবর্তন করিতে বলিয়াছেন' এই বলিয়া ফিরাইয়া আন। কাক, বৈদ্যগণ বড় মায়াবী; তাহার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিও না।" অনন্তর কাক জীবককে রাস্তার মধ্যে কৌশাম্বীতে প্রাতরাশ করিতে দেখিতে পাইল। তখন কাক জীবককে কহিল, "আচার্য, রাজা আপনাকে প্রত্যাবর্তন করাইতেছেন।" "কাক, আমি যাবৎ ভোজন করি তাবৎ অপেক্ষা কর। কাক, তুমিও ভোজন কর।" "আচার্য, প্রয়োজন নাই। রাজা আমায় বলিয়াছেন, কাক, বৈদ্য বড় মায়াবী হইয়া থাকে, এইজন্য তাহার নিকট হইতে কিছু প্রতিগ্রহণ করিও না।"

সেই সময়ে জীবক নখে ভৈষজ্য মাখিয়া আমলকী খাইতেছিলেন এবং পানীয় পান করিতেছিলেন। জীবক কাককে কহিলেন, "কাক, আমলকী খাও এবং পানীয় পান কর।" কাক 'এই বৈদ্য স্বয়ং আমলকী খাইতেছেন এবং পানীয় পান করিতেছেন, কাজেই কোনো অনিষ্ট হইবে না' এই ভাবিয়া অর্ধেক আমলকী খাইল এবং পানীয় পান করিল। সে অর্ধেক আমলকী খাওয়ামাত্রই তথায় তাহার বিরেচন (দাস্ত) হইল। তখন সে জীবককে কহিল, "আচার্য, আমি বাঁচিব কি?" "কাক, ভীত হইও না, তুমিও আরোগ্য লাভ করিবে এবং রাজাও আরোগ্য লাভ করিবেন। সেই ক্রোধী রাজা আমাকে হত্যা করাইতেও পারেন, এইজন্য আমি প্রত্যাবর্তন করিব না।" এই বলিয়া ভদ্রবতিকা হস্তিনী কাককে অর্পণ করিয়া রাজগৃহ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিয়া রাজগৃহে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। (বিম্বিসার কহিলেন,) "জীবক, তুমি না যাইয়া ভালোই করিয়াছ, সেই ক্রোধী রাজা হয়ত তোমাকে হত্যা করাইতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।"

রাজা প্রদ্যোত আরোগ্য লাভ করিয়া জীবকের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন, "জীবক, তোমার আগমন হউক! আমি বর প্রদান করিব।" "দেব,

যাইবার প্রয়োজন নাই; কেবল আমার উপকার স্মরণ রাখিলেই যথেষ্ট হইবে।” সেই সময় রাজা প্রদ্যোত শিবি দেশে প্রস্তুত[১] একযোড়া বস্ত্র পাইয়াছিলেন। যাহা বহু বস্ত্রের মধ্যে, বহুযোড়া বস্ত্রের মধ্যে, বহু শত যোড়া বস্ত্রের মধ্যে, বহু সহস্র যোড়া বস্ত্রের মধ্যে এবং বহু শতসহস্র যোড়া বস্ত্রের মধ্যে, অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মুখ্য, উত্তম এবং প্রবর ছিল। অতঃপর রাজা প্রদ্যোত সেই শিবিদেশীয় বস্ত্র জোড়া জীবকের নিকট প্রেরণ করিলেন। তখন জীবকের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “আমার এই শিবিদেশীয় বস্ত্রজোড়া রাজা প্রদ্যোত কর্তৃক প্রেরিত, যাহা বহু বস্ত্রের মধ্যে, বহু যোড়া বস্ত্রের মধ্যে, বহু শত যোড়া বস্ত্রের মধ্যে, বহু সহস্র যোড়া বস্ত্রের মধ্যে এবং বহু শতসহস্র যোড়া বস্ত্রের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মুখ্য, উত্তম এবং প্রবর। কেবল সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ অথবা মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার ব্যতীত এই বস্ত্রের অন্য কেহ উপযুক্ত নহেন।”

সেই সময়ে ভগবানের শরীর দোষগ্রস্ত[২] হইয়া পড়িয়াছিল। ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন, “আনন্দ, তথাগতের দেহ দোষগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে; এইজন্য তথাগত বিরেচক (জোলাপ) সেবন করিতে ইচ্ছা করেন।” আয়ুষ্মান আনন্দ জীবকের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া জীবককে কহিলেন, “বন্ধু জীবক, তথাগতের দেহ দোষগ্রস্ত হইয়াছে; এইজন্য তথাগত বিরেচক সেবন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।” “মহানুভব আনন্দ, তাহা হইলে ভগবানের দেহ কয়েক দিন স্নিগ্ধ[৩] করুন।

আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের দেহ কতিপয় দিবস স্নিগ্ধ করিয়া জীবকের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া জীবককে কহিলেন, “বন্ধু জীবক, ভগবানের দেহ স্নিগ্ধ করা হইয়াছে; এখন আপনার যাহা অভিপ্রেত হয়, তাহা করিতে পারেন।” জীবকের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “ভগবানকে তীক্ষ্ণ বিরেচক দেওয়া আমার পক্ষে উচিত হইবে না, আমি তিনটি সদণ্ড-উৎপল

---

[১]। উত্তরকুরুর সিবথিক (শ্মশানের) অশুভবস্ত্র। সেখানের লোকেরা শবদেহ যেই বস্ত্রে বেষ্টন করিয়া পরিত্যাগ করে তাহা মাংসপেশী মনে করিয়া হস্তীশুণ্ড পক্ষী উঠাইয়া লইয়া হিমালয়-শিখরে বসিয়া বস্ত্র অপনয়ন করিয়া ভক্ষণ করে। বনচরগণ সেই বস্ত্র আনিয়া রাজাকে প্রদান করে, এরূপে তাহা রাজা প্রদ্যোত পাইয়াছিলেন। অথবা শিবিদেশে সুতাকাটায় নিপুণা নারীরা ত্রিবিধ অংশু (তন্তু) দ্বারা সুতা কাটিয়া থাকে, তদ্দ্বারা বোনা বস্ত্র।—সম-পাসা।

[২]। পিত্তাধিকা।—বিম-বিনো।

[৩]। লঘুপাক খাদ্য প্রদান করুন।—সম-পাসা।

বিবিধ ভৈষজ্য সংযোগে ভাবন করিয়া (কোনো দ্রবে ভিজাইয়া রাখিয়া) তথাগতের নিকট উপস্থিত করিব।" এই ভাবিয়া জীবক তিনটি সদণ্ড-উৎপল বিবিধ ভৈষজ্য সংযোগে ভাবন করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া একটি সদণ্ড-উৎপল ভগবানকে প্রদান করিয়া কহিলেন, "প্রভো, এই প্রথম সদণ্ড-উৎপলটির ঘ্রাণ গ্রহণ করুন; ইহা দ্বারা ভগবানের দশবার বিরেচন (দাস্ত) হইবে।" দ্বিতীয় সদণ্ড-উৎপলটি প্রদান করিয়া কহিলেন, "প্রভো, এই দ্বিতীয় সদণ্ড-উৎপলটি ঘ্রাণ গ্রহণ করুন; ইহা দ্বারা ভগবানের দশবার বিরেচন হইবে।" তৃতীয় সদণ্ড উৎপলটি প্রদান করিয়া কহিলেন, "প্রভো, এই তৃতীয় সদণ্ড-উৎপলটি ঘ্রাণ গ্রহণ করুন; ইহা দ্বারা দশবার বিরেচন হইবে। এইভাবে ভগবানের ত্রিশবার বিরেচন হইবে।"

জীবক ভগবানকে ত্রিশবারের বিরেচক (জোলাপ) প্রদান করিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। দ্বারের বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "আমি ভগবানকে ত্রিশবারের বিরেচক দিয়াছি; তথাগতের দেহ দোষগ্রস্ত হইয়াছে, কাজেই তথাগতের ত্রিশবার বিরেচন হইবে না, ভগবানের ঊনত্রিশবার মাত্র বিরেচন হইবে। যদি ভগবান ঊনত্রিশবার বিরেচনের পর স্নান করেন তাহা হইলে ভগবানের একবার বিরেচন হইবে; এইভাবে ভগবানের ত্রিশবার বিরেচন হইবে।" ভগবান স্বচিত্তে জীবকের চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন, "আনন্দ, দ্বারের বাহিরে যাইবার পর জীবকের মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছে : 'আমি ভগবানকে ত্রিশবারের বিরেচক দিয়াছি; কিন্তু তথাগতের দেহ দোষগ্রস্ত হওয়ায় তাহার ত্রিশবার বিরেচন হইবে না, ঊনত্রিশবার বিরেচন হইবে; ভগবান যদি ঊনত্রিশবার বিরেচনের পর স্নান করেন, তাহা হইলে স্নানের পর ভগবানের একবার বিরেচন হইবে; এইরূপে ভগবানের ত্রিশবার বিরেচন হইবে।' আনন্দ, তাহা হইলে উষ্ণোদক প্রস্তুত রাখ।" "তথাস্তু, প্রভো," বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া উষ্ণোদক প্রস্তুত রাখিলেন।

অতঃপর জীবক ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট জীবক ভগবানকে কহিলেন, "প্রভু, ভগবানের বিরেচন হইয়াছে কি?" "জীবক, বিরেচন হইয়াছে।" "প্রভো, দ্বারের বাহির হইবার পর আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল : 'আমি ভগবানকে ত্রিশবারের বিরেচক দিয়াছি;

কিন্তু তাহার দেহ দোষগ্রস্ত থাকার ত্রিশবার বিরেচন হইবে না, ঊনত্রিশবার বিরেচন হইবে। ভগবান যদি ঊনত্রিশবার বিরেচনের পর স্নান করেন, তাহা হইলে স্নানের পর ভগবানের একবার বিরেচন হইবে; এইরূপে ভগবানের ত্রিশবার বিরেচন হইবে।' অতএব, ভগবান স্নান করুন; সুগত স্নান করুন।" ভগবান উষ্ণোদকে স্নান করিলেন। স্নানের পর ভগবানের একবার বিরেচন হইল। এইভাবে ভগবানের ত্রিশবার বিরেচন হইল।

জীবক ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, যাবৎ ভগবানের দেহ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত না হয় তাবৎ যূষাহারের প্রয়োজন।" ভগবানের দেহ অচিরেই স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। জীবক সেই শিবিদেশীয় বস্ত্রজোড়া লইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া জীবক ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, আমি ভগবানের নিকট একটি বর যাচঞা করিতে চাহি।" "জীবক, তথাগত বরদানের অতীত হইয়াছেন।" "প্রভো, যাহা বিধিসম্মত এবং অনবদ্য আমি তাহাই যাচঞা করিতে চাহি।" "জীবক, তাহা হইলে বলিতে পার।" "প্রভো, ভগবান পাংশুকূল বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন, ভিক্ষুসংঘও তাহাই করিয়া থাকেন। প্রভো, আমার এই শিবিদেশীয় বস্ত্রজোড়া রাজা প্রদ্যোত প্রেরণ করিয়াছেন, যাহা বহু জোড়া বস্ত্রের মধ্যে, বহুশত জোড়া বস্ত্রের মধ্যে, বহুসহস্র জোড়া বস্ত্রের মধ্যে এবং বহুশতসহস্র জোড়া বস্ত্রের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মুখ্য, উত্তম এবং প্রবর। প্রভু ভগবান, আমার এই শিবিদেশীয় বস্ত্রজোড়া প্রতিগ্রহণ করুন এবং ভিক্ষুসংঘকেও গৃহপতি প্রদত্ত চীবর ব্যবহারে অনুজ্ঞা প্রদান করুন।" ভগবান বস্ত্রজোড়া[১] প্রতিগ্রহণ করিলেন।

ভগবান জীবককে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। জীবক ভগবানের ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :

---

[১]। ভগবানের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি হইতে বস্ত্র গ্রহণ পর্যন্ত বিংশতি বৎসর ভগবান কিংবা কোনো ভিক্ষুই গৃহপতি প্রদত্ত চীবর ব্যবহার করেন নাই। সকলেই পাংশুকূল (আবর্জনাস্তূপ হইতে কুড়ানো বস্ত্র সেলাই করিয়া প্রস্তুত) চীবর ব্যবহার করিয়াছিলেন।—সম-পাসা।

২. নূতন বস্ত্রে প্রস্তুত চীবরের বিধান

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : গৃহপতি প্রদত্ত চীবর ব্যবহার কর। যাহার ইচ্ছা হয় পাংশুকূল চীবর ব্যবহার করিতে পার কিংবা যাহার ইচ্ছা হয় গৃহপতি প্রদত্ত চীবর ব্যবহার করিতে পার। ভিক্ষুগণ, আমি উভয়বিধ চীবর ব্যবহারে সন্তোষ প্রকাশ করিতেছি।"

৩. প্রাবার ব্যবহারে আদেশ

১. রাজগৃহের জনসাধারণ শুনিতে পাইল : ভগবান নাকি ভিক্ষুদিগকে গৃহপতি প্রদত্ত চীবর ব্যবহারে অনুজ্ঞা দিয়াছেন। তখন তাহারা 'এখন আমরা দান দিবার এবং পুণ্যকার্য করিবার অবসর পাইলাম, কেননা ভগবান ভিক্ষুগণকে গৃহপতি-প্রদত্ত চীবর ব্যবহারে অনুজ্ঞা দিয়াছেন' এই ভাবিয়া হৃষ্ট এবং প্রফুল্ল হইল। এক দিবসেই রাজগৃহে বহসহস্র চীবর পাওয়া গেল। জনপদের লোকগণ শুনিতে পাইল : ভগবান নাকি ভিক্ষুগণকে গৃহপতি-প্রদত্ত চীবর ব্যবহারে অনুজ্ঞা দিয়াছেন। তখন সেই জনসাধারণও 'এখন আমরা দান দিতে পারিব এবং পুণ্যকার্য করিতে পারিব, কেননা ভগবান ভিক্ষুগণকে গৃহপতি-প্রদত্ত চীবর ব্যবহারের অনুজ্ঞা দিয়াছেন' এই ভাবিয়া হৃষ্ট এবং প্রফুল্ল হইল। জনপদেও এক দিবসেই বহু সহস্র চীবর পাওয়া গেল।

২. সেই সময়ে ভিক্ষুসংঘ 'প্রাবার' (আবরণবস্ত্র) প্রাপ্ত হইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : প্রাবার ব্যবহার কর।"

'কৌষেয় প্রাবার' প্রাপ্ত হইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : কৌষেয় প্রাবার ব্যবহার কর।"

'কোজব' (দীর্ঘ রোমশ কম্বল) প্রাপ্ত হইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : 'কোজব' ব্যবহার কর।"

॥ প্রথম ভণিতা সমাপ্ত ॥

৪. কম্বল ব্যবহারের আদেশ

সেই সময় কাশীরাজা[১] পঞ্চশত মুদ্রামূল্যের ক্ষৌমমিশ্রিত কম্বল জীবকের

---

[১]। কোশলরাজ প্রসেনজিতের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।—সম-পাসা।

নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। জীবক সেই পঞ্চশত মুদ্রামূল্যের ক্ষৌমমিশ্রিত কম্বল লইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া জীবক ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, আমার এই পঞ্চশত মুদ্রামূল্যের ক্ষৌমমিশ্রিত কম্বল কাশীরাজা প্রেরণ করিয়াছেন। প্রভু ভগবান, আমার কম্বল প্রতিগ্রহণ করুন, যেন আমার দীর্ঘকালের হিত সুখ সাধিত হয়।"

ভগবান কম্বল প্রতিগ্রহণ করিলেন। ভগবান জীবককে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। জীবক ভগবানকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : কম্বল ব্যবহার কর।"

৫. ষড়বিধ চীবরের বিধান

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ বিবিধ মূল্যবান চীবর প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'ভগবান কোন চীবর ব্যবহারের অনুজ্ঞা করিয়াছেন এবং কোন চীবর ব্যবহারেরই বা অনুজ্ঞা করেন নাই?' ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ষড়বিধ চীবর; যথা : ক্ষৌম, কার্পাস, কৌষেয়, কম্বল, শণ এবং ভঙ্গ (পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ সংমিশ্রণে প্রস্তুত চীবর) ব্যবহার কর।"

৬. নূতন চীবরের সঙ্গে পাংশুকূল

১. সেই সময়ে যেই ভিক্ষুগণ গৃহপতি প্রদত্ত চীবর ব্যবহার করিতেন, তাহারা 'ভগবান এক প্রকার চীবর ব্যবহারের অনুজ্ঞা করিয়াছেন দুই প্রকারের নহে' এইরূপ সন্দেহের বশবর্তী হইয়া পাংশুকূল চীবর ব্যবহারে বিরত ছিলেন। ভিক্ষুগণ, ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যাহারা গৃহপতি-প্রদত্ত চীবর ব্যবহার করে, তাহারা পাংশুকূল চীবরও ব্যবহার করিতে পারিবে। আমি উভয়বিধ চীবর ব্যবহারেই সন্তোষ (ত্যাগশীলতা) প্রকাশ করিতেছি।"

২. (ক) সেই সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু কোশল জনপদ দিয়া দীর্ঘপথ

পর্যটনে রত ছিলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পাংশুকূল বস্ত্র সংগ্রহের জন্য শ্মশানে প্রবেশ করিলেন, কেহ কেহ প্রবেশ করিলেন না। যেই ভিক্ষুগণ পাংশুকূল বস্ত্রের জন্য শ্মশানে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহারা পাংশুকূল বস্ত্র পাইলেন। যাহারা প্রবেশ করেন নাই, তাহারা (পূর্বোক্ত ভিক্ষুদিগকে) কহিলেন, "বন্ধুগণ, আমাদিগকে অংশ প্রদান করুন।" তাহারা (পূর্বোক্ত ভিক্ষুগণ) কহিলেন, 'বন্ধুগণ, আমরা আপনাদিগকে অংশ দিতে পারি না, আপনারা গমন করেন নাই কেন?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যাহারা গমন করে নাই, তাহাদিগকে ইচ্ছা না হইলে অংশ দিবে না।"

(খ) সেই সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু কোশল জনপদ দিয়া দীর্ঘপথ ভ্রমণে রত ছিলেন। তাহাদের মধ্যে কোনো কোনো ভিক্ষু পাংশুকূল বস্ত্রের জন্য শ্মশানে প্রবেশ করিলেন, কোনো কোনো ভিক্ষু (বাহিরে) প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যেই ভিক্ষুগণ পাংশুকূল বস্ত্রের জন্য শ্মশানে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহারা পাংশুকূল বস্ত্র লাভ করিলেন। যাহারা প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহারা কহিলেন, "বন্ধুগণ, আমাদিগকেও অংশ প্রদান করুন।" তাহারা (পূর্বোক্ত ভিক্ষুগণ) কহিলেন, "বন্ধুগণ, আমরা আপনাদিগকে অংশ দিব না; আপনারা গমন করেন নাই কেন?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : প্রতীক্ষাকারীদিগকে ইচ্ছা না হইলেও অংশ প্রদান করিবে।"

(গ) সেই সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু কোশল জনপদ দিয়া দীর্ঘপথ পর্যটনে রত ছিলেন। তন্মধ্যে কোনো কোনো ভিক্ষু পাংশুকূল বস্ত্রের জন্য প্রথমে শ্মশানে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কোনো কোনো ভিক্ষু পরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যেই ভিক্ষুগণ পাংশুকূল বস্ত্রের জন্য প্রথমে শ্মশানে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহারা পাংশুকূল বস্ত্র প্রাপ্ত হইলেন। যেই ভিক্ষুগণ পরে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহারা পাইলেন না। তাহারা (পূর্বোক্ত ভিক্ষুগণকে) কহিলেন, "বন্ধুগণ, আমাদিগকেও অংশ প্রদান করুন।" তাহারা কহিলেন, "বন্ধুগণ, আমরা আপনাদিগকে অংশ দিব না, আপনারা পরে গমন করিলেন কেন?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যাহারা পরে গিয়াছে, ইচ্ছা না হইলে তাহাদিগকে অংশ দিবে না।"

(ঘ) সেই সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু কোশল জনপদ দিয়া দীর্ঘপথ পর্যটনে রত ছিলেন। তাহারা সকলে এক সঙ্গে পাংশুকূল বস্ত্রের জন্য শ্মশানে প্রবেশ

করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কোনো কোনো ভিক্ষু পাংশুকূল বস্ত্র পাইলেন, কোনো কোনো ভিক্ষু পাইলেন না। যেই ভিক্ষুগণ পাইলেন না, তাহারা কহিলেন, "বন্ধুগণ, আমাদিগকেও অংশ প্রদান করুন।" তাহারা (পূর্বোক্ত ভিক্ষুগণ) কহিলেন, "আমরা আপনাদিগকে অংশ দিব না, আপনারা পান নাই কেন?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : একসঙ্গে গমন করিলে ইচ্ছা না হইলেও অংশ প্রদান করিবে।"

(ঙ) সেই সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু কোশল জনপদ দিয়া দীর্ঘপথ পর্যটনে রত ছিলেন। তাহারা পরামর্শ করিয়া পাংশুকূল বস্ত্রের জন্য শ্মশানে প্রবেশ করিলেন। তন্মধ্যে কোনো কোনো ভিক্ষু পাংশুকূল পাইলেন, কোনো কোনো ভিক্ষু পাইলেন না। যেই ভিক্ষুগণ পাইলেন না, তাহারা কহিলেন, "বন্ধুগণ, আমাদিগকেও অংশ প্রদান করুন।" তাহারা (যাহারা পাইয়াছেন) কহিলেন, "বন্ধুগণ, আমরা আপনাদিগকে অংশ দিব না, আপনারা পান নাই কেন? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পরামর্শ করিয়া গমন করিলে ইচ্ছা না হইলেও অংশ প্রদান করিবে।"

সংঘের কর্মকারক

১. চীবর-প্রতিগ্রাহক নির্বাচন

সেই সময়ে জনসাধারণ চীবর লইয়া আরামে (বিহারে) আসিত। কিন্তু তাহারা প্রতিগ্রাহক (গ্রহণকারী) না পাইয়া চীবর ফিরাইয়া লইয়া যাইত। এইজন্য চীবর অল্প পাওয়া যাইতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুকে চীবর-প্রতিগ্রাহক নির্বাচিত করিবে। (১) যে ছন্দগামী নহে, (২) যে দ্বেষগামী নহে, (৩) যে মোহগামী নহে, (৪) যে ভয়গামী নহে এবং (৫) যে গৃহীত-অগৃহীত জানিতে পারে।"

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে নির্বাচন করিবে। প্রথমে (পূর্বোক্ত গুণসম্পন্ন) ভিক্ষুর মত লইতে হইবে। মত লইয়া দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে।

জ্ঞপ্তি : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহা হইলে সংঘ অমুক ভিক্ষুকে চীবর-প্রতিগ্রাহক নির্বাচিত করিতে পারেন।—ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক ভিক্ষুকে চীবর-প্রতিগ্রাহক নির্বাচিত করিতেছেন। অমুক ভিক্ষুকে চীবর-প্রতিগ্রাহক নির্বাচিত করা যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকিবেন, যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তাহার বক্তব্য ভাষায় ব্যক্ত করিবেন।

ধারণা : অমুক ভিক্ষু সংঘকর্তৃক চীবর-প্রতিগ্রাহক নির্বাচিত হইলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন, আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

২. চীবর-রক্ষক নির্বাচন

সেই সময়ে চীবর-প্রতিগ্রাহক ভিক্ষু চীবর প্রতিগ্রহণ করিয়া সেই স্থানেই পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতেন। এইজন্য চীবর নষ্ট হইয়া যাইত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুকে চীবর-রক্ষক নির্বাচিত কর। (১) যে ছন্দগামী নহে, (২) যে দ্বেষগামী নহে, (৩) যে মোহগামী নহে, (৪) যে ভয়গামী নহে এবং (৫) যে রক্ষিত-অরক্ষিত জানিতে সমর্থ।"

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে নির্বাচিত করিবে। প্রথমে ভিক্ষুর মত গ্রহণ করিতে হইবে। মত গ্রহণ করিয়া দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে।

জ্ঞপ্তি : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহা হইলে সংঘ অমুক ভিক্ষুকে চীবর-রক্ষক নির্বাচিত করিতে পারেন।—ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক ভিক্ষুকে চীবর-রক্ষক নির্বাচিত করিতেছেন। অমুক ভিক্ষুকে চীবর-রক্ষক নির্বাচিত করা যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকিবেন, যিনি উচিত মনে করেন না, তিনি তাহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা : সংঘ অমুক ভিক্ষুকে চীবর-রক্ষক নির্বাচিত করিলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন, আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

৩. ভাণ্ডারগৃহ নির্ণয়

সেই সময় চীবর-রক্ষক ভিক্ষু মণ্ডপে, বৃক্ষমূলে, ছাঁচে অথবা খোলা স্থানে চীবর রাখিয়া দিতেন। সেখানে চীবর ইন্দুরে এবং উইয়ে কাটিতে লাগিল : ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে

ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ভাণ্ডারগৃহ নির্ণয় কর। বিহার, আর্ঢ্যযোগ, প্রাসাদ, হর্ম্য অথবা গুহা এই সবের মধ্যে সংঘ যেইটি ইচ্ছা করে তাহা ভাণ্ডারগৃহ রূপে নির্ণয় করুক।”

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে নির্ণীত করিবে। দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে।

জ্ঞপ্তি : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহা হইলে সংঘ অমুক বিহার ভাণ্ডারগৃহের জন্য নির্ণয় করিতে পারেন।—ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক বিহার ভাণ্ডারগৃহের জন্য নির্ণীত করিতেছেন। অমুক বিহার ভাণ্ডারগৃহ নির্ণয় করা যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকিবেন, যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তাহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা : অমুক বিহার ভাণ্ডারগৃহের জন্য নির্ণীত হইল। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন, আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

৪. ভাণ্ডারী নির্বাচন

১. সেই সময়ে সংঘের ভাণ্ডারগৃহে চীবর অরক্ষিত অবস্থায় থাকিত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) “হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুকে ভাণ্ডারী নির্বাচিত করিবে। (১) যে ছন্দগামী নহে, (২) যে দ্বেষগামী নহে, (৩) যে মোহগামী নহে, (৪) যে ভয়গামী নহে এবং (৫) যে রক্ষিত-অরক্ষিত জানিতে সমর্থ।”

“হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে নির্বাচন করিবে। [অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ।]

২. সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু ভাণ্ডারীকে স্থানচ্যুত করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) “হে ভিক্ষুগণ, ভাণ্ডারীকে স্থানচ্যুত করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।”

৫. সঞ্চিত চীবর ভাগ করা

সেই সময়ে সংঘের ভাণ্ডাগারে চীবর স্তূপীকৃত হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) “হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সংঘের সম্মুখে ভাগ করিবে।”

৬. চীবর-ভাজক নির্বাচন

সেই সময়ে সমগ্র ভিক্ষুসংঘ একত্রিত হইয়া চীবর ভাগ করায় কোলাহল হইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুকে চীবর-ভাজক নির্বাচিত কর। (১) যে ছন্দগামী নহে, (২) যে দ্বেষগামী নহে, (৩) যে মোহগামী নহে, (৪) যে ভয়গামী নহে এবং (৫) যে ভাজিত-অভাজিত জানিতে সমর্থ।"

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে নির্বাচিত করিবে। [অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ।]

৭. চীবর ভাগ করিবার নিয়ম

চীবর-ভাজক ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "কিরূপে চীবর ভাগ করিতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : প্রথমে চীবর বাছিয়া[১], মূল্য নিরূপণ করিয়া[২], সমমূল্য করিয়া[৩], ভিক্ষু গণনা করিয়া[৪] এবং পুঁটলি বাঁধিয়া[৫] চীবরের ভাগ বসাইবে।"

৮. শ্রামণেরকে অংশ প্রদান

১. ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "শ্রামণেরকে চীবর অংশ কিরূপ দিতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : শ্রামণেরকে[৬] অর্ধেকাংশ প্রদান করিবে।"

২. সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু স্বীয় অংশ লইয়া উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা প্রকাশ

---

[১]। ইহা স্থূল, ইহা সূক্ষ্ম, ইহা ঘন, ইহা পাতলা, ইহা ব্যবহৃত, ইহা অব্যহৃত ইহার দৈর্ঘ এত, প্রস্থ এত এইরূপে পৃথক করা;

[২]। ইহার মূল্য এত এবং উহার মূল্য অত এরূপে মূল্য নির্ধারণ করা;

[৩]। যদি সমস্ত চীবরই সমমূল্যের হয় তবে ভালো, যদি সমমূল্যের না হয়, তাহা হইলে অন্য চীবর পূরণ করিয়া দিয়া সমমূল্যের করিয়া পুঁটলি বাঁধিতে হইবে;

[৪]। এক একজনকে দিতে গেলে দিবসে কুলাইবে না, এইজন্য দশ দশজন ভিক্ষু গণিয়া;

[৫]। দশ দশ অংশ এক পুঁটলি বাঁধিয়া অংশ স্থাপন করিতে হইবে;

[৬]। যেই শ্রামণের ভিক্ষুসংঘের কোনো কার্য করে না কেবল শিক্ষাকার্যে এবং আচার্য উপাধ্যায়ের সেবায় রত থাকে, তাহাকে অর্ধেকাংশ প্রদান করিতে হয়। যে সকালে এবং বিকালে ভিক্ষুসংঘের সেবা করে তাহাকে সমান অংশ দিতে হয়।—সম-পাসা।

করিল[১]। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : স্থানান্তরে গমনকারীকে তাহার অংশ[২] প্রদান করিবে।

৩. সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু অতিরিক্ত অংশ লইয়া স্থানান্তরে গমনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : প্রত্যর্পণ[৩] করিলে অতিরিক্ত অংশ প্রদান করিবে।"

৯. চীবরের উপর কুশ নিক্ষেপ

চীবর-ভাজক ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "চীবরের অংশ কীভাবে দিতে হইবে? হাতে যেইখানা উঠে সেইখানা দিতে হইবে, না পুরাতনক্রমে দিতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : অংশহীনকে তুষ্ট করিয়া (বিকলকে তোসেত্বা)[৪] কুশ নিক্ষেপ করিবে।"

---

[১]। যে নদী বা বনপথ অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করে অথবা শকট পাইয়া স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছা করে।—সম-পাসা।

[২]। ভাণ্ডারগৃহ হইতে চীবর বাহির করিয়া, রাশি করিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিবার পর ভিক্ষুসংঘ সমবেত হইলে, যে শকট পাইয়া যাইতে ইচ্ছুক হয় সে 'শকট লাভে বঞ্চিত না হউক' এইজন্য উক্ত আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। চীবর বাহির করা না হইলে, ঘণ্টাধ্বনি করা না হইলে এবং ভিক্ষুসংঘও সমবেত না হইলে অংশ দেওয়া উচিত নহে। চীবর বাহির করা হইলে এবং ঘণ্টাধ্বনিতে ভিক্ষুসংঘ সমবেত হইলে চীবর ভাজকের 'এই ভিক্ষুর অংশ এত হইতে পারে' এই অনুমান করিয়া চীবর দেওয়া উচিত। অনুমান করিয়া সমান অংশ দেওয়া সম্ভব নহে। এইজন্য অধিক হউক বা অল্প হউক অনুমানে যাহা প্রদত্ত হয় তাহা ন্যায়সম্মত। কম হইলে পুনঃ দিতে হয় না, কিংবা বেশি হইলে ফেরৎ লইতে হয় না।—সম-পাসা।

[৩]। যদি ভিক্ষুও দশজন হয় কাপড়ও দশখানা হয় এবং তন্মধ্যে একটি কাপড়ের মূল্য অধিক হয় তাহা হইলে যেই ভিক্ষু সেই অধিক মূল্যের কাপড় পাইবে তাহাকে অতিরিক্ত মূল্যের কোনো উপযুক্ত সামগ্রী যাহারা কম দামের পাইয়াছে, তাহাদিগকে দিতে হইবে।

[৪]। বিকলক দ্বিবিধ, যথা, চীবর 'বিকলক' এবং ব্যক্তি 'বিকলক' (বিকলক অর্থ অপূর্ণ)। প্রত্যেকে পাঁচখানা করিয়া কাপড় পাইবার পর কাপড় আরও জমা থাকে কিন্তু প্রত্যেককে আবার একখানা করিয়া দিলে যদি সঙ্কুলান না হয় তাহা হইলে ছিঁড়িয়া দিতে হইবে। ছিঁড়িবার সময় ব্যবহারে লাগে মত ছিঁড়িতে হইবে। অব্যবহার্যভাবে ছেঁড়া উচিত নহে। চীবর অল্প হওয়ায় ইহাকে 'চীবর বিকলক' বলে। ছিঁড়িয়া দিলে গৃহীতাকে তুষ্ট করা হয়। অতঃপর কুশ নিক্ষেপ করিবে। চীবরে না কুলাইলে সমমূল্যের অন্য দ্রব্য দিয়াও তুষ্ট করা

চীবর রঞ্জনাদি করা

১. চীবর রঞ্জিত করিবার রং

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ গোময় এবং পাণ্ডুবর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা চীবর রঞ্জিত করিতেন। তাহাতে চীবর দুর্বর্ণ হইয়া যাইত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ষড়্‌বিধ রং; যথা : (১) বৃক্ষের শিকড়ের রং, (২) বৃক্ষের গুঁড়ির রং, (৩) বৃক্ষ-ত্বকের রং, (৪) বৃক্ষপত্রের রং, (৫) পুষ্পের রং এবং (৬) ফলের রং।"

(২) রং পাক করা

১. সেই সময়ে ভিক্ষুগণ শীতলজল মিশ্রিত রং দ্বারা চীবর রঞ্জিত করায় তাহাদের চীবর দুর্গন্ধ হইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : রং পাক কর এবং স্থালী (আধার) ব্যবহার কর।"

২. রং আধার প্লাবিত করিয়া গড়াইয়া যাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : 'উত্তরালুম্প'[১] বন্ধন (স্থাপন) কর।"

৩. সেই সময়ে ভিক্ষুগণ জানতে পারিলেন না : রং পাক হইল কী হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : জলে অথবা নখপৃষ্ঠে রঙের ফোঁটা নিক্ষেপ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ।"

৩. রং রাখিবার পাত্র

১. সেই সময়ে ভিক্ষুগণ রং নামাইবার সময় কুম্ভি আবর্তিত হওয়ায় (উল্টিয়া পড়ায়)। কুম্ভি ভগ্ন হইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : 'রজনুলুঙ্ক'[২] এবং সদণ্ড থালা ব্যবহার কর।"

চলে। দশ দশজন ভিক্ষুকে এক একদলে বিভক্ত করিলে যদি দলে কম হয়, আট বা নয় দল হয় তাহা হইলে আট বা নয় ভাগ দিয়া বলিতে হয় : ইহা আপনারা গ্রহণ করুন। ইহাকে 'ব্যক্তি বিকলক' বলে।—সম-পাসা।

[১]। পাকস্থলীর মধ্যস্থলে স্থাপন করিবার বংশাদিদ্বারা নির্মিত চুপড়িবিশেষ।

[২]। সদণ্ড নারিকেলের খোলা।

২. সেই সময়ে ভিক্ষুগণের রং রাখিবার পাত্র ছিল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : রঙের চাটি এবং রঙের ঘট ব্যবহার কর।"

৩. সেই সময়ে ভিক্ষুগণ হাঁড়িতে এবং পাত্রে চীবর মর্দন করায় চীবর ছিঁড়িতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : রঙের দ্রোণি[১] ব্যবহার কর।"

৪. চীবর শুখাইবার সামগ্রী

১. সেই সময়ে ভিক্ষুগণ ভূমিতে চীবর প্রসারিত করায় চীবর ধূলিলিপ্ত হইত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : তৃণের উপর প্রসারিত কর।"

২. তৃণে চীবর প্রসারিত করায় চীবর উইয়ে খাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : চীবর বাঁশে অথবা রজ্জুতে প্রসারিত কর।"

৫. রঞ্জিত করিবার নিয়ম

১. চীবরের মধ্যস্থানে রং লাগিত না; রং উভয়পার্শ্ব দিয়া পড়িয়া যাইত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : চীবরের কোণা বন্ধন কর।"

২. কোনা জীর্ণ হইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : কোণা বাঁধিবার সূত্র ব্যবহার কর।"

৩. রং পার্শ্ব দিয়া ক্ষরিত হইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : বারংবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া রঞ্জিত করিবে এবং যাবৎ ক্ষরণ বন্ধ না হয় তাবৎ স্থান ত্যাগ করিবে না।"

৪. সেই সময়ে (বারংবার রং দেওয়ায়) চীবর শক্ত হইয়া যাইত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে

---

[১]। প্রস্তুত বা অন্য কোনো দ্রব্য নির্মিত চীবর রঞ্জিত করিবার বিশাল পাত্র। তাহার নমুনা অদ্যাপি সাঞ্চিতে বিদ্যমান আছে।

ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : চীবর জলে ডুবাইয়া রাখিবে।"

৫. সেই সময়ে চীবর কর্কশ হইতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : হস্ত দ্বারা চীবর থাবড়াইবে।"

চীবর ছেদন, সংখ্যা এবং জীর্ণ সংস্কার

১. ছিঁড়িয়া সেলাই করা চীবরের বিধান

সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু ছেদন না করিয়া দন্তবর্ণ[১] চীবর ব্যবহার করিতেছিল। তাহা দেখিয়া জনসাধারণ 'যেন কামভোগী গৃহী!' এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, ছেদন না করিয়া চীবর ব্যবহার করিতে পারিবে না; যে ব্যবহার করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

[স্থান : দক্ষিণাগিরি]

ভগবান রাজগৃহে যথারুচি অবস্থান করিয়া দক্ষিণাগিরি অভিমুখে পর্যটনে বাহির হইলেন। ভগবান মগধ-ক্ষেত্র 'অচ্চিবদ্ধ'[২] 'পালিবদ্ধ'[৩] 'মরিয়াদবদ্ধ'[৪] এবং 'সিংঘাটক বদ্ধ'[৫] দেখিতে পাইলেন; দেখিতে পাইয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন, "হে আনন্দ, তুমি কি দেখিতেছ মগধ-ক্ষেত্র 'অচ্চিবদ্ধ', 'পালিবদ্ধ', 'মরিয়াবদ্ধ' এবং 'সিংঘাটকবদ্ধ'?" "হ্যাঁ প্রভো, দেখিতেছি।" "আনন্দ, তুমি কি ভিক্ষুগণের জন্য এরূপ চীবর প্রস্তুত করিতে পারিবে?" "হ্যাঁ ভগবান, পারিব।"

[স্থান : রাজগৃহ]

ভগবান দক্ষিণাগিরিতে যথারুচি অবস্থান করিয়া পুনরায় রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ বহুসংখ্যক ভিক্ষুর চীবর প্রস্তুত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন,

---

[১]। একবার কিংবা দুইবার রঞ্জিত করা চীবর।

[২]। জমির চতুষ্পার্শ্বে ডাঙ্গা বাঁধা;

[৩]। দীর্ঘ ও প্রস্থ আইল দেওয়া;

[৪]। মধ্যে মধ্যে হ্রস্ব আইল দেওয়া;

[৫]। চারি কোণ মিলাইয়া বাঁধা।

“প্রভু ভগবান, আমার তৈয়ারি চীবর অবলোকন করুন।”

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, “হে ভিক্ষুগণ, আনন্দ পণ্ডিত এবং প্রাজ্ঞ। কেননা সে আমার সংক্ষিপ্ত বাক্যের অর্থ বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে। ‘কুসি’[১] করিয়াছে, ‘অড্‌ঢকুসি’[২] করিয়াছে, ‘মণ্ডল’[৩] করিয়াছে, ‘অড্‌ঢমণ্ডল’[৪] (অর্ধমণ্ডল) করিয়াছে, ‘বিবট্ট’[৫] করিয়াছে, ‘অনুবিবট্ট’[৬] করিয়াছে, ‘গীবেয়্য’[৭] করিয়াছে, ‘জঙ্ঘেয়্য’[৮] করিয়াছে, ‘বাহন্ত’[৯] করিয়াছে, ছেদন করিয়া সেলাই করিয়াছে, শস্ত্রদ্বারা অপকৃষ্ট করিয়াছে, শ্রমণোপযোগী করিয়াছে এবং চোরের ব্যবহারের অযোগ্য করিয়াছে।

“হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সঙ্ঘাটি, উত্তরাসঙ্গ এবং অন্তর্বাস ছেদন করিয়া ব্যবহার করিবে।”

[স্থান : বৈশালী]

২. চীবরের সংখ্যা

ভগবান রাজগৃহে যথারুচি অবস্থান করিয়া বৈশালী অভিমুখে পর্যটনে যাত্রা করিলেন। ভগবান রাজগৃহ এবং বৈশালীর মধ্যবর্তী রাস্তায় দীর্ঘপথযাত্রী অনেক ভিক্ষুকে দেখিতে পাইলেন : কেহ মাথায় করিয়া চীবরের পুঁটলি বহন করিয়া, কেহ স্কন্ধে করিয়া চীবরের পুঁটলি বহন করিয়া এবং কেহ বা কটিতে চীবরের পুঁটলি লইয়া আসিতেছে। দেখিয়া ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “এই মূর্খগণ অতিশীঘ্র চীবরবাহুল্যে (চীবর সঞ্চয়ে) আবর্তিত হইয়াছে। অতএব আমি চীবরের সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দিব, মর্যাদা (সীমা)

---

[১]। চীবরের দীর্ঘপ্রস্থ প্রান্তে সংযুক্ত পাড়।

[২]। মধ্যে মধ্যে যেই ছোট ছোট বস্ত্রখণ্ড লাগান হয়, অর্ধকুশী।

[৩]। পঞ্চ খণ্ডযুক্ত চীবরের এক এক খণ্ড যে চৌকোণ করিয়া ‘ঘর’ করা হয়। ইহাকে মহামণ্ডলও বলা হয়।

[৪]। অর্ধমণ্ডল, ক্ষুদ্র মণ্ডল

[৫]। উক্ত মণ্ডলও অমণ্ডল এক সঙ্গে সেলাই কৃত মধ্যমণ্ডল, বিবর্ত।

[৬]। মধ্যমণ্ডলের দুই পার্শ্বস্থিত খণ্ডদ্বয়।

[৭]। গ্রীবা বেড়াইয়া চীবরের যেই পাড় পাড় সেই পাড়ের উপরে যে ক্ষুদ্র দীর্ঘ বস্ত্রখণ্ড দৃঢ় করিবার জন্য লাগান হয়; গ্রীবেয়।

[৮]। জঙ্ঘা বেড়াইয়া যেই পাড় পড়ে, তদুপরি যে ক্ষুদ্র দীর্ঘ বস্ত্রখণ্ড লাগান হয়।

[৯]। মধ্য তিন খণ্ডের উভয়পার্শ্বে দুই খণ্ড বস্ত্র সংযোগ করিয়া যে চীবর সেলাই করা হয়, সেই সম্পূর্ণ চীবরের নাম।

স্থাপন করিয়া দিব।” ভগবান ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিয়া বৈশালী গমন করিলেন। ভগবান বৈশালীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন, গৌতমক চৈত্যে। সেই সময় ভগবান হেমন্তঋতুর শীত রাত্রিতে ‘অন্তর-অষ্টকায়’ হিমপাত সময়ে রাত্রিতে উন্মুক্ত স্থানে একটিমাত্র চীবর লইয়া উপবেশন করিলেন। ভগবানের শৈত্যবোধ হইল না। প্রথম যাম অতিবাহিত হইবার পর ভগবানের শৈত্যবোধ হইল। ভগবান অন্য একখানা চীবরে দেহ আবৃত করিলেন, তখন ভগবানের শৈত্যবোধ হইল না। দ্বিতীয় যাম অতিবাহিত হইবার পর ভগবানের শৈত্যবোধ হইল, তখন ভগবান আর একখানা চীবরে দেহ আবৃত করিলেন, তখন ভগবানের শৈত্যবোধ হইল না। অন্তিম যাম অতিবাহিত হইতেছে, রাত্রি অবসানে অরুণালোক নিঃসৃত হইতেছে এমন সময় ভগবানের শৈত্যবোধ হইল, তখন ভগবান আর একখানা চীবরে দেহ আবৃত করিলেন। তাহাতে ভগবানের আর শৈত্যবোধ হইল না। অনন্তর ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “যেই সব শীত ভীরু কুলপুত্র এই ধর্মবিনয়ে প্রব্রজিত হইয়াছে, তাহারাও ত্রিচীবরে সময় অতিবাহিত করিতে পারিবে। অতএব আমি ভিক্ষুগণের চীবরের সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিব, মর্যাদা স্থাপন করিব এবং ত্রিচীবরের অনুজ্ঞা দিব।”

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি রাজগৃহ এবং বৈশালীর মধ্যবর্তী রাস্তা দিয়া দীর্ঘ পথযাত্রী হইয়া দেখিতে পাইলাম : অনেক ভিক্ষু চীবরের পুঁটলি মাথায় করিয়া, স্কন্ধে করিয়া, কটিতে করিয়া আসিতেছে দেখিয়া আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “অতিশীঘ্র এই মূর্খগণ চীবর সঞ্চয়ে রত হইয়া পড়িয়াছে! অতএব আমি ভিক্ষুগণের চীবরের সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দিব, মর্যাদা স্থাপন করিব।” হে ভিক্ষুগণ, আমি হেমন্ত ঋতুর শীত রাত্রিতে ‘অন্তর-অষ্টকায়’ হিমবাতের সময় রাত্রিতে উন্মুক্ত স্থানে একমাত্র চীবর পরিয়া উপবেশন করিলাম; আমার শৈত্যবোধ হইল না। প্রথম যাম অতিবাহিত হইবার পর আমার শৈত্যবোধ হইল; তখন আমি দ্বিতীয় চীবর পরিধান করিলাম, তখন আমার শৈত্যবোধ হইল না। মধ্যম যাম অতিবাহিত হইবার পর আমার শৈত্যবোধ হইল, আমি তৃতীয় চীবর পরিধান করিলাম, তখন আমার শৈত্যবোধ হইল না। অন্তিম যাম অতিবাহিত হইবার সময়, রাত্রি অবসানে অরুণোদয়ের প্রাক্কালে আমার শৈত্যবোধ হইল, তখন আমি চতুর্থ চীবর পরিধান করিলাম, তখন আমার শৈত্যবোধ হইল না। ভিক্ষুগণ, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : যেই সব শীতভীরু কুলপুত্র এই

ধর্মবিনয়ে প্রব্রজিত হইয়াছে তাহারাও ত্রিচীবরে কাল অতিবাহিত করিতে পারে; অতএব আমি চীবরের সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দিব, মর্যাদা স্থাপন করিব, ত্রিচীবরের অনুজ্ঞা প্রদান করিব।'

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ত্রিচীবর; যথা : দোহারা (দ্বিগুণ) সঙ্ঘাটি, একগুণ উত্তরাসঙ্গ এবং একগুণ অন্তর্বাস ব্যবহার কর।"

৩. অতিরিক্ত চীবর সম্বন্ধে নিয়ম

১. সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু 'ভগবান ত্রিচীবর ব্যবহারের অনুজ্ঞা দিয়াছেন' এই ভাবিয়া অন্য একসেট ত্রিচীবরে গ্রামে গমন করিতেন, অন্য একসেট ত্রিচীবরে আরামে (বিহারে) অবস্থান করিতেন এবং অন্য একসেট ত্রিচীবরে স্নান করিতেন। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন : 'কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষু অতিরিক্ত ত্রিচীবর ব্যবহার করিতেছেন?' সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, (ত্রিচীবরের) অতিরিক্ত চীবর ব্যবহার করিতে পারিবে না; যে ব্যবহার করিবে তাহার ধর্মানুসারে[১] প্রতিকার করিতে হইবে।"

২. সেই সময়ে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট অতিরিক্ত চীবর ছিল। আয়ুষ্মান আনন্দ সেই চীবর আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র সাকেতে অবস্থান করিতেছিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'ভগবান বিধান দিয়াছেন : অতিরিক্ত চীবর ব্যবহার করিতে পারিবে না। আমি এই অতিরিক্ত চীবরখানা পাইয়াছি, এই চীবর আমি আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে দিবার ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু আয়ুষ্মান সারিপুত্র সাকেতে অবস্থান করিতেছেন, অতএব এখন আমায় কী করিতে হইবে?' আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "আনন্দ, কয়দিন পরে সারিপুত্র আগমন করিবে?" "ভগবান, নয় কিংবা দশ দিন পরে আসিবেন।" তখন ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা

---

[১]। ভিক্ষু ত্রিচীবরের অতিরিক্ত চীবর অধিষ্ঠান কিংবা বেনামা করা ব্যতীত দশ দিনের অধিক ব্যবহার করিলে তাহার নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তাহা সংঘ, গণ বা এক ব্যক্তির নিকট ত্যাগ করিয়া অপরাধের প্রতিকার করিতে হয়।—সুত্ত-বিভ।

করিতেছি : দশ দিন পর্যন্ত অতিরিক্ত চীবর ব্যবহার করিতে পারিবে।”

৩. সেই সময়ে ভিক্ষুগণ অতিরিক্ত চীবর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : ‘অতিরিক্ত চীবর আমাদিগকে কী করিতে হইবে?’ ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) “হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : অতিরিক্ত চীবর বেনামা (বিকপ্পং)[১] করিবে।”

[স্থান : বারাণসী]

৪. চীবরে তালি দেওয়া

ভগবান বৈশালীতে যথারুচি অবস্থান করিয়া বারাণসী অভিমুখে পর্যটনে বাহির হইলেন। ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিয়া বারাণসীতে গমন করিলেন। ভগবান বারাণসীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন, ঋষিপত্তনে, মৃগদাবে। সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর অন্তর্বাসে ছিদ্র হইয়াছিল। তখন সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইল : ‘ভগবান ত্রিচীবর ব্যবহারের বিধান দিয়াছেন : দ্বিগুণ সজ্ঘাটি, একগুণ উত্তরাসঙ্গ এবং একগুণ অন্তর্বাস। আমার এই অন্তর্বাসে ছিদ্র হইয়াছে; অতএব আমি তালি দিব। এরূপ করিলে চতুষ্পার্শ্বে দোহারা এবং মধ্যে একগুণ হইবে।’ এই ভাবিয়া সেই ভিক্ষু তালি দিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান শয়নাসন দর্শনার্থ বিচরণ করিবার সময় সেই ভিক্ষুকে তালি দিতে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া সেই ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “ভিক্ষু, তুমি কী করিতেছ?” “প্রভো, আমি অন্তর্বাস তালি দিতেছি।” “ভিক্ষু, সাধু, সাধু!! তুমি তালি দিয়া সাধুকার্য করিতেছ।”

অনন্তর ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : নূতন বা নূতন সদৃশ[২] বস্ত্রের দ্বিগুণ সজ্ঘাটি, একগুণ উত্তরাসঙ্গ এবং একগুণ অন্তর্বাস; পুরাতন[৩] বস্ত্রের চতুর্গুণ সজ্ঘাটি, দ্বিগুণ উত্তরাসঙ্গ এবং দ্বিগুণ

---

[১]। ইমং চীবরং তুয্হং বিকপ্পেমি’ এইবাক্য তিনবার বলিয়া যেকোনো ব্যক্তির নিকট বেনামা করিতে হয়। যাহার নামে বেনামা করা হয় তাহাকে ‘ময্হং সন্তকং বিস্সজ্জেহি বা পরিভুঞ্জহি বা যথাপচ্চযং বা করোহি’ এইবাক্য তিনবার বলিয়া যাহার চীবর তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে হয়।

[২]। একবার ধৌত বস্ত্র;

[৩]। যেই বস্ত্র চারি মাসের অধিক কাল বাক্সে রাখা হইয়াছে।

অন্তর্বাস; পাংশুকূল বস্ত্রে যথারুচি চীবর প্রস্তুত করিবে এবং দোকানের সম্মুখে পতিত বস্ত্র অনুসন্ধান করিবে।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : তালি, রিফু, 'ওবট্টিক' 'কণ্ডুসক' এবং 'দল্‌হিকম্ম'[১] করিবে।"

[স্থান : শ্রাবস্তী]

৫. বিশাখার বর

ভগবান বারাণসীতে যথারুচি অবস্থান করিয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে পর্যটনে বাহির হইলেন। ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিয়া শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন। ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডদের আরামে। মৃগারমাতা বিশাখা ভগানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। ভগবান একান্তে উপবিষ্ট মৃগারমাতা বিশাখাকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। মৃগারমাতা বিশাখা ভগবানের ধর্মকথায়, প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া ভগবানকে কহিলেন, "প্রভু ভগবান ভিক্ষুসংঘসহ আগামীকল্য আমার অন্ন গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করুন।" ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জানাইলেন। মৃগারমাতা বিশাখা ভগবানের সম্মতি জানিয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেই সময়ে সেই রাত্রি অবসানে চতুর্দ্বীপ প্রসারী[২] মহামেঘ বর্ষণ করিল। ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, জেতবনে যেমন বর্ষিত হইতেছে এইরূপ চারি দ্বীপে বর্ষিত হইতেছে। অতএব ভিক্ষুগণ, তোমরা দেহে বারিবর্ষণ করাও, ইহা চতুর্দ্বীপ-প্রসারী অন্তিম মহামেঘ।" "যথা আজ্ঞা, প্রভো," বলিয়া সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া চীবর খুলিয়া রাখিয়া (নগ্ন হইয়া) দেহে বারি বর্ষণ করাইতে লাগিলেন। মৃগারমাতা বিশাখা উত্তম খাদভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া দাসীকে আদেশ করিলেন, "দাসী, আরামে (বিহারে) যাইয়া সময় জ্ঞাপন কর : "প্রভো, ভোজনের সময় উপস্থিত হইয়াছে, আহার্য প্রস্তুত'।" "যথা আজ্ঞা, আর্যে!" বলিয়া সেই দাসী মৃগারমাতা বিশাখাকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া আরামে যাইয়া দেখিল :

---

[১]। এইসবের ব্যাখ্যা ৩৭১ পৃষ্ঠার পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

[২]। যেই মেঘ একই সময় চারি দ্বীপে বারি বর্ষণ করে।—সম-পাসা।

ভিক্ষুগণ চীবর খুলিয়া রাখিয়া দেহে বারিবর্ষণ করাইতেছেন। দেখিয়া 'আরামে ভিক্ষু নাই আজীবকগণ দেহে বারিবর্ষণ করাইতেছেন' এই ভাবিয়া মৃগারমাতা বিশাখার নিকট উপস্থিত হইয়া মৃগারমাতা বিশাখাকে কহিল, "আর্যে, আরামে ভিক্ষু নাই, আজীবকগণ দেহে বারিবর্ষণ করাইতেছেন।" মৃগারমাতা বিশাখা পণ্ডিতা, নিপুণা এবং মেধাবিনী ছিলেন, তাই তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "নিশ্চয়ই আর্যগণ (ভিক্ষুগণ) চীবর ত্যাগ করিয়া (নগ্ন হইয়া) দেহে বারিবর্ষণ করাইতেছেন, তাহা দেখিয়া এই মূর্খা মনে করিয়াছে আরামে ভিক্ষু নাই, আজীবকগণ (নগ্ন সন্ন্যাসীগণ) দেহে বারিবর্ষণ করাইতেছে।" তিনি পুনরায় দাসীকে আদেশ করিলেন, "দাসী, আরামে যাইয়া জানাইয়া আস : 'প্রভো, ভোজনের সময় হইয়াছে, আহার্য প্রস্তুত'।"

সেই ভিক্ষুগণ গাত্র শীতল করিয়া, আর্দ্রদেহে চীবর গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব বিহারে প্রবেশ করিলেন। তখন সেই দাসী আরামে যাইয়া ভিক্ষু দেখিতে না পাইয়া 'আরামে ভিক্ষু নাই, আরাম শূন্য' এই মনে করিয়া মৃগারমাতা বিশাখার নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া মৃগারমাতা বিশাখাকে কহিল, "আর্যে, আরামে ভিক্ষু নাই, আরাম শূন্য।" মৃগারমাতা বিশাখা পণ্ডিতা, নিপুণা এবং মেধাবিনী ছিলেন, তাই তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "নিশ্চয় আর্যগণ গাত্র শীতল করিয়া আর্দ্রদেহে চীবর গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব বিহারে প্রবেশ করিয়াছেন। এইজন্য এই মূর্খা মনে করিয়াছে আরামে ভিক্ষু নাই, আরাম শূন্য!" পুনরায় তিনি দাসীকে আদেশ করিলেন, "দাসী, আরামে যাইয়া জানাইয়া আস : প্রভো, ভোজনের সময় উপস্থিত, আহার্য প্রস্তুত হইয়াছে।"

ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, পাত্রচীবর লইয়া প্রস্তুত হও, ভোজনের সময় হইয়াছে।" "যথা আজ্ঞা, প্রভো," বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান পূর্বাহ্নে বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া এবং পাত্রচীবর লইয়া যেমন কোনো বলবান ব্যক্তি সংকুচিত বাহু প্রসারিত করে, অথবা প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে সেইরূপ জেতবনে অন্তর্হিত হইয়া মৃগারমাতা বিশাখার প্রকোষ্ঠে প্রাদুর্ভূত হইলেন। ভগবান প্রস্তুত আসনে ভিক্ষুসংঘসহ উপবেশন করিলেন।

মৃগারমাতা বিশাখা 'অহো, বড় আশ্চর্য! বড় অদ্ভূত! তথাগতের ঋদ্ধি এবং মহানুভাবতা! জানুপ্রমাণ এবং কটিপ্রমাণ জলস্রোত বিদ্যমান সত্ত্বেও একজন ভিক্ষুরও পাদ বা চীবর সিক্ত হয় নাই!' এই ভাবিয়া হৃষ্ট এবং প্রফুল্ল হইয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে বারণ না করা পর্যন্ত স্বহস্তে খাদ্য-ভোজ্য দানে

সন্তৃপ্ত করিয়া ভগবান ভোজনাবসানে পাত্র হইতে হস্ত তুলিয়া লইলে একান্তে উপবেশন করিলেন।

৬. স্নানবস্ত্রের বিধান

একান্তে উপবেশন করিয়া মৃগারমাতা বিশাখা ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, আমি ভগবানের নিকট আটটি বর যাচঞা করিতে চাহি।" "বিশাখে, তথাগত বরদানের অতীত হইয়াছে।" "প্রভো, যাহা বিহিত এবং অনবদ্য আমি সেই বরই যাচঞা করিব।" "বিশাখে, তাহা হইলে বলিতে পার।"

"প্রভো, (১) আমি ভিক্ষুসংঘকে আজীবন স্নানবস্ত্র (বর্ষা সময়ে পরিধেয় বস্ত্র) প্রদান করিতে চাহি, (২) আগন্তুককে আহার্য দান, (৩) গমনকারীকে আহার্য দান, (৪) রুগ্‌ণকে আহার্য দান, (৫) রোগী-পরিচারককে আহার্য দান, (৬) রোগীকে ভৈষজ্য দান, (৭) নিত্য যবাগূ দান এবং (৮) ভিক্ষুণীসংঘকে স্নানবস্ত্র[১] দান করিতে চাহি।" "বিশাখে, তুমি কোন সুখফল দেখিয়া তথাগতের নিকট আটটি বর যাচঞা করিতেছ?"

(১) প্রভো, আমি দাসীকে আদেশ করিয়াছিলাম : দাসী, আরামে যাইয়া সময় জ্ঞাপন কর, ভোজনের সময় হইয়াছে, আহার্য প্রস্তুত। সেই দাসী আরামে যাইয়া দেখিতে পাইল, ভিক্ষুগণ চীবর পরিত্যাগ করিয়া দেহে বারিবর্ষণ করাইতেছেন। দেখিয়া 'আরামে ভিক্ষু নাই, আজীবকগণ দেহে বারিবর্ষণ করাইতেছেন' এই ভাবিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া আমাকে কহিল, 'আর্যে, আরামে ভিক্ষু নাই, আজীবকগণ দেহে বারিবর্ষণ করাইতেছেন!' প্রভো, নগ্নতা বড় অপবিত্র, বড় জুগুপ্সিত এবং অতি ঘৃণিত। আমি এই কারণ দেখিয়া সংঘকে আজীবন বর্ষার স্নানবস্ত্র দিতে চাহিতেছি।

(২) পুনশ্চ, প্রভো, আগন্তুক ভিক্ষু রাস্তা এবং গ্রামের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাবে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে ক্লেশ পাইয়া থাকেন। তাহারা আগন্তুকের উদ্দেশ্যে আমার প্রদত্ত অন্ন আহার করিয়া রাস্তা এবং গ্রামের পরিচয় লাভে সমর্থ হইয়া অক্লেশে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতে পারিবেন। প্রভো, আমি এই কারণ দেখিয়া আজীবন সংঘকে আগন্তুক-ভোজন দিতে চাহিতেছি।

(৩) পুনশ্চ, প্রভো, গমনকারী ভিক্ষু নিজের আহার সন্ধান করিতে করিতে শকট হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়েন অথবা যেখানে যাইতে চাহেন সেখানে

---

[১]। ভিক্ষুণীদিগের মাসিক ঋতুর সময়ে ব্যবহার্য বস্ত্র।

উপস্থিত হইতে বিকাল হইয়া যায়, ক্লান্ত হইয়া দীর্ঘপথ গমন করেন। তিনি যদি গমনকারীর উদ্দেশ্যে আমার প্রদত্ত ভোজন আহার করেন তাহা হইলে তাহাকে শকট লাভে বঞ্চিত হইতে হইবে না, যেখানে যাইতে চাহেন সেখানে বিকালে উপস্থিত হইতে হইবে না এবং অক্লেশে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে পারিবেন। প্রভো, আমি এই কারণ দেখিয়া ভিক্ষুসংঘকে আজীবন গমনকারীর ভোজন প্রদান করিতে চাহিতেছি।

(৪) পুনশ্চ, প্রভো, রোগী ভিক্ষু অনুকূল ভোজন না পাইলে তাহার রোগ বাড়িতে পারে অথবা মৃত্যু হইতে পারে। তিনি রোগীর উদ্দেশ্যে আমার প্রদত্ত আহার্য আহার করিলে তাহার রোগ বাড়িবে না অথবা মৃত্যু হইবে না। প্রভো, আমি এই কারণ দেখিয়া আজীবন সংঘকে রোগীর ভোজন দিতে চাহিতেছি।

(৫) পুনশ্চ, প্রভো, রোগী-পরিচারক ভিক্ষু নিজের আহার্য সংগ্রহে ব্যস্ত থাকিলে রোগীকে আহার্য প্রদানে বিলম্ব করিবে অথবা রোগীকে অনাহারেও রাখিবে। তিনি যদি রোগী পরিচারকের উদ্দেশ্যে আমার প্রদত্ত অন্ন আহার করেন, তাহা হইলে রোগীকে সকালে অন্ন প্রদান করিতে পারিবেন, রোগীকে উপবাসে রাখিবেন না। প্রভো, আমি এই কারণ দেখিয়া আজীবন সংঘকে রোগী-পরিচারকের ভোজন প্রদান করিতে চাহিতেছি।

(৬) পুনশ্চ, প্রভো, রোগী ভিক্ষু অনুকূল ভৈষজ্য না পাইলে তাহার রোগ বৃদ্ধি অথবা মৃত্যু হইতে পারে। তিনি যদি রোগীর উদ্দেশ্যে আমার প্রদত্ত ভৈষজ্য সেবন করেন, তাহা হইলে তাহার রোগ বৃদ্ধি কিংবা মৃত্যু হইবে না। প্রভো, আমি এই কারণ দেখিয়া সংঘকে আজীবন রোগীর ভৈষজ্য দিতে চাহিতেছি।

(৭) পুনশ্চ, প্রভো, ভগবান অন্ধকবিন্দে দশটি আনিশংস (সুখদ ফল) দেখিয়া যবাগূর বিধান দিয়াছেন। আমি সেই সমস্ত আনিশংস দেখিয়া আজীবন সংঘকে নিত্য যবাগূ দিতে চাহিতেছি।

(৮) পুনশ্চ, প্রভো, ভিক্ষুণীগণ অচিরবতী নদীতে বেশ্যার সঙ্গে এক ঘাটে নগ্ন হইয়া স্নান করিয়া থাকেন। বেশ্যাগণ ভিক্ষুণীদিগকে 'আর্যে, তোমরা যৌবনাবস্থায় কেন ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতেছ, কামসেবা করা কি উচিত নহে? যখন বৃদ্ধা হইবে তখন ব্রহ্মচর্য পালন করিতে পারিবে। এরূপে তোমাদের উভয় কার্য সফল হইবে।' এই বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকে। তখন ভিক্ষুণীগণ বেশ্যাদের দ্বারা উপহসিত হইয়া নীরব থাকেন। প্রভো, নারীজাতির নগ্নতা বড় অপবিত্র, বড় জুগুপ্সিত, অতি ঘৃণার্হ। আমি এই কারণ দেখিয়া আজীবন

ভিক্ষুণীসংঘকে স্নানবস্ত্র দিতে চাহিতেছি।”

“বিশাখে, তুমি কি আনিশংস দেখিয়া তথাগতের নিকট আটটি বর যাচঞা করিতেছ?”

“প্রভো, নানাদিকে বর্ষবাস সমাপ্ত করিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইবেন। তাহারা ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, ‘প্রভো, অমুক ভিক্ষুর কালক্রিয়া হইয়াছে, পরলোকে তাহার কিরূপ গতি লাভ হইল?’ তাহার সম্বন্ধে ভগবান ব্যক্ত করিবেন, ‘তিনি স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল অথবা অর্হত্ত্বফল লাভ করিয়াছিলেন।’ তখন আমি তাহাদের (জিজ্ঞাসাকারীদিগের) নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিব, ‘প্রভো, সেই আর্য কি কোনোদিন শ্রাবস্তী আসিয়াছিলেন?’ যদি তাহারা আমায় বলেন, ‘সেই ভিক্ষু শ্রাবস্তীতে আসিয়াছিলেন।’ তাহা হইলে আমি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতে পারিব : সেই মৃত আর্য আমার প্রদত্ত বর্ষাকালের স্নান বস্ত্র, আগন্তুক-ভোজন, গমনকারীর ভোজন, রোগীর ভোজন, রোগীপরিচারকের ভোজন, রোগীর ভৈষজ্য অথবা নিত্য প্রদত্ত যবাগূ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা স্মরণ করিলে আমার প্রমোদের সঞ্চার হইবে, প্রমোদ হইতে প্রীতির সঞ্চার হইবে, প্রীতিসম্পন্ন হইলে দেহ প্রশান্ত হইবে, প্রশান্তকায়ে সুখানুভূতি হইবে, সুখানুভূতিতে চিত্ত সমাধিপ্রাপ্ত হইবে এবং তাহাই হইবে আমার ইন্দ্রিয়-ভাবনা, বল-ভাবনা, বোধ্যঙ্গ-ভাবনা। প্রভো, আমি এই আনিশংস দেখিয়া তথাগতের নিকট আটটি বর যাচঞা করিতেছি।”

“বিশাখে, সাধু! সাধু!! তুমি এই অষ্টবিধ আনিশংস দেখিয়া তথাগতের নিকট আটটি বর যাচঞা করিয়া উত্তমকার্য করিয়াছ। বিশাখে, আমি তোমাকে উক্ত আট বর প্রদান করিলাম।”

অতঃপর ভগবান মৃগারমাতা বিশাখাকে এই গাথাযোগে অনুমোদন করিলেন :

অন্ন জল করে দান মনানন্দে শীলবতী সুগত-তনয়া[১],
করে দান স্বস্তিকর শোকনোদ সুখাবহ ছাড়িয়া অসূয়া[২],
সেই লভে দিব্যবল আর আয়ু ধরি পথ শুদ্ধ নিরঞ্জন,
চিরসুখী পুণ্যকামী নিরাময় স্বর্গলোকে আনন্দিত মন।

---

[১]। যেই নরনারী মার্গফল লাভ করেন, ভগবান তাহাদিগকে ‘পুত্রকন্যা’ বলিতেন।
[২]। মাৎসর্য।

ভগবান মৃগারমাতা বিশাখাকে এই গাথাযোগে অনুমোদন করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : বর্ষাসময়ের স্নানবস্ত্র, আগন্তুক-ভোজন, গমনকারীর ভোজন, রোগীর ভোজন, রোগী-পরিচারকের ভোজন, রোগীর ভৈষজ্য, নিত্য যবাগূ এবং ভিক্ষুণীসংঘের স্নানবস্ত্র।"

॥ বিশাখা ভণিতা সমাপ্ত ॥

৭. দেহ, চীবর এবং আসন রক্ষা করিয়া উপবেশন

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ উত্তম ভোজ্যাদি ভোজন করিয়া স্মৃতি এবং সম্প্রজ্ঞান[১] রহিত হইয়া নিদ্রামগ্ন হইতেন। তাহারা স্মৃতি এবং সম্প্রজ্ঞান রহিত হইয়া নিদ্রামগ্ন হওয়ায় স্বপ্নে তাহাদের অশুচিপাত হইত, শয্যাসন অশুচিতে ম্রক্ষিত হইয়া যাইত। ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে পশ্চাদ্গামী শ্রমণরূপে সঙ্গে লইয়া শয়নাসন দর্শনে বিচরণ করিবার সময় দেখিতে পাইলেন : শয্যাসন অশুচিদ্বারা ম্রক্ষিত। দেখিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন, "আনন্দ, এ কী! শয্যাসন ম্রক্ষিত কিসে?" "প্রভো, ভিক্ষুগণ উত্তম আহার্য আহার করিয়া স্মৃতি এবং সম্প্রজ্ঞান রহিত হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। তাহারা স্মৃতি এবং সম্প্রজ্ঞান রহিত হইয়া নিদ্রামগ্ন হওয়াতে স্বপ্নে তাহাদের অশুচিপাত হইতেছে। ভগবান, এইহেতু শয্যাসন অশুচিদ্বারা ম্রক্ষিত হইয়াছে।" "হ্যাঁ আনন্দ, এরূপ হইয়া থাকে। হ্যাঁ আনন্দ, এরূপ হইয়া থাকে। আনন্দ, যাহারা স্মৃতি এবং সম্প্রজ্ঞান রহিত হইয়া নিদ্রামগ্ন হয় তাহাদের স্বপ্নে অশুচিপাত হইয়া থাকে। আনন্দ যাহারা স্মৃতিমান এবং সম্প্রজ্ঞানযুক্ত হইয়া নিদ্রা যায় তাহাদের অশুচিপাত হয় না। আনন্দ, যেই সাধারণজন (পুথুজ্জন) কামাসক্ত নহে তাহারও স্বপ্নে অশুচিপাত হয় না। আনন্দ, অর্হতের অশুচিপাত হইতে পারে এই সম্বন্ধে কোনো কারণ কিংবা হেতু নাই।"

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি একদিন আনন্দকে পশ্চাদ্গামী শ্রমণরূপে সঙ্গে করিয়া শয়নাসন দর্শনে বিচরণ করিবার সময় দেখিতে পাইলাম : শয়নাসন অশুচিদ্বারা ম্রক্ষিত। দেখিয়া আনন্দকে আহ্বান করিয়া

---

[১]। কর্তব্য বিষয়ে সজাগ থাকা।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ কী! শয্যাসন ম্রক্ষিত কেন?' 'প্রভো, এখন ভিক্ষুগণ, উত্তম আহার্য আহার করিয়া স্মৃতি এবং সম্প্রজ্ঞান রহিত হইয়া নিদ্রামগ্ন হইতেছেন, তাহারা স্মৃতি এবং সম্প্রজ্ঞান রহিত হইয়া নিদ্রামগ্ন হওয়ায় স্বপ্নে তাহাদের অশুচিপাত হইতেছে। ভগবান সেই অশুচিদ্বারা এই শয্যাসন ম্রক্ষিত হইয়াছে।' 'হ্যাঁ আনন্দ, এরূপ হইয়া থাকে! হ্যাঁ আনন্দ এরূপ হইয়া থাকে! আনন্দ, তাহারা স্মৃতি এবং সম্প্রজ্ঞান রহিত হইয়া নিদ্রামগ্ন হওয়াতে তাহাদের স্বপ্নে অশুচিপাত হইয়াছে। আনন্দ, যাহারা স্মৃতিমান এবং সম্প্রজ্ঞানযুক্ত হইয়া নিদ্রামগ্ন হয় তাহাদের অশুচিপাত হয় না। আনন্দ, যেই সাধারণজন (পুথুজ্জন বা পৃথগ্‌জন) কামাসক্ত নহে তাহারও অশুচিপাত হয় না। আনন্দ, এমন কোনো একটা কারণ কিংবা হেতু নাই : অর্হতের অশুচিপাত হইতে পারে।' ভিক্ষুগণ, স্মৃতি এবং সম্প্রজ্ঞান রহিত হইয়া নিদ্রা যাইবার পাঁচটি আদীনব (দোষ) আছে; যথা : (১) সদুঃখে নিদ্রামগ্ন হয়, (২) সদুঃখে জাগ্রত হয়, (৩) দুঃস্বপ্ন দেখে, (৪) দেবতা রক্ষা করে না এবং (৫) অশুচিপাত হয়। ভিক্ষুগণ, স্মৃতি এবং সম্প্রজ্ঞান রহিত হইয়া নিদ্রা যাইবার এই পাঁচটি আদীনব।

হে ভিক্ষুগণ, স্মৃতি এবং সম্প্রজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া নিদ্রামগ্ন হইবার পাঁচটি আনিশংস আছে; যথা : (১) সুখে নিদ্রামগ্ন হয়, (২) সুখে জাগ্রত হয়, (৩) দুঃস্বপ্ন দেখে না, (৪) দেবতা রক্ষা করে এবং (৫) অশুচিপাত হয় না। ভিক্ষুগণ, স্মৃতিমান এবং সম্প্রজ্ঞানযুক্ত হইয়া নিদ্রামগ্ন হইবার এই পাঁচটি আনিশংস। (এই হেতু)

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দেহ, চীবর এবং শয্যাসন রক্ষা করিয়া বসিবার জন্য বসিবার আসন ব্যবহার করিবে।"

অন্যান্য বস্ত্র এবং চীবর সম্বন্ধে বিধান

১. বিছানার চাদর

সেই সময়ে বসিবার আসন অতিক্ষুদ্র হওয়ায় সমস্ত শয়নাসন আবৃত করিতে পারা যাইত না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যত বড় প্রত্যাস্তরণ (বিছানার চাদর) প্রয়োজন হয়, তত বড় ব্যবহার করিবে।"

২. কণ্ডু আচ্ছাদনের বস্ত্র

সেই সময়ে আয়ুষ্মান আনন্দের উপাধ্যায় আয়ুষ্মান বরিষ্ঠশিরের নিকট স্থূলকক্ষ (খোস) রোগ হইয়াছিল। তাহার ক্লেদে তাহার চীবর দেহে জড়াইয়া যাইত, ভিক্ষুগণ তাহা জলে সিক্ত করিয়া মুক্ত করিতেন। ভগবান শয়নাসন দর্শনে বিচরণ করিবার সময়, সেই ভিক্ষুগণকে চীবর বারংবার জলসিক্ত করিয়া দেহ হইতে মুক্ত করিতে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া সেই ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া সেই ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষুর রোগ কী?" "প্রভো, এই আয়ুষ্মানের স্থূলকক্ষরোগ হইয়াছে, ক্লেদে চীবর দেহে জড়াইয়া গিয়াছে, আমরা তাহা বারংবার জলসিক্ত করিয়া মুক্ত করিতেছি।" ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যাহার নিকট কণ্ডু, স্ফোটক, পাঁচড়া অথবা খোসরোগ আছে সে কণ্ডু আচ্ছাদনের বস্ত্র ব্যবহার করিবে।"

৩. মুখ মুছিবার তোয়ালে

মৃগারমাতা বিশাখা মুখ মুছিবার তোয়ালে লইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া মৃগারমাতা বিশাখা ভগবানকে কহিলেন, "ভগবান, আমার মুখ মুছিবার তোয়ালে প্রতিগ্রহণ করুন, যেন সুদীর্ঘকাল আমার হিত-সুখ সাধিত হয়।" ভগবান মুখ মুছিবার তোয়ালে প্রতিগ্রহণ করিলেন। ভগবান মৃগারমাতা বিশাখাকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। মৃগারমাতা বিশাখা ভগবানের ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া তাহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : মুখ মুছিবার তোয়ালে ব্যবহার করিবে।"

৪. পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ব্যক্তি বিশ্বাসের যোগ্য

সেই সময়ে রোজ নামধেয় মল্ল আয়ুষ্মান আনন্দের সহায় ছিলেন। রোজমল্লের ক্ষৌমবস্ত্রখণ্ড আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট জমা ছিল। আয়ুষ্মান আনন্দেরও ক্ষৌমবস্ত্রখণ্ডের প্রয়োজন ছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়

জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ব্যক্তির দ্রব্য বিশ্বস্তরূপে গ্রহণ করিতে পার; যথা : (১) যে প্রত্যক্ষ হইয়াছে, (২) যাহার সহিত গাঢ় মিত্রতা হইয়াছে, (৩) যাহার সহিত আলাপ হইয়াছে, (৪) যে জীবিত আছে এবং (৫) যে স্বীয় দ্রব্য গ্রহণ করিলে গ্রহীতার প্রতি সন্তুষ্ট হয়। ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ব্যক্তির দ্রব্য বিশ্বস্তরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে।"

৫. অন্যান্য বস্ত্রের বিধান

সেই সময়ে ভিক্ষুগণের ত্রিচীবর পরিপূর্ণ ছিল। তাহাদের জল ছাঁকিবার এবং থলিয়ার বস্ত্রের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : প্রয়োজনীয় বস্ত্রখণ্ড (পরিক্খার চোল) ব্যবহার করিবে।"

৬. বস্ত্রের মধ্যে কোনটি নিত্য ব্যবহার্য এবং কোনটি অব্যবহার্য?

তখন ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'ভগবান যেই সমস্ত চীবর ব্যবহারের আদেশ দিয়াছেন; যথা : ত্রিচীবর, বর্ষাকালের স্নানবস্ত্র, বসিবার কাপড়, বিছানার চাদর, কণ্ডু প্রতিচ্ছাদনের বস্ত্র, মুখ মুছিবার তোয়ালে এবং প্রয়োজনীয় বস্ত্রখণ্ড। এই সমস্তই কি অধিষ্ঠান করিতে হইবে, না বেনামা করিতে হইবে?' ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ত্রিচীবর অধিষ্ঠান করিবে, বেনামা করিবে না; বর্ষার স্নানবস্ত্র বর্ষার চারি মাস অধিষ্ঠান করিবে, তৎপর বেনামা করিবে; বসিবার কাপড় অধিষ্ঠান করিবে, বেনামা করিবে না; বিছানার-চাদর অধিষ্ঠান করিবে, বেনামা করিবে না; কণ্ডুপ্রতিচ্ছাদনের বস্ত্র রোগের সময় অধিষ্ঠান করিবে, বেনামা করিবে না; মুখ মুছিবার তোয়ালে অধিষ্ঠান করিবে, বেনামা করিবে না এবং প্রয়োজনীয় বস্ত্রখণ্ড অধিষ্ঠান করিবে, বেনামা করিবে না।"

৭. বেনামাযোগ্য বস্ত্রের প্রমাণ

ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'অন্তত কোন প্রমাণবিশিষ্ট চীবর বেনামা করিতে হইবে?' ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : অন্তত বুদ্ধের

আঙ্গুলে দৈর্ঘে আট আঙ্গুল এবং প্রস্থে চারি আঙ্গুল প্রমাণবিশিষ্ট[১] ক্ষুদ্র চীবর বেনামা করিবে।”

৮. চীবর পাতলা, কোমল আদি করিবার নিয়ম

১. সেই সময়ে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপের পাংশুকূল (আবর্জনাস্তূপ হইতে কুড়ানো বস্ত্র) দ্বারা প্রস্তুত চীবর ভারী হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) “হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সূত্ররুক্ষ[২] করিবে।”

২. কোণা ঝুলিয়া[৩] পড়িল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) “হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ঝুলানো কোণা বাহির করিয়া ফেলিবে।”

৩. সুতা ছাড়াইয়া পড়িল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) “হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ‘অনুবাত’ ও ‘পরিভণ্ড’[৪] আরোপ করিবে।”

৪. সেই সময়ে সঙ্ঘাটির (পট্টা)[৫] ছিঁড়িতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) “হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ‘অষ্টপদক’[৬] করিবে।”

৯. বস্ত্র না কুলাইলে ত্রিচীবর ছিন্ন করিয়া প্রস্তুত না করা

১. সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু চীবর প্রস্তুত করিবার সময় সমগ্র বস্ত্র ছিন্ন করায় কাপড়ে সংকুলান হইতেছিল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) “হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দুইখানা ছিন্ন করিয়া এবং একখানা ছিন্ন না করিয়া চীবর প্রস্তুত করিবে।”

২. দুইখানা ছিন্ন করায় এবং একখানা ছিন্ন না করায়ও কাপড়ে সংকুলান হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) “হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দুইখানা ছিন্ন না করিয়া এবং

---

[১]। দৈর্ঘে এক হাত এবং প্রস্থে এক বিতস্তি।

[২]। সুতা দিয়ে তালি দিবে।

[৩]। সুত্তং অচ্ছেত্বা সিব্বন্তানং একো সঙ্ঘাটি কোণো দীঘো হোতি।—সম-পাসা।

[৪]। ইহার ব্যাখ্যা ৩৭১ পৃষ্ঠার পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

[৫]। বড় বড় বস্ত্রখণ্ডের প্রান্তভাগে সেলাই করা সুতা খুলিয়া যাওয়ায় বস্ত্রখণ্ড ছিঁড়িয়া যায়।

[৬]। অষ্টপাদ ক্রীড়নকের ন্যায়।

একখানা ছিন্ন করিয়া চীবর প্রস্তুত করিবে।”

৩. দুইখানা ছিন্ন না করায় এবং একখানা ছিন্ন করায়ও কাপড়ে সংকুলান হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) “হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : জোড়া দিবে।”

“হে ভিক্ষুগণ, ছিন্ন না করিয়া সমগ্র চীবর ব্যবহার করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।”

১০. মাতাপিতাকে বস্ত্র দেওয়া যায়

সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষুর নিকট বহু চীবর সঞ্চিত ছিল। তিনি সেই চীবর তাহার মাতাপিতাকে দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) “হে ভিক্ষুগণ, মাতাপিতার কথা বলিলে আমি কী বলিব? ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : মাতাপিতাকে প্রদান করিবে। কিন্তু ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাপ্রদত্ত দ্রব্যের অপব্যবহার[১] করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।”

১১. দুই চীবরে গ্রামে গমন অনুচিত

সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু অন্ধবনে চীবর (সঙ্ঘাটি) রাখিয়া অন্তর্বাস এবং উত্তরাসঙ্গ মাত্র পরিধান করিয়া গ্রামে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে গমন করিয়াছিলেন। চোরেরা সেই চীবর হরণ করিল। এইজন্য তিনি জীর্ণ এবং ময়লা চীবর ব্যবহারে বাধ্য হইলেন। ভিক্ষুগণ তাহাকে কহিলেন, “বন্ধো, আপনি জীর্ণ এবং ময়লা চীবর কেন ব্যবহার করিতেছেন?” “বন্ধুগণ, আমি অন্ধবনে চীবর রাখিয়া অন্তর্বাস এবং উত্তরাসঙ্গ মাত্র পরিধান করিয়া গ্রামে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে গমন করিয়াছিলাম, এই অবসরে চোরেরা সেই চীবর হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, এই হেতু আমি জীর্ণ এবং ময়লা চীবর ব্যবহারে বাধ্য হইয়াছি।” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) “হে ভিক্ষুগণ, অন্তর্বাস এবং উত্তরাসঙ্গ মাত্র পরিধান করিয়া গ্রামে যাইতে পারিবে না; যে যাইবে তাহার ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।”

---

[১]। মাতাপিতা অতি ধনী হইলেও যদি তাহারা যাচঞা করে তাহা হইলে তাহাদিগকে দিতে হইবে; কিন্তু অন্য কোনো আত্মীয়কে প্রদান করিলে শ্রদ্ধা প্রদত্ত দ্রব্যের অপব্যবহার করা হইবে।—সম-পাসা।

১২. কোনো একটি চীবর রাখিয়া যাইবার কারণ

সেই সময়ে আয়ুষ্মান আনন্দ ভুলবশত অন্তর্বাস এবং উত্তরাসঙ্গ মাত্র পরিধান করিয়া গ্রামে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে গমন করিয়াছিলেন। ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন, "বন্ধু আনন্দ, অন্তর্বাস এবং উত্তরাসঙ্গ মাত্র পরিধান করিয়া গ্রামে যাইতে পারিবে না বলিয়া কি ভগবান বিধান প্রদান করেন নাই? বন্ধু, আপনি কেন অন্তর্বাস এবং উত্তরাসঙ্গ মাত্র পরিধান করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়াছেন?" "বন্ধো, ভগবান যে অন্তর্বাস এবং উত্তরাসঙ্গ মাত্র পরিধান করিয়া গ্রামে গমন না করিবার বিধান দিয়াছেন তাহা সত্য; কিন্তু আমি ভুলবশত প্রবেশ করিয়াছি।" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন।

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ কারণে সঙ্ঘাটি রাখিয়া যাইতে পারে; যথা : (১) রুগ্‌ণ হয়, (২) বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে, (৩) নদীর পরপারে যাইতে হয়, (৪) বিহারের দ্বার অর্গল দ্বারা বন্ধ করা যায় এবং (৫) কঠিন চীবর প্রসারিত হইয়া থাকে। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ কারণে সঙ্ঘাটি রাখিয়া যাইতে পারা যায়।

হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ কারণে উত্তরাসঙ্গ রাখিয়া যাইতে পারে; যথা : (১) রুগ্‌ণ হয়, (২) বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে, (৩) নদীর পরতীরে যাইবার প্রয়োজন হয়, (৪) বিহারের দ্বার বন্ধ করিতে পারা যায় অথবা (৫) কঠিন চীবর প্রসারিত হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ কারণে উত্তরাসঙ্গ রাখিয়া যাইতে পারা যায়।

"হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চ কারণে অন্তর্বাস রাখিয়া যাইতে পারে; যথা : (১) রুগ্‌ণ হয়, (২) বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে, (৩) নদীর পরতীরে যাইবার প্রয়োজন হয়, (৪) বিহারের দ্বার বন্ধ করিতে পারা যায় অথবা (৫) কঠিন চীবর প্রসারিত হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ কারণে অন্তর্বাস রাখিয়া যাইতে পারা যায়।

"হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চ কারণে বর্ষাকালের স্নানবস্ত্র রাখিয়া যাইতে পারে; যথা : (১) রুগ্‌ণ হয়, (২) সীমার বাহিরে যাইতে হয়, (৩) নদীর পরতীরে যাইতে হয়, (৪) বিহারের দ্বার বন্ধ করিতে পারা যায় অথবা (৫) বর্ষাকালীন স্নানবস্ত্র অপ্রস্তুত থাকে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ কারণে বর্ষাকালের স্নানবস্ত্র রাখিয়া যাইতে পারা যায়।

চীবর ভাগ করা

১. সংঘোদ্দেশ্যে প্রদত্ত চীবরে অধিকার

১. সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু একাকী বর্ষাবাস করিয়াছিলেন। সেখানের জনসাধারণ 'সংঘোদ্দেশ্যে দিতেছি' বলিয়া তাহাকে চীবর প্রদান করিয়াছিল। সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "ভগবান বিধান দিয়াছেন : অন্তত চারিজন হইলে সংঘ হইতে পারে' অথচ আমি একজন মাত্র। এই জনসাধারণ 'সংঘকে দিতেছি' বলিয়া চীবর দিয়াছে। অতএব সংঘোদ্দেশ্যে প্রদত্ত এই চীবর লইয়া আমি শ্রাবস্তী যাইব।" এই ভাবিয়া সেই ভিক্ষু চীবর লইয়া শ্রাবস্তীতে যাইয়া ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষু, যাবৎ কঠিন চীবরের বিনাশ সাধিত না হয়, তাবৎ সেই চীবর তোমার অধিকারেই থাকিবে।"

হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু একাকী বর্ষাবাস করিবার সময় তাহাকে জনসাধারণ 'সংঘোদ্দেশ্যে দিতেছি' বলিয়া চীবর প্রদান করে তাহা হইলে "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যাবৎ কঠিন চীবরের বিনাশ সাধিত না হয়, তাবৎ সেই চীবর তাহার অধিকারেই থাকিবে।"

২. সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু একঋতু যাবৎ একাকী বাস করিতেছিলেন। সেখানের অধিবাসীগণ 'সংঘোদ্দেশ্যে দিতেছি' বলিয়া তাহাকে চীবর প্রদান করিয়াছিল। সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'ভগবান বিধান দিয়াছেন: অন্তত চারিজন হইলে সংঘ হইতে পারে। অথচ আমি একজন মাত্র; এই জনসাধারণ 'সংঘোদ্দেশ্যে দিতেছি' বলিয়া চীবর দিয়াছে। অতএব আমি সংঘোদ্দেশ্যে প্রদত্ত এই চীবর শ্রাবস্তীতে লইয়া যাইব।' এই ভাবিয়া সেই ভিক্ষু চীবর লইয়া শ্রাবস্তীতে গমন করিয়া ভিক্ষুগণকে এই বিষয় জানাইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সংঘের উপস্থিতিতে ভাগ করিবে।"

৩. হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু কোনোস্থানে এক ঋতু যাবৎ একাকী অবস্থান করে এবং সেখানের অধিবাসীগণ 'সংঘোদ্দেশ্যে দিতেছি' বলিয়া চীবর প্রদান করে তাহা হইলে "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সেই ভিক্ষুকে 'এই চীবর আমার' এই বলিয়া অধিষ্ঠান করিতে হইবে।" ভিক্ষুগণ, যদি সেই ভিক্ষু সেই চীবর অধিষ্ঠান করিবার পূর্বে অন্য ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহাকে সমান অংশ দিতে হইবে। যদি তাহারা

চীবর ভাগ করিতেছে কিন্তু 'কুশপাত' করে নাই এমন সময় অন্য ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহাকেও সমান অংশ দিতে হইবে। যদি তাহারা চীবর ভাগ করিয়াছে এবং কুশপাতও করিয়াছে এমন সময় অন্য ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে ইচ্ছা না হইলে তাহাকে ভাগ প্রদান করিবে না।

৪. সেই সময়ে আয়ুষ্মান ঋষিদাস ও আয়ুষ্মান ঋষিভদ্র স্থবির নামে দুই ভ্রাতা শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া অন্য এক গ্রাম্য আবাসে আগমন করিলেন। সেখানের অধিবাসীগণ 'অনেকদিন পরে স্থবিরগণ আসিয়াছেন' এই ভাবিয়া চীবর সহ ভোজন প্রদান করিলেন। আবাসবাসী ভিক্ষুগণ স্থবিরদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো, সংঘোদ্দেশ্যে প্রদত্ত এই চীবরগুলি স্থবিরগণের আগমন উপলক্ষে পাওয়া গিয়াছে; অতএব স্থবিরগণ ভাগ গ্রহণ করিবেন কি?" স্থবিরগণ কহিলেন, "বন্ধুগণ, ভগবানের উপদিষ্ট ধর্ম আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহাতে বলিতে পারি : কঠিন চীবরের বিনাশ সাধিত না হওয়া পর্যন্ত সেই সব চীবর আপনাদের অধিকারেই থাকিবে।"

সেই সময়ে তিনজন ভিক্ষু রাজগৃহে বর্ষাবাস করিতেছিলেন। সেখানের অধিবাসীগণ 'সংঘোদ্দেশ্যে দিতেছি' বলিয়া তাহাদিগকে চীবর প্রদান করিলেন। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "ভগবান বিধান দিয়াছেন : অন্তত চারিজন হইলে সংঘ হইতে পারে, অথচ আমরা তিনজন মাত্র। এই জনসাধারণ 'সংঘকে দিতেছি' বলিয়া চীবর দিতেছে; অতএব আমাদিগকে কী করিতে হইবে?"

৫. সেই সময়ে বহু স্থবির আয়ুষ্মান নীলবাসী, আয়ুষ্মান সাণবাসী, আয়ুষ্মান গোপক, আয়ুষ্মান ভৃগু এবং আয়ুষ্মান স্ফলিকস্যন্দন পাটলিপুত্রে অবস্থান করিতেছিলেন, কুক্কুটারামে[১]। সেই ভিক্ষুগণ (রাজগৃহবাসী ভিক্ষুগণ) পাটলিপুত্রে গমন করিয়া স্থবিরদিগকে উক্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। স্থবিরগণ (পাটলিপুত্রবাসী স্থবিরগণ) কহিলেন, "বন্ধুগণ, আমরা ভগবানের উপদিষ্ট ধর্ম যতদূর অবগত আছি, তাহাতে বলিতে পারি : কঠিন চীবরের বিনাশ সাধিত না হওয়া পর্যন্ত সেই সমস্ত চীবর আপনাদের অধিকারেই

---

[১]। ৪ ও ৫ নম্বরে উল্লিখিত বিষয় বুদ্ধের পরিনির্বাণের অনেক পরের ঘটনা। পাটলিপুত্র (পাটলিগ্রাম নহে) এবং কুক্কুটারাম নামে অশোকের সময়ের। কাজেই এই অংশ পরে প্রক্ষিপ্ত।—সম-পাসা। ঘোটমুখ সূত্রেও 'পাটলিপুত্র' শব্দের উল্লেখ আছে।—ম-নি।

থাকিবে।”

২. একস্থানে বর্ষাবাস করিয়া অন্যত্র চীবরাংশ গ্রহণ অনুচিত

সেই সময়ে আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্র শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া অন্য এক গ্রাম্যআবাসে গমন করিলেন। সেইখানে ভিক্ষুগণ চীবর ভাগ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। তাহারা (আয়ুষ্মান উপনন্দকে) কহিলেন, “বন্ধো, সংঘের এই চীবরগুলি ভাগ করা হইবে, আপনি ভাগ গ্রহণ করিবেন কি?” “হ্যাঁ বন্ধুগণ, গ্রহণ করিব।” এই বলিয়া সেইস্থান হইতে চীবরের ভাগ গ্রহণ করিয়া অন্য এক আবাসে গমন করিলেন। সেইস্থানেও ভিক্ষুগণ চীবর ভাগ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। সেখানের ভিক্ষুগণও (উপনন্দকে) কহিলেন, “বন্ধো, সংঘের এই চীবরগুলি ভাগ করা হইবে, আপনি কি ভাগ গ্রহণ করিবেন?” “হ্যাঁ বন্ধুগণ, গ্রহণ করিব।” এই বলিয়া সেখান হইতেও চীবরের ভাগ গ্রহণ করিয়া অন্য এক আবাসে গমন করিলেন। সেখানেও ভিক্ষুগণ চীবর ভাগ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। তাহারাও (উপনন্দকে) কহিলেন, “বন্ধো, সংঘের এই চীবরগুলি ভাগ করা হইবে, আপনি ভাগ গ্রহণ করিবেন কি?” “হ্যাঁ বন্ধুগণ, ভাগ গ্রহণ করিব।” এই বলিয়া সেখান হইতেও চীবরের ভাগ গ্রহণ করিয়া চীবরের বৃহৎ এক পুঁটলি লইয়া শ্রাবস্তীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

তাহাকে ভিক্ষুগণ কহিলেন, “বন্ধু উপনন্দ, দেখিতেছি : আপনি বড় পুণ্যবান; আপনি বহু চীবর পাইয়াছেন!” “বন্ধুগণ, আমি কিসের পুণ্যবান? আমি শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া অন্য এক গ্রাম্য আবাসে গিয়াছিলাম। তখন তথায় ভিক্ষুগণ চীবর ভাগ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। তাহারা আমায় কহিলেন, ‘বন্ধো, সংঘের এই চীবরগুলি ভাগ করা হইবে, আপনি ভাগ গ্রহণ করিবেন কি?’ ‘হ্যাঁ বন্ধুগণ, গ্রহণ করিব।’ এই বলিয়া সেখান হইতে চীবরের ভাগ গ্রহণ করিয়া অন্য এক আবাসে গমন করিয়াছিলাম। সেখানেও ভিক্ষুগণ চীবর ভাগ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। তাহারাও আমাকে কহিলেন, ‘বন্ধো, সংঘের এই চীবরগুলি ভাগ করা হইবে, আপনি কি ভাগ গ্রহণ করিবেন?’ ‘হ্যাঁ বন্ধুগণ, গ্রহণ করিব।’ এই বলিয়া সেখান হইতেও চীবরের ভাগ গ্রহণ করিয়া অন্য এক আবাসে গমন করিয়াছিলাম। সেখানেও ভিক্ষুগণ চীবর ভাগ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। তাহারাও আমাকে কহিলেন, ‘বন্ধো, সংঘের এই চীবরগুলি ভাগ করা হইবে, আপনি কি ভাগ গ্রহণ করিবেন?’ ‘হ্যাঁ বন্ধুগণ,

গ্রহণ করিব।' এই বলিয়া সেখান হইতেও ভাগ গ্রহণ করিয়াছিলাম। এরূপে আমি বহু চীবর লাভে সমর্থ হইয়াছি।" "বন্ধু উপনন্দ, আপনি কি একস্থানে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া অন্যস্থান হইতে চীবরের ভাগ লইয়াছেন?" "হ্যাঁ বন্ধো!" অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন : "কেন আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্র একস্থানে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া অন্যস্থান হইতে চীবরের অংশ গ্রহণ করিতে পারেন?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"উপনন্দ, সত্যই কি তুমি একস্থানে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া অন্যস্থান হইতে চীবরের অংশ গ্রহণ করিয়াছ?" "হ্যাঁ ভগবান, তাহা সত্য বটে।" বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন : "হে মূর্খ, কিরূপে তুমি একস্থানে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া অন্যস্থান হইতে চীবরের অংশ গ্রহণ করিতে পার? মূর্খ, তোমার এই কার্যে যে অপ্রসন্নদিগের প্রসন্নতা বৃদ্ধি পাইতে পারে না।" এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, একস্থানে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া অন্যস্থান হইতে চীবরের অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না; যে গ্রহণ করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৩. দুই আবাসে বর্ষাবাস করিলে অর্ধেকাংশ প্রাপ্য

সেই সময়ে আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্র 'এরূপে আমার বহু চীবর প্রাপ্তি হইবে' এই ভাবিয়া দুই আবাসে বর্ষাবাস করিলেন। তখন সেই ভিক্ষুগণের (আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণের) মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্রকে চীবরের কিরূপ ভাগ দিতে হইবে?' ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, মূর্খকে এক ভাগ দিয়া ফেল।"

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু 'এরূপে আমার বহু চীবর প্রাপ্তি হইবে' এই ভাবিয়া একসঙ্গে দুই আবাসে বর্ষাবাস করে। যদি এক আবাসে অর্ধেক এবং অন্য আবাসে অর্ধেক বর্ষাবাস করে তাহা হইলে তাহাকে এক আবাস হইতে অর্ধেক এবং অপর আবাস হইতে অর্ধেক চীবরের ভাগ দিতে হইবে। যেই স্থানে অধিক সময় বাস করে সেই স্থানে পূর্ণভাগ দিতে হইবে।

রোগীর পরিচর্যা এবং মৃতের দায়ভাগ

১. রোগীর পরিচর্যায় নিয়োগ

সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষুর উদরাময় রোগ হইয়াছিল। তিনি স্বীয় মলমূত্রে জড়িত হইয়া শায়িত ছিলেন। ভগবান একদিন আয়ুষ্মান আনন্দকে পশ্চাদ্গামী শ্রমণরূপে লইয়া শয়নাসন দর্শনে বিচরণ করিতে করিতে সেই ভিক্ষুর বিহারে উপস্থিত হইলেন। ভগবান সেই ভিক্ষুকে স্বীয় মলমূত্রে জড়িত হইয়া শয়ন করিয়া থাকিতে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া সেই ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া সেই ভিক্ষুকে কহিলেন, "ভিক্ষু, তোমার কোন রোগ হইয়াছে?" "ভগবান, আমার উদরাময় রোগ হইয়াছে।" ভিক্ষু, তোমার কোনো পরিচারক আছে কি?" "ভগবান, আমার কোনো পরিচারক নাই।" "ভিক্ষুগণ তোমার পরিচর্যা করে না কেন?" "প্রভো, আমি ভিক্ষুগণের কোনো কার্য করিতাম না, এইজন্য তাহারা আমার পরিচর্যা করিতেছেন না।"

ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন, "আনন্দ, জল লইয়া আইস; এই ভিক্ষুকে স্নান করাইব।" "যথা আজ্ঞা, প্রভো," বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া জল লইয়া আসিলেন। ভগবান জল সিঞ্চন করিলেন, আয়ুষ্মান আনন্দ উত্তমরূপে ধৌত করিলেন। ভগবান মস্তকে এবং আয়ুষ্মান আনন্দ পদে ধরিয়া উঠাইয়া মঞ্চে শয়ন করাইলেন। ভগবান এই সম্বন্ধে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করাইয়া ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, অমুক বিহারে কোনো রুগ্ণ ভিক্ষু আছে কি?" "ভগবান, আছে।" "ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর কোন রোগ হইয়াছে?" "প্রভো, সেই আয়ুষ্মানের উদরাময় রোগ হইয়াছে।" "ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর কি কোনো পরিচারক আছে?" "ভগবান, নাই।" "কী কারণে ভিক্ষুগণ তাহার পরিচর্যা করে না?" "প্রভো, এই ভিক্ষু ভিক্ষুগণের কোনো কার্য করিতেন না, এইজন্য ভিক্ষুগণ তাহার পরিচর্যা করিতেছেন না।" "ভিক্ষুগণ, তোমাদের মাতা কিংবা পিতা নাই যে তোমাদের পরিচর্যা করিবে, তোমরা যদি পরস্পরের পরিচর্যা না কর তবে কে পরিচর্যা করিবে? ভিক্ষুগণ, যে আমার পরিচর্যা করিবে সে রোগীর পরিচর্যা করুক। যদি উপাধ্যায় হয় উপাধ্যায়কে আজীবন পরিচর্যা করিতে হইবে, রোগমুক্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি আচার্য হয় আচার্যকে আজীবন পরিচর্যা করিতে হইবে, রোগমুক্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি সহবিহারী হয় সহবিহারীকে আজীবন পরিচর্যা

করিতে হইবে, রোগমুক্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি অন্তেবাসী হয় অন্তেবাসীকে আজীবন পরিচর্যা করিতে হইবে, রোগমুক্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি সম উপাধ্যায় (উপাধ্যায়ের সদৃশ) হয় সম উপাধ্যায়কে আজীবন পরিচর্যা করিতে হইবে, রোগমুক্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি সম আচার্য হয় সম আচার্যকে আজীবন পরিচর্যা করিতে হইবে, রোগমুক্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি উপাধ্যায়, আচার্য, সহবিহারী, অন্তেবাসী, সম উপাধ্যায়, অথবা সম আচার্য না হয় তাহা হইলে সংঘকে পরিচর্যা করিতে হইবে; যদি পরিচর্যা না করে, তাহা হইলে 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২. কিরূপ রোগীর পরিচর্যা কষ্টকর?

হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গ-বিকল রোগীর পরিচর্যা কষ্টকর; যথা : (১) যেই রোগী প্রতিকূল আচরণ করে, (২) অনুকূলতার মাত্রা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নহে, (৩) ভৈষজ্য সেবন করে না, (৪) হিতৈষী রোগী পরিচারকের নিকট যথার্থভাবে রোগের বৃত্তান্ত প্রকাশ করে না, রোগ বৃদ্ধি পাইলে বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া বলে না, হ্রাস পাইলে হ্রাস পাইতেছে বলিয়া বলে না, স্থির থাকিলে স্থির আছে বলিয়া বলে না এবং (৫) দুঃখকর, তীব্র, কঠোর, কটু, প্রতিকূল, অপ্রিয় এবং প্রাণহর শারীরিক রোগ সহ্য করিতে সমর্থ নহে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল রোগীর পরিচর্যা কষ্টকর।

৩. কিরূপ রোগীর পরিচর্যা সুখকর?

হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন রোগীর পরিচর্যা সুখকর। (১) যেই রোগী অনুকূল আচরণ করে, (২) অনুকূলতার মাত্রা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, (৩) ভৈষজ্য সেবন করে, (৪) হিতৈষী রোগী পরিচারকের নিকট যথার্থভাবে রোগের বৃত্তান্ত প্রকাশ করে, রোগ বৃদ্ধি পাইলে বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া বলে, হ্রাস পাইলে হ্রাস পাইতেছে বলিয়া বলে, স্থির থাকিলে স্থির আছে বলিয়া বলে এবং (৫) দুঃখকর, তীব্র, কঠোর, কটু, প্রতিকূল, অপ্রিয় এবং প্রাণহর শারীরিক রোগ সহ্য করিতে সমর্থ। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন রোগীর সেবা সুখকর।

৪. অযোগ্য রোগীপরিচারক

হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গ-বিকল রোগীপরিচারক রোগীর পরিচর্যা করিবার যোগ্য নহে; যথা : (১) যে ঔষধ প্রয়োগ করিতে জানে না; (২) অনুকূল-

প্রতিকূল পথ্য চিনে না; প্রতিকূল প্রদান করে, অনুকূল প্রদান করে না; (৩) মৈত্রীচিত্তে সেবা না করিয়া কোনো লাভের প্রত্যাশায় সেবা করে; (৪) মল, মূত্র, থুথু এবং বমি পরিত্যাগ করিতে ঘৃণাবোধ করে; (৫) রোগীকে সময়ে ধর্মোপদেশ দানে প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিতে সমর্থ নহে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল রোগীপরিচারক রোগী পরিচর্যা করিবার যোগ্য নহে।

৫. যোগ্য রোগীপরিচারক

হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন রোগীপরিচারক রোগীর পরিচর্যা করিবার যোগ্য; যথা : (১) যে যথার্থভাবে ঔষধ প্রয়োগ করিতে জানে, (২) অনুকূল-প্রতিকূল চিনে, প্রতিকূল অপসারিত করে, অনুকূল উপস্থিত করে, (৩) মৈত্রীচিত্তে সেবা করে, কোনো লাভের আশায় নহে, (৪) মল, মূত্র, থুথু এবং বমি পরিত্যাগ করিতে ঘৃণাবোধ করে না এবং (৫) রোগীকে সময় সময় ধর্মোপদেশদানে প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিতে সমর্থ। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন রোগীপরিচারক রোগী পরিচর্যা করিবার উপযুক্ত।

৬. মৃত ভিক্ষু বা শ্রামণের দ্রব্যের মালিক সংঘ

১. সেই সময়ে দুইজন ভিক্ষু কোশল জনপদের মধ্য দিয়া দীর্ঘপথযাত্রী হইয়াছিলেন। তাহারা এক আবাসে উপস্থিত হইলেন। সেখানে জনৈক রুগ্‌ণ ভিক্ষু ছিলেন। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "বন্ধো, ভগবান রোগী পরিচর্যার প্রশংসা করিয়াছেন; আসুন, আমরা এই ভিক্ষুর পরিচর্যা করি।' এই ভাবিয়া তাহারা পরিচর্যা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা পরিচর্যা করা সত্ত্বেও সেই ভিক্ষু কালগত হইলেন। তাহারা সেই মৃত ভিক্ষুর পাত্রচীবর লইয়া, শ্রাবস্তীতে যাইয়া ভগবানকে এই বিষয়া জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষুর মৃত্যু হয় তাহা হইলে সংঘই তাহার পাত্রচীবরের মালিক; কিন্তু (মনে রাখিতে হইবে) রোগীপরিচারক বড় উপকারী। ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সংঘকে ত্রিচীবর এবং পাত্র রোগীপরিচারককে প্রদান করিতে হইবে।"

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে দিতে হইবে। সেই রোগীপরিচারক ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হইয়া এরূপ বলিবে, "প্রভো, অমুক ভিক্ষুর কালক্রিয়া হইয়াছে, এই তাহার ত্রিচীবর এবং পাত্র।" দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে।

জ্ঞপ্তি : "মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক ভিক্ষু কালগত হইয়াছেন, এই তাহার ত্রিচীবর এবং পাত্র। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহা হইলে সংঘ এই ত্রিচীবর এবং পাত্র রোগীপরিচারককে প্রদান করিতে পারেন।—ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক ভিক্ষু কালগত হইয়াছেন; এই তাহার ত্রিচীবর এবং পাত্র। সংঘ এই ত্রিচীবর এবং পাত্র রোগীপরিচারককে দিতেছেন। এই ত্রিচীবর এবং পাত্র রোগীপরিচারককে প্রদান করা যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তাহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা : সংঘ এই ত্রিচীবর এবং পাত্র রোগীপরিচারককে প্রদান করিলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন, আমি এরূপ ধারণা করিতেছি।"

২. সেই সময়ে জনৈক শ্রামণের কালগত হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, শ্রামণের কালগত হইলে তাহার পাত্র ও চীবরের মালিক সংঘ। কিন্তু (মনে রাখিতে হইবে) রোগীপরিচারক বড় উপকারী। ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সংঘকে চীবর এবং পাত্র রোগীপরিচারককে দিতে হইবে।"

হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে দিবে : সেই রোগীপরিচারক ভিক্ষুকে সংঘের নিকট উপস্থিত হইয়া এরূপ বলিতে হইবে : "প্রভো, অমুক শ্রামণের কালগত হইয়াছে; এই তাহার পাত্র এবং চীবর।" দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে।

জ্ঞপ্তি : "মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক শ্রামণের কালগত হইয়াছে; এই তাহার চীবর এবং পাত্র। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহা হইলে সংঘ এই চীবর এবং পাত্র রোগীপরিচারককে দিতে পারেন।—ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ : সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক শ্রামণের কালগত হইয়াছে; এই তাহার চীবর এবং পাত্র। সংঘ এই চীবর এবং পাত্র রোগীপরিচারককে দিতেছেন। এই চীবর এবং পাত্র রোগীপরিচারককে প্রদান করা যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তাহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা : সংঘ এই চীবর এবং পাত্র রোগীপরিচারককে প্রদান করিলেন।

সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন, আমি এরূপ ধারণা করিতেছি।"

৭. মৃতের দ্রব্যে শুশ্রূষক ভিক্ষু এবং শ্রামণেরের অংশ

১. সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু এবং জনৈক শ্রামণের রোগী ভিক্ষুর পরিচর্যা করিয়াছিল। রোগী তাহাদের সেবা পাওয়া সত্ত্বেও কালগত হইলেন। সেই রোগীপরিচারক ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'রোগীপরিচারক শ্রামণেরকে চীবরের ভাগ কিরূপ দিতে হইবে?' ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : রোগীপরিচারক শ্রামণেরকে সমান অংশ দিবে।"

২. সেই সময়ে বহুভাণ্ড এবং বহু দ্রব্যের অধিকারী জনৈক ভিক্ষু কালগত হইয়াছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষুর মৃত্যু হইলে তাহার পাত্র-চীবরের মালিক সংঘ। কিন্তু (এ কথা মনে রাখিতে হইবে) রোগীপরিচারক বড় উপকারী। ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সংঘ ত্রিচীবর এবং পাত্র রোগীপরিচারককে দিবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য সংঘের উপস্থিতিতে ভাগ করিবে এবং বৃহৎ ভাণ্ড ও বৃহৎ দ্রব্য চতুর্দিক হইতে আগত অনাগত ভিক্ষুসংঘের ব্যবহারের জন্য রাখিয়া দিবে, তাহা পরিত্যাগ কিংবা ভাগ করিতে পারিবে না।"

চীবরের বস্ত্র এবং রং

১. নগ্ন থাকা অবিধেয়

সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু নগ্ন হইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিল, "প্রভো, ভগবান বিবিধ প্রকারে অল্পেচ্ছুতার, সন্তুষ্টিতার, সল্লেখের, ধূতের[১], প্রসন্নতার, নম্রতার এবং উদ্যমশীলতার প্রশংসা করিয়াছেন। এই নগ্নতা বিবিধ প্রকারে অল্পেচ্ছা, সন্তোষ, সল্লেখ, ধূত, প্রসন্নতা, নম্রতা এবং উদ্যমশীলতার পক্ষে উপযোগী। অতএব প্রভু ভগবান ভিক্ষুগণকে নগ্ন থাকিবার অনুজ্ঞা প্রদান করুন।"

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন : মোঘপুরুষ, ইহা অননুরূপ... মোঘপুরুষ, কেন তুমি তীর্থিকব্রত নগ্নতা গ্রহণ করিতে

---

[১]। ত্রয়োদশ প্রকার কঠোর নিয়মের।

পার? তোমার এই কার্যে যে অপ্রসন্নদিগের প্রসন্নতা উৎপাদন করিবে না... নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তীর্থিকব্রত নগ্নতা গ্রহণ করিতে পারিবে না; যে গ্রহণ করিবে তাহার 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।"

২. কুশচীরাদি ব্যবহার অবিধেয়

১. সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু কুশচীর, বল্কলচীর, ফলকচীর (কাষ্ঠফলক), কেশকম্বল (মনুষ্যের কেশে প্রস্তুত বস্ত্র), বাল-কম্বল (হিংস্রজন্তুর কেশে প্রস্তুত বস্ত্র), উলূকের পাখা এবং মৃগচর্ম পরিধান করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, ভগবান বিবিধ প্রকারে অল্পেচ্ছা, সন্তোষ, সল্লেখ, ধূত, প্রসন্নতা, নম্রতা এবং উদ্যমশীলতার প্রশংসা কীর্তন করিয়া থাকেন। প্রভো, এই মৃগচর্ম বিবিধ প্রকারে অল্পেচ্ছা, সন্তোষ, সল্লেখ, ধূত, প্রসন্নতা, নম্রতা এবং উদ্যমশীলতার পক্ষে উপযোগী। অতএব প্রভু ভগবান ভিক্ষুগণকে মৃগচর্ম পরিধান করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করুন।"

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন : মোঘপুরুষ, ইহা অননুরূপ... মোঘপুরুষ, কেন তুমি তীর্থিকধ্বজ (চিহ্ন) ধারণ করিতে পার? এই কার্যে যে অপ্রসন্নদিগের প্রসন্নতা উৎপাদন করিতে পারে না... এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তীর্থিকধ্বজ মৃগচর্ম পরিধান করিতে পারিবে না, যে করিবে, তাহার 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।"

২. সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু অর্কনাল[১], 'পোত্থক'[২] পরিধান করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিল—প্রভো, ভগবান বিবিধ প্রকারে অল্পেচ্ছা, সন্তোষ, সল্লেখ, ধূত, প্রসন্নতা, নম্রতা এবং উদ্যমশীলতার প্রশংসা করিয়া থাকেন। প্রভো, এই 'পোত্থক' বিবিধ প্রকারে অল্পেচ্ছা, সন্তোষ, সল্লেখ, ধূত, প্রসন্নতা, নম্রতা এবং উদ্যমশীলতার পক্ষে উপযোগী। অতএব প্রভু ভগবান ভিক্ষুগণকে 'পোত্থাক' পরিধানে অনুজ্ঞা দান করুন।"

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন, হে মোঘপুরুষ,... কেন তুমি 'পোত্থক' পরিধান করিতে পার? মোঘপুরুষ, এই

---

[১]। আকন্দগাছের নাল;

[২]। বাঁশের দ্বারা প্রস্তুত চাটাই।

কার্যে যে অপ্রসন্নদিগের প্রসন্নতা উৎপাদন করিতে পারে না... এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, 'পোত্থক' পরিধান করিতে পারিবে না; যে পরিধান করিবে, তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৩. নীল এবং পীতাদি বর্ণের চীবর ধারণ নিষিদ্ধ

সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু সারা গায়ে নীলবর্ণের চীবর পরিধান করিত, সারা গায়ে পীতবর্ণের চীবর পরিধান করিত, সারা গায়ে রক্তবর্ণের চীবর পরিধান করিত, সারা গায়ে মুঞ্জিষ্ঠাবর্ণের চীবর পরিধান করিত, সারা গায়ে কৃষ্ণবর্ণের চীবর পরিধান করিত, সারা গায়ে মহারঙ রঞ্জিত চীবর পরিধান করিত, সারা গায়ে হরিদ্রা রঙের চীবর পরিধান করিত, পাড় ছিন্ন না করিয়া চীবর পরিধান করিত, দীর্ঘ পাড়যুক্ত চীবর পরিধান করিত, ফুলের পাড়যুক্ত চীবর পরিধান করিত, সর্পফণার ন্যায় পাড়যুক্ত চীবর পরিধান করিত, কঞ্চুক (সর্পের খোলস) পরিধান করিত, তিরীটক (এক প্রকার বল্কল) পরিধান করিত, 'বেঠন' (উষ্ণীষ) ব্যবহার করিত। তদ্দর্শনে জনসাধারণ 'যেন কামভোগী গৃহী!' এই বলিয়া অন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

''হে ভিক্ষুগণ, সারা গায়ে নীলবর্ণের, সারা গায়ে পীতবর্ণের, সারা গায়ে রক্তবর্ণের, সারা গায়ে মুঞ্জিষ্ঠাবর্ণের, সারা গায়ে কৃষ্ণবর্ণের, সারা গায়ে মহারঙে রঞ্জিত, সারা গায়ে হরিদ্রা রঙে রঞ্জিত চীবর পরিধান করিতে পারিবে না; পাড় ছিন্ন না করিয়া চীবর পরিধান করিতে পারিবে না, দীর্ঘ পাড়যুক্ত চীবর পরিধান করিতে পারিবে না, ফুলের পাড়যুক্ত চীবর পরিধান করিতে পারিবে না, সর্পফণার ন্যায় পাড়যুক্ত চীবর পরিধান করিতে পারিবে না, কঞ্চুক পরিধান করিতে পারিবে না, 'তিরীটক' পরিধান করিতে পারিবে না, উষ্ণীষ ব্যবহার করিতে পারিবে না; যে ব্যবহার করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।''

৪. অবস্থান্তর প্রাপ্ত ব্যক্তির চীবরাদি সম্বন্ধে সংঘের কর্তব্য

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া চীবর প্রাপ্তির পূর্বে প্রস্থান করিতেন, ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করিয়া যাইতেন, কালগত হইতেন, শ্রামণেরত্ব জ্ঞাপন করিতেন, শিক্ষা প্রত্যাখ্যাতক জ্ঞাপন করিতেন, অন্তিমবস্তু

(পারাজিক) প্রাপ্ত বলিয়া জ্ঞাপন করিতেন, উম্মাদ বলিয়া জ্ঞাপন করিতেন, বিক্ষিপ্ত চিত্ত, বেদনাতুর, অপরাধ অদর্শনে উৎক্ষিপ্ত অপরাধে প্রতিকার না করায় উৎক্ষিপ্ত মিথ্যা বিশ্বাস পরিত্যাগ না করায় উৎক্ষিপ্ত, পণ্ডক, স্তেয়সংবাসক, তীর্থিকপ্রস্থানক, মানবেতর জীব, মাতৃহন্তা, পিতৃহন্তা, অর্হৎহন্তা, ভিক্ষুণীদূষক, সংঘভেদক, রক্তোৎপাদক এবং উভয়লিঙ্গবিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞাপন করিতেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া চীবর প্রাপ্তির পূর্বে প্রস্থান করে তাহা হইলে যোগ্য গ্রাহক[1] থাকিলে তাহাকে প্রদান করিবে।"

৫. চীবরের মালিক সংঘ

১. হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া চীবর প্রাপ্তির পূর্বে গৃহী হইয়া যায়, কালগত হয়, শ্রামণের হয়, শিক্ষা প্রত্যাখ্যাতক হয়, অন্তিম দোষে দোষী হয় তাহা হইলে (চীবরের) মালিক সংঘ।

২. হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু বর্ষাবাস সমাপ্ত করিবার পর এবং চীবর প্রাপ্তির পূর্বে উন্মাদ, বিক্ষিপ্তচিত্ত, বেদনাতুর, অপরাধ অদর্শনে উৎক্ষিপ্ত, অপরাধের প্রতিকার না করায় উৎক্ষিপ্ত, মিথ্যা বিশ্বাস ত্যাগ না করায় উৎক্ষিপ্ত হয় তাহা হইলে যোগ্য গ্রাহক থাকিলে তাহাকে প্রদান করিবে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু বর্ষাবাস সমাপ্ত করিবার পর এবং চীবর প্রাপ্তির পূর্বে পণ্ডক... উভয়লিঙ্গবিশিষ্টে পরিগণিত হয় তাহা হইলে (চীবরের) মালিক সংঘ।

৪. হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু বর্ষাবাস সমাপ্ত করিবার পর এবং প্রাপ্ত চীবর ভাগ করিবার পূর্বে প্রস্থান করে তাহা হইলে যোগ্য গ্রাহক থাকিলে তাহাকে (চীবর) প্রদান করিবে।

৫. হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু বর্ষাবাস সমাপ্ত করিবার পর এবং প্রাপ্ত চীবর ভাগ করিবার পূর্বে গৃহী হয়, কালগত হয়, শ্রামণের, শিক্ষা প্রত্যাখ্যাতক, অন্তিমদোষে দোষী হয় তাহা হইলে (চীবরের) মালিক সংঘ।

৬. হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু বর্ষাবাস সমাপ্ত করিবার পর এবং প্রাপ্ত

---

[1]। যদি কেহ বলে আমি লইব তাহা হইলে তাহাকে দিবে। এই তেইশজনের মধ্যে ষোলজনে পাইতে পারে না, সাতজনে পাইতে পারে।—সম-পাসা।

চীবর ভাগ করিবার পূর্বে উন্মাদ, বিক্ষিপ্তচিত্ত, বেদনাতুর, অপরাধ অদর্শনে উৎক্ষিপ্ত, অপরাধের প্রতিকার না করায় উৎক্ষিপ্ত এবং মিথ্যা বিশ্বাস পরিত্যাগ না করায় উৎক্ষিপ্ত হয় তাহা হইলে যোগ্য গ্রাহক থাকিলে তাহাকে (চীবর) প্রদান করিবে।

৭. হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু বর্ষাবাস সমাপ্ত করিবার পর এবং প্রাপ্ত চীবর ভাগ করিবার পূর্বে পণ্ডক... উভয়লিঙ্গবিশিষ্টে পরিগণিত হয় তাহা হইলে (চীবরের) মালিক সংঘ।

চীবর দান এবং চীবর বাহক

১. সংঘভেদ হইলে চীবর ভাগ করার নিয়ম

১. হে ভিক্ষুগণ, যদি বর্ষাবাস সমাপক ভিক্ষুগণের চীবর প্রাপ্তির পূর্বে সংঘ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায় এবং সেখানে জনসাধারণ 'সংঘকে দিতেছি' বলিয়া একপক্ষকে জল এবং অন্যপক্ষকে চীবর প্রদান করে তাহা হইলে তাহা সংঘেরই হয়।

২. হে ভিক্ষুগণ, যদি বর্ষাবাস সমাপক ভিক্ষুগণের চীবর প্রাপ্তির পূর্বে সংঘ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায় এবং সেখানে জনসাধারণ 'সংঘকে দিতেছি' বলিয়া যেই পক্ষকে জল (দক্ষিণোদক) প্রদান করে সেই পক্ষকেই চীবর প্রদান করে তাহা হইলে তাহা সংঘেরই হয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, যদি বর্ষাবাস সমাপক ভিক্ষুগণের চীবর প্রাপ্তির পূর্বে সংঘ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায় এবং সেখানে জনসাধারণ 'একপক্ষকে দিতেছি' বলিয়া একপক্ষকে জল প্রদান করে এবং অন্যপক্ষকে চীবর প্রদান করে তাহা হইলে তাহা পক্ষেরই হয়।

৪. হে ভিক্ষুগণ, যদি বর্ষাবাস সমাপক ভিক্ষুগণের চীবর প্রাপ্তির পূর্বে সংঘ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায় এবং সেখানে জনসাধারণ 'পক্ষকে দিতেছি' বলিয়া যে পক্ষে জল প্রদান করে সেই পক্ষেই চীবর প্রদান করে তাহা হইলে তাহা পক্ষেরই হয়।

৫. হে ভিক্ষুগণ, যদি বর্ষাবাস সমাপক ভিক্ষুগণের প্রাপ্ত চীবর ভাগ করিবার পূর্বে সংঘ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায় তাহা হইলে সকলে সম অংশে বিভাগ করিবে।

২. অন্যের জন্য প্রেরিত চীবর
চীবরবাহকের ব্যবহার করিবার বিধি

১. সেই সময়ে আয়ুষ্মান রেবত জনৈক ভিক্ষুর দ্বারা 'এই চীবর স্থবিরকে প্রদান করিবেন' বলিয়া আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট চীবর প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই ভিক্ষু রাস্তার মধ্যে 'আয়ুষ্মান রেবতের নিকট চাহিলে আমি চীবর পাইতে পারি' এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া সেই চীবর স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। আয়ুষ্মান রেবত আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সাক্ষাৎ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো, আমি স্থবিরের জন্য চীবর পাঠাইয়াছিলাম, তাহা আপনার হস্তগত হইয়াছে কি?" "বন্ধো, আমি চীবর পাই নাই।" আয়ুষ্মান রেবত সেই ভিক্ষুকে (চীবর বাহককে) কহিলেন, "বন্ধো, আমি আপনার দ্বারা স্থবিরের জন্য যেই চীবর পাঠাইয়াছিলাম; এখন সেই চীবর কোথায়?" "প্রভো, আমি সেই চীবর আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করিয়াছি।" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :)

হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু অন্য কোনো ভিক্ষুদ্বারা 'এই চীবর অমুককে প্রদান করিবেন' বলিয়া চীবর প্রেরণ করে। যদি সেই ভিক্ষু রাস্তার মধ্যে যে প্রেরণ করে তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করে তাহা হইলে অনুচিত হইবে না; কিন্তু যাহার উদ্দেশ্যে প্রেরিত তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে।

২. হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু অন্য কোনো ভিক্ষুদ্বারা 'এই চীবর অমুককে প্রদান করিবেন' বলিয়া চীবর প্রেরণ করে। যদি সে রাস্তার মধ্যে যাহার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছে তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করে তাহা হইলে অনুচিত হইবে; কিন্তু যে প্রেরণ করিয়াছে তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করিলে অনুচিত হইবে না।

৩. হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু অন্য কোনো ভিক্ষুদ্বারা 'এই চীবর অমুককে প্রদান করিবেন' বলিয়া চীবর প্রেরণ করে। সে (বাহক) রাস্তার মধ্যে শুনিতে পায় : যে প্রেরণ করিয়াছে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহা মৃত ব্যক্তির চীবর মনে করিয়া ব্যবহার করিলে অনুচিত হইবে না; কিন্তু যাহার জন্য প্রেরিত হইয়াছে তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করিলে অনুচিত হইবে।

৪. হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু অন্য কোনো ভিক্ষুদ্বারা 'এই চীবর

অমুককে প্রদান করিবেন’ এই বলিয়া চীবর প্রেরণ করে। সে (বাহক) রাস্তার মধ্যে শুনিতে পায় : যাহার জন্য প্রেরিত সে কালগত হইয়াছে। তাহা মৃত ব্যক্তির চীবর মনে করিয়া গ্রহণ করিলে অনুচিত হইবে; কিন্তু যে প্রেরণ করিয়াছে তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করিলে অনুচিত হইবে না।

৫. হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু অন্য কোনো ভিক্ষুদ্বারা ‘এই চীবর অমুককে প্রদান করিবেন’ এই বলিয়া চীবর প্রেরণ করে। সে (বাহক) রাস্তার মধ্যে শুনিতে পায় : উভয় কালগত হইয়াছে। মৃতের (প্রেরকের) চীবর মনে করিয়া গ্রহণ করিলে অনুচিত হইবে না; কিন্তু যাহার উদ্দেশ্যে প্রেরিত সেই মৃত গ্রাহকের চীবর মনে করিয়া গ্রহণ করিলে অনুচিত হইবে।

৬. হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু অন্য কোনো ভিক্ষুদ্বারা ‘এই চীবর অমুককে প্রদান করিতেছি’ এই বলিয়া চীবর প্রেরণ করে। সে (বাহক) যদি রাস্তার মধ্যে প্রেরকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সেই চীবর নিজে গ্রহণ করে তাহা হইলে অনুচিত হইবে; যাহার জন্য প্রেরিত তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করিলে অনুচিত হইবে না।

৭. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু অন্য কোনো ভিক্ষুদ্বারা ‘এই চীবর অমুককে দিতেছি’ এই বলিয়া চীবর প্রেরণ করে। সে (বাহক) রাস্তার মধ্যে যাহার উদ্দেশ্যে প্রেরিত তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করিলে অনুচিত হইবে না; প্রেরকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করিলে অনুচিত হইবে।

৮. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু অন্য কোনো ভিক্ষুদ্বারা ‘এই চীবর অমুককে দিতেছি’ এই বলিয়া চীবর প্রেরণ করে। সে (বাহক) রাস্তার মধ্যে শুনিতে পায় : প্রেরক কালগত হইয়াছে। প্রেরকের মৃতচীবর (মৃত ব্যক্তির চীবর) মনে করিয়া গ্রহণ করিলে অনুচিত হইবে; কিন্তু যাহার জন্য প্রেরিত তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করিলে অনুচিত হইবে না।

৯. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু অন্য কোনো ভিক্ষুদ্বারা ‘এই চীবর অমুককে দিতেছি’ এই বলিয়া চীবর প্রেরণ করে। সে (বাহক) রাস্তার মধ্যে শুনিতে পায় : যাহার জন্য প্রেরিত সে কালগত হইয়াছে। তাহার (গ্রাহকের) মৃতচীবর মনে করিয়া গ্রহণ করিলে অনুচিত হইবে না; কিন্তু যে প্রেরণ করিয়াছে তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করিলে অনুচিত হইবে।

১০. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু অন্য কোনো ভিক্ষুদ্বারা ‘এই চীবর অমুককে দিতেছি’ এই বলিয়া চীবর প্রেরণ করে। সে (বাহক) রাস্তার মধ্যে

শুনিতে পায় : উভয়ের (প্রেরক ও গ্রাহকের) মৃত্যু হইয়াছে। যে প্রেরণ করিয়াছে তাহার মৃতচীবর মনে করিয়া গ্রহণ করিলে অনুচিত হইবে; যাহার জন্য প্রেরিত হইয়াছে তাহার মৃতচীবর মনে করিয়া গ্রহণ করিলে অনুচিত হইবে না।

৩. অষ্টবিধ চীবরদান এবং তাহার ভাগ

হে ভিক্ষুগণ, চীবর উৎপত্তির (প্রাপ্তির) মাতিকা (উৎপত্তিক্ষেত্র) এই আট প্রকার; যথা : (১) সীমায় প্রদান করে, (২) সমলাভীকে প্রদান করে, (৩) ভিক্ষা গ্রহীতাকে প্রদান করে, (৪) সংঘকে প্রদান করে, (৫) উভয় (ভিক্ষু-ভিক্ষুণী) সংঘকে প্রদান করে, (৬) বর্ষাবাস সমাপক সংঘকে প্রদান করে, (৭) নির্দিষ্ট করিয়া প্রদান করে, (৮) ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশ্যে প্রদান করে।

(১) 'সীমায় দিতেছি' বলিয়া প্রদান করিলে সীমার অভ্যন্তরে অবস্থিত সকলে ভাগ করিয়া লইবে।

(২) 'সমলাভীকে দিতেছি' বলিয়া প্রদান করিলে যদি অনেক আবাস সমলাভী হয় তাহা হইলে এক আবাসে দিলেও সকল আবাসে প্রদত্ত হয়।

(৩) 'ভিক্ষা গ্রহীতাকে দিতেছি' বলিয়া প্রদান করিলে যেখানে সংঘের নিত্য সেবা করা হয় সেখানে প্রদত্ত হয়।

(৪) 'সংঘকে দিতেছি' বলিয়া প্রদান করিলে উপস্থিত সংঘকে ভাগ করিয়া লইতে হইবে।

(৫) 'উভয় সংঘকে দিতেছি' বলিয়া প্রদান করিলে যদি ভিক্ষু অধিক হয় এবং ভিক্ষুণী একজন মাত্র হয়, তাহা হইলে ভিক্ষুণীকে অর্ধেক দিতে হইবে। যদি ভিক্ষুণী অধিক হয় এবং ভিক্ষু একজন মাত্র হয়, তাহা হইলে ভিক্ষুকে অর্ধেক দিতে হইবে।

(৬) 'বর্ষাবাস সমাপক সংঘকে দিতেছি' বলিয়া প্রদান করিলে যতজন ভিক্ষু সেই আবাসে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়াছে তাহারা সকলকে ভাগ করিয়া লইতে হইবে।

(৭) 'নির্দিষ্ট করিয়া দিতেছি' বলিয়া প্রদান করিলে যে দাতার যবাগূ, অন্ন, খাদ্য, চীবর, শয়নাসন অথবা ভৈষজ্য উপভোগ করিয়াছে তাহাকে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

(৮) 'ব্যক্তিবিশেষকে দিতেছি' বলিয়া প্রদান করিলে যাহার নাম লইয়া প্রদত্ত হয় তাহারই প্রাপ্য।

॥ চীবর-স্কন্ধ সমাপ্ত ॥

৯. চম্পেয়্য-স্কন্ধ

কর্ম ও অকর্ম

[স্থান : চম্পা]

১. নিরপরাধীকে উৎক্ষিপ্ত করা অপরাধ

১. সেই সময়ে বুদ্ধ ভগবান চম্পায় অবস্থান করিতেছিলেন, গর্গরা[১] পুষ্করিণী তীরে। সেই সময় কাশী জনপদে বাসভগ্রাম নামে এক গ্রাম ছিল। সেখানে কর্তব্য বিষয়ে সচেতন[২] কাশ্যপগোত্র নামক জনৈক ভিক্ষু বাস করিতেন। তিনি সর্বদা এই বিষয়ে ঔৎসুক্য ছিলেন : অনাগত সুশীল ভিক্ষু কীসে এখানে আগমন করিবেন, উপস্থিত সুশীল ভিক্ষু কীসে নিরাপদে অবস্থান করিবেন এবং কীসেই বা এই আবাসের বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বৈপুল্য সাধিত হইবে।

সেই সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু কাশীতে পর্যটন করিতে করিতে বাসভগ্রামে গমন করিলেন। দূর হইতেই কাশ্যপগোত্র ভিক্ষু সেই ভিক্ষুগণকে আসিতে দেখিতে পাইলেন; দেখিয়া আসন প্রস্তুত করিলেন, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক স্থাপন করিলেন। অভ্যর্থনা করিয়া পাত্রচীবর প্রতিগ্রহণ করিলেন, পানীয়ের প্রয়োজন আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। স্নানের জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন এবং যবাগূ ও খাদ্য-ভোজ্য সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন[৩]। সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'এইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষু অতি ভদ্র; তিনি আমাদের স্নান সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন এবং যবাগূও খাদ্য-ভোজ্য সম্বন্ধেও ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন। অতএব আমরা এই বাসভগ্রামে বাস করিব।' এই মনে করিয়া

---

[১]। গর্গরা নাম্নী রাজ-মহিষী কর্তৃক খনিত পুষ্করিণী তীরে।—সার-দীপ।

[২]। তস্মিং আবাসে কত্তব্বত্ততা তন্তি পটিবদ্ধা—সম-পাসা। কর্তব্য কর্মে উৎসাহান্বিত।—সার-দীপ।

[৩]। যেখানের লোকেরা বলিয়া থাকে 'আগন্তুক আসিলে আমাদিগকে জানাইবেন' সেই স্থানেই খাদ্যভোজ্য সম্বন্ধে ঔৎসুক্য করিতে পারা যায়, যেখানে বলে নাই সেখানে পারে না।—সম-পাসা।

সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণ সেই বাসভগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। কাশ্যপগোত্র ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'এই আগন্তুক ভিক্ষুগণের আগন্তুকজনিত যেই ক্লেশ ছিল তাহা এখন উপশমিত হইয়াছে, ভিক্ষা করিবার গ্রাম সম্বন্ধে তাহাদের যেই অনভিজ্ঞতা ছিল সেই সম্বন্ধেও এখন তাহাদের অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। আজীবন পরগৃহে (খাদ্য-ভোজ্যের জন্য) ঔৎসুক্য প্রকাশ করা কষ্টদায়ক এবং যাচঞা লোকের প্রীতিকরও নহে; অতএব আমি যবাগূ এবং খাদ্য-ভোজ্য সম্বন্ধে আর ঔৎসুক্য প্রকাশ করিব না।' এই ভাবিয়া তিনি যবাগূ এবং খাদ্য-ভোজ্য সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশে বিরত হইলেন। তখন সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'পূর্বে এই আবাসবাসী ভিক্ষু আমাদের স্নান সম্বন্ধে এবং যবাগূ ও খাদ্য-ভোজ্য সম্বন্ধে আগ্রহশীল ছিলেন। এখন তিনি আমাদের যবাগূ এবং খাদ্য-ভোজ্য সম্বন্ধে আগ্রহ দেখাইতেছেন না। এখন এই আবাসবাসী ভিক্ষু দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন, অতএব আমরা এই আবাসবাসী ভিক্ষুকে উৎক্ষিপ্ত করিব।' এই ভাবিয়া সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণ সমবেত হইয়া কাশ্যপগোত্র ভিক্ষুকে কহিলেন, "বন্ধো, পূর্বে আপনি আমাদের স্নান সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন এবং যবাগূ ও খাদ্য-ভোজ্য সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন; কিন্তু এখন আপনি আমাদের যবাগূ ও খাদ্য-ভোজ্য সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন না। এইজন্য আপনি অপরাধী হইয়াছেন। সেই অপরাধ কি আপনি দেখিতেছেন (স্বীকার করিতেছেন)?" "বন্ধুগণ, আমার এমন কোনো অপরাধ নাই যাহা আমি দেখিব (স্বীকার করিব)।" তখন সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণ কাশ্যপগোত্র ভিক্ষুকে অপরাধ দর্শন না করা হেতু উৎক্ষিপ্ত (দণ্ডিত)[১] করিল।

কাশ্যপগোত্র ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'আমি জানি না : ইহা অপরাধ কি, নিরপরাধ; প্রাপ্ত হইয়াছি কি, হই নাই; উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি কি, হই নাই; ধর্মানুসারে, না অধর্মানুসারে, ন্যায়ানুসারে, না অন্যায়ানুসারে, কারণে, না অকারণে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি; অতএব আমি চম্পা গমন করিয়া ভগবানের নিকট এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিব।' এই ভাবিয়া কাশ্যপগোত্র ভিক্ষু শয্যাসন সামলাইয়া এবং পাত্রচীবর লইয়া চম্পা অভিমুখে গমন করিলেন। ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিয়া চম্পায় ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া

[১]। যাহাকে 'উৎক্ষিপ্ত' করা হয় সে স্বসম্প্রদায় ভুক্ত হইলেও তাহার সঙ্গে আমিষসম্ভোগ (এক আসনে বসিয়া আহার করা) কিংবা ধর্মসম্ভোগ (বিনয়-সম্বন্ধীয় কার্য) করা চলে না।

ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। আগন্তুক ভিক্ষুগণের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বুদ্ধগণের রীতি। ভগবান কাশ্যপগোত্র ভিক্ষুকে কহিলেন, "ভিক্ষু, নিরুপদ্রবে আছ তো? সুখে দিনযাপন করিয়াছ তো? অল্পকষ্টে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছ তো? ভিক্ষু, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" "ভগবান, আমি নিরুদ্বেগে আছি, সুখে দিনযাপন করিয়াছি; অল্পকষ্টে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। কাশী জনপদে বাসভগ্রাম নামে এক গ্রাম আছে, আমি তথায় কর্তব্যকার্যে উদ্যমশীল হইয়া নিত্য বাস করিয়া থাকি এবং আমি এ বিষয়ে সর্বদা আগ্রহান্বিত থাকি : কীসে অনাগত সুশীল ভিক্ষু এখানে আগমন করিবেন, আগত সুশীল ভিক্ষু নিরাপদে বাস করিবেন এবং কীসেই বা এই আবাসের বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি বৈপুল্য সাধিত হইবে। প্রভো, অনেক ভিক্ষু কাশীতে পর্যটন করিতে করিতে বাসভগ্রামে গমন করিয়াছিলেন। আমি দূর হইতেই সেই ভিক্ষুগণকে আসিতে দেখিতে পাইলাম; দেখিয়া তাহাদের জন্য আসন নির্দিষ্ট করিলাম, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক স্থাপন করিলাম; অভ্যর্থনা করিয়া পাত্রচীবর প্রতিগ্রহণ করিলাম, পানীয়ের প্রয়োজন আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলাম, স্নান সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করিলাম, যবাগূ ও খাদ্য-ভোজ্য সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। তখন সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল : 'এই আবাসবাসী ভিক্ষু অতি ভদ্র; তিনি আমাদের স্নান সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন এবং যবাগূ ও খাদ্য-ভোজ্য সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। অতএব আমরা এই বাসভগ্রামেই বাস করিব।' প্রভো, এই ভাবিয়া সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণ সেই বাসভগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'এই আগন্তুক ভিক্ষুগণের আগন্তুকজনিত যেই ক্লেশ ছিল তাহা এখন উপশমিত হইয়াছে এবং তাহাদের ভিক্ষা করিবার গ্রাম সম্বন্ধে যেই অভিজ্ঞতা ছিল সেই সম্বন্ধেও এখন তাহাদের অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। পরগৃহে আজীবন (খাদ্য-ভোজ্যের জন্য) আগ্রহ প্রকাশ করা ক্লেশকর। বিশেষত যাচঞাপরায়ণতা লোকের প্রীতিকর নহে; অতএব আমি যবাগূ ও খাদ্য-ভোজ্য সম্বন্ধে আর ঔৎসুক্য প্রকাশ করিব না।' প্রভো, এই ভাবিয়া আমি আর তাহাদের যবাগূ ও খাদ্য-ভোজ্য সম্বন্ধে আগ্রহ প্রদর্শন করি নাই। তখন সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এই আবাসবাসী ভিক্ষু পূর্বে আমাদের স্নান সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত ছিলেন এবং আমাদের যবাগূ ও খাদ্য-ভোজ্য সম্বন্ধেও আগ্রহ প্রকাশ করিতেন কিন্তু এখন তিনি আমাদের যবাগূ ও খাদ্য-ভোজ্য সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত নহেন। এই

আবাসবাসী ভিক্ষু এখন দুষ্ট হইয়াছেন। অতএব আমরা তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করিব।' এই ভাবিয়া সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণ সমবেত হইয়া আমাকে কহিলেন, 'বন্ধো, পূর্বে আপনি আমাদের স্নান সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত ছিলেন এবং যবাগূ ও খাদ্য-ভোজ্য সম্বন্ধে ঔৎসুক্য করিতেন। এখন আপনি আমাদের যবাগূ ও খাদ্য-ভোজ্য সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত নহেন: এইজন্য আপনি অপরাধী হইয়াছেন, সেই অপরাধ দেখিতেছেন কি?' 'বন্ধুগণ, আমার তেমন কোনো অপরাধ নাই যাহা আমি দেখিব।' প্রভো, অনন্তর সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণ অপরাধ দর্শন না করা হেতু আমাকে উৎক্ষিপ্ত করিলেন। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : আমি জানি না—ইহা অপরাধ কি নিরপরাধ, প্রাপ্ত হইয়াছি কি হই নাই, উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি কি হই নাই, ধর্মানুসারে কি অধর্মানুসারে, ন্যায়ানুসারে কি অন্যায়ানুসারে, কারণে কি অকারণে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি। অতএব আমি চম্পায় যাইয়া ভগবানের নিকট এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিব।' ভগবান, আমি সেই স্থান হইতেই আসিতেছি।"

"হে ভিক্ষু, ইহা নিরপরাধ, অপরাধ নহে; অপ্রাপ্ত হইয়াছ, প্রাপ্ত হও নাই; অনুৎক্ষিপ্ত আছ, উৎক্ষিপ্ত হও নাই; অধর্মানুসারে, অন্যায়ানুসারে, অকারণে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছ। ভিক্ষু, তুমি যাইয়া সেই বাসভগ্রামেই বাস করিতে থাক।" "যথা আজ্ঞা, প্রভো," বলিয়া কাশ্যপগোত্র ভিক্ষু ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া, তাহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া বাসভগ্রামে প্রস্থান করিলেন।

সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণের উদ্বেগ ও মনস্তাপ উপস্থিত হইল : 'আমাদের লাভ হইল না, অলাভই হইল; আমাদের দুর্লাভই হইল, সুলাভ হইল না; আমরা যে নিরপরাধ পরিশুদ্ধ ভিক্ষুকে অবিষয়ে অকারণে উৎক্ষিপ্ত করিলাম! অতএব আমরা চম্পায় যাইয়া ভগবানের নিকট দোষকে দোষ বলিয়া স্বীকার করিব।' এই ভাবিয়া সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণ শয্যাসন সামলাইয়া এবং পাত্রচীবর লইয়া চম্পা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্রমান্বয়ে বিচরণ করিয়া চম্পায় ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। আগন্তুক ভিক্ষুগণের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বুদ্ধগণের রীতি। ভগবান সেই ভিক্ষুদিগকে কহিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা নিরুপদ্রবে আছ তো? তোমরা সুখে দিনযাপন করিয়াছ তো? অল্পক্লেশে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছ তো? ভিক্ষুগণ, তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ?" "ভগবান, আমরা নিরুদ্বেগে আছি, সুখে দিনযাপন করিয়াছি, অল্পক্লেশে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি।" প্রভো,

কাশীজনপদে বাসভ গ্রাম নামে এক গ্রাম আছে, সেই স্থান হইতে আমরা আসিতেছি। "ভিক্ষুগণ, তোমরাই কি আবাসবাসী ভিক্ষুকে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিলে?" "হ্যাঁ ভগবান, তাহা সত্য।" "ভিক্ষুগণ, কোন বিষয়ে, কোন কারণে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিলে?" "ভগবান, অবিষয়ে, অকারণে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিলাম।"

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন, "মোঘপুরুষ, তোমাদের এই কার্য অননুরূপ, অননুলোম, অপ্রতিরূপ, অশ্রমণোচিত, অবিহিত এবং অকার্য হইয়াছে। কেন তোমরা পরিশুদ্ধ নিরপরাধী ভিক্ষুকে অবিষয়ে, অকারণে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছ? তোমাদের এই কার্যে যে অপ্রসন্নদিগের মধ্যে প্রসন্নতা উৎপন্ন হইবে না।"... এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া, ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, পরিশুদ্ধ নিরপরাধী ভিক্ষুকে অবিষয়ে, অকারণে উৎক্ষিপ্ত করিতে পারিবে না; যে উৎক্ষিপ্ত করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ আসন হইতে উঠিয়া, উত্তরাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করিয়া এবং ভগবানের পদে বিলুণ্ঠিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, আমরা নিরপরাধী, পরিশুদ্ধ ভিক্ষুকে অবিষয়ে, অকারণে বালকের ন্যায়, মূঢ়ের ন্যায়, অজ্ঞের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত করিয়া অপরাধ করিয়াছি। প্রভু ভগবান আমাদের অপরাধ ক্ষমাপ্রার্থনা ভবিষ্যতে আমরা সাবধান হইবার জন্য অনুমোদন করুন।"

"হে ভিক্ষুগণ, তোমরা বালক, মূঢ়, অজ্ঞের ন্যায় নিরপরাধী পরিশুদ্ধ ভিক্ষুকে অবিষয়ে, অকারণে উৎক্ষিপ্ত করিয়া অপরাধ করিয়াছ; অপরাধকে অপরাধ বলিয়া মনে করিয়া ধর্মানুসারে প্রতিকার করিতেছ, এইজন্য আমি তোমাদের অপরাধস্বীকার অনুমোদন করিলাম। ভিক্ষুগণ, আর্যবিনয়ে ইহা শ্রীবৃদ্ধির কথা : যে দোষকে দোষরূপে দেখিয়া ধর্মানুসারে তাহার প্রতিকার করে এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধানতা অবলম্বন করে।"

২. অকর্মের পার্থক্য

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ চম্পায় এইরূপ কর্ম (দণ্ডবিধান) করিতেছিলেন। যথা: ধর্মবিরুদ্ধ[১] বর্গ (সংঘের একাংশ হইয়া) কর্ম (দণ্ডবিধান) করিতেছিলেন, ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র (সংঘের সকলে) কর্ম (দণ্ডবিধান)

---

[১]। মূল বুদ্ধবাক্যের নাম ধর্ম। বুদ্ধাবাক্যানুসারে না করিলে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম নামে অভিহিত হয়।—সম-পাসা।

করিতেছিলেন, ধর্মসম্মত বর্গকর্ম করিতেছিলেন, ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গকর্ম করিতেছিলেন, ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্রকর্ম করিতেছিলেন, একজনেও একজনকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন, একজনেও দুইজনকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন, একজনেও বহুজনকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন, একজনেও সংঘকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন। দুইজনেও একজনকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন, দুইজনেও দুইজনকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন, দুইজনেও বহুজনকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন, দুইজনেও সংঘকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন। বহুজনেও একজনকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন, বহুজনেও দুইজনকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন, বহুজনেও বহুজনকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন, বহুজনেও সংঘকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন এবং সংঘও সংঘকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন : "কেন চম্পায় ভিক্ষুগণ এরূপ কর্ম (দণ্ডবিধান) করিতেছেন? কেন ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করিতেছেন?... কেনই বা সংঘও সংঘকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছেন?" অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :)

"হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি চম্পায় ভিক্ষুগণ এরূপ কর্ম (দণ্ডবিধান) করিতেছে, ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করিতেছে... সংঘও সংঘকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছে?" "হ্যাঁ ভগবান, তাহা সত্য।" বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন... নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, (১) ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম অকর্ম, তাহা করা অনুচিত; (২) ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র কর্ম অকর্ম, তাহা করা অনুচিত; (৩) ধর্মসম্মত বর্গকর্ম অকর্ম, তাহা করা অনুচিত; (৪) ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গকর্ম অকর্ম, তাহা করা অনুচিত; (৫) ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্রকর্ম অকর্ম, তাহা করা অনুচিত; (৬) একজনেও একজনকে উৎক্ষিপ্ত করা অকর্ম, তাহা করা অনুচিত; (৭) একজনেও দুইজনকে উৎক্ষিপ্ত করা অকর্ম, তাহা করা অনুচিত; (৮) একজনেও বহুজনকে উৎক্ষিপ্ত করা অকর্ম, তাহা করা অনুচিত; (৯) একজনেও সংঘকে উৎক্ষিপ্ত করা অকর্ম, তাহা করা অনুচিত; (১০) দুইজনেও একজনকে উৎক্ষিপ্ত করা অকর্ম, তাহা করা অনুচিত; (১১) দুইজনেও বহুজনকে উৎক্ষিপ্ত করা অকর্ম, তাহা করা অনুচিত; (১২) দুইজনেও বহুজনকে উৎক্ষিপ্ত করা অকর্ম, তাহা করা অনুচিত; (১৩) দুইজনেও সংঘকে উৎক্ষিপ্ত করা অকর্ম, তাহা করা অনুচিত; (১৪) বহুজনেও একজনকে উৎক্ষিপ্ত করা অকর্ম, তাহা করা অনুচিত; (১৫) বহুজনেও

দুইজনকে উৎক্ষিপ্ত করা অকর্ম, তাহা করা অনুচিত; (১৬) বহুজনেও বহুজনকে উৎক্ষিপ্ত করা অকর্ম, তাহা করা অনুচিত; (১৭) বহুজনেও সংঘকে উৎক্ষিপ্ত করা অকর্ম, তাহা করা অনুচিত। (১৮) সংঘও সংঘকে উৎক্ষিপ্ত করা অকর্ম, তাহা করা অনুচিত।

৩. কর্মের পার্থক্য

হে ভিক্ষুগণ, কর্ম চারিপ্রকার; যথা : (১) ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম, (২) ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্রকর্ম, (৩) ধর্মসম্মত বর্গকর্ম, (৪) ধর্মসম্মত সমগ্রকর্ম।

হে ভিক্ষুগণ, তন্মধ্যে এই যে ধর্মবিরুদ্ধভাবে কৃত বর্গকর্ম তাহা ধর্মবিরুদ্ধ এবং বর্গবশত কুপ্য (নীতিবিরুদ্ধ) এবং অযোগ্য। ভিক্ষুগণ, এরূপ কর্ম (দণ্ডবিধান) করা অনুচিত; আমি এরূপ কর্ম করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করি নাই।

হে ভিক্ষুগণ, তন্মধ্যে এই যে ধর্মবিরুদ্ধভাবে কৃত সমগ্রকর্ম তাহা ধর্মবিরুদ্ধবশত কুপ্য এবং অযোগ্য। ভিক্ষুগণ, এরূপ কর্ম করা উচিত নহে; আমি এরূপ কর্ম করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করি নাই।

হে ভিক্ষুগণ, তন্মধ্যে এই যে ধর্মবিরুদ্ধভাবে কৃত বর্গকর্ম তাহা বর্গবশত কুপ্য এবং অযোগ্য। ভিক্ষুগণ, এরূপ কর্ম করা উচিত নহে; আমি এরূপ কর্ম করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করি নাই।

হে ভিক্ষুগণ, তন্মধ্যে এই যে ধর্মসম্মতভাবে কৃত সমগ্রকর্ম তাহা ধর্মসম্মত এবং সমগ্রবশত অকুপ্য (নীতিবিরুদ্ধ নহে) এবং যথোচিত। ভিক্ষুগণ, এরূপ কর্ম করা উচিত; আমি এরূপ কর্ম করিবার অনুজ্ঞা দিয়াছি।

হে ভিক্ষুগণ, তদ্ধেতু 'আমরা এরূপ কর্ম (দণ্ডবিধান) করিব, যাহা ধর্মানুসারে সমগ্র' এরূপ তোমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে।

৪. অকর্মের পার্থক্য

সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু এরূপ কর্ম (দণ্ড বিধান) করিতেছিল; যথা : (১) ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম, (২) ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্রকর্ম, (৩) ধর্মসম্মত বর্গকর্ম, (৪) ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গকর্ম, (৫) ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্রকর্ম, (৬) জ্ঞপ্তিব্যতীত অনুশ্রাবণসম্পন্ন কর্ম, (৭) অনুশ্রাবণব্যতীত জ্ঞপ্তিসম্পন্ন কর্ম, (৮) জ্ঞপ্তি এবং অনুশ্রাবণব্যতীত কর্ম, (৯) ধর্মবিরুদ্ধকর্ম,[১] (১০) বিনয়বিরুদ্ধ কর্ম,[২] (১১)

---

[১]। অমূলক বিষয় দ্বারা দণ্ড বিধান করা;

[২]। প্রকাশ এবং স্মরণ করাইয়া না দিয়া দণ্ডবিধান করা;

শাস্তার শাসনবিরুদ্ধ কর্ম,[১] (১২) 'পতিকুট্ঠকত'[২] কর্ম করিতেছিল, যাহা ধর্মবিরুদ্ধ, নীতিবিরুদ্ধ এবং অন্যায়জনক। তাহা দেখিয়া অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন : "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষু এরূপ কর্ম করিতে পারে যাহা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম... 'পতিকুট্ঠকত' কর্ম, যাহা ধর্মবিরুদ্ধ, নীতিবিরুদ্ধ এবং অন্যায়জনক?" অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি ষড়ুবর্গীয় ভিক্ষু এরূপ কর্ম করিতেছে যাহা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম,... 'পতিকুট্ঠকত' কর্ম এবং যাহা ধর্মবিরুদ্ধ, নীতিবিরুদ্ধ, অন্যায়জনক?" "হ্যাঁ ভগবান, তাহা সত্য!" বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন... এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :

"হে ভিক্ষুগণ, (১) যাহা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ (সংঘের একাংশের কৃত) কর্ম (দণ্ডবিধান) তাহা অকর্ম, সেইরূপ কর্ম করা উচিত নহে; (২) যাহা ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র (সংঘের সকলের কৃত) কর্ম (দণ্ডবিধান) তাহা অকর্ম, সেরূপ কর্ম করা উচিত নহে; (৩) যাহা ধর্মসম্মত বর্গকর্ম তাহা অকর্ম, সেরূপ কর্ম করা উচিত নহে; (৪) যাহা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গকর্ম তাহা অকর্ম, সেরূপ কর্ম করা উচিত নহে; (৫) যাহা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্রকর্ম তাহা অকর্ম, সেরূপ কর্ম করা উচিত নহে; (৬) যাহা জ্ঞপ্তিব্যতীত অনুশ্রাবণসম্পন্ন কর্ম তাহা অকর্ম, সেরূপ কর্ম করা উচিত নহে; (৭) যাহা অনুশ্রাবণব্যতীত জ্ঞপ্তিসম্পন্ন কর্ম তাহা অকর্ম, সেরূপ কর্ম করা উচিত নহে; (৮) যাহা জ্ঞপ্তি এবং অনুশ্রাবণবিহীন কর্ম তাহা অকর্ম, সেরূপ কর্ম করা উচিত নহে; (৯) যাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম তাহা অকর্ম, সেরূপ কর্ম করা উচিত নহে; (১০) যাহা বিনয়বিরুদ্ধ কর্ম তাহা অকর্ম, সেরূপ কর্ম করা উচিত নহে; (১১) যাহা শাস্তার শাসনবিরুদ্ধ কর্ম তাহা অকর্ম, সেরূপ কর্ম করা উচিত নহে; (১২) যাহা 'পতিকুট্ঠকত' কর্ম তাহা ধর্মবিরুদ্ধ, নীতিবিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ অকর্ম, সেরূপ কর্ম করা উচিত নহে।

---

[১]। জ্ঞপ্তি এবং অনুশ্রাবণ ব্যতীত দণ্ডবিধান করা;

[২]। অন্যের বাধা সত্ত্বেও কর্ম করা।

৫. ষড়বিধ কর্ম

হে ভিক্ষুগণ, কর্ম (দণ্ড) এই ছয় প্রকার; যথা : (১) ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম, (২) বর্গকর্ম, (৩) সমগ্রকর্ম, (৪) ধর্মপ্রতিরূপ বর্গকর্ম, (৫) ধর্মপ্রতিরূপ সমগ্রকর্ম, (৬) ধর্মসম্মত সমগ্রকর্ম।

৬. ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম

হে ভিক্ষুগণ, ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম কাহাকে বলে?

ক. (১) হে ভিক্ষুগণ, যদি একবার জ্ঞপ্তি স্থাপন এবং একবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম একবার জ্ঞপ্তি স্থাপন করিয়া সমাপ্ত করে এবং কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ না করে তবে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম নামে কথিত হয়। (২) যদি একবার জ্ঞপ্তি এবং একবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম দুইবার জ্ঞপ্তি স্থাপন করিয়া সমাপ্ত করে, কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ না করে তবে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম নামে কথিত হয়। (৩) যদি একবার জ্ঞপ্তি স্থাপন এবং একবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম কেবল একবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া সমাপ্ত করে, জ্ঞপ্তি স্থাপন না করে তবে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম নামে কথিত হয়। (৪) যদি একবার জ্ঞপ্তি স্থাপন এবং একবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম দুইবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া সমাপ্ত করে, জ্ঞপ্তি স্থাপন না করে তবে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম নামে কথিত হয়।

খ. (১) হে ভিক্ষুগণ, যদি একবার জ্ঞপ্তি স্থাপন এবং তিনবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম একবার জ্ঞপ্তি স্থাপন করিয়া সমাপ্ত করে, কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ না করে তবে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম নামে কথিত হয়। (২) যদি একবার জ্ঞপ্তি স্থাপন এবং তিনবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম দুইবার জ্ঞপ্তি স্থাপন করিয়া সমাপ্ত করে, কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ না করে তবে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম নামে কথিত হয়। (৩) যদি একবার জ্ঞপ্তি স্থাপন এবং তিনবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম তিনবার জ্ঞপ্তি স্থাপন করিয়া সমাপ্ত করে, কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করে তবে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম নামে কথিত হয়; (৪) যদি একবার জ্ঞপ্তি স্থাপন এবং তিনবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম চারিবার জ্ঞপ্তি স্থাপন করিয়া সমাপ্ত করে, কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ না করে তবে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম নামে কথিত হয়। (৫) যদি একবার জ্ঞপ্তি স্থাপন এবং তিনবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম একবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া সমাপ্ত করে, জ্ঞপ্তি স্থাপন না করে তবে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম নামে কথিত হয়। (৬) যদি একবার জ্ঞপ্তি এবং তিনবার

কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম দুইবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া সমাপ্ত করে, জ্ঞপ্তি স্থাপন না করে তবে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম নামে কথিত হয়। (৭) যদি একবার জ্ঞপ্তি স্থাপন এবং তিনবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম তিনবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া সমাপ্ত করে, জ্ঞপ্তি স্থাপন না করে তবে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম নামে কথিত হয়। (৮) যদি একবার জ্ঞপ্তি এবং তিনবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম চারিবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া সমাপ্ত করে, জ্ঞপ্তি স্থাপন না করে তবে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম নামে কথিত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম বলে।

৭. বর্গকর্ম

হে ভিক্ষুগণ, বর্গকর্ম কাহাকে বলে?

ক. (১) হে ভিক্ষুগণ, জ্ঞপ্তি দ্বিতীয় কর্মে[১] যদি কর্মক্ষম ভিক্ষু অনুপস্থিত থাকে, ছন্দ (মত) দানের যোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ (মত) সংগ্রহ করা না হইয়া থাকে এবং উপস্থিত ভিক্ষুগণও বাধা প্রদান করে, তবে তাহা বর্গকর্ম নামে কথিত হয়।

(২) ভিক্ষুগণ, যদি জ্ঞপ্তি দ্বিতীয়কর্মে কর্মক্ষম ভিক্ষু উপস্থিত থাকে, ছন্দ দানের যোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ সংগ্রহ করা না হইয়া থাকে এবং উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান করে তবে তাহাও বর্গকর্ম নামে কথিত হয়। (৩) ভিক্ষুগণ, যদি জ্ঞপ্তি দ্বিতীয়কর্মে কর্মক্ষম ভিক্ষুও উপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুর ছন্দও সংগ্রহ করা হইয়া থাকে, উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান করে তবে তাহাও বর্গকর্ম নামে কথিত হয়।

খ. (১) হে ভিক্ষুগণ, যদি জ্ঞপ্তি চতুর্থকর্মে[২] কর্মক্ষম ভিক্ষু অনুপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুগণের ছন্দ সংগ্রহ করা না হইয়া থাকে এবং উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান করে তবে তাহা বর্গকর্ম নামে কথিত হয়, (২) ভিক্ষুগণ, যদি জ্ঞপ্তি চতুর্থকর্মে কর্মক্ষম ভিক্ষু উপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুগণের ছন্দ সংগ্রহ করা না হইয়া থাকে এবং উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান করে তবে তাহাও বর্গকর্ম নামে কথিত হয়। (৩) ভিক্ষুগণ জ্ঞপ্তি যদি চতুর্থকর্মে কর্মক্ষম ভিক্ষুও উপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুর

---

[১]। যেই কার্য একবার জ্ঞপ্তি স্থাপন এবং একবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করা হয়, তাহাকে জ্ঞপ্তি দ্বিতীয় কর্ম বলে।

[২]। একবার জ্ঞপ্তি এবং তিনবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া যেই কর্ম করা হয় তাহাকে জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্ম বলে।

ছন্দও সংগ্রহ করা হইয়া থাকে, উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান করে তবে তাহাও বর্গকর্ম নামে কথিত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বর্গকর্ম বলে।

৮. সমগ্রকর্ম

হে ভিক্ষুগণ, সমগ্রকর্ম কাহাকে বলে?

(১) ভিক্ষুগণ, যদি জ্ঞপ্তি দ্বিতীয়কর্মে কর্মক্ষম ভিক্ষু উপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে এবং উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান না করে তবে তাহা সমগ্রকর্ম নামে কথিত হয়। (২) ভিক্ষুগণ, যদি জ্ঞপ্তি চতুর্থকর্মে কর্মক্ষম ভিক্ষু উপস্থিত থাকে, ছন্দ দানের যোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে এবং উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান না করে তবে তাহাও সমগ্রকর্ম নামে কথিত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে সমগ্রকর্ম বলে।

৯. ধর্মপ্রতিরূপ বর্গকর্ম

হে ভিক্ষুগণ, ধর্মপ্রতিরূপ বর্গকর্ম কাহাকে বলে?

ক. (১) যদি জ্ঞপ্তি দ্বিতীয়কর্মে প্রথম কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করে, পরে জ্ঞপ্তি স্থাপন করে, কর্মক্ষম ভিক্ষু অনুপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ সংগ্রহ করা না হইয়া থাকে এবং উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান করে, তবে তাহা ধর্মপ্রতিরূপ বর্গকর্ম নামে কথিত হয়; (২) ভিক্ষুগণ, যদি জ্ঞপ্তি দ্বিতীয়কর্মে প্রথম কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করে, পরে জ্ঞপ্তি স্থাপন করে, কর্মক্ষম ভিক্ষুগণ উপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ সংগ্রহ করা না হইয়া থাকে এবং উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান করে তবে তাহাও ধর্মপ্রতিরূপ বর্গকর্ম নামে কথিত হয়। (৩) ভিক্ষুগণ, যদি জ্ঞপ্তি দ্বিতীয় কর্মে প্রথম কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করে, পরে জ্ঞপ্তি স্থাপন করে, কর্মক্ষম ভিক্ষুগণ উপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুগণের ছন্দ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে, উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান করে তবে তাহাও ধর্মপ্রতিরূপ বর্গকর্ম নামে কথিত হয়।

খ. (১) হে ভিক্ষুগণ, যদি জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মে প্রথম কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করে, পরে জ্ঞপ্তি স্থাপন করে, কর্মক্ষম ভিক্ষুগণ অনুপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ সংগ্রহ করা না হইয়া থাকে এবং উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান করে, তবে তাহা ধর্মপ্রতিরূপ বর্গকর্ম নামে কথিত হয়। (২) ভিক্ষুগণ, যদি জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মে প্রথম কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করে, পরে জ্ঞপ্তি স্থাপন করে, কর্মক্ষম ভিক্ষুগণ উপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুগণের ছন্দ সংগ্রহ করা না হইয়া থাকে এবং উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান করে তবে তাহাও

ধর্মপ্রতিরূপ বর্গকর্ম নামে কথিত হয়। (৩) ভিক্ষুগণ, যদি জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মে প্রথম কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করে, পরে জ্ঞপ্তি স্থাপন করে, কর্মক্ষম ভিক্ষুগণ উপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে, উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান করে তবে তাহাও ধর্মপ্রতিরূপ বর্গকর্ম নামে কথিত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে ধর্মপ্রতিরূপ বর্গকর্ম বলে।

১০. ধর্মপ্রতিরূপ সমগ্রকর্ম

হে ভিক্ষুগণ, ধর্মপ্রতিরূপ সমগ্রকর্ম কাহাকে বলে?

হে ভিক্ষুগণ, (১) যদি জ্ঞপ্তি দ্বিতীয় কর্মে প্রথম কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করে, পরে জ্ঞপ্তি স্থাপন করে, কর্মক্ষম ভিক্ষুগণ উপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুগণের ছন্দ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে, উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান না করে, তবে তাহা ধর্মপ্রতিরূপ বর্গকর্ম নামে কথিত হয়। (২) ভিক্ষুগণ, যদি জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মে প্রথম কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করে, পরে জ্ঞপ্তি স্থাপন করে, কর্মক্ষম ভিক্ষুগণ উপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুগণের ছন্দ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে এবং উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান না করে তবে তাহাও ধর্মপ্রতিরূপ সমগ্রকর্ম নামে কথিত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে ধর্মপ্রতিরূপ সমগ্রকর্ম বলে।

১১. ধর্মসম্মত সমগ্রকর্ম

হে ভিক্ষুগণ, ধর্মসম্মত সমগ্রকর্ম কাহাকে বলে?

হে ভিক্ষুগণ, (১) যদি জ্ঞপ্তি দ্বিতীয়কর্মে প্রথম জ্ঞপ্তি স্থাপন করে, পরে একবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া কর্ম সম্পাদন করে, কর্মক্ষম ভিক্ষুগণ উপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে এবং উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান না করে, তবে তাহা ধর্মসম্মত সমগ্রকর্ম নামে কথিত হয়। (২) ভিক্ষুগণ, যদি জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মে প্রথম জ্ঞপ্তি স্থাপন করে, পরে তিনবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া কর্ম সম্পাদন করে, কর্মক্ষম ভিক্ষুগণ উপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে, উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান না করে তবে তাহাও ধর্মসম্মত সমগ্রকর্ম নামে কথিত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে ধর্মসম্মত সমগ্রকর্ম বলে।

পাঁচ প্রকার সংঘ এবং তাহার অধিকার

১. বর্গ (কোরাম) দ্বারা সংঘের পার্থক্য

সংঘ পাঁচ প্রকার; যথা : (১) চতুর্বর্গ (চারিজন) ভিক্ষুসংঘ, (২) পঞ্চবর্গ (পাঁচজন) ভিক্ষুসংঘ, (৩) দশবর্গ (দশজন) ভিক্ষুসংঘ, (৪) বিংশতিবর্গ (বিশজন) ভিক্ষুসংঘ এবং (৫) বিংশত্যধিক বর্গ (বিশজনের অধিক) ভিক্ষুসংঘ।

২. সংঘের অধিকার

(১) হে ভিক্ষুগণ, চতুর্বর্গ ভিক্ষুসংঘ উপসম্পদাদান, প্রবারণা এবং আহ্বান এই ত্রিবিধ কর্ম ব্যতীত ধর্মানুসারে সমবেত হইয়া অন্য সমস্ত কর্ম করিতে পারে।

(২) হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবর্গ ভিক্ষুসংঘ মধ্যদেশে উপসম্পদাদান এবং আহ্বান এই দ্বিবিধ কর্ম ব্যতীত ধর্মানুসারে সমবেত হইয়া অন্য সমস্ত কর্ম করিতে পারে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ, দশবর্গ ভিক্ষুসংঘ আহ্বানকর্ম ব্যতীত ধর্মানুসারে সমবেত হইয়া অন্য সমস্ত কর্ম করিতে পারে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ, বিংশতিবর্গ ভিক্ষুসংঘ ধর্মানুসারে সমবেত হইয়া সমস্ত কর্ম করিতে পারে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ, বিংশত্যধিক বর্গ ভিক্ষুসংঘ ধর্মানুসারে সমবেত হইয়া সমস্ত কর্ম করিতে পারে।

৩. অন্যায়ভাবে বর্গ (কোরাম) পূর্ণ করা

১. হে ভিক্ষুগণ, যদি চতুর্বর্গের করণীয় কর্ম ভিক্ষুণী দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া চারিজনে করে তাহা হইলে তাহা অকর্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম করা উচিত নহে। ভিক্ষুগণ, যদি চতুর্বর্গের করণীয় কর্ম শিক্ষমানা দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া চারিজনে করে তাহা অকর্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম করা উচিত নহে। ভিক্ষুগণ, যদি চতুর্বর্গের করণীয় কর্ম শ্রামণের, শ্রামণেরী, শিক্ষাপ্রত্যাখ্যাতক, অন্তিমঅপরাধ (পারাজিক) অপরাধী, অপরাধ স্বীকার না করায় উৎক্ষিপ্ত, অপরাধের প্রতিকার না করায় উৎক্ষিপ্ত, মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ না করায় উৎক্ষিপ্ত, পণ্ডক, স্তেয়সংবাসক, তীর্থিকপ্রস্থানক, মানবেতরজীব, মাতৃহন্তা, পিতৃহন্তা, অর্হৎহন্তা, ভিক্ষুণীদূষক, সংঘভেদক, রক্তোৎপাদক,

উভয়ব্যঞ্জনক, ভিন্নসংবাসক (স্বতন্ত্র সম্প্রদায়স্থ), পৃথক সীমায় অবস্থিত অথবা ঋদ্ধিপ্রভাবে আকাশে অবস্থিত ব্যক্তিদ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া চারিজনে করে তবে তাহা অকর্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম করা উচিত নহে। সংঘ যাহার কর্ম করিতেছে তাহার দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া চারিজনে কর্ম করিলে তাহাও অকর্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম করা উচিত নহে।

॥ চতুর্বর্গের করণীয় সমাপ্ত ॥

২. হে ভিক্ষুগণ, যদি পঞ্চবর্গের করণীয় কর্ম ভিক্ষুণী দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া পাঁচজনে করে তাহা হইলে তাহা অকর্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম করা উচিত নহে। ভিক্ষুগণ, যদি পঞ্চবর্গের করণীয় কর্ম শিক্ষমানা, শ্রামণের, শ্রামণেরী, শিক্ষাপ্রত্যাখ্যাতক, অন্তিম অপরাধে অপরাধী, অপরাধ স্বীকার না করায় উৎক্ষিপ্ত, অপরাধের প্রতিকার না করায় উৎক্ষিপ্ত, মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ না করায় উৎক্ষিপ্ত, পণ্ডক, স্তেয়সংবাসক, তীর্থিকপ্রস্থানক, মানবেতর জীব, মাতৃহন্তা, পিতৃহন্তা, অর্হৎহন্তা, ভিক্ষুণীদূষক, সংঘভেদক, রক্তোৎপাদক, উভয়ব্যঞ্জনক, ভিন্ন সম্প্রদায়স্থ, পৃথক সীমায় অবস্থিত অথবা ঋদ্ধিপ্রভাবে আকাশে অবস্থিত ব্যক্তি দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া পাঁচজন কর্ম করে তাহা হইলে তাহাও অকর্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম করা উচিত নহে। সংঘ যাহার কর্ম করিতেছে তাহার দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া পাঁচজনে কর্ম করিলে তাহাও অকর্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম করা উচিত নহে।

॥ পঞ্চবর্গের করণীয় সমাপ্ত ॥

৩. হে ভিক্ষুগণ, যদি দশবর্গের করণীয় কর্ম ভিক্ষুণী দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া দশজনে করে তাহা হইলে তাহাও অকর্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম করা উচিত নহে।

॥ দশবর্গের করণীয় সমাপ্ত ॥

৪. হে ভিক্ষুগণ, যদি বিংশতি বর্গের করণীয় কর্ম ভিক্ষুণী দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া বিংশতি জনে করে তাহা হইলে তাহাও অকর্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম করা উচিত নহে। [অবশিষ্ট পূর্ববৎ]

॥ বিংশতিবর্গের করণীয় সমাপ্ত ॥

৫. (১) হে ভিক্ষুগণ, যদি পারিবাসিক[১] (পরিবাস ব্রত পালনে রত) ভিক্ষুদ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া চারিজনে (অন্যকে) পরিবাস প্রদান করে, মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, মানত্ত দান করে এবং তাহাকে লইয়া বিংশতিজনে (অন্যকে) আহ্বান করে তাহা হইলে তাহা অকর্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম করা উচিত নহে।

(২) হে ভিক্ষুগণ, যদি মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষুদ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া চারিজনে (অন্যকে) পরিবাস দান করে, মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, মানত্ত দান করে এবং তাহাদ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া বিংশতিজনে (অন্যকে) আহ্বান করে তাহা হইলে তাহা অকর্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম করা উচিত নহে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ, যদি মানত্তযোগ্য ভিক্ষুদ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া চারিজনে (অন্যকে) পরিবাস দান করে, মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, মানত্ত দান করে এবং তাহাদ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া বিংশতিজনে (অন্যকে) আহ্বান করে তাহা হইলে তাহা অকর্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম করা উচিত নহে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ, যদি মানত্তচারিক (মানত্ত ব্রত পালনে রত) ভিক্ষুদ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া চারিজনে (অন্যকে) পরিবাস দান করে, মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, মানত্ত দান করে এবং তাহাদ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া বিশজনে (অন্যকে) আহ্বান করে তাহা হইলে তাহা অকর্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম করা উচিত নহে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ, যদি আহ্বান করিবার যোগ্য ভিক্ষুদ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া চারিজনে (অন্যকে) পরিবাস দান করে, মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, মানত্ত দান করে এবং তাহাদ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া বিশজনে (অন্যকে) আহ্বান করে তাহা হইলে তাহা অকর্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম করা উচিত নহে।

৪. সংঘসভায় কাহার বাধাদান গ্রাহ্য এবং অগ্রাহ্য

হে ভিক্ষুগণ, সংঘসভায় ব্যক্তিবিশেষের বাধাদান গ্রাহ্য হয় এবং ব্যক্তিবিশেষের বাধাদান গ্রাহ্য হয় না।

১. হে ভিক্ষুগণ, সংঘসভায় কাহার বাধাদান গ্রাহ্য হয় না? ভিক্ষুগণ, সংঘসভায় ভিক্ষুণীর বাধাদান গ্রাহ্য হয় না। শিক্ষমানার, শ্রামণেরের, শ্রামণেরীর, শিক্ষাপ্রত্যাখ্যাতকের, অন্তিমঅপরাধে অপরাধীর, উন্মাদের,

---

[১]। চূলবর্গের পারিবাসিক স্কন্ধ দ্রষ্টব্য।

বিক্ষিপ্তচিত্তের, বেদনাতুরের, অপরাধ স্বীকার না করা হেতু উৎক্ষিপ্তের, অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু উৎক্ষিপ্তের, মিথ্যাধারণা ত্যাগ না করা হেতু উৎক্ষিপ্তের, পণ্ডকের, স্তেয়সংবাসকের, তীর্থিকপ্রস্থানকের, মানবেতরপ্রাণীর, মাতৃহন্তার, পিতৃহন্তার, অর্হৎহন্তার, ভিক্ষুণীদূষকের, সংঘভেদকের, রক্তোৎপাদকের, উভয়লিঙ্গবিশিষ্টের, পৃথক সম্প্রদায়স্থের, পৃথক সীমায় অবস্থিতের, ঋদ্ধিপ্রভাবে আকাশে অবস্থিতের এবং সংঘ যাহার কর্ম করিতেছে সংঘসভায় তাহার বাধাদান গ্রাহ্য হয় না। হে ভিক্ষুগণ, সংঘসভায় ইহাদের বাধাদান গ্রাহ্য হয় না।

২. হে ভিক্ষুগণ, সংঘসভায় কাহার বাধাদান গ্রাহ্য হয়? ভিক্ষুগণ, প্রকৃতিস্থের, সমসম্প্রদায়স্থের, সমসীমায় অবস্থিতের, অন্তত পার্শ্বে অবস্থিত ভিক্ষুকে জ্ঞাপন করিতে সমর্থ এমন ভিক্ষুর সংঘসভায় বাধাদান গ্রাহ্য হয়। হে ভিক্ষুগণ, সংঘসভায় ইহাদের বাধাদান গ্রাহ্য হয়।

৫. ন্যায়সঙ্গত এবং ন্যায়বিরুদ্ধ বহিষ্করণ

হে ভিক্ষুগণ, নিঃসারণ (বহিষ্করণ) দুই প্রকার। ভিক্ষুগণ, এমন ব্যক্তি আছে যে বহিষ্করণের অযোগ্য; যদি সংঘ তাহাকে বহিষ্করণ করে তন্মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের বহিষ্করণ ন্যায়সঙ্গত হয় আবার ব্যক্তিবিশেষের বহিষ্করণ ন্যায়বিরুদ্ধ হয়।

১. হে ভিক্ষুগণ, কোন ব্যক্তি বহিষ্করণের অযোগ্য এবং যদি সংঘ তাহাকে বহিষ্করণ করে তাহা হইলে তাহা ন্যায়বিরুদ্ধ হয়? ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ও নিরপরাধী হয় তাহাকে সংঘ বহিষ্করণ করিলে তাহা ন্যায়বিরুদ্ধ হইবে। ভিক্ষুগণ, এই ব্যক্তিই বহিষ্করণের অযোগ্য বলিয়া কথিত হয়। যদি সংঘ তাহাকে বহিষ্করণ করে তাহা হইলে তাহার বহিষ্করণ ন্যায়বিরুদ্ধ হইবে।

২. হে ভিক্ষুগণ, কোন ব্যক্তি বহিষ্করণের অযোগ্য এবং যদি সংঘ তাহাকে বহিষ্করণ করে তাহা হইলে তাহা ন্যায়সঙ্গত হয়? ভিক্ষুগণ, যেই ভিক্ষু বাল (মূর্খ), অদক্ষ, অপরাধবহুল, যাহার অপরাধের সীমা নাই এবং অননুলোম (অন্যায়জনক) গৃহীসংসর্গে বাস করে যদি সংঘ তাহাকে বহিষ্করণ করে তাহা হইলে তাহার বহিষ্করণ ন্যায়সঙ্গত হয়। হে ভিক্ষুগণ, এই ব্যক্তিই বহিষ্করণের অযোগ্য। যদি সংঘ তাহাকে বহিষ্কৃত করে তাহা হইলে তাহার বহিষ্করণ ন্যায়সঙ্গত হইবে।

৬. প্রবেশাধিকার দানের যোগ্য এবং অযোগ্য ব্যক্তি

হে ভিক্ষুগণ, প্রবেশাধিকার দুই প্রকার। ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি প্রবেশের অধিকারী নহে, যদি সংঘ তাহাদিগকে প্রবেশাধিকার দান করে তন্মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের প্রবেশাধিকার ন্যায়সঙ্গত হয় আবার ব্যক্তিবিশেষের প্রবেশাধিকার ন্যায়বিরুদ্ধ হয়।

১. হে ভিক্ষুগণ, কোন ব্যক্তি প্রবেশাধিকার লাভের অযোগ্য এবং তাহাকে যদি সংঘ প্রবেশাধিকার দান করে তাহা হইলে তাহা ন্যায়বিরুদ্ধ হয়? হে ভিক্ষুগণ, পণ্ডক প্রবেশের অধিকারী নহে, যদি সংঘ তাহাকে প্রবেশাধিকার[১] প্রদান করে তবে তাহা ন্যায়বিরুদ্ধ হয়। ভিক্ষুগণ, স্তেয়সংবাসক, তীর্থিকপ্রস্থানক, মানবেতর প্রাণী, মাতৃহন্তা, পিতৃহন্তা, অর্হৎহন্তা, ভিক্ষুণীদূষক, সংঘভেদক, রক্তোৎপাদক এবং উভয়ব্যঞ্জনক প্রবেশাধিকারের অযোগ্য, যদি সংঘ তাহাকে প্রবেশাধিকার প্রদান করে তাহা হইলে তাহা ন্যায়বিরুদ্ধ হয়। ভিক্ষুগণ, এই ব্যক্তিই প্রবেশাধিকারের অযোগ্য বলিয়া কথিত হয়। যদি সংঘ তাহাকে প্রবেশাধিকার প্রদান করে তাহা হইলে তাহা ন্যায়বিরুদ্ধ হয়। হে ভিক্ষুগণ, এই ব্যক্তিগণই প্রবেশাধিকারের অযোগ্য[২]। যদি সংঘ তাহাদিগকে প্রবেশাধিকার প্রদান করে তাহা হইলে তাহা ন্যায়বিরুদ্ধ হইবে।

২. হে ভিক্ষুগণ, কোন ব্যক্তি প্রবেশাধিকারের যোগ্যতাহীন এবং সংঘ তাহাকে প্রবেশাধিকার প্রদান করিলে ন্যায়সঙ্গত হইয়া থাকে? হে ভিক্ষুগণ, হস্তচ্ছিন্ন ব্যক্তি প্রবেশাধিকার লাভের যোগ্য নহে, যদি সংঘ তাহাকে প্রবেশাধিকার প্রদান করে তাহা হইলে তাহা ন্যায়সঙ্গত হয়। ভিক্ষুগণ, পাদচ্ছিন্ন, হস্তপাদচ্ছিন্ন, কর্ণচ্ছিন্ন, নাসিকাচ্ছিন্ন, কর্ণনাসিকাচ্ছিন্ন, অঙ্গুলিচ্ছিন্ন, অঙ্গুষ্ঠচ্ছিন্ন, কণ্ঠচ্ছিন্ন, ফণার ন্যায় হস্তবিশিষ্ট, কুব্জ, বামন, গলগণ্ডী, উত্তপ্ত লৌহদ্বারা চিহ্নিত, বেত্রাঘাত, লিখিতক, শ্লীপদী, দুরারোগ্যরোগী, বিকটাকৃতিবিশিষ্ট, কানা, বক্র, খঞ্জ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, দেহের স্বাভাবিক ভঙ্গীহীন, জরাদুর্বল, অন্ধ, মূক, বধির, অন্ধমূক, অন্ধবধির,

---

[১]। উপসম্পদা প্রদান করা।

[২]। এই একাদশ ব্যক্তি উপসম্পদা লাভের অযোগ্য। ইহাদিগকে সহস্রবার উপসম্পদা প্রদান করিলেও তাহারা অনুপসম্পন্ন থাকে এবং আচার্য, উপাধ্যায় ও উপস্থিত সংঘ দোষী হয়।—সম-পাসা।

মূক্‌বধির এবং অন্ধমূক্‌বধির প্রবেশাধিকারের যোগ্যতাহীন[১]। যদি সংঘ তাহাকে প্রবেশাধিকার প্রদান করে তাহা হইলে তাহার প্রবেশাধিকার ন্যায়সঙ্গত হয়। হে ভিক্ষুগণ, এই ব্যক্তিই প্রবেশাধিকার লাভের যোগ্যতাহীন বলিয়া কথিত হয়। যদি সংঘ তাহাকে প্রবেশাধিকার দান করে তাহা হইলে তাহার প্রবেশাধিকার ন্যায়সঙ্গত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহারাই প্রবেশাধিকার লাভের অযোগ্য। যদি সংঘ তাহাদিগকে প্রবেশাধিকার প্রদান করে তাহা হইলে ন্যায়সঙ্গত হইবে।

॥ ভাসতগ্রাম ভণিতা সমাপ্ত ॥

৭. ধর্মবিরুদ্ধ উৎক্ষেপনীয় কর্ম

ক. (১) হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য (স্বীকার্য) অপরাধ না থাকিলেও সংঘ, অনেকজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে, 'বন্ধো, আপনি অপরাধী হইয়াছেন, আপনি সেই অপরাধ দেখিতেছেন কি?' সে বলে, 'বন্ধো, আমার দ্রষ্টব্য কোনো অপরাধ নাই।' যদি সংঘ তখন তাহাকে অপরাধ দর্শন না করা হেতু উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম হইবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষুর প্রতিকার করিবার যোগ্য অপরাধ না থাকিলেও সংঘ, অনেকজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে, 'বন্ধো, আপনি অপরাধী হইয়াছেন; অতএব সেই অপরাধের প্রতিকার করুন।' সে বলে, 'বন্ধো, আমার এমন কোনো অপরাধ নাই আমি যাহার প্রতিকার করিব।' যদি সংঘ তখন তাহাকে অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম হইবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষুর মিথ্যাবিশ্বাস না থাকিলেও সংঘ, বহুজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে, 'বন্ধো, আপনার নিকট মিথ্যাবিশ্বাস আছে, অতএব সেই মিথ্যাবিশ্বাস পরিত্যাগ করুন।' তদুত্তরে সে বলে, 'বন্ধো, আমার এমন কোনো মিথ্যাবিশ্বাস নাই আমি যাহা পরিত্যাগ করিব।' যদি সংঘ তখন তাহাকে মিথ্যাবিশ্বাস পরিত্যাগ না করা হেতু উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম হইবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষুর দেখিবার (স্বীকার) যোগ্য কিংবা

---

[১]। এই বত্রিশজনকে উপসম্পদা দিলে তাহারা উপসম্পন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু আচার্য, উপাধ্যায় এবং উপস্থিত সংঘ দোষী হয়।—সম-পাসা।

প্রতিকার করিবার যোগ্য অপরাধ না থাকিলেও সংঘ, বহুজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে, 'বন্ধো, আপনি অপরাধী হইয়াছেন, অতএব সেই অপরাধ দর্শন (স্বীকার) এবং সেই অপরাধের প্রতিকার করুন।' তদুত্তরে সে বলে, 'বন্ধো, আমার এমন কোনো অপরাধ নাই আমি যাহা দর্শন করিব এবং আমার এমন কোনো অপরাধ নাই আমি যাহার প্রতিকার করিব।' যদি সংঘ তখন অপরাধ দর্শন কিংবা অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম হইবে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য অপরাধ এবং পরিত্যাজ্য মিথ্যাদৃষ্টি না থাকিলেও সংঘ, বহুজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে, 'বন্ধো, আপনি অপরাধী হইয়াছেন অতএব সেই অপরাধ অবলোকন করুন এবং আপনার দৃষ্টি হীন, অতএব সেই হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ করুন।' তদুত্তরে সে বলে, 'বন্ধো, আমার এমন কোনো অপরাধ নাই যাহা আমি অবলোকন করিব এবং আমার এমন কোনো হীনদৃষ্টি নাই আমি যাহা পরিত্যাগ করিব।' যদি সংঘ তখন তাহাকে দর্শন এবং পরিত্যাগ না করা হেতু উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম হইবে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষুর প্রতিকারযোগ্য অপরাধ এবং পরিত্যাজ্য হীনদৃষ্টি না থাকিলেও সংঘ, বহুজন ভিক্ষু কিংবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে, 'বন্ধো, আপনি অপরাধী হইয়াছেন, অতএব সেই অপরাধের প্রতিকার করুন এবং আপনার দৃষ্টি হীন, অতএব সেই হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ করুন।' তদুত্তরে সে বলে, 'বন্ধো, আমার এমন কোনো অপরাধ নাই যাহা আমি যাহার প্রতিকার করিব এবং আমার এমন কোনো হীনদৃষ্টি নাই যাহা আমি পরিত্যাগ করিব।' যদি সংঘ তখন তাহাকে প্রতিকার এবং পরিত্যাগ না করা হেতু উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম হইবে।

(৭) হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য অপরাধও থাকে না, প্রতিকারযোগ্য অপরাধও থাকে না এবং পরিত্যাগযোগ্য হীনদৃষ্টিও থাকে না তবুও সংঘ, বহুজন ভিক্ষু কিংবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে, 'বন্ধো, আপনি অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব সেই অপরাধ অবলোকন করুন, সেই অপরাধের প্রতিকার করুন এবং আপনার দৃষ্টি হীন, অতএব তাহা পরিত্যাগ করুন।' তদুত্তরে সে বলে, 'বন্ধো, আমার এমন কোনো অপরাধ নাই আমি যাহা অবলোকন করিব, আমার এমন কোনো অপরাধ নাই আমি যাহার প্রতিকার করিব এবং আমার এমন কোনো হীনদৃষ্টি নাই আমি যাহা পরিত্যাগ করিব।' যদি সংঘ তখন তাহাকে দর্শন, প্রতিকার এবং পরিত্যাগ না করা

হেতু উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম হইবে।

খ. (১) হে ভিক্ষুগণ কোনো ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য (স্বীকার্য) অপরাধ থাকে। তখন সংঘ, বহুজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে, 'বন্ধো, আপনি অপরাধ লাভ করিয়াছেন, আপনি কি সেই অপরাধ দেখিতেছেন?' তদুত্তরে সে বলে, 'হ্যাঁ বন্ধো, আমি দেখিতেছি।' তখন যদি সংঘ অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম হইবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ কোনো ভিক্ষুর প্রতিকারযোগ্য অপরাধ থাকে। তখন সংঘ, বহুজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে, 'বন্ধো, আপনি অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব সেই অপরাধের প্রতিকার করুন।' তদুত্তরে সে বলে, 'হ্যাঁ বন্ধো, প্রতিকার করিব।' যদি সংঘ তখন অপরাধের প্রতিকার না করা বিষয়ে তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম হইবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ কোনো ভিক্ষুর পরিত্যাজ্য হীনদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়া থাকে। তখন সংঘ, বহুজন ভিক্ষু কিংবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে, 'বন্ধো, আপনার দৃষ্টি হীন, অতএব সেই হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ করুন।' তদুত্তরে সে বলে, 'হ্যাঁ বন্ধো, পরিত্যাগ করিব।' তখন যদি সংঘ হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা বিষয়ে তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম হইবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য অথবা প্রতিকারযোগ্য অপরাধ থাকে। [পূর্ববৎ]

(৫) হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য অপরাধ অথবা পরিত্যাজ্য হীনদৃষ্টি থাকে। [পূর্ববৎ]

(৬) হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষুর প্রতিকারযোগ্য অপরাধ অথবা পরিত্যাজ্য হীনদৃষ্টি থাকে। [পূর্ববৎ]

(৭) হে ভিক্ষুগণ কোনো ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য অপরাধ, প্রতিকারযোগ্য অপরাধ কিংবা পরিত্যাজ্য হীনদৃষ্টি থাকে। সংঘ, বহুজন ভিক্ষু কিংবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে, 'বন্ধো, আপনি অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব সেই অপরাধ অবলোকন করুন, সেই অপরাধের প্রতিকার করুন এবং আপনার দৃষ্টি হীন, অতএব সেই হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ করুন।' তদুত্তরে সে বলে, 'হ্যাঁ বন্ধো, আমি দেখিব; প্রতিকার করিব, এবং পরিত্যাগ করিব।' তখন যদি সংঘ তাহাকে দর্শন না করা বিষয়ে, প্রতিকার না করা বিষয়ে কিংবা পরিত্যাগ না করা বিষয়ে উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম হইবে।

৮. ধর্মসম্মত উৎক্ষেপনীয় কর্ম

ক. (১) হে ভিক্ষুগণ কোনো ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য (স্বীকার্য) অপরাধ থাকে। তখন সংঘ, বহুজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে, 'বন্ধো, আপনি অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই অপরাধ অবলোকন (স্বীকার) করিতেছেন কী? তদুত্তরে সে বলে, 'আমার এমন কোনো অপরাধ নাই, আমি যাহা অবলোকন করিব।' তখন যদি সংঘ অপরাধ অবলোকন না করা বিষয়ে তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্মসম্মত (ন্যায়সঙ্গত) কর্ম হইবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ কোনো ভিক্ষুর প্রতিকারযোগ্য অপরাধ থাকে। তখন সংঘ, বহুজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে, 'বন্ধো, আপনি অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব সেই অপরাধের প্রতিকার করুন।' তদুত্তরে সে বলে, 'হ্যাঁ বন্ধো, আমার এমন কোনো অপরাধ নাই যাহার প্রতিকার করিব।' তখন যদি সংঘ অপরাধের প্রতিকার না করা বিষয়ে তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্মসম্মত-কর্ম হইবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষুর পরিত্যাগ করিবার যোগ্য হীনদৃষ্টি থাকে। তখন সংঘ, বহুজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে, 'বন্ধো, আপনার দৃষ্টি হীন, অতএব সেই হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ করুন।' তদুত্তরে সে বলে, 'বন্ধো, আমার এমন কোনো হীনদৃষ্টি নাই আমি যাহা পরিত্যাগ করিব।' তখন যদি সংঘ হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা বিষয়ে তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্মসম্মত-কর্ম হইবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য অথবা প্রতিকারযোগ্য অপরাধ থাকে। [পূর্ববৎ]

(৫) হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য অপরাধ অথবা পরিত্যাজ্য হীনদৃষ্টি থাকে। [পূর্ববৎ]

(৬) হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষুর প্রতিকারযোগ্য অপরাধ অথবা পরিত্যাজ্য হীনদৃষ্টি থাকে। [পূর্ববৎ]

(৭) হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য অপরাধ, প্রতিকারযোগ্য অপরাধ কিংবা পরিত্যাজ্য হীনদৃষ্টি থাকে। সংঘ, বহুজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে, 'বন্ধো, আপনি অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব সেই অপরাধ অবলোকন করুন, সেই অপরাধের প্রতিকার করুন এবং আপনার দৃষ্টি হীন, অতএব সেই হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ করুন।' তদুত্তরে সে বলে, 'বন্ধো, আমার এমন কোনো অপরাধ নাই আমি যাহা অবলোকন করিব, আমার এমন কোনো অপরাধ নাই যাহার প্রতিকার করিব অথবা আমার

এমন কোনো হীনদৃষ্টি নাই যাহা পরিত্যাগ করিব।' তখন যদি সংঘ তাহাকে অবলোকন না করা বিষয়ে, প্রতিকার না করা বিষয়ে অথবা পরিত্যাগ না করা বিষয়ে উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্মসম্মত-কর্ম হইবে।

কোনটি ধর্মসম্মত এবং কোনটি ধর্মবিরুদ্ধ?

১. ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম

১. অনন্তর আয়ুষ্মান উপালি ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া আয়ুষ্মান উপালি ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, এই যে সমগ্রসংঘ সম্মুখে (উপস্থিতিতে) করণীয়কর্ম পরাঙ্মুখে (অনুপস্থিতিতে) করিতেছেন তাহা ধর্মসম্মত কিংবা বিনয়সম্মত-কর্ম নামে কথিত হইবে কি?"
"হে উপালি, তাহা ধর্মবিরুদ্ধ এবং বিনয়বিরুদ্ধকর্ম নামে অভিহিত হইবে।"

২. "প্রভো, এই যে সমগ্রসংঘ 'জিজ্ঞাসা করিয়া' করণীয় কর্ম 'জিজ্ঞাসা না করিয়া' করিতেছেন, 'প্রতিজ্ঞা দ্বারা' করণীয় কর্ম 'প্রতিজ্ঞা না করাইয়া' করিতেছেন, 'স্মৃতিবিনয়' দানের যোগ্যের 'অমূঢ়বিনয়' করিতেছেন, 'অমূঢ়বিনয়' দানের যোগ্যের 'তৎপাপীয়সিক' কর্ম করিতেছেন, 'তৎপাপীয়সিক' দানের যোগ্যের 'তর্জনীয়-কর্ম' করিতেছেন, 'তর্জনীয়-কর্ম' যোগ্যের 'নির্যশ-কর্ম' করিতেছেন, 'নির্যশ-কর্ম' যোগ্যের 'প্রব্রাজনীয়-কর্ম' করিতেছেন, 'প্রব্রাজনীয়-কর্ম' যোগ্যের 'প্রতিস্মারণীয়-কর্ম' করিতেছেন, 'প্রতিস্মারণীয়-কর্ম' যোগ্যের 'উৎক্ষেপনীয়-কর্ম' করিতেছেন, 'উৎক্ষেপনীয়-কর্ম' যোগ্যকে পরিবাস দিতেছেন, 'পরিবাস' দানের যোগ্যকে 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' করিতেছেন, 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' যোগ্যকে 'মানত্ত' দিতেছেন, 'মানত্ত' দানের যোগ্যকে 'আহ্বান' করিতেছেন এবং 'আহ্বান' যোগ্যকে 'উপসম্পদা' দিতেছেন তাহা ধর্মসম্মত কিংবা বিনয়সম্মত-কর্ম হইবে কি?"

"হে উপালি, তাহা ধর্মসম্মত কিংবা বিনয়সম্মত-কর্ম হইবে না। উপালি, যদি সমগ্রসংঘ সম্মুখে করণীয় কর্ম পরাঙ্মুখে করে, তাহা হইলে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ এবং বিনয়বিরুদ্ধ হইবে; এরূপ সংঘ 'সাতিসার' (দোষী) হইবে। উপালি, যদি সমগ্রসংঘ 'জিজ্ঞাসা করিয়া' করণীয় কর্ম 'জিজ্ঞাসা না করিয়া' করে, 'প্রতিজ্ঞাদ্বারা' করণীয় কর্ম 'প্রতিজ্ঞা না করাইয়া' করে, 'স্মৃতিবিনয়' দানের যোগ্যকে 'অমূঢ়বিনয়' প্রদান করে, 'অমূঢ়বিনয়' দানের যোগ্য ব্যক্তির 'তৎপাপীয়সিককর্ম' করে, 'তৎপাপীয়সিক' কর্মযোগ্য ব্যক্তির 'তর্জনীয়-কর্ম'

করে, ‘তর্জনীয়-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘নির্যশ-কর্ম’ করে, ‘নির্যশ-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘প্রব্রাজনীয়-কর্ম’ করে, ‘প্রব্রাজনীয়-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘প্রতিস্মারণীয় কর্ম’ করে, ‘প্রতিস্মারণীয়-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘উৎক্ষেপনীয়-কর্ম’ করে, ‘উৎক্ষেপনীয়-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘পরিবাস’ প্রদান করে, ‘পরিবাস’ দানের যোগ্য ব্যক্তিকে ‘মূলেপ্রতিকর্ষণ’ করে, ‘মূলেপ্রতিকর্ষণ’ যোগ্যকে ‘মানত্ত’ প্রদান করে, ‘মানত্ত’ দানের যোগ্য ব্যক্তিকে ‘আহ্বান’ করে এবং ‘আহ্বান’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘উপসম্পদা’ প্রদান করে তাহা হইলে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ এবং বিনয়বিরুদ্ধ কর্ম হইবে। এরূপ সংঘ দোষী হইবে।”

২. ধর্মসম্মত-কর্ম

১. “প্রভো, যদি সমগ্রসংঘ ‘সম্মুখে করণীয় কর্ম’ সম্মুখে করে, তাহা হইলে তাহা ধর্মসম্মত এবং বিনয়সম্মত-কর্ম হইবে কি?” “উপালি, তাহা ধর্মসম্মত এবং বিনয়সম্মত-কর্ম হইবে।”

২. “প্রভো, যদি সমগ্রসংঘ ‘জিজ্ঞাসা করিয়া’ করণীয় কর্ম ‘জিজ্ঞাসা করিয়া’ করে, ‘প্রতিজ্ঞাদ্বারা’ করণীয় কর্ম ‘প্রতিজ্ঞাদ্বারা’ করে, ‘স্মৃতিবিনয়’ দানের যোগ্য ব্যক্তিকে ‘স্মৃতিবিনয়’ প্রদান করে, ‘অমূঢ়বিনয়’ দানের যোগ্য ব্যক্তিকে ‘অমূঢ়বিনয়’ প্রদান করে, ‘তৎপাপীয়সিক কর্ম’ দানের যোগ্য ব্যক্তির ‘তৎপাপীয়সিক কর্ম’ করে, ‘তর্জনীয়-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘তর্জনীয়-কর্ম’ করে, ‘নির্যশ-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘নির্যশ-কর্ম’ করে, ‘প্রব্রাজনীয়-কর্ম’ করিবার যোগ্য ব্যক্তির ‘প্রব্রাজনীয়-কর্ম’ করে, ‘প্রতিস্মারণীয়-কর্ম’ করিবার যোগ্য ব্যক্তির ‘প্রতিস্মারণীয়-কর্ম’ করে, ‘উৎক্ষেপনীয়-কর্ম’ করিবার যোগ্য ব্যক্তির ‘উৎক্ষেপনীয়-কর্ম’ করে, ‘পরিবাস’ দানের যোগ্য ব্যক্তিকে ‘পরিবাস’ প্রদান করে, ‘মূলেপ্রতিকর্ষণ’ করিবার যোগ্য ব্যক্তিকে ‘মূলেপ্রতিকর্ষণ’ করে, ‘মানত্ত’ দানের যোগ্য ব্যক্তিকে ‘মানত্ত’ প্রদান করে, ‘আহ্বান’ করিবার যোগ্য ব্যক্তিকে ‘আহ্বান’ করে এবং ‘উপসম্পদা’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘উপসম্পদা’ প্রদান করে তাহা হইলে তাহা ধর্মসম্মত-কর্ম কিংবা বিনয়সম্মত-কর্ম হইবে কি?”

“উপালি, তাহা ধর্মসম্মত-কর্ম এবং বিনয়সম্মত-কর্ম হইবে। উপালি, যদি সমগ্রসংঘ ‘সম্মুখে করণীয় কর্ম’ সম্মুখে করে, তাহা হইলে তাহা ধর্মসম্মত এবং বিনয়সম্মত-কর্ম হইবে। এরূপ সংঘ নির্দোষী হইবে। উপালি, যদি সমগ্রসংঘ ‘জিজ্ঞাসা করিয়া’ করণীয় কর্ম ‘জিজ্ঞাসা করিয়া’ করে, ‘প্রতিজ্ঞাদ্বারা’ করণীয় কর্ম ‘প্রতিজ্ঞাদ্বারা’ করে, ‘স্মৃতিবিনয়’ দানের যোগ্য

ব্যক্তিকে ‘স্মৃতিবিনয়’ দান করে, ‘অমূঢ়বিনয়’ দানের যোগ্য ব্যক্তিকে ‘অমূঢ়বিনয়’ দান করে, ‘তৎপাপীয়সিককর্ম’ করিবার কর্ম’ করিবার যোগ্য ব্যক্তির ‘তৎপাপীয়সিককর্ম’ করে, ‘তর্জনীয়-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘তর্জনীয়-কর্ম’ করে, ‘নির্যশ-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘নির্যশ-কর্ম’ করে, ‘প্রব্রাজনীয়-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘প্রব্রাজনীয়-কর্ম’ করে, ‘প্রতিস্মারণীয় কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘প্রতিস্মারণীয় কর্ম করে, ‘উৎক্ষেপনীয়-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘উৎক্ষেপনীয়-কর্ম’ করে, ‘পরিবাস’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘পরিবাস’ প্রদান করে, ‘মূলেপ্রতিকর্ষণ’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘মূলেপ্রতিকর্ষণ’ করে, ‘মানত্ত’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘মানত্ত’ প্রদান করে, ‘আহ্বান’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘আহ্বান’ করে এবং ‘উপসম্পদা’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘উপসম্পদা’ প্রদান করে তাহা হইলে তাহা ধর্মসম্মত এবং বিনয়সম্মত-কর্ম নামে কথিত হইবে। এরূপ সংঘ নির্দোষী হইবে।”

৩. ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম

১. “প্রভো, যদি সমগ্রসংঘ ‘স্মৃতিবিনয়ের’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘অমূঢ়বিনয়’ প্রদান করে, ‘অমূঢ়বিনয়’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘স্মৃতিবিনয়’ প্রদান করে তাহা হইলে তাহা ধর্মসম্মত কিংবা বিনয়সম্মত-কর্ম হইবে কি?” “হে উপালি, তাহা ধর্মবিরুদ্ধ এবং বিনয়বিরুদ্ধ কর্ম হইবে।”

২. “প্রভো, যদি সমগ্রসংঘ ‘অমূঢ়বিনয়’ যোগ্য ব্যক্তির ‘তৎপাপীয়সিক-কর্ম’ করে, ‘তৎপাপীয়সিক-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘অমূঢ়বিনয়’ প্রদান করে, ‘তৎপাপীসয়িক-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘তর্জনীয়-কর্ম’ করে, ‘তর্জনীয়-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘তৎপাপীয়সিককর্ম’ প্রদান করে, ‘তর্জনীয়-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘নির্যশ-কর্ম’ করে, ‘নির্যশ-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘তর্জনীয়-কর্ম’ করে, ‘নির্যশ-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘প্রব্রাজনীয়-কর্ম’ করে, ‘প্রব্রাজনীয়-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘নির্যশ-কর্ম’ করে, ‘প্রব্রাজনীয়-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘প্রতিস্মারণীয়-কর্ম’ করে, প্রতিস্মারণীয়-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘প্রব্রাজনীয়-কর্ম’ করে, ‘প্রতিস্মারণীয়-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘উৎক্ষেপনীয়-কর্ম’ করে, ‘উৎক্ষেপনীয়-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘প্রতিস্মারণীয়-কর্ম’ করে, ‘উৎক্ষেপনীয়-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘পরিবাস’ প্রদান করে, ‘পরিবাস’ দানের যোগ্য ব্যক্তিকে ‘উৎক্ষেপনীয়-কর্ম’ করে, ‘পরিবাস’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘মূলেপ্রতিকর্ষণ’ করে, ‘মূলেপ্রতিকর্ষণ’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘মানত্ত’ প্রদান করে, ‘মানত্ত’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘মূলেপ্রতিকর্ষণ’ করে, ‘মানত্ত’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘আহ্বান’ করে, ‘আহ্বান’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘মানত্ত’ প্রদান করে, ‘আহ্বান’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘উপসম্পদা

প্রদান করে এবং ‘উপসম্পদা’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘আহ্বান’ করে, তাহা হইলে তাহা ধর্মসম্মত কিংবা বিনয়সম্মত-কর্ম হইবে কি?”

হে উপালি, সেইকার্য ধর্মসম্মত কিংবা বিনয়সম্মত হইবে না। উপালি, যদি সমগ্রসংঘ ‘স্মৃতিবিনয়’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘অমূঢ়বিনয়’ প্রদান করে, ‘অমূঢ়বিনয়’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘স্মৃতিবিনয়’ প্রদান করে, তাহা হইলে সেই কার্য ধর্ম এবং বিনয়বিরুদ্ধ হইবে। এরূপ সংঘ দোষী হইবে। উপালি, যদি সমগ্রসংঘ ‘অমূঢ়বিনয়’ যোগ্য ব্যক্তির ‘তৎপাপীয়সিক-কর্ম’ করে, ‘তৎপাপীয়সিক-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘অমূঢ়বিনয়’ প্রদান করে,... উপালি, তাহা হইলে সেই কার্য ধর্মসম্মত কিংবা বিনয়সম্মত হইবে না। উপালি এরূপ কর্মই ধর্মসম্মত এবং বিনয়সম্মত হয় না। এরূপ সংঘ দোষী হইবে।”

৪. ধর্মসম্মত-কর্ম

১. “প্রভো, যদি সমগ্রসংঘ ‘স্মৃতিবিনয়’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘স্মৃতিবিনয়’ প্রদান করে, ‘অমূঢ়বিনয়’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘অমূঢ়বিনয়’ প্রদান করে, তাহা হইলে তাহা ধর্মসম্মত কিংবা বিনয়সম্মত হইবে কি?” “উপালি সেই কার্য ধর্মসম্মত এবং বিনয়সম্মত হইবে।”

২. “প্রভো, যদি সমগ্রসংঘ ‘অমূঢ়বিনয়’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘অমূঢ়বিনয়’ প্রদান করে, ‘তৎপাপীয়সিককর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘তৎপাপীয়সিককর্ম’ করে, ‘তর্জনীয়-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘তর্জনীয়-কর্ম’ করে, ‘নির্যশ-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘নির্যশ-কর্ম’ করে, ‘প্রব্রাজনীয়-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘প্রব্রাজনীয়-কর্ম’ করে, ‘প্রতিস্মারণীয়-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির প্রতিস্মারণীয়-কর্ম’ করে, ‘উৎক্ষেপনীয়-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘উৎক্ষেপনীয়-কর্ম’ করে, ‘পরিবাস’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘পরিবাস’ প্রদান করে, ‘মূলেপ্রতিকর্ষণ’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘মূলেপ্রতিকর্ষণ’ করে, ‘মানত্ত’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘মানত্ত’ প্রদান করে, ‘আহ্বান’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘আহ্বান’ করে এবং ‘উপসম্পদা’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘উপসম্পদা’ প্রদান করে, তাহা হইলে সেই কার্য ধর্মসম্মত এবং বিনয়সম্মত-কর্ম হইবে কি?”

“উপালি, তাহা ধর্মসম্মত এবং বিনয়সম্মত হইবে। উপালি, যদি সমগ্রসংঘ ‘স্মৃতিবিনয়’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘স্মৃতিবিনয়’ প্রদান করে, ‘অমূঢ়বিনয়’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘অমূঢ়বিনয়’ প্রদান করে তাহা হইলে সেই কার্য ধর্মসম্মত এবং বিনয়সম্মত হইবে। এরূপ সংঘ নির্দোষী হইবে। উপালি, যদি সমগ্রসংঘ ‘অমূঢ়বিনয়’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘অমূঢ়বিনয়’ প্রদান করে,

'তৎপাপীয়সিক-কর্ম' যোগ্য ব্যক্তির 'তৎপাপীয়সিক-কর্ম' করে, 'তর্জনীয়-কর্ম' যোগ্য ব্যক্তির 'তর্জনীয়-কর্ম' করে, 'নির্যশ-কর্ম' যোগ্য ব্যক্তির 'নির্যশ-কর্ম' করে... 'উপসম্পদা' যোগ্য ব্যক্তিকে 'উপসম্পদা' প্রদান করে তাহা হইলে সেই কার্য ধর্মসম্মত এবং বিনয়সম্মত হইবে। এরূপ সংঘ নির্দোষী হইবে।

৫. ধর্মবিরুদ্ধ কর্মের স্বরূপ

১. ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, যদি সমগ্রসংঘ 'স্মৃতিবিনয়ের' যোগ্য ব্যক্তিকে 'অমূঢ়বিনয়' প্রদান করে, তাহা হইলে এইরূপ কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ এবং বিনয়বিরুদ্ধ হয় এবং এরূপ সংঘ দোষী হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ, যদি সমগ্রসংঘ 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'তৎপাপীয়সিক-কর্ম' করে, 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'তর্জনীয়-কর্ম' করে, 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'নির্যশ-কর্ম' করে, 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'প্রব্রাজনীয়-কর্ম' করে, 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'প্রতিস্মারণীয় কর্ম' করে, 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'উৎক্ষেপনীয়-কর্ম' করে, 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'পরিবাস' প্রদান করে, 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' করে, 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'মানত্ত' প্রদান করে, 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'আহ্বান' করে এবং 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'উপসম্পদা' প্রদান করে, ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ এবং বিনয়বিরুদ্ধ কর্ম হইবে। এইরূপ সংঘ দোষী হইবে।"

২. হে ভিক্ষুগণ, যদি সমগ্রসংঘ 'অমূঢ়বিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'তৎপাপীয়সিক-কর্ম' করে, তাহা হইলে তাহা ধর্মবিনয়বিরুদ্ধ কর্ম হইবে এবং এরূপ সংঘ দোষী হইবে। ভিক্ষুগণ, যদি সমগ্রসংঘ 'অমূঢ়বিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'তর্জনীয়-কর্ম' করে, 'অমূঢ়বিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'নির্যশ-কর্ম' করে, 'অমূঢ়বিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'প্রব্রাজনীয়-কর্ম' করে, 'অমূঢ়বিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'প্রতিস্মারণীয়-কর্ম' করে, 'অমূঢ়বিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'উৎক্ষেপনীয়-কর্ম' করে, 'অমূঢ়বিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'পরিবাস' প্রদান করে, 'অমূঢ়বিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' করে, 'অমূঢ়বিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'মানত্ত' প্রদান করে, 'অমূঢ়বিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'আহ্বান' করে, 'অমূঢ়বিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে উপসম্পদা' প্রদান করে এবং 'অমূঢ়বিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'স্মৃতিবিনয়' প্রদান করে, তাহা হইলে সেই কার্য ধর্ম ও বিনয়বিরুদ্ধ হয় এবং এরূপ সংঘ দোষী হয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, যদি সমগ্রসংঘ ‘তৎপাপীয়সিক-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির [পূর্ববৎ]

৪. হে ভিক্ষুগণ, যদি সমগ্রসংঘ ‘তর্জনীয়-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির [পূর্ববৎ]

৫. হে ভিক্ষুগণ, যদি সমগ্রসংঘ ‘নির্যশ-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির [পূর্ববৎ]

৬. হে ভিক্ষুগণ, যদি সমগ্রসংঘ প্রব্রাজনীয়-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির [পূর্ববৎ]

৭. হে ভিক্ষুগণ, যদি সমগ্রসংঘ ‘প্রতিস্মারণীয়-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির [পূর্ববৎ]

৮. হে ভিক্ষুগণ, যদি সমগ্রসংঘ ‘উৎক্ষেপনীয়-কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির [পূর্ববৎ]

৯. হে ভিক্ষুগণ, যদি সমগ্রসংঘ ‘পরিবাস’ যোগ্য ব্যক্তিকে [পূর্ববৎ]

১০. হে ভিক্ষুগণ, যদি সমগ্রসংঘ ‘মূলেপ্রতিকর্ষণ’ যোগ্য ব্যক্তিকে [পূর্ববৎ]

১১. হে ভিক্ষুগণ, যদি সমগ্রসংঘ ‘মানত্ত’ যোগ্য ব্যক্তিকে [পূর্ববৎ]

১২. হে ভিক্ষুগণ, যদি সমগ্রসংঘ ‘আহ্বান’ যোগ্য ব্যক্তিকে [পূর্ববৎ]

১৩. হে ভিক্ষুগণ, যদি সমগ্রসংঘ ‘উপসম্পদা’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘স্মৃতিবিনয়’ প্রদান করে তাহা হইলে সেই কার্য ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ হয় এবং এরূপ সংঘ দোষী হয়। ভিক্ষুগণ, যদি সমগ্রসংঘ ‘উপসম্পদা’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘অমূঢ়বিনয়’ প্রদান করে, ‘উপসম্পদা’ যোগ্য ব্যক্তির ‘তৎপাপীয়সিককর্ম’ করে, ‘উপসম্পদা’ যোগ্য ব্যক্তির ‘তর্জনীয়-কর্ম’ করে, ‘উপসম্পদা’ যোগ্য ব্যক্তির ‘নির্যশ-কর্ম’ করে, ‘উপসম্পদা’ যোগ্য ব্যক্তির ‘প্রব্রাজনীয়-কর্ম’ করে, ‘উপসম্পদা’ যোগ্য ব্যক্তির ‘প্রতিস্মারণীয়-কর্ম’ করে, ‘উপসম্পদা’ যোগ্য ব্যক্তির ‘উৎক্ষেপনীয়-কর্ম’ করে, ‘উপসম্পদা’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘পরিবাস’ প্রদান করে, ‘উপসম্পদা’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘মূলেপ্রতিকর্ষণ’ করে, ‘উপসম্পদা’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘মানত্ত’ প্রদান করে, ‘উপসম্পদা’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘আহ্বান’ করে, তাহা হইলে সেই কার্য ধর্মবিরুদ্ধ ও বিনয়বিরুদ্ধ হয় এবং এরূপ সংঘ দোষী হয়।

॥ উপালি প্রশ্ন ভণিতা সমাপ্ত ॥

ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম

১. তর্জনীয়-কর্ম

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সংঘের নিকট অভিযোগকারী (অধিকরণকারক)

হইয়া থাকে।

১. যদি সেখানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : "বন্ধুগণ, এই ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সংঘের নিকট অভিযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে অতএব আমরা ইহার তর্জনীয়-কর্ম[১] করিব।" এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ (সংঘের একাংশ) দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম করে। তখন সে (দণ্ডিত) সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২. সেই স্থানের ভিক্ষুগণের মনেও এইরূপ চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম (দণ্ড) করিয়াছেন, অতএব আমরাও তাহার 'তর্জনীয়-কর্ম' করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৩. সেই স্থানের ভিক্ষুগণের মনেও এইরূপ চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র হইয়া এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম করিয়াছেন, অতএব আমরাও তাহার 'তর্জনীয়-কর্ম' করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মসম্মত বর্গ দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৪. সেই স্থানের ভিক্ষুগণের মনেও এইরূপ চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মসম্মত বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম করিয়াছেন, অতএব আমরাও তাহার 'তর্জনীয়-কর্ম' করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গ দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৫. সেই স্থানের ভিক্ষুগণের মনেও এইরূপ চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম করিয়াছেন; অতএব আমরাও তাহার 'তর্জনীয়-কর্ম' করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা তাহারা তর্জনীয়-কর্ম করে।

৬. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সংঘের নিকট অভিযোগকারী হইয়া থাকে। সেখানের ভিক্ষুগণের মনে এইরূপ চিন্তা উদিত হয় : "বন্ধুগণ, এই ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সংঘের

---

[১]। চূলবগ্গের কর্ম-স্কন্ধ দ্রষ্টব্য।

নিকট অভিযোগকারী, অতএব আমরা তাহার তর্জনীয়-কর্ম করিব।” এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৭. সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : ‘বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম করিয়াছেন, অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম করিব।’ এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মসম্মত বর্গ দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৮. সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : ‘বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মসম্মত বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম করিয়াছেন, অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম করিব।’ এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গ দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৯. সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : ‘বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম করিব।’ এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১০. সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : ‘বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম করিব।’ এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম করে।

১১. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সংঘের নিকট অভিযোক্তা হয়। সেই স্থানেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : “বন্ধুগণ, এই ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সংঘের নিকট অভিযোগ করিয়া থাকে অতএব আমরা তাহার তর্জনীয়-কর্ম করিব।’ এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মসম্মত বর্গ দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১২. সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : ‘বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মসম্মত বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম করিব।’ এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গ দ্বারা

তাহার তর্জনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১৩. সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১৪. সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১৫. সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম করে।

১৬. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সংঘের নিকট অভিযোক্তা হয়। সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : "বন্ধুগণ, এই ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সংঘের নিকট অভিযোক্তা। অতএব আমরা তাহার তর্জনীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গ দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১৭. সেই স্থানে ভিক্ষুগণের মনেও এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১৮. সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য

আবাসে প্রস্থান করে।

১৯. সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২০. সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মসম্মত বর্গ দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম করে।

২১. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সংঘের নিকট অভিযোক্তা হয়। সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : "বন্ধুগণ, এই ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সংঘের নিকট অভিযোক্তা, অতএব আমরা তাহার তর্জনীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২২. সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২৩. সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২৪. সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম সম্মত বর্গ দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২৫. সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মসম্মত বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গ দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম করে।

২. নির্যশ কর্ম

১. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু বাল (মূর্খ), অদক্ষ, অপরাধবহুল, উপদেশ অগ্রাহ্যকারী হয় এবং অননুলোম (অন্যায়জনক) গৃহীসংসর্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান করে। সেখানের ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : "বন্ধুগণ, এই ভিক্ষু বাল, অদক্ষ, অপরাধবহুল, উপদেশ অগ্রাহ্যকারী এবং অননুলোম গৃহীসংসর্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছে, অতএব আমরা তাহার নির্যশ-কর্ম[১] করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা তাহার নির্যশ-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২. সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর নির্যশ-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার নির্যশ-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা তাহার নির্যশ-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৩. সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা এই ভিক্ষুর নির্যশ-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার নির্যশ-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মসম্মত বর্গ দ্বারা তাহার নির্যশ-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৪. সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মসম্মত বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর নির্যশ-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার নির্যশ-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গ দ্বারা তাহার নির্যশ-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৫. সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর নির্যশ-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার নির্যশ-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা তাহার নির্যশ-কর্ম করে। [৬নং হইতে ২৫নং পর্যন্ত তর্জনীয়-কর্ম

---

[১]। চূলবগ্গের কর্ম-স্কন্ধ দ্রষ্টব্য।

সদৃশ।]

৩. প্রব্রাজনীয়-কর্ম

১. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু কূলদূষক[১] এবং পাপাচারী হইয়া থাকে। যদি সেই স্থানের ভিক্ষুণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, এই ভিক্ষু কূলদূষক এবং পাপাচারী হইয়াছে, অতএব আমরা তাহার প্রব্রাজনীয়-কর্ম[২] করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা তাহার প্রব্রাজনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২. সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার প্রব্রাজনীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা তাহার প্রব্রাজনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৩. সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা এই ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার প্রব্রাজনীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মসম্মত বর্গ দ্বারা তাহার প্রব্রাজনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৪. সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মসম্মত বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার প্রব্রাজনীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গ দ্বারা তাহার প্রব্রাজনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

---

[১]। কূলদূষক অর্থে শ্রদ্ধা বিনষ্টকারী। একবিংশতি প্রকারে শ্রদ্ধা বিনষ্ট করা হয়; যথা : (১) বেণুদান, (২) পত্রদান, (৩) পুষ্পদান, (৪) ফলদান, (৫) দন্তকাষ্ঠদান, (৬) পানীয় দান (পানার্থ জল পান), (৭) উদকদান (হস্তপদাদি প্রক্ষালনার্থ জল দান), (৮) চূর্ণদান, (৯) মৃত্তিকাদান, (১০) খোশামোদ করা, (১১) সত্যের আবরণে মিথ্যা কথন, (১২) ছেলেদিগকে আদর দিয়া তাহার মাতাপিতার মন ভুলান, (১৩) কাহারও সামান্য কাজের জন্য এখানে ওখানে যাওয়া, (১৪) চিকিৎসা করা, (১৫) দৌত্যকর্ম, (১৬) কোথাও পাঠাইলে যাওয়া, (১৭) পিণ্ড প্রতিপিণ্ড দান, (১৮) যে দান দেয় তাহাকে পুনঃ দেওয়া, (১৯) বাস্তুবিদ্যা, (২০) নক্ষত্রবিদ্যা, (২১) অঙ্গবিদ্যা। এই সব উপায়ে যেকোনো ব্যক্তির সন্তোষ বিধান করা।

[২]। বহিষ্করণ দণ্ড।

৫. সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার প্রব্রাজনীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা তাহার প্রব্রাজনীয়-কর্ম করে। [৬নং হইতে ২৫নং পর্যন্ত তর্জনীয়-কর্ম সদৃশ।]

(৪) প্রতিস্মারণীয়-কর্ম

১. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু গৃহীকে আক্রোশ (বিদ্বেষ) এবং পরিভাষ (তিরস্কার) করে। যদি সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, এই ভিক্ষু গৃহীকে আক্রোশ (বিদ্বেষ) এবং তিরস্কার করিতেছে, অতএব আমরা তাহার প্রতিস্মারণীয়-কর্ম[১] করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা তাহার প্রতিস্মারণীয়-কর্ম (দণ্ড) করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২. সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনেও এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর প্রতিস্মারণীয়-কর্ম করিয়াছেন, অতএব আমরাও তাহার প্রতিস্মারণীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা তাহার প্রতিস্মারণীয় কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৩. সেই স্থানের ভিক্ষুগণের মনেও এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা এই ভিক্ষুর প্রতিস্মারণীয়-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার প্রতিস্মারণীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মসম্মত বর্গ দ্বারা তাহার প্রতিস্মারণীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৪. সেই স্থানের ভিক্ষুগণের মনেও এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মসম্মত বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর প্রতিস্মারণীয়-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার প্রতিস্মারণীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গ দ্বারা তাহার প্রতিস্মারণীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৫. সেই স্থানের ভিক্ষুগণের মনেও এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর প্রতিস্মারণীয়-কর্ম করিয়াছেন।

---

[১]। স্মরণ করাইয়া দিবার যোগ্য দণ্ড।

অতএব আমরাও তাহার প্রতিস্মারণীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা তাহার প্রতিস্মারণীয়-কর্ম করে। [৬নং হইতে ২৫নং পর্যন্ত তর্জনীয়-কর্ম সদৃশ।]

৫. উৎক্ষেপনীয়-কর্ম

ক. ১. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইয়া অপরাধ দেখিতে (স্বীকার করিতে) ইচ্ছা করে না। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, এই ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইয়া অপরাধ স্বীকার করিতে ইচ্ছা করিতেছে না। অতএব অপরাধ স্বীকার না করা হেতু আমরা তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম[১] করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা অপরাধ স্বীকার না করা হেতু তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম (দণ্ড) করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২. সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৩. সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মসম্মত বর্গ দ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৪. সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মসম্মত বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গ দ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৫. সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া

---

[১]। সংস্রব পরিত্যাগ করিব।

তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করে। [৬নং হইতে ২৫নং পর্যন্ত তর্জনীয়-কর্ম সদৃশ।]

খ. ১. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইয়া অপরাধের প্রতিকার করিতে ইচ্ছা না করিলে সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়: 'বন্ধুগণ, এই ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইয়া অপরাধের প্রতিকার করিতে ইচ্ছা করিতেছে না। অতএব অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু আমরা তাহার উৎক্ষেপনীয় কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া অপরাধের প্রতিকার না করা বিষয়ে ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা তাহারা তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২. সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৩. সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মসম্মত বর্গ দ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৪. সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মসম্মত বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গ দ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৫. সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করে। [৬নং হইতে ২৫নং পর্যন্ত তর্জনীয়-কর্ম সদৃশ।]

গ. ১. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা না করিলে সেই স্থানের ভিক্ষুগণের মনে তখন এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, এই ভিক্ষু হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছে না। অতএব হীনদৃষ্টি

পরিত্যাগ না করা হেতু আমরা তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতু তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২. সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৩. সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মসম্মত বর্গ দ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৪. সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মসম্মত বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গ দ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৫. সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করে। [৬নং হইতে ২৫নং পর্যন্ত তর্জনীয়-কর্ম সদৃশ।]

ন্যায়বিরুদ্ধ দণ্ড প্রত্যাহার

১. তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার

১. হে ভিক্ষুগণ, সংঘ কোনো ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম (দণ্ড) করায় সে সম্যকভাবে অনুবর্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য করে এবং তর্জনীয়-কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। সেই স্থানের ভিক্ষুগণের মনে তখন এই চিন্তা উদিত হয়: 'বন্ধুগণ, সংঘ এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম করায় তিনি এখন সম্যকভাবে

অনুবর্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য করিতেছেন এবং তর্জনীয়-কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমরা তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২. সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৩. সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মসম্মত বর্গ দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৪. সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মসম্মত বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গ দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৫. সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে।

৬. হে ভিক্ষুগণ, সংঘ কোনো ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম করায় সে সম্যকভাবে অনুবর্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য করে এবং তর্জনীয়-কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে তখন এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম করায় তিনি এখন সম্যকভাবে অনুবর্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য করিতেছেন এবং তর্জনীয়-কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমরা তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা তাহার

তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৭. সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মসম্মত বর্গ দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৮. সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মসম্মত বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গ দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৯. সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১০. সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে।

১১. হে ভিক্ষুগণ, সংঘ কোনো ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম করায় সে সম্যকভাবে অনুবর্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য করে এবং তর্জনীয়-কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম করায় তিনি এখন সম্যকভাবে অনুবর্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য করিতেছেন এবং তর্জনীয়-কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমরা তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মসম্মত বর্গ দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১২. সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদিত হয় :

'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মসম্মত বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গ দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১৩. সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১৪. সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১৫. সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে।

১৬. হে ভিক্ষুগণ, সংঘ কোনো ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম করায় সে সম্যকভাবে অনুবর্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য করে এবং তর্জনীয়-কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম করায় তিনি এখন সম্যকভাবে অনুবর্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য করিতেছেন এবং তর্জনীয়-কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমরা তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গ দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১৭. সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১৮. সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১৯. সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২০. সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মসম্মত বর্গ দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে।

২১. হে ভিক্ষুগণ, সংঘ কোনো ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম করায় সে সম্যকভাবে অনুবর্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য করে এবং তর্জনীয়-কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম করায় তিনি এখন সম্যকভাবে অনুবর্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য করিতেছেন এবং তর্জনীয়-কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমরা তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২২. সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২৩. সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে।

তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২৪. সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদিত হয় : ‘বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিব।’ এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মসম্মত বর্গ দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২৫. সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদিত হয় : ‘বন্ধুগণ, সংঘ ধর্মসম্মত বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিব।’ এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গ দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে।

২. নির্যশ-কর্ম প্রত্যাহার

১. হে ভিক্ষুগণ, সংঘ কোনো ভিক্ষুর নির্যশ-কর্ম করায় সে সম্যকভাবে অনুবর্তী হয়, নম্র নয়, মুক্তির কার্য করে এবং নির্যশ-কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : ‘বন্ধুগণ, সংঘ এই ভিক্ষুর নির্যশ-কর্ম করায় তিনি এখন সম্যকভাবে অনুবর্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য করিতেছেন এবং নির্যশ-কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমরা তাহার নির্যশ-কর্ম প্রত্যাহার করিব।’ এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা তাহার নির্যশ-কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে। [২নং হইতে ২৫নং পর্যন্ত তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

৩. প্রব্রাজনীয়-কর্ম প্রত্যাহার

১. হে ভিক্ষুগণ, সংঘ কোনো ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়-কর্ম করায় সে সম্যকভাবে অনুবর্তী হয়, নম্র নয়, মুক্তির কার্য করে এবং প্রব্রাজনীয়-কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : ‘বন্ধুগণ, সংঘ এই ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়-কর্ম করায় তিনি এখন সম্যকভাবে অনুবর্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য করিতেছেন এবং প্রব্রাজনীয়-কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমরা তাহার প্রব্রাজনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিব।’ এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা তাহার প্রব্রাজনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য

আবাসে প্রস্থান করে। [২নং হইতে ২৫নং পর্যন্ত তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

৪. প্রতিস্মারণীয়-কর্ম প্রত্যাহার

১. হে ভিক্ষুগণ, সংঘ কোনো ভিক্ষুর প্রতিস্মারণীয়-কর্ম করায় সে সম্যকভাবে অনুবর্তী হয়, নম্র নয়, মুক্তির কার্য করে এবং প্রতিস্মারণীয়-কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ এই ভিক্ষুর প্রতিস্মারণীয়-কর্ম করায় তিনি এখন সম্যকভাবে অনুবর্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য করিতেছেন এবং প্রতিস্মারণীয়-কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমরা তাহার প্রতিস্মারণীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা তাহার প্রতিস্মারণীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে। [২নং হইতে ২৫নং পর্যন্ত তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

৫. উৎক্ষেপনীয়-কর্ম প্রত্যাহার

ক. ১. হে ভিক্ষুগণ, অপরাধ দর্শন না করা হেতু সংঘ কোনো ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করায় সে সম্যকভাবে অনুবর্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য করে এবং উৎক্ষেপনীয়-কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করায় তিনি এখন সম্যকভাবে অনুবর্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য করিতেছেন এবং উৎক্ষেপনীয়-কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমরা তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে। [২নং হইতে ২৫নং পর্যন্ত তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

খ. ১. হে ভিক্ষুগণ, অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু সংঘ কোনো ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করায় সে সম্যকভাবে অনুবর্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য করে এবং উৎক্ষেপনীয়-কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করায় তিনি এখন সম্যকভাবে অনুবর্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য করিতেছেন এবং উৎক্ষেপনীয়-কর্মের প্রত্যাহার

প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমরা তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে। [২নং হইতে ২৫নং পর্যন্ত তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

গ. **১.** হে ভিক্ষুগণ, হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতু সংঘ কোনো ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করায় সে সম্যকভাবে অনুবর্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য করে এবং উৎক্ষেপনীয়-কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করায় তিনি এখন সম্যকভাবে অনুবর্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য করিতেছেন এবং উৎক্ষেপনীয়-কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমরা তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে। [২নং হইতে ২৫নং পর্যন্ত তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

ন্যায়বিরুদ্ধ দণ্ড-সংশোধন

১. তর্জনীয়-কর্ম-সংশোধন

১. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সংঘের নিকট অভিযোগকারী হয়। সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : "বন্ধুগণ, এই ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সংঘের নিকট অভিযোগকারী, অতএব আমরা তাহার তর্জনীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম করে। তখন সেখানে অবস্থিত সংঘ এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে : (ক) 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইয়াছে' (খ) 'অকরণীয় কর্ম করা হইয়াছে, ন্যায়বিরুদ্ধ কর্ম করা হইয়াছে, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ, তথায় যেই ভিক্ষুগণ কহিল, 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইয়াছে' এবং যেই ভিক্ষুগণ কহিল, 'অকরণীয় কর্ম করা হইয়াছে, ন্যায়বিরুদ্ধ-কর্ম করা হইয়াছে' এবং যেই ভিক্ষুগণ কহিল, 'অকরণীয় কর্ম করা হইয়াছে, ন্যায়বিরুদ্ধ-কর্ম করা হইয়াছে, পুনরায় কর্ম করিতে হইবে।' তথায় সেই ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী (ন্যায়ের পক্ষপাতী)। [২নং হইতে ২৫নং পর্যন্ত তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

২. নির্যশ-কর্ম-সংশোধন

১. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু মূর্খ, অদক্ষ, অপরাধবহুল, অনাদায়ী[১] হয় এবং অননুলোম গৃহীসংসর্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান করে। সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনে তখন এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, এই ভিক্ষু মূর্খ, অদক্ষ, অপরাধবহুল, উপদেশ গ্রহণ করিতেছে না এবং অননুলোম গৃহীসংসর্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছে, অতএব আমরা তাহার নির্যশ-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা তাহার নির্যশ কর্ম করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সংঘ এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে : (ক) 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইয়াছে' এবং (খ) 'অকরণীয় কর্ম করা হইয়াছে, ন্যায়বিরুদ্ধ-কর্ম করা হইয়াছে, পুনরায় কর্ম করিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ, তথায় যেই ভিক্ষুগণ কহিল, 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইয়াছে' এবং যাহারা কহিল, 'অকরণীয়-কর্ম করা হইয়াছে, ন্যায়বিরুদ্ধ-কর্ম করা হইয়াছে, পুনরায় কর্ম করিতে হইবে।' তথায় সেই ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী। [২নং হইতে ২৫নং পর্যন্ত তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

৩. প্রব্রাজনীয়-কর্ম-সংশোধন

১. হে ভিক্ষুগণ, কোন ভিক্ষু কুলদূষক এবং পাপাচারী হয়। তখন সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, এই ভিক্ষু কুলদূষক এবং পাপাচারী, অতএব আমরা তাহার প্রব্রাজনীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা তাহার প্রব্রাজনীয়-কর্ম করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সংঘ এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে : (ক) 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল' এবং (খ) 'অকরণীয়-কর্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধ-কর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ, সেইস্থানে যেই ভিক্ষুগণ এরূপ কহিল, 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল' এবং যেই ভিক্ষুগণ কহিল, 'অকরণীয়-কর্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধ-কর্ম করা হইল, পুনরায় কর্ম করিতে হইবে।' তথায় সেই ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী। [২নং হইতে ২৫নং পর্যন্ত তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

৪. প্রতিস্মারণীয় কর্ম-সংশোধন

১. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু গৃহীকে আক্রোশ এবং তিরস্কার করে।

---

[১]। যে উপদেশ গ্রহণ করে না।

সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনে তখন এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, এই ভিক্ষু গৃহীকে আক্রোশ এবং তিরস্কার করিতেছে, অতএব আমরা তাহার প্রতিস্মারণীয়-কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা তাহার প্রতিস্মারণীয়-কর্ম করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সংঘ এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে : (ক) 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল' এবং (খ) 'অকরণীয়-কর্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধ-কর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ, সেইস্থানে যেই ভিক্ষুগণ এরূপ কহিল, 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল' এবং যেই ভিক্ষুগণ কহিল, 'অকরণীয়-কর্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধ কর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।' তথায় সেই ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী। [২নং হইতে ২৫নং পর্যন্ত তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

৫. উৎক্ষেপনীয়-কর্ম-সংশোধন

ক. ১. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইয়া অপরাধ অবলোকন করিতে ইচ্ছা করে না। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, এই ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইয়া অপরাধ অবলোকন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না, অতএব আসুন, অপরাধ দর্শন না করা হেতু আমরা তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করি।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা অপরাধ দর্শন না করা হেতু তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সংঘ এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে : (ক) 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল' এবং (খ) 'অকরণীয়-কর্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধ-কর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ, সেইস্থানে যেই ভিক্ষুগণ কহিল, 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল' এবং যাহারা কহিল, 'অকরণীয়-কর্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধ-কর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।' তথায় সেই ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী। [২নং হইতে ২৫নং পর্যন্ত তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

খ. ১. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু অপরাধ করিয়া অপরাধের প্রতিকার করিতে ইচ্ছা করে না। সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনে তখন এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, এই ভিক্ষু অপরাধ করিয়া অপরাধের প্রতিকার করিতে ইচ্ছা করিতেছে না, অতএব আসুন, অপরাধের প্রতিকার না করায় আমরা তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করি।' এই ভাবিয়া অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করে। তখন সেইস্থানের সংঘ এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে : (ক) 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল' এবং (খ) 'অকরণীয়-কর্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধ-কর্ম করা হইল, কর্ম

পুনরায় করিতে হইবে।’ ভিক্ষুগণ, সেইস্থানে যেই ভিক্ষুগণ কহিল, ‘ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল’ এবং যাহারা কহিল, ‘অকরণীয়-কর্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধ-কর্ম করা হইল, পুনরায় কর্ম করিতে হইবে।’ তথায় সেই ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী। [২নং হইতে ২৫নং পর্যন্ত তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

গ. ১. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনে তখন এই চিন্তা উদিত হয় : ‘বন্ধুগণ, এই ভিক্ষু হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছে না, অতএব আসুন, হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতু আমরা তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করি।’ এই ভাবিয়া হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করায় তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সংঘ এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে : (ক) ‘ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল’ এবং (খ) ‘অকরণীয়-কর্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধ-কর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।’ ভিক্ষুগণ, তথায় যেই ভিক্ষুগণ কহিল, ‘ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল’ এবং যেই ভিক্ষুগণ কহিল, ‘অকরণীয়-কর্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধ-কর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।’ তথায় সেই ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী। [২নং হইতে ২৫নং পর্যন্ত তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

ন্যায়বিরুদ্ধ দণ্ড-প্রত্যাহার সংশোধন

১. তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার সংশোধন

১. হে ভিক্ষুগণ, সংঘ কোনো ভিক্ষুর তর্জনীয়-কর্ম করায় সে সম্যকভাবে অনুবর্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য করে এবং তর্জনীয়-কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : ‘বন্ধুগণ, সংঘ এই ভিক্ষুর তজ্জনীয়কর্ম করায় তিনি এখন সম্যক অনুবর্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য করিতেছেন এবং তর্জনীয়-কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব আসুন, আমরা তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করি।’ এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা তাহার তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সংঘ এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে : (ক) ‘ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল’ এবং (খ) ‘অকরণীয়-কর্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধ-কর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।’ ভিক্ষুগণ, তথায় যেই ভিক্ষুগণ কহিল, ‘ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল’ এবং যাহারা কহিল, ‘অকরণীয়-কর্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধ-কর্ম করা হইল,

কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।' সেইস্থানে সেই ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী। [২নং হইতে ২৫নং পর্যন্ত তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

২. নির্যশ-কর্ম প্রত্যাহার সংশোধন

১. হে ভিক্ষুগণ, সংঘ কোনো ভিক্ষুর নির্যশ-কর্ম করায় সে সম্যক অনুবর্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য করে এবং নির্যশ-কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ এই ভিক্ষুর নির্যশ-কর্ম করায় তিনি এখন সম্যক অনুবর্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য করিতেছেন এবং নির্যশ-কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব আসুন, আমরা তাহার নির্যশ-কর্ম প্রত্যাহার করি।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা তাহার নির্যশ-কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সংঘ এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে : (ক) 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল' এবং (খ) 'অকরণীয়-কর্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধ-কর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ, সেই স্থানের যেই ভিক্ষুগণ কহিল, 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল' এবং যাহারা কহিল, 'অকরণীয়-কর্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধ-কর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।' সেইস্থানে এই ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী। [২নং হইতে ২৫নং পর্যন্ত তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

৩. প্রব্রাজনীয়-কর্ম প্রত্যাহার সংশোধন

১. হে ভিক্ষুগণ, সংঘ কোনো ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়-কর্ম করায় সে সম্যকভাবে অনুবর্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য করে এবং প্রব্রাজনীয়-কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, সংঘ এই ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়-কর্ম করায় তিনি এখন সম্যক অনুবর্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য করিতেছেন এবং প্রব্রাজনীয়-কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব আসুন, আমরা তাহার প্রব্রাজনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করি।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা তাহার প্রব্রাজনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সেইস্থানের সংঘ এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে : (ক) 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল' এবং (খ) 'অকরণীয়-কর্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধ-কর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ, তথায় যেই ভিক্ষুগণ কহিল, 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল' এবং যাহারা কহিল, 'অকরণীয়-কর্ম করা হইল, ন্যায় বিরুদ্ধকর্ম করা হইল,

কর্ম পুনরায় করিতে হইবে’ তথায় সেই ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী। [২নং হইতে ২৫নং পর্যন্ত তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

৪. প্রতিস্মারণীয়-কর্ম প্রত্যাহার সংশোধন

১. হে ভিক্ষুগণ, সংঘ কোনো ভিক্ষুর প্রতিস্মারণীয়-কর্ম করায় সে সম্যকভাবে অনুবর্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য করে এবং প্রতিস্মারণীয়-কর্ম প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : ‘বন্ধুগণ, সংঘ এই ভিক্ষুর প্রতিস্মারণীয়-কর্ম করায় তিনি এখন তিনি সম্যক অনুবর্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য করিতেছেন এবং প্রতিস্মারণীয়-কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব, আসুন, আমরা তাহার প্রতিস্মারণীয়-কর্ম প্রত্যাহার করি।’ এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা তাহার প্রতিস্মারণীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সংঘ এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে; (ক) ‘ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল’ এবং (খ) ‘অকরণীয়-কর্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধ-কর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।’ ভিক্ষুগণ, সেইস্থানে যেই ভিক্ষুগণ কহিল, ‘ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল’ এবং যাহারা কহিল, ‘অকরণীয়-কর্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধ-কর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।’ তথায় সেই ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী। [২নং হইতে ২৫নং পর্যন্ত তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

৫. উৎক্ষেপনীয়-কর্ম প্রত্যাহার সংশোধন

ক. ১. হে ভিক্ষুগণ, অপরাধ দর্শন না করা হেতু সংঘ কোনো ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয় কর্ম করায় সে সম্যক অনুবর্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য করে এবং অপরাধ দর্শন না করা হেতু কৃত উৎক্ষেপনীয়-কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : ‘বন্ধুগণ, অপরাধ দর্শন না করা হেতু সংঘ এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করায় তিনি এখন সম্যক অনুবর্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য করিতেছেন এবং অপরাধ দর্শন না করা হেতু কৃত উৎক্ষেপনীয়-কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব আসুন, অপরাধ দর্শন না করা হেতু কৃত তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম আমরা প্রত্যাহার করি।’ এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা অপরাধ দর্শন না করা হেতু কৃত তাহার উৎক্ষেপনীয় কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সংঘ এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে : (ক) ‘ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইয়াছে’ এবং (খ) ‘অকরণীয়-কর্ম

করা হইয়াছে, ন্যায়বিরুদ্ধ-কর্ম করা হইয়াছে, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ, সেইস্থানে যেই ভিক্ষুগণ কহিল, 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইয়াছে' এবং যাহারা কহিল, 'অকরণীয়-কর্ম করা হইয়াছে, ন্যায়বিরুদ্ধ-কর্ম করা হইয়াছে, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।' সেইস্থানে সেই ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী। [২নং হইতে ২৫নং পর্যন্ত তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

খ. ১. হে ভিক্ষুগণ, অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু সংঘ কোনো ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করায় সে সম্যক অনুবর্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য করে এবং অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু সংঘ এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করায় তিনি এখন সম্যক অনুবর্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য করিতেছেন এবং অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু উৎক্ষেপনীয় কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব আসুন, অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু কৃত তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম আমরা প্রত্যাহার করি।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু কৃত তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সংঘ এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে : (ক) 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল' এবং (খ) 'অকরণীয়-কর্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধ-কর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ, সেইস্থানে যেই ভিক্ষুগণ এরূপ কহিল, 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইয়াছে' এবং যাহারা কহিল, 'অকরণীয়-কর্ম করা হইয়াছে, ন্যায়বিরুদ্ধ-কর্ম করা হইয়াছে, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।' তথায় সেই ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী। [২নং হইতে ২৫নং পর্যন্ত তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

গ. ১. হে ভিক্ষুগণ, হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতু সংঘ কোনো ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করায় সে সম্যক অনুবর্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য করে এবং হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতু কৃত উৎক্ষেপনীয়-কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ, হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতু সংঘ এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়-কর্ম করায় তিনি এখন সম্যক অনুবর্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য করিতেছেন এবং হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতু কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব আসুন, হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতু কৃত তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম আমরা প্রত্যাহার

করি।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতু কৃত তাহার উৎক্ষেপনীয়-কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সংঘ এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে : (ক) 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল' এবং (খ) 'অকরণীয়-কর্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধ-কর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ, তথায় যেই ভিক্ষুগণ কহিল, 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল' এবং যাহারা কহিল, 'অকরণীয়-কর্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধ-কর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।' সেইস্থানে সেই ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী। [২নং হইতে ২৫নং পর্যন্ত তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

॥ চম্পেয়্য-স্কন্ধ সমাপ্ত ॥

১০. কৌশাম্বী-স্কন্ধ

ভিক্ষুসংঘের মধ্যে কলহ

[স্থান : কৌশাম্বী]

১. কলহের উৎপত্তি

সেই সময়ে বুদ্ধ ভগবান কৌশাম্বীতে অবস্থান করিতেছিলেন, ঘোষকারামে। তখন জনৈক ভিক্ষু অপরাধ[১] প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সেই অপরাধকে অপরাধ বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু অন্য ভিক্ষু সেই অপরাধকে নিরপরাধ বলিয়া মনে করিলেন। পরে তিনি (অপরাধী) সেই অপরাধকে নিরপরাধ বলিয়া মনে করিলেন, কিন্তু অন্য ভিক্ষুগণ সেই অপরাধকে অপরাধ মনে করিলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ উক্ত ভিক্ষুকে কহিলেন, "বন্ধো, আপনি অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই অপরাধ দেখিতেছেন কি?" "বন্ধো, আমার এমন কোনো অপরাধ নাই যাহা আমি দেখিব।" তখন সেই ভিক্ষুগণ একতাবদ্ধ হইয়া প্রথমোক্ত ভিক্ষুকে অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে উৎক্ষিপ্ত করিলেন। সেই ভিক্ষু (উৎক্ষিপ্ত) বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ[২], ধর্মধর, বিনয়ধর,

---

[১]। এক সংঘারামে দুইজন ভিক্ষু বাস করিতেন, তন্মধ্যে একজন বিনয়ধর, অন্যজন সৌত্রান্তিক। সৌত্রান্তিক একদিন পায়খানায় গমন করিয়া শৌচের অবশিষ্ট জল পাত্রে রাখিয়াছিলেন। অল্পক্ষণ পরে বিনয়ধর পায়খানায় যাইয়া পাত্রে জল দেখিয়া সৌত্রান্তিককে কহিলেন, 'বন্ধো, আপনি কি পাত্রে জল রাখিয়া আসিয়াছেন?' 'হ্যাঁ, বন্ধো,' 'তাহাতে যে অপরাধ হয় তদ্বিষয়ে কি আপনি অবগত নহেন?' 'আমি তাহা মনে করি নাই।' 'বন্ধো, এরূপ করিলে অপরাধ হইয়া থাকে।' 'বন্ধো, যদি অপরাধ হয়, তাহা হইলে আমি সেই অপরাধের প্রতিকার করিব।' 'আপনি ভুলবশত করিয়া থাকিলে অপরাধ হইবে না।' তখন তিনি (অপরাধী) অপরাধকে নিরপরাধ মনে করিলেন। বিনয়ধর স্বীয় অন্তেবাসীগণের নিকট যাইয়া কহিলেন, 'এই সৌত্রান্তিক অপরাধ করিয়াও অপরাধ মনে করিতেছেন না!' তাহারা সৌত্রান্তিকের অন্তেবাসীগণকে দেখিয়া কহিতে লাগিল, 'তোমাদের উপাধ্যায় অপরাধ করিয়াও জানিতে পারেন না।' তাহারা বলিল, 'বিনয়ধর প্রথম নিরপরাধ বলিয়া এখন অপরাধ বলিতেছেন, অতএব তিনি মিথ্যাবাদী।' তাহারা বলিল, 'তোমাদের উপাধ্যায় মিথ্যাবাদী।' এইভাবে কলহ বাড়িয়া গেল।—সম-পাসা।

[২]। সূত্রপিটকের পঞ্চনিকায় আগম নামে কথিত।

মাতৃকাধর[১] পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জা-সংকোচপরায়ণ এবং শিশিক্ষু ছিলেন। তিনি তাহার সন্দৃষ্টমিত্র এবং প্রগাঢ়মিত্র ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "বন্ধুগণ, ইহা নিরপরাধ, অপরাধ নহে; অপরাধ অপ্রাপ্ত আছি, প্রাপ্ত নহে; অনুৎক্ষিপ্ত আছি, উৎক্ষিপ্ত নহে, আমি ধর্মবিরুদ্ধ, অন্যায়, অনুচিত কর্মদ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি, অতএব আয়ুষ্মানগণ ধর্ম এবং বিনয়ানুসারে আমার পক্ষাবলম্বন করুন।" তিনি সন্দৃষ্টমিত্র এবং প্রগাঢ়মিত্র ভিক্ষুগণকে স্বপক্ষে আনিতে সমর্থ হইলেন। অতঃপর তিনি জনপদেও সন্দৃষ্টমিত্র এবং প্রগাঢ়মিত্র ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন : "বন্ধুগণ, ইহা নিরপরাধ, অপরাধ নহে; অপরাধ অপ্রাপ্ত আছি, প্রাপ্ত নহে; অনুৎক্ষিপ্ত আছি, উৎক্ষিপ্ত নহে; আমি ধর্মবিরুদ্ধ, অন্যায়, অনুচিত কর্মদ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি, অতএব আয়ুষ্মানগণ ধর্ম এবং বিনয়ানুসারে আমার পক্ষাবলম্বন করুন।" তিনি জনপদবাসী সন্দৃষ্টমিত্র এবং প্রগাঢ়মিত্র ভিক্ষুগণকেও স্বপক্ষে পাইলেন। অতঃপর সেই উৎক্ষিপ্তানুগামী ভিক্ষুগণ উৎক্ষেপক ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া উৎক্ষেপক ভিক্ষুগণকে কহিলেন, "বন্ধুগণ, ইহা নিরপরাধ, অপরাধ নহে; এই ভিক্ষু অপরাধ অপ্রাপ্ত আছেন, প্রাপ্ত নহেন; এই ভিক্ষু অনুৎক্ষিপ্ত আছেন, উৎক্ষিপ্ত নহেন; ধর্মবিরুদ্ধ, অন্যায়, অনুচিত কর্মদ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছেন।" তাহারা এরূপ বলিলে উৎক্ষেপক ভিক্ষুগণ উৎক্ষিপ্তানুবর্তী ভিক্ষুগণকে কহিলেন, 'বন্ধুগণ, ইহা অপরাধ, নিরপরাধ নহে; এই ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অপ্রাপ্ত নহেন; এই ভিক্ষু উৎক্ষিপ্ত হইয়াছেন, অনুৎক্ষিপ্ত নহেন; ধর্মসম্মত, ন্যায়সম্মত, যথোচিত কর্মদ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছেন। অতএব আয়ুষ্মানগণ, আপনারা উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষুর অনুবর্তী হইবেন না, অনুসরণ করিবেন না।" এরূপ বলা সত্ত্বেও সেই উৎক্ষিপ্তানুবর্তী ভিক্ষুগণ পূর্বের মতই সেই উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষুর অনুবর্তী হইতে লাগিলেন, অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

২. উৎক্ষিপ্তকগণকে উপদেশ

জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া সেই ভিক্ষু ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, জনৈক ভিক্ষু অপরাধী হইয়াছিলেন; তিনি তাহার অপরাধকে অপরাধ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন;

[১]। অভিধর্মের সারাংশ মাতৃকা নামে অভিহিত।

কিন্তু অন্য ভিক্ষুগণ সেই অপরাধকে নিরপরাধ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তিনিও (অপরাধীও) পরে সেই অপরাধকে নিরপরাধ মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্য ভিক্ষুগণ তখন সেই অপরাধকে অপরাধ মনে করিতে লাগিলেন। প্রভো, অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ (অন্য ভিক্ষুগণ) সেই ভিক্ষুকে (অপরাধীকে) কহিলেন, “বন্ধো, আপনি অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই অপরাধ দেখিতেছেন কি?” “বন্ধুগণ, আমার এমন কোনো অপরাধ নাই যাহা আমি দেখিব।” “প্রভো, অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ একতাবদ্ধ হইয়া সেই ভিক্ষুকে অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই ভিক্ষু বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতৃকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জা-সংকোচপরায়ণ এবং শিশিক্ষু। অনন্তর সেই ভিক্ষু তাহার সন্দৃষ্টমিত্র ও প্রগাঢ়মিত্র ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ‘বন্ধুগণ, ইহা নিরপরাধ, অপরাধ নহে; আমি অপরাধ অপ্রাপ্ত আছি, প্রাপ্ত নহে; অনুৎক্ষিপ্ত আছি, উৎক্ষিপ্ত নহে; ধর্মবিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ, অনুচিত কর্মের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি। অতএব আয়ুষ্মানগণ ধর্ম এবং বিনয়ানুসারে আমার পক্ষাবলম্বন করুন।’ প্রভো, সেই ভিক্ষু সন্দৃষ্টমিত্র এবং প্রগাঢ়মিত্রগণকে তাহার পক্ষে পাইলেন। তৎপর তিনি জনপদবাসী সন্দৃষ্টমিত্র এবং প্রগাঢ়মিত্রগণের নিকটও সংবাদ প্রেরণ করিলেন : ‘বন্ধুগণ, ইহা নিরপরাধ, অপরাধ নহে; আমি অপরাধ অপ্রাপ্ত আছি, প্রাপ্ত নহে। অনুৎক্ষিপ্ত আছি, উৎক্ষিপ্ত নহে; ধর্মবিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ, অনুচিত কর্মের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি; অতএব আয়ুষ্মানগণ ধর্ম এবং বিনয়ানুসারে আমার পক্ষাবলম্বন করুন।’ প্রভো, সেই ভিক্ষু জনপদবাসী তাহার সন্দৃষ্টমিত্র এবং প্রগাঢ়মিত্রদিগকে তাহার পক্ষে পাইলেন। প্রভো, অনন্তর সেই উৎক্ষিপ্তানুবর্তী ভিক্ষুগণ উৎক্ষেপক ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া উৎক্ষেপক ভিক্ষুগণকে কহিলেন, ‘বন্ধুগণ, ইহা নিরপরাধ, অপরাধ নহে; এই ভিক্ষু অপরাধ অপ্রাপ্ত আছেন, প্রাপ্ত নহেন; এই ভিক্ষু অনুৎক্ষিপ্ত আছেন, উৎক্ষিপ্ত নহেন; ধর্মবিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ, অনুচিত কর্মদ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছেন।’ এরূপ বলিলে উৎক্ষেপক ভিক্ষুগণ উৎক্ষিপ্তানুগামী ভিক্ষুগণকে কহিলেন, ‘বন্ধুগণ, ইহা অপরাধ, নিরপরাধ নহে; এই ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত আছেন, অপ্রাপ্ত নহেন; এই ভিক্ষু উৎক্ষিপ্ত হইয়াছেন, অনুৎক্ষিপ্ত নহেন; ধর্মসম্মত, ন্যায়সম্মত, যথোচিত কর্মদ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছেন। অতএব আয়ুষ্মানগণ, আপনারা এই ভিক্ষুর অনুবর্তী হইবেন না, অনুসরণ করিবেন না।’ প্রভো, সেই উৎক্ষিপ্তানুবর্তী ভিক্ষুগণকে সেই উৎক্ষিপ্তক ভিক্ষুগণ এরূপ বলিলেও তাহারা উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষুর অনুবর্তী

হইয়াছেন, অনুসরণ করিতেছেন।”

অনন্তর ভগবান ‘অহো, ভিক্ষুসংঘ বিভক্ত হইয়া পড়িল! অহো, ভিক্ষুসংঘ বিভক্ত হইয়া পড়িল!!’ এই চিন্তা করিয়া উৎক্ষেপক ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। ভগবান উপবেশন করিয়া উৎক্ষেপক ভিক্ষুগণকে কহিলেন, “হে ভিক্ষুগণ, তোমরা ‘আমাদের বোধগম্য হইয়াছে, আমাদের বোধগম্য হইয়াছে’ এইরূপ চিন্তা করিয়া যেই সেই বিষয়ে কোনো ভিক্ষুকে উৎক্ষিপ্ত করিতে পারিবে বলিয়া মনে করিও না।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হয়। সে তাহার অপরাধকে নিরপরাধ বলিয়া মনে করে; কিন্তু অন্য ভিক্ষুগণ তাহার অপরাধকে অপরাধ বলিয়া মনে করে। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুগণ উক্ত ভিক্ষু সম্বন্ধে এরূপ জানে : ‘এই আয়ুষ্মান বহুশ্রুত... এবং শিশিক্ষু। যদি আমরা এই ভিক্ষুকে অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে উৎক্ষিপ্ত করি, তাহার সঙ্গে আমরা উপোসথ না করি, তাহাকে বাদ দিয়া উপোসথ করি, তাহা হইলে তজ্জন্য সংঘের মধ্যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সংঘভেদ, সংঘরাজি, সংঘব্যবস্থান[১] এবং সংঘপার্থক্য[২] হইতে পারে।’ হে ভিক্ষুগণ, এই হেতু ভেদ যাহারা গুরুতর বলিয়া মনে করে অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে সেই ভিক্ষুকে উৎক্ষিপ্ত করা তাহাদের উচিত নহে।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হয়। সে তাহার অপরাধকে অপরাধ নহে বলিয়া মনে করে; কিন্তু অন্য ভিক্ষুগণ তাহার অপরাধকে অপরাধ বলিয়া মনে করে। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুগণ উক্ত ভিক্ষু সম্বন্ধে এরূপ জানে : ‘এই আয়ুষ্মান বহুশ্রুত... এবং শিশিক্ষু। যদি আমরা এই ভিক্ষুকে অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে উৎক্ষিপ্ত করি, তাহার সঙ্গে প্রবারণা না করি, তাহাকে বাদ দিয়া প্রবারণা করি, তাহার সঙ্গে সংঘকর্ম না করি, তাহাকে বাদ দিয়া সংঘকর্ম করি, তাহার সঙ্গে একাসনে উপবেশন না করি, তাহাকে বাদ দিয়া আসনে উপবেশন করি, তাহার সঙ্গে যবাগূ ভোজন করিবার জন্য উপবেশন না করি, তাহাকে বাদ দিয়া যবাগূ ভোজনে উপবেশন করি, তাহার সঙ্গে ভোজনশালায় উপবেশন না করি, তাহাকে বাদ দিয়া ভোজনশালায় উপবেশন করি, তাহার সহিত এক আচ্ছাদনের তলে উপবেশন না করি,

---

[১]। আহার ও বিনয় সম্বন্ধীয় কার্যাদি হইতে দূরে থাকা;

[২]। সংঘের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হওয়া।

তাহাকে বাদ দিয়া এক আচ্ছাদনের তলে উপবেশন করি; তাহাকে জ্যেষ্ঠানুক্রমে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা না করি, তাহাকে জ্যেষ্ঠানুক্রমে অভিবাদন প্রত্যুত্থান অঞ্জলিকর্ম কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা না করি, তাহাকে বাদ দিয়া জ্যেষ্ঠানুক্রমে অভিবাদন প্রত্যুত্থান অঞ্জলিকর্ম, কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে সেই জন্য সংঘের মধ্যে ভণ্ডণ, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সংঘভেদ, সংঘরাজি, সংঘব্যবস্থান এবং সংঘের পার্থক্য হইতে পারে। ভিক্ষুগণ, যাহারা ভেদ গুরুতর বলিয়া মনে করে অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে সেই ভিক্ষুকে উৎক্ষিপ্ত করা তাহাদের উচিত নহে।

৩. উৎক্ষিপ্তানুবর্তীগণকে উপদেশ

ভগবান উৎক্ষেপক ভিক্ষুগণকে এই উপদেশ দিয়া আসন হইতে উঠিয়া উৎক্ষিপ্তানুবর্তী ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। ভগবান উপবেশন করিয়া উৎক্ষিপ্তানুবর্তী ভিক্ষুগণকে কহিলেন, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা অপরাধ প্রাপ্ত হইয়া 'আমরা অপরাধ প্রাপ্ত হই নাই, প্রাপ্ত হই নাই' বলিয়া অপরাধের প্রতিকার করা অকর্তব্য এরূপ মনে করিও না।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইয়া সে সেই অপরাধকে অপরাধ নহে বলিয়া মনে করে; কিন্তু অন্য ভিক্ষুগণ সেই অপরাধকে অপরাধ বলিয়া মনে করে। সেই ভিক্ষু (অপরাধী) উক্ত ভিক্ষুগণের সম্বন্ধে এরূপ জানে, 'এই আয়ুষ্মানগণ বহুশ্রুত... এবং শিশিক্ষু। তাহারা আমার জন্য বা অন্যের জন্য ছন্দ, দ্বেষ, মোহ কিংবা ভয়ের বশীভূত হইয়া অন্যায় আচরণ করিতে পারেন না। যদি এই ভিক্ষুগণ আমাকে অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে উৎক্ষিপ্ত করেন, আমার সহিত উপোসথ না করেন, আমাকে বাদ দিয়া উপোসথ করেন, তাহা হইলে সংঘের মধ্যে সেইজন্য ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সংঘভেদ, সংঘরাজি, সংঘব্যবস্থান এবং সংঘপার্থক্য হইতে পারে।' হে ভিক্ষুগণ, ভেদকে যেই ভিক্ষু গুরুতর মনে করে এইজন্য অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া হইলেও তাহার সেই অপরাধ স্বীকার করা উচিত।

হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইয়া সে সেই অপরাধকে অপরাধ নহে বলিয়া মনে করে। কিন্তু অন্য ভিক্ষুগণ সেই অপরাধকে অপরাধ বলিয়া মনে করে। সেই ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুগণ সম্বন্ধে এরূপ জানে : 'এই আয়ুষ্মানগণ বহুশ্রুত... এবং শিশিক্ষু। তাহারা আমার জন্য বা অন্যের জন্য ছন্দ, দ্বেষ, মোহ কিংবা ভয়ের বশবর্তী হইয়া অন্যায় আচরণ করিতে পারে

না। যদি এই ভিক্ষুগণ আমাকে অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে উৎক্ষিপ্ত করেন, আমার সঙ্গে প্রবারণা না করেন, আমাকে বাদ দিয়া প্রবারণা করেন,... তাহা হইলে সেই জন্য সংঘের মধ্যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সংঘভেদ, সংঘরাজি, সংঘব্যবস্থান এবং সংঘপার্থক্য হইতে পারে।' হে ভিক্ষুগণ, ভেদকে যে গুরুতর মনে করে এই হেতু অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া হইলেও সেই অপরাধ স্বীকার করা উচিত। ভগবান উৎক্ষিপ্তানুবর্তী ভিক্ষুগণকে এই উপদেশ দিয়া আসনে হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

৪. সীমার অভ্যন্তরে এবং বাহিরে উপোসথ করা

সেই সময়ে উৎক্ষিপ্তানুবর্তী ভিক্ষুগণ সেই সীমার অভ্যন্তরেই উপোসথ করিতেছিলেন, সংঘকর্ম করিতেছিলেন। উৎক্ষেপক ভিক্ষুগণ সীমার বাহিরে যাইয়া উপোসথ করিতেছিলেন, সংঘকর্ম করিতেছিলেন। তখন জনৈক উৎক্ষেপক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া সেই ভিক্ষু ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, সেই উৎক্ষিপ্তানুবর্তী ভিক্ষুগণ সেই সীমার অভ্যন্তরেই উপোসথ করিতেছেন, সংঘকর্ম করিতেছেন। প্রভো, আমরা উৎক্ষেপক ভিক্ষুগণ সীমার বাহিরে যাইয়া উপোসথ করিতেছি, সংঘকর্ম করিতেছি।"

"হে ভিক্ষু, যদি সেই উৎক্ষিপ্তানুবর্তী ভিক্ষুগণ সেই সীমার অভ্যন্তরেই আমি যেরূপ জ্ঞপ্তি এবং অনুশ্রাবণের বিধান দিয়াছি তদনুরূপ উপোসথ করে এবং সংঘকর্ম করে তাহা হইলে তাহাদের সেই কার্য ধর্মসম্মত, ন্যায়ানুমোদিত এবং যথোচিত হইবে। ভিক্ষু, তোমরা উৎক্ষিপ্তক ভিক্ষুগণও যদি সেই সীমার অভ্যন্তরে আমার বিধানানুযায়ী জ্ঞপ্তি স্থাপন এবং অনুশ্রাবণ করিয়া উপোসথ কর এবং সংঘকর্ম কর তাহা হইলে তোমাদের সেই কার্যও ধর্মসম্মত, ন্যায়ানুমোদিত এবং যথোচিত হইবে। তাহার কারণ কী? তাহারা তোমাদের পক্ষে পৃথক সম্প্রদায় এবং তোমরাও তাহাদের পক্ষে পৃথক সম্প্রদায়। ভিক্ষু, পৃথক সম্প্রদায় হইবার দুইটি স্তর আছে; যথা : (১) কেহ নিজেকে নিজে নানাসংবাসকে[১] (পৃথক সম্প্রদায়ে) পরিণত করে, অথবা (২)

---

[১]। সংঘ কর্তৃক উৎক্ষেপনীয়-কর্মকৃত অধর্মবাদিগণের পক্ষে বসিয়া যেই ভিক্ষু 'আপনারা কী বলিতেছেন?' এই বলিয়া তাহাদের এবং অপরপক্ষের অভিমত শ্রবণ করিয়া 'ইহারা অধর্মবাদী এবং অপরপক্ষীয় ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী' এরূপ ধারণা পোষণ করে সেই ভিক্ষু তাহাদের (অধর্মবাদিগণের) মধ্যে উপবিষ্ট থাকিয়াও তাহাদের পক্ষে 'নানাসংবাসক'

সমগ্রসংঘ অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে, অপরাধের প্রতিকার না করা বিষয়ে কিংবা হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা বিষয়ে তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করে[১]। হে ভিক্ষু, এই দুইটিই নানাসংবাসক (পৃথক সম্প্রদায়) হইবার স্তর। ভিক্ষু, সমানসংবাসক (সমসম্প্রদায়) হইবার দ্বিবিধ স্তর আছে; যথা : (১) কেহ নিজেকে নিজে সমানসংবাসকে[২] (সমসম্প্রদায়ে) পরিণত করে, অথবা (২) সমগ্রসংঘ অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে, অপরাধের দর্শন না করা বিষয়ে কিংবা হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা বিষয়ে উৎক্ষিপ্ত কোনো ভিক্ষুকে সংঘে প্রবেশাধিকার প্রদান করে। ভিক্ষু, সমসম্প্রদায় হইবার এই দুই স্তর।

৫. কলহবশত ন্যায়বিরুদ্ধ কায়িক, বাচনিক কার্য করা অনুচিত

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ গৃহস্থের গৃহে ভোজনের সময় ভণ্ডন, কলহ, বিবাদের বশীভূত হইয়া পরস্পর অননুলোম কায়িক, বাচনিক দুর্ববহার প্রদর্শন করিতেছিল, একে অন্যের অঙ্গ স্পর্শ করিতেছিল। তদ্দর্শনে জনসাধারণ 'কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ গৃহস্থের বাড়িতে ভোজন করিবার সময় ভণ্ডন, কলহ এবং বিবাদের বশীভূত হইয়া পরস্পর অননুলোমভাবে কায়িক, বাচনিক দুর্ব্যবহার করিতেছেন এবং কেনই বা একে অন্যের গাত্র স্পর্শ করিতেছেন?' এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ সেই জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং দুর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। শ্রবণ করিয়া অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ 'কেন ভিক্ষুগণ গ্রামের মধ্যে ভোজনের সময় ভণ্ডন, কলহ, বিবাদের বশীভূত হইয়া অননুলোমভাবে পরস্পর কায়িক, বাচনিক দুর্ব্যবহার প্রদর্শন করিতেছেন এবং কেনই বা একজন অন্যজনের গাত্র স্পর্শ করিতেছেন?' এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন,) "হে

(পৃথক সম্প্রদায়) হয়, বিনয়-কর্ম নষ্ট করে এবং অপরপক্ষীয় ভিক্ষুগণের হস্তপার্শ্বে (দেড় হাতের মধ্যে) না থাকায় তাহাদেরও বিনয়-কার্য নষ্ট করে। এইভাবে নিজেকে নিজে 'নানাসংবাসক' (পৃথক সম্প্রদায়ে) পরিণত করে।

[১]। সাময়িক সংশ্রব ত্যাগ করে।

[২]। যেই ভিক্ষু অধর্মবাদিগণের পক্ষে বসিয়া 'ইহারা অধর্মবাদী এবং অপর পক্ষ ধর্মবাদী' এই মনে করিয়া তাহাদের (ধর্মবাদিগণের) পক্ষে প্রবেশ করে এবং যেখানে সেখানে তাহাদের পক্ষে থাকিয়া 'ইঁহারা ধর্মবাদী' এই অভিমত পোষণ করে, সেই ভিক্ষু এইভাবে নিজেকে নিজে 'সমানসংবাসক' (সমসম্প্রদায়ে) পরিগণিত করে।—সম-পাসা।

ভিক্ষুগণ, সত্যই কি ভিক্ষুগণ...?" "হ্যাঁ ভগবান, তাহা সত্য।"... ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, সংঘভেদ হইবার পর সম্প্রীতি এবং সদ্ভাবের অভাব হইলে 'একে অন্যের প্রতি কায়িক-বাচনিক অনুচিত ব্যবহার প্রদর্শন করিব না, একে অন্যের অঙ্গ ক্রোধবশে স্পর্শ করিব না' এই ভাবিয়া পৃথক আসনে উপবেশন করিবে[১]। ভিক্ষুগণ, সংঘভেদের পর সম্প্রীতি এবং সদ্ভাব বিদ্যমান থাকিলে এক আসনেই কিঞ্চিৎ ব্যবধানে উপবেশন করিবে[২]।

৬. কলহকারীগণের জেদ

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ সংঘসভায় ভণ্ডন, কলহ এবং বিবাদের বশবর্তী হইয়া একজন অন্যজনকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতেছিল। তাহারা সেই বিবাদ উপশম করিতে সক্ষম হইল না। অতঃপর জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া সেই ভিক্ষু ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, ভিক্ষুগণ সংঘসভায় ভণ্ডন, কলহ এবং বিবাদের বশীভূত হইয়া একজন অন্যজনকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতেছেন। তাহারা সেই বিবাদ উপশম করিতে সক্ষম হইতেছেন না, অতএব প্রভু ভগবান সেই ভিক্ষুগণের নিকট অনুগ্রহ করিয়া উপস্থিত হউন।" ভগবান মৌনভাবে তাহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। অতঃপর ভগবান সেই ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। ভগবান উপবেশন করিয়া সেই ভিক্ষুগণকে কহিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ এবং বিবাদ করা নিষ্প্রয়োজন।" ভগবানের বাক্য শুনিয়া জনৈক অধর্মবাদী পক্ষের ভিক্ষু ভগবানকে কহিল, "ধর্মস্বামী প্রভু ভগবান, আপনি নিরস্ত হউন; প্রভু ভগবান, আপনি এ বিষয়ে ঔৎসুক্যহীন হইয়া প্রত্যক্ষ সুখভোগে অনুরক্ত হইয়া বিহার করুন, এই ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ এবং বিবাদে আমরা পরিদৃষ্ট হইব।" ভগবান দ্বিতীয়বার সেই ভিক্ষুগণকে এরূপ বলিলে দ্বিতীয়বারও সেই ভিক্ষু উত্তর প্রদান করিল।

---

[১]। দ্বেপন্তিয়ো কত্বা উপচারং মুঞ্চিত্বা নিসীদিতব্বং;

[২]। একেকং আসনং অন্তরং কত্বা নিসীদিতব্বং।—সম-পাসা।

৭. দীর্ঘায়ুর কথা

ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন, হে ভিক্ষুগণ, অতীতে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে কাশীরাজা ছিলেন; তিনি আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগ্যদ্রব্যসম্পন্ন, মহাসৈন্যসম্পন্ন, মহাবাহনসম্পন্ন, মহারাজ্যসম্পন্ন ছিলেন এবং তাহার ধান্যাগার ধান্যে পরিপূর্ণ ছিল। দীঘীতি নামক কোশলরাজ ছিলেন, দরিদ্র, নির্ধন, নির্ভোগ, অল্পসৈন্যসম্পন্ন, অল্পবাহনসম্পন্ন, অল্পরাজ্যসম্পন্ন। তাহার ধান্যাগার ধান্যে অপরিপূর্ণ ছিল। ভিক্ষুগণ, অনন্তর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত চতুরঙ্গিণী সৈন্য সন্নদ্ধ (বর্মাদি দ্বারা সজ্জিত) করিয়া কোশলরাজ দীঘীতিকে আক্রমণে বাহির হইলেন। কোশলরাজ দীঘীতি শুনিতে পাইলেন : কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত নাকি আমাকে আক্রমণ করিবার জন্য চতুরঙ্গিণী সৈন্য সন্নদ্ধ করিয়া যাত্রা করিয়াছেন। ভিক্ষুগণ, তখন কোশলরাজ দীঘীতির মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত আঢ্য, মহাধনী, মহাসম্পত্তিশালী, মহাবলশালী, মহাবাহনশালী, মহারাজ্যশালী; তাহার ধান্যাগার ধান্যে পরিপূর্ণ; অথচ আমি দরিদ্র, অল্পধনশালী, অল্পবলশালী, অল্পবাহনশালী, অল্পরাজ্যসম্পন্ন এবং আমার ধান্যাগার ধান্যে অপরিপূর্ণ; কাজেই আমি কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের একটি আক্রমণও প্রতিরোধ করিতে পারিব না; অতএব আমি পূর্বেই নগর হইতে পলায়ন করিব।" এই ভাবিয়া কোশলরাজ দীঘীতি মনিষীকে লইয়া পূর্বেই নগর হইতে পলায়ন করিলেন। অনন্তর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত কোশলরাজ দীঘীতির সৈন্য, বাহন, জনপদ, কোষ এবং কোষ্ঠাগার জয় করিয়া স্বাধিকারে আনিয়া বাস করিলেন। কোশলরাজ দীঘীতি স্বীয় মহিষীর সহিত বারাণসী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্রমান্বয়ে বিচরণ করিতে করিতে বারাণসীতে গমন করিলেন। অতঃপর কোশলরাজ দীঘীতি সপত্নী বারাণসীর সীমান্তপ্রদেশে কুম্ভকারগৃহে অজ্ঞাতভাবে পরিব্রাজকবেশে বাস করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুগণ, অচিরেই কোশলরাজ দীঘীতির মহিষী অন্তর্বত্নী হইলেন। তখন তাহার 'সূর্যোদয়ের সময় যুদ্ধসাজে সজ্জিত চতুরঙ্গিণী সৈন্য সুভূমিতে স্থিত অবস্থায় দর্শন করিতে এবং খড়ুগ ধৌত জলপান করিতে' সাধ হইল। অতঃপর কোশলরাজ দীঘীতির মহিষী কোশলরাজাকে কহিলেন, "দেব, আমি অন্তর্বত্নী হইয়াছি; এখন সূর্যোদয়ের সময় সুভূমিতে যুদ্ধসাজে সজ্জিত সৈন্য দর্শন করিতে এবং খড়ুগধৌত জলপান করিতে আমার সাধ হইয়াছে।"

"দেবী, আমাদের ন্যায় দুর্গত ব্যক্তির সুভূমিতে যুদ্ধসাজে সজ্জিত সৈন্যই বা কোথায় এবং খড়ুগধৌত জলই বা কোথায়?" "দেব, যদি তাহা আমি না

পাই, তাহা হইলে আমার মৃত্যু হইবে।”

সেই সময়ে কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুরোহিত ব্রাহ্মণ কোশলরাজ দীঘীতির সহায় ছিলেন। অনন্তর কোশলরাজ দীঘীতি কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুরোহিত ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুরোহিত ব্রাহ্মণকে কহিলেন, “বন্ধো, আপনার সখী অন্তর্বত্নী হইয়াছেন, তাহার এখন সূর্যোদয়ের সময় সুভূমিতে স্থিত যুদ্ধসাজে সজ্জিত চতুরঙ্গিণী সৈন্যের দর্শন লাভ করিতে এবং খড়ুগধৌত জলপান করিতে সাধ হইয়াছে।” “দেব, তাহা হইলে আমরা দেবীর দর্শনলাভ করিতে চাই।” ভিক্ষুগণ, অতঃপর কোশলরাজ দীঘীতির মহিষী কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুরোহিত ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন। কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুরোহিত ব্রাহ্মণ কোশলরাজ দীঘীতির মহিষীকে দূর হইতেই আসিতে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া আসন হইতে উঠিয়া উত্তরীবস্ত্রদ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করিয়া কোশলরাজ দীঘীতির মহিষীর দিকে কৃতাঞ্জলি হইয়া তিনবার এই উদান উচ্চারণ করিলেন, “অহো, কোশলরাজ কুক্ষি প্রবিষ্ট হইয়াছেন! অহো, কোশলরাজ কুক্ষি প্রবিষ্ট হইয়াছেন!! অহো, কোশলরাজ কুক্ষি প্রবিষ্ট হইয়াছেন!!!” তৎপর কহিলেন, “দেবী, প্রসন্ন হউন; আপনি সূর্যোদয়ের সময় সুভূমিতে যুদ্ধসাজে সজ্জিত সৈন্যের দর্শনলাভ করিতে এবং খড়ুগধৌত জলপান করিতে পাইবেন।”

হে ভিক্ষুগণ, অতঃপর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুরোহিত ব্রাহ্মণ কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে কহিলেন, “দেব, শুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে, অতএব আগামীকল্য সূর্যোদয়ের সময় সুভূমিতে যুদ্ধসাজে সজ্জিত সৈন্য দণ্ডায়মান হউন এবং খড়্গধৌত করুক।” কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত কর্মচারীগণকে আদেশ করিলেন, “পুরোহিত ব্রাহ্মণ যেরূপ বলিলেন তোমরা সেরূপ কর।”

হে ভিক্ষুগণ, এই প্রকারে কোশলরাজ দীঘীতির মহিষী সূর্যোদয়ের সময় সুভূমিতে যুদ্ধসাজে সজ্জিত সৈন্য দর্শন করিতে এবং খড়ুগধৌত জলপান করিতে পাইলেন। কোশলরাজ দীঘীতির মহিষী সেই গর্ভ পূর্ণতা লাভ করিবার পর পুত্র প্রসব করিলেন। তাহার নাম রাখিলেন, দীর্ঘায়ুকুমার। ভিক্ষুগণ, অতঃপর দীর্ঘায়ুকুমার অচিরে বিজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন কোশলরাজ দীঘীতির মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “এই কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত আমাদের বহু অনর্থ সাধন করিয়াছেন, তিনি আমাদের সৈন্য, বাহন, জনপদ, কোষ এবং কোষ্ঠাগার ছিনাইয়া লইয়াছেন। যদি তিনি আমাদের সংবাদ পান,

তাহা হইলে সকলকেই, আমরা তিনজনকেই হত্যা করাইবেন। অতএব আমি দীর্ঘায়ুকুমারকে নগরের বাহিরে রাখিব।” এই ভাবিয়া কোশলরাজ দীঘীতি দীর্ঘায়ুকুমারকে নগরের বাহিরে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। দীর্ঘায়ুকুমার নগরের বাহিরে বাস করিয়া অচিরে সকল বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

হে ভিক্ষুগণ, সেই সময় কোশলরাজ দীঘীতির ক্ষৌরকার কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের নিকট বাস করিতেছিল। একদিন সে কোশলরাজ দীঘীতিকে সপত্নী বারাণসীর সীমান্তের একস্থানে কুম্ভকারগৃহে পরিব্রাজকবেশে অজ্ঞাতবাস করিতে দেখিতে পাইল। দেখিয়া কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে কহিল, “দেব, কোশলরাজ দীঘীতি সপত্নী বারাণসীর সীমান্তের একস্থানে কুম্ভকার গৃহে পরিব্রাজকবেশে অজ্ঞাতবাস করিতেছেন।” ভিক্ষুগণ, কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত কর্মচারীগণকে আদেশ করিলেন, “ভণে, সপত্নী কোশলরাজ দীঘীতিকে লইয়া আইস।” “যথা আজ্ঞা, প্রভো,” বলিয়া সেই কর্মচারীগণ কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া কোশলরাজ দীঘীতিকে সপত্নী লইয়া আসিল। অতঃপর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত কর্মচারীগণকে আদেশ করিলেন, “ভণে, সপত্নী কোশলরাজ দীঘীতির বাহু পশ্চাৎদিকে রজ্জুদ্বারা দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া, মস্তক মুণ্ডন করিয়া, খরশব্দ বিশিষ্ট পণব (ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্র) বাদ্য করিয়া, একরাস্তা হইতে অন্য রাস্তায়, এক চৌরাস্তা হইতে অন্য চৌরাস্তায় পরিভ্রমণ করাইয়া, নগরের দক্ষিণ দ্বার দিয়া বাহির করিয়া, নগরের দক্ষিণ ভাগে চারি খণ্ড করিয়া চতুর্দিকে মাংসখণ্ড নিক্ষেপ কর।” “যথা আজ্ঞা, দেব,” বলিয়া সেই কর্মচারীগণ কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি দিয়া সপত্নী কোশলরাজ দীঘীতির বাহু দৃঢ়রজ্জু দ্বারা পশ্চাৎভাগে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া, মস্তক মুণ্ডন করিয়া, খরশব্দ বিশিষ্ট পণব বাদ্য করিয়া, একরাস্তা হইতে অন্য রাস্তায়, এক চৌরাস্তা হইতে অন্য চৌরাস্তায় পরিভ্রমণ করাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ, দীর্ঘায়ুকুমারের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : ‘দীর্ঘদিন হইল মাতাপিতার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, অতএব আমি মাতাপিতাকে দেখিতে যাইব।’ এই ভাবিয়া দীর্ঘায়ুকুমার বারাণসীতে প্রবেশ করিয়া মাতাপিতার বাহু শক্ত রজ্জুদ্বারা পশ্চাৎভাগে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া, মস্তক মুণ্ডন করিয়া খরস্বর বিশিষ্ট পণব বাদ্য করিয়া এক রাস্তা হইতে অন্য রাস্তায়, এক চৌরাস্তা হইতে অন্য চৌরাস্তায় পরিভ্রমণ করাইতে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া তিনি তাহার মাতাপিতার নিকট উপস্থিত হইলেন।

হে ভিক্ষুগণ, কোশলরাজ দীঘীতি দীর্ঘায়ুকুমারকে দূর হইতেই আসিতে দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া দীর্ঘায়ুকুমারকে কহিলেন, "বৎস দীর্ঘায়ু, দীর্ঘ কিংবা হ্রস্ব দেখিও না; বৎস দীর্ঘায়ু, বৈরিতা দ্বারা বৈরিতার উপশম হয় না বরং অবৈরিতা দ্বারা বৈরিতার উপশম হয়।" এরূপ বলিলে সেই কর্মচারীগণ কোশলরাজ দীঘীতিকে কহিলেন, "এই কোশলরাজ দীঘীতি উন্মাদ হইয়া প্রলাপ বকিতেছেন, দীর্ঘায়ু তাহার কে? কাহাকেই বা তিনি বলিতেছেন, 'বৎস দীর্ঘায়ু, তুমি দীর্ঘ কিংবা হ্রস্ব অবলোকন করিও না; বৎস দীর্ঘায়ু, বৈরভাবের দ্বারা বৈরভাবের উপশম হয় না বরং অবৈরিতা দ্বারা বৈরভাবের উপশম হয়'?" "ভণে, আমি উন্মাদ হইয়া প্রলাপ করিতেছি না, যে বিজ্ঞ সে আমার কথার মর্ম বুঝিতে সমর্থ হইবে।" কোশলরাজ তিনবার দীর্ঘায়ুকুমারকে ঐরূপ বলিলেন। কর্মচারীগণও তিনবার কোশলরাজ দীঘীতিকে এরূপ কহিল। কোশলরাজ দীঘীতি পুনরায় তাহাদিগকে কহিলেন, "আমি উন্মাদ হইয়া প্রলাপ বকিতেছি না, যে বিজ্ঞ সে আমার কথার মর্ম বুঝিতে সমর্থ হইবে।"

হে ভিক্ষুগণ, অতঃপর সেই কর্মচারীগণ সপত্নী কোশলরাজ দীঘীতিকে একরাস্তা হইতে অন্য রাস্তায়, এক চৌরাস্তা হইতে অন্য চৌরাস্তায় পরিভ্রমণ করাইয়া, নগরের দক্ষিণদ্বার দিয়া বাহির করিয়া, নগরের দক্ষিণভাগে চারি টুকরা করিয়া, চতুর্দিকে মাংসখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া, প্রহরী রাখিয়া প্রস্থান করিল। দীর্ঘায়ুকুমার বারাণসীতে প্রবেশ করিয়া, সুরা আনিয়া, প্রহরিগণকে পান করাইলেন। যখন তাহারা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল তখন তিনি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া, চিতা প্রস্তুত করিয়া, মাতাপিতার শরীর চিতায় স্থাপন করিয়া, অগ্নি সংযোগ করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করিলেন। সেই সময়ে কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত প্রাসাদের উপরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি প্রাসাদের উপর হইতে দীর্ঘায়ুকুমারকে কৃতাঞ্জলি হইয়া তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করিতে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'নিশ্চিতরূপে বলা যায়, এই ব্যক্তি কোশলরাজ দীঘীতির জ্ঞাতি অথবা রক্তসম্পর্কীয় কেহ হইবে। অহো, এই ব্যক্তি যে আমার অহিতকামী সেই কথা আমাকে কেহ বলিতেছে না!' ভিক্ষুগণ, অতঃপর দীর্ঘায়ুকুমার অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, যথারুচি ক্রন্দন এবং রোদন করিয়া, অশ্রু মুছিয়া, বারাণসীতে প্রবেশ করিয়া, রাজান্তঃপুরের পার্শ্বে অবস্থিত পিলখানায় গমন করিয়া হস্তিপককে কহিলেন, "আচার্য, আমি আপনার নিকট শিল্প (হস্তীবিদ্যা) শিখিতে চাই।" "যুবক, ইচ্ছা হইলে শিখিতে পার।"

হে ভিক্ষুগণ, অনন্তর দীর্ঘায়ুকুমার রাত্রির প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিয়া পিলখানায় মধুরস্বরে গান করিতে এবং বীণাবাদন করিতে লাগিলেন। কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া পিলখানায় মধুরগীত-ধ্বনি এবং বীণা-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। শুনিয়া কর্মচারীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভণে, রাত্রির প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া পিলখানায় কে মধুর স্বরে গান এবং বীণা বাদ্য করিয়া থাকে?" "দেব, অমুক হস্তিপকের অন্তেবাসী যুবক রাত্রির প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া পিলখানায় মধুর স্বরে গান এবং বীণাবাদন করিয়া থাকে।" "ভণে, তাহা হইলে সেই যুবককে লইয়া আস।" "যথা আজ্ঞা, দেব," বলিয়া সেই কর্মচারীগণ কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি দিয়া দীর্ঘায়ুকুমারকে আনিলেন। তখন কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘায়ুকুমারকে কহিলেন, "হে যুবক, তুমিই কি রাত্রির প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া পিলখানায় মধুরস্বরে গান এবং বীণাবাদন করিয়া থাক?" "হ্যাঁ দেব," "যুবক, তাহা হইলে গান এবং বীণাবাদন কর দেখি।" "যথা আজ্ঞা, দেব," বলিয়া দীর্ঘায়ুকুমার কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি দিয়া তাহার সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত মধুরস্বরে গান এবং বীণাবাদন করিলেন। তখন কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘায়ুকুমারকে কহিলেন, "ওহে যুবক, তুমি আমার পরিচর্যা করিতে পার।" "যথা আজ্ঞা, প্রভো," বলিয়া দীর্ঘায়ুকুমার কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইলেন।

হে ভিক্ষুগণ, অতঃপর দীর্ঘায়ুকুমার কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের এইরূপ সেবা করিতে লাগিলেন : তিনি কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পূর্বেই শয্যাত্যাগ করিতেন এবং পরে শয়ন করিতেন, সর্বদা 'কী করিব', 'কী করিব' জিজ্ঞাসা করিতেন এবং প্রিয়ঙ্কর ও প্রিয়ম্বদ হইলেন। কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত অচিরেই দীর্ঘায়ুকুমারকে অভ্যন্তরিক বিশ্বস্ত কার্যে নিযুক্ত করিলেন। একদিন কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘায়ুকুমারকে কহিলেন, "যুবক, রথ সজ্জিত কর, মৃগয়ায় গমন করিব।" "যথা আজ্ঞা, প্রভো," বলিয়া দীর্ঘায়ুকুমার কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া রথ সজ্জিত করিয়া কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে কহিলেন, "দেব, আপনার জন্য রথ সজ্জিত করা হইয়াছে, এখন আপনি যাহা উচিত মনে করেন।" অনন্তর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত রথে আরোহণ করিলেন, দীর্ঘায়ুকুমার রথ চালনা করিলেন। তিনি এইভাবে রথ চালাইলেন যে সৈন্য একদিকে এবং রথ অন্যদিকে চলিয়া গেল। কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত বহুদূর যাইবার পর দীর্ঘায়ুকুমারকে কহিলেন, "যুবক, রথ থামাও, আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, একটু বিশ্রাম করিব।" "যথা আজ্ঞা, দেব," বলিয়া দীর্ঘায়ুকুমার কাশীরাজ

ব্রহ্মদত্তকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া রথ থামাইয়া ভূতলে আসনবদ্ধ হইয়া উপবেশন করিলেন।

হে ভিক্ষুগণ, অনন্তর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘায়ুকুমারের ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিলেন। ক্লান্ত হওয়ায় মুহূর্তের মধ্যেই তিনি নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িলেন। তখন দীর্ঘায়ুকুমারের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'এই কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত আমাদের মহা অনর্থ সাধন করিয়াছেন, ইহার দ্বারা আমাদের সৈন্য, বাহন, জনপদ, কোষ এবং কোষ্ঠাগার হরণ করা হইয়াছে, ইহার দ্বারা আমার মাতাপিতা নিহত হইয়াছেন, অতএব এখনই শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণের উপযুক্ত সময়।' এই ভাবিয়া খড়গ কোশমুক্ত করিলেন। তখন দীর্ঘায়ুকুমারের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "আমার পিতা যে মৃত্যু সময়ে আমাকে বলিয়াছেন, 'বৎস দীর্ঘায়ু, তুমি দীর্ঘ কিংবা হ্রস্ব অবলোকন করিও না, বৈরিতা দ্বারা বৈরিতার উপশম হয় না, বরং অবৈরিতা দ্বারাই বৈরভাবের উপশম হইয়া থাকে।' অতএব পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করা আমার উচিত হইবে না।" এই ভাবিয়া খড়গ কোশবদ্ধ করিলেন। দুই, তিনবার দীর্ঘায়ুকুমার খড়্গ কোশমুক্ত করিলেন এবং দুই-তিনবার পিতৃবাক্য স্মরণ করিয়া খড়্গ কোশবদ্ধ করিলেন।

হে ভিক্ষুগণ, কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত ভীত, উদ্বিগ্ন, শঙ্কাভিভূত এবং উত্রস্থ হইয়া হঠাৎ উঠিয়া বসিলেন। তখন দীর্ঘায়ুকুমার কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে কহিলেন, "দেব, আপনি কেন ভীত, উদ্বিগ্ন, শঙ্কাভিভূত এবং উত্রস্ত হইয়া হঠাৎ জাগ্রত হইলেন?" "যুবক, কোশলরাজ দীঘীতির পুত্র দীর্ঘায়ু নামক কুমার স্বপ্নে আমাকে খড়গ দ্বারা নিহত করিতেছে, এইজন্য আমি ভীত, উদ্বিগ্ন, শঙ্কাভিভূত এবং উত্রস্ত হইয়া হঠাৎ জাগিয়া উঠিলাম।" তখন দীর্ঘায়ুকুমার বামহস্তে কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের মস্তক চাপিয়া ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তে খড়গ কোশমুক্ত করিয়া কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে কহিলেন, "দেব, আমিই কোশলরাজ দীঘীতির পুত্র দীর্ঘায়ুকুমার। আপনি আমাদের বহু অনর্থ সাধন করিয়াছেন, আপনার দ্বারা আমাদের সৈন্য, বাহন, জনপদ, কোষ এবং কোষ্ঠাগার হরণ করা হইয়াছে, আপনার দ্বারা আমার মাতাপিতা নিহত হইয়াছেন, অতএব এখনই শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণের সময়।"

হে ভিক্ষুগণ, তখন কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘায়ুকুমারের পদতলে পতিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, "বৎস দীর্ঘায়ু, আমার জীবন দান কর! বৎস দীর্ঘায়ু, আমার জীবন দান কর!!" "আমি মহারাজের জীবন দান দিতে পারি, যদি মহারাজ পূর্বে আমার জীবন দান করেন।" "বৎস দীর্ঘায়ু, তুমিও আমার

জীবন দান কর, আমিও তোমার জীবন দান করিতেছি।” অতঃপর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত এবং দীর্ঘায়ুকুমার একে অন্যের জীবন দান করিলেন এবং দ্রোহিতা না করিবার জন্য একে অন্যের হস্তধারণ করিয়া শপথ করিলেন। অনন্তর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘায়ুকুমারকে কহিলেন, “বৎস দীর্ঘায়ু, রথ সজ্জিত কর, গমন করিব।” “যথা আজ্ঞা, দেব,” বলিয়া দীর্ঘায়ুকুমার কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি দিয়া, রথ সজ্জিত করিয়া, কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে কহিলেন, “দেব, রথ সজ্জিত করা হইয়াছে, এখন আপনি যাহা উচিত মনে করেন।” কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত রথে আরোহন করিলেন এবং দীর্ঘায়ুকুমার রথ চালনা করিলেন। দীর্ঘায়ুকুমার এইভাবে রথ চালাইলেন যে রাজা অচিরেই সৈন্যের সহিত মিলিত হইলেন।

হে ভিক্ষুগণ, অতঃপর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত বারাণসীতে গমন করিয়া অমাত্য এবং পার্ষদগণকে সমবেত করাইয়া কহিলেন, “ভণে, যদি আপনারা কোশলরাজ দীঘীতির পুত্র দীর্ঘায়ুকুমারের দেখা পান তাহা হইলে তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করিবেন?” কোনো কোনো অমাত্য কহিলেন, “দেব, আমরা তাহার হস্তছেদন করিব, তাহার পদছেদন করিব, হস্তপদছেদন করিব, কর্ণছেদন করিব, নাসিকাছেদন করিব, কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করিব, শিরশ্ছেদ করিব।” “ভণে, এই ব্যক্তিই কোশলরাজ দীঘীতির পুত্র দীর্ঘায়ুকুমার। ইহার কোনো অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবেন না। সে আমার জীবন দান করিয়াছে, আমিও তাহার জীবন দান করিয়াছি।”

হে ভিক্ষুগণ, অতঃপর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘায়ুকুমারকে কহিলেন, “বৎস দীর্ঘায়ু, তোমার পিতা যে মৃত্যুসময়ে বলিয়াছিলেন, ‘তাত দীর্ঘায়ু, দীর্ঘ কিংবা হ্রস্ব দেখিও না, বৈরভাবের দ্বারা বৈরভাবের উপশম হয় না; বরং অবৈরিতা দ্বারা বৈরভাবের উপশম হইয়া থাকে।’ তোমার পিতা কোন উদ্দেশ্যে এই কথা বলিয়াছিলেন?” “দেব, আমার পিতার মৃত্যু সময়ের বাক্যের অর্থ হইতেছে, দীর্ঘ অর্থাৎ চিরকাল শত্রুতা করিও না; হ্রস্ব অর্থাৎ হঠাৎ মিত্রের সঙ্গে ভেদ-বিচ্ছেদ ঘটাইও না; বৈরিতা দ্বারা বৈরভাবের উপশম হয় না, অবৈরিতা দ্বারা বৈরিতার উপশম হয় অর্থাৎ মহারাজ আমার পিতামাতাকে নিহত করাইয়াছেন এইজন্য যদি আমি মহারাজের জীবননাশ করি তাহা হইলে মহারাজের যাহারা হিতৈষী তাহারা আমার জীবননাশ করিতে পারেন এবং যাহারা আমার হিতৈষী তাহারা তাহাদের জীবননাশ করিতে পারেন, এরূপে সেই বৈরিতা বৈরভাবের দ্বারা উপশম হইবে না। এখন কিন্তু আমি মহারাজের জীবনদান করায় মহারাজও আমার জীবনদান করিয়াছেন এরূপে

সেই বৈরিতা অবৈরভাবের দ্বারা উপশম হইয়াছে। দেব, এইজন্যই আমার পিতা মৃত্যুসময়ে বলিয়াছিলেন, 'বৎস দীর্ঘায়ু, বৈরিতা দ্বারা বৈরভাবের উপশম হয় না, কিন্তু অবৈরিতা দ্বারা বৈরভাবের উপশম হইয়া থাকে।" অতঃপর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত 'অহো, বড় আশ্চর্য! অহো, বড় অদ্ভুত! দীর্ঘায়ুকুমার কেমন পণ্ডিত লোক! যেহেতু তাহার পিতার সংক্ষিপ্ত বাক্যের মর্মার্থ সে বিস্তৃভাবে অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছে!' এই বলিয়া তাহার পৈতৃক সৈন্য, বাহন, জনপদ, কোষ এবং কোষ্ঠাগার প্রত্যর্পণ করিলেন এবং স্বীয় দুহিতাও তাহাকে সম্প্রদান করিলেন।

হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ দণ্ডধারী, শস্ত্রধারী রাজাদের যদি মিলন হইতে পারে তবে ঈদৃশ সু-আখ্যাত ধর্মবিনয়ে (বুদ্ধশাসনে) প্রব্রজিত হইয়া তোমাদের মিলন হওয়া কি শোভা পায় না? তৃতীয়বারও ভগবান সেই ভিক্ষুগণকে কহিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, কিংবা বিবাদ করিও না।" তৃতীয়বারও সেই অন্যায়ের পক্ষপাতী[১] ভিক্ষু কহিল, "ধর্মস্বামী প্রভু ভগবান, আপনি প্রত্যক্ষ সুখ বিহারে অনুরক্ত হইয়া অবস্থান করুন। আমরা এই ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ এবং বিবাদে পরিদৃষ্ট হইব।" অনন্তর ভগবান "এই মোঘপুরুষগণ অত্যন্ত জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, ইহাদের চৈতন্য উদয় করা সহজ নহে।" এই ভাবিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

॥ দীর্ঘায়ু ভণিতা সমাপ্ত ॥

৮. ভিক্ষুসংঘ পরিত্যাগ

ভগবান পূর্বাহ্নে বহির্গমনোপযোগী অন্তর্বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া কৌশাম্বীতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য প্রবেশ করিলেন। কৌশাম্বীতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণ করিয়া, আহারকৃত্য সমাপনের পর ভিক্ষাচর্যা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া, শয্যাসন সামলাইয়া এবং পাত্রচীবর লইয়া ভিক্ষুসংঘের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াই এই গাথাগুলি উচ্চারণ করিলেন :

উচ্চশব্দ, মহাশব্দ, বহু অভিমান,
'সমজন'[২] সকলেই সমান সমান[৩]!

---

[১]। অয়ং পন ভিক্খু ভগবতো অত্থকামো। অয়ং কিরস্স অধিপ্পায়ো : ইমে ভিক্খু কোধাভিভূতা সত্থবচনং ন গণ্হতি; মা ভগবা এতে ওবদন্তো কিলামিত্থ'তি, তস্মা এবমাহ।—সম-পাসা।

[২]। সকলে সমান;

[৩]। সকলে পাণ্ডিত্যাভিমানী;

কেহ নাহি মনে করে, 'আমি মূর্খজন'
অধিকন্তু নাহি ভাবে, 'আমার কারণ
সংঘমধ্যে সংঘভেদ হইল এখন।'
পরিমূঢ়স্মৃতি[১] কিন্তু ভাষায় পণ্ডিত
বাক্‌পটু বলে বাক্য নহে সুচিন্তিত।
বাগীশ যথেচ্ছা বাক্য[২] করে উদ্গীরণ
দীর্ঘ প্রসারিত করি' আপন বদন।
কিন্তু নাহি জানে নিজ বাক্যের কারণ,
সংঘেতে নির্লজ্জভাব, দুর্দশা এমন!
'আক্রোশ করিল মোরে, বধিল আমায়,
জিনিল আমারে, উপহাসে হায় হায়!'
এই ভাব পোষে নিজ মনে যেই জন
বৈরিতা তাহার শান্ত না হয় কখন।
'আক্রোশ করিল মোরে, বধিল আমায়,
জিনিল আমারে, উপহাসে হায় হায়!'
এই ভাব যার মনে না হয় উদয়
বৈরিতা তাহার শান্ত জানিও নিশ্চয়।
শত্রুতায় শত্রুতার শান্তি নহে হেথা কদাচন,
মৈত্রীতে শমিত বৈরী,—জান ইহা ধর্ম সনাতন।
পণ্ডিত ব্যতীত যত আছে অন্য জন
নাহি জানে, 'হেথা হতে করিব গমন[৩]।'
জানে যেবা সত্য[৪] এই পণ্ডিত সুজন,
কলহ শমিত তার হয় সে কারণ।
অস্থিচ্ছেদ করে কিংবা জীবন হরণ,
অথবা গবাশ্ব ধন করে যে হরণ,
অথবা রাজ্যের করে বিলোপ সাধন,
যদি তাহাদের শেষে হয় রে মিলন
কেন তবে তোমাদের হবে না মিলন?

---

[১]। স্মৃতিবিভ্রম;

[২]। সংঘের প্রতি গৌরব করিয়া কেহ ন্যায় বিরুদ্ধবাক্য প্রয়োগে সঙ্কোচ করে না।

[৩]। আমরা যে মরিব তাহা ভাবে না।

[৪]। আমাদের মৃত্যু হইবে এই বিষয় যে সর্বদা স্মরণ করে।

যদি লাভ কর প্রাজ্ঞ সহায় আপন,
ধীর সহচর আর সাধু ও সুজন,
অতিক্রম করি সর্ব আততায়ীগণ[১]
চর লোকে স্মৃতিমান, আনন্দিত মন।
যদি নাহি লভ প্রাজ্ঞ সহায় আপন,
ধীর সহচর আর সাধু ও সুজন,
রাজাসম ছাড়ি রাজ্য বিজিত[২] যখন
অথবা অরণ্য মাঝে মাতঙ্গ যেমন
একাকী নিঃসঙ্গ নিজে কর বিচরণ।
একাকী বিহার শ্রেয় আপনি আপন,
মূর্খ হতে সহায়তা নাহি প্রয়োজন।
না করিয়া পাপ কর একা বিচরণ
নিরুদ্বেগে অরণ্যেতে মাতঙ্গ[৩] যেমন।

[স্থান : বালকলোণকার গ্রাম]

ভগবান সংঘসভায় দণ্ডায়মান হইয়াই এই গাথাগুলি উচ্চারণ করিয়া বালকলোণকার গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে আয়ুষ্মান ভৃগু বালকলোণকার গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন। দূরে থাকিতেই আয়ুষ্মান ভৃগু ভগবানকে আসিতে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া আসন প্রস্তুত করিলেন, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক স্থাপন করিলেন এবং অগ্রসর হইয়া ভগবানের পাত্রচীবর গ্রহণ করিলেন। ভগবান নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন এবং উপবেশন করিয়াই পাদ প্রক্ষালন করিলেন। আয়ুষ্মান ভৃগু ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান ভৃগুকে ভগবান কহিলেন, "হে ভিক্ষু, নিরুপদ্রবে আছ তো? সুখে দিন যাপন করিতেছ তো? এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহে কষ্ট হয় না তো?" "ভগবান, আমি নিরুপদ্রবে আছি, সুখে দিন যাপন করিতেছি এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহেও আমার কষ্ট হয় না।" অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান ভৃগুকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ,

---

[১]। প্রকাশ্য শত্রু এবং গুপ্ত শত্রু।

[২]। মহাজনক রাজা ও অরিন্দম রাজার ন্যায় বিজিত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া একাকী বিচরণ করিবে।

[৩]। মাতৃপোষক ও পারিলেয়্যক হস্তীরাজের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।—সম-পাসা।

সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া প্রাচীনবংশদাবে উপস্থিত হইলেন।

[স্থান : প্রাচীনবংশদাব]

সেই সময়ে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান নন্দিয় এবং আয়ুষ্মান কিম্বিল প্রাচীনবংশদাবে অবস্থান করিতেছিলেন। দূরে থাকিতেই দারপাল (বনরক্ষক) ভগবানকে আসিতে দেখিতে পাইল; দেখিয়া কহিল, "হে শ্রমণ, এই অরণ্যে প্রবেশ করিবেন না; কেননা এইস্থানে তিনজন কুলপুত্র স্বকার্য সাধনে রত আছেন; তাহাদের স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাত উৎপাদন করিবেন না।"

আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ ভগবানের সহিত বনরক্ষকের আলাপ শুনিতে পাইলেন; শুনিয়া বনরক্ষককে কহিলেন, "হে বনরক্ষক, ভগবানকে বারণ করিও না। আমাদের শাস্তা (গুরু) ভগবান উপস্থিত হইয়াছেন।" অতঃপর আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ আয়ুষ্মান নন্দিয় এবং আয়ুষ্মান কিম্বিলের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান নন্দিয় এবং আয়ুষ্মান কিম্বিলকে কহিলেন, "আয়ুষ্মানগণ, আসুন! আয়ুষ্মানগণ, আসুন!! আমাদের শাস্তা ভগবান আসিয়াছেন!" আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান নন্দিয় এবং আয়ুষ্মান কিম্বিল অগ্রসর হইয়া কেহ ভগবানের পাত্রচীবর প্রতিগ্রহণ করিলেন, কেহ আসন প্রস্তুত করিলেন এবং কেহ বা পাদোদক, পাদপীঠ এবং পাদকথলিক স্থাপন করিলেন। ভগবান নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন; উপবেশন করিয়া পাদ প্রক্ষালন করিলেন। সেই আয়ুষ্মানগণও ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে ভগবান কহিলেন, "অনুরুদ্ধ, তোমরা নিরুপদ্রবে আছ তো? সুখে দিনযাপন করিতেছ তো? এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহে ক্লেশ হয় না তো?" "ভগবান, আমরা নিরুপদ্রবে আছি, আমরা সুখে দিনযাপন করিতেছি এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহেও আমাদিগকে ক্লেশ পাইতে হয় না।" অনুরুদ্ধ, তোমরা কি সমগ্রভাব, সম্মোদমান, অবিবাদমান এবং ক্ষীরোদক সদৃশ হইয়া পরস্পরকে স্নেহচক্ষে অবলোকন করিয়া অবস্থান করিতেছ?" "হ্যাঁ প্রভো, আমরা সমগ্রভাব, সম্মোদমান, অবিবাদমান এবং ক্ষীরোদক সদৃশ হইয়া পরস্পরকে স্নেহচক্ষে অবলোকন করিয়া অবস্থান করিতেছি।" "অনুরুদ্ধ, কিরূপে তোমরা সমগ্রভাব, সম্মোদমান, অবিবাদমান এবং ক্ষীরোদক সদৃশ হইয়া পরস্পরকে স্নেহচক্ষে অবলোকন করিয়া অবস্থান করিতেছি।" "অনুরুদ্ধ, কিরূপে তোমরা সমগ্রভাব, সম্মোদমান, অবিবাদমান এবং ক্ষীরোদক সদৃশ হইয়া পরস্পরকে স্নেহচক্ষে অবলোকন করিয়া অবস্থান

করিতেছ?”

“প্রভো, আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়া থাকে : “আমার অতি সৌভাগ্য যে আমি এতাদৃশ সব্রহ্মচারীগণের সঙ্গলাভে সমর্থ হইয়াছি।’ প্রভো, আমি এই আয়ুষ্মানগণের প্রতি প্রকাশ্যে এবং গোপনে কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক মৈত্রীপূর্ণ ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া থাকি। প্রভো, আমার মনে এইরূপ চিন্তা উদিত হইয়া থাকে : ‘আমি স্বীয় চিত্তের অধীন না থাকিয়া এই আয়ুষ্মানদের চিত্তের অনুবর্তী হইব।’ এই ভাবিয়া আমি স্বীয় চিত্তের বশে না থাকিয়া এই আয়ুষ্মানগণের চিত্তেরই অনুবর্তী হইয়াছি। প্রভো, আমাদের দেহ পৃথক হইলেও চিত্ত কিন্তু পৃথক নহে।” আয়ুষ্মান নন্দিয় এবং আয়ুষ্মান কিম্বিলও ভগবানকে এইরূপ কহিলেন, “প্রভো, আমরা এইরূপে সমগ্রভাব, সম্মোদমান, অবিবাদমান এবং ক্ষীরোদক সদৃশ হইয়া পরস্পরকে স্নেহচক্ষে অবলোকন করিয়া অবস্থান করিতেছি।”

“অনুরুদ্ধ, তোমরা কি প্রমাদবর্জিত উদ্যোগী এবং সংযমী হইয়া অবস্থান করিতেছ?” “হ্যাঁ প্রভো, আমরা প্রমাদবর্জিত, উদ্যোগী এবং সংযমী হইয়া অবস্থান করিতেছি।” “অনুরুদ্ধ, তোমরা কিরূপে প্রমাদবর্জিত, উদ্যোগী এবং সংযমী হইয়া অবস্থান করিতেছ?”

“প্রভো, আমাদের মধ্যে যিনি প্রথম গ্রাম হইতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাগমন করেন তিনি আসন প্রস্তুত করিয়া থাকেন, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক স্থাপন করেন, অন্ন রাখিবার পাত্র ধুইয়া স্থাপন করেন, পানীয় এবং পরিভোগ্য জলপাত্র স্থাপন করেন এবং যিনি পরে গ্রাম হইতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাগমন করেন যদি ভুক্তাবশেষ থাকে তাহা হইলে ইচ্ছা হইলে ভোজন করেন, যদি ইচ্ছা না হয় তাহা হইলে তৃণহীন ভূমিতে অথবা অল্পপ্রাণরহিত জলে পরিত্যাগ করেন। তিনি আসন উঠাইয়া রাখেন, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক সামলাইয়া রাখেন, অন্ন-পাত্র ধৌত করিয়া সামলাইয়া রাখেন, পানীয় পরিভোগ্য জলপাত্র সামলাইয়া রাখেন, ভোজনশালা সম্মার্জন করেন। যিনি পানীয় জলের ঘট, পরিভোগ্য জলের ঘট অথবা পায়খানার জলপাত্র জলশূন্য দেখেন তিনি তাহা পূর্ণ করেন। যদি জলপাত্র ভারি বোধ হয় তাহা হইলে অন্যকে হাতের ইশারায় আহ্বান করিয়া, ধরাধরি করিয়া জলপূর্ণ করিয়া থাকি। তজ্জন্য আমরা বাক্যস্ফূর্তি করি না। আমরা পঞ্চম দিন সারা রাত্রি ধর্মকথায় উপবিষ্ট থাকি। প্রভো, আমরা এইরূপে প্রমাদবর্জিত, উদ্যোগী এবং সংযমী হইয়া অবস্থান করিয়া থাকি।”

অনন্তর ভগবান আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান নন্দিয় এবং আয়ুষ্মান

কিম্বিলকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া, পারিলেয়্যক বনে গমন করিলেন। ভগবান পারিলেয়্যক বনে অবস্থান করিতে লাগিলেন, রক্ষিতবনসণ্ডে, ভদ্রশাল বৃক্ষমূলে।

[স্থান : পারিলেয়্যক বন]

৯. নির্জনবাসে আনন্দ

ভগবান নিভৃতে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় তাহার চিত্তে এইরূপ পরিবিতর্ক উপস্থিত হইল : 'আমি পূর্বে সেই ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সংঘের নিকট অভিযোক্তা কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণ কর্তৃক উপদ্রুত হইয়া অনুকূলভাবে অবস্থান করিতে পারি নাই; কিন্তু এখন আমি একাকী, অদ্বিতীয় সেই ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সংঘের নিকট অভিযোক্তা কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণ হইতে পৃথক হইয়া স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারিতেছি।' তখন একটি হস্তীরাজও হস্তী, হস্তিনী, তরুণ হস্তী এবং হস্তীশাবকের দ্বারা উপদ্রুত হইয়া এবং ছিন্নাগ্র তৃণ ভক্ষণ করিয়া, অবস্থান করিতেছিল। তাহার দ্বারা উচ্চস্থান হইতে আহরিত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন শাখাপল্লব তাহারা ভক্ষণ করিয়া ফেলিত। তাহাকে আবিল জল পান করিতে হইত এবং অবগাহনের পর হস্তিনীরা তাহার দেহ ঘেঁসিয়া গমন করিত। অনন্তর সেই হস্তীরাজের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'আমি হস্তী, হস্তিনী, তরুণহস্তী ও হস্তীশাবক দ্বারা উপদ্রুত হইয়া এবং ছিন্নাগ্র তৃণ ভক্ষণ করিয়া অবস্থান করিতেছি। আমার দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন শাখাপল্লব তাহারা ভক্ষণ করিয়া ফেলিতেছে। আমাকে আবিল পানীয় পান করিতে হইতেছে এবং অবগাহনের পর হস্তিনীরা আমার দেহ ঘেঁসিয়া যাইতেছে; অতএব আমি যুথ পরিত্যাগ করিয়া একাকী অবস্থান করিব।' এই ভাবিয়া সেই হস্তীরাজ যূথ পরিত্যাগ করিয়া পারিলেয়্যক বনে রক্ষিতবনসণ্ডে, ভদ্রশালবৃক্ষমূলে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া শুণ্ডদ্বারা ভগবানের জন্য পানীয় এবং পরিভোগ্য জল আহরণ করিয়া রাখিল এবং স্থানটি শুণ্ডদ্বারা তৃণহীন করিল। অনন্তর সেই হস্তীর মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'আমি পূর্বে হস্তী, হস্তিনী, যুবকহস্তী এবং হস্তীশাবক দ্বারা উপদ্রুত হইয়া বাস করিতাম এবং ছিন্নাগ্র তৃণ ভক্ষণ করিতাম। আমার দ্বারা উচ্চস্থান হইতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন শাখাপল্লব তাহারা ভক্ষণ করিয়া ফেলিত। আমাকে আবিল জলপান করিতে হইত; অবগাহনের পর হস্তিনীরা আমার দেহ ঘেঁসিয়া চলিয়া যাইত। কিন্তু এখন আমি হস্তী, হস্তিনী, হস্তীযুবক,

হস্তীশাবক হইতে পৃথক হইয়া একাকী, অদ্বিতীয় নিরাপদে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতেছি।' তখন ভগবান নিজের চিত্ত বিবেক এবং স্বচিত্তে সেই হস্তীরাজের চিত্ত পরিবিতর্ক অবগত হইয়া সেই সময় এই উদানগাথা উচ্চারণ করিলেন :

ঈষাদন্ত[১] দীর্ঘদন্ত হস্তীনাগ সনে
সম্বুদ্ধ[২] মিলায় চিত্ত আপন জীবনে
যেহেতু উভয়ে রমে একা এই বনে।

[স্থান : শ্রাবস্তী]

ভগবান পারিলেয্যক বনে যথারুচি অবস্থান করিয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে পর্যটন যাত্রা করিলেন। ক্রমান্বয়ে বিচরণ করিতে করিতে শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন। ভগবান শ্রাবস্তী সন্নিধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন, জেতবনে, অনাথপিণ্ডদের আরামে। কৌশাম্বীবাসী উপাসকগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'কৌশাম্বীবাসী এই আর্য ভিক্ষুগণ আমাদের বড় অনর্থকারী; ইহাদের দ্বারা উপদ্রুত হইয়া ভগবান প্রস্থান করিয়াছেন অতএব আমরা আর্য কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণকে অভিবাদন করিব না, তাহাদিগকে দেখিয়া প্রত্যুত্থান করিব না, অঞ্জলিকর্ম কিংবা তাহাদের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব না। তাহাদিগকে সৎকার করিব না, তাহাদের প্রতি গৌরব প্রদর্শন করিব না, তাহাদিগকে মান্য কিংবা পূজা করিব না এবং তাহারা উপস্থিত হইলে ভিক্ষান্ন প্রদান করিব না। ইহারা এরূপে আমাদের দ্বারা সৎকার, গৌরব, মান, পূজা লাভ না করিয়া এবং অবজ্ঞাত হইয়া এইস্থান হইতে প্রস্থান করিবেন, গৃহী হইয়া যাইবেন অথবা ভগবানকে প্রসন্ন করিবেন।' এই ভাবিয়া কৌশাম্বীবাসী উপাসকগণ সেই হইতে তাহাদিগকে অভিবাদন করিলেন না, তাহাদিগকে দেখিয়া প্রত্যুত্থান করিলেন না, তাহাদিগের দিকে কৃতাঞ্জলি হইলেন না, তাহাদের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন না, সৎকার, গৌরব, মান্য, পূজা করিলেন না এবং তাহাদের গৃহে উপস্থিত হইলেও ভিক্ষান্ন প্রদান করিলেন না। তখন কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণ কৌশাম্বীর উপাসকগণের দ্বারা সৎকার, গৌরব, মান, পূজা লাভ না করিয়া এবং অবজ্ঞাত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, "বন্ধো, চলুন, আমরা শ্রাবস্তীতে যাইয়া ভগবানের নিকট এই বিবাদের মীমাংসা করিয়া ফেলি।" এই বলিয়া কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণ

---

[১]। রথদণ্ডের ন্যায় দীর্ঘদন্তবিশিষ্ট।

[২]। বুদ্ধরূপী নাগরাজ।

শয্যাসন সামলাইয়া, পাত্রচীবর লইয়া শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইলেন।

অধর্মবাদী এবং ধর্মবাদী

১. অধর্মবাদীর পরিচয়

আয়ুষ্মান সারিপুত্র শুনিতে পাইলেন : কৌশাম্বীবাসী সেই ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সংঘের নিকট অভিযোক্তা ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে আসিতেছেন। অনন্তর আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, সেই ভণ্ডনকারী... কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে আসিতেছেন। আমি তাহাদের প্রতি কীরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করিব?" "সারিপুত্র, তুমি ধর্মবাদিগণের পক্ষাবলম্বন করিতে পার।" "প্রভো, কে ধর্মবাদী এবং কেই বা অধর্মবাদী তাহা আমি কিরূপে জানিব?"

হে সারিপুত্র, অষ্টাদশ বিষয় দ্বারা অধর্মবাদীর পরিচয় লাভ করিতে হইবে; যথা : যেই ভিক্ষু (১) অধর্মকে ধর্ম বলে, (২) ধর্মকে অধর্ম বলে, (৩) অবিনয়কে বিনয় বলে, (৪) বিনয়কে অবিনয় বলে, (৫) তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনালাপিত বিষয় তথাগত কর্তৃক ভাষিত, আলাপিত বলে, (৬) তথাগত দ্বারা ভাষিত, আলাপিত বিষয় তথাগত দ্বারা অভাষিত, অনালাপিত বলে, (৭) তথাগত দ্বারা অনাচরিত বিষয় তথাগত দ্বারা আচরিত বলে, (৮) তথাগত দ্বারা আচরিত বিষয় তথাগত দ্বারা অনাচরিত বলে, (৯) তথাগত দ্বারা অব্যবস্থিতকে তথাগত দ্বারা ব্যবস্থিত বলে, (১০) তথাগত দ্বারা ব্যবস্থিতকে তথাগত দ্বারা অব্যবস্থিত বলে, (১১) নিরপরাধকে অপরাধ বলে, (১২) অপরাধকে নিরপরাধ বলে, (১৩) লঘু অপরাধকে গুরু অপরাধ বলে, (১৪) গুরু অপরাধকে লঘু অপরাধ বলে, (১৫) সাবশেষ অপরাধকে অনাবশেষ অপরাধ বলে, (১৬) অনাবশেষ অপরাধকে সাবশেষ অপরাধ বলে, (১৭) দুস্থূল অপরাধকে অদস্থূল অপরাধ বলে, (১৮) অদুস্থূল অপরাধকে দুস্থূল অপরাধ বলে। সারিপুত্র, এই অষ্টাদশ প্রকার বিষয় দ্বারা অধর্মবাদীর পরিচয় লাভ করিতে হইবে।

২. ধর্মবাদীর পরিচয়

হে সারিপুত্র, অষ্টাদশ প্রকার বিষয় দ্বারা ধর্মবাদীর পরিচয় লাভ করিতে হইবে; যথা : যেই ভিক্ষু (১) অধর্মকে অধর্ম বলে, (২) ধর্মকে ধর্ম বলে, (৩) অবিনয়কে অবিনয় বলে, (৪) বিনয়কে বিনয় বলে, (৫) তথাগত কর্তৃক

অভাষিত, অনালাপিতকে তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনালাপিত বলে, (৬) তথাগত কর্তৃক ভাষিত, আলাপিতকে তথাগত কর্তৃক ভাষিত, আলাপিত বলে, (৭) তথাগত কর্তৃক অনাচরিতকে তথাগত কর্তৃক অনাচরিত বলে, (৮) তথাগত কর্তৃক আচরিতকে তথাগত কর্তব্য আচরিত বলে, (৯) তথাগত কর্তৃক অব্যবস্থিতকে তথাগত কর্তৃক অব্যবস্থিত বলে, (১০) তথাগত কর্তৃক ব্যবস্থিতকে তথাগত কর্তৃক ব্যবস্থিত বলে, (১১) নিরপরাধকে নিরপরাধ বলে, (১২) অপরাধকে অপরাধ বলে, (১৩) লঘু অপরাধকে লঘু অপরাধ বলে, (১৪) গুরু অপরাধকে গুরু অপরাধ বলে, (১৫) সাবশেষ অপরাধকে সাবশেষ অপরাধ বলে, (১৬) অনাবশেষ অপরাধকে অনাবশেষ অপরাধ বলে, (১৭) দুস্থূল অপরাধকে দস্থূল অপরাধ বলে, (১৮) অদুস্থূল অপরাধকে অদুস্থূল অপরাধ বলে। সারিপুত্র, এই অষ্টাদশ বিষয় দ্বারা ধর্মবাদীর পরিচয় লাভ করিতে হইবে।

আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন, আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ, আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন, আয়ুষ্মান মহাকোষ্ঠিত, আয়ুষ্মান মহাকপ্পিন, আয়ুষ্মান মহাচুন্দ, আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান রেবত, আয়ুষ্মান উপালি, আয়ুষ্মান আনন্দ এবং আয়ুষ্মান রাহুল শুনিতে পাইলেন : সেই ভণ্ডনকারী... নিত্য সংঘের নিকট অভিযোক্তা কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে আসিতেছেন। অতঃপর আয়ুষ্মান রাহুল ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া আয়ুষ্মান রাহুল ভগবানকে কহিলেন, “প্রভো, সেই ভণ্ডনকারী... নিত্য সংঘের নিকট অভিযোক্তা কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে আসিতেছেন, অতএব আমি সেই ভিক্ষুগণের সহিত কীরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করি?” “হে রাহুল, তুমি ধর্মবাদীর পক্ষাবলম্বন করিতে পার।” “প্রভো, কে ধর্মবাদী, কেই বা অধর্মবাদী তাহা আমি কীরূপে জানিতে পারিব?” “রাহুল, অষ্টাদশ বিষয় দ্বারা অধর্মবাদীর পরিচয় লাভ করিতে হইবে... রাহুল, এই অষ্টাদশ প্রকার বিষয়দ্বারা অধর্মবাদীর পরিচয় লাভ করিতে হইবে। রাহুল, অষ্টাদশ প্রকার বিষয়দ্বারা ধর্মবাদীর পরিচয় লাভ করিতে হইবে... রাহুল, এই অষ্টাদশ প্রকার বিষয়দ্বারা ধর্মবাদীর পরিচয় লাভ করিতে হইবে।”

মহাপ্রজাপতি গৌতমী শুনিতে পাইলেন : সেই ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং সংঘের নিকট নিত্য অভিযোক্তা কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে আসিতেছেন। অতঃপর মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে

অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন; একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, সেই ভণ্ডনকারী... নিত্য সংঘের নিকট অভিযোক্তা কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে আসিতেছেন, অতএব প্রভো, আমি তাহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করিব?" "গৌতমী, তুমি উভয় পক্ষের নিকট ধর্ম শ্রবণ করিতে পার, উভয়পক্ষের নিকট ধর্ম শ্রবণ করিয়া যাহারা ধর্মবাদী তাহাদের দৃষ্টি, ক্ষান্তি, মত এবং দৃঢ় ধারণার অনুসরণ করিতে পার। ভিক্ষুসংঘের নিকট ভিক্ষুণীসংঘের যাহা কিছু প্রত্যাশিতব্য তাহা ধর্মবাদীর নিকট হইতেই প্রত্যাশা করিতে হইবে।"

গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক শুনিতে পাইলেন : সেই ভণ্ডনকারী... নিত্য সংঘের নিকট অভিযোক্তা কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে আসিতেছেন। অনন্তর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন; একান্তে উপবেশন করিয়া অনাথপিণ্ডিক ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, সেই ভণ্ডনকারী... নিত্য সংঘের নিকট অভিযোক্তা কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে আসিতেছেন, অতএব আমি তাহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করিব?" "গৃহপতি, আপনি উভয়পক্ষকে দান করুন, উভয়পক্ষে দান দিয়া উভয়পক্ষের নিকট ধর্ম শ্রবণ করুন, উভয়পক্ষের নিকট ধর্ম শ্রবণ করিয়া তন্মধ্যে যেই ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী তাহাদের দৃষ্টি, ক্ষান্তি, মত এবং দৃঢ় ধারণার অনুসরণ করুন।"

মৃগারমাতা বিশাখা শুনিতে পাইলেন : সেই ভণ্ডনকারী... নিত্য সংঘের নিকট অভিযোক্তা কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে আসিতেছেন। অনন্তর মৃগারমাতা বিশাখা ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া মৃগারমাতা বিশাখা ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, সেই ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সংঘের নিকট অভিযোক্তা কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে আসিতেছেন; অতএব আমি সেই ভিক্ষুগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করিব?" "বিশাখে, তুমি উভয়পক্ষকে দান দাও, দান দিয়া উভয়পক্ষের নিকট ধর্মশ্রবণ কর, উভয়পক্ষের নিকট ধর্মশ্রবণ করিয়া তন্মধ্যে যেই ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী তাহাদের দৃষ্টি, ক্ষান্তি, মত এবং দৃঢ় ধারণার অনুসরণ কর।"

অতঃপর কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণ ক্রমান্বয়ে বিচরণ করিতে করিতে শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইলেন। তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে

উপবেশন করিলেন; একান্তে উপবেশন করিয়া আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, সেই ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সংঘের নিকট অভিযোক্তা কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইয়াছেন, অতএব আমি তাহাদের শয়নাসন সম্বন্ধে কীরূপ ব্যবস্থা করিব?" "সারিপুত্র, তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শয়নাসন প্রদান করা কর্তব্য।" "প্রভো, যদি স্বতন্ত্র শয়নাসনের অভাব হয় তবে কীরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে?" "সারিপুত্র, স্বতন্ত্র শয়নাসন প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। সারিপুত্র, কোনো অবস্থাতেই বৃদ্ধতম ভিক্ষুকে শয়নাসন ভ্রষ্ট করিতে পারিবে না; যে ভ্রষ্ট করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।" "প্রভো, আমিষ (ভোজনাদি) সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে?" "সারিপুত্র, আমিষ (খাদ্যদ্রব্য) সকলকে সমভাবে প্রদান করিতে হইবে।"

সংঘ-সম্মেলন

অতঃপর ধর্ম এবং বিনয় প্রত্যবেক্ষণ (পর্যালোচনা) করায় সেই উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'ইহা অপরাধ, নিরপরাধ নহে; অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছি, অপ্রাপ্ত নহে; আমি উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি, অনুৎক্ষিপ্ত নহে; ধর্মসম্মত, ন্যায়সম্মত যথোচিত কর্মদ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি।' এই ভাবিয়া সেই উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষু উৎক্ষিপ্তানুবর্তী ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া উৎক্ষিপ্তানুবর্তী ভিক্ষুগণকে কহিলেন, "বন্ধুগণ, ইহা অপরাধ, নিরপরাধ নহে; আমি অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছি, অপ্রাপ্ত নহে; আমি উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি, অনুৎক্ষিপ্ত নহে; ধর্মসম্মত, ন্যায়সম্মত, যথোচিত কর্মদ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি; অতএব আয়ুষ্মানগণ আমাকে সংঘে প্রবেশাধিকার প্রদান করুন।"

তখন সেই উৎক্ষিপ্তানুবর্তী ভিক্ষুগণ সেই উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষুকে সঙ্গে করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন; একান্তে উপবেশন করিয়া সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, এই উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষু বলিতেছেন, 'বন্ধুগণ, ইহা অপরাধ, নিরপরাধ নহে; আমি অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছি, অপ্রাপ্ত নহে; আমি উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি, অনুৎক্ষিপ্ত নহে; ধর্মসম্মত, ন্যায়সম্মত, যথোচিত কর্মদ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি; অতএব আয়ুষ্মানগণ আমাকে সংঘে প্রবেশাধিকার প্রদান করুন।' প্রভো, আমাদিগকে এই সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে?"

"ভিক্ষুগণ, ইহা অপরাধ, নিরপরাধ নহে; এই ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছে, অপ্রাপ্ত নহে; এই ভিক্ষু উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, অনুৎক্ষিপ্ত নহে;

ধর্মসম্মত, ন্যায়সম্মত, যথোচিত কর্মদ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। যেহেতু সেই ভিক্ষু অপরাধও প্রাপ্ত হইয়াছে, উৎক্ষিপ্তও হইয়াছে, অপরাধ স্বীকারও করিতেছে সেইজন্য সেই ভিক্ষুকে সংঘে প্রবেশাধিকার প্রদান কর।"

অতঃপর সেই উৎক্ষিপ্তানুবর্তী ভিক্ষুগণ সেই উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষুকে সংঘে প্রবেশাধিকার প্রদান করিয়া উৎক্ষেপক ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া উৎক্ষেপক ভিক্ষুগণকে কহিলেন, 'বন্ধুগণ, যেই বিষয় লইয়া সংঘের মধ্যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সংঘভেদ, সংঘরাজি, সংঘব্যবস্থান এবং সংঘপার্থক্য হইয়াছিল সেই বিষয়ে এই ভিক্ষু সত্যই অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সত্যই উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি এখন সেই অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন এবং সংঘ কর্তৃক তিনি সংঘে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন। অতএব বন্ধুগণ, চলুন, আমরা সেই বিষয়ের মীমাংসার জন্য সংঘ-সামগ্গী (সংঘ-সম্মেলন) করি।"

অনন্তর সেই উৎক্ষেপক (দণ্ডদাতা) ভিক্ষুগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন; একান্তে উপবেশন করিয়া সেই উৎক্ষেপক ভিক্ষুগণ ভগবানকে কহিলেন :

১. সংঘ-সম্মেলন প্রণালি

প্রভো, সেই উৎক্ষিপ্তানুবর্তী ভিক্ষুগণ বলিয়াছেন, "বন্ধুগণ, যেই বিষয়ে সংঘের মধ্যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সংঘভেদ, সংঘরাজি, সংঘব্যবস্থান এবং সংঘপার্থক্য ঘটিয়াছিল, সেই ভিক্ষু যথার্থ অপরাধী হইয়াছিলেন, উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, এখন অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন এবং সংঘে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন, আসুন, বন্ধুগণ, আমরা সেই বিষয়ের উপশমের জন্য 'সংঘ-সামগ্গী (সংঘ-সম্মেলন) করি। প্রভো, আমাদিগকে কীরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে?" "হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু সেই ভিক্ষু যথার্থ অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছিল, উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এখন অপরাধ স্বীকার করিতেছে এবং সংঘে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে সেই হেতু হে ভিক্ষুগণ, সংঘ সেই বিষয়ের উপশমের জন্য সংঘ-সম্মেলন করুক।"

হে ভিক্ষুগণ, এরূপে করিতে হইবে : রোগী বা নিরোগী সকলকেই একস্থানে সমবেত হইতে হইবে, কেহই ছন্দ (মত) প্রেরণ করিতে পারিবে না; সমবেত হইয়া দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :

জ্ঞপ্তি : "মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যেই কারণে সংঘের মধ্যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ... উপস্থিত হইয়াছিল, সেই বিষয়ে এই ভিক্ষু অপরাধী এবং উৎক্ষিপ্ত, হইয়াছিলেন, তিনি এখন সেই অপরাধ স্বীকার করিতেছেন এবং তিনি সংঘ কর্তৃক সংঘে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হইলে সংঘ সেই বিষয়ের উপশমের জন্য সংঘ-সম্মেলন করিতে পারেন।—ইহাই জ্ঞপ্তি।"

অনুশ্রাবণ : "মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যেই কারণে সংঘের মধ্যে ভণ্ডন,... উপস্থিত হইয়াছিল, সেই ভিক্ষু যথার্থ অপরাধী হইয়াছিলেন, উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, এখন অপরাধ স্বীকার করিতেছেন এবং সংঘে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন। সংঘ সেই বিষয়ের মীমাংসার জন্য সংঘ-সম্মেলন করিতেছেন। যেই আয়ুষ্মান সেই বিষয়ের উপশমের জন্য সংঘ-সম্মেলন করা উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তাহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।"

ধারণা : "সংঘ সেই বিষয়ের উপশমের জন্য সংঘ-সম্মেলন করিলেন। এখন সংঘভেদ নিহত (বন্ধ) হইল, সংঘরাজি, সংঘব্যবস্থান এবং সংঘপার্থক্য বন্ধ হইল। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন, আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।"

২. ন্যায়বিরুদ্ধ সংঘ-সম্মেলন

তখনই উপোসথ করিতে হইবে, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে হইবে।

আয়ুষ্মান উপালি ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া আয়ুষ্মান উপালি ভগবানকে কহিলেন, "প্রভো, যেই বিষয়ের জন্য সংঘের মধ্যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সংঘভেদ, সংঘরাজি, সংঘব্যবস্থান এবং সংঘপার্থক্য হয় যদি সংঘ সেই বিষয়ের মীমাংসা না করিয়া, মূল নির্ণয় না করিয়া সংঘ-সম্মেলন করেন তাহা হইলে সেই সংঘ-সম্মেলন কি ধর্মসম্মত হইবে?"

"হে উপালি, যেই বিষয়ের জন্য সংঘের মধ্যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ... হয় যদি সংঘ সেই বিষয়ের মীমাংসা না করিয়া, মূল নির্ণয় না করিয়া সংঘ-সম্মেলন করে, তাহা হইলে সেই সংঘ-সম্মেলন ধর্মবিরুদ্ধ হইবে।"

৩. নিয়মানুগ সংঘ-সম্মেলন

“প্রভো, যেই বিষয়ের জন্য সংঘের মধ্যে ভণ্ডন, কলহ,... হয় যদি সংঘ সেই বিষয় মীমাংসা করিয়া, মূল, নির্ণয় করিয়া সংঘ-সম্মেলন করে তাহা হইলে সেই সংঘ-সম্মেলন কি ধর্মসম্মত হইবে?”

“হে উপালি, যেই বিষয়ে সংঘ মধ্যে ভণ্ডন,... হয় যদি সংঘ সেই বিষয়ের মীমাংসা করিয়া, মূল নির্ণয় করিয়া সংঘ-সম্মেলন করে তাহা হইলে সেই সংঘ-সম্মেলন ধর্মসম্মত হইবে।”

৪. দ্বিবিধ সংঘ-সম্মেলন

“প্রভো, সংঘ-সম্মেলন কয় প্রকার?” “উপালি, সংঘ-সম্মেলন দুই প্রকার; যথা : (১) উপালি, এমন সংঘ-সম্মেলন আছে : যাহা অর্থহীন কিন্তু ব্যঞ্জনসম্পন্ন; (২) আর একপ্রকার সংঘ-সম্মেলন আছে : যাহা অর্থ এবং ব্যঞ্জনসম্পন্ন। উপালি, কোন সংঘ-সম্মেলন অর্থরহিত কিন্তু ব্যঞ্জনসম্পন্ন? উপালি, যেই বিষয়ের জন্য সংঘমধ্যে ভণ্ডন,... হয় সংঘ সেই বিষয় নির্ণয় না করিয়া, মূল বিষয়ের মীমাংসা না করিয়া যদি সংঘ-সম্মেলন করে তাহা হইলে তাহা অর্থরহিত কিন্তু ব্যঞ্জনসম্পন্ন হইবে। উপালি, কোন সংঘ-সম্মেলন অর্থ এবং ব্যঞ্জনসম্পন্ন? উপালি, যেই বিষয়ের জন্য সংঘমধ্যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সংঘভেদ, সংঘরাজি, সংঘব্যবস্থান এবং সংঘপার্থক্য হয় সংঘ সেই বিষয়ের মীমাংসা করিয়া, মূল নির্ণয় করিয়া যেই সংঘ-সম্মেলন করে সেই সংঘ-সম্মেলন অর্থ এবং ব্যঞ্জনসম্পন্ন হয়। উপালি, সংঘ-সম্মেলন এই দুই প্রকার।”

উপযুক্ত বিনয়ধরের প্রশংসা

আয়ুষ্মান উপালি আসন হইতে উঠিয়া, উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবানকে কহিলেন :

সংঘকৃত্য, সংঘকর্মে কিংবা মন্ত্রণায়
অর্থজাতে বিচারেতে বিচার সভায়
মহা উপকারী হেথা হয় কোন জন
কিরূপে বা ভিক্ষু হয় প্রশংসা-ভাজন?
প্রথম শীলের গুণে নির্দোষ যে জন
অগুপ্ত সন্দেহযুক্ত নহে আচরণ,
সুসংবৃত সুসংযত ইন্দ্রিয় যাহার

শত্রুও ধর্মত নিন্দা নাহি করে তার।
নাহিক তাহাতে জান হেন কোনো দোষ
যাহার কারণ তারে দিবে অপদোষ।
শীল-বিশুদ্ধিতে স্থিত হয় সেই জন,
বিশারদ করে উক্তি জিনি সর্বজন।
অস্তম্ভিত পরিষদে কাঁপে না সে ডরে,
যুক্তিযুক্ত বলে বাক্য, নীতি নাহি ছাড়ে।
পরিষদে যদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়
অধোমুখ কিংবা মঙ্কু[১] কভু নাহি হয়।
কাল-উপযোগী বাক্যে করি' সদুত্তর
বিচক্ষণ তোষে বিজ্ঞজনে নিরন্তর।
বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষু আর আচার্যের প্রতি
সগৌরবে বিশারদ ভক্তিমান অতি।
বিচারেতে দক্ষ আর কথায় নিপুণ,
বিপক্ষ-বিরুদ্ধে যুক্তি দিতে বিচক্ষণ,
বিপক্ষ যাহাতে নিজ মানে পরাজয়,
উপস্থিত জনে তত্ত্ব উপলব্ধি হয়।
স্বীয় আচার্যের মত করিয়া গ্রহণ
সহজে ঔদ্ধত্যবশে করে না বর্জন।
যখন যে প্রশ্ন উঠে করে সে উত্তর,
প্রসঙ্গ অক্ষুণ্ন রাখি দেয় সদুত্তর।
সংবাদ-বহন যদি হয় প্রয়োজন
আজ্ঞাবহরূপে আজ্ঞা করে সে পালন।
যদি থাকে সংঘকৃত্য হেন কোনো কাজ
মহানন্দে নেয় ভার, নাহি মনে লাজ।
পালন করে সে বাক্য আদেশ যেমন,
সংঘের আদেশ সে তো করে না লঙ্ঘন।
যদি সংঘ কোনো কাজে করয়ে প্রেরণ
'আমি করিতেছি' মান করে না তখন।
যে যে বস্তুবশে ভিক্ষু অপরাধী হয়,

[১]। মৌন, বোকা।

যে যে ভাবে অপরাধ হতে মুক্ত হয়,
আপত্তি[১] ও অব্যাহতি দুইটি বিষয়,
ব্যাখ্যাত বিভঙ্গদ্বয়ে[২] জানিও নিশ্চয়।
উভয়ের ব্যাখ্যা যথা বিভঙ্গে আগত,
আপত্তি[৩] ও অব্যাহতি জানে সেই মত।
দণ্ডলভে যদি কোনো হয় অনাচার,
অপরাধে দণ্ড হতে নাহি পায় পার।
যথাবস্তু[৪] অপরাধী দণ্ডপ্রাপ্ত হয়,
দণ্ড মানি পুনরায় দণ্ডমুক্ত হয়।
জানে ইহা বিচক্ষণ বিভঙ্গ-কোবিদ,
বিনীত সুধীর প্রাজ্ঞ বিনয়ে পণ্ডিত।
বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষু যত তাহাদের প্রতি,
নবীন মধ্যম 'থের' সকলের প্রতি,
সগৌরবে যেইজন ভক্তিমান অতি,
জগজনহিতে রত[৫] পণ্ডিত সুজন,
তাদৃশ ভিক্ষুই হেথা প্রশংসা-ভাজন।

॥ কোশাম্বী স্কন্ধ সমাপ্ত ॥

॥ মহাবর্গ সমাপ্ত ॥

---

[১]। অপরাধপ্রাপ্তি;

[২]। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী বিভঙ্গে;

[৩]। অপরাধ প্রাপ্ত হওয়া;

[৪]। বিনয়-বিধান অনুযায়ী;

[৫]। যে সকলের হিতসাধন করে।